তাহক্বীক্ব

মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ

(৩য় খণ্ড)

'আল্লামাহ্ ওলীউদ্দীন আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ আল্ খাতীব আল্ 'উমারী আত্ তিব্‌রীযী (রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি)

তাহক্বীক্ব

'আল্লামাহ্ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি)

হাদীস একাডেমী

(শিক্ষা, গবেষণা এবং প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

তাহক্বীক্ব

মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ

(তৃতীয় খণ্ড)

['আরাবী ও বাংলা]

মূল :

'আল্লামাহ্ ওয়ালীউদ্দীন আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ আল্ খত্বীব আল্ 'উমারী আত্ তিব্‌রীযী (রহঃ)

ব্যাখ্যা :

মির্'আ-তুল মাফা-তীহ শারূহু মিশ্‌কা-তিল মাসা-বীহ

আবুল হাসান 'উবায়দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ 'আবদুস্ সালাম বিন খাঁন মুহাম্মাদ বিন আমানুল্লাহ বিন হিসামুদ্দীন আর্ রহমানী আল্ মুবারকপূরী (রহঃ) [মৃত ১৪১৪ হিঃ]

তাহক্বীক্ব :

'আল্লামাহ্ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

পরিষদ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত

হাদীস একাডেমী

(শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

তাহক্বীক্ব
মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ (তৃতীয় খণ্ড)

প্রকাশনায় : **হাদীস একাডেমী**
২১৪, বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০২-৯৫৯১৮০১
মোবাইল : ০১১৯১-৬৩৬১৪০, ০১৯১৫-৬০৪৫৯৮

প্রথম প্রকাশ : জমাদিউস্ সানী ১৪৩৬ হিজরী
মার্চ ২০১৫ ঈসায়ী
চৈত্র ১৪২১ বাংলা

কম্পিউটার কম্পোজ : ইউনিক কম্পিউটার্স
৮৯/৩, হাজী আবদুল্লাহ্ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১১৯৯-৫৬৭৩৭০, ০১৭৭৭-৭৫৬৩৬৫
Email: uniquemc15@yahoo.com

মুদ্রণে : এম. আর. প্রিন্টার্স
পাতলা খান লেন, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৮৫৫-৮৪৪৫৫০

হাদিয়্যাহ্ : ৭৫০/- (সাতশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

Mishkaatul Masaabeeh (Volume- 3)
Published by Hadith Academy, 214 No. Bangshal Road, Dhaka-1100, Bangladesh. Phone: 02-9591801, Mobile: 01191-636140, 01915-604598, First Print: March 2015, Price: 750.00 (Seven Hundred Fifty) Taka Only. US$ 19.00.

অনুবাদ ও সম্পাদনা পরিষদ

- **শায়খ আবদুল খালেক সালাফী**
  অধ্যক্ষ- আল মারকাযুল ইসলামী কমপ্লেক্স, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
  সাবেক অধ্যক্ষ- মাদরাসাহ্ মুহাম্মাদিয়্যা আরাবিয়্যাহ্, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
- **শায়খ শামসুদ্দীন সিলেটী**
  উপাধ্যক্ষ- রসূলপুর ওসমান মোল্লা সিনিয়র মাদরাসাহ্, নারায়ণগঞ্জ।
- **শায়খ মুস্তাফা বিন বাহরুদ্দীন আল-কাসেমী**
  ফাযেলে দেওবন্দ, ভারত ও অধ্যক্ষ- মাদরাসাহ্ মুহাম্মাদিয়্যা আরাবিয়্যাহ্, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
- **শায়খ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলীলুর রহমান আল-মাদানী**
  মুহাদ্দিস- মাদরাসাহ্ মুহাম্মাদিয়্যা আরাবিয়্যাহ্, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
- **শায়খ মুহাম্মাদ নজরুল ইসলাম**
  প্রধান মুহাদ্দিস- শরীফবাগ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসাহ্, ধামরাই, ঢাকা।
- **শায়খ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী**
  অধ্যক্ষ- মাদরাসাতুল হাদীস, নাযির বাজার, ঢাকা।
  প্রেসিডেন্ট- ইসলামিক এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
- **শায়খ মুহাম্মাদ মাসউদুল আলম আল-উমরী**
  ডি. এইচ. (ভারত)
  শাইখুল হাদীস ও অধ্যক্ষ- মাদরাসাহ্ দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ্, পাঁচরুখী, নারায়ণগঞ্জ।
- **শায়খ মুহাম্মাদ ইব্রাহীম মাদানী**
  দা'ঈ- ধর্ম মন্ত্রণালয়, সউদী আরব বাংলাদেশ
  মুহাদ্দিস- মাদরাসাহ্ মুহাম্মাদিয়্যা আরাবিয়্যাহ্, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
- **শায়খ মুফাযযল হুসাইন মাদানী**
  উপাধ্যক্ষ- মাদরাসাহ্ মুহাম্মাদিয়্যা আরাবিয়্যাহ্, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
- **ড. শায়খ হাফেয মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম**
  মুদাররিস- মাদরাসাহ্ মুহাম্মাদিয়্যা আরাবিয়্যাহ্, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
  লিসান্স ইন কুরআন- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্, সউদী আরব।
- **ডা. শায়খ আবূ আব্দিল্লাহ খুরশিদুল আলম মুরশিদ বগুড়াবী**
  মুহাদ্দিস- মাদরাসাতুল হাদীস, নাযির বাজার, ঢাকা।

- **শায়খ মুহাম্মাদ আবদুল মু'মিন বিন আবদুল খালেক**
  মুদাররিস- মাদরাসাহ্ মুহাম্মাদিয়্যা আরাবিয়্যাহ্, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
- **শাইখ মুহাম্মাদ আবদুল মালেক মাদানী**
  'আরাবী প্রভাষক-
  কাঞ্চনপুর এলাহিয়া বি. এ. ফাযিল মাদ্রাসাহ্, টাঙ্গাইল।
- **শায়খ আবদুর রহমান বিন মোবারক আলী**
  'আরাবী প্রভাষক- হাজী মোঃ ইউসুফ মেমোরিয়াল দারুল হাদীস মাদরাসা, সুরিটোলা, ঢাকা।
  চেয়ারম্যান- ইমাম পাবলিকেশন্স লিঃ, ঢাকা।
- **শায়খ আহসানুল্লাহ বিন মাজীদুল হক**
  মুদাররিস- মাদরাসাতুল হাদীস, নাযির বাজার, ঢাকা।
- **শায়খ শাহাদাৎ হুসাইন খান**
  দাওরায়ে হাদীস (মুমতায)-
  মাদরাসাতুল হাদীস, নাযির বাজার, ঢাকা।
  অনার্স (ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড)-
  ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।
- **শায়খ মুহাম্মাদ আবদুর রায্যাক্ব বিন ইবরাহীম**
  দাওরায়ে হাদীস-
  মাদরাসাহ্ মুহাম্মাদিয়্যা আরাবিয়্যাহ্, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
  অনার্স (অধ্যয়নরত)-
  'আরাবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- **শায়খ রবিউল ইসলাম বিন আবুল কালাম**
  মুদাররিস- মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।

সম্পাদনা সহযোগী : সাকিব বিন নূর হুসায়ন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আমাদের কথা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান রব্বুল 'আলামীনের এবং লক্ষ-কোটি দরূদ ও সালাম মানবতার মুক্তির দূত, সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী এবং সকলের অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় একমাত্র আদর্শ নেতা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি।

মানব সভ্যতার বিকাশ, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন। ইসলামের শাশ্বত ও চিরন্তন বাণী কুরআন ও সহীহ হাদীসের মাধ্যমেই আমরা পেয়েছি। কুরআন মাজীদ হচ্ছে তাত্ত্বিক বিধি-বিধান সম্বলিত আসমানী গ্রন্থ; হাদীস হচ্ছে তার প্রায়োগিক বিশ্লেষণ। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন : "নিশ্চয় রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে তোমাদের জন্য উস্ওয়াতুন হাসানাহ্ বা সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে"– (সূরাহ্ আল আহযাব ৩৩ : ২১)। হাদীস শরীফে 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে- রসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্র হচ্ছে কুরআনের বাস্তব রূপ।

কুরআন বুঝতে হলে হাদীসের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। বাংলা ভাষায় বেশ কিছু সংখ্যক তাফসীর প্রকাশিত হলেও সে তুলনায় সংকলিত হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে তাহক্বীক্ব করা বাংলা অনুবাদ খুব কমই প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে দেশের মানুষের কাছে হাদীসের মান যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে যেমন যথেষ্ট সচেতনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, তেমনি মাদ্রাসার ছাত্রদের কাছে তাহক্বীক্ব করা কিতাবের আকর্ষণ ও চাহিদাও দীর্ঘদিনের। তাই হাদীস সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেয়ার জন্য রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহীহ হাদীস জানার ও মুসলিমদের সত্যিকার ইসলামের পথে সুপ্রতিষ্ঠিত করার আন্তরিক প্রচেষ্টার ফসল হচ্ছে এ অনুবাদ গ্রন্থ। বর্তমান বিশ্ব বহু মাযহাবের ডামাডোলের মধ্যে বসবাস করে ফিরকাবন্দীর মহাজালে আবদ্ধ হয়ে সহীহ হাদীসের বাস্তব জ্ঞান না থাকার জন্য বর্তমান যুগের মুসলিমগণ সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের সন্ধান না পেয়ে সত্যিকার ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে বিভিন্ন মতবাদের শিকারে পরিণত হচ্ছে।

সুতরাং যে সকল মুসলিম ভাই ও ভগ্নিগণ য'ঈফ হাদীস বাদ দিয়ে শুধু সহীহ হাদীসের উপর 'আমাল করতে চায় (আর এটাই সকলের জন্য অত্যাবশ্যক) তাহক্বীক্বকৃত 'মিশ্কা-তুল মাসা-বীহ' অনুবাদ গ্রন্থখানি তাদের যথেষ্ট উপকারে আসবে ইন্শা-আল্লা-হ। আমাদের জানা মতে প্রকাশিত 'মিশ্কা-তুল মাসা-বীহ'-এর (আলবানী'র) তাহক্বীক্ব এবং (মির্'আ-তুল মাফা-তীহ'-এর) ব্যাখ্যাসহ অনুবাদ এটাই প্রথম।

'হাদীস একাডেমী' তাহক্বীক্ব ও ব্যাখ্যাসহ "মিশ্কা-তুল মাসা-বীহ" গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশনা কার্যক্রম গ্রহণ করে। আমরা আশা করি, আমাদের এ গ্রন্থটি গুণীমহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হবে। তবুও মানবীয় প্রচেষ্টায় ত্রুটি থাকাই স্বাভাবিক। সুহৃদ পাঠকগণ, বিশেষত হাদীস চর্চায় নিয়োজিত 'আলিমগণ প্রামাণ্য ত্রুটি নির্দেশ করলে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি রইল।

পরিশেষে এ কাজটি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যে সকল 'আলিম ও দীনী ভাই-বোন বিভিন্নভাবে মেধা, শ্রম, অর্থ, অনুপ্রেরণা, পরামর্শ দিয়ে নিরলসভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পাশাপাশি দু'আ করছি।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সকলকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ দান কর। আমীন!

হাদীস একাডেমী
(শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

সংস্করণ বৈশিষ্ট্য

- গ্রন্থটিতে উপমহাদেশের প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ শায়খ 'উবায়দুর রহমান মুবারকপূরী (রহঃ) রচিত "মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ"-এর যুগান্তকারী ভাষ্যগ্রন্থ "মির্‌'আ-তুল মাফা-তীহ" হতে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সংযোজিত হয়েছে যা বাংলা ভাষা-ভাষীদের জন্য প্রথম প্রচেষ্টা।
- বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস বিশ্ববিখ্যাত রিজালশাস্ত্রবিদ 'আল্লামাহ্ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর "তাহক্বীক্বে মিশকাত" গ্রন্থসহ অন্যান্য তাখরীজ গ্রন্থের সহায়তায় হাদীসের মান (সহীহ, য'ঈফ) নিরূপণ করা হয়েছে।
- প্রতিটি দুর্বল হাদীসের কারণ বর্ণনার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে।
- মিশকাত সংকলক প্রতিটি হাদীসের যে রেফারেন্স গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন, হাদীসের নম্বরসহ তা' উল্লেখ করা হয়েছে।
- মূল ইবারত পাঠ সহজকরণের লক্ষ্যে সুস্পষ্টভাবে পূর্ণাঙ্গ হরকত সন্নিবেশ করা হয়েছে।
- হাদীস বর্ণনা ক্ষেত্রে একাধিক রাবীর নাম একত্রে আসলে সর্বশেষ নামের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্মানসূচক পাঠ সংকেত উল্লেখের চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন- আবূ হুরায়রাহ্, আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহুমা।
- কুরআন মাজীদের আয়াতের ক্ষেত্রে প্রথমে সূরার নাম, তারপর সূরার নম্বর, শেষে আয়াত নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- (সূরাহ্ আল বাক্বারহ্ ২ : ২৮৬)।
- বাংলায় ব্যবহৃত 'আরাবী শব্দগুলোর সঠিক 'আরাবী উচ্চারণের সাথে মিল রাখার যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন- নামায স্থলে সলাত, একবচনে সহাবী, বহুবচনে সহাবা, সনদ এর পরিবর্তে সানাদ, নবী এর পরিবর্তে নাবী, হুরাইরা এর পরিবর্তে হুরায়রাহ্, আবু সাঈদ খুদরী এর পরিবর্তে আবূ সা'ঈদ আল খুদ্‌রী, মদীনা এর পরিবর্তে মাদীনাহ্, ফেরেশ্‌তা লিখতে একবচনে মালাক, বহুবচনে মালায়িকাহ্, আমল থেকে 'আমাল ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে।
- মূল হাদীস ও ব্যাখ্যা অনুবাদে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। সর্বোপরি গ্রন্থখানায় বিশুদ্ধ অনুবাদ, তাহক্বীক্ব সন্নিবিষ্টকরণে দেশের প্রকৃত 'আলিমগণের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

মির্‘আ-তুল মাফা-তীহ্ গ্রন্থের লেখক পরিচিতি

আবুল হাসান ‘উবায়দুল্লাহ বিন ‘আল্লামাহ্ মুহাম্মাদ ‘আবদুস্ সালাম বিন খান মুহাম্মাদ বিন আমানুল্লাহ বিন হিসামুদ্দীন।

১৩২৭ হিজরী সালের মুহাররম মাসে হিন্দুস্তানের উত্তর প্রদেশে আযমগড় জেলার মুবারকপূরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আযমগড় আলীয়া মাদরাসা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর তার পিতার সাথে দিল্লীর দারুল হাদীস রহমানিয়্যাতে গমন করেন। সেখানে তিনি লেখাপড়া সমাপ্ত করেন এবং ১৩৪৫ হিঃ সালে সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করেন। লেখা-পড়া শেষে তিনি উক্ত মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হন। ১৩৬৬ হিঃ মোতাবেক ১৯৪৭ খৃঃ ভারত বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত তিনি অত্র পদে নিয়োজিত থাকেন।

অতঃপর ১৩৬৭ হিজরী সালে হাফিয মুহাম্মাদ যাকারিয়্যা লায়লপূরী (রহঃ)-এর নির্দেশক্রমে মিশকাতের ভাষ্যগ্রন্থ মির্‘আতুল মাফা-তীহ সংকলনের কাজে ব্রতী হন। বিভিন্ন মাসআলাতে তিনি গবেষণালব্ধ পুস্তিকা সংকলন করেছেন। তন্মধ্যে “জুমু‘আর খুত্বায় আযানের স্থানের বর্ণনা” নামক পুস্তিকাটি উল্লেখযোগ্য। মহান আল্লাহ তাঁকে চারবার হারামাইন যিয়ারাতের তাওফীক্ব দান করেন। তিরমিযীর ভাষ্যকার ‘আবদুর রহমান মুবারকপূরী (রহঃ) “তুহফাতুল আহওয়াযী” সম্পূর্ণ করার পূর্বেই অন্ধ হয়ে গেলে তিনি এক্ষেত্রে তার সহযোগিতার জন্যে ‘উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (লেখক)-কে মনোনীত করেন। ফলে ‘আবদুর রহমান-এর নিকট তিনি দু’ বৎসর অতিবাহিত করে “তুহফাতুল আহওয়াযী”র শেষ দুই খণ্ড সম্পূর্ণকরণে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন।

১৩৬৬ হিজরীতে প্রথমবার শায়খ খলীল ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু হুসায়ন ইবনু মুহসিন আল আনসারী (রহঃ)-এর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দলের সাথে বাদশাহ ‘আবদুল ‘আযীয (রহঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশে সৌদী আরব গমন করেন। সেখানে বাদশাহ ‘আবদুল ‘আযীয এবং হিজাযে তাঁর নায়েব বাদশাহ ফায়সাল ইবনু ‘আবদুল ‘আযীয (রহঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রমাযান মাসের শেষদিকে তিনি সর্বপ্রথম ‘উমরাহ্ সম্পাদন করেন। অতঃপর মাদীনাহ্ থেকে ফেরার প্রাক্কালে শাও্ওয়াল মাসে দ্বিতীয়বার ‘উমরাহ্ সম্পাদন করেন। প্রতিনিধি দলটি তাদের কাজ শেষে উক্ত সালের যিলক্বদ মাসে স্বীয় দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর ১৩৭৫ হিজরী সালে হাজ্জ সম্পাদন করেন। পরবর্তীতে ১৩৮২ ও ১৩৯১ হিজরী সালে বদলী হাজ্জ সম্পাদন করেন। আল্লাহ তাঁর হাজ্জকে কবূল করুন এবং তাঁর পূর্ণ করার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন।

মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য

'মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ' মূলত মুহাদ্দিস মুহ্‌য়িইউস্‌ সুন্নাহ্‌ বাগাবীর 'মাসাবীহুস্‌ সুন্নাহ' গ্রন্থের উপর। মুহাদ্দিস ওয়ালীউদ্দীন আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ওরফে খত্বীব তিব্‌রীযী-এর একটি বর্ধিত সংস্করণ। মাসাবীহতে মোট ৪৪৩৪টি হাদীস রয়েছে, আর মিশকাতে রয়েছে ৬২৯৪টি হাদীস। এতে কুতুবুস্‌ সিত্তাহ্‌র প্রায় সমস্ত হাদীস এবং অন্যান্য গ্রন্থেরও বহু হাদীস স্থান লাভ করেছে। এক কথায়, মিশকাতুল মাসাবীহ হাদীসের একটি নির্ভরযোগ্য বিরাট সংকলন। মুসলিম বিশ্বে এটা যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। প্রায় সকল মাদ্‌রাসাহ্‌ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থটি পড়ানো হয়। মুহাদ্দিসগণ এর বহু আলোচনা-সমালোচনাও করেছেন এবং বহু মুহাদ্দিস এর বহু শারাহ গ্রন্থ লিখেছেন। নীচে এর কতিপয় প্রসিদ্ধ শারাহ গ্রন্থে নাম উল্লেখ করা হলো।

মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ এর বিভিন্ন তারজামা ও শারাহ গ্রন্থ :

১। আল্‌ কাশিফ আল্‌ হাক্বায়িক্বিস সুনান : আল্লামা হাসান ইবনু মুহাম্মাদ আত্‌ ত্বীবী (মৃত ৭৪৩ হিঃ)।

২। মিনহাজুল মিশকাত : 'আবদুল্লাহ্‌ 'আযীয ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল 'আযীয আবহারী (মৃত ৮৯৫ হিঃ)।

৩। আত্‌ তা'লীকুস সাবীহ 'আলা মিশকাতিল মাসাবীহ : ইদ্‌রীস কান্দালবী। এটা 'আরাবী ভাষায় লিখিত একটি বিস্তারিত শারাহ। (আমরা ব্যাখ্যাতে এ কিতাবের দিকে ইঙ্গিত দিয়েছি "আত্‌ তা'লীকুস্‌ সাবীহ" অথবা "আত্‌ তা'লীক্ব" শব্দ দ্বারা।)

৪। মিশকাতুল মাসাবীহ মা'আ শারহীহি মিরকাতুল মাফাতীহ : শায়খ আবুল হাসান 'উবায়দুল্লাহ ইবনু 'আল্লামাহ্‌ মুহাম্মাদ 'আবদুস্‌ সালাম মুবারকপূরী।

৫। তানক্বীহুর রুওয়াত ফী তাখরীজি আহাদীসিল মিশকাত : 'আল্লামাহ্‌ আহ্‌মাদ হাসান দেহলবীর 'আরাবী ভাষায় লিখিত শারাহ গ্রন্থ।

৬। আল্‌ মুলতাক্বাতাত 'আলা তারজামাতুল মিশকাত : শায়খ আহ্‌মাদ মহিউদ্দীন লাহুরী। উর্দূ ভাষায় চার খণ্ডে প্রকাশিত।

৭। আর্‌ রহমাতুল মুহাদ্দাদ ইলা মান ইউরিদ তারজামাতুল মিশকাত : 'আবদুল আও্‌ওয়াল আল-গাযনাভী। উর্দূ ভাষায় চার খণ্ডে প্রকাশিত।

৮। ত্বারীকুন নাজাত তারজামাতাস্‌ সিহাহি মিনাল মিশকাত : শায়খ ইব্‌রাহীম রচিত উর্দূ ভাষায় লিখিত, যা বহুবার প্রকাশিত হয়েছে।

৯। আন্‌ওয়ারুল মাসাবীহ ফী শারহি ওয়া তারজামাতি মিশকাতিল মাসাবীহ : শায়খ 'আবদুস্‌ সালাম আল্‌ বাসতাভী, উর্দূ ভাষায় রচিত।

১০। আর্‌ রহমাতুল মুহাদ্দাস ইলা মান ইউরিদ যিয়াদাতাল 'ইল্‌ম 'আলা আহাদীসিল মিশকাত : নওয়াব সিদ্দীক্ব হাসান খান। এটি 'আরাবী ভাষায় রচিত।

১১। লুম্‌'আত : শায়খ 'আবদুল হাক্ব মুহাদ্দিস দেহলবী (মৃত ১০৫২ হিঃ)। এটাও মিশকাতের একটি বিখ্যাত ও বিস্তারিত শারাহ।

১২। 'আশিয়াতুল লুম্'আত : এটা লুম্'আত-এরই সার-সংক্ষেপ। যা পারসী ভাষায় লিখিত। এতে তিনি প্রথমে প্রত্যেক হাদীসের পারসী ভাষায় তরজমা করেছেন। অতঃপর অতি সংক্ষেপে মুতাক্বদ্দিমীনদের (পরবর্তীদের) মতামতের সার বর্ণনা করেছেন।

১৩। মাযাহিরিল হাক্ব : নওয়াব কুতুবুদ্দীন খাঁ দেহলবী (মৃত ১২৭৯ হিঃ)। তিনি প্রথমে প্রত্যেক হাদীসের উর্দূ তরজমা করেছেন। অতঃপর শায়খ 'আবদুল হাক্ব মুহাদ্দিস দেহলবীর 'আশিয়াতুল লুম্'আতি-এর আলোচনার উর্দূ অনুবাদ ও তাঁর উস্তায শাহ ইসহাক্ব দেহলীর আলোচনার সার উল্লেখ করেছেন।

১৪। মিরকাতুল মাফাতীহ শারহি মিশকাতুল মাসাবীহ : মুল্লা 'আলী ইবনু সুলতান মুহাম্মাদ আল-ক্বারী (মৃত ১০১৪ হিঃ)।

১৫। যরীআতুন্ নাজাত : শায়খ ইমামুদ্দীন মুহাম্মাদ 'আরিফ ওরফে 'আবদুন্নাবী শাত্তারী আকবরাবাদী (মৃত ১১২০ হিঃ)।

১৬। 'আবদুল ওয়াহ্হাব সদরী আল্ মুলতানী (মৃত ১৩৫১ হিঃ)। 'আরাবী ভাষায় তা'লীক্ব গ্রন্থ।

১৭। শায়খ 'আবদুত্ তাওয়াব আল্ মুলতানী (মৃত ১৩৬১ হিঃ)। তিনি উর্দূ ভাষায় মিশকাতের তরজমা ও শারাহ লিখেছেন। যা মুলতানে ছাপানো হয়েছে।

১৮। শারহি মিশকাত : সৈয়দ শারীফ জুরজানী। এটা ত্বীবীর শারাহ্‌র সার-সংক্ষেপ।

১৯। শারহি মিশকাত : মুল্লা 'আলী তারিমী আকবরাবাদী (মৃত ৯৮১ হিঃ)।

২০। শারহি মিশকাত : শায়খ মুহাম্মাদ সা'ঈদ ইবনু ইমামে রব্বানী (মৃত ১০৭০ হিঃ)।

'ইল্‌মে হাদীস শাস্ত্রের কতিপয় পরিভাষা

সহা-বী (صَحَابِيٌّ) : যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহা-বী বলে।

তা-বি'ঈ (تَابِعِيٌّ) : যিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন সহাবীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাঁকে দেখেছেন এবং মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে তা-বি'ঈ বলে।

মুহাদ্দিস (مُحَدِّثٌ) : যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সানাদ ও মাতান সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাঁকে মুহাদ্দিস বলে।

শায়খ (شَيْخٌ) : হাদীসের শিক্ষাদাতা রাবীকে শায়খ বলে।

শায়খায়ন (شَيْخَيْنِ) : সহাবীগণের মধ্যে আবূ বাক্‌র ও 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়। কিন্তু হাদীসশাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়।

হা-ফিয (حَافِظٌ) : যিনি সানাদ ও মাতানের বৃত্তান্তসহ এক লাভ হাদীস আয়ত্ব করেছেন তাঁকে হা-ফিয বলা হয়।

হুজ্জাহ্ (حُجَّةٌ) : অনুরূপভাবে যিনি তিন লক্ষ হাদীস আয়ত্ব করেছেন তাঁকে হুজ্জাহ্ বলা হয়।

হা-কিম (حَاكِمٌ) : যিনি সব হাদীস আয়ত্ব করেছেন তাঁকে হা-কিম বলা হয়।

রিজা-ল (رِجَالٌ) : হাদীসের রাবী সমষ্টিকে রিজা-ল বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে আসমা-উর্ রিজা-ল (اَسْمَاءُ الرِّجَال) বলা হয়।

রিওয়া-য়াত (رِوَايَةٌ) : হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়া-য়াত বলে। কখনো কখনো মূল হাদীসকেও রিওয়া-য়াত বলা হয়। যেমন– এ কথার সমর্থনে একটি রিওয়া-য়াত (হাদীস) আছে।

সানাদ (سَنَدٌ) : হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে সানাদ বলা হয়। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

মাতান (مَتْنٌ) : হাদীসের মূল কথা ও তার শব্দ সমষ্টিকে মাতান বলে।

মারফূ' (مَرْفُوْعٌ) : যে হাদীসের সানাদ (বর্ণনা পরম্পরা) রসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মারফূ' হাদীস বলে।

মাওকূফ (مَوْقُوْفٌ) : যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র উর্ধ্ব দিকে সহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে, অর্থাৎ– যে সানাদ সূত্রে কোন সহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে মাওকূফ হাদীস বলে। এর অপর নাম আসা-র (أَثَارٌ)।

মাওকূফ সহীহ (مَوْقُوْفٌ صَحِيْحٌ) : হাদীস মাওকূফ হলেই যে তা সহীহ হবে না তা নয়। বরং কোন সময় মাওকূফ হলেও তা 'আমালযোগ্য হতে পারে।

মাক্বতূ' (مَقْطُوْعٌ) : যে হাদীসের সানাদ কোন তাবি'ঈ পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মাক্বতূ' হাদীস বলা হয়।

তা'লীক্ব (تَعْلِيْقٌ) : কোন কোন গ্রন্থকার কোন হাদীসের পূর্ণ সানাদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীস বর্ণনা করেছেন, এরূপ করাকে তা'লীক্ব বলা হয়। কখনো কখনো তা'লীক্বরূপে বর্ণিত হাদীসকেও তা'লীক্ব বলে। ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর সহীহ গ্রন্থে এরূপ বহু 'তা'লীক্ব' রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, বুখারীর সমস্ত তা'লীক্বেরই মুত্তাসিল সানাদ রয়েছে। অনেক সংকলনকারী এ সমস্ত তা'লীক্ব হাদীস মুত্তাসিল সানাদে বর্ণিত করেছেন।

মুদাল্লাস (مُدَلَّسٌ) : যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়খের (উস্তাযের) নাম উল্লেখ না করে তাঁর উপরন্ত শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরন্ত শায়খের নিকট তা শুনেছেন অথচ তিনি তাঁর নিকট সে হাদীস শুনেননি– সে হাদীসকে মুদাল্লাস হাদীস এবং এরূপ করাকে 'তাদ্লীস, আর যিনি এরূপ করেন তাঁকে মুদাল্লিস বলা হয়। মুদাল্লিসের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, যে পর্যন্ত না এ কথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তিনি একমাত্র সিক্বাহ্ রাবী থেকেই তাদ্লীস করেন অথবা তিনি আপন শায়খের নিকট শুনেছেন বলে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন।

মুয্ত্বারাব (مُضْطَرِبٌ) : যে হাদীসের রাবী হাদীসের মাতান বা সানাদকে বিভিন্ন প্রকারে বর্ণনা করেছেন সে হাদীসকে হাদীসে মুয্ত্বারাব বলা হয়। যে পর্যন্ত না এর কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত সম্পর্কে অপেক্ষা করতে হবে, অর্থাৎ- এ ধরনের রিওয়া-য়াতে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

মুদ্‌রাজ (مُدْرَجٌ) : যে হাদীসের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে অনুপ্রবেশ করিয়েছেন, সে হাদীসকে মুদ্‌রাজ এবং এরূপ করাকে 'ইদ্‌রাজ' বলা হয়। ইদ্‌রাজ হারাম।

মুত্তাসিল (مُتَّصِلٌ) : যে হাদীসের সানাদের ধারাবাহিকতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মুত্তাসিল হাদীস বলে।

মুন্‌ক্বাতি' (مُنْقَطِعٌ) : যে হাদীসের সানাদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানে কোন স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুন্‌ক্বাতি' হাদীস, আর এ বাদ পড়াকে ইন্‌ক্বিতা' বলা হয়।

মুরসাল (مُرْسَلٌ) : যে হাদীসের সানাদের ইন্‌ক্বিতা' শেষের দিকে হয়েছে, অর্থাৎ– সহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তা-বি'ঈ সরাসরি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁকে মুরসাল হাদীস বলা হয়।

মুতা-বি' ও শা-হিদ (مُتَابِعٌ وَ شَاهِدٌ) : এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায় তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসকে প্রথম রাবীর হাদীসের মুতা-বি' বলা হয়। যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী, অর্থাৎ– সহাবী একই ব্যক্তি হন। আর এরূপ হওয়াকে মুতাবা'আত বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীস শাহিদ বলে। আর এরূপ হওয়াকে শাহাদাহ্‌ বলে। মুতাবা'আহ্‌ ও শাহাদাহ্‌ দ্বারা প্রথম হাদীসটির শক্তি বৃদ্ধি পায়।

মু'আল্লাক্ব (مُعَلَّقٌ) : সানাদের ইন্‌ক্বিত্বা' প্রথম দিকে হলে, অর্থাৎ– সহাবার পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে তাকে মু'আল্লাক্ব হাদীস বলা হয়।

মা'রূফ ও মুন্‌কার (مَعْرُوْفٌ وَ مُنْكَرٌ) : কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন মকবুল (গ্রহণযোগ্য) রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে তাকে মুনকার বলা হয় এবং মাকবুল রাবীর হাদীসকে মা'রূফ বলা হয়। মুন্‌কার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

সহীহ (صَحِيْحٌ) : যে মুত্তাসিল হাদীসের সানাদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালাত ও যাব্‌তা-গুণসম্পন্ন এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষ-ত্রুটিমুক্ত তাকে সহীহ হাদীস বলে।

সহীহ লিযা-তিহী (صَحِيْحٌ لِذَاتِهٖ) : ন্যায়পরায়ণ, আয়ত্বশক্তি সম্পন্ন ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি থেকে অবিচ্ছিন্ন, শায ও গোপন দোষ-ত্রুটিমুক্ত সানাদে বর্ণিত হাদীসকে 'সহীহ লিযা-তিহী' বলা হয়, যা সর্বক্ষেত্রেই 'আমালযোগ্য।

সহীহ লিগয়রিহী (صَحِيْحٌ لِغَيْرِهٖ) : আসলে হাদীসটি হাসান, কিন্তু সানাদ সংখ্যা বেশী হওয়াতে শক্তিশালী হয়ে 'হাসান'-এর স্তর থেকে 'সহীহ'-এর স্তরে উন্নীত হয়। তবে 'সহীহ লিযা-তিহী' হতে পারে না, 'সহীহ লিগয়রিহী' হয়। হাদীসটি 'আমালযোগ্য দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে।

হাসান (حَسَنٌ) : যে হাদীসের কোন রাবীর যব্‌ত্ব বা আয়ত্ব গুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে তাঁকে হাসান হাদীস বলা হয়। ফিক্‌হবিদগণ সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসের ভিত্তিতে শারী'আতের বিধান নির্ধারণ করেন।

হাসান লিযা-তিহী (حَسَنٌ لِذَاتِهِ) : যে হাদীসটির বর্ণনাকারীর আয়ত্বশক্তি স্বল্প, ন্যায়পরায়ণ, রাবী অবিচ্ছিন্ন, শায ও গোপন দোষ-ক্রুটিমুক্ত সানাদে বর্ণনা করেছেন তাকে 'হাসান লিযা-তিহী' বলে। 'হাসান লিযা-তিহী'-এর মধ্যে 'সহীহ'-এর সকল শর্তের সমাবেশ ঘটে। তবে ضَبْطٌ (যব্‌ত্ব)-এর ক্ষেত্রটা ভিন্ন, আর তা হলো : যব্‌ত্ব তথা আয়ত্বশক্তি, 'হাসান লিযা-তিহী'-এর কোন কোন রাবীর মধ্যে 'সহীহ লিযা-তিহী'-এর রাবীর চেয়ে কম থাকে। কিন্তু দলীল গ্রহণ ও 'আমাল ওয়াজিব করার ক্ষেত্রে 'সহীহ লিযা-তিহী'-এর মতই।

হাসান লিগয়রিহী (حَسَنٌ لِغَيْرِهِ) : কবূল স্থগিত হাদীসকে 'হাসান লিগয়রিহী' বলে। যেমন- مَسْتُوْرٍ বা তার মতো লুক্কায়িত রাবীর রিওয়ায়াত। যাকে কোনভাবে কেউ চিনে না, অজ্ঞাত থাকে। তবে যখন তার মতো বা তার থেকে শক্তিশালী রাবী দ্বারা তার সমর্থন পাওয়া যায় তখন হাদীসটি কবূল বা 'আমালযোগ্য হয়। আসলে হাদীসটি য'ঈফ। কিন্তু বাহিরের সমর্থনে শক্তিশালী হওয়ার কারণে তার উপর হাসান আপতিত হয়েছে। সবসময় হাদীসটি 'আমালযোগ্য নয়।

হাসান সহীহ (حَسَنٌ صَحِيْحٌ) : একটি হাদীস দু'জন রাবী বর্ণনা করেছেন দুই সানাদে। এক সানাদে হাসান আর অপর সানাদে 'সহীহ'। এ ব্যাপারে আরো মতপার্থক্য বিদ্যমান। তবে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত হলো– কোন ক্ষেত্রে রাবীর মধ্যে দু'টো সিফাতের সম্ভাবনা সমানভাবে বিদ্যমান। কোন্‌টিকে কোন্‌টির উপর প্রাধান্য দেয়া যাচ্ছে না। এমন ক্ষেত্রে ইমাম উভয় সিফাতের রাবীকে সংযুক্ত করে বলেছেন 'হাসান সহীহ'। তখন এ হাদীসটি নিম্নস্তর হিসেবে বিবেচিত হবে সে হাদীস থেকে যাকে দৃঢ়তার সাথে সহীহ বলা হয়েছে। আর যদি হাদীসটি 'হাসান' তথা একক রাবী বিশিষ্ট না হয় তাহলে দু'টো বিশেষণ একত্রিত হওয়ার কারণে দু'টো সানাদ, যার একটি 'হাসান' এবং অপরটি 'সহীহ'। তখন এ হাদীসটি বেশী শক্তিশালী হবে ঐ হাদীস থেকে যার সাথে শুধু যুক্ত হয়েছে 'সহীহ'।

য'ঈফ (ضَعِيْفٌ) : যে হাদীসের রাবী কোন হাসান হাদীসের রাবীর গুণসম্পন্ন নন তাকে য'ঈফ হাদীস বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীসকে দুর্বল বলা হয়, অন্যথায় নাবী ﷺ-এর কোন কথাই য'ঈফ নয়।

খুবই দুর্বল (ضَعِيْفٌ جِدًّا) : সানাদে একাধিক দুর্বল রাবীর কারণে তা 'খুবই দুর্বল' হয়।

মাওযূ' (مَوْضُوْعٌ) : যে হাদীসের রাবী জীবনে একবার হলেও ইচ্ছাকৃতভাবে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা কথা রটনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

মাত্‌রূক (مَتْرُوْكٌ) : যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয় বরং সাধারণ কাজে-কর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তার বর্ণিত হাদীসকে মাত্‌রূক হাদীস বলা হয়। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসও পরিত্যাজ্য।

শা-য (شَاذٌّ) : হাদীসের পরিভাষায় কোন দুর্বল রাবী যে বিশ্বস্ত রাবীর বিপরীতে বর্ণনা করেন এমন বর্ণনাকে 'শা-য' বলা হয়। তবে রিজালশাস্ত্রে কোন হাদীস বা রাবী সম্পর্কে যখন কোন মুহাদ্দিস বা ইমাম এই পরিভাষা ব্যবহার করেন তখন সেই হাদীস পরিত্যাজ্য বা 'আমালযোগ্য নয়, এমনটাই বুঝায়।

মুব্হাম (مُبْهَمٌ) : যে হাদীসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি, যার ভিত্তিতে তার দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে– এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মুব্হাম হাদীস বলে। এ ব্যক্তি সহাবী না হলে তার হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুতাওয়া-তির (مُتَوَاتِرٌ) : যে সহীহ হাদীস সানাদের প্রত্যেক স্তরে এত অধিক লোক রিওয়া-য়াত করেছেন যাদের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব তাকে মুতাওয়া-তির হাদীস বলে। এ ধরনের হাদীস দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান (عِلْمُ الْيَقِيْنِ) লাভ হয়।

খবুরে ওয়া-হিদ (خَبَرٌ وَاحِدٍ) : সানাদের প্রত্যেক স্তরে এক, দু' অথবা তিনজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে খবুরে ওয়া-হিদ বা আখবারুল আহাদ বলা হয়। এ হাদীস তিন প্রকার :

মাশহূর (مَشْهُوْرٌ) : যে হাদীস সানাদের প্রত্যেক স্তরে অন্ততপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে মাশহূর হাদীস বলা হয়।

'আযীয (عَزِيْزٌ) : যে হাদীস সানাদের প্রত্যেক স্তরে অন্তত দু'জন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে 'আযীয বলা হয়।

গরীব (غَرِيْبٌ) : যে হাদীস সানাদের কোন এক স্তরে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে গরীব হাদীস বলা হয়।

হাদীসে কুদ্সী (حَدِيْثٌ قُدْسِيٌّ) : এ ধরনের হাদীসের মূলকথা সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত, যেমন আল্লাহ তাঁর নাবী ﷺ-কে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা জিব্রীল 'আলায়হিস-সালাম-এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন, মহানাবী ﷺ তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

মুত্তাফাক্ব 'আলায়হি (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : যে হাদীস একই সহাবী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) উভয়ে গ্রহণ করেছেন, তাকে মুত্তাফাকুন 'আলায়হি হাদীস বলে।

'আদা-লাত (عَدَالَةٌ) : যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাক্বওয়া ও শিষ্টাচার অবলম্বনে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে তাকে 'আদা-লাত বলে। এখানে তাক্বওয়া বলতে অশোভনীয় ও অভদ্রোচিত কার্য থেকে বিরত থাকা, যেমন– হাট-বাজারে বা প্রকাশ্যে পানাহার করা বা রাস্তা-ঘাটে প্রস্রাব-পায়খানা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকাও বুঝায়।

যব্ত্ব (ضَبْطٌ) : যে স্মৃতিশক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে তাকে যব্ত্ব বলা হয়।

সিক্বাহ্ (ثِقَةٌ) : যে রাবীর মধ্যে 'আদা-লাত ও যব্ত্ব বা স্মৃতিশক্তি উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান, তাকে সিক্বাহ্ সা-বিত (ثَابِت) বা সাবাত (ثبة) বলা হয়।

সানাদ সহীহ (إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ) : যে হাদীসের সানাদে 'সহীহ'-এর সকল শর্ত বিদ্যমান থাকে তখন সে সানাদের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ বলেন 'সানাদ সহীহ'।

সানাদ য'ঈফ (إِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ) : যে হাদীসের সানাদে কোন য'ঈফ রাবী বিদ্যমান থাকে তখন মুহাদ্দিসগণ সে সানাদের ব্যাপারে বলেন 'সানাদ য'ঈফ'।

Contents

মিশ্‌কা-তুল মাসা-বীহ তৃতীয় খণ্ডের সূচীপত্র

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

(٧) كِتَابُ الصَّوْمِ
পর্ব-৭ : সওম (রোযা)

الصوم ও الصيام-এর আভিধানিক অর্থ হলো সাধারণভাবে বিরত থাকা। অর্থাৎ- সহবাস, কথা বলা, খাওয়া ও পান করা থেকে বিরত থাকা। আরো বলা হয়ে থাকে, সূর্য গতিহীন হয়ে পড়লে দিনও গতিহীন হয়ে পড়ে। আর বাতাস বন্ধ হয়ে যায় তখন তার গতিশীলতা থাকে না। আল্লাহ তা'আলা মারইয়াম সম্পর্কে বলেন : "মারইয়াম-এর কথা হলো, আমি মানুষের সাথে কথা বলা থেকে বিরত থাকার জন্য মানৎ করেছি রহমানের নিকটে।" (সূরাহ্ মারইয়াম ১৯ : ২৬)

صيام "সিয়াম"-এর পরিভাষায় ইমাম নাবাবী ও হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন :

إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة.

অর্থাৎ- নির্দিষ্ট শর্তের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কাজ থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিরত থাকাকে সিয়াম বলে।

ইমাম ত্বীবী বলেন : এমন কিছু গুণ যা ইতিবাচক এবং যা 'আমাল করা জায়িয তা ব্যতিরেকে সকল নিষিদ্ধ কাজ হারাম।

আমীর ইয়ামানী বলেন : নির্দিষ্ট কাজ থেকে বিরত থাকা। আর তা হলো খাওয়া, পান করা ও সহবাস।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ
প্রথম অনুচ্ছেদ

١٩٥٦-[١] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «فُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯৫৬-[১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : মাহে রমাযান শুরু হলে আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। অন্য এক বর্ণনায় আছে, জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। শায়ত্বনকে শিকলবন্দী করা হয়। অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'রহ্‌মাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়'। (বুখারী, মুসলিম)[১]

---

[১] সহীহ : বুখারী ১৮৯৯, ৩২৭৭, মুসলিম ১০৭৯, নাসায়ী ২০৯৯, ২০৯৭, ২১০২, আহমাদ ৭৭৮০, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ৭৩৮৪, ৭৭৮১, ৯২০৪, শু'আবুল ঈমান ৩৩২৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৪৩১।

ব্যাখ্যা : (فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ) "আকাশের দরজাসমূহ খুলো দেয়া হয়। এখানে আকাশের দরজাসমূহ দ্বারা জান্নাতের দরজা উদ্দেশ্য। কেননা এর বিপরীতে বলা হয়েছে যে, (غُلِّقَتْ أبواب النار) জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। অতএব বুঝা গেল যে, আকাশের দরজা দ্বারা উদ্দেশ্য জান্নাতের দরজা। ইবনু বাত্ত্বাল-এর বক্তব্যও তাই।

(غُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ) "জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা হয়।" সিন্দী (রহঃ) বলেন : এর দ্বারা উদ্দেশ্য বান্দা থেকে শাস্তি দূর করা। হাদীসের এ অংশ থেকে এটাও জানা যায় যে, জাহান্নামের দরজা খোলা থাকে। হাদীসের এ বক্তব্য সূরাহ্ আয্ যুমারে আল্লাহর বাণী "তারা (জাহান্নামীরা) যখন সেখানে আসবে তখন তা খুলে দেয়া হবে"– সূরাহ্ আয্ যুমার আয়াত নং ৭১-এর বিরোধী নয়। কেননা এটা সম্ভব যে, জাহান্নামীদের তাতে নিক্ষেপ করার পূর্বে তা বন্ধ করা হবে। পরে তা আবার খুলে দেয়া হবে। জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়ার কারণে কোন কাফির রমাযানে মৃত্যুবরণ করলে তাকে শাস্তি দেয়ায় কোন প্রতিবন্ধক হবে না। কারণ শাস্তি প্রদানের জন্য ক্বব্রের সাথে জাহান্নামের কোন একটি ছোট দরজার সংযোগ স্থাপনই যথেষ্ট, যদিও জাহান্নামের বড় ফটক বন্ধ থাকে।

(سُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ) "শায়ত্বনদের শিকলবন্দী করা হয়" অর্থাৎ- তাদেরকে প্রকৃত শিকল দ্বারাই আটকে ফেলা হয়। আর এখানে ঐ সমস্ত শায়ত্বন উদ্দেশ্য যারা আকাশ থেকে সংবাদ চুরি করার কাজে লিপ্ত থাকে। অথবা এর দ্বারা সকল শায়ত্বন উদ্দেশ্য, তবে এর অর্থ রূপক অর্থাৎ- শায়ত্বন কর্তৃক মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রবণতা কমে যায়।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, শায়ত্বনকে যদি রমাযান মাসে বন্দী করেই ফেলা হয় তা হলে রমাযানে অপরাধ সংগঠিত হয় কিভাবে? এর জওয়াব এই যে, অপরাধের প্রবণতা ঐ সমস্ত মুসলিমদের থেকে কমে যায় যারা সিয়ামের শর্তাবলী পালনের মাধ্যমে সিয়ামকে সংরক্ষণ করে। অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য রমাযানে অপরাধ প্রবণতা কমিয়ে দেয়া আর তা প্রকাশ্যভাবেই দৃশ্যমান। এটা সর্বজনবিদিত যে, রমাযান মাসে অন্যান্য মাসের তুলনায় অপরাধ অনেক কর্ম সংঘটিত হয়, আর শায়ত্বন বন্দী করে ফেলার কারণে অপরাধ একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়া জরুরী নয়। কেননা অপরাধ সংঘটিত হওয়ার অনেক কারণ বিদ্যমান, তন্মধ্যে খারাপ অন্তর ও মানবরূপী শায়ত্বন এর অন্তর্ভুক্ত।

١٩٥٧ ـ[٢] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه. قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ مِنْهَا: بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُوْنَ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯৫৭-[২] সাহ্ল ইবনু সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে। এর মধ্যে 'রইয়্যান' নামে একটি দরজা রয়েছে। সিয়াম পালনকারীগণ ছাড়া এ দরজা দিয়ে অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। (বুখারী, মুসলিম)[২]

ব্যাখ্যা : জান্নাতের আটটি দরজার মধ্যে একটি দরজার নাম 'রইয়্যান'-এর নামকরণ করার কারণ এটাও হতে পরে যে, এ জান্নাত স্বয়ং তৃপ্ত তাতে অধিক নালা ও তাজা ফুলে ফলে তা সমৃদ্ধ। অথবা তাতে যারা প্রবেশ করবে তাদের তৃষ্ণা মিটে থাকে এবং স্থায়ী নিবাসে তাদের এ তৃপ্তি স্থায়িত্ব পাবে।

---

[২] সহীহ : বুখারী ৩২৫৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৫২২।

(لَا يَدْخُلُهٗ إِلَّا الصَّائِمُوْنَ) তাতে শুধু সিয়াম পালনকারীগণই প্রবেশ করবে। অর্থাৎ- যাদের 'ইবাদাতের মধ্যে সিয়াম প্রাধান্য পেয়েছে তারা তাতে প্রবেশ করবে যদিও তাদের অন্যান্য 'ইবাদাতেও কোন ঘাটতি নেই।

'আল্লামাহ্ সিন্দী (রহঃ) বলেন : صَائِمُوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য যারা অধিক পরিমাণে সিয়াম পালন করে। যেমন العادل ন্যায়পরায়ণ, অর্থাৎ- ন্যায়ানুগ কাজ করা যার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, অনুরূপভাবে الظالم (যালিম) অর্থাৎ- যুল্‌ম করা যার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। মাত্র একবার ন্যায়সঙ্গত করলে তাকে ন্যায়পরায়ণ বলা হয় না। অনুরূপ শুধুমাত্র একবার যুল্‌ম করলেই তাকে যালিম বলা হয় না।

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন যে, অত্র হাদীস এবং সহীহ মুসলিমে 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত মারফূ' হাদীস যাতে বলা হয়েছে তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে উত্তমরূপে উযূ করবে, অতঃপর বলবে (أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ)। তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে। সে এর যে কোন দরজা দিয়ে স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী প্রবেশ করবে। এখানে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সে ব্যক্তি তার ইচ্ছানুযায়ী যে কোন একটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে অথচ এই উযূকারী ব্যক্তি অধিক সিয়াম পালনকারী নাও হতে পারে; তা হলে তো এ দুই হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্য হয়ে গেল।

দু'ভাবে এ প্রশ্নের জওয়াব দেয়া যেতে পারে।

১. সায়িমদের দরজা 'রইয়্যান' থেকে তার মনকে ঘুরিয়ে দেয়া হবে ফলে সে এই 'রইয়্যান' দরজা ব্যতীত অন্য যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে।

২. 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীসটি বর্ণনার ক্ষেত্রে শব্দের ভিন্নতা রয়েছে। তিরমিযীর বর্ণনায় রয়েছে, জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্যে থেকে তার জন্য আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে। এতে বুঝা যায় যে, জান্নাতের দরজা আটেরও অধিক। আর ঐ ব্যক্তির খুলে দেয়া আটটি দরজা সিয়াম পালনকারীদের জন্য নির্দিষ্ট দরজা 'রইয়্যান' ব্যতীত অন্য যে কোন আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে। অতএব দু' হাদীসের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই।

١٩٥٨ -[٣] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ. وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ. وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯৫৮-[৩] আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াব লাভের আশায় রমাযান মাসে সিয়াম পালন করবে, তার আগের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াব লাভের আশায় 'ইবাদাতে রাত কাটাবে, তার আগের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াব লাভের আশায় লায়লাতুল ক্বদ্‌রে 'ইবাদাতে কাটাবে তারও আগের সব গুনাহ ক্ষমা করা হবে। (বুখারী, মুসলিম)[৩]

---

[৩] সহীহ : বুখারী ৩৮, ১৮০২, ১৯১০, ২০১৪, মুসলিম ৭৬০, আবূ দাউদ ১৩৭২, নাসায়ী ২২০৫, ইবনু মাজাহ ১৬৪১, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৮৮৭৫, আহমাদ ৭১৭০, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ১৮৯৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৫০৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৪৩২।

ব্যাখ্যা : (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا) "বিশ্বাসের সাথে সিয়াম পালন করে" অর্থাৎ- এ বিশ্বাস রাখে যে, রমাযানের সিয়াম পালন করা তার জন্য বাধ্যতামূলক এবং তা ইসলামের অন্যতম একটি রুকন, আর তা পালনকারীর জন্য পুরস্কার রয়েছে।

(احْتِسَابًا) "সাওয়াবের আশায়", অর্থাৎ- এ কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে সে আল্লাহ তা'আলার নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির আশা করে। মানুষের ভয়ে বা সিয়াম পালন না করলে লজ্জিত হতে হবে এমন আশংকা থেকে নয় অথবা সিয়াম পালনের মাধ্যমে সুখ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্য না থাকে বরং *"খালিস লিওয়াজহিল্লা-হ"* অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য, সিয়াম পালন করে (غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَأَخَّرَ) তার পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। এতে বুঝা যায় যে, তার সগীরাহ্ কাবীরাহ্ সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। তবে জমহূর 'আলিমদের মতে শুধু সগীরাহ্ গুনাহ উদ্দেশ্য অর্থাৎ তার সকল প্রকার সগীরাহ্ গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। কেননা কাবীরাহ্ গুনাহ তাওবাহ্ ব্যতীত ক্ষমা করা হয় না।

(وَمَا تَأَخَّرَ) "তার পরবর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়" হাদীসের এ অংশটুকু প্রশ্নের সৃষ্টি করে যে, ক্ষমা করা বিষয়টি কৃত অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত। যে অপরাধ এখনও সংঘটিত হয়নি তা ক্ষমা করা হয় কিভাবে?

জওয়াব : ১. তার গুনাহ সংঘটিত হয় ক্ষমাকৃত অবস্থায় অর্থাৎ তার দ্বারা কোন গুনাহ সংঘটিত হলে তা ক্ষমা করে দেয়া হবে।

২. আল্লাহ তাকে ভবিষ্যতে গুনাহতে লিপ্ত হওয়া থেকে সংরক্ষণ করবেন। ফলে তার দ্বারা কোন কাবীরাহ্ গুনাহ সংঘটিত হবে না।

(قَامَ رَمَضَانَ) "রমাযানে ক্বিয়াম করে" অর্থাৎ- রমাযানের পূর্ণরাত বা রাতের অধিকাংশ সময় সলাত আদায়, কুরআন তিলাওয়াত ও যিক্‌রের মাধ্যমে অতিবাহিত করে। ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : এর দ্বারা উদ্দেশ্য রমাযানের রাতে তারাবীহের সলাত আদায় করা। অর্থাৎ তারাবীহের সলাত দ্বারা قيام الليل (ক্বিয়ামুল লায়ল)-এর উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায়। এর অর্থ এমন নয় যে, তারাবীহ ব্যতীত قيام الليل হয় না।

(مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ) "যে ব্যক্তি ক্বদ্‌রের রাতে ক্বিয়াম করে" অর্থাৎ- এ রাতে জেগে 'ইবাদাত করে। চাই সে তা অবহিত হোক বা না হোক।

(غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ) "তার পূর্বের কৃতগুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়" অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির যদি সগীরাহ্ গুনাহ থেকে থাকে তবে তা মুছে ফেলা হয়। আর যদি তার কাবীরাহ্ গুনাহ থাকে তবে তা হালকা করে দেয়া হয়। তার যদি কোন গুনাহ না তাকে তবে জান্নাতে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়া হয়।

١٩٥٩ -[٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهٗ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهٖ. يَدَعُ شَهْوَتَهٗ وَطَعَامَهٗ مِنْ أَجْلِيْ. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهٖ. وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهٖ. وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ. وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ. فَإِنْ سَابَّهٗ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهٗ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯৫৯-[৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আদাম সন্তানের প্রত্যেকটি নেক 'আমাল দশ থেকে সত্তর গুণ পর্যন্ত বাড়ানো হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, কিন্তু এর ব্যতিক্রম হলো সওম। কেননা, সওম আমার জন্যে রাখা হয় এবং আমিই এর প্রতিদান দিব। কারণ সায়িম (রোযাদার) ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির তাড়না ও খাবার-দাবার শুধু আমার জন্য পরিহার করে। সায়িমের জন্য দু'টি খুশী রয়েছে। একটি ইফত্বার করার সময় আর অপরটি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়। সায়িমের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশ্কের সুগন্ধির চেয়েও বেশী পবিত্র ও পছন্দনীয় এবং সিয়াম ঢাল স্বরূপ (জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষাকবচ)। তাই তোমাদের যে কেউ যেদিন সায়িম হবে সে যেন অশ্লীল কথাবার্তা না বলে আর শোরগোল বা উচ্চবাচ্য না করে। তাকে কেউ যদি গালি দেয় বা কটু কথা বলে অথবা তার সাথে ঝগড়া করতে চায়, সে যেন বলে দেয়, 'আমি একজন সায়িম'। (বুখারী, মুসলিম)[৪]

ব্যাখ্যা : (إِلَّا الصَّوْمَ) "তবে সওমের প্রতিদান, অর্থাৎ- যে কোন সৎকাজের প্রতিদান দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। সিয়াম এর ব্যতিক্রম তা শুধুমাত্র সাতশত গুণ পর্যন্তই বৃদ্ধি করা হয় না। এর প্রতিদানের কোন সীমারেখা নেই। বরং তার প্রতিদান কি পরিমাণ দেয়া হবে তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা জানেন।

(فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ) "তা (সিয়াম) আমারই জন্য এবং তার প্রতিদান আমিই দিব।" অর্থাৎ- সিয়াম আল্লাহর তা'আলা ও তাঁর বান্দার মাঝে একটি গোপনীয় বিষয়। যা বান্দা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই পালন করে থাকে। যা কোন বান্দা অবহিত হতে পারে না। কেননা এ সিয়ামের বাহ্যিক কোন রূপ নেই যেমনটি অন্যান্য 'ইবাদাতের বাহ্যিক রূপ রয়েছে। যা বান্দা দেখতে পায়। যেহেতু এ সিয়ামের বিষয়টি আমি ব্যতীত অন্য কেউ অবহিত হতে পারে না তাই এর প্রতিদানও আমিই দিব। এর প্রতিদানের বিষয়টি অন্য কারো উপর ন্যস্ত করব না। এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, সিয়ামের পুরস্কার খুবই বড় আর তা হিসাববিহীন।

একটি প্রশ্ন : সকল 'ইবাদাতই একমাত্র আল্লাহর জন্য এবং তার প্রতিদানও একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই দিয়ে থাকেন। তাহলে 'সওম শুধুমাত্র আমার জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দিব' এর উদ্দেশ্য কি?

জওয়াব : সিয়ামের মধ্যে রিয়া তথা লোকজনকে দেখানো সম্ভব নয় যা অন্যান্য 'ইবাদাতের প্রযোজ্য। কেননা সিয়ামের কোন বাহ্যিক আকার আকৃতি নেই যা লোকজন দেখতে পাবে যা অন্যত্র 'ইবাদাতের মধ্যে আছে। যেমন সলাত তার রুকূ' সাজদাহ্ রয়েছে। সলাত আদায়কারীর এ কাজ অন্যান্য লোকেরা দেখতে পায়। কিন্তু সিয়ামের মধ্যে এমন কিছু নেই। যা লোকেরা দেখবে বরং তা শুধু নিয়্যাতের সাথে সম্পৃক্ত যা মানুষের দৃষ্টির অগোচরে। তাই এটা বলা যুক্তিযুক্ত যে, সিয়াম শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য। আর এ 'ইবাদাত যেহেতু শুধু আল্লাহর জন্য, তাই এর পুরস্কারও আল্লাহ স্বয়ং নিজ হাতে প্রদান করবেন। কিন্তু অন্যান্য কাজের পুরস্কার মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) লিখে থাকেন।

(يَدَعُ شَهْوَتَهُ) "স্বীয় প্রবৃত্তির চাহিদাকে পরিত্যাগ করে" অর্থাৎ- সে প্রবৃত্তির এমন চাহিদাকে পরিত্যাগ করে যা সিয়াম ভঙ্গের কারণ হয়। شَهْوَتَهُ এর পরে طَعَامَ এর উল্লেখ দ্বারা বুঝা যায় যে, شَهْوَتَهُ দ্বারা উদ্দেশ্য স্ত্রী সঙ্গম এবং طَعَامَ দ্বারা সিয়াম ভঙ্গের অন্যান্য কারণ উদ্দেশ্য।

---

[৪] **সহীহ :** বুখারী ১৯০৪, মুসলিম ১১৫১, নাসায়ী ২২১৭, ইবনু মাজাহ ১৬৩৮, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৮৮৯৪, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৮৯৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৪২৩, আহমাদ ৭৬৯৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৩৩২।

Contents

(مِنْ أَجْلِيْ) "আমার কারণে" অর্থাৎ- আমার নির্দেশ পালনার্থে এবং সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে।

(فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهٖ) একটি খুশী তার ইফত্বার করার সময়। কুরতুবী বলেন, এর অর্থ হলো ইফত্বারের মাধ্যমে তার ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হওয়ার কারণে খুশী হয়। অনুরূপভাবে খুশী হওয়ার আরেকটি কারণ এই যে, সে একটি গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদাত সম্পন্ন করতে পেরেছে যার পুরস্কার অসীম।

(وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهٖ) "আরেকটি খুশী তার রবের সাথে সাক্ষাতের সময়", অর্থাৎ- পুরস্কার প্রাপ্তির খুশী অথবা স্বীয় প্রভুর সাক্ষাত লাভের খুশী।

সিয়াম পালনকারীর মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ তা'আলার নিকট মিস্‌কের সুগন্ধির চেয়েও প্রিয়, এতে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, সুগন্ধির মাধ্যমে সন্তুষ্ট হওয়া এবং দুর্গন্ধের কারণে অসন্তুষ্ট হওয়া থেকে আল্লাহর তা'আলা পবিত্র। কেননা এটি বান্দার গুণ।

উত্তর : এটি একটি তুলনা মাত্র মানুষের অভ্যাস এই যে, সে সুগন্ধিকে ভালবাসে এবং তা তার নিকটবর্তী করে নেয়। অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা সিয়াম পালনকারীকে তার নিকটবর্তী করে নেয়।

অথবা এর অর্থ এই যে, মিস্‌কের সুগন্ধ তোমাদের নিকট যে রকম পছন্দনীয় আল্লাহর নিকট সিয়াম পালনকারীর মুখের দুর্গন্ধ তার চেয়ে অধিক পছন্দনীয়।

(وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ) "সিয়াম ঢালস্বরূপ" অর্থাৎ- ঢাল যেমন মানুষকে তরবারির আঘাত থেকে রক্ষা করে, অনুরূপ সিয়াম মানুষকে অপরাধে লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে।

(فَلَا يَرْفُثْ) "অশ্লীল কাজ করবে না" الرفث শব্দ দ্বারা বিভিন্ন অর্থ উদ্দেশ্য হয়। যেমন যৌনসঙ্গম, সঙ্গমের আবেদনমূলক কথাবার্তা। অধিকাংশ 'আলিমদের মতে অত্র হাদীসে الرفث শব্দ দ্বারা অশ্লীল ও খারাপ কথাবার্তা উদ্দেশ্য। لَا يَصْخَبْ চিৎকার করবে না, অর্থাৎ- মূর্খদের মতো আচরণ করবে না। যেমন চিৎকার করা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, বোকার মতো আচরণ করা, ঝগড়া-বিবাদ করা– এ সকল কাজ থেকে বিরত থাকবে।

(فَإِنْ سَابَّهٗ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهٗ) "যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে ঝগড়া করতে চায়।" এখানে প্রশ্ন উত্থাপন হয় যে, قَاتَلَ শব্দটি বাবে مُفَاعَلَةٌ থেকে এসেছে যার অর্থ হল উভয় পক্ষ কোন কাজে শারীক হওয়া। অথচ সিয়াম পালনকারীকে এমন কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। অতএব তার পক্ষ থেকে এমন কিছু সংঘটিত হবে না যা দ্বারা বুঝা যায় যে, সে এ কাজে অংশগ্রহণ করেছে।

জওয়াব : এখানে مُفَاعَلَةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য এ কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়া। অর্থাৎ- একপক্ষ যখন গালি দিবে অথবা অভিসম্পাত করবে তখন সায়িম বলবে, 'আমি সায়িম'।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٩٦٠ - [٥] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِيْ مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ

১৯৬০-[৫] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যখন রমাযান মাসের প্রথম রাত হয়, শায়ত্বন ও অবাধ্য জিন্দেরকে বন্দী করা হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহকে বন্ধ করে দেয়া হয়। এর একটিও খোলা রাখা হয় না। এদিকে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। একটিও বন্ধ রাখা হয় না। আহ্বানকারী (মালাক বা ফেরেশ্তা) ঘোষণা দেন, হে কল্যাণ অনুসন্ধানকারী! আল্লাহর কাজে এগিয়ে যাও। হে অকল্যাণ ও মন্দ অনুসন্ধানী! (অকল্যাণ কাজ হতে) থেমে যাও। এ মাসে আল্লাহ তা'আলাই মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করেন এবং এটা (রমাযান মাসের) প্রত্যেক রাতেই হয়ে থাকে। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[৫]

ব্যাখ্যা : (مَرَدَةُ الْجِنِّ) "সীমালঙ্ঘনকারী জিন্।" مردة শব্দটি مارد এর বহুবচন। মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, مارد তাকে বলা হয় যার মধ্যে শুধুমাত্র খারাপী আছে কোন কল্যাণ নেই। দাড়ি গজায়নি এমন ব্যক্তিকে أمرد এজন্য বলা হয় যে, সে লোম তথা দাড়িমুক্ত। আর مارد হল কল্যাণমুক্ত।

(يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ) "কল্যাণকামী অগ্রসর হও" অর্থাৎ- কাজে আগ্রহী সাওয়াবের প্রত্যাশী অধিক 'ইবাদাতে ব্রতী হয়ে আল্লাহমুখী হও। (أقصر) বিরত হও, (أقصر) শব্দটি (الاقصار) হতে উদগত। যার অর্থ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোন কাজ থেকে বিরত থাকা। অর্থাৎ- হে গুনাহের প্রত্যাশী! তুমি গুনাহের কাজ থেকে ক্ষান্ত হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজের দিকে ফিরে আসো।

(ذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ) "এটা প্রতি রাতেই।"

অর্থাৎ- এ আহ্বান অথবা জাহান্নাম থেকে মুক্তি রমাযানের প্রতি রাতেই অব্যাহত থাকে।

١٩٦١ -[٦] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

১৯৬১-[৬] ইমাম আহমাদ (রহঃ)-ও এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেছেন, হাদীসটি গরীব।[৬]

ব্যাখ্যা : (عَنْ رَجُلٍ) "এক ব্যক্তি থেকে।" অর্থাৎ- ইমাম আহমাদ উপরে বর্ণিত হাদীসটি এক সহাবী হতে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি তার নাম উল্লেখ করেননি। হাদীসটি ইমাম নাসায়ীও বর্ণনা করেছেন। উভয়েই 'আত্বা সূত্রে 'আরফাজাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি এক বাড়ীতে ছিলাম, তাতে 'উতবাহ্ ইবনু ফারক্বদ উপস্থিত ছিলেন। হাদীস বর্ণনা করতে ইচ্ছা করেছিলাম, কিন্তু সেখানে একজন সহাবী ছিলেন যিনি হাদীস বর্ণনা করার জন্য অধিক উপযোগী ছিলেন।

অতঃপর তিনি নাবী (সাঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : রমাযান মাসে আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়, সকল শায়ত্বনদের বন্দী করা হয়। প্রতি রাতে এক আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকে, "হে কল্যাণকামী! এগিয়ে এসো, হে অকল্যাণকামী! বিরত হও।" সানাদের দিক থেকে হাদীসটি গরীব।

---

[৫] সহীহ : তিরমিযী ৬৮২, ইবনু মাজাহ ১৬৪২, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ১৮৮৩, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৫৩২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৫০১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৪৩৫, সহীহ আল জামি' ৭৫৯।

[৬] সহীহ : আহমাদ ১৮৭৯৪, ১৮৭৯৫, নাসায়ী ২১০৪।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٩٦٢ - [٧] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ، فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، لِلّٰهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ

১৯৬২-[৭] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের জন্য রমাযানের বারাকাতময় মাস এসেছে। এ মাসে সওম রাখা আল্লাহ তোমাদের জন্য ফার্‌য করে দিয়েছেন। এ মাসে আসমানের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং বন্ধ করে দেয়া হয় জাহান্নামের সব দরজা। এ মাসে বিদ্রোহী শায়ত্বনগুলোকে কয়েদ করা হয়। এ মাসে একটি রাত আছে যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো; সে অবশ্য অবশ্যই প্রত্যেক কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত রইল। (আহ্‌মাদ ও নাসায়ী)[৭]

ব্যাখ্যা : (لَيْلَةٌ خَيْرٌ) "একটি রাত এমন যা হাজার মাস থেকেও উত্তম"। (مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ) অর্থাৎ- এ রাতের 'ইবাদাত হাজার মাসের 'ইবাদাতের চাইতেও অধিক মর্যাদাবান।

(فَقَدْ حُرِمَ) প্রকৃতই সে বঞ্চিত হল অর্থাৎ- সে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হল। এ থেকে উদ্দেশ্য পূর্ণ সাওয়াব অর্জন থেকে বঞ্চিত হল অথবা এমন ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হল যে ক্ষমা শুধু তাদের জন্য যারা এ রাত জেগে 'ইবাদাতে মশগুল থাকে।

١٩٦٣ - [٨] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «الصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ، يَقُوْلُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ! إِنِّيْ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ، فَشَفِّعْنِيْ فِيهِ، وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِيْ فِيهِ، فَيُشَفَّعَانِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ»

১৯৬৩-[৮] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : সিয়াম এবং কুরআন বান্দার জন্য শাফা'আত করবে। সিয়াম বলবে, হে রব! আমি তাকে দিনে খাবার গ্রহণ করতে ও প্রবৃত্তির তাড়না মিটাতে বাধা দিয়েছি। অতএব তার ব্যাপারে এখন আমার শাফা'আত কবূল করো। কুরআন বলবে, হে রব! আমি তাকে রাতে ঘুম থেকে বিরত রেখেছি। অতএব তার ব্যাপারে এখন আমার সুপারিশ গ্রহণ করো। অতঃপর উভয়ের সুপারিশই কবূল করা হবে। (বায়হাক্বী : শু'আবুল 'ঈমান)[৮]

ব্যাখ্যা : (الصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ) "সিয়াম ও কুরআন উভয়ই সুপারিশ করবে।"

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : এখানে কুরআন দ্বারা রাতের সলাতের ক্বিরাআত উদ্দেশ্য। পরবর্তী বক্তব্যে এ ইঙ্গিতই রয়েছে। বলা হয়েছে (يَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ) কুরআন বলবে : রাতের

---

[৭] **সহীহ :** নাসায়ী ২১০৬, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৮৮৬৭, আহমাদ ৭১৪৮, সহীহ আত্ তারগীব ৯৯৯, সহীহ আল জামি' ৫৫, শু'আবুল ঈমান ৩৩২৮।

[৮] **সহীহ :** মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ২০৩৬, শু'আবুল ঈমান ১৮৩৯, সহীহ আল জামি' ৩৮৮২, সহীহ আত্ তারগীব ৯৭৩।

ঘুম থেকে আমি তাকে বিরত রেখেছি। অর্থাৎ- "কুরআন বলবে" সে রাত জেগে তাহাজ্জুদের সলাতে কুরআন তিলাওয়াত করেছে। এখানে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, ক্বিয়ামাত দিবসে সিয়াম ও কুরআন উভয়কে শারীরিক রূপ দেয়া হবে। এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, মালাক (ফেরেশতা) প্রেরণ করা হবে যারা উভয়ের পক্ষ হয়ে কথা বলবে।

(فَيُشَفَّعَانِ) অতঃপর তাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। ফলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন, হয়ত বা রমাযানের সুপারিশ হবে গুনাহ ক্ষমা করার জন্য এবং কুরআনের সুপারিশ হবে মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য।

١٩٦٤ -[٩] وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ هٰذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا كُلُّ مَحْرُوْمٍ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه

১৯৬৪-[৯] আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমাযান মাস এলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, রমাযান মাস তোমাদের মাঝে উপস্থিত। এ মাসে রয়েছে এমন এক রাত, যা হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতের (কল্যাণ হতে) বঞ্চিত রয়েছে; সে এর সকল কল্যাণ হতেই বঞ্চিত। শুধু হতভাগ্যরাই এ রাতের কল্যাণ লাভ হতে বঞ্চিত থাকে। (ইবনু মাজাহ)[১]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ هٰذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ) "এ (রমাযান) মাস তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছে।" অতএব দিনে সিয়াম পালন করে এবং রাতে ক্বিয়ামুল লায়ল তথা রাত জেগে সলাত আদায় করে এ মাস উপস্থিতিকে স্বার্থক করে নাও।

(لَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا كُلُّ مَحْرُوْمٍ) "একমাত্র বঞ্চিতরাই এ রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়"। অর্থাৎ- সৌভাগ্যের মধ্যে যার কোন অংশ নেই এবং 'ইবাদাতের মধ্যে যার কোন উৎসাহ নেই একমাত্র সে ব্যক্তিই এ রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।

١٩٦٥ -[١٠] وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي اٰخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، جَعَلَ اللهُ تَعَالٰى صِيَامَهٗ فَرِيضَةً، وَقِيَامَ لَيْلِهٖ تَطَوُّعًا، مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدّٰى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَمَنْ أَدّٰى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدّٰى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، وَشَهْرٌ يُزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ لَهٗ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهٖ، وَعِتْقَ رَقَبَتِهٖ مِنَ النَّارِ، وَكَانَ لَهٗ مِثْلُ أَجْرِهٖ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهٖ شَيْءٌ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! لَيْسَ كُلُّنَا

---

[১] হাসান সহীহ : ইবনু মাজাহ ১৬৪৪, সহীহ আত্ তারগীব ১৪২৯, আহমাদ ৬৬২৬, সহীহ আল জামি' ৩৮৮২, হাকিম ২০৩৬, মু'জামুল কাবীর লিত্ব তবারানী ৮৮। তবে আহমাদ-এর সানাদটি দুর্বল। যেহেতু তাতে ইবনু লাহ্ইআহ্ রয়েছে।

جِدُ مَا نُفَطِّرُ بِهِ الصَّائِمَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يُعْطِي اللهُ هٰذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلٰى مَذْقَةِ لَبَنٍ، أَوْ تَمْرَةٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ، وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا؛ سَقَاهُ اللهُ مِنْ حَوْضِيْ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتّٰى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ. وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهٗ رَحْمَةٌ، وَأَوْسَطُهٗ مَغْفِرَةٌ، وَاٰخِرُهٗ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ. وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوْكِهٖ فِيْهِ؛ غَفَرَ اللهُ لَهٗ وَأَعْتَقَهٗ مِنَ النَّارِ».

১৯৬৫-[১০] সালমান আল ফারিসী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, শা'বান মাসের শেষ দিনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে উদ্দেশ করে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, হে লোক সকল! একটি মহিমান্বিত মাস তোমাদেরকে ছায়া হয়ে ঘিরে ধরেছে। এ মাস একটি বারাকাতময় মাস। এটি এমন এক মাস, যার মধ্যে একটি রাত রয়েছে, যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। আল্লাহ এ মাসের সিয়াম ফার্‌য করেছেন আর নাফ্‌ল করে দিয়েছেন এ মাসে রাতের ক্বিয়ামকে। যে ব্যক্তি এ মাসে একটি নাফ্‌ল কাজ করবে, সে যেন অন্য মাসের একটি ফার্‌য আদায় করল। আর যে ব্যক্তি এ মাসে একটি ফার্‌য আদায় করেন, সে যেন অন্য মাসের সত্তরটি ফার্‌য সম্পাদন করল। এ মাস সব্‌রের (ধৈর্যের) মাস; সব্‌রের সাওয়াব জান্নাত। এ মাস সহমর্মিতার। এ এমন এক মাস যাতে মু'মিনের রিয্‌ক্ব বৃদ্ধি করা হয়। যে ব্যক্তি এ মাসে কোন সায়িমকে ইফত্বার করাবে, এ ইফত্বার তার গুনাহ মাফের কারণ হবে, হবে জাহান্নামের অগ্নিমুক্তির উপায়। তার সাওয়াব হবে সায়িমের অনুরূপ। অথচ সায়িমের সাওয়াব একটুও কমানো হবে না। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাদের সকলে তো সায়িমের ইফত্বারীর আয়োজন করতে সমর্থ নয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এ সাওয়াব আল্লাহ তা'আলা ঐ ইফত্বার পরিবেশনকারীকেও প্রদান করেন, যে একজন সায়িমকে এক চুমুক দুধ, একটি খেজুর অথবা এক চুমুক পানি দিয়ে ইফত্বার করায়। আর যে ব্যক্তি একজন সায়িমকে পেট ভরে খাইয়ে পরিতৃপ্ত করল, আল্লাহ তা'আলা তাকে আমার হাওযে কাওসার থেকে এভাবে পানি খাইয়ে পরিতৃপ্ত করবেন, যার পর সে জান্নাতে (প্রবেশ করার পূর্বে) আর পিপাসার্ত হবে না। এমনকি সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এটা এমন এক মাস যার প্রথম অংশে রহ্‌মাত। মধ্য অংশে মাগফিরাত, শেষাংশে জাহান্নামের আগুন থেকে নাজাত। যে ব্যক্তি এ মাসে তার অধিনস্তদের ভার-বোঝা সহজ করে দেবে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেবেন।[১০]

ব্যাখ্যা : (خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ) "আমাদের উদ্দেশে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুত্‌বাহ্ দিলেন" এ খুত্‌বাহ্ জুমু'আর খুত্‌বাহ্ হতে পারে অথবা সাধারণ নাসীহাতের খুতবাহ্ হতে পারে। (قَدْ أَظَلَّكُمْ) "তোমাদেরকে ছায়া দিয়েছে"। অর্থাৎ- তোমাদের নিকট আগমন করেছে এবং তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছে যেন তা তোমাদের ওপর ছায়া ফেলে। (شَهْرٌ عَظِيمٌ) একটি মহান মাস, অর্থাৎ- তার মর্যাদা মহান। কেননা তা সকল মাসের সরদার তথা সেরা মাস। (وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ) "তা সব্‌রের মাস"। কেননা এর সিয়াম পালন হয় দিনের বেলায় পানাহার থেকে সব্‌র করার (বিরত থাকার) মাধ্যমে আর এর রাতের কিয়াম করা হয় রাত জাগার সব্‌রের মাধ্যমে। এজন্যই সওমকে সবর বলা হয়েছে।

---

[১০] **মুনকার :** য'ঈফ আত্ তারগীব ৫৮৯, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৮৮৭, শু'আবুল ঈমান ৩৩৩৬। কারণ এর সানাদে 'আলী ইবনু যায়দ ইবনু জাদ্'আন একজন দুর্বল রাবী।

(اَلصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ) "সবরের প্রতিদান হল জান্নাত" আল্লাহর আদিষ্ট কাজ পালনের এবং নিষিদ্ধ কাজ বর্জনের ধৈর্যের প্রতিদান হল জান্নাত। (شَهْرُ الْمُؤَاسَاةِ) "সহমর্মিতার মাস" অর্থাৎ- জীবিকাতে পরস্পরে অংশ গ্রহণ ও ভাগীদার হওয়ার মাস। এতে সকল মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শনদানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে বিশেষভাবে দরিদ্র ও প্রতিবেশীর প্রতি দয়া প্রদর্শনের জন্য সতর্ক করা হয়েছে।

(مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا) "যে ব্যক্তি এ মাসে সিয়াম পালন কারীকে ইফত্বার করালো" অর্থাৎ- ইফত্বারের সময় কিছু খাওয়ালো বা পান করালো হালাল উপার্জনের দ্বারা।

(مَذْقَةِ لَبَنٍ) পানি মিশ্রিত দুধ, অর্থাৎ- সাধ্যানুযায়ী কোন কিছু দ্বারা সায়িমকে ইফত্বার করতে সহযোগিতা করলে সে ব্যক্তি এ সাওয়াব অর্জন করবে। আর তৃপ্ত সহকারে খাওয়ালে ও পান করালে তার জন্য আরো বড় পুরস্কার তথা হাওযে কাওসার থেকে পানিয় পান করার সৌভাগ্য অর্জন করবে।

(مَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ) যে ব্যক্তি এ মাসে তার দাসের কাজ হালকা করে দিবে, অর্থাৎ- রমাযান মাসে দাসের প্রতি দয়া পরশ হয়ে এবং রমাযানের সিয়াম পালন সহজকরণার্থে দাসের কাজ কমিয়ে দিবে। (غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ) আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। অর্থাৎ- ইতোপূর্বে সে যে গুনাহ করেছে তা তিনি ক্ষমা করে দিবেন।

(وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ) "এবং জাহান্নাম থেকে তাকে মুক্তি দিবেন" অর্থাৎ- কাজের কঠোরতা থেকে দাসকে মুক্তি দেয়ার প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ তাকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি দিবেন।

١٩٦٦ - [١١] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَطْلَقَ كُلَّ أَسِيرٍ وَأَعْطَى كُلَّ سَائِلٍ.

১৯৬৬-[১১] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমাযান মাস শুরু হলে রসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রত্যেক বন্দীকে মুক্তি দিতেন এবং প্রত্যেক সাহায্যপ্রার্থীকে দান করতেন।[১১]

ব্যাখ্যা : (أَطْلَقَ كُلَّ أَسِيرٍ) "সকল বন্দী মুক্ত করে দিতেন।" যদি প্রশ্ন করা হয় যে, কিভাবে সকল বন্দী মুক্ত করে দিতেন? অথচ কোন বন্দীর নিকট কারো অধিকার তথা প্রাপ্য থাকতে পারে।

জওয়াব : এখানে বন্দী থেকে উদ্দেশ্য সেই সমস্ত বন্দী যাদেরকে যুদ্ধের ময়দান থেকে বন্দী করে আনা হয়েছে। আর এদেরকে বন্দী করে রাখা বা মুক্তি করে দেয়া, অথবা মুক্তিপণ নেয়া বা গোলাম করে রাখা– এ সকল বিষয়ে রসূল (ﷺ)-এর ইচ্ছাধীন। আর তাদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যাদের ওপর কারো কোন অধিকার বা পাওনা ছিল। আর পাওনা থেকে থাকলে রসূল (ﷺ) পাওনাদারকে রাযী করিয়ে বন্দী মুক্ত করে দিতেন।

(وَأَعْطَى كُلَّ سَائِلٍ) "প্রত্যেক সওয়ালকারীকে দান করতেন।" নাবী (ﷺ) এমনিতে কোন সওয়ালকারীকে বঞ্চিত করতেন না। বিশেষ করে রমাযান মাসে তার সাধারণ অভ্যাসের চেয়েও অধিক দান করতেন।

হাদীসের শিক্ষা : ১. রমাযান মাসে দাসমুক্ত করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

২. এ মাসে দরিদ্রদের প্রতি বিশেষ দানের মাধ্যমে তাদের জীবনে স্বচ্ছলতা আনয়নের প্রচেষ্টা করা।

---

[১১] **খুবই দুর্বল :** সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ৯/৩০১৫, শু'আবুল ঈমান ৩৩৫৭, য'ঈফ আল জামি' ৪৩৯৬। কারণ এর সানাদে আবূ বাকর আল হুযালী একজন মাতরূক রাবী এবং আল হিম্মানী একজন দুর্বল রাবী।

١٩٦٧ - [١٢] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْجَنَّةَ تُزَخْرَفُ لِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ إِلٰى حَوْلٍ قَابِلٍ» قَالَ: «فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيحٌ تَحْتَ الْعَرْشِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ عَلَى الْحُورِ الْعِينِ، فَيَقُلْنَ: يَا رَبِّ! اجْعَلْ لَنَا مِنْ عِبَادِكَ أَزْوَاجًا تَقَرُّ بِهِمْ أَعْيُنُنَا، وَتَقَرُّ أَعْيُنُهُمْ بِنَا».

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ فِي «شُعَبِ الْإِيمَانِ».

১৯৬৭-[১২] ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : রমাযানকে স্বাগত জানাবার জন্য বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জান্নাতকে সাজানো হতে থাকে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, বস্তুত যখন রমাযানের প্রথম দিন শুরু হয়, 'আর্শের নীচে জান্নাতের গাছপালার পাতাগুলো হতে "হূরিল 'ঈন"-এর মাথার উপর বাতাস বইতে শুরু করে। তারপর হূরিল 'ঈন বলতে থাকে, হে আমাদের রব! তোমার বান্দাদেরকে আমাদের স্বামী বানিয়ে দাও। তাদের সাহচর্যে আমাদের আঁখি যুগল ঠাণ্ডা হোক আর তাদের চোখ আমাদের সাহচর্যে শীতল হোক। (উপরোক্ত তিনটি হাদীস ইমাম বায়হাক্বী তাঁর "শু'আবুল ঈমান"-এ বর্ণনা করেছেন)[১২]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ الْجَنَّةَ تُزَخْرَفُ لِرَمَضَانَ) "রমাযান উপলক্ষে জান্নাতকে সজ্জিত করা হয়" অর্থাৎ- রমাযান মাস আগমন উপলক্ষে জান্নাত সজ্জিত করা হয়।

ইবনু হাজার বলেন : সম্ভবতঃ এখানে বৎসরের শুরু হতে শাও্ওয়াল মাস উদ্দেশ্য। মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) শাও্ওয়াল মাসের শুরু থেকে প্রথম রমাযান আগমন পর্যন্ত জান্নাত সজ্জিত করতে থাকে।

অতঃপর জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয় যাতে অন্যান্য মালায়িকাহ্ তা অবলোকন করতে পারে যা ইতোপূর্বে অবলোকন করেনি। (تَحْتَ الْعَرْشِ) 'আর্শের নীচে। অর্থাৎ- জান্নাতের মধ্যে বায়ু প্রবাহিত হয়। কেননা জান্নাতের ছাদ হলো মহান আল্লাহর 'আর্শ।

١٩٦٨ - [١٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «يُغْفَرُ لِأُمَّتِهِ فِي اٰخِرِ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ قَالَ: «لَا وَلٰكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفّٰى أَجْرَهُ إِذَا قَضٰى عَمَلَهُ». رَوَاهُ أَحْمد

১৯৬৮-[১৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তাঁর উম্মাতকে রমাযান মাসের শেষ রাতে মাফ করে দেয়া হয়। নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! সেটা কি লায়লাতুল ক্বদ্রের রাত? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, না। বরং 'আমালকারী যখন নিজের 'আমাল শেষ করে তখনই তার বিনিময় তাকে মিটিয়ে দেয়া হয়। (আহ্মাদ)[১৩]

---

[১২] **খুবই দুর্বল :** আহমাদ ৭৮৫৭, য'ঈফ আত্ তারগীব ৫৮৬, মু'জামুল আওসাত ৬৮০০, শু'আবুল ঈমান ৩৩৬০, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ১৩২৫। কারণ এর সানাদে আল ওয়ালীদ ইবনু আল ওয়ালীদ একজন খুবই দুর্বল রাবী। যেমনটি ইমাম যাহাবী তার মীযান-এ উল্লেখ করেছেন। আবার কেউ কেউ তাকে মাতরূক বলেছেন।

[১৩] **খুবই দুর্বল :** আহমাদ ৭৯১৭, মুসনাদ আল বায্যার ৮৫৭১, শু'আবুল ঈমান ৩৩৩০, য'ঈফ আত্ তারগীব ৫৮। কারণ এর সানাদে হিশাম ইবনু আবী হিশাম সর্বসম্মতিক্রমে একজন দুর্বল রাবী এবং মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আল আস্ওয়াদ একজন মাজহূল হাল যার থেকে কেবলমাত্র হিশাম এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আওন হাদীস বর্ণনা করেছেন।

Contents

ব্যাখ্যা : (يُغْفَرُ لِأُمَّتِهِ) তাঁর উম্মাতদেরকে ক্ষমা করা হয়। অর্থাৎ- নাবী ﷺ-এর উম্মাতদের মধ্যে থেকে সমস্ত সিয়াম পালনকারীকে রমাযানের শেষ রাতে ক্ষমা করা হয়। এ ক্ষমা থেকে পূর্ণাঙ্গ ক্ষমা উদ্দেশ্য।

(قَالَ: لَا) তিনি (ﷺ) বললেন : না। অর্থাৎ- এ ক্ষমা লায়লাতুল ক্বদ্‌রের কারণে নয়। বরং এর কারণ এই যে, তা রমাযানের শেষ রাত। আর 'আমালকারীকে 'আমাল সম্পাদন করার পরেই তার প্রাপ্য দেয়া হয়। ফলে সিয়াম সম্পাদনকারীকে তার কাজ শেষে তার প্রাপ্য পুরস্কার ক্ষমা প্রদান করা হয়।

(١) بَابُ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

অধ্যায়-১ : নতুন চাঁদ দেখার বর্ণনা

আযহারী বলেন : চন্দ্র মাসের প্রথম দু' দিনের চাঁদকে হিলাল বলে। অনুরূপভাবে ২৬ ও ২৭ তারিখের চাঁদকেও হিলাল বলা হয়।

জাওহারী বলেন : মাসের প্রথম তিন রাতের চাঁদকে হিলাল বলা হয়, এর পরের বাকী দিনগুলোর চাঁদকে ক্বমার বলা হয়।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١٩٦٩ - [١] عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهٗ». وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ لَيْلَةً فَلَا تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯৬৯-[১] 'উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা চাঁদ না দেখা পর্যন্ত সওম (রোযা) পালন করবে না এবং তা না দেখা পর্যন্ত সওম শেষ (ভঙ্গ) করবে না। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় তোমরা যদি চাঁদ না দেখতে পাও তাহলে (শা'বান) মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ করো (অর্থাৎ- এ মাসকে ত্রিশ দিন হিসেবে গণ্য করো)। অপর বর্ণনায় আছে : তিনি (ﷺ) বলেছেন : মাস ঊনত্রিশ রাতেও হয়। তাই চাঁদ না দেখা পর্যন্ত সওম পালন করবে না। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করো। (বুখারী, মুসলিম)[১৪]

ব্যাখ্যা : (لَا تَصُوْمُوْا) "তোমরা সওম পালন করবে না" অর্থাৎ- শা'বান মাসের ঊনত্রিশ তারিখ শেষে ত্রিশ তারিখের রাতে রমাযানের চাঁদ দেখা না গেলে রমাযানের সওম পালন শুরু করবে না।

(حَتّٰى تَرَوُا الْهِلَالَ) "রমাযানের চাঁদ দেখার আগেই" অর্থাৎ- শা'বান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ হওয়ার আগেই রমাযানের চাঁদ না দেখে রমাযানের সিয়াম পালন করবে না। তবে শা'বান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ হয়ে

[১৪] সহীহ : বুখারী ১৯০৬, মুসলিম ১০৮০, নাসায়ী ২১২১, মালিক ১০০২, আহমাদ ৫২৯৪, দারিমী ১৭২৬, দারাকুত্বনী ২১৬৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৯২২, ইবনু হিব্বান ৩৪৪৫, ইরওয়া ৯০৩, সহীহ আল জামি' ৭৩৫২।

যাওয়ার পর রমাযানের চাঁদ দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। হাদীসের প্রকাশমান অর্থ এই যে, সিয়াম পালন করার জন্য প্রত্যেকেরই চাঁদ দেখা শর্ত। কিন্তু এক্ষেত্রে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, এটা ওয়াজিব নয়। বরং কতক লোকের চাঁদ দেখাই যথেষ্ট। অতএব হাদীসের অর্থ এই যে, তোমাদের নিকট চাঁদ দেখা সাব্যস্ত হলে তোমরা সিয়াম পালন শুরু করবে।

হাদীস থেকে এটাও বুঝা যায় যে, চাঁদ দেখা সাব্যস্ত হওয়ার সময় থেকেই সিয়াম শুরু করতে হবে। কিন্তু 'আমালে তা উদ্দেশ্য নয়। বরং চাঁদ দেখা সাব্যস্ত হওয়ার পর সিয়াম শুরুর সময় অর্থাৎ- ফাজ্‌রের সময় থেকে সিয়াম পালন শুরু হবে।

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা হয় যে, পৃথিবীর কোন এক অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে সকল অঞ্চলের লোকের ওপর সিয়াম পালন করা আবশ্যক। কেননা সিয়াম পালনের জন্য সকলের চাঁদ দেখা শর্ত নয়। অতএব কোন এক অঞ্চলে চাঁদ দেখা সাব্যস্ত হলেই সকল মুসলিমের ওপর সিয়াম পালন আবশ্যক সে যে অঞ্চলেরই হোক না কেন।

এ বিষয়ে 'উলামাহ্‌গণের মতভেদ রয়েছে।

১. প্রত্যেক অঞ্চলের লোকদের জন্য পৃথকভাবে চাঁদ দেখা জরুরী। সহীহ মুসলিমে কুরায়ব সূত্রে ইবনু 'আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত হাদীস, এ অভিমতের সাক্ষ্য বহন করে। 'ইকরিমাহ্, ক্বাসিম, সালিম, ইসহাক্ব এবং শাফি'ঈদের একটি অভিমত এ রকম।

২. কোন এক অঞ্চলে চাঁদ দেখা সাব্যস্ত হলেই সব অঞ্চলের লোকের ওপর সিয়াম পালন করা আবশ্যক। মালিকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত এটিই। ইমাম কুরতুবী বলেন : আমাদের শায়খগণ বলেন যে, কোন জায়গায় যদি অকাট্যভাবে চাঁদ দেখা সাব্যস্ত হয়, অতঃপর এ সংবাদ দু'জন সাক্ষীর মাধ্যমে অন্যত্র পৌঁছে যায় যেখানে চাঁদ দেখা যায়নি তাদের বেলায়ও সিয়াম পালন আবশ্যক।

ইবনু মাজিশূন বলেন, যে অঞ্চলের লোকেরা চাঁদ দেখেছে তাদের জন্য তো সিয়াম আবশ্যক, কিন্তু যারা চাঁদ দেখতে পারেনি তাদের অঞ্চলে সাক্ষীর মাধ্যমে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছলেও তাদের জন্য সিয়াম পালন আবশ্যক নয়। তবে যদি ইমামে আ'যম তথা খলীফার নিকট চাঁদ দেখা সাব্যস্ত হয় তাহলে সকলের জন্যই সিয়াম পালন আবশ্যক। কেননা খলীফার ক্ষেত্রে সকল দেশই একটি বলে গণ্য যেহেতু তাঁর নির্দেশ সকলের জন্যই প্রযোজ্য।

৩. কিছু শাফি'ঈদের মতে যদি দেশসমূহ পরস্পর নিকটবর্তী হয়, তাহলে এক দেশের চাঁদ দেখা পার্শ্ববর্তী দেশের জন্য প্রযোজ্য হবে আর দূরবর্তী দেশের জন্য তা প্রযোজ্য নয়।

৪. মুহাক্কিক্ব হানাফী, মালিকী ও অধিকাংশ শাফি'ঈদের অভিমতে যদি দুই দেশের দূরত্ব এত নিকটবর্তী হয় যে, যাতে উদয়স্থলের কোন ভিন্নতা না থাকে যেমন বাগদাদ ও বাস্‌রা– তাহলে এমন দুই দেশের মধ্যে একদেশে চাঁদ দেখা গেলে তা অন্য দেশের জন্যও প্রযোজ্য হবে। আর যদি দুই দেশের মধ্যে এত দূরত্ব হয় যাতে উদয়স্থলের ভিন্নতা থাকে তাহলে একদেশে চাঁদ দেখা গেলে অন্য দেশের জন্য তা প্রযোজ্য নয়; যেমন- ইরাক্ব ও হিজায। এক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ দেশের জন্য চাঁদ দেখা যাওয়া আবশ্যক। আর উদয়স্থলের ভিন্নতার জন্য কমপক্ষে এক মাসের দূরত্ব হওয়া প্রয়োজন। ইমাম যায়লা'ঈ কান্‌য-এর ভাষ্য গ্রন্থে বলেন, অধিকাংশ শায়খদের নিকট উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়। তবে তা ধর্তব্যে আনা অধিক যুক্তিযুক্ত। কেননা চাঁদ থেকে সূর্যের আলো পৃথক হওয়া দেশের ভিন্নতার কারণেই ভিন্ন হয়ে থাকে। মুসলিমে বর্ণিত কুরায়ব বর্ণিত হাদীস এর পক্ষে দলীল।

আমি (মুবারকপূরী) বলছি : সওম শুরু ও শেষ করার ক্ষেত্রে উদয়স্থলের ভিন্নতাকে গ্রহণ না করে কোন উপায় নেই। কেননা প্রতিদিনের সিয়াম ও সলাতের ক্ষেত্রে তা সকলের ঐকমত্যে তা প্রযোজ্য। প্রতিদিনের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য, মাস শুরু ও শেষ হওয়ার ক্ষেত্রেও তা আবশ্যিকভাবেই প্রযোজ্য। এ থেকে পালাবার কোন জায়গা বা উপায় নেই।

পশ্চিমের কোন দেশের চাঁদ দেখা গেলে পূর্বদেশের কত দূরত্বের জন্য তা প্রযোজ্য এ নিয়ে 'আলিমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

১. অধিকাংশ ফুকাহাদের মতে একমাসের দূরত্বের পূর্ব দেশের জন্য তা প্রযোজ্য। যেমনটি পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

২. পাঁচশত ষাট মাইল পূর্ব পর্যন্ত তা প্রযোজ্য, কেননা আকাশে চাঁদ দেখা যাওয়ার পর তা যদি বত্রিশ মিনিট স্থায়ী হয়, অর্থাৎ- চাঁদ উদয় হওয়ার বত্রিশ মিনিট পরে যদি তা অস্ত যায় তাহলে চাঁদ দিগন্তে এতটুকু উপরে থাকে যে, তা পাঁচশত ষাট মাইল পূর্বে অবস্থিত এলাকা দেখে তা দেখা যাবে যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন না থাকে। অতএব এটা সাব্যস্ত হল যে, পশ্চিমের কোন দেশে চাঁদ দেখা গেলে তা পাঁচশত ষাট মাইল পূর্বে অবস্থিত দেশের জন্য তা প্রযোজ্য হবে। আর পূর্বে অবস্থিত কোন দেশে চাঁদ দেখা গেলে পশ্চিমে অবস্থিত সকলের জন্য তা প্রযোজ্য হবে।

(وَلَا تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ) আর তা না দেখে সিয়াম ভঙ্গ করো না, অর্থাৎ- শাও্ওয়ালের চাঁদ না দেখে রমাযানের সিয়াম পালন করা পরিত্যাগ করবে না।

(فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ) চাঁদ যদি ঢাকা পরে যায় অর্থাৎ আকাশে মেঘ থাকার কারণে যদি ত্রিশ তারিখের রাতে শাও্ওয়ালের চাঁদ দেখা না যায়। (فَاقْدِرُوْا لَهٗ) তাহলে তা নির্ধারণ করে নাও। অর্থাৎ তাহলে রমাযান মাস ত্রিশ দিন নির্ধারণ কর। অতঃপর চাঁদ দেখা যাক অথবা দেখা না যাক সিয়াম পালন পরিত্যাগ কর।

কেননা চন্দ্রমাস ত্রিশ দিনের বেশী হয় না।

١٩٧٠ - [٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «صُوْمُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ».

১৯৭০-[২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমরা সওম পালন করো চাঁদ দেখে এবং ছাড়ো (ভঙ্গ করো) চাঁদ দেখে। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে শা'বান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করো। (বুখারী, মুসলিম)[১৫]

ব্যাখ্যা : (وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهٖ) চাঁদ দেখে সিয়াম পরিত্যাগ করবে, অর্থাৎ শাও্ওয়ালের চাঁদ দেখে রমাযানের সিয়াম পরিত্যাগ করবে তথা ঈদুল ফিত্‌র উদযাপন করবে।

(فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ) শা'বান মাসের গণনা ত্রিশ দিন পূর্ণ কর, অর্থাৎ- ত্রিশ তারিখের রাতে যদি রমাযানের চাঁদ দেখা না যায় তাহলে শা'বান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ করে রমাযানের সিয়াম শুরু করবে তার আগে নয়। এ হুকুম রমাযানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যা পূর্বের হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

---

[১৫] সহীহ : বুখারী ১৯০৯, মুসলিম ১০৮১, তিরমিযী ৬৮৪, নাসায়ী ২১১৭, ২১১৮, আহমাদ ৯৫৫৬, ৯৩৭৬, ৯৮৫৩, ৯৮৮৫, ১০০৬০, দারিমী ১৭২৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৯৩৩, ৭৯৩২, ইবনু হিব্বান ৩৪৪২, ইরওয়া ৯০২, সহীহ আল জামি' ৩৮১০।

١٩٧١ - [٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا». وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ. ثُمَّ قَالَ: «الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا». يَعْنِيْ تَمَامَ الثَّلَاثِيْنَ يَعْنِيْ مَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ وَمَرَّةً ثَلَاثِيْنَ.

১৯৭১-[৩] ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমরা উম্মি জাতি। হিসাব-কিতাব জানি না, কোন মাস এত, এত, এত (অর্থাৎ- কোন মাস এভাবে বা এভাবে এভাবে হয়।) তিনি তৃতীয়বারে বৃদ্ধাঙ্গুলি বন্ধ করলেন। তারপর বললেন, মাস এত দিনে, এত দিনে এবং এত দিনে অর্থাৎ- পুরা ত্রিশ দিনে হয়। অর্থাৎ- কখনো মাস ঊনত্রিশ আবার কখনো ত্রিশ দিনে হয়। (বুখারী, মুসলিম)[১৬]

ব্যাখ্যা : (نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ) "আমরা লিখতে জানি না এবং হিসাব করতে জানি না" অর্থাৎ- আমরা চন্দ্রের গতিপথ সম্পর্কে অবহিত নই, এর হিসাব আমরা জানি না। অতএব সিয়াম পালনে এবং আমাদের অন্যান্য 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে আমরা হিসাব ও লেখার উপর নির্ভর করতে বাধ্য নই। বরং আমাদের 'ইবাদাত এমন স্পষ্ট আলামতের উপর নির্ভরশীল যাতে হিসাব অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ উভয়েই সমান। অত্র হাদীসে হিসাব দ্বারা উদ্দেশ্য নক্ষত্রের গতিপথ। 'আরবরা এ হিসাবে অনভিজ্ঞ ছিল। তাই তাদের সওম ও অন্যান্য 'ইবাদাত পালনের ক্ষেত্রে চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল করা হয়েছে হিসাবের উপর নয়। যাতে তারা এ হিসাবে কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পায়।

(وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ) "তৃতীয়বারে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি বৃদ্ধাঙ্গুলি বন্ধ করে রাখলেন।" এতে সংখ্যা ঊনত্রিশ হল। অর্থাৎ- তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাতের ইশারায় বুঝালেন যে, চন্দ্র মাস ত্রিশ দিনেও হয় আবার কখনো ঊনত্রিশ দিনেও হয়।

١٩٧٢ - [٤] وَعَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «شَهْرَا عِيْدٍ لَا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ».

১৯৭২-[৪] আবূ বাক্‌রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঈদের দু' মাস, রমাযান ও যিলহাজ্জ কম হয় না। (বুখারী, মুসলিম)[১৭]

ব্যাখ্যা : (شَهْرَا عِيْدٍ) "দুই ঈদের মাস" অর্থাৎ- রমাযান মাস ও যিলহাজ্জাহ্ মাস। হাফিয ইবনু হাজার বলেন : রমাযান মাসকে ঈদের মাস এজন্য বলা হয়েছে যে, রমাযান উপলক্ষেই ঈদ অনুষ্ঠিত হয়। যদিও তা শাওওয়াল মাসে তবুও তা রমাযানের অব্যবহিত পরেই এবং রমাযানের পাশাপাশি।

(لَا يَنْقُصَانِ) "কম হয় না" অর্থাৎ- ঈদের দুই মাস কম না হওয়াতে কি উদ্দেশ্য? তা নিয়ে 'উলামাহ্‌গণের মাঝে ভিন্নমত পরিলক্ষিত হয়।

১. এর ফাযীলাত বা মর্যাদার কোন কমতি হয় না যদিও মাস ত্রিশ বা ঊনত্রিশ দিনে হয়। ইসহাক্ব ইবনু রাহওয়াইহি বলেন : যদিও এ দুই মাসে দিনের সংখ্যা কমে ঊনত্রিশ দিনে হয় তবুও সাওয়াবের ক্ষেত্রে তা

---

[১৬] সহীহ : বুখারী ১৯১৩, মুসলিম ১০৮০, আবূ দাউদ ২৩১৯, নাসায়ী ২১৪১, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৯৬০৪, আহমাদ ৫০১৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮২০০।

[১৭] সহীহ : বুখারী ১৯১২, মুসলিম ১০৮৯, আবূ দাউদ ২৩২৩, তিরমিযী ৬৯২, ইবনু মাজাহ ১৬৫৯, আহমাদ ২০৪৭৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮২০৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩২৫। তবে আহমাদ-এর সানাদটি হাসান।

ত্রিশ দিনেরই সমান। রমাযান মাস উনত্রিশ দিনে হলে এর সাওয়াব ত্রিশ দিনের সাওয়াবের সমান। এর অভিমতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য।

২. এ দুই মাসে এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্য মাসে নেই। এর অর্থ এ নয় যে, দুই মাসের সাওয়াব কম হয় না বরং অন্য মাসে সাওয়াব কম হয় মাসের দিনের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে।

৩. যদিও দিনের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাতে কমতি আছে বলে মনে হয় কিন্তু তা দু'টি মহান ঈদের মাস হওয়ার কারণে তাকে কমতি বলা যায় না যেমন অন্যান্য মাসের বেলায় বলা যায়।

৪. সাধারণত একই বৎসরে এ দুইমাস কম হয় না অর্থাৎ- উনত্রিশ দিনে হয় না বরং একমাস উনত্রিশ দিনে হলে আরেক মাস ত্রিশ দিনে হবে। যদিও হঠাৎ কোন বৎসরে এ দু' মাসই উনত্রিশ দিনে হয়ে থাকে।

৫. প্রকৃতপক্ষে তো এ দুইমাস একই বৎসরে উনত্রিশ দিনে হয় না তবে যদি মাসের শুরুতে আকাশে মেঘ থাকার কারণে চাঁদ দেখা না যেয়ে থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।

৬. রসূল ﷺ-এর এ বক্তব্য বিশেষ করে ঐ বৎসরের জন্য প্রযোজ্য, যে বৎসর তিনি এ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

৭. প্রতিদানের ক্ষেত্রে আল্লাহর নিকট এ দুই মাস সমান। মাস উনত্রিশ দিনেই হোক আর ত্রিশ দিনেই হোক। আর তা শীতকালে হওয়ার কারণে দিন ছোট হোক কিংবা গরমকালে হওয়ার কারণে দিন বড় হোক, যাই হোক না কেন আল্লাহর নিকট এ মাসে 'আমালের সাওয়াব একই মর্যাদা সম্পন্ন।

١٩٧٣ -[٥] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمًا فَلْيَصُمْ ذٰلِكَ الْيَوْمَ».

১৯৭৩-[৫] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন রমাযান মাস আসার এক কি দু'দিন আগে থেকে সওম (রোযা) না রাখে। তবে যে ব্যক্তি কোন দিনে সওম রাখতে অভ্যস্ত সে ওসব দিনে সওম রাখতে পারে। (বুখারী, মুসলিম)[১৮]

ব্যাখ্যা : (لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ...) "তোমাদের কেউ যেন রমাযানের মাস শুরু হওয়ার এক দিন বা দু'দিন আগেই সিয়াম পালন করে না।" অর্থাৎ- রমাযান শুরু হলো কিনা এ সন্দেহের বশবর্তী হয়ে রমাযান মাসের চাঁদ দেখা না গেলে অথবা শা'বান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ না হলে রমাযানের সিয়ামের নিয়্যাতে সিয়াম পালন করবে না। হাদীসে (أَوْ يَوْمَيْنِ) অথবা দু'দিন আগের জন্য বলা হয়েছে যে, সন্দেহ দুই দিনের মধ্যেও হতে পারে। পরস্পর দুই-তিন মাস যদি আকাশে মেঘ থাকার কারণে মাসের শুরুতে চাঁদ দেখা না যায় এবং প্রতিটি মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ করে পরবর্তী মাস গণনা করা হয়, তাহলে রমাযান মাস দু'দিন আগে শুরু হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই সন্দেহ দুই দিনেরও হতে পারে। তাই নাবী ﷺ বলেছেন, সন্দেহের বশবর্তী হয়ে রমাযান শুরু হওয়ার এক বা দুই দিন আগেই রমাযানের সিয়াম শুরু করবে না।

তবে কোন ব্যক্তি যদি রমাযান শুরু হওয়ার আগের দিনে নিয়মিত কোন সিয়াম পালন করার অভ্যাস থাকে এবং সেই নিয়্যাতে সিয়াম পালন করে তবে তার জন্য তা বৈধ। যেমন নাবী ﷺ প্রতি বৃহস্পতিবার এবং সোমবার সিয়াম পালন করতেন। কোন ব্যক্তি নিয়মিত এ দুই দিন সিয়াম পালন করে থাকেন এবার

[১৮] সহীহ : বুখারী ১৯১৪, মুসলিম ১০৮২, আবূ দাঊদ ২০২৩, ইবনু মাজাহ ১৬৫০, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৭৩১৫, আহমাদ ৭৭৭৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৯৬৩।

এমন হল যে, আকাশে মেঘ থাকার কারণে চাঁদ দেখা না যাওয়ায় সোমবার ত্রিশে শা'বান হওয়ার সম্ভাবনা যে রকম এ রকম ১লা রমাযান হওয়ার সম্ভাবনাও বিদ্যমান। এখন ঐ ব্যক্তি এই সোমবার যদি রমাযানের সিয়াম পালনের নিয়্যাত না করে তার অভ্যাসগত নিয়মিত সিয়াম পালনের নিয়্যাতে সিয়াম পালন করে তবে তা বৈধ।

হাদীসের শিক্ষা : রমাযান শুরু হওয়ার একদিন বা দু'দিন পূর্বে সিয়াম পালন করা হারাম। এ নিষেধাজ্ঞার কারণ কি তা নিয়ে 'উলামাহ্গণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

১. রমাযানের মধ্যে ঐ সিয়াম বৃদ্ধি করার আশংকা যা মূলত রমাযানের সিয়াম নয়।

২. রমাযানের সিয়াম পালনের জন্য শক্তি অর্জন। কেননা পূর্ব থেকেই ধারাবাহিকভাবে সিয়াম পালন করার ফলে ফার্য সিয়াম পালনে দুর্বল হয়ে যেতে পারে।

৩. ফার্য ও নাফ্ল সিয়ামের মধ্যে সংমিশ্রণের আশংকা।

৪. আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশের উপর বাড়াবাড়ি করা। কেননা নাবী ﷺ রমাযান শুরু করার জন্য চাঁদ দেখা শর্ত করেছেন। যিনি চাঁদ না দেখেই রমাযানের সিয়াম শুরু করলেন তিনি নাবী ﷺ-এর এ নির্দেশ অমান্য করলেন এবং তা যথেষ্ট মনে করলেন না। তাই তিনি যেন এ নির্দেশের উপর দোষারোপ করলেন। হাফিয ইবনু হাজার বলেন, সর্বশেষ এ অভিমতটিই গ্রহণযোগ্য।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٩٧٤ -[٦] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُوْمُوْا». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ.

১৯৭৪-[৬] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শা'বান মাসের অর্ধেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে তোমরা সওম পালন করবে না। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারিমী)[১৯]

ব্যাখ্যা : (إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُوْمُوْا) "শা'বান মাসের অধিক পূর্ণ হলে আর সিয়াম পালন করবে না।" আল ক্বারী বলেন : এ নিষেধাজ্ঞা দ্বারা এ সময়ে সিয়াম পালন করা মাকরূহ উদ্দেশ্য, হারাম উদ্দেশ্য নয় যাতে লোকজন এ সিয়াম পালনের মাধ্যমে দুর্বল হয়ে ফার্য সিয়াম পালনে ব্যাঘাত না ঘটে তাই শারী'আত প্রণেতা উম্মাতের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে এ নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি শা'বান মাসে সিয়াম পালন করার পরও স্বাচ্ছন্দ্যে রমাযানের সিয়াম পালন করতে পারে তার জন্য এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য নয়। তাইতো নাবী ﷺ শা'বান ও রমাযান এ দুই মাসে একত্রে সিয়াম পালন করেছেন। তবে যারা এ হাদীসটি দুর্বল বলেছেন, অতএব এ মাসে সিয়াম পালন মাকরূহ নয়– তাদের বক্তব্য সঠিক নয় এজন্য যে, এ হাদীসটি সহীহ। কেননা এ হাদীসের এক রাবী 'আলা ইবনু 'আবদুর রহমান যদিও তার সম্পর্কে সমালোচনা রয়েছে তা সত্ত্বেও ইমাম মালিক, ইমাম মুসলিম তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করেছেন। ইমাম বুখারীও তার একক বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করেছেন। অতএব হাদীসটি সহীহ। আল্লাহ অধিক অবগত আছেন।

---

[১৯] সহীহ : আবূ দাউদ ২৩৩৭, তিরমিযী ৭৩৮, ইবনু মাজাহ ১৬৫১, সহীহ আল জামি' ৩৯৭।

١٩٧٥ -[٧] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَحْصُوْا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৯৭৫-[৭] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রমাযান মাসের জন্য শা'বান মাসের (নতুন চাঁদের) হিসাব রেখ। (তিরমিযী)[২০]

ব্যাখ্যা : (أَحْصُوْا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ) রমাযানের উদ্দেশে শা'বানের চাঁদ গণনা কর। অর্থাৎ রমাযান কখন শুরু হবে তা জানার উদ্দেশে শা'বান মাসের শুরুকাল এবং তার তারিখসমূহ ভালভাবে গণনা কর। যাতে সহজেই রমাযানের শুরু অবহিত হতে পার।

١٩٧٦ -[٨] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَصُوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.

১৯৭৬-[৮] উম্মু সালামাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কক্ষনো নাবী ﷺ-কে শা'বান ও রমাযান ছাড়া একাধারে দু' মাস সিয়াম পালন করতে দেখিনি। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ)[২১]

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ পূর্ণ শা'বান মাস অথবা শা'বান মাসের অধিকাংশ সময় সিয়াম পালন করতেন। এ হাদীস এবং পূর্বে বর্ণিত হাদীস। "অর্ধ শা'বানের পর সিয়াম পালন করবে না।" হাদীসদ্বয়ের সাথে বাহ্যিকভাবে সাংঘর্ষিক মনে হয়। ইমাম শাওকানী বলেন : এ হাদীসদ্বয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য বা সংঘর্ষ নেই। বরং এ দুই হাদীসের মধ্যে সমন্বয় এই যে, যিনি এ সময়ে সিয়াম পালনে অভ্যস্ত তার জন্য নিষেধাজ্ঞা নেই। আর যিনি অভ্যস্ত নন তার জন্য এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য।

١٩٧٧ -[٩] وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِيْ يُشَكُّ فِيْهِ فَقَدْ عَصٰى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ.

১৯৭৭-[৯] 'আম্মার ইবনু ইয়াসির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে হাদীস বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি 'ইয়াওমুশ্ শাক-এ' (অর্থাৎ- সন্দেহের দিন) সিয়াম রাখে সে আবুল ক্বাসিম ﷺ-এর সাথে নাফরমানী করল। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, দারিমী)[২২]

ব্যাখ্যা : সামান্যতম সন্দেহ দেখা দিলে সে সময়ে সিয়াম পালন শারী'আত প্রণেতার অবাধ্য হওয়ার কারণ ঘটবে, আর যেখানে স্পষ্ট সন্দেহ বিদ্যমান সে সময়ে সিয়াম পালনকারী নিশ্চিতভাবেই শারী'আত প্রণেতার অবাধ্য। আর সন্দেহের দিন থেকে উদ্দেশ্য শা'বান মাসের ত্রিশ তারিখ যদি ঐ রাতে আকাশে মেঘ থাকার কারণে চাঁদ না দেখা যায়। ফলে এ দিনটি শা'বান মাসেরও হতে পারে আবার রমাযান মাসেরও হতে

[২০] হাসান : তিরমিযী ৬৮৭, মুসতাদ্রাক লিল হাকিম ১৫৪৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৯৪০, সহীহ আল জামি' ১৯৮, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৫৬৫।

[২১] সহীহ : তিরমিযী ৭৩৬, নাসায়ী ২৩৫২, শামায়িল ২৫৫, সহীহ আত্ তারগীব ১০২৫।

[২২] সহীহ : আবূ দাউদ ২৪৪৩, তিরমিযী ৬৮৬, নাসায়ী ২১৮৮, ইবনু মাজাহ ১৬৪৫, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৯৫০৩, দারিমী ১৭২৪, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ১৯১৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৫৮৫, ইরওয়া ৯৬১। তবে দারিমীর সানাদটি দুর্বল।

পারে। যেহেতু চন্দ্রমাস উনত্রিশ দিনেও হয়, তাই এ ত্রিশতম দিন সন্দেহের দিন। এ রাতে চাঁদ দেখা গেলে সন্দেহ দূর হয়ে গেল। আর আকাশ পরিষ্কার থাকার পর চাঁদ না দেখা গেলেও সন্দেহ দূর হয়ে গেল। আর আকাশ মেঘলা থাকলে সন্দেহ সৃষ্টি হল। অতএব এ সন্দেহের সময়ে যে ব্যক্তি ঐ দিনে রমাযানের সিয়াম মনে করে সিয়াম পালন করল, সে নিঃসন্দেহে নাবী ﷺ-এর অবাধ্য হল। কেননা তিনি এ ক্ষেত্রে শা'বান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ করার আদেশ দিয়েছেন আর সিয়াম পালনকারী এ নির্দেশ লঙ্ঘন করল না।

١٩٧٨ -[٢٠] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ يَعْنِي هِلَالَ رَمَضَانَ فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «يَا بِلَالُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُوْمُوْا غَدًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ.

১৯৭৮-[২০] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন গ্রাম্য 'আরব নাবী ﷺ-এর নিকট এলো এবং বলল, আমি চাঁদ দেখেছি অর্থাৎ- রমাযানের চাঁদ। তিনি (ﷺ) বলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছো আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কোন ইলাহ নেই। সে বলল, হ্যাঁ। তিনি (ﷺ) বললেন : তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছো যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল? সে বলল, জ্বি। তিনি (ﷺ) বললেন : হে বিলাল! লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দাও, আগামীকাল যেন সওম রাখে। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, দারিমী)[২৩]

ব্যাখ্যা : (أَتَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ؟) "তুমি কি এ সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কোন ইলাহ নেই" হাদীসের এ অংশ প্রমাণ করে যে, সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে ইসলাম শর্ত।

(أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُوْمُوْا غَدًا) "লোকদের মাঝে ঘোষণা করে দাও তারা যেন আগামীকাল সিয়াম পালন শুরু করে।"

হাদীসের এ অংশ থেকে জানা গেল যে, শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির খবর তথা সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। বিশেষ করে রমাযান মাস প্রবেশের ক্ষেত্রে একজনের সংবাদ যথেষ্ট। সিন্দী বলেন, একজন ব্যক্তির সংবাদ তখনই গ্রহণযোগ্য, যখন আকাশে এমন কিছু ঘটে যা চাঁদ দেখায় বাধা সৃষ্টি করে।

١٩٧٩ -[١١] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ.

১৯৭৯-[১১] ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) চাঁদ দেখার জন্য লোকেরা একত্রিত হলো। (এ সময়) আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানালাম যে, আমি চাঁদ দেখেছি। এতে তিনি (ﷺ) নিজে সওম পালন শুরু করলেন এবং লোকদেরকেও সওমের পালনের নির্দেশ দিলেন। (আবূ দাঊদ, দারিমী)[২৪]

---

[২৩] **য'ঈফ** : আবূ দাঊদ ২৩৪০, তিরমিযী ৬৯১, নাসায়ী ২১১৩, ইবনু মাজাহ ১৬৫২, দারাকুত্বনী ২১৫৩, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৫৪৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৯৭৩, ইরওয়া ৯০৭। কারণ এর সানাদে "সিমাক ইবনু হারব" যিনি এর সানাদে গড়বড় করেছেন একবার মুত্তাসিল সানাদে আর একবার মুরসাল সানাদে বর্ণনা করেছেন।

[২৪] **সহীহ** : আবূ দাঊদ ২৩৪২, ইরওয়া ৯০৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৪৪৭।

ব্যাখ্যা : (تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ) "লোকেরা একে অপরকে চাঁদ দেখাল" অর্থাৎ- লোকজন চাঁদ দেখার জন্য সমবেত হল এবং চাঁদ খুঁজতে থাকল।

(فَأَخْبَرْتُ أَنِّىْ رَأَيْتُهُ) "আমি অবহিত করলাম যে, আমি চাঁদ দেখেছি।"

(أَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ) "নাবী ﷺ লোকজনকে সিয়াম পালনের নির্দেশ দিলেন।"

এতে জানা গেল যে, একজনের সংবাদ গ্রহণযোগ্য এবং রমাযানের চাঁদ সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম শাফি'ঈর প্রথম অভিমত এটাই। তবে তার সর্বশেষ অভিমত হল চাঁদ সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রয়োজন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল-এর অভিমতও তাই। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও আবূ ইউসুফ (রহঃ)-দ্বয়ের অভিমত এই যে, রমাযানের চাঁদ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্যই যথেষ্ট। যদিও তিনি দাস হন। অনুরূপভাবে এ ক্ষেত্রে একজন মহিলার সাক্ষ্য যথেষ্ট যদিও তিনি দাসী হন। তবে শাওওয়ালের চাঁদ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য দু'জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ সাক্ষীর প্রয়োজন অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষী প্রয়োজন। তবে ইমাম শাফি'ঈর নিকট এক্ষেত্রে মহিলার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম মালিক, আওযা'ঈ ও ইসহাক্ব ইবনু রাহওয়াইহি-এর মতে রমাযানের চাঁদ হোক আর শাওওয়ালের চাঁদ হোক উভয় ক্ষেত্রেই কমপক্ষে তারা 'আবদুর রহমান ইবনু যায়দ ইবনুল খাত্তাব বর্ণিত হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। তিনি ('আবদুর রহমান) বলেন, আমি রসূল ﷺ-এর সহাবীদের সাথে বসেছি এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছি। তারা আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম পালন (শুরু) কর এবং চাঁদ দেখে সিয়াম ভঙ্গ (শেষ) কর এবং কুরবানী কর। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে মাস ত্রিশদিন পূর্ণ কর। তবে যদি দু'জন মুসলিম সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে সিয়াম পালন (শুরু) কর এবং সিয়াম ভঙ্গ কর। হাদীসটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাওকানী বলেন : এ হাদীসের সানাদে কোন ত্রুটি নেই।

জমহূরগণ এ হাদীসের জবাবে বলেন : এ হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্য হল দু'জনের সাক্ষী গ্রহণ কর আর এর বিপরীত তথা অস্পষ্ট বক্তব্য হলে একজনের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে ইবনু 'আব্বাস ও ইবনু 'উমার رضي الله عنهما-দ্বয় হতে বর্ণিত হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্য হল, একজনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। আর হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণের নীতিমালা হল, স্পষ্ট বক্তব্য অস্পষ্ট বক্তব্যের উপর প্রাধান্য পাবে। তাই তাকে প্রাধান্য দেয়া ওয়াজিব। অতএব রমাযানের চাঁদ সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে একজনের সাক্ষী যথেষ্ট।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٩٨٠ -[١٢] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ. ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৯৮০-[১২] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ শা'বান মাসে যেরূপ সতর্ক থাকতেন অন্য মাসে এতটা সতর্ক থাকতেন না। তারপর তিনি (ﷺ) রমাযানের চাঁদ দেখে সওম পালন

করতেন। আকাশ মেঘলা থাকলে তিনি (ﷺ) (শা'বান মাস) ত্রিশদিন পুরা করার পর সওম শুরু করতেন। (আবূ দাঊদ)[২৫]

ব্যাখ্যা : (يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ) "শা'বান মাস সংরক্ষণ করতেন" অর্থাৎ রমাযানের সিয়াম সংরক্ষণের উদ্দেশে শা'বান মাসের দিন গণনার জন্য কষ্ট স্বীকার করতেন এবং তা গণনা করতেন এমনি ফেলে রাখতেন না।

(ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ) "অতঃপর রমাযানের চাঁদ দেখা গেলে রমাযানের সিয়াম পালন করতেন" অর্থাৎ- ত্রিশে শা'বানের রাতে রমাযানের চাঁদ দেখা গেলে রমাযানের সিয়াম পালন শুরু করতেন। অন্যথায় শা'বান মাস ত্রিশদিন পূর্ণ করতেন, অতঃপর রমাযানের সিয়াম শুরু করতেন।

অত্র হাদীসের একজন রাবী "মু'আবিয়াহ্ ইবনু সলিহ আল হায্‌রামী আল হিম্‌সী" আন্দালুস-এর একজন ক্বারী। যদিও তার সম্পর্কে সমালোচনা রয়েছে তথাপি ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, 'আলী ইবনুল মাদানী বলেছেন : 'আবদুর রহমান ইবনু মাহদী তাকে নির্ভরযোগ্য মনে করতেন। আহমাদ ইবনু হাম্বাল তাকে সিকাহ্ বলে মন্তব্য করেছেন। অতএব হাদীসটি 'আমালযোগ্য।

١٩٨١ -[١٣] وَعَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ تَرَاءَيْنَا الْهِلَالَ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ. وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْنَا: إِنَّا رَأَيْنَا الْهِلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ. فَقَالَ: أَيُّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ؟ قُلْنَا: لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ فَهُوَ لِلَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ. قَالَ: أَهْلَلْنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقٍ فَأَرْسَلْنَا رَجُلًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَمَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৯৮১-[১৩] আবুল বাখ্‌তারী (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 'উমরাহ্ করার জন্য বের হলাম। অতঃপর যখন আমরা 'বাত্বনি নাখলাহ্' নামক (মাক্কাহ্ আর ত্বয়িফের মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম) স্থানে পৌঁছে আমরা (নতুন) চাঁদ দেখলাম। কিছু লোক বলল, এ চাঁদ তৃতীয় রাতের (তৃতীয়ার), কিছু লোক বলল, এ চাঁদ দু' রাতের (দ্বিতীয়ার) চাঁদ। এরপর আমরা ইবনু 'আব্বাস-এর সাক্ষাত পেলাম। তাঁকে বললাম, আমরা নতুন চাঁদ দেখেছি। আমাদের কেউ কেউ বলেন, এ চাঁদ তৃতীয়ার চাঁদ। আবার কেউ বলেন, দ্বিতীয়ার চাঁদ। ইবনু 'আব্বাস জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন্ রাতে চাঁদ দেখেছ? আমরা বললাম, ঐ ঐ রাতে। তখন ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ (ﷺ) রমাযানের সময়কে চাঁদ দেখার উপর নির্দিষ্ট করেছেন। অতএব এ চাঁদ সে রাতের যে রাতে তোমরা দেখেছ।

---

[২৫] সহীহ : আবূ দাউদ ২৩২৫, আহমাদ ২৫১৬১, সহীহ ইবনু হিব্বান ১৯১০, দারাকুত্বনী ২১৪৯, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৫৪০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৪৪৪, ইরওয়া ৯০৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৯৩৯।

এ বর্ণনাকারী হতেই অন্য একটি বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমরা 'যা-তি 'ইর্‌ক্ব' নামক স্থানে (বাত্বনি নাখলাহ্'র কাছাকাছি একটি স্থান) রমাযানের চাঁদ দেখলাম। অতএব আমরা ইবনু 'আব্বাসকে জিজ্ঞেস করার জন্য লোক পাঠালাম। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বললেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা শা'বানমাসকে রমাযানের চাঁদ দেখা পর্যন্ত দীর্ঘ করেছেন। যদি তোমাদের ওপর আকাশ মেঘলা থাকে, তাহলে গণনা পূর্ণ করো (অর্থাৎ- শা'বান মাসের সময় ত্রিশদিন পূর্ণ করো)। (মুসলিম)[২৬]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَدَّهٗ لِلرُّؤْيَةِ) "রসূলুল্লাহ (ﷺ) তার সময় নির্ধারণ করেছেন চাঁদ দেখা পর্যন্ত।" ত্বীবী বলেন, অর্থাৎ- রমাযান মাসের জন্য সময় নির্ধারণ করেছেন চাঁদ পরিলক্ষিত হওয়া পর্যন্ত। (فَهُوَ لِلَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوْهُ) অতএব তা সে রাতেরই যে রাতে তা তোমরা দেখেছ। অর্থাৎ- রমাযান মাস তখন থেকেই শুরু হয়েছে যখন তোমরা চাঁদ দেখতে পেয়েছ। যদিও চাঁদ দেখতে বড় দেখায়।

(إِنَّ اللهَ تَعَالٰى قَدْ أَمَدَّهٗ لِرُؤْيَتِهٖ) "আল্লাহ তা'আলা তার সময় দীর্ঘ করেছেন চাঁদ দেখা পর্যন্ত।" অর্থাৎ- তিনি শা'বান মাসের সময়কে রমাযানের চাঁদ দেখা পর্যন্ত দীর্ঘ করেছেন।

হাদীসের শিক্ষা : আকাশে চাঁদ ছোট আকৃতির কিংবা বড় আকৃতির দেখতে পাওয়া কোন ধর্তব্য বিষয় নয়। ধর্তব্যের বিষয় হল, চাঁদ দেখতে পাওয়া আর চাঁদ দেখা না গেলে মাস ত্রিশদিন পূর্ণ করা।

(٢) بَابُ فِيْ مَسَائِلِ مُّتَفَرِّقَةٍ مِّنْ كِتَابِ الصَّوْمِ

অধ্যায়-২ : সওম পর্বের বিক্ষিপ্ত মাস্‌আলাহ্

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١٩٨٢ـ[١] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯৮২-[১] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমরা 'সাহ্‌রী' খাও। সাহ্‌রীতে অবশ্যই বারাকাত আছে। (বুখারী, মুসলিম)[২৭]

ব্যাখ্যা : (تَسَحَّرُوْا) "তোমরা সাহরী খাও" তোমরা সাহরীর সময় (ভোররাতে) কিছু খাও। হাফিয ইবনু হাজার বলেন : ভোর রাতে কিছু খাওয়া বা পান করার মাধ্যমে তা অর্জিত হয়। মুসনাদে আহমাদ ৩য় খণ্ডের ১২৩৪৪ পৃষ্ঠায় আবূ সা'ঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, সাহ্‌রীর মধ্যে বারাকাত রয়েছে। অতএব তোমরা তা পরিত্যাগ করো না, যদিও একটুকু পানি হয় তা তোমরা পান কর। কেননা সাহরী গ্রহণকারীদের প্রতি আল্লাহ রহমাত বর্ষণ করেন এবং তার মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) তাদের জন্য দু'আ করে। এ

---

[২৬] সহীহ : মুসলিম ১০৮৮, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৯০২৭। তবে ইরওয়া ৯০৩, সহীহ আল জামি' ১৭৯০-তে শেষের অংশটুকু রয়েছে।

[২৭] সহীহ : বুখারী ১৯২৩, মুসলিম ১০৯৫, তিরমিযী ৭০৮, নাসায়ী ২১৪৬, ইবনু মাজাহ ১৬৯২, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ৭৫৯৮, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৮৯১৩, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৯৩৭, আহমাদ ১১৯৫০, দারিমী ১৭৩৮, সহীহ আত্ তারগীব ১০৬৩।

হাদীসের প্রকাশমান অর্থ এই যে, সাহরী খাওয়া ওয়াজিব। কিন্তু কোন কোন সময় নাবী ﷺ এবং সহাবীদের সাহরী পরিত্যাগ করা প্রমাণ করে যে, তা মানদূব তথা পছন্দনীয়, ওয়াজিব নয়। সিন্দী বলেন : সাহ্‌রী খাওয়ার মধ্যে বারাকাত আছে, অর্থাৎ- এতে সাওয়াব আছে এজন্য যে, এ সময় দু'আ ও যিক্‌র করা হয়। আর সাহ্‌রী খাওয়ার মধ্যে সিয়াম পালনের শক্তি অর্জিত হয়।

١٩٨٣-[٢] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৯৮৩-[২] 'আম্‌র ইবনুল 'আস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাদের ও আহলে কিতাবদের (ইয়াহূদী ও খৃষ্টান) সওমের মধ্যে পার্থক্য হলো সাহ্‌রীর। (মুসলিম)[২৮]

ব্যাখ্যা : সাহরী খাওয়াটাই আমাদের সিয়াম পালন আর আহলে কিতাবদের সিয়াম পালনের মধ্যে পার্থক্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য ফাজ্‌রের আগ পর্যন্ত পানাহার বৈধ করেছেন যদিও ইসলামের সূচনাতে আমাদের জন্যও তা হারাম ছিল। পক্ষান্তরে আহলে কিতাবদের জন্য ইফত্বারের পর ঘুমিয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খাওয়া পান করা বৈধ থাকলেও ঘুমানোর পর থেকে তাদের জন্য তা হারাম ছিল। তাদের সাথে আমাদের ভিন্নতা এই যে, এ বিশেষ নি'আমাতের কারণে আমরা তার শুকরিয়া আদায় করব যা থেকে তারা বঞ্চিত।

١٩٨٤-[٣] وَعَنْ سَهْلٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯৮৪-[৩] সাহ্‌ল رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যতদিন পর্যন্ত মানুষ তাড়াতাড়ি ইফত্বার করবে, ততদিন তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে। (বুখারী, মুসলিম)[২৯]

ব্যাখ্যা : (مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ) "যতক্ষণ তারা তাড়াতাড়ি ইফত্বার করবে" অর্থাৎ যতক্ষণ তারা এ সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা কল্যাণের মধ্যেই থাকবে। এ থেকে উদ্দেশ্য ইফত্বার করার সময় হওয়ার পর বিলম্ব না করে প্রথম ওয়াক্তেই ইফত্বার করবে। ইমাম নাবাবী বলেন : উম্মাত ততক্ষণ কল্যাণের মধ্যেই থাকবে যতক্ষণ তারা এ সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যখন তারা ইফত্বারের সময় হওয়ার পরও বিলম্বে ইফত্বার করবে তখন এটি তাদের ফ্যাসাদে নিপতিত হওয়ার আলামত বলে গণ্য হবে।

---

[২৮] **সহীহ :** মুসলিম ১০৯৬, আবূ দাউদ ২৩৪৩, তিরমিযী ৭০৯, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ৭৬০২, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৮৯১৫, আহমাদ ১৭৭৬২, ১৭৭৭১, ১৭৮০১, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৯৪০, ইবনু হিব্বান ৩৪৭৭, দারিমী ১৭৩৯, আল আওসার লিত্ব ত্বাবারানী ৩২০৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮১১৫, সহীহ আত্ তারগীব ১০৬৪, সহীহ আল জামি' ৪২০৭, নাসায়ী ২১৬৬।

[২৯] **সহীহ :** বুখারী ১৯৫৭, মুসলিম ১০৯৮, তিরমিযী ৬৯৯, মুয়াত্ত্বা মালিক ১০১১, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ৭৫৯২, ইবনু মাজাহ ১৬৯৭, আহমাদ ২২৮০৪, দারিমী ১৭৪১, ইবনু খুযায়মাহ্ ২০৫৯, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ৫৭১৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮১১৮, শু'আবুল ঈমান ৩৬৩০, ইবনু হিব্বান ৩৫০২, ইরওয়া ৯১৭, সহীহাহ্ ২০৮১, সহীহ আত্ তারগীব ১০৭৩, সহীহ আল জামি' ৭৬৯৪।

١٩٨٥ - [٤] وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هٰهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هٰهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯৮৫-[৪] 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন ওদিক থেকে রাত (পূর্বদিক হতে রাতের কালো রেখা) নেমে আসে, আর এদিক থেকে (পশ্চিম দিকে) দিন চলে যায় এবং সূর্য ডুবে যায়, তখনই সায়িম (রোযাদার) ইফত্বার করে। (বুখারী, মুসলিম)[৩০]

ব্যাখ্যা : (وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ) "এবং সূর্য অস্ত যায়"। ত্বীবী বলেন : অত্র হাদীসে وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে বুঝতে পারা যায় যে, ইফত্বারের জন্য সূর্য পূর্ণভাবে অস্ত যাওয়া জরুরী। আর এটা ধারণা করা না হয় যে, সূর্য আংশিক অস্ত গেলে ইফত্বার করা বৈধ।

(فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ) "তখন সিয়াম পালনকারী ইফত্বার করেছে।" অর্থাৎ- সিয়াম পালনকারীর সিয়াম পূর্ণ হয়েছে। এখন আর তাকে সায়িম বলা যাবে না। কেননা সূর্যাস্তের মাধ্যমে দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং রাত প্রবেশ করেছে আর রাত সিয়াম পালনের সময় নয়। হাফিয ইবনু হাজার বলেন : সিয়াম পালনকারী ইফত্বার করার সময়ে উপনীত হয়েছে এবং তার জন্য ইফত্বার করা বৈধ। তবে এ অর্থও গ্রহণ করার অবকাশ রয়েছে যে, সায়িম এখন আর সায়িম নেই, সে হয়ে গেছে যদিও বাস্তবে সে ইফত্বার না করে থাকে। কেননা রাত সিয়াম পালনের সময় নয়।

ইবনু খুযায়মাহ্ বলেন : প্রথম অর্থ গ্রহণ করাই সঠিক। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ যদিও বাক্যটি খবর প্রদানকারী বাক্য কিন্তু তার অর্থ নির্দেশ উদ্দেশ্য। অতএব বাক্যের অর্থ হবে সিয়াম পালনকারী যেন ইফত্বার করে। কেননা সূর্যাস্তের মাধ্যমে যদি সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যেত তাহলে সকল সিয়াম পালনকারীর সিয়ামই ভঙ্গ হয়ে যেত এবং এতে সকলেই সমান হয়ে যেত তাহলে দ্রুত ইফত্বার করার উৎসাহ প্রদানের কোন অর্থ থাকতো না বরং তা অনর্থক কথা হত। আর হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) প্রথম অর্থকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এজন্য যে, মুসনাদে আহমাদে (৪/৩৮২) 'আবদুল্লাহ ইবনু আবী আওফা (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, যখন এদিক থেকে রাত আগমন করে তখন ইফত্বার করা বৈধ হয়ে যায়।

١٩٨٦ - [٥] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَأَيُّكُمْ مِثْلِيْ إِنِّيْ أَبِيْتُ يُطْعِمُنِيْ رَبِّيْ وَيَسْقِيْنِيْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

১৯৮৬-[৫] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সওমে বিসাল (অর্থাৎ- একাধারে সওম রাখতে) নিষেধ করেছেন। তখন তাঁকে একজন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো একাধারে সওম রাখেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাদের মধ্যে কে আমার মতো? আমি তো এভাবে রাত কাটাই যে, আমার রব আমাকে খাওয়ান ও পরিতৃপ্ত করেন। (বুখারী, মুসলিম)[৩১]

---

[৩০] **সহীহ :** বুখারী ১৯৫৪, মুসলিম ১১০০, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৭৫৯৫, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৮৯৪১, আহমাদ ১৯২, আবূ দাউদ ২৩৫১, তিরমিযী ৬৯৮, ইবনু খুযায়মাহ্ ২০৫৮, ইবনু হিব্বান ৩৫১৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮০০৪, ইরওয়া ৯১৬, সহীহ আল জামি' ৩৬৪।

[৩১] **সহীহ :** বুখারী ৭২৯৯, মুসলিম ১১০৩, মালিক ১০৬০, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৯৫৯৫, আহমাদ ৭৭৮৬, ইবনু খুযায়মাহ্ ২০৬৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৩৭৫, ইবনু হিব্বান ৬৪১৩।

ব্যাখ্যা : (نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فِى الصَّوْمِ) "রসূলুল্লাহ ﷺ সওমে বিসাল করতে নিষেধ করেছেন।" ইমাম ত্বহাবী বলেন : সওমে বিসাল ঐ সওমকে বলা হয়, কোন ব্যক্তি দিনের বেলায় সিয়াম পালন করার পর সূর্যাস্তের পরে ইফত্বার না করে পরবর্তী দিনের সিয়ামকে পূর্ববর্তী দিনের সিয়ামের সাথে মিলিয়ে দেয়া। সওমে বিসাল ও সওমে দাহ্‌র এর মাঝে পার্থক্য এই যে, যে ব্যক্তি রাত্রে ইফত্বার না করেই ধারাবাহিক একাধিক দিনে সিয়াম পালন করে তা হলো সওমে বিসাল। আর যে ব্যক্তি প্রতিদিনই সিয়াম পালন করে কিন্তু রাতে ইফত্বার করে তাহলো সওমে দাহ্‌র। হাদীস প্রমাণ করে যে, সওমে বিসাল হারাম। তবে সন্ধ্যার সময় ইফত্বার না করে সাহরীর সময় পর্যন্ত বিসাল করা বৈধ। কেননা বুখারী ও মুসলিমে আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন : তোমরা সওমে বিসাল পালন করো না, তবে কেউ যদি বিসাল করতেই চায় সে যেন সাহরী পর্যন্ত বিসাল করে।

সওমে বিসালের হুকুম সম্পর্কে 'উলামাগণ মতভেদ করেছেন।

১. সওমে বিসাল হারাম। এ অভিমত ইবনু হায্‌ম এবং ইবনুল 'আরাবী মালিকী (রহঃ)-এর। শাফি'ঈদের বিশুদ্ধ মতানুসারেও তা হারাম।

২. তা মাকরূহ। এ অভিমত ইমাম মালিক, আহমাদ, আবূ হানীফাহ্ এবং তাদের অনুসারীদের।

৩. তা বৈধ। এ অভিমত কিছু সালাফ তথা পূর্ববর্তী 'আলিমদের।

৪. যার পক্ষে তা কষ্টকর তার জন্য তা হারাম। আর যে ব্যক্তির জন্য তা কষ্টকর নয় তার জন্য বৈধ।

যারা তা বৈধ বলেন তাদের দলীল : নাবী ﷺ সওমে বিসাল পালন করতে নিষেধ করার পর যখন সহাবীগণ তা থেকে বিরত হল না তখন তিনি তাদের নিয়ে সওমে বিসাল করতে থাকেন। দু'দিন বিসাল করার পর শাও্‌ওয়ালের চাঁদ দেখা গেলে তিনি বললেন চাঁদ উদয় হতে বিলম্ব হলে আমি তোমাদেরকে আরো বিসাল করতাম। সওমে বিসাল যদি হারামই হতো তাহলে তিনি তাদের এ কাজে সম্মতি প্রকাশ করতেন না। অতএব বুঝা গেল যে, এ নিষেধ দ্বারা হারাম বুঝাননি, বরং এ নিষেধ ছিল উম্মাতের প্রতি দয়া স্বরূপ। অতএব যার জন্য তা কষ্টকর নয় এবং এর দ্বারা আহলে কিতাবদের সাথে একাত্বতা ঘোষণার উদ্দেশ্য না থাকে তার জন্য বিসাল করা হারাম নয়।

যারা তা হারাম বলেন তাদের দলীল : আবূ হুরায়রাহ্, আনাস, ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুম ও 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে নিষেধ সম্বলিত বর্ণিত হাদীসসমূহ যা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। কেননা নিষেধ দ্বারা প্রকৃতপক্ষে হারামকেই বুঝায় তা নিষেধ করার পর সহাবীদের নিয়ে বিসাল করা মূলত তাঁর পক্ষ থেকে এ কাজের স্বীকৃতি নয় বরং তাদেরকে উচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য এমনটি করেছিলেন এবং বলেছিলেন لست فى ذلك مثلكم। এক্ষেত্রে আমি তোমাদের মতো নই। অতএব বিসাল নাবী ﷺ-এর জন্য খাস। এক্ষেত্রে চতুর্থ অভিমতটিই সঠিক বলে মনে হয়। আল্লাহই ভাল জানেন।

(يُطْعِمُنِىْ رَبِّىْ وَيَسْقِيْنِىْ) "আমার রব আমাকে খাওয়ায় ও পান করায়" এর ব্যাখাতে 'উলামাগণ মতভেদ করেছেন।

১. প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে তার জন্য রমাযানের রাতে খাদ্য ও পানীয় নিয়ে আসা হত তার সম্মানার্থে। আর তিনি তা গ্রহণ করতেন অর্থাৎ- তিনি তা খাইতেন ও পান করতেন।

২. এটি রূপক অর্থে বলা হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ তা'আলা পানাহারকারীর মতো শক্তি দান করেন যার ফলে সকল প্রকার কাজ করতে আমার মধ্যে কোন দুর্বলতা আসে না, আমার অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গসমূহ ক্লান্ত হয় না। অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ তা'আলা নাবী ﷺ-এর দেহে পরিতৃপ্তি সৃষ্টি করেছেন যার ফলে পানা হারের প্রয়োজন হয় না এবং তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভব করেন না।

অথবা এর দ্বারা উদ্দেশ্য মহান আল্লাহ আমাকে তাঁর মহত্ব তাঁর সান্নিধ্য তার প্রতি ভালবাসা তাঁর সাথে সর্বদা মুনাজাতে ব্যস্ত রাখেন যার ফলে পানাহারের প্রতি চিন্তা জাগে না।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

١٩٨٧ - [٦] عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهٗ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَفَهٗ عَلٰى حَفْصَةَ مَعْمَرٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَيُوْنُسُ الْأَيْلِيُّ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

১৯৮৭-[৬] হাফ্সাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ফাজ্রের আগে সওমের নিয়্যাত করবে না তার সওম হবে না। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, দারিমী। ইমাম আবূ দাউদ বলেন, মা'মার ও যুবায়দী, ইবনু 'উআয়নাহ্ এবং ইউনুস আয়লী সহ সকলে এ বর্ণনাটি হাফসাহ্'র কথা বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন।)[৩২]

ব্যাখ্যা : (مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهٗ) "যে ব্যক্তি ফাজ্রের পূর্বেই সিয়াম পালনের নিয়্যাত করে না তার সিয়াম হয় না।"

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, সিয়াম বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ফাজ্রের পূর্বে অর্থাৎ- রাত থাকতেই সিয়াম পালনের উদ্দেশে নিয়্যাত করা, অর্থাৎ- রাত থাকতেই সিয়াম পালনের উদ্দেশে দৃঢ় প্রত্যয় করা আবশ্যক। তা না হলে তার সিয়াম বিশুদ্ধ হবে না।

আমীর ইয়ামানী বলেন : অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, রাতের কোন অংশে সিয়াম পালনের ইচ্ছা ব্যক্ত না করলে তার সিয়াম হবে না। আর এ ইচ্ছা ব্যক্ত করা তথা নিয়্যাত করার প্রথম ওয়াক্ত সূর্যাস্তের পর থেকেই শুরু হয়। কেননা সিয়াম একটি 'আমাল বা কাজ। আর যে কোন কাজ তথা 'ইবাদাত নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল। অতএব এ 'ইবাদাত বাস্তবে রূপলাভ করবে না যদি না রাত থাকতেই তার জন্য নিয়্যাত করা হয়। আর এ হুকুম সকল প্রকার সিয়াম তথা ফার্‌য, নাফ্‌ল, ক্বাযা, কাফ্‌ফারাহ্, মানৎ– সকল সিয়ামের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

আল ক্বারী বলেন : হাদীসের প্রকাশমান অর্থ এই যে, ফার্‌য ও নাফ্‌ল যে কোন সিয়ামের জন্যই রাত থাকতেই নিয়্যাত করতে হবে। আর এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন ইবনু 'উমার رضي الله عنهما, জারির ইবনু যায়দ, ইমাম মালিক, মুযানী ও দাউদ।

অন্যান্যদের অভিমত এই যে, নাফ্‌ল সিয়ামের জন্য দিনের বেলায় নিয়্যাত করলেও চলবে। অত্র হাদীসকে তারা 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها বর্ণিত ঐ হাদীস দ্বারা খাস করেছেন যাতে তিনি বলেছেন : নাবী ﷺ আমার

[৩২] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২৪৫৪, তিরমিযী ৭৩০, নাসায়ী ২৩৩৩, আহমাদ ২৬৪৫৭, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৯৩৩, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৩৩৭, সহীহ আল জামি' ৬৫৩৫। তবে আহমাদের হাদীসটি দুর্বল। কারণ তাতে ইবনু লাহ্ইয়া রয়েছে।

নিকট এসে বলতেন, তোমার নিকট কি খাবার কিছু আছে? আমি বলতাম, না, নেই। তখন তিনি বলতেন আমি সায়িম। কোন বর্ণনায় আছে, তাহলে আমি সায়িম।

ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আহমাদ বলেন : নাফ্ল সিয়ামের ক্ষেত্রে ফাজ্রের পরে নিয়্যাত করলেও চলবে কিন্তু ফার্যের ক্ষেত্রে তা চলবে না। ইমাম আবূ হানীফাহ্ বলেন : নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত সিয়ামের ক্ষেত্রে ফাজ্রের পরে নিয়্যাত করলেও চলবে। যেমন, রমাযানের সিয়াম, নির্দিষ্ট দিনের জন্য মানৎ করা সিয়াম, অনুরূপভাবে নাফ্ল সিয়াম। কিন্তু যে সমস্ত ওয়াজিব সিয়ামের জন্য সময় নির্দিষ্ট নেই যেমন ক্বাযা ও কাফ্ফারাহ্ তার জন্য ফাজ্রের পূর্বেই নিয়্যাত করতে হবে।

ইমাম আবূ হানীফার পার্থক্য করার কারণ এই যে, নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত সিয়ামসমূহের জন্য নির্দিষ্ট সময়ই নিয়্যাতের স্থলাভিষিক্ত তা নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে।

পক্ষান্তরে যার জন্য নির্দিষ্ট সময় নেই তা নির্দিষ্ট করার জন্য নিয়্যাত প্রয়োজন তথা নিয়্যাত দ্বারা তা নির্দিষ্ট হয় তাই সিয়ামের সময় শুরু হওয়ার পূর্বেই নিয়্যাত দ্বারা নির্দিষ্ট করতে হবে।

ইমাম মালিক-এর মতে সকল প্রকার সিয়ামের জন্যই ফাজ্রের পূর্বেই নিয়্যাত করতে হবে। তিনি তার মতের স্বপক্ষে হাফসাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বর্ণিত হাদীসটি দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

١٩٨٨ - [٧] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِنَاءُ فِيْ يَدِهٖ فَلَا يَضَعْهُ حَتّٰى يَقْضِيَ حَاجَتَهٗ مِنْهُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

১৯৮৮-[৭] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : (সাহরী খাবার সময়) তোমাদের কেউ ফাজ্রের আযান শুনতে পেলে সে যেন হাতের বাসন রেখে না দেয়। বরং নিজের প্রয়োজন সেরে নেবে। (আবূ দাউদ)[৩৩]

ব্যাখ্যা : (فَلَا يَضَعْهُ حَتّٰى يَقْضِيَ حَاجَتَهٗ مِنْهُ) "পাত্র থেকে তার প্রয়োজন শেষ না করে তা রেখে দিবে না।" অর্থাৎ- পানাহারের প্রয়োজন শেষ হবার আগেই মুয়ায্যিনের আযান শুনে পানাহারের পাত্র রেখে দিবে না। বরং তার পানাহারের প্রয়োজন শেষ করবে। অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, ফাজ্রের আযান শ্রবণের সময় স্বীয় হাতের পাত্র থেকে পানাহার করা বৈধ। বলা হয়ে থাকে যে, এ আযান দ্বারা ফাজ্রের পূর্বে বিলাল (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর আযান উদ্দেশ্য। কেননা নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : বিলাল রাত থাকতেই আযান দেয়, অতএব তোমরা ইবনু উম্মু মাকতূম আযান দেয়ার আগ পর্যন্ত পানাহার করতে থাক।

এটাও বলা হয়ে থাকে যে, পানাহার হারাম হওয়ার সম্পর্ক ফাজ্র উদয়ের সাথে আযানের সাথে নয়। মুয়ায্যিন ফাজ্র উদয়ের আগেও আযান দিতে পারে। অতএব এখানে আযান কোন ধর্তব্য বিষয় নয় যদি ফাজ্র উদয়ের বিষয়টি জানা না যায়। তবে সাধারণ লোক যারা ফাজ্র হওয়া বা না হওয়া বুঝতে পারে না তাদের জন্য আযানের উপর নির্ভর করাই শ্রেয়।

١٩٨٩ - [٨] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللهُ تَعَالٰى: أَحَبُّ عِبَادِيْ إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

---

[৩৩] সহীহ : আবূ দাউদ ২৩৫০, আহমাদ ৯৪৭৪, ১০৬২৯, ১০৬৩০, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ৭২৯, সহীহাহ্ ১৩৯৪, সহীহ আল জামি' ৬০৭।

১৯৮৯-[৮] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার কাছে সে বান্দা বেশী প্রিয় যে (সময় হয়ে যাবার সাথে সাথে) ইফত্বার করতে ব্যস্ত হয়। (তিরমিযী)[৩৪]

ব্যাখ্যা : (أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا) "তাদের মধ্যে দ্রুত ইফত্বারকারী" অর্থাৎ স্বচক্ষে সূর্যাস্ত দেখে অথবা সংবাদের মাধ্যমে সূর্যাস্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে দ্রুত ইফত্বার করে। ত্বীবী বলেন : এ পছন্দের কারণ সম্ভবত এই যে, এতে সুন্নাতের অনুসরণ, বিদ্'আত হতে দূরে অবস্থান এবং আহলে কিতাবদের সাথে মুখালাফাত তথা তাদের বিরোধিতা করা হয়। ইবনু মালিক বলেন : যে ব্যক্তি সলাত আদায়ের পূর্বে ইফত্বার করে সে শান্ত মনে একাগ্রতার সাথে সলাত আদায় করতে সক্ষম হয়। অতএব যার অবস্থা এরূপ সে ঐ ব্যক্তির চাইতে আল্লাহ্‌র নিকট বেশী প্রিয় যার অবস্থা এমন নয়। আমীর ইয়ামানী বলেন : অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, বিলম্ব না করে দ্রুত ইফত্বার করা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় কাজ। সূর্যাস্তের পর ইফত্বার না করে সাহরী পর্যন্ত সিয়াম বিসাল করা বৈধ হলেও তা উত্তম নয়। তবে রসূল (সাঃ)-এর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তিনি সাধারণ লোকদের মতো নন। অতএব দ্রুত ইফত্বার না করলেও আল্লাহর নিকট তিনি সকল সায়িমের চাইতে প্রিয়, কেননা তাকে সওমে বিসাল করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

١٩٩٠ - [٩] وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلٰى تَمْرٍ فَإِنَّهٗ بَرَكَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلٰى مَاءٍ فَإِنَّهٗ طَهُوْرٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. وَلَمْ يَذْكُرْ: «فَإِنَّهٗ بَرَكَةٌ» غَيْرُ التِّرْمِذِيِّ

১৯৯০-[৯] সালমান ইবনু 'আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন ইফত্বার করবে সে যেন খেজুর দিয়ে (শুরু) করে। কারণ খেজুর বারাকাতময়। যদি খেজুর না পায়, তাহলে যেন পানি দিয়ে ইফত্বার তরে। কেননা পানি পবিত্র জিনিস। (আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ, দারিমী। فَإِنَّهٗ بَرَكَةٌ *[ফাইন্নাহূ বারাকাতুন]* –এ অংশটুকু ইমাম তিরমিযী ছাড়া আর কেউ উল্লেখ করেননি।)[৩৫]

ব্যাখ্যা : (فَلْيُفْطِرْ عَلٰى تَمْرٍ) "সে যেন খেজুর দিয়ে ইফত্বার করে।" এখানে আদেশ দ্বারা ওয়াজিব উদ্দেশ্য নয় বরং তা মুস্তাহাব। ইমাম শাওকানী বলেন : সুলায়মান-এর অত্র হাদীস এবং আনাস (রাঃ) বর্ণিত পরবর্তী হাদীস এ দু' হাদীস প্রমাণ করে যে, খেজুর দিয়ে ইফত্বার বিধিসম্মত। খেজুর না পেলে পানি দিয়ে

---

[৩৪] **য'ঈফ** : তিরমিযী ৭০০, ইবনু খুযায়মাহ্ ২০৬২, ইবনু হিব্বান ৩৫০৭, আহমাদ ৭২৪১, ৮৩৬০, ৯৮১০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮১২০, রিয়াযুস্ সলিহীন ১২৪৪, য'ঈফ আত্ তারগীব ৬৪৯, য'ঈফ আল জামি' ৪০৪১। কারণ এর সানাদে কুররাহ্ ইবনু 'আবদুর রহমান মন্দ স্মৃতিশক্তিজনিত কারণে একজন দুর্বল রাবী।

[৩৫] **য'ঈফ** : তবে তাঁর কর্ম থেকে এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে। আবূ দাউদ ২৩৫৫, তিরমিযী ৬৫৪, ইবনু মাজাহ ১৬৯৯, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৯৭৯৭, আহমাদ ১৬২২৫, দারিমী ১৭৪৩, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৬১৯৪, সুনানুস্ সুগরা লিল বায়হাক্বী ১৩৮৯, শু'আবুল ঈমান ৩৬১৫, ইবনু হিব্বান ৩৫১৫, য'ঈফাহ্ ৬৩৮৩, য'ঈফ আত্ তারগীব ৬৫১, য'ঈফ আল জামি' ৩৮৯। কারণ এর সানাদে আর্ রবাব আয্ যাবিয়্যাহ্ একজন মাজহূল রাবী যিনি হাফসাহ্ থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে একাকী হয়েছেন আর ইবনু হিব্বান ছাড়া অন্য কেউ তাকে সিক্বাহ্ বলেননি। যেহেতু ইবনু হিব্বান মাজহূল রাবীদের সিক্বাহ্-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাই তার সিক্বাহ্করণ সবক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়।

ইফত্বার করবে। তবে আনাস (রাঃ)-এর হাদীস প্রমাণ করে যে, শুকনো খেজুরের চাইতে (রুতাব) ভিজা খেজুর উত্তম। অতএব সম্ভব হলে তাকেই অগ্রাধিকার দিবে।

খেজুর দিয়ে ইফত্বার করার নির্দেশ এজন্য দেয়া হয়েছে যে, তা যেমন মিষ্টিদ্রব্য তেমনি তা প্রধান খাদ্যও বটে। সিয়ামের কারণে ক্ষুধার প্রভাবে শরীর ক্লান্ত হয়ে পরে এবং দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে যায়। আর মিষ্টিদ্রব্য দ্রুত শক্তি বৃদ্ধি করে বিশেষভাবে দৃষ্টিশক্তি। তাই ক্লান্ত ও দুর্বলতা দৃঢ় করার জন্য মিষ্টিদ্রব্য দিয়ে ইফত্বার করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইমাম শাওকানী বলেন : যেহেতু মিষ্টিদ্রব্য হওয়ার কারণে। খেজুর দিয়ে ইফত্বার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অতএব সকল প্রকার মিষ্টিদ্রব্য এর মধ্যে শামিল।

(فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ) "তার মধ্যে বারাকাত রয়েছে" অর্থাৎ- খেজুরের মধ্যে বারাকাত এবং অনেক কল্যাণ আছে। ইবনুল কুইয়্যিম বলেন : খেজুর অথবা পানি দিয়ে ইফত্বার করার নির্দেশ উম্মাতের প্রতি নাবী (সাঃ)-এর পূর্ণ দয়া ও কল্যাণ কামিতার পরিচায়ক। কেননা সিয়াম পালনের কারণে কলিজার মধ্যে শুষ্কতা আসে। তা যদি পানি দ্বারা সিক্ত করার পর খাবার গ্রহণ করা হয় তাহলে এর পূর্ণ উপকারিতা লাভ হয়। আর খেজুরের গুণের কথা তো পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে আর কল্‌বের উৎকর্ষণ সাধনে পানির বৈশিষ্ট্যের বিষয় একমাত্র চিকিৎসাবিদগণই অবহিত আছেন।

١٩٩١ -[١٠] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلٰى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَتُمَيْرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسٰى حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

১৯৯১-[১০] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) সলাতের আগে কিছু তাজা খেজুর দিয়ে ইফত্বার করতেন। যদি তাজা খেজুর না পেতেন, শুকনা খেজুর দিয়ে করতেন। যদি শুকনা খেজুরও না পেতেন, কয়েক চুমুক পানি পান করে নিতেন। (তিরমিযী, আবূ দাউদ। আর ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।)[৩৬]

ব্যাখ্যা : (يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ) "সলাত আদায়ের পূর্বেই ইফত্বার করতেন।" অর্থাৎ- নাবী (সাঃ) মাগরিবের সলাতের আগে ইফত্বার করতেন। এতে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সূর্যাস্তের পর দ্রুত ইফত্বার করা মুস্তাহাব। তবে 'উমার ও 'উসমান (রাঃ) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তারা উভয়ে রমাযান মাসে সূর্যাস্তের পর মাগরিবের সলাত আদায় করতেন। অতঃপর সলাত আদায়ের পর ইফত্বার করতেন। এতে বুঝা যায়, বিলম্বে ইফত্বার করা বৈধ, তথা দ্রুত ইফত্বার করা ওয়াজিব নয়। অত্র হাদীস এটাও প্রমাণ করে যে, রুতাব তথা তাজা খেজুর দ্বারা ইফত্বার করা মুস্তাহাব। তা পাওয়া না গেলে শুকনা খেজুর, তাও পাওয়া না গেলে পানি দিয়ে ইফত্বার করবে।

যারা বলে থাকেন মাক্কাতে রমাযানের পানি দ্বারা ইফত্বার করা সুন্নাত, অথবা খেজুরের পানি মিশিয়ে ইফত্বার করবে তা এ জন্য প্রত্যাখ্যাত যে, তা রসূল (সাঃ)-এর অনুসরণের বিপরীত। কেননা মাক্কাহ্ বিজয়ের বৎসর তিনি (সাঃ) মাক্কাতে অনেকদিন সিয়াম পালন করেছেন কিন্তু এটা বর্ণিত হয়নি যে, তিনি (সাঃ) তার

[৩৬] হাসান : আবূ দাউদ ২৩৫৬, তিরমিযী ৬৯৬, আহমাদ ১২৬৭৬, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৫৭৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮১৩১, শু'আবুল ঈমান ৩৬১৭, ইরওয়া ৯২২, সহীহ আত্ তারগীব ১০৭৭, সহীহ আল জামি' ৪৯৯৫।

চিরাচরিত অভ্যাস পরিত্যাগ করে পানি দিয়ে ইফত্বার করেছেন। তিনি (ﷺ) যদি তা করতেন তবে অবশ্যই তা বর্ণিত হত।

١٩٩٢ -[١١] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيمَانِ وَمُحْيِيُّ السُّنَّةِ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَقَالَ صَحِيْحٌ.

১৯৯২-[১১] যায়দ ইবনু খালিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি সায়িমকে ইফত্বার করাবে অথবা কোন গাযীর আসবাবপত্র ঠিক করে দেবে সে তাদের (সায়িম ও গাযীর) সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে। (বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান-এ আর মুহ্য়্যিইউস্ সুন্নাহ্- শারহে সুন্নাহ্'য় এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন হাদীসটি সহীহ)[৩৭]

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি সায়িমকে ইফত্বার করাবে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি সায়িমকে ইফত্বারের সময় খাবার খাওয়াবে, আর যে ব্যক্তি মুজাহিদের যাবতীয় প্রয়োজন মিটাবে তথা অস্ত্র ঘোড়া এবং সফরের পাথেয় ইত্যাদির ব্যবস্থা করবে তার জন্য ঐ সায়িম ও মুজাহিদের সমপরিমাণ সাওয়াব রয়েছে। কেননা এ দ্বারা সৎকাজ ও আল্লাহ ভীতির কাজে সহযোগিতা করা হয়।

١٩٩٣ -[١٢] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

১৯৯৩-[১২] ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) ইফত্বার করার পর বলতেন, পিপাসা চলে গেছে, (শরীরের) রগগুলো সতেজ হয়েছে। আল্লাহর মর্জি হলে সাওয়াব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। (আবূ দাঊদ)[৩৮]

ব্যাখ্যা : (وَثَبَتَ الْأَجْرُ) "পুরস্কার সাব্যস্ত হয়েছে" অর্থাৎ- সিয়াম পালনের ক্লান্তি দূর হয়েছে এবং সিয়ামের সাওয়াব সাব্যস্ত হয়েছে।

ইমাম ত্বীবী বলেন : ক্লান্তি দূর হওয়ার পর বিনিময় সাব্যস্ত হওয়ার উল্লেখ পরিপূর্ণভাবে স্বাদ গ্রহণের বহিঃপ্রকাশ। যেমন আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসীদের বক্তব্য বর্ণনা করেছেন এ বলে,

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ﴾ "সেই মহান আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা যিনি আমাদের চিন্তা দূর করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আমাদের রব অতিশয় ক্ষমাকারী এবং অতীব পুরস্কার প্রদানকারী।" (সূরাহ্ আল ফা-ত্বির ৩৫ : ৩৪)

١٩٩٤ -[١٣] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: «اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مُرْسَلًا

[৩৭] **সহীহ** : তিরমিযী ৮০৭, ইবনু মাজাহ ১৭৪৬, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১৯৫৫৫, দারিমী ১৭৪৪, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ৫২১৭, শু'আবুল ঈমান ৩৬৬৭, ইবনু হিব্বান ৩৪২৯, সহীহ আত্ তারগীব ১০৭৪, সহীহ আল জামি' ৬৪১৪।

[৩৮] **হাসান** : আবূ দাঊদ ২৩৫৭, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৫৩৬, ইরওয়া ৯২০, সহীহ আল জামি' ৪৬৭৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮১৩৩।

১৯৯৪-[১৩] মু'আয ইবনু যুহ্‌রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) ইফত্বার করার সময় (এ দু'আ) বলতেন : *"আল্ল-হুম্মা লাকা সুমতু, ওয়া 'আলা- রিয্‌ক্বিকা আফত্বরতু"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তোমার জন্য সওম রেখে, তোমার [দান] রিয্‌ক্ব দিয়ে ইফত্বার করছি) । (আবূ দাঊদ, হাদীসটি মুরসাল)[৩৯]

ব্যাখ্যা : (اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ) "হে আল্লাহ! তোমার জন্যেই আমি সিয়াম পালন করেছি এবং তোমার রিয্‌ক্ব দিয়েই ইফত্বার করেছি।" অর্থাৎ- আমার এ সিয়াম লোক দেখানো নয় বরং তা একনিষ্ঠভাবে শুধু তোমারই সন্তুষ্টির জন্য। কেননা একমাত্র তুমিই রিয্‌ক্বদাতা। যেহেতু তোমার দেয়া রিয্‌ক্ব ভক্ষণ করি, কাজেই তুমি ব্যতীত অন্য কারো 'ইবাদাত করা সমিচীন নয়।

'আল্লামাহ্ ক্বারী বলেন : লোকজনের মাঝে এ দু'আর শেষে বাড়তি শব্দ (وبك آمنت وعليك توكلت) (لصوم غد نويت) এর কোন ভিত্তি নেই। বরং মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে নিয়্যাত করা বিদ্'আতে হাসানাহ্। আমি (মুবারকপূরী) বলছি, সলাত ও সওমের জন্যে মুখে নিয়্যাত উচ্চারণ করার কোন ভিত্তি কুরআন ও হাদীসে নেই। অতএব তা ইসলামী শারী'আতের মধ্যে একটি বিদ্'আত। আর শারী'আতের মধ্যে সকল প্রকার বিদ্'আতই দূষণীয়, তাই পরিত্যাজ্য।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

١٩٩٥ -[١٤] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَزَالُ الدِّيْنُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِأَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى يُؤَخِّرُوْنَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

১৯৯৫-[১৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : দীন সর্বদাই বিজয়ী থাকবে (ততদিন), যতদিন মানুষ তাড়াতাড়ি ইফত্বার করবে। কারণ ইয়াহূদী ও খৃষ্টানরা ইফত্বার করতে বিলম্ব করে। (আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ)[৪০]

ব্যাখ্যা : "যতদিন পর্যন্ত লোকেরা দ্রুত ইফত্বার করবে ততদিন পর্যন্ত দীন বিজয়ী থাকবে।" 'আল্লামাহ্ আল ক্বারী বলেন : আল্লাহই ভাল জানেন এর কারণ হয়ত এই যে, এই দীনে হানীফ তথা ইসলামী জীবন বিধান একটি সহজ সরল জীবন বিধান। এতে কোন প্রকার সংকীর্ণতা নেই। তাই অব্যাহতভাবে এ দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা অত্যন্ত সহজ যা আহলে কিতাবদের বিপরীত। কেননা আহলে কিতাবগণ নিজেদের ওপর কঠোরতা আরোপ করেছিল বিধায় আল্লাহ তা'আলাও তাদের ওপর কঠোরতা আরোপ করেন। ফলে তারা তাদের দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে ব্যর্থ হয়।

(لِأَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى يُؤَخِّرُوْنَ) "কেননা ইয়াহূদ ও নাসারাগণ বিলম্বে ইফত্বার করে।" অর্থাৎ- তারা সূর্যাস্তের পরও আকাশে ঘন তারকা দেখা যাওয়া পর্যন্ত ইফত্বার করতে বিলম্ব করে। সাধারণভাবেই

---

[৩৯] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ২৩৫৮, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৫০০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮১৩৪, য'ঈফ আল জামি' ৪৩৪৯, ইরওয়া ৯১৯। কারণ মু'আয ইবনুয্ যুহরা একজন মাজহূল রাবী।

[৪০] **হাসান :** আবূ দাঊদ ২৩৫৩, ইবনু মাজাহ ১৬৯৮, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৮৯৪৪, ইবনু খুযায়মাহ্ ২০৬০, ইবনু হিব্বান ৩৫০৩, শু'আবুল ঈমান ৩৯১৬, আহমাদ ৯৮১০, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৫৭৩, সহীহ আত্ তারগীব ১০৭৫, সহীহ আল জামি' ৭৬৮৯।

বুঝা যায় যে, এ বিলম্বের জন্য সায়িমের কষ্ট হয়। আর এ কষ্টের কারণেই সিয়াম পালনে ব্যর্থ হয়ে তারা সিয়াম পালনই ছেড়ে দেয়। পক্ষান্তরে ইসলাম সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফত্বার করার নির্দেশ দিয়ে সায়িমের জন্য সিয়াম সহজ করে দিয়েছেন। আর যারা এ সহজ পথ অবলম্বন করবে তারা সিয়াম পালনে ব্যর্থ হবে না তাই দীন বিজয়ী থাকবে।

ইমাম ত্বীবী বলেন : বিলম্ব না করার কারণ উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, তা আহলে কিতাবদের কাজ। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইসলামের শত্রু আহলে কিতাবদের বিরোধিতা করার মধ্যেই এ দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর তাদের অনুসরণ করার মধ্যেই এ দীনের ধ্বংস নিহীত আছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা'আলা বলেছেন,

﴿يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهٗ مِنْهُمْ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহূদ ও নাসারাদেরকে নিজেদের বন্ধু বানাবে না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, তোমাদের মধ্যে হতে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে তারা তাদেরই দলভুক্ত।"
(সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৫১)

١٩٩٦-[١٥] وَعَنْ أَبِيْ عَطِيَّةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلٰى عَائِشَةَ فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ وَالْاٰخَرُ: يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ. قَالَتْ: أَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ؟ قُلْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ. قَالَتْ: هٰكَذَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالْاٰخَرُ أَبُوْ مُوْسٰى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৯৯৬-[১৫] আবূ 'আত্বিয়্যাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও মাসরূক উভয়ে (একদিন) 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)-এর কাছে গেলাম ও আমরা আরয করলাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দু'জন সাথী আছেন। তাদের একজন দ্রুত ইফত্বার করেন, দ্রুত সলাত আদায় করেন। আর দ্বিতীয়জন বিলম্বে ইফত্বার করেন ও বিলম্বে সলাত আদায় করেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) জিজ্ঞেস করলেন, তাড়াতাড়ি করে ইফত্বার করেন ও সলাত আদায় করেন কে? আমরা বললাম, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বললেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরূপই করতেন। আর অপর ব্যক্তি যিনি ইফত্বার করতে ও সলাত আদায় করতে দেরী করতেন, তিনি ছিলেন আবূ মূসা। (মুসলিম)[৪১]

ব্যাখ্যা : ইমাম ত্বীবী বলেন : যিনি তাড়াতাড়ি ইফত্বার করেন ও তাড়াতাড়ি সলাত আদায় করেন তিনি শারী'আতে দৃঢ় বিধান ও সুন্নাতের উপর 'আমাল করেন। আর যিনি বিলম্বে ইফত্বার করেন ও বিলম্বে সলাত আদায় করেন তিনি শারী'আত যে সুযোগ দিয়েছে তার উপর 'আমাল করেন। উল্লেখ্য যে, হাদীসে বর্ণিত প্রথম ব্যক্তি হলেন ইবনু মাস্'উদ এবং ২য় ব্যক্তি হলেন আবূ মূসা আল আশ্'আরী ক্বারী বলেন : উপরোক্ত মতভেদ বলতে তাদের 'আমালের মতভেদ উদ্দেশ্য হলে তা অবশ্য সঠিক। আর যদি এ মতভেদ দ্বারা তাদের বক্তব্য উদ্দেশ্য হয় তাহলে ইবনু মাস্'উদ-এর বক্তব্য দ্বারা উক্ত কাজ দ্রুত করার ক্ষেত্রে আধিক্য বুঝানো

[৪১] সহীহ : মুসলিম ১০৯৯, আবূ দাঊদ ২৩৫৪, তিরমিযী ৭০২, নাসায়ী ২১৬১, আহমাদ ২৪২১২।

উদ্দেশ্য আর আবূ মূসার বক্তব্য দ্বারা দ্রুততার আধিক্য না বুঝানো উদ্দেশ্য। তবে বিলম্বে সুযোগের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এখানে অবশ্য এটাও হতে পারে যে, ইবনু মাস্‘উদ-এর কর্ম দ্বারা সুন্নাত বুঝানো উদ্দেশ্য। আর আবূ মূসার কর্ম দ্বারা বিলম্ব করা বৈধ হওয়া বুঝানো উদ্দেশ্য।

١٩٩٧ ـ[١٦] وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: دَعَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى السَّحُوْرِ فِيْ رَمَضَانَ فَقَالَ: «هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

১৯৯৭-[১৬] ‘ইরবায ইবনু সারিয়াহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) (একদিন) আমাকে রমাযানের সাহ্‌রী খেতে ডাকলেন এবং বললেন, বারাকাতপূর্ণ খাবার খেতে এসো। (আবূ দাউদ ও নাসায়ী)[৪২]

ব্যাখ্যা : (هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ) “বারাকাতপূর্ণ সকালের খাবারের দিকে এসো”। দিনের প্রথম ভাগের খাবারকে ‘আরাবীতে (اَلْغَدَاءُ) বলা হয়। এখানে সাহরীকে (اَلْغَدَاءُ) “গাদা” এজন্য বলা হয়েছে যে, তা সায়িমের জন্য মুফতিরের তথা সিয়ামবিহীন অবস্থায় সকালের খাবারের তুল্য।

ইমাম খাত্ত্বাবী বলেন : সাহরীকে (اَلْغَدَاءُ) এজন্য বলা হয়েছে যে, সায়িম ব্যক্তি এ খাবার দ্বারা দিনের বেলায় সিয়াম পালনের শক্তি অর্জন করে থাকে। এক্ষেত্রে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে সকালের খাবার দ্বারা শক্তি অর্জন করে। কোন ব্যক্তি যখন তার প্রয়োজন পূরণের জন্য ভোর থেকে নিয়ে সূর্যোদয়ের মধ্যে কোন কাজ করে সে ক্ষেত্রে ‘আরবরা বলে থাকে غدا فلان لحاجته। তাই সিয়াম পালনকারী কর্তৃক সাহ্‌রীর সময় প্রয়োজনীয় খাবার গ্রহণকে (اَلْغَدَاءُ) বলা হয়েছে।

١٩٩٨ ـ[١٧] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «نِعْمَ سَحُوْرُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

১৯৯৮-[১৭] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : মু’মিনের জন্য সাহ্‌রীর উত্তম খাবার হলো খেজুর। (আবূ দাউদ)[৪৩]

ব্যাখ্যা : এখানে (تمر) খেজুরকে উত্তম সাহরী বলা হয়েছে। কারণ তা দ্বারা সাহরীর মধ্যে বারাকাত রয়েছে এবং প্রচুর সাওয়াবও রয়েছে। এজন্য অন্যান্য সাহরীর উপর একে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। অনুরূপ ইফত্বারের ক্ষেত্রেও যদি রুতাব (টাটকা খেজুর) না পাওয়া যায়। ইমাম ত্বীবী বলেন : সাহ্‌রীর খাবার হিসেবে খেজুরের প্রশংসা করার কারণ এই যে, সাহরী গ্রহণ করাটাই একটি বারাকাতময় কাজ আর খেজুর দ্বারা সাহরী গ্রহণ করা বারাকাতের উপর বারাকাত। যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে “তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ইফত্বার করে সে যেন খেজুর দিয়ে ইফত্বার করে, কেননা তার মধ্যে বারাকাত রয়েছে”। অতএব তা দ্বারা শুরু করা এবং তা দ্বারা শেষ করার মাধ্যমে উভয় ক্ষেত্রে বারাকাত অর্জন করাই উদ্দেশ্য।

---

[৪২] সহীহ : আবূ দাউদ ২৩৪৪, নাসায়ী ২১৬৫, সহীহাহ্ ২৯৮৩, সহীহ আল জামি‘ ৭০৪৩।

[৪৩] সহীহ : আবূ দাউদ ২৩৪৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮১১৭, ইবনু হিব্বান ৩৪৭৫, সহীহাহ্ ৫৬২, সহীহ আত্ তারগীব ১০৭২।

(٣) بَابُ تَنْزِيْهِ الصَّوْمِ

অধ্যায়-৩ : সওম পবিত্র করা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

١٩٩٩ -[١] وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهٖ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

১৯৯৯-[১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি (সিয়ামরত অবস্থায়) মিথ্যা কথা বলা ও এর উপর 'আমাল করা ছেড়ে না দেয়, তার পানাহার ত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারী)[88]

ব্যাখ্যা : (قَوْلَ الزُّوْرِ) "ত্বীবী বলেন : زور হল মিথ্যা ও অপবাদ। অর্থাৎ- কুফ্‌রী কথাবার্তা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, বানোয়াট কথাবার্তা, পরনিন্দা করা, অপবাদ দেয়া, যিনার মিথ্যা অপবাদ দেয়া, গালিগালাজ করা, অভিশাপ দেয়া এসবই (قَوْلُ الزُّوْرِ) এর অন্তর্ভুক্ত।

(وَالْعَمَلَ بِهٖ) "বাতিল কাজ করা।" অর্থাৎ- অশ্লীল কাজ করা, কেননা অশ্লীল কাজের গুনাহ বাতিল কথার গুনাহের মতই গুনাহ।

ইমাম ত্বীবী বলেন : এ দ্বারা উদ্দেশ্য অশ্লীল এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ করেছেন এমন সকল কাজ পরিত্যাগ করা।

(فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ) "আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।" এখানে রূপক অর্থ উদ্দেশ্য। অর্থ তার 'আমাল তথা সিয়াম কবূল হবে না। কেননা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার কোন বান্দার 'ইবাদাতেরই প্রয়োজন নেই।

ক্বাযী বায়যাবী বলেন : সওমের বিধান দ্বারা বান্দাকে ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত করা উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো এর দ্বারা বান্দার অবৈধ শাহওয়াত দমন করা এবং নাফ্‌সে আম্মারাহকে নাফ্‌সে মুত্বমা'ইন্নার অনুগত বানানো। যখন তা অর্জিত না হবে তখন আল্লাহর নিকট ঐ 'আমাল তথা সিয়াম গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইবনু বাত্ত্বাল বলেন : এর অর্থ এ রকম নয় যে, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও অনুরূপ কাজ পরিত্যাগ না করবে তাকে সিয়াম পালন থেকে বিরত থাকতে আদেশ করা হবে। বরং উদ্দেশ্য হলো সায়িমকে মিথ্যা বলা হতে সতর্ক করা যাতে সে সিয়ামের পূর্ণ সাওয়াব অর্জনে সক্ষম হয়। জেনে রাখা ভাল যে, জমহূর 'উলামাহ্‌গণের মতে মিথ্যা ও পরনিন্দা সওম বিনষ্ট করে না।

ইমাম সওরী ও ইমাম আওযা'ঈ-এর মতে গীবাত তথা পরনিন্দা সওম বিনষ্ট করে। সঠিক কথা হলো তা সওম বিনষ্ট করে না তবে ঐ সমস্ত কাজ সওমের ক্ষতি করে তথা পূর্ণ সাওয়াব অর্জনে বাধার সৃষ্টি করে।

---

[88] সহীহ : বুখারী ১৯০৩, আবূ দাউদ ২৩৬২, তিরমিযী ৭০৭, ইবনু মাজাহ ১৬৮৯, আহমাদ ১০৫৬২, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৯৯৫, ইবনু হিব্বান ৩৪৮০, সহীহ আত্ তারগীব ১০৭৯, সহীহ আল জামি' ৬৫৩৯।

٢٠٠٠ - [٢] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِأَرْبِه. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২০০০-[২] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সওমরত অবস্থায় (নিজের স্ত্রীদেরকে) চুমু খেতেন এবং (তাদেরকে) নিজের শরীরের সাথে মিশিয়ে ধরতেন। কেননা তিনি (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রয়োজনে নিজেকে তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী নিয়ন্ত্রণে রাখতে সমর্থ ছিলেন। (বুখারী, মুসলিম)[৪৫]

ব্যাখ্যা : (يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ) "সিয়ামরত অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চুম্বন দিতেন ও মুবাশারা (আলিঙ্গন) করতেন।"

ইবনু মালিক বলেন : অর্থাৎ তিনি তাঁর কোন স্ত্রীর গায়ে হাতের স্পর্শ বুলাতেন। যদিও মুবাশারাহ্ দ্বারা সহবাস অর্থ নেয়া হয় কিন্তু এখানে তা উদ্দেশ্য নয়। ইমাম শাওকানী বলেন : অত্র হাদীসে মুবাশারাহ্ দ্বারা সহবাস ব্যতীত সকল ধরনের মেলামেশা উদ্দেশ্য। মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, "তিনি (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রমাযান মাসে সিয়ামরত অবস্থায় চুম্বন দিতেন" এর দ্বারা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আন্হা) এ কথার ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, এক্ষেত্রে নাফ্ল সিয়াম ও ফারয সিয়ামের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

(وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِأَرْبِه) "তিনি প্রয়োজনে নিজেকে তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী নিয়ন্ত্রণে রাখতে সমর্থ ছিলেন।" 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আন্হা)-এর এ কথার মর্ম কি তা নিয়ে 'উলামাহ্গণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

১. তিনি এর দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, যদিও তিনি সিয়ামরত অবস্থায় তাঁর স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করতেন তথাপি তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে অধিক সক্ষম ছিলেন তোমাদের চাইতে। তাই তাঁর জন্য তা বৈধ হলেও অন্যের জন্য তা বৈধ নয়। কেননা অন্যরা তাঁর মত সওম রক্ষায় নিরাপদ নয়। অতএব অন্যদের জন্য তা মাকরূহ।

২. তিনি চুম্বন দেয়া ও মেলামেশা করা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে তোমাদের চেয়ে অধিক ক্ষমতাশালী ছিলেন এ সত্ত্বেও তিনি চুম্বন দিয়েছেন ও মেলামেশা করেছেন। অন্য কেউ তা পরিত্যাগ করতে তাঁর মত ধৈর্যশীল নয়। কেননা অন্য কেউ স্বীয় প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে তাঁর মত নয়। অতএব তা অন্যের জন্য বৈধ হবে না কেন? এ কথাতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, অন্যরা এক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে অধিক উপযোগী তথা তা তাদের জন্য বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে তারা আরো বেশী উপযোগী। বুখারীতে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আন্হা) থেকে বর্ণিত মু'আল্লাক্ব হাদীস এ অর্থকে সমর্থন করে। তিনি অর্থাৎ- 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আন্হা) বলেছেন, "তার জন্য লজ্জাস্থান হারাম"।

ইমাম ত্বহাবী হাকীম ইবনু 'ইক্বাল থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আন্হা)-কে প্রশ্ন করলাম, আমি সিয়ামরত অবস্থায় আমার জন্য আমার স্ত্রীর কতটুকু হারাম? তিনি বললেন, তার লজ্জাস্থান। 'আবদুর রায্যাক্ব সহীহ সূত্রে মাসরূক থেকে বর্ণনা করেছেন। আমি 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আন্হা)-কে জিজ্ঞেস করলাম সিয়ামরত একজন পুরুষের জন্য তার স্ত্রীর কতটুকু তার জন্য হালাল? তিনি বললেন, সহবাস ব্যতীত আর সবই হালাল।

সিয়ামরত অবস্থায় সহবাস ব্যতীত স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করা সম্পর্কে 'উলামাহ্গণের মতানৈক্য রয়েছে। তা নিম্নে বর্ণিত হল।

---

[৪৫] **সহীহ :** বুখারী ১৯২৭, মুসলিম ১১০৬, তিরমিযী ৭২৯, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৭৪৪১, আহমাদ ২৪১৩০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮০৭৬।

১. তা মাকরূহ– এ অভিমত ইমাম মালিক এবং তার অনুসারীদের।

২. তা হারাম– কূফাবাসী ফকীহ 'আবদুল্লাহ ইবনু শুবরুমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ অভিমত পোষণ করতেন। এ মতের স্বপক্ষে সূরাহ্ বাক্বারার ১৮৭ নং আয়াতের অংশ ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ পেশ করে বলেছেন, এ আয়াতে দিনের বেলায় সিয়াম পালনকারীর মুবাশারাহ্ হারাম করা হয়েছে। অতএব তা হারাম। এর জওয়াব এই যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর কালামের ব্যাখ্যাকারী। তিনি নিজ কর্ম দ্বারা দিনের বেলায় মুবাশারাহ্ বৈধ হওয়ার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অতএব অত্র আয়াতে মুবাশারাহ্ দ্বারা সহবাস উদ্দেশ্য।

৩. তা বৈধ– আবূ হুরায়রাহ্, সা'ঈদ, ও সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) প্রমুখ সহাবীগণ এ মত পোষণ করতেন। এর প্রমাণ 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন : আমি একদিন উৎফুল্ল হয়ে সিয়ামরত অবস্থায় আমার স্ত্রীকে চুম্বন দেই, অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে বলি আমি আজ এক বড় (অপরাধের) কাজ করেছি। সিয়ামরত অবস্থায় আমি আমার স্ত্রীকে চুম্বন দিয়েছি। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সিয়ামরত অবস্থায় পানি দ্বারা কুলি করলে কি হত বলে তুমি মনে কর? আমি বললাম এতে কোন ক্ষতি নেই। তিনি বললেন, তা হলে চুম্বনে আর কি (ক্ষতি)? (মুসনাদ আহমাদ ১/২১-২৫)

৪. যুবকের জন্য তা মাকরূহ, আর বৃদ্ধের জন্য তা বৈধ। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রসিদ্ধ মত এটিই।

৫. যদি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয় তবে তার জন্য তা বৈধ পক্ষান্তরে যদি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারার আশংকা থাকে তবে তার জন্য তা বৈধ নয়। সুফ্ইয়ান সাওরী, ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আবূ হানীফার মত এটাই। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল-ও এ মত পোষণ করেন।

৬. নাফ্ল সিয়ামের ক্ষেত্রে তা বৈধ, ফারয সিয়ামের ক্ষেত্রে তা মাকরূহ। এটা ইমাম মালিক থেকে বর্ণিত একটি অভিমত। এক্ষেত্রে সঠিক অভিমত হচ্ছে ৫ম অভিমত।

যদি মেলামেশা ও চুম্বন দেয়ার ফলে মানী অথবা মাযী নির্গত হয় তাহলে করণীয় কি? এক্ষেত্রে ইমাম শাফি'ঈ এবং কূফাবাসী 'আলিমদের অভিমত হল, মানি নির্গত হলে ক্বাযা করতে হবে আর মাযী নির্গত হলে ক্বাযা করতে হবে না।

ইমাম মালিক ও ইসহাক্ব বলেন, মানি নির্গত হলে ক্বাযা ও কাফ্ফারাহ্ উভয়টি জরুরী। আর মযী নির্গত হলে ক্বাযা করতে হবে। ইবনু হায্ম-এর মতে ক্বাযা ও কাফ্ফারাহ্ কিছুই করতে হবে না।

٢٠٠١ - [٣] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِيْ رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২০০১-[৩] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রমাযান মাসে ভোর পর্যন্ত অপবিত্র অবস্থায় থাকতেন। এ অপবিত্রতা স্বপ্নদোষের কারণে নয়। এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গোসল করতেন ও সওম পালন করতেন। (বুখারী, মুসলিম)[৪৬]

ব্যাখ্যা : (فَيَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ) "অতঃপর তিনি গোসল করতেন ও সিয়াম পালন করতেন।" এ হাদীসে প্রমাণ করে যে, কোন ব্যক্তি জুনুবী অবস্থায় ফাজ্র ওয়াক্তে উপনীত হলে তার সিয়াম বিশুদ্ধ। এ নাপাকী স্বপ্নদোষের কারণেই হোক অথবা সহবাসের কারণেই হোক জমহূরে 'আলিমদের অভিমত এটিই।

---

[৪৬] **সহীহ** : বুখারী ১৯৩০, মুসলিম ১১০৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৯৯৪।

হাসান ও মালিক ইবনু 'আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, তার সিয়াম বিশুদ্ধ হবে না এবং তা ক্বাযা করতে হবে।

হায়িয ও নিফাস হতে যে নারী রাতের বেলা পবিত্র হয় এবং গোসলের পূর্বেই ফাজ্‌র ওয়াক্ত তার বিধানও জুনুবীর মতই। অবশ্য উপরে বর্ণিত সকলের ক্ষেত্রেই ফাজ্‌রের পূর্বেই সিয়ামের নিয়্যাত করতে হবে।

٢٠٠٢ - [٤] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২০০২-[৪] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) ইহরাম অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন। ঠিক এভাবে তিনি (ﷺ) সায়িম অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন। (বুখারী, মুসলিম)[৪৭]

ব্যাখ্যা : (وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ) "আর সিয়ামরত অবস্থায় তিনি (ﷺ) রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন।" আমীর ইয়ামানী বলেন : হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ এই যে, নাবী (ﷺ) সিয়াম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন। অনুরূপভাবে তিনি (ﷺ) ইহরাম অবস্থায়ও রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন কিন্তু এ দু'টি বিষয় তিনি একত্রে করেননি। কেননা বিদায় হাজ্জের ইহরামে তিনি (ﷺ) সিয়াম পালন করেননি। অনুরূপভাবে মাক্কাহ্ বিজয়ের বৎসর তিনি সিয়াম পালন করলেও ইহরাম অবস্থায় ছিলেন না। অনুরূপভাবে তিনি (ﷺ) কোন 'উমরাতেও ইহরাম অবস্থায় নাফ্‌ল সিয়াম পালন করেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই। অতএব তার এ দু'টি কাজ একত্রে হয়নি। বরং তা পৃথকভাবে ভিন্ন সময়ে সংঘটিত হয়েছে। সিয়াম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করার বিধান কি? এ বিষয়ে 'উলামাহ্‌গণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

১. তা সিয়াম ভঙ্গ করে না। এ অভিমত পোষণ করেন ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম আবূ হানীফাহ সহ জমহূর 'আলিমগণ। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত অত্র হাদীসটি তাদের মতের স্বপক্ষে দলীল।

২. যে রক্তমোক্ষণ করায় এবং যিনি তা করেন, উভয়ের সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ অভিমত পোষণ করেন 'আত্বা, আওযা'ঈ, আহমাদ, ইসহাক্ব, আবূ সাওর, ইবনু খুযায়মাহ্, ইবনুল মুনযির, আবুল ওয়ালীদ নীসাপূরী ও ইবনু হিব্বান প্রমুখ 'আলিমগণ। তাদের দলীল (أفطر الحاجم) রক্তমোক্ষণকারী এবং যে তা করালো উভয়ের সিয়াম ভঙ্গ হয়ে গেছে, অত্র হাদীস।

৩. সায়িমের জন্য তা মাকরূহ। এ অভিমত পোষণ করেন মাসরূক, হাসান বাসরী এবং ইবনু সিরীন। যারা বলেন রক্তমোক্ষণ সিয়াম ভঙ্গ করেন তারা বলেন, (أفطر الحاجم والمحجوم) হাদীসটি মানসূখ।

ইবনু হায্‌ম বলেন : আবূ সা'ঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (ﷺ) সায়িমকে রক্তমোক্ষণ করার অনুমতি দিয়েছেন, এর সানাদ সহীহ। এতে জানা গেল যে, অনুমতি দেয়ার পূর্বে তা নিষেধ ছিল। এ অনুমতির ফলে পূর্বের নিষেধাজ্ঞা বাতিল হয়ে গেল।

٢٠٠٣ - [٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

---

[৪৭] সহীহ : বুখারী ১৯৩৮, মুসলিম ১২০২, ইরওয়া ৯৩২।

Contents

২০০৩-[৫] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি সওম অবস্থায় ভুলে কিছু খেয়ে বা পান করে ফেলে, সে যেন সওম পূর্ণ করে। কেননা এ খাওয়ানো ও পান করানো আল্লাহর তরফ থেকেই হয়ে থাকে। (বুখারী, মুসলিম)[৪৮]

ব্যাখ্যা : (فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ) "অতঃপর সে খেল অথবা পান করল" এ বাক্য থেকে বুঝা যায় যে, খাওয়া বা পান পরিমাণ কম বা বেশী যাই হোক না কেন তাতে সিয়াম ভঙ্গ হবে না।

(فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ) "আল্লাহ তাকে খাইয়েছে ও পান করিয়েছে।" অর্থাৎ- বান্দার এখানে কোন কর্তৃত্ব নেই। সিন্দী বলেন : এ বাক্য দ্বারা নাবী (সাঃ) এ কাজকে বান্দার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন ভুলে যাওয়ার কারণে। ফলে তার এ কাজ সিয়াম ভঙ্গের অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে না।

হাদীসের শিক্ষা : যে ব্যক্তি সিয়ামের কথা ভুলে গিয়ে কিছু খায় বা পান করে এতে তার সিয়াম ভঙ্গ হয় না। ফলে তার এ সিয়াম ক্বাযা করতে হবে না। ইমাম শাফি'ঈ, আহমাদ, আবূ হানীফাহ্, ইসহাক্ব, আওযা'ঈ, সাওরী, 'আত্বা ও তাউস সহ জমহূর 'উলামাহ্গণের এ অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক ও তার শায়খ রবী'আহ্-এর মত এই যে, তার সওম ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং তাকে তা ক্বাযা করতে হবে। এতে ফারয ও নাফ্ল সিয়ামের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এদের দলীল এই যে, পানাহার থেকে বিরত থাকা সিয়ামের একটি রুকন। যখন এ রুকন হাতছাড়া হয়ে যাবে তখন সিয়ামও ভঙ্গ হয়ে যাবে তা যেভাবেই হোক না কেন।

কেউ যদি সিয়ামের কথা ভুলে গিয়ে রমাযানের দিনের বেলায় সহবাস করে তাহলে সিয়াম ভঙ্গ হবে কিনা এ বিষয়ে 'উলামাহ্গণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

১. সিয়াম ভঙ্গ হবে না– এ অভিমত পোষণ করেন ইমাম সাওরী, আবূ হানীফাহ্, শাফি'ঈ, ইসহাক্ব, হাসান বাস্‌রী এবং মুজাহিদ। এদের দলীল আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত অত্র হাদীস। যদিও হাদীসটি ভুলে গিয়ে পানাহার সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও কারণ এই একটিই তা হল ভুলে যাওয়া। পানাহারের ক্ষেত্রে ভুলে যাওয়ার কারণে যেমন তা বান্দার কর্তৃত্বের বহির্ভূত তেমনিভাবে সহবাসের ক্ষেত্রেও তা বান্দার কর্তৃত্বের বহির্ভূত। অতএব উভয় ক্ষেত্রেই বিধান একই আর তা হল সিয়াম ভঙ্গ না হওয়া।

২. ইমাম 'আত্বা, আওযা'ঈ, মালিক ও লায়স ইবনু সা'দ বলেন : তার সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে। ফলে তা ক্বাযা করতে হবে। তবে কোন কাফ্ফারাহ্ দিতে হবে না।

৩. ইমাম আহমাদ বলেন : তার সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে। ফলে তাকে তা ক্বাযা করতে হবে এবং কাফফারাও দিতে হবে। এ মতের স্বপক্ষে তিনি দলীল হিসেবে বলেন যে, যে ব্যক্তি দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করেছিলেন এবং নাবী (সাঃ)-এর কাছে এসে এ বিষয়ে নাবী (সাঃ)-কে তা অবহিত করলে তিনি এ কথা জিজ্ঞেস করেননি যে, সে কি ভুলে গিয়ে এ কাজ করেছে না ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে। যদি এ দুই অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকত তাহলে নাবী (সাঃ) তা বিস্তারিতভাবে জানতে চাইতেন।

জমহূরের পক্ষ থেকে এর জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, ইমাম আহমাদের অভিমত অনুযায়ী ভুলে পানাহারকারীর সিয়াম ভঙ্গ হয় না, কেননা এটি তার কোন অপরাধ নয়। অনুরূপ ভুলে সহবাসকারীও অপরাধী নয়। অতএব তার সিয়াম ভঙ্গ হবে না। ফলে তা ক্বাযাও করতে হবে না এবং কাফ্ফারাও দিতে হবে না। আর এ অভিমতটিই সঠিক। আল্লাহই ভাল জানেন।

---

[৪৮] সহীহ : বুখারী ১৯৩৩, মুসলিম ১৯৫৫, ইবনু মাজাহ ১৬৭৩, আহমাদ ৯১৩৬, ১০৩৬৯, দারিমী ১৭৬৭, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৯৮৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮০৭১, ইবনু হিব্বান ৩৫১৯, আবূ দাউদ ২৩৯৮, ইরওয়া ৯৩৮, সহীহ আল জামি' ৬৫৭৩।

٢٠٠٤ -[٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ. قَالَ: «مَا لَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟». قَالَ: لَا قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «هَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «اجْلِسْ» وَمَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ فَبِينَا نَحْنُ عَلَى ذٰلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ؟» قَالَ: أَنَا. قَالَ: «خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ». فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২০০৪-[৬] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সময় নাবী (ﷺ)-এর কাছে বসেছিলাম। হঠাৎ করে এক ব্যক্তি (সালামাহ্ ইবনু সাখ্‌র আল বায়াযী) তাঁর কাছে হাযির হলো ও বলতে লাগল, হে আল্লাহর রসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি! তিনি বললেন, তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি সওমরত অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে বসেছি। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : তোমার কি কোন গোলাম আছে যাকে তুমি মুক্ত করে দিতে পার? লোকটি বলল, না। তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি কি একাধারে দু' মাস সিয়াম পালন করতে পারবে? সে বলল, না। তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি কি ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে? সে বলল, না। তখন তিনি (ﷺ) বললেন : তুমি বসো। নাবী (ﷺ)-ও এখানে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। ঠিক এ সময় নাবী (ﷺ)-এর নিকট একটি 'আরাক' নিয়ে আসা হলো। এতে ছিল খেজুর। 'আরাক' একটি বড় ভাণ্ড বা গাঁইটকে বলা হয় (যা খেজুরের পাতা দিয়ে তৈরি; এতে ষাট থেকে আশি সের পর্যন্ত খেজুর ধরে)। এটা দেখে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : প্রশ্নকারী কোথায়? লোকটি বলল, এই তো আমি। তিনি (ﷺ) বললেন, এটি নিয়ে নাও। এগুলো সদাক্বাহ্ করে দাও। লোকটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি এগুলো আমার চেয়েও গরীবকে দান করব? আল্লাহর কসম, মাদীনার উভয় প্রান্তে এমন কোন পরিবার নেই, যারা আমার পরিবারের চেয়ে বেশী অভাবী। মাদীনার উভয় প্রান্ত বলতে সে দু'টি কঙ্করময় এলাকা বুঝিয়েছে। (তার কথা শুনে) নাবী (ﷺ) হেসে ফেললেন। এমনকি তাঁর সামনের পাটির দাঁতগুলো দেখা গেল। তারপর তিনি (ﷺ) বললেন, আচ্ছা এ খেজুরগুলো তোমার পরিবার-পরিজনকে খাওয়াও। (বুখারী, মুসলিম)[৪৯]

ব্যাখ্যা : (يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ) "হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি" হাদীসের এ অংশ দ্বারা প্রমাণ করা হয় যে, লোকটি স্বেচ্ছায় এ কাজ করে ছিল। কেননা هلك শব্দটি অবাধ্যতার রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর ইচ্ছাকৃত অন্যায়কে অবাধ্যতা বলা যায়। ভুলে কোন অন্যায় করলে তা অবাধ্যতা নয়। এ থেকে বুঝা গেল যে, ভুলে গিয়ে কেউ এ কাজ করলে তার জন্য কাফ্‌ফারাহ্ নেই। এ বিষয়ে মতভেদ পূর্বের হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

(هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟) "তুমি কি দাস আযাদ করতে সক্ষম?" যারা বলেন কাফ্‌ফারার ক্ষেত্রে কাফির দাস আযাদ করা বৈধ তারা হাদীসটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যেমন হানাফীগণ এবং ইবনু

[৪৯] সহীহ : বুখারী ১৯৩৬, ৬৭০৯, ৬৭১১, মুসলিম ১১১১, আবূ দাউদ ২৩৯০, তিরমিযী ৭২৪, ইবনু মাজাহ ১৬৭১, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৯৭৮৬, আহমাদ ৭২৯০, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৯৪৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮০৪০, ইরওয়া ৯৩৯।

হায্‌ম। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক, শাফি'ঈ এবং আহমাদ ইবনু হাম্বাল-এর মতে অবশ্যই মুসলিম দাস হতে হবে। কেননা হত্যার কাফ্‌ফারাতে মুসলিম হওয়া শর্ত। এর ভিত্তি এই যে, বিধান যখন একই হয় তখন কারণ ভিন্ন হলেও শর্তমুক্ত বিধানকে শর্তযুক্ত বিধানের আওতাভুক্ত করা হবে কি? যদি শর্তযুক্ত করা হয় তা কি কিয়াম কিয়াসের ভিত্তিতে, না অন্য কিছু দ্বারা? যার বিস্তারিত বর্ণনা উসূলের কিতাবসমূহের মধ্যে বিদ্যমান।

(إِطْعَامَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا؟) "ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে সক্ষম কি?" ইবনু দাক্বীক্ব আল 'ঈদ বলেন : হাদীসের এ অংশ প্রমাণ করে উল্লেখিত সংখ্যক মিসকীনকে খাওয়াতে হবে। দশজন মিসকীনকে ছয়দিন খাওয়ালে চলবে না। হানাফীদের প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, একজন মিসকীনকে ষাটদিন খাওয়ালেও চলবে। হাফিয ইবনু হাজার বলেন : إِطْعَامَ থেকে উদ্দেশ্য খাদ্য দান করা, খাওয়ানো শর্ত নয়।

হাদীস প্রমাণ করে যে, সিয়াম ভঙ্গের কাফ্‌ফারাহ্ হাদীসে বর্ণিত তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি কাফ্‌ফারাহ্ হিসেবে যথেষ্ট জমহূর 'উলামাহ্‌গণের অভিমত এটিই।

ইমাম মালিক-এর প্রসিদ্ধ মত এই যে, সহবাসের মাধ্যমে সিয়াম ভঙ্গ হলে তার কাফ্‌ফারাহ্ হবে খাদ্য খাওয়ানো অন্য কিছু নয়। আর পানাহারের মাধ্যমে সিয়াম ভঙ্গ হলে হাদীসে বর্ণিত তিনটির কোন একটি বিষয় কাফ্‌ফারাহ্ হিসেবে যথেষ্ট।

হাদীসে বর্ণিত কাফ্‌ফারার বিষয়সমূহ হতে যে কোন একটি ইচ্ছামত দেয়া যাবে। নাকি প্রথমে বর্ণিত বিষয় আদায়ে অপারগ হলে ২য়টি আর ২য়টিতে অপারগ হলে ৩য়টি করতে হবে? এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

১. ইমাম শাফি'ঈ, আহমাদ ও আবূ হানীফার মতে গোলাম আযাদ করতে অসমর্থ হলে দুই মাস সিয়াম পালন করবে। তা করতে অপারগ হলে ষাটজন মিসকীন খাওয়াবে। অত্র হাদীসটি তাদের দলীল।

২. ক্বাযী 'ইয়ায-এর মতে ধারাবাহিকতা উদ্দেশ্য নয়। অতএব যে কোন একটি করলেই চলবে।

(خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهٖ) "এটা নিয়ে যাও এবং তা দ্বারা সদাক্বাহ্ কর" প্রমাণিত হয় যে, অসমর্থ হলেই কাফ্‌ফারাহ্ রহিত হয়ে যায় না।

(أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ) "তোমার আহালকে খাওয়াবে" অর্থাৎ- যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে তাদের খাওয়াবে।

হাদীসের এ অংশ প্রমাণ করে যে, অসমর্থ ব্যক্তির কাফ্‌ফারাহ্ রহিত হয়ে যায়। ইমাম আওযা'ঈ এ মতের প্রবক্তা। কেননা নাবী ﷺ উক্ত গ্রাম্য ব্যক্তিতে বললেন, "তোমার আহালকে খাওয়াবে" তিনি তাকে আর অন্য কোন কাফ্‌ফারাহ্ দিতে বলেননি। ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আহমাদ হতেও এমন একটি বর্ণনা রয়েছে। ইমাম যুহরী বলেন : অবশ্যই কাফ্‌ফারাহ্ দিতে হবে। কেননা ঐ ব্যক্তি যখন তার অক্ষমতার কথা প্রকাশ করলেন তখন নাবী ﷺ তার কাফ্‌ফারাহ্ রহিত করেননি। ইমাম আহমাদ হতেও এমন একটি বর্ণনা রয়েছে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে আবূ হানীফাহ্, সাওরী ও আবূ সাওর থেকে।

ইমাম শাফি'ঈ থেকে উপরে বর্ণিত দু' ধরনের মন্তব্যই বর্ণিত আছে। প্রথম অভিমতটিই সঠিক। কেনন্না নাবী ﷺ সর্বশেষ ঐ গ্রাম্য ব্যক্তিকে কাফ্‌ফারাহ্ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। নাবী ﷺ-এর বাণী (أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ) এটিই তার প্রমাণ। আল্লাহ অধিক ভাল জানেন। জমহূর 'উলামাহ্‌গণের মতে কাফ্‌ফারাহ্ আদায়ের সাথে সাথে উক্ত সিয়ামটিও ক্বাযা করতে হবে। ইমাম চতুষ্টয়ের অভিমতও তাই।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٠٠٥ - [٧] عَن عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمُصُّ لِسَانَهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

২০০৫-[৭] 'আয়িশাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ তাকে সায়িম অবস্থায় চুমু খেতেন এবং তিনি তাঁর জিহ্বা লেহন করতেন। (আবূ দাঊদ)[৫০]

ব্যাখ্যা : (يَمُصُّ لِسَانَهَا) "তিনি তার ('আয়িশার) জিহ্বা লেহন করতেন।" মীরাক বলেন : সর্বসম্মত অভিমত এই যে, অন্যের থুথু গিলে ফেললে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে। হাফিয ইবনু হাজার বলেন : অত্র হাদীসটি য'ঈফ। যদি সহীহও হয় তবে এর অর্থ এই যে, তিনি তার থুথু গিলেননি। ফাতহুল ওয়াদূদ-এ বলা হয়েছে যে, এ জিহ্বা লেহন সিয়ামের অবস্থায় ছিল না। কেননা এতে উল্লেখ নেই যে, নাবী ﷺ তা সিয়ামরত অবস্থায় করেছিলেন অথবা এর অর্থ এই যে, তিনি (ﷺ) তার ('আয়িশার) থুথু ফেলে দিয়েছেন।

٢٠٠٦ - [٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ. وَأَتَاهُ أخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ فَإِذَا الَّذِىْ رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ وَإِذَا الَّذِىْ نَهَاهُ شَابٌّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

২০০৬-[৮] আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-কে সায়িম অবস্থায় স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি (ﷺ) তাকে তা করার অনুমতি দিলেন। এরপর আরো এক ব্যক্তি এসে তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। এ ব্যক্তিকে তিনি (ﷺ) তা করতে নিষেধ করলেন। যাকে তিনি অনুমতি দিয়েছিলেন সে ছিল বৃদ্ধ। আর যাকে নিষেধ করেছিলেন সে ছিল যুবক। (আবূ দাঊদ)[৫১]

ব্যাখ্যা : (الْمُبَاشَرَةِ) "মেলামেশা" দ্বারা উদ্দেশ্য স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে স্পর্শ করা তবে তা লজ্জাস্থান ব্যবহার ব্যতীত। (وَإِذَا الَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ) তিনি যাকে মেলামেশা করতে নিষেধ করলেন সে ছিল যুবক।

মেলামেশা ও চুম্বন দেয়ার ক্ষেত্রে যারা যুবক ও বৃদ্ধের মাঝে পৃথক করেন এ হাদীসটি তাদের দলীল। এ বিষয়ে পূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়েছে।

٢٠٠٧ - [٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي الْبُخَارِيَّ لَا أُرَاهُ مَحْفُوْظًا

২০০৭-[৯] আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তির সায়িম অবস্থায় (অনিচ্ছায়) বমি হবে তার সওম ক্বাযা করতে হবে না। আর যে ব্যক্তি গলার ভিতর আঙ্গুল বা অন্য কিছু ঢুকিয়ে দিয়ে ইচ্ছাকৃত বমি করবে তাকে ক্বাযা আদায় করতে হবে। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ, দারিমী। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব। কারণ 'ঈসা ইবনু ইউনুস ছাড়া এ হাদীসটি আর

[৫০] **য'ঈফ** : আবূ দাঊদ ২৩৮৬, আহমাদ ২৪৯১৬, ইবনু খুযায়মাহ্ ২০০৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮১০২। কারণ এর সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু দীনার এবং সা'ঈদ ইবনু আওস দু'জনই দুর্বল রাবী। আর মিসদা' মাজহূলুল হাল।

[৫১] **হাসান সহীহ** : আবূ দাঊদ ২৩৮৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮০৮৩।

কারো বর্ণনায় রয়েছে তা আমরা জানি না। ইমাম বুখারীও এ হাদীসটিকে মাহফূয [সংরক্ষিত] মনে করেন না, অর্থাৎ- হাদীসটি মুনকার।)[৫২]

ব্যাখ্যা : (وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ) "যে ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে সে যেন সিয়াম ক্বাযা করে।"

হাদীসের শিক্ষা : অনিচ্ছাকৃত বমি দ্বারা সিয়াম ভঙ্গ হয় না। পক্ষান্তরে ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে তার সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যায়। কেননা নাবী ﷺ তাকে উক্ত সিয়াম ক্বাযা করতে বলেছেন। ইমাম শাফি'ঈ আহমাদ, মালিক ও ইসহাক্বসহ জমহূর 'আলিমদের অভিমত এটাই। একদল 'আলিমদের মতে বমি যেভাবেই হোক তা সিয়াম ভঙ্গ করে, তাদের দলীল আবুদ্ দারদা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত পরবর্তী হাদীস।

٢٠٠٨ - [١٠] وَعَنْ مَعْدَانَ بْنِ طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَاءَ فَأَفْطَرَ. قَالَ: فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَاءَ فَأَفْطَرَ. قَالَ: صَدَقَ وَأَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

২০০৮-[১০] মা'দান ইবনু ত্বলহাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি আবুদ্ দারদা رضي الله عنه থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ (সওম অবস্থায়) বমি করেছেন। এরপর তিনি (ﷺ) সওম ভেঙ্গে ফেলেছেন। মা'দান বলেন, এরপর আমি (দামিশ্কের মাসজিদে) সাওবান-এর সাথে মিলিত হই। তাকে আমি বলি যে, আবুদ দারদা আমাকে এ হাদীসটি শুনিয়েছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ (একবার) বমি করেছেন। এরপর তিনি (ﷺ) সওম ভেঙ্গে ফেলেছেন। সাওবান (এ কথা শুনে) বললেন, আবুদ্ দারদা পুরোপুরি সত্য বলেছেন। আর সে সময় আমিই তাঁর জন্য উযূর পানির ব্যবস্থা করেছিলাম। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, দারিমী)[৫৩]

ব্যাখ্যা : (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَاءَ فَأَفْطَرَ) "রসূলুল্লাহ ﷺ বমি করলেন, অতঃপর সিয়াম ভেঙ্গে ফেললেন।" এ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা হয় যে, বমি সিয়াম ভঙ্গের কারণ তা যেভাবেই ঘুটুক। কেননা হাদীসে বর্ণিত فَأَفْطَرَ শব্দের মধ্যে الفاء বর্ণটি প্রমাণ করে যে, ইফত্বারের কারণ ছিল বমি করা। অতএব বুঝা গেল যে, বমি সিয়াম ভঙ্গের কারণ। এর জবাব বিভিন্নভাবে দেয়া হয়ে থাকে।

১. অত্র হাদীসের সানাদে ইযতিরাব (অস্থিরতা) রয়েছে। অতএব অত্র হাদীসটি দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

২. বর্ণনাকারীর বক্তব্য (قَاءَ فَأَفْطَرَ) "বমি করলেন, অতঃপর ইফত্বার করলেন।" এতে এ কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি যে, বমিই সিয়াম ভেঙ্গে দিয়েছে। কেননা فاء বর্ণটি কারণ না বুঝিয়ে তা তা'কীবের জন্যও হতে পারে। অর্থাৎ- নাবী ﷺ বমি করলেন। অতঃপর তিনি (ﷺ) দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে সওম ভেঙে ফেলেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন : এ হাদীসের অর্থ হল নাবী ﷺ নাফ্ল সিয়ামরত ছিলেন। অতঃপর বমি করার ফলে তিনি (ﷺ) দুর্বল হয়ে যান এবং সওম ভেঙে ফেলেন। কোন কোন হাদীসে এভাবে ব্যাখ্যাসহ বর্ণিত হয়েছে।

---

[৫২] সহীহ : আবূ দাউদ ২৩৮০, তিরমিযী ৭২০, ইবনু মাজাহ ১৬৭৬, আহমাদ ১০৪৬৩, দারাকুত্বনী ২২৭৬, মুসতাদ্রাক লিল হাকিম ১৫৫৭, ইবনু হিব্বান ৩৫১৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮০২৭, ইরওয়া ৯৩০, সহীহ আল জামি' ৬২৪৩।

[৫৩] সহীহ : আবূ দাউদ ২৩৮১, তিরমিযী ৮৭, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৯২০১, আহমাদ ২১৭০১, দারিমী ১৭৬৯, ইবনু খুযায়মাহ্ ১৯৫৬, দারাকুত্বনী ৫৯০, ইবনু হিব্বান ১০৯৭।

٢٠٠٩ - [١١] وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَا لَا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

২০০৯-[১১] 'আমির ইবনু রবী'আহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে সওম অবস্থায় এতবার মিসওয়াক করতে দেখেছি যে, তা আমি হিসাব করতে পারি না। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ)[৫৪]

ব্যাখ্যা : (يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ) "তিনি (ﷺ) সিয়াম পালন অবস্থায় মিসওয়াক করতেন" হাদীসের এ অংশ প্রমাণ করে যে, সিয়ামরত অবস্থায় মিসওয়াক করা বৈধ। মিসওয়াক শুকনা ডাল দ্বারা হোক অথবা তাজা ডাল দ্বারা হোক। সিয়াম ফার্‌য হোক অথবা নাফ্‌ল হোক। তা দিনের প্রথম ভাগে হোক অথবা শেষ ভাগে হোক, সর্বাবস্থায় মিসওয়াক করা বৈধ।

এ অভিমত পোষণ করেন ইমাম সাওরী, আওযা'ঈ, ইবনু 'উলাইয়্যাহ্, আবূ হানীফাহ্ ও তাঁর সহচরবৃন্দ, সা'ঈদ ইবনু জুবায়র, মুজাহিদ, 'আত্বা এবং ইব্‌রাহীম নাখ্‌'ঈ প্রমুখ। ইমাম বুখারীও এ অভিমতের প্রবক্তা।

ইমাম আবূ সাওর এবং ইমাম শাফি'ঈ-এর মতে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর সিয়ামরত অবস্থায় মিসওয়াক করা মাকরূহ। এর পূর্বে মিসওয়াক করা মুস্তাহাব, মিসওয়াক তাজা বা শুকনা যাই হোক।

ইমাম আহমাদ ও ইসহাক্ব ইবনু রহ্‌ওয়াইহি-এর মতে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর মিসওয়াক করা মাকরূহ। তবে মিসওয়াকটি যদি তাজা ডালের হয় তা হলে তা দিনের প্রথম ভাগেও মাকরূহ।

ইমাম মালিক এবং তাঁর সহচরদের মতে দিনের প্রথম ভাগেই হোক অথবা শেষ ভাগে তাজা ডাল দ্বারা মিসওয়াক করা মাকরূহ শুকনা ডাল দ্বারা মিসওয়াক করা মাকরূহ নয়।

٢٠١٠ - [١٢] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اِشْتَكَيْتُ عَيْنِيَّ أَفَأَكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ وَأَبُو عَاتِكَةَ الرَّاوِيُّ يُضَعَّفُ.

২০১০-[১২] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বললেন, আমার চোখে অসুখ। এ কারণে আমি কি সায়িম অবস্থায় চোখে সুরমা লাগাতে পারি? তিনি (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ। (তিরমিযী; তিনি বলেন, এ হাদীসের সানাদ মজবুত নয়। আর এক বর্ণনাকারী আবূ 'আতিকাহ্-কে দুর্বল মনে করা হয়।)[৫৫]

ব্যাখ্যা : «أَفَأَكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ» "আমি কি সায়িমরত অবস্থায় (চোখে) সুরমা লাগাবো? নাবী (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ।" এতে প্রমাণিত হয় যে, সায়িমরত অবস্থায় চোখে সুরমা লাগানো বৈধ।

অধিকাংশ 'আলিমদের অভিমতও তাই। ইমাম মালিক মনে করেন চোখে সুরমা লাগালে তা যদি কণ্ঠনালী পৌঁছে যায় তবে সায়িম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আবূ মুস্‌'আব মনে করেন, সিয়াম ভঙ্গ হবে না। ইমাম সাওরী, 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আহমাদ এবং ইসহাক্ব মনে করেন, সিয়ামরত অবস্থায় সুরমা লাগানো মাকরূহ। ইমাম আহমাদ থেকে এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, সুরমার স্বাদ কণ্ঠনালী পৌঁছে গেলে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

---

[৫৪] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ২৩৬২, তিরমিযী ৭২৫, আহমাদ ১৫৬৭৪, দারাকুত্বনী ২৩৬৮, ইরওয়া ৬৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৩২৫। কারণ এর সানাদে 'আসিম ইবনু 'উবায়দুল্লাহ্ একজন দুর্বল রাবী।

[৫৫] **সানাদ য'ঈফ :** তিরমিযী ৭২৬। কারণ আবূ 'আতিকুহ্ একজন দুর্বল রাবী যেমনটি ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেছেন।

'আত্বা, হাসান বাসরী, ইব্‌রাহীম নাখ্‌'ঈ, আওযা'ঈ, আবূ হানীফাহ্‌, আবূ সাওর এবং শাফি'ঈর মতে সিয়ামরত অবস্থায় সুরমা লাগাতে কোন ক্ষতি নেই। অতএব তা বৈধ এবং তা সিয়াম ভঙ্গের কোন কারণ নয় চাই হলকুমে তার স্বাদ অনুভব করুক বা না করুক। অত্র হাদীস তাদের স্বপক্ষে দলীল। যদিও হাদীসটি দুর্বল কিন্তু তার শাহিদ রয়েছে যা সমষ্টিগতভাবে দলীল গ্রহণযোগ্য। পক্ষান্তরে সিয়ামরত অবস্থায় সুরমা লাগানো মাকরূহ হওয়ার বিষয়ে কোন সহীহ অথবা হাসান হাদীস নেই। তাই সঠিক কথা এই যে, সিয়ামরত অবস্থায় সুরমা লাগানো বৈধ তা মাকরূহ নয়।

٢٠١١ -[١٣] وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلٰى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ

২০১১-[১৩] নাবী ﷺ-এর কিছু সহাবী হতে বর্ণিত। একজন সহাবী বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে 'আরজ'-এ (মাক্কাহ্‌ মাদীনার মাঝখানে একটি জায়গার নাম) সায়িম অবস্থায় পিপাসা দমনের জন্য অথবা গরম কমানোর জন্য মাথায় পানি ঢালতে দেখেছি। (মালিক ও আবূ দাউদ)[৫৬]

ব্যাখ্যা : (يَصُبُّ عَلٰى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ) "সিয়ামরত অবস্থায় তিনি (ﷺ) স্বীয় মাথায় পানি ঢালতেন।"

'আল্লামাহ্‌ আলবাজী বলেন : এটি একটি মূলনীতি যে, যা ব্যবহার করলে সিয়াম ভঙ্গ হয় না অথচ তা দ্বারা সিয়াম পালনকারী সিয়াম পালনে শক্তি অর্জন করতে পারে তার জন্য তা ব্যবহার করা বৈধ যেমন পানি ঢেলে শরীর ঠাণ্ডা করা অথবা কুলি করা। কেননা তা সিয়াম পালনকারীকে সিয়াম পালনে সহযোগিতা করে অথচ তা দ্বারা তার সিয়াম ভঙ্গ হয় না।

ইবনু মালিক বলেন : অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, সিয়ামরত অবস্থায় মাথায় পানি ঢালা অথবা পানিতে ডুব দেয়া মাকরূহ নয় যদিও ঠাণ্ডার তীব্রতা তার ভিতরে প্রকাশ পায়।

ইমাম শাওকানী বলেন, এ হাদীস দ্বারা জানা গেল সিয়াম পালনকারী তার শরীরের কোন অংশে অথবা সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে গরমের তীব্রতা কমাতে পারে, জমহূর 'আলিমদের অভিমত এটাই। তারা ওয়াজিব গোসল বা সুন্নাত ও বৈধ গোসলের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন না। হানাফীগণ বলেন : সিয়ামরত অবস্থায় গোসল করা মাকরূহ। তারা দলীল হিসেবে 'আলী رضي الله عنه থেকে 'আবদুর রাযযাক্ব বর্ণিত সেই হাদীস উপস্থাপন করেছেন যাতে সিয়ামরত অবস্থায় গোসলখানায় প্রবেশ করা নিষেধ করা হয়েছে। তবে এ হাদীসের সানাদ দুর্বল।

'আল্লামাহ্‌ আল ক্বারী বলেন : ইমাম আবূ হানীফার বক্তব্যের উদ্দেশ্য হল সিয়ামরত অবস্থায় গোসল করা উত্তমের বিপরীত কাজ। নাবী ﷺ-এর মাথায় পানি ঢালার উদ্দেশ্য হল তিনি তা বৈধতা প্রমাণের জন্য করেছেন।

আমি (মুবারকপূরী) বলছি : মাকরূহ হওয়া তথা উত্তমের বিপরীত হওয়া ইসলামী শারী'আতের একটি বিধান। কুরআন অথবা হাদীসের কোন প্রমাণ ছাড়া তা সাব্যস্ত হয় না। সিয়ামরত অবস্থায় গোসল করা মাকরূহ হওয়ার কোন দলীল কুরআনে অথবা হাদীসে নেই। বরং এর বিপরীত দলীল রয়েছে। অতএব যিনি তা দলীল ছাড়াই মাকরূহ বলেছেন তার কথা প্রত্যাখ্যাত ও পরিত্যাজ্য।

---

[৫৬] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২৩৬৫, মুয়াত্ত্বা মালিক ১০৩২, আহমাদ ১৫৯০৩।

٢٠١٢ -[١٤] وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَتَى رَجُلًا بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ اٰخِذٌ بِيَدِيْ لِثَمَانِيَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحْيِيُّ السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ: وَتَأَوَّلَهُ بَعْضُ مَنْ رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ: أَيْ تَعَرَّضَا لِلْإِفْطَارِ: اَلْمَحْجُومُ لِلضَّعْفِ وَالْحَاجِمُ لِأَنَّهٗ لَا يَأْمَنُ مِنْ أَنْ يَصِلَ شَيْءٌ إِلَى جَوْفِهٖ بِمَصِّ الْمُلَازِمِ.

২০১২-[১৪] শাদ্দাদ ইবনু আওস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমাযান মাসের আঠার তারিখে রসূলুল্লাহ ﷺ বাক্বী'তে (মাদীনার ক্ববরস্থানে) এমন এক লোকের কাছে আসলেন, যে শিঙ্গা লাগাচ্ছিল। এ সময় তিনি আমার হাত ধরেছিলেন। তিনি (ﷺ) বললেন, যে শিঙ্গা লাগায় ও যে শিঙ্গা দেয় উভয়েই নিজেদের সওম ভেঙ্গে ফেলেছে। (আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ ও দারিমী)[৫৭]

ইমাম মুহ্য়িয়্যিইউস্ সুন্নাহ্ (রহঃ) এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, কতিপয় এ হাদীসের বিকল্প অর্থ গ্রহণ করেছেন, শিঙ্গা লাগানোর অনুমতি দিয়েছেন ইফত্বার করতে বাধা দেয়ার জন্য, যাকে শিক্ষা লাগানো তার দুর্বলতার জন্য। আর (حَاجِمُ) অর্থাৎ- যে শিঙ্গা লাগায় তার পেটে কোন কিছু পৌঁছে যাওয়া থেকে নিরাপদ নয়, অত্যাবশ্যক বস্তু চোষার কারণে।

ব্যাখ্যা : (أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ) "রক্তমোক্ষণকারী এবং যার জন্য রক্তমোক্ষণ করা হয় উভয়ের সিয়াম ভেঙ্গে গেছে।" অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, সিয়ামরত অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করা বৈধ নয়। [এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বের হাদীসের ব্যাখ্যায় করা হয়েছে]

٢٠١٣ -[١٥] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهٖ وَإِنْ صَامَهٗ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبُخَارِيُّ فِيْ تَرْجَمَةِ بَابٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ يَقُوْلُ. أَبُو الْمُطَوِّسِ الرَّاوِيْ لَا أَعْرِفُ لَهٗ غَيْرَ هٰذَا الْحَدِيثِ.

২০১৩-[১৫] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন শার'ঈ কারণ কিংবা কোন রোগ ছাড়া রমাযানের কোনদিন ইচ্ছা করে সওম পালন না করে, তাহলে সারা জীবন সওম রেখেও তার ক্বাযা আদায় হবে না। (আহ্মাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ, দারিমী, তারজামাতুল বাব, বুখারী। ইমাম তিরমিযী বলেন, আমি মুহাম্মাদ অর্থাৎ- ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি, আবুল মুত্বওয়িস নামক রাবী এ হাদীস ছাড়া অন্য কোন হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে জানি না।)[৫৮]

---

[৫৭] **সহীহ** : আবূ দাউদ ২৩৬৯, তিরমিযী ৭৭৪, ইবনু মাজাহ ১৬৮১, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৭৫২০, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৯৩০০, আহমাদ ১৭১২৪, দারিমী ১৭৭১, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৭১২৫, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৫৬৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮২৮২, ইরওয়া ৯৩১, সহীহ আল জামি' ১১৩৬।

[৫৮] **য'ঈফ** : আবূ দাউদ ২৩৯৬, তিরমিযী ৭২৩, ইবনু মাজাহ ১৬৭২, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৭৪৭৫, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৯৭৮৪, আহমাদ ১০০৮০, দারিমী ১৭৫৬, য'ঈফ আল জামি' ৫৪৬২। কারণ এর সানাদে ইবনুল মুত্বওয়িস একজন মাজহূল রাবী।

ব্যাখ্যা : (لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهٖ وَإِنْ صَامَهٗ) "যদিও সারা জীবন সিয়াম পালন করে তথাপি (বিনা কারণে) রমাযানের একটি সিয়াম ভেঙ্গে ফেললে তা পূর্ণ হবে না।" অর্থাৎ- সারা জীবন নাফ্‌ল সিয়াম করলেও রমাযান মাসের ভেঙ্গে ফেলা সিয়ামের ফাযীলাত ও বারাকাত পাবে না, যদিও ঐ ভাঙ্গা সিয়ামের ক্বাযা করার নিয়্যাতে সিয়াম পালন করার ফলে তার ওপর অর্পিত ফার্‌যের দায় থেকে মুক্তি পাবে তথা সিয়াম ভঙ্গের গুনাহ থেকে রেহাই পাবে।

ইবনু মাস্‘উদ, ‘আলী ও আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنهم থেকে বর্ণিত আছে, বিনা ‘উযরে ইচ্ছাকৃতভাবে রমাযানের একটি সিয়াম ভেঙ্গে সারা জীবন সিয়াম পালন করলেও ঐ সিয়াম ভঙ্গের গুনাহ থেকে রেহাই পাবে না। ইবনু হায্‌ম-এর অভিমতও তাই। পক্ষান্তরে সা‘ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, শা‘বী, ইবনু জুবায়র, ইব্‌রাহীম, ক্বাতাদাহ্, হাম্মাদ ও অধিকাংশ ‘আলিমগণ মনে করেন রমাযানের ভেঙ্গে ফেলা এক সিয়ামের পরিবর্তে একদিন ক্বাযা সিয়াম পালন করলেই যথেষ্ট হবে।

٢٠١٤ - [١٦] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهٗ مِنْ صِيَامِهٖ إِلَّا الظَّمَأُ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهٗ من قِيَامِهٖ إِلَّا السَّهَرُ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

২০১৪-[১৬] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অনেক সায়িম এমন আছে যারা তাদের সওম দ্বারা ‘ক্ষুধার্ত থাকা ছাড়া’ আর কোন ফল লাভ করতে পারে না। এমন অনেক ক্বিয়ামরত (দণ্ডায়মান) ব্যক্তি আছে যাদের রাতের ‘ইবাদাত নিশি জাগরণ ছাড়া আর কোন ফল আনতে পারে না। (দারিমী)[৫৯]

ব্যাখ্যা : (لَيْسَ لَهٗ مِنْ صِيَامِهٖ إِلَّا الظَّمَأُ) "তার সিয়াম দ্বারা ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট ব্যতীত কিছুই অর্জিত হয় না।" অর্থাৎ- আল্লাহ তা‘আলার নিকট তার সিয়াম কবূল হয় না, ফলে এ সিয়াম দ্বারা তার কোন সাওয়াব অর্জিত হয় না। যদিও ‘আলিমদের মতে তাঁর ওপর ফার্‌যের দায়িত্ব থেকে সে মুক্ত হবে।

ইমাম ত্বীবী বলেন : সিয়াম পালনকারী যদি সাওয়াবের আশায় সিয়াম পালন না করে, অথবা অশ্লীল কাজ, মিথ্যা কথা, অপবাদ ও গীবাত থেকে বিরত না থাকে, তাহলে ঐ সিয়াম পালনকারীর জন্য ক্ষুধা ও পিপাসা ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হয় না। এটা শুধুমাত্র সিয়ামের ক্ষেত্রে নয় বরং সকল ‘ইবাদাতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ- যদি ‘ইবাদাতকারী নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ‘ইবাদাত না করে তবে তা রিয়ায় পরিণত হয়। যদিও এ রকম ‘ইবাদাত দ্বারা ক্বাযা করা থেকে রেহাই পাওয়া যায় কিন্তু তা দ্বারা কোন পুরস্কার বা সাওয়াব অর্জিত হয় না।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٠١٥ - [١٧] عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ الْحِجَامَةُ وَالْقَيْءُ وَالِاحْتِلَامُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدٍ الرَّاوِيُ يَضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ.

[৫৯] হাসান সহীহ : ইবনু মাজাহ ১৬৯১, দারিমী ২৭৬২।

২০১৫-[১৭] আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিনটি জিনিস সায়িমের সওম ভঙ্গ করে না। শিঙ্গা, বমি ও স্বপ্নদোষ। (তিরমিযী; তিনি বলেন, এ হাদীসটি ত্রুটিমুক্ত নয়। এর একজন বর্ণনাকারী 'আবদুর রহ্মান ইবনু যায়দকে হাদীস সম্পর্কে দুর্বল হিসেবে গণ্য করা হয়।)[৬০]

ব্যাখ্যা : রক্তমোক্ষণ এবং বমি সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। (وَالِاحْتِلَامُ) স্বপ্নদোষ সিয়াম ভঙ্গের কারণ নয় যদিও জাগ্রত হওয়ার পরে স্বপ্নে সঙ্গমের কথা মনে পরে এবং কাপড়ে বীর্য দেখতে পায় তবুও সিয়াম ভঙ্গ হবে না। যদিও স্বপ্নদোষ জাগ্রত অবস্থায় স্ত্রী সহবাসের সমার্থক তবুও সিয়াম ভঙ্গ হবে না। এজন্য যে, এখানে তা নিজের ইচ্ছায় সংঘটিত হয়নি।

অতএব যে ব্যক্তি রমাযান মাসে দিনের বেলায় ঘুমের মধ্যে স্বপ্নদোষে আক্রান্ত হয় এবং বীর্যপাত ঘটে তবুও সিয়াম ভঙ্গ হবে না। ফলে তা ক্বাযা করতে হবে না।

٢٠١٦ - [١٨] وَعَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: كُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ عَلٰى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ؟ قَالَ: لَا إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২০১৬-[১৮] সাবিত আল বুনানী (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনু মালিক রাঃ-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনারা কী রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে সায়িমকে শিঙ্গা দেয়া মাকরূহ মনে করতেন? তিনি বলেন, না; তবে দুর্বল আশংকা থাকলে। (বুখারী)[৬১]

ব্যাখ্যা : (قَالَ: لَا إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ) "তিনি বললেন, না, তবে দুর্বলতার কারণে।" অর্থাৎ- সিয়ামরত অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করাকে আমরা মাকরূহ মনে করতাম না। আর সিয়াম পালনকারী যদি এর ফলে স্বীয় শরীরে দুর্বলতা আসবে বলে মনে করে তবে তা মাকরূহ, এমতাবস্থায় রক্তমোক্ষণ না করাই ভাল যাতে শরীর দুর্বল না হয়ে যায়।

বায়হাক্বীতে (৪/২৬৪) আবূ সা'ঈদ রাঃ থেকে বর্ণিত আছে, "দুর্বলতার আশংকা থাকলে সিয়ামরত অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করা মাকরূহ।"

অনুরূপভাবে মুসনাদে 'আবদুর রায্যাক্ব এবং আবূ দাঊদে 'আবদুর রহমান ইবনু আবী লায়লা সূত্রে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক সহাবী থেকে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ সিয়ামরত অবস্থায় রক্তমাক্ষণ করাতে ও ধারাবাহিকভাবে সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেনও, কিন্তু তা হারাম করেননি। তবে এ নিষেধাজ্ঞা ছিল তার সহচরদের শক্তি অটুট রাখার নিমিত্তে। এর সানাদ সহীহ। আল ক্বারী বলেন : হাদীসটি মাওকূফ, তবে তা মারফূ' হাদীসের হুকুম রাখে যেমনটি উসূলের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। অতএব তা দলীলযোগ্য।

٢٠١٧ - [١٩] وَعَنِ الْبُخَارِيِّ تَعْلِيقًا قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ تَرَكَهُ فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِاللَّيْلِ.

---

[৬০] য'ঈফ : তিরমিযী ৭১৯, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৯৩১৬, য'ঈফ আল জামি' ২৫৬৭। কারণ এর সানাদে 'আবদুর রহ্মান ইবনু যায়দ ইবনু আসলাম একজন দুর্বল রাবী যেমনটি ইমাম বুখারী (রহঃ) তার উস্তায 'আলী ইবনু মাদীনী হতে উল্লেখ করেছেন।

[৬১] সহীহ : বুখারী ১৯৪০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮২৬৫।

২০১৭-[১৯] ইমাম বুখারী হাদীসের তা'লীক্ব পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু 'উমার (প্রথম প্রথম) সায়িম অবস্থায় (শরীরে) শিঙ্গা লাগাতেন। কিন্তু পরে তিনি তা ত্যাগ করেন। তবে রাতের বেলা তিনি শিঙ্গা লাগাতেন।[৬২]

ব্যাখ্যা : (فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِاللَّيْلِ) "(ইবনু 'উমার রমাযান মাসে) রাত্রে রক্তমোক্ষণ করাতেন।" 'আল্লামাহ্ আল বাজী বলেন : ইবনু 'উমার যখন বৃদ্ধ হয়ে পরেন এবং দুর্বল হয়ে যান তখন দিনের বেলায় রক্তমোক্ষণ করালে দুর্বলতার কারণে সিয়াম ভেঙ্গে ফেলতে হতে পারে এই আশংকায় রাতে রক্তমোক্ষণ করাতেন। এজন্য যারা দিনে রক্তমোক্ষণ করালে দুর্বলতার কারণে সিয়াম ভেঙ্গে ফেলতে হতে পারে এই আশংকা করেন তাদের জন্য দিনের বেলায় রক্তমোক্ষণ করা মাকরূহ। এ মু'আল্লাক্ব হাদীসটি ইমাম মালিক স্বীয় মুয়াত্ত্বাতে নাফি' সূত্রে ইবনু 'উমার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সিয়ামরত অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করাতেন। পরবর্তীতে তিনি তা পরিত্যাগ করেন এবং রমাযান মাসে ইফত্বার না করে রক্তমোক্ষণ করাতেন না।

٢٠١٨ -[٢٠] وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ مَضْمَضَ ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِيْ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ لَا يَضِيْرُهُ أَنْ يَزْدَرِدَ رِيقَهُ وَمَا بَقِيَ فِيْ فِيْهِ وَلَا يَمْضَغُ الْعِلْكَ فَإِنِ ازْدَرَدَ رِيقَ الْعِلْكِ لَا أَقُولُ: إِنَّهُ يُفْطِرُ وَلَكِنْ يُنْهٰى عَنْهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ تَرْجَمَةِ بَابٍ

২০১৮-[২০] 'আত্বা (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সায়িম (রোযাদার) ব্যক্তি কুলি করে মুখ থেকে পানি ফেলে দেয় আর তার মুখের থুথু বা পানির অবশিষ্টাংশ যা থেকে যায় তাতে সওমের কোন ক্ষতি হবে না। আর কোন ব্যক্তি যেন চুইঙ্গাম না চিবায়। যদি চিবানোর কারণে তার রস গিলে ফেলে, তাহলে তার ক্ষেত্রে আমি বলিনি যে, সে সওম ভঙ্গ করল, বরং তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। (বুখারী- তরজমাতুল বাব)[৬৩]

ব্যাখ্যা : (ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِيْ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ) "কুলি করার পর মুখের পানি যখন ফেলে দিবে।" (لَا يَضِيْرُهُ أَنْ يَزْدَرِدَ رِيقَهُ) "তখন মুখের থুথু গিলে ফেললে তার সিয়ামের কোন ক্ষতি করবে না।" (وَمَا بَقِيَ فِيْ فِيْهِ) "আর তার মুখে যা বাকী থাকে তা গিলে ফেললেও কোন ক্ষতি হবে না।

ইবনু বাত্ত্বাল বলেন : এর প্রকাশমান অর্থ এই যে, কুলি করার পর মুখের অভ্যন্তরের অবশিষ্ট পানি থুথুর সাথে গিলে ফেললে সিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ অর্থ উদ্দেশ্য নয়। কেননা 'আবদুর রায্যাক্ব-এর বর্ণনায় আছে, وماذا بقي في فيه অর্থাৎ- কুলি করে মুখের পানি ফেলে দিয়ে তাতে আর কিই বা অবশিষ্ট থাকে। কুসতুলানী বলেন : কুলি করে মুখের পানি ফেলে দিলে মুখের অভ্যন্তরে ভিজা ছাড়া আ কী থাকে? অতএব এমতাবস্থায় থুথু গিলে ফেললে তার সিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন : এই মু'আল্লাক্ব হাদীসটি সা'ঈদ ইবনু মানসূর, ইবনুল মুবারক সূত্রে ইবনু জুরায়জ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি 'আত্বাকে প্রশ্ন করলাম, সিয়াম পালনকারী কুলি করার পর

---

[৬২] ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর (بَابُ الْحِجَامَةِ وَالْقَيْءِ لِلصَّائِمِ) "সায়িমের শিঙ্গা লাগানো এবং বমন করা" অধ্যায়ে সানাদবিহীন অবস্থায় এটি বর্ণনা করেছেন। সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৩০৪।

[৬৩] ইমাম বুখারী এ বর্ণনাটি তাঁর 'তারজামাতুল বাব'-এ নিয়ে এসেছেন। অধ্যায়টি হলো- (بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ «إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ» وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ)।

থুথু গিলে ফেললে কি হবে? উত্তরে তিনি বললেন, তার সিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না। কুলি করার পর তার মুখে কিই বা আর অবশিষ্ট থাকে?

ইবনু কুদামাহ্ বলেন : যা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয় তা গিলে ফেললে সিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না যেমন- মুখের থুথু, ধূলাবালি ইত্যাদি। কেননা তা থেকে বেঁচে থাকা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ইবনুল হুমাম ও অন্যান্য হানাফী বিদ্বানগণ বলেন : ধূলাবালি, ধোয়া অথবা মাছি যদি সায়িমের মুখে প্রবেশ করে এতে সিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না। কেননা তা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। যেমন নাকি কুলি করার পর মুখের অভ্যন্তরের ভিজা থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব।

(فَإِنِ ازْدَرَدَ رِيقَ الْعِلْكِ لَا أَقُولُ: إِنَّهُ يُفْطِرُ) "কেউ যদি চুইঙ্গাম চিবানোর পর থুথু গিলে ফেলে তাহলে আমি বলি না যে, তার সিয়াম ভেঙ্গে গেছে।"

ইবনুল মুনযির বলেন : অধিকাংশ 'আলিমগণ সিয়ামরত অবস্থায় চুইঙ্গাম চিবানোর অনুমতি দিয়েছেন এই শর্তে যে, তা যেন গলে গিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে। তা যদি গলে যায়, অতঃপর এর ঢুক গিলে ফেলে তাহলে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

ইসহাক্ব ইবনু মানসূর বলেন : আমি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল-কে জিজ্ঞেস করলাম, সিয়াম পালনকারী কি চুইঙ্গাম চিবাতে পারবে? তিনি বললেন, না। অতঃপর বললেন, আমাদের সহচরগণ বলেন, চুইঙ্গাম দুই প্রকার। এক প্রকার এমন যে, তা গলে যায়, এ জাতীয় চুইঙ্গাম চিবানো যাবে না। যদি তা চিবায় এবং তার কোন অংশ পেটে প্রবেশ করে তাহলে সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে।

এক প্রকার চুইঙ্গাম এমন যে, তা যত চিবাবে তত শক্ত হবে। এ প্রকার চুইঙ্গাম চিবানো মাকরূহ, হারাম নয়। ইমাম শা'বী, ইব্‌রাহীম নাখ্'ঈ, মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী, ক্বাতাদাহ্, শাফি'ঈ এবং হানাফীগণের মতে তা মাকরূহ।

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তা চিবানোর অনুমতি দিয়েছেন। কেননা এ জাতীয় চুইঙ্গাম চিবালেও তার কোন অংশ পেটের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে না, যেমন- ছোট পাথর মুখে দিয়ে চিবালে তার কিছুই পেটে প্রবেশ করে না।

(٤) بَابُ صَوْمِ الْمُسَافِرِ

অধ্যায়-৪ : মুসাফিরের সওম

মুসাফির ব্যক্তির জন্য সিয়াম পালনের বিধান বর্ণনা করাই এ অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য। সফর অবস্থায় সিয়াম পালন করা বা না করা এবং এ দুয়ের কোন্‌টি উত্তম– এ বিষয়ে আলোচ্য অধ্যায়ে বিবরণ রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

"তোমাদের মধ্য যে অসুস্থ কিংবা ভ্রমণে থাকবে, সে অন্যদিনগুলোতে তা পূর্ণ করবে।"

(সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৮৪)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٠١٩ـ[١] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَصُومُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ. فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২০১৯-[১] 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু 'আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হামযাহ্ ইবনু 'আম্‌র আল আসলামী নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছেন, আমি কি সফরে সওম পালন করব? হামযাহ্ খুব বেশী সওম পালন করতেন। তিনি (ﷺ) বললেন : এটা তোমার ইচ্ছাধীন। চাইলে রাখবে, না চাইলে না রাখবে। (বুখারী, মুসলিম)[৬৪]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে «فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ অর্থাৎ- সফর অবস্থায় চাইলে সিয়াম পালন করবে, না চাইলে ছেড়ে দিবে। এখানে সফরে সওম রাখা বা না রাখার ঐচ্ছিকতার দলীল রয়েছে।

সওম রাখা কিংবা না রাখার বিষয়টা মুসাফিরের ইচ্ছাধীন, এটা প্রমাণের ক্ষেত্রে এটি একটি পূর্ণ বিবরণ। এখানে এ বিবরণও রয়েছে যে, সফরে মুসাফির যদি সওম রাখে তবে তা বৈধ, আর এটাই বিদ্বানদের সকলের মত। তবে ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, যে সফরে সওম রাখবে পরবর্তী মুক্বীম অবস্থায় তাকে আবার ক্বাযা আদায় করতে হবে। তবে অধিকাংশ 'উলামাগণ যথাক্রমে ইমাম মালিক, শাফি'ঈ ও আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) মনে করেন যে, সফরে সামর্থ্যবান ব্যক্তির সওম রাখাই উত্তম। তাদের মধ্য হতে অনেকেই মনে করেন যে, সফরে অব্যাহতি গ্রহণপূর্বক সওম না রাখাই উত্তম। আর এটা আওযা'ঈ, আহমাদ ও ইসহাক্ব (রহঃ)-এর মত। আর ইবনু 'আব্বাস, আবূ সা'ঈদ, সা'ঈদ বিন মুসাইয়্যিব, 'আত্বা, হাসান, মুজাহিদ ও লায়স (রহঃ) প্রমুখগণের মতে এটি সাধারণত ঐচ্ছিক বিষয়। অর্থাৎ- যার ইচ্ছা সে সফরে সওম রাখবে ইচ্ছা না হলে সওম রাখবে না। অন্যরা বলেছেনে যে, এ দুয়ের মাঝে যেটা সহজ সেটাই উত্তম, আল্লাহ তা'আলার কথা, "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি সহজ করতে চান।" (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৮৫)

সফরে যদি কারো পক্ষে সওম না রাখা সহজ হয় তবে তা-ই তার ক্ষেত্রে উত্তম, আর যদি কারো পক্ষে সওম রাখা সহজ হয় তবে তার ক্ষেত্রে তা-ই উত্তম, আর এটাই 'উমার বিন 'আবদুল 'আযীয (রহঃ)-এর কথা এবং ইবনু মুনযির (রহঃ) এ মতকেই পছন্দ করেছেন।

٢٠٢٠ـ[٢] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ سِتَّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২০২০-[২] আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী রাযিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুদ্ধে রওনা হলাম। সে সময় রমাযান মাসের ষোল তারিখ অতিবাহিত হয়েছিল। (এ সময়) আমাদের কেউ সওম রেখেছে, আবার কেউ রাখেনি। সায়িমগণ সওমে না থাকা লোকদেরকে খারাপ জানেনি আবার সওমে না থাকা লোকজনও সায়িমগণকে খারাপ মনে করেনি। (মুসলিম)[৬৫]

---

[৬৪] সহীহ : বুখারী ১৯৪৩, মুসলিম ১১২১, তিরমিযী ৭১১, নাসায়ী ২৩০৬, ইবনু মাজাহ ১৬৬২, আহমাদ ২৫৬০৭, ইবনু খুযায়মাহ্ ২০২৮, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২৯৬৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮১৫৬।

[৬৫] সহীহ : মুসলিম ১১১৬, আহমাদ ১১৭০৫, সহীহ আত্ তারগীব ১০৬২।

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসে নাবী ﷺ-এর রমাযানে ভ্রমণের তারিখ নির্ধারণে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় রমাযানের ১৮ তারিখের কথা রয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় ১২, কোন বর্ণনায় ১৭, কোন বর্ণনায় ১৯ তারিখের কথাও রয়েছে। তবে আল মাগাযী'র প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলোতে রয়েছে যে, নাবী ﷺ মাক্কাহ্ বিজয়ের ভ্রমণে রওনা দিয়েছেন রমাযানের ১০ তারিখে, এবং মাক্কায় পৌঁছেছেন রামযানের ১৯ তারিখে। এ ভ্রমণে সহাবীগণের মধ্য কিছু সংখ্যক সিয়াম পালন করছেন, নাবী ﷺ তা অপছন্দ করেননি। আবার অনেকেই সিয়াম ছেড়ে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তিনি তা অপছন্দ করেননি। সুতরাং প্রমাণিত হয় উভয়টি (সফরে সওম রাখা বা না রাখা) জায়িয। তবে কোন বর্ণনায় কিছু বর্ধিত বর্ণনা রয়েছে যে, সফরে যে সিয়াম পালনে সক্ষম সে সিয়াম পালন করবে এবং তার জন্য এটাই উত্তম। আর যে অক্ষম সে ছেড়ে দিবে এটাই তার জন্য উত্তম। 'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহঃ) বলেন যে, অধিকাংশ 'উলামাহ্গণের মতানুযায়ী সফরে সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য সওম বর্জন করাটাই অধিক অগ্রগণ্য। কারো কারো মতে সফরে সওম রাখা বা না রাখা উভয়েই সমান। তবে অধিকাংশ 'উলামাহ্গণের কথাই অগ্রগণ্য।

٢٠٢١ -[٣] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَرَأٰى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «مَا هٰذَا؟» قَالُوْا: صَائِمٌ. فَقَالَ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২০২১-[৩] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ একবার এক সফরে ছিলেন। এক স্থানে তিনি কিছু লোকের সমাগম ও এক ব্যক্তিকে দেখলেন। (রোদের তাপ থেকে রক্ষা করার জন্য) ওই লোকটির ওপর ছায়া দিয়ে রাখা হয়েছে। (এ দৃশ্য দেখে) তিনি (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন, ওখানে কী হয়েছে? লোকেরা বলল, এ ব্যক্তি সায়িম (দুর্বলতার কারণে পড়ে গেছে)। এ কথা শুনে তিনি (ﷺ) বললেন, সফর অবস্থায় সওম রাখা নেক কাজ নয়। (বুখারী, মুসলিম)[৬৬]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসের সমর্থনে ইমাম বুখারী (রহঃ) সহীহুল বুখারীতে একটি অধ্যায় এনেছেন, (باب قول النبي ﷺ لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر) অর্থাৎ- অধ্যায় : নাবী ﷺ-এর কথা যার উপর ছায়া দেয়া আবশ্যক এবং যখন গরম তিব্ররূপ ধারণ করবে তখন সফরে সিয়াম পালন কোন নেক কাজ নয়।

হাফিয আসক্বালানী (রহঃ) বলেন যে, নাবী ﷺ-এর এ কথার (لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ) তথা "সফরে সিয়াম পালন কোন নেক কাজ নয়" দ্বারা সফরের কষ্ট ও জটিলতাকেই বুঝানো হয়েছে।

'আল্লামাহ্ ইবনু দাক্বীক্ব (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তির জন্য সফরে সিয়াম পালন করা কঠিন কিংবা অধিক কষ্টকর হবে তার জন্য সফরে সিয়াম পালন করা অনুচিত, আর কষ্টের আধিক্য না থাকলে সিয়াম পালন করাই উত্তম।

٢٠٢٢ -[٤] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِيْ يَوْمٍ حَارٍّ فَسَقَطَ الصَّوَّامُونَ وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الْأَبْنِيَةَ وَسَقَوُا الرِّكَابَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

---

[৬৬] সহীহ : বুখারী ১৯৪৬, মুসলিম ১১১৫, দারিমী ১৭৫০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮১৫৪।

২০২২-[৪] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (একবার) নাবী ﷺ-এর সাথে তাঁর সফরসঙ্গী ছিলাম। আমাদের কেউ সায়িম ছিলেন। আবার কেউ সওম রাখেননি। আমরা এক মঞ্জীলে পৌঁছলাম। এ সময় খুব রোদ ছিল। (রোদের প্রখরতায়) সায়িম ব্যক্তিগণ (মাটিতে) ঘুরে পড়ল। যারা সওমরত ছিল না, ঠিক রইল। তারা তাঁবু বানাল, উটকে পানি পান করাল। (এ দৃশ্য দেখে) রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সওম না থাকা লোকজন আজ সাওয়াবের ময়দান জিতে নিলো। (বুখারী, মুসলিম)[৬৭]

ব্যাখ্যা : এখানে الْأَجْرِ বা "প্রতিদান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পরিপূর্ণ" এর দ্বারা সিয়াম পালন প্রতিদানকারীদের নেকীর স্বল্পতা হওয়া উদ্দেশ্য নয়। বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো, নিশ্চয় সিয়াম পরিত্যাগ কারীগণ তাদের কাজের পূর্ণ নেকী অর্জন করলেন। অর্থাৎ- তাঁবু খাটানোর জন্য তারা যে পরিশ্রম করেছেন তার পূর্ণ প্রতিদান তারা পাবেন এবং সিয়াম্ পালনকারীদের মতই তারাও পূর্ণ সাওয়াব পাবেন।

'আল্লামাহ্ ক্বারী (রহঃ) বলেন, الْأَجْرِ বা প্রতিদান দ্বারা পূর্ণ সাওয়াব উদ্দেশ্য। কেননা তাদের ক্ষেত্রে, (যুদ্ধের সফরের ক্ষেত্রে) সিয়াম পালনের তুলনায় তা পরিত্যাগ করাই অধিক উত্তম।

٢٠٢٣ - [٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلٰى مَكَّةَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهٗ إِلٰى يَدِهٖ لِيَرَاهُ النَّاسُ فَأَفْطَرَ حَتّٰى قَدِمَ مَكَّةَ وَذٰلِكَ فِيْ رَمَضَانَ. فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ: قَدْ صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَفْطَرَ. فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২০২৩-[৫] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মাক্কাহ্ বিজয়ের বছর) রসূলুল্লাহ ﷺ মাদীনাহ্ হতে মাক্কার দিকে রওনা হলেন। (এ সফরে) তিনি (ﷺ) সওম রেখেছেন। তিনি (ﷺ) যখন (মাক্কাহ্ হতে দু' মঞ্জীল দূরে) 'উসফান'-এ (নামক ঐতিহাসিক স্থানে) পৌঁছলেন তখন পানি চেয়ে আনালেন। এরপর তা হাতে ধরে অনেক উঁচুতে উঠালেন। যাতে লোকেরা পানি দেখতে পায়। এরপর তিনি (ﷺ) সওম ভাঙলেন। এভাবে তিনি (ﷺ) মাক্কায় পৌঁছলেন। এ সফর হয়েছিল রমাযান মাসে। ইবনু 'আব্বাস বলতেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সফরে সওম রেখেছেন, আবার ভেঙেছেন। অতএব যার খুশী সওম রাখবে (যদি কষ্ট না হয়)। আর যার ইচ্ছা রাখবে না। (বুখারী, মুসলিম)[৬৮]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ 'ইয়ায (রহঃ) বলেন, 'উসফান একটি গ্রাম, যার দূরত্ব মাক্কাহ্ হতে ৩৩ মাইলেরও বেশি। 'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহঃ) তা উল্লেখ করার পর বলেন, মাক্কাহ্ থেকে তার দূরত্ব ৪ বুর্দ পরিমাণ, আর প্রত্যেক বুর্দ সমান পাঁচ ফারসাখ। আর প্রতি ফারসাখ সমান তিন মাইল, সেই হিসাবে চার বুর্দ হলো ৪৮ মাইল এবং এটাই সঠিক বলে মত দিয়েছেন জমহূর 'উলামাহ্গণ।

٢٠٢٤ - [٦] وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّهٗ شَرِبَ بَعْدَ الْعَصْرِ.

২০২৪-[৬] সহীহ মুসলিমের অন্য রিওয়ায়াতে জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (ﷺ) 'আস্রের পর পানি পান করেছেন।[৬৯]

[৬৭] সহীহ : বুখারী ২৮৯০, মুসলিম ১১১৯, নাসায়ী ২২৮৩, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৮৯৬১, ইবনু খুযায়মাহ্ ২০৩৩, সহীহ আত্ তারগীব ১০৬১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮১৫৫, ইবনু হিব্বান ৩৫৫৯, সহীহ আল জামি' ৩৪৩৬।

[৬৮] সহীহ : বুখারী ১৯৪৮, মুসলিম ১১১৩, আবূ দাউদ ২৪০৪, নাসায়ী ২৩১৪, আহমাদ ২৬৫২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮১৬০, ইবনু হিব্বান ৩৫৬৬।

[৬৯] সহীহ : মুসলিম ১১১৪।

ব্যাখ্যা : (شَرِبَ بَعْدَ الْعَصْرِ) অর্থাৎ- নাবী ﷺ সেদিন 'আস্‌র পর্যন্ত সিয়াম অবস্থায় ছিলেন, অতঃপর মানুষদেরকে এ কথা জানানোর জন্য সিয়াম ভঙ্গ করছেন যে, সফরে সিয়াম ভঙ্গ করা বৈধ। এমনকি সিয়াম পালন কঠিন হলে তা ভঙ্গ করাই উত্তম।

জাবির رضي الله عنه-এর বর্ণনায় অপর শব্দে রয়েছে যে, নাবী ﷺ-কে বলা হলো, নিশ্চয়ই মানুষদের ওপর সিয়াম পালন করা অত্যন্ত কষ্টকর হচ্ছে, আর সিয়াম পালনের ক্ষেত্রে আপনি কি সিদ্ধান্ত নেন, তাই তারা লক্ষ্য করছে। অতঃপর 'আস্‌র সলাতের পর নাবী ﷺ পানির পাত্র চাইলেন এবং তা পান করে সিয়াম ভঙ্গ করলেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٠٢٥ - [٧] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ وَالْحُبْلٰى». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

২০২৫-[৭] আনাস ইবনু মালিক আল কা'বী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা মুসাফির থেকে অর্ধেক সলাত কমিয়ে দিয়েছেন। এভাবে মুসাফির, দুগ্ধবতী মা ও গর্ভবতী নারীদের জন্য সওম (আপাতত) মাফ করে দিয়েছেন। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ)[৭০]

ব্যাখ্যা : ইবনু কুদামাহ্ ও যুরক্বানী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, সকল 'উলামাগণ এ মর্মে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, গর্ভধারিণী ও সন্তানকে দুধদানকারিণী নারী যদি সফর অবস্থায় নিজের ওপর ক্ষতির আশংকায় সিয়াম পালন না করে থাকে, তবে তার ওপর ক্বাযা ওয়াজিব হবে, তবে ফিদ্‌য়ার কোন প্রয়োজন নেই।

'আল্লামাহ্ ইবনুল কুদামাহ্ (রহঃ) বলেন, নিশ্চয়ই গর্ভবতী ও দুধদানকারিণী নারী যখন নিজেদের ক্ষতির আশংকা করবে উভয়ই সিয়াম বর্জন করবে এবং পরবর্তীতে তা ক্বাযা করতে হবে। আর এ মর্মে 'উলামাগণের মাঝে কোন মতপার্থক্য আছে বলে আমার জানা নেই। কেননা উভয়ই তো প্রকৃতপক্ষে রুগ্ন ব্যক্তির অবস্থায়ই রয়েছে। আর 'আল্লামাহ্ যুরক্বানী (রহঃ) বলেন, তারা উভয়ই যখন নিজেদের ওপর ক্ষতির আশংকা করবে, তবে তাদের ফিদ্‌ইয়ার প্রয়োজন নেই এবং এ মর্মেই ঐকমত্য ও ইজমা রয়েছে।

٢٠٢٦ - [٨] وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهٗ حَمُوْلَةٌ تَأْوِيْ إِلٰى شِبَعٍ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ مِنْ حَيْثُ أَدْرَكَهٗ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

২০২৬-[৮] সালামাহ্ ইবনু মুহাব্বাক্ব رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (সফরের সময়) যে ব্যক্তির কাছে এমন সওয়ারী থাকবে, যা তাকে তার গন্তব্য পর্যন্ত অনায়াসে ও আরামে পৌঁছে দিতে পারে (অর্থাৎ- সফরে কষ্ট না হয়); যে জায়গায়ই রমাযান মাস আসুক সে ব্যক্তি যেন সওম পালন করে। (আবূ দাউদ)[৭১]

---

[৭০] **হাসান সহীহ :** আবূ দাউদ ২৪০৮, তিরমিযী ৭১৫, নাসায়ী ২৩১৫, ইবনু মাজাহ ১৬৬৭।

[৭১] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ২৪১০, আহমাদ ১৫৯১২, য'ঈফ আল জামি' ৫৮১০, য'ঈফাহ্ ২/৯৮১। কারণ এর সানাদে হাবীব ইবনু 'আবদুল্লাহ একজন অপরিচিত বা মাজহূল রাবী।

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে নির্দেশসূচক ক্রিয়া (فَلْيَصُمْ) টি মুস্তাহাবের জন্য ব্যবহৃত, এবং তা উত্তম কর্মের উপর উৎসাহ প্রদান করছে। কারণ সাধারণভাবে সফর অবস্থায় সিয়াম পালন না করার উপর পূর্ণাঙ্গ দলীল রয়েছে। অর্থাৎ- সফরে যদি কোন ধরনের কষ্ট বা জটিলতা নাও থাকে তবুও সিয়াম পরিত্যাগ করা যাবে।

কারো মতে এর প্রকৃত অর্থ হলো, যে ব্যক্তি সওয়ার অবস্থায় সফর করবে এবং তার সফরটা এমন সংক্ষিপ্ত হবে যে, ভ্রমণের দিনেই নিজ গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে, সে যেন রমাযানের সিয়াম পালন করে।

এ ক্ষেত্রে আম্‌র বা নির্দেশসূচক ক্রিয়া (فَلْيَصُمْ) টি ওয়াজিবের অর্থে ব্যবহৃত। কেননা জমহূর 'উলামাগণের নিকট দীর্ঘ সফর ব্যতীত রমাযানের সিয়াম পরিত্যাগ করা বৈধ নয়।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٠٢٧ـ[٩] عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلٰى مَكَّةَ فِيْ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيْمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتّٰى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيْلَ لَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. فَقَالَ: «أُولٰئِكَ الْعُصَاةُ أُولٰئِكَ الْعُصَاةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২০২৭-[৯] জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাক্কাহ্ বিজয়ের বছর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রমাযান মাসে (মাদীনাহ্ হতে) মাক্কাহ্ অভিমুখে রওনা হলেন। তিনি (মাক্কাহ্ মাদীনার মধ্যবর্তী স্থান 'উস্‌ফানের কাছে) "কুরা-'আল গমীম" পৌঁছা পর্যন্ত সওম রাখলেন। অন্যান্য লোকেরাও সওমে ছিলেন। (এখানে পৌঁছার পর) তিনি পেয়ালায় করে পানি চেয়ে আনলেন। পেয়ালাটিকে (হাতে উঠিয়ে এতো) উঁচুতে তুলে ধরলেন যে, মানুষেরা এর দিকে তাকাল। তারপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পানি পান করলেন। এরপর কিছু লোক আরয করল যে, (এখনো) কিছু লোক সওম রেখেছে (অর্থাৎ- রসূলের অনুসরণে সওম ভাঙেনি)। (এ কথা শুনে) তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : এসব লোক পাক্কা গুনাহগার, এসব লোক পাক্কা গুনাহগার। (মুসলিম)[৭২]

ব্যাখ্যা : তিরমিযী, নাসায়ী, বায়হাক্বী ও ত্বহাবীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তারা (أُولٰئِكَ الْعُصَاةُ) বা তারাই অতিশয় গুনাহগার, এটি একবার উল্লেখ করেছেন। তিরমিযীতে রয়েছে যে, নিশ্চয়ই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাক্কাহ্ বিজয়ের দিনে মাক্কাহ্ভিমুখে রওনা করলেন এবং কুরা-'আল গমীম ('উসফান-এর নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম) নামক স্থানে পৌঁছালেন এবং সেখানে সিয়াম পালন আরম্ভ করলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলা হলো যে, আপনি কি করছেন তাই তারা লক্ষ্য করছে। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক পাত্র পানি তলব করলেন এবং জনগণকে দেখিয়ে তা পান করলেন, এবং তা দেখে কতক লোক সিয়াম ভঙ্গ করল এবং কতক লোক সিয়াম পালন অব্যাহত রাখল। আর এ বিষয়টি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট পৌঁছে গেল যে, লোকজন এখনও সিয়াম পালন করছে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তারা গুনাহগার।

উল্লেখিত হাদীসে সিয়াম পালনকারীগণকে গুনাহগার হওয়ার দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, তার কারণ হলো, তারা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কর্মের পরিপন্থী কাজ করেছে। আর তারা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পানীয় পাত্র উপরে উঠিয়ে তা

---

[৭২] সহীহ : মুসলিম ১১১৪, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২০১৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৫৪৯, সহীহ আত্ তারগীব ১০৫৩।

পান করার মাধ্যমে সিয়াম ভঙ্গ করে তাদের যে আনুগত্য আশা করেছিলেন, সিয়াম পালন কঠিন হওয়ার পরেও তা তারা বাস্তবায়ন করেনি।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন, তারা পূর্ণ গুনাহগার কেননা নাবী ﷺ সিয়াম ভাঙ্গার প্রস্তুতি নিলেন এমনকি পানির পাত্র উপরে উঠালেন, এরপর পান করলেন যাতে তারা তার অনুসরণ করে এবং আল্লাহর দেয়া অব্যাহতি গ্রহণ করে। সুতরাং যে তা গ্রহণ করতে অনিহা প্রকাশ করবে সে গুনাহগারেই পৌঁছে যাবে।

٢٠٢٨ -[١٠] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «صَائِمُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

২০২৮-[১০] 'আবদুর রহ্মান ইবনু 'আওফ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রমাযান মাসে সফরের সায়িম, নিজের বাসস্থানে সায়িম না থাকার মতো। (ইবনু মাজাহ)[৭৩]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস থেকে বুঝা যায়, সফর অবস্থায় সিয়াম পালন নিষিদ্ধ যেমন মুক্বীম অবস্থায় সিয়াম বর্জন নিষিদ্ধ।

হাফিয আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, সফর অবস্থায় সিয়াম পালন না করাই উত্তম। আর এটাই হাদীসের মূল উদ্দেশ্য। আর হাদীসটি যেহেতু য'ঈফ সেহেতু এটি গ্রহণযোগ্য নয়।

٢٠٢٩ -[١١] وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ أَجِدُ بِيْ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ قَالَ: «هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২০২৯-[১১] হামযাহ্ ইবনু 'আম্র আল আস্লামী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! সফর অবস্থায় আমি সওম পালনে সমর্থ। (না রাখলে) আমার কী কোন গুনাহ হবে? তিনি বললেন, এ ক্ষেত্রে আল্লাহ 'আয্যা ওয়াজাল্লা তোমাকে অবকাশ দিয়েছেন। যে ব্যক্তি এ অবকাশ গ্রহণ করবে, সে উত্তম কাজ করবে। আর যে ব্যক্তি সওম রাখা পছন্দ করবে (সে রাখবে), তার কোন গুনাহ হবে না। (মুসলিম)[74]

ব্যাখ্যা : এ মর্মে 'আল্লামাহ্ 'উবায়দুল্লাহ আল মুবারকপূরী (রহঃ) বলেন, আলোচ্য হাদীসে সাধারণত সফর অবস্থায় সিয়াম পালন না করার উপরই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, যেমন ইমাম আহমাদের মাযহাব। তবে জমহূর 'উলামাগণ তার বিপরীত মতামত ব্যক্ত করেছেন নাবী ﷺ-এর (فَحَسَنٌ) শব্দের ভিত্তিতে।

'আল্লামাহ্ শাওকানী (রহঃ) বলেন, হাদীসে জিজ্ঞাসাকালীন কথা, 'আমি সিয়াম পালনে সক্ষম' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নিশ্চয়ই সিয়াম পালন করাটা তার উপর কঠিন নয়। এমন সফরে সিয়াম পালন করলে তার দ্বারা অন্য কোন হাক্বও নষ্ট হবে না।

---

[৭৩] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ ১৬৬৬, য'ঈফাহ্ ৪৯৮, য'ঈফ আত্ তারগীব ৬৪৩। কারণ প্রথমত এর সানাদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে যেহেতু আবূ সালামাহ্ তার পিতা 'আবদুর রহমান হতে শ্রবণ করেনি। আর দ্বিতীয়ত 'উসামাহ্ ইবনু যায়দ-এর স্মরণশক্তিতে দুর্বলতা রয়েছে।

[৭৪] **সহীহ :** মুসলিম ১১২১, নাসায়ী ২৩০৩, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২০২৬, দারাকুত্বনী ২৩০১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮১৫৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৫৬৭, ইরওয়া ৯২৬, সহীহাহ্ ১৯২।

আল মুনতাক্বী প্রণেতার মতে আলোচ্য হাদীসটি সফর অবস্থায় সিয়াম বর্জনের ফাযীলাতের উপর মজবুত দলীল, কারণ নাবী ﷺ-এর কথা (فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ)। সুতরাং প্রমাণিত হলো অব্যাহতি গ্রহণ করাটাই উত্তম। জমহূর 'উলামাগণ তার জবাবে বলেন, এটা সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যার সফরে সিয়াম পালন করলে ক্ষতির আশংকা রয়েছে, অথবা সিয়াম পালন তার জন্য কষ্টকর। যেমন একাধিক হাদীসে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

(٥) بَابُ الْقَضَاءِ

অধ্যায়-৫ : (সিয়াম) ক্বাযা করা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٠٣٠ـ[١] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِيْ شَعْبَانَ. قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: تَعْنِي الشُّغْلَ مِنَ النَّبِيِّ أَوْ بِالنَّبِيِّ ﷺ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২০৩০-[১] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমাযান মাসের সওমের ক্বাযা আমি শুধু শা'বান মাসেই করতে পারি। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ বলেন, নাবী ﷺ-এর খিদমাতে ব্যস্ত থাকায় অথবা বলেছেন যে, নাবী ﷺ-এর খিদমাতের ব্যস্ততা 'আয়িশাহ্‌কে (শা'বান মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে) ক্বাযা সওম আদায়ের সুযোগ দিত না। (বুখারী, মুসলিম)[৭৫]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস থেকে জমহূর 'উলামাগণ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, নিশ্চয়ই রমাযানের ক্বাযা সিয়াম তাৎক্ষণিক আদায় করা ওয়াজিব নয়, যদি বিলম্বে নিষিদ্ধ হত তবে নাবী ﷺ 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-কে পরবর্তী শা'বান পর্যন্ত বিলম্বের স্বীকৃতি দিতেন না। তবে হ্যা! তা দ্রুত আদায় করা মুস্তাহাব। কেননা আনুগত্যের প্রতিযোগিতা করা ও কল্যাণমূলক কাজে দ্রুততা অবলম্বন করা উত্তম। 'আল্লামাহ্ শাওকানী (রহঃ) বলেন, আলোচ্য হাদীসে দলীল রয়েছে যে, রমাযানে ক্বাযা হয়ে যাওয়া সিয়াম মুত্বলাক্বভাবেই বিলম্বে আদায় করা জায়িয। তাতে কোন ওযর বা কারণ থাকুক বা না থাকুক। আর জমহূর 'উলামাগণ আল্লাহ তা'আলার বাণী (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৮৫) : ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ দ্বারাও দলীল গ্রহণ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা মুত্বলাক্বভাবে ক্বাযা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং দলীল ছাড়া তা কোন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করা বৈধ নয়। সুতরাং তা বিলম্বের সাথে আদা করা ওয়াজিব, তাৎক্ষণিক আবশ্যক নয়।

٢٠٣١ـ[٢] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِيْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[৭৫] সহীহ : বুখারী ১৯৫০, মুসলিম ১১৪৬, আবূ দাউদ ২৩৯৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮২১০।

২০৩১-[২] আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : কোন নারীর উচিত নয় স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া নাফ্‌ল সওম পালন করা। ঠিক তেমনই কোন নারীর জন্য স্বামীর অনুমতি ছাড়া কাউকে ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়াও অনুচিত। (মুসলিম)[৭৬]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, স্ত্রীর জন্য তার নিকট কিংবা দূরবর্তী আত্মীয় এমনকি কোন নারীকেও স্বামীর অনুমতি ব্যতীত প্রবেশের অনুমতি দেয়া বৈধ নয়।

'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহঃ) স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর কাউকে তার বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি দিতে পারবে না। এটা যে ব্যাপারে স্বামীর অনুমোদন সম্পর্কে অবহিত হওয়া না যাবে সে ক্ষেত্রে, অর্থাৎ- পূর্ব হতে এ মর্মে স্বামীর অনুমোদন যদি না থাকে। তবে কারো প্রবেশে যদি স্বামীর সন্তুষ্টি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় তখন তার প্রবেশে কোন সমস্যা নেই। যেমন স্বভাবগতভাবেই যে সকল মেহমানদের প্রবেশের অনুমতি আছে, চাই স্বামী উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক।

আর স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর সিয়াম পালনের ক্ষেত্রে তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ্'র বর্ণনায় রয়েছে যে, স্ত্রী তার স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া রমাযান ব্যতীত কোন সিয়াম পালন করতে পারবে না। তবে ঐ সকল মেহমান স্ত্রীর জন্য মাহ্‌রাম হওয়া জরুরী।

٢٠٣٢ -[٣] وَعَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ لِعَائِشَةَ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ يُصِيبُنَا ذٰلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২০৩২-[৩] মু'আযাহ্ আল 'আদাবিয়্যাহ্ (রহঃ) (কুনিয়াত উম্মুস্ সুহবা) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মুল মু'মিনীনাহ্ 'আয়িশাহ্-কে জিজ্ঞেস করলেন, ঋতুবতী মহিলাদের সওম ক্বাযা করতে হয়, অথচ সলাত ক্বাযা করতে হয় না, কারণ কী? 'আয়িশাহ্ বলেন, রসূলুল্লাহ-এর জীবদ্দশায় আমাদের যখন মাসিক হত, তখন সওম ক্বাযা করার হুকুম দেয়া হত। কিন্তু সলাত ক্বাযা করার হুকুম দেয়া হত না। (মুসলিম)[৭৭]

ব্যাখ্যা : 'আয়িশাহ্-কে এটা জিজ্ঞেস করার কারণ হলো, 'সলাত এবং সিয়াম' উভয়টি হুকুমগতভাবে সমান হবে, এটাই বিবেকের দাবি। কারণ উভয়টি তো 'ইবাদাত, এবং বিশেষ কারণে তা পরিত্যাগ করতে হয়। সুতরাং সিয়াম ক্বাযা ওয়াজিব। আর সলাত ক্বাযা ওয়াজিব নয়, এটা জিজ্ঞাসাকারীর বোধগম্য ছিল না। এ মর্মে ইমাম বুখারী (রহঃ) তার বিশুদ্ধ গ্রন্থে সিয়াম অধ্যায়ে আবুয্ যিনাদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই সুন্নাতসমূহ ও হুকুমের বিভিন্ন দিক অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুক্তির বিপরীতে আসে কাজেই মুসলিমগণ শারী'আতে যা পাবে তার অনুসরণ করবে। সুতরাং ঋতুমতী নারী সিয়াম ক্বাযা করবে এবং সলাত ক্বাযা করবে না।

তবে ফিক্বহবিদগণ সলাত ও সিয়ামের পার্থক্য নির্ধারণে বলেছেন, সলাত ক্বাযা করার বিধান না থাকার মাঝে হিকমাত হলো : সলাত বার বার আদায় করতে হয় বিধায় তা ক্বাযা করা অত্যন্ত কঠিন। (অর্থাৎ- ঋতুস্রাব সাধারণত ৩, ৫, ৭, ১০ দিন পর্যন্ত হয়, যে নারীর মাসিক ১০ দিন হয় তার ১০×৫= ৫০ ওয়াক্ত

---

[৭৬] **সহীহ** : বুখারী ৫১৯৫, মুসলিম ১০২৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪১৭০, ইরওয়া ২০০৪, সহীহ আত্ তারগীব ১৯৪২, সহীহ আল জামি' ৭৬৪৭।

[৭৭] **সহীহ** : মুসলিম ৩৩৫, আবূ দাউদ ২৬৩, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ১২৭৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮১১২, ইরওয়া ২০০।

সলাত ক্বাযা করতে হবে যা খুবই কঠিন) পক্ষান্তরে সিয়াম বছরে মাত্র একবার যা ক্বাযা করা মোটেই কঠিন নয়। তবে 'আয়িশাহ্ (রাঃ) শুধু রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশের কথা বলেছেন। সুতরাং ফকীহদের এ রহস্য জানার প্রয়োজন নেই।

٢٠٣٣ -[٤] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২০৩৩-[৪] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে অথচ তার সওম অনাদায়ী ছিল, এ ক্ষেত্রে তার ওয়ারিসগণ সওমের ক্বাযা আদায় করে দেবে। (বুখারী, মুসলিম)[৭৮]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ইবনু দাক্বীক্ব (রহঃ) বলেন, আলোচ্য হাদীসটি জোরালোভাবে প্রমাণ করে যে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে তার ওয়ারিসগণ সিয়াম পালন করতে পারবে এবং সিয়ামে প্রতিনিধিত্ব বৈধ। 'উলামাগণ এ মতেরই পক্ষ অবলম্বন করেছেন। এর স্বপক্ষে অন্য আর একটি হাদীস রয়েছে। 'আবদুল্লাহ বিন 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক মহিলা নাবী (ﷺ)-এর কাছে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ (ﷺ)! আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন কিন্তু তার ওপর মানৎ-এর সিয়াম ছিল আমি কি তার পক্ষ হতে তা আদায় করতে পারি?

জবাবে নাবী (ﷺ) বললেন, তোমার মায়ের ওপর যদি কোন ঋণ থাকে তবে তা কি পূর্ণ করবে? মহিলাটি বলল, হ্যাঁ; নাবী (ﷺ) বললেন, তোমার মায়ের পক্ষ হতে তুমি সিয়াম পালন কর। (মুসলিম, আহমাদ)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٠٣٤ -[٥] عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوْفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ

২০৩৪-[৫] নাফি' ইবনু 'উমার (রহঃ) হতে, তিনি (রাঃ) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে অথচ তার ওপর সওম আদায়ের দায়িত্ব ছিল, এমতাবস্থায় তার তরফ থেকে (তার ওয়ারিসগণকে) প্রতিটি সওমের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাবার খাইয়ে দিতে হবে। (তিরমিযী; ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটির ব্যাপারে সঠিক কথা হলো, এটি ইবনু 'উমার পর্যন্ত মাওকূফ। এটি তাঁর কথা [অর্থাৎ- রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা নয়]।)[৭৯]

[মারফূ' হাদীসের বিপরীতে মাওকূফ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, অনুরূপ সহীহ হাদীসের মুকাবেলায় য'ঈফ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়– সম্পাদকীয়]

---

[৭৮] **সহীহ :** বুখারী ১৯৫২, মুসলিম ১১৪৭, আবূ দাউদ ২৪০০, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২০৫২, দারাকুত্বনী ২৩৩৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮২২১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৫৬৯, রিয়াযুস্ সলিহীন ১৮৬৭, সহীহ আল জামি' ৬৫৪৭।

[৭৯] **য'ঈফ :** তিরমিযী ৭১৮, ইবনু মাজাহ ১৭৫৭, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২০৫৬, য'ঈফ আল জামি' ৫৮৫৩। কারণ এর সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুর রহমান ইবনু আবী লায়লা একজন প্রসিদ্ধ দুর্বল রাবী।

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা হানাফী ও মালিকী মাযহাবীগণ দলীল গ্রহণ করেছেন, তবে শর্তসাপেক্ষে, অর্থাৎ- যদি মৃত ব্যক্তি ওয়াসিয়্যাত করে থাকে তবে তার পক্ষ হতে মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াতে হবে। আর যদি ওয়াসিয়্যাত না থাকে তাহলে আবশ্যক নয়। যা ইমাম শাফি'ঈর মতের বিপরীত। ইমাম শাফি'ঈর মতে মৃত ব্যক্তি ওয়াসিয়্যাত করুক বা না করুক মিসকীনকে খাদ্য দিতে হবে। 'আল্লামাহ্ ক্বারী (রহঃ) বলেন, ওয়ারিসদের ওপর মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানোর আবশ্যকতার ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির ওয়াসিয়্যাত আবশ্যক।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٠٣٥ - [٦] عَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْأَلُ: هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ أَوْ يُصَلِّيْ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟ فَيَقُولُ: لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ. وَلَا يُصَلِّيْ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٌ. رَوَاهُ فِي الْمُوَطَّأ

২০৩৫-[৬] মালিক (রহঃ) হতে বর্ণিত। তাঁর পর্যন্ত এ বর্ণনাটি পৌঁছেছে যে, ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করা হত, কোন ব্যক্তি কি অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে সওম আদায় করে দিতে পারে, কিংবা সলাত আদায় করে দিতে পারে? এ প্রশ্নের জবাবে ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, কোন লোকের পক্ষ থেকে কেউ না সলাত আদায় করতে পারে আর না কেউ সওম রাখতে পারে। (মুয়াত্ত্বা)[৮০]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ) বলেন, যারা মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে সলাত ও সিয়ামের মধ্য থেকে কোন একটি আদায় করা বৈধ মনে করেন না, তারা ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর এ হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। অবশ্য পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, নিশ্চয়ই ইমাম বুখারী (রহঃ) (باب من مات وعليه نذر) (অধ্যায় : যে ব্যক্তি তার ওপর মানৎ রেখে মৃত্যুবরণ করল) ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত সলাতের প্রতি নির্দেশ সংক্রান্ত হাদীস তা'লীক্বভাবে বর্ণিত রয়েছে। তাঁর কথায় ইখতিলাফ থাকলেও অনুসরণের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ হাদীস অধিক অগ্রগণ্য।

(٦) بَابُ صِيَامِ التَّطَوُّعِ
অধ্যায়-৬ : নাফ্‌ল সিয়াম প্রসঙ্গে

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٠٣٦ - [١] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ حَتّٰى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتّٰى نَقُولَ: لَا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ اِسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهٗ فِيْ شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِيْ شَعْبَانَ. وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَتْ: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهٗ. كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

[৮০] **য'ঈফ :** মুয়াত্ত্বা মালিক ১০৬৯। এর সানাদটি মুনক্বতি'।

২০৩৬-[১] 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন (নাফ্ল) সওম রাখা শুরু করতেন, এমনকি আমরা বলতাম, তিনি (ﷺ) কি এখন সওম বন্ধ করবেন না। আবার তিনি (ﷺ) যখন সওম রাখা ছেড়ে দিতেন আমরা বলতাম, এখন তিনি (ﷺ) কি আর সওম রাখবেন না। রমাযান ছাড়া অন্য কোন মাসে তাঁকে পূর্ণ মাস সওম রাখতে দেখিনি। আর শা'বান ছাড়া অন্য কোন মাসে তাঁকে আমি এত বেশী সওম রাখতে দেখিনি। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে তিনি ('আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কিছু দিন ছাড়া শা'বানের গোটা মাস সওম পালন করতেন। (বুখারী, মুসলিম)[৮১]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ 'আমীর আল ইয়ামীনী (রহঃ) বলেন, আলোচ্য হাদীসটি এ মর্মে দলীল যে, নিশ্চয়ই নাবী ﷺ-এর নাফ্ল সিয়াম পালনের নির্ধারিত কোন মাস ছিল না। বরং কখনও তিনি (ﷺ) লাগাতার সিয়াম পালন করতেন, আবার কখনও লাগাতার সিয়াম বর্জন করতেন। তার ব্যস্ততাসাপেক্ষে তার চাহিদা অনুযায়ী সিয়াম পালন ও সিয়াম বর্জন করতেন। আর শা'বান মাসে অধিক সিয়াম পালন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : নাবী ﷺ রমাযান মাস ছাড়া শা'বান ও অন্যান্য মাসেও সিয়াম পালন করতেন। তবে অন্যান্য মাসের তুলনায় শা'বান মাসে অধিক সিয়াম পালন করতেন। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) অনুরূপ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। তবে শা'বানে অধিক সিয়াম পালনের বিশেষত্ব সম্পর্কে অনেক মতপার্থক্য রয়েছে। হাফিয আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন, এ মর্মে নাবী ﷺ-এর বিশুদ্ধ হাদীসই উত্তম। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন নাসায়ী এবং ইবনু খুযায়মাহ্ তা সহীহ বলেছেন। উসামাহ্ বিন যায়দ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আপনি শা'বান মাসে যত সিয়াম পালন করেন অন্য মাসে তো আপনাকে তত সিয়াম পালন করতে দেখি না।

তিনি (ﷺ) বললেন, একটি মাস যা থেকে মানুষ উদাসীন থাকে, আর তা হলো রজব ও রমাযানের মধ্যবর্তী মাস। আর এ মাসে বিশ্ব প্রতিপালকের দরবারে 'আমালনামা উঠানো হয়। অতএব আমি চাই যে, আমার 'আমালনামাটা সিয়াম অবস্থায় উঠানো হোক। 'আল্লামাহ্ মুবারকপূরী (রহঃ) বলেন, উসামাহ্ বিন যায়দ (রহঃ)-এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বিশেষ 'আমালনামা উঠানো, প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যার 'আমালনামা উঠানো হয়, এ হাদীস দ্বারা তা উদ্দেশ্য নয়।

(كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهٗ) এখানে পূর্ণ শা'বান মাস সিয়াম পালন দ্বারা উদ্দেশ্য আধিক্য বুঝানো, পূর্ণ শা'বান উদ্দেশ্য নয়। যা পরবর্তী (إِلَّا قَلِيْلًا) শব্দ দ্বারা বুঝা যায়। কারণ নাবী ﷺ রমাযান ব্যতীত কোন মাসই পূর্ণ সিয়াম পালন করতেন না। সহীহুল বুখারীতে 'আবদুল্লাহ বিন 'আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু কর্তৃক বর্ণিত হাদীস রয়েছে যে, নাবী ﷺ রমাযান ব্যতীত কোন মাসেই পূর্ণ করে সিয়াম পালন করতেন না।

٢٠٣٧ ـ [٢] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُوْمُ شَهْرًا كُلَّهٗ؟ قَالَ: مَا عَلِمْتُهٗ صَامَ شَهْرًا كُلَّهٗ إِلَّا رَمَضَانَ وَلَا أَفْطَرَهٗ كُلَّهٗ حَتّٰى يَصُومَ مِنْهُ حَتّٰى مَضٰى لِسَبِيْلِه. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২০৩৭-[২] 'আবদুল্লাহ ইবনু শাক্বীক্ব (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা-কে জিজ্ঞেস করেছি যে, নাবী ﷺ কি গোটা মাস সওম রাখতেন? তিনি ('আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) বললেন, আমি জানি না যে, নাবী ﷺ রমাযান ছাড়া অন্য কোন মাস পুরো সওম রেখেছেন কিনা? কিংবা এমন কোন মাসের

[৮১] সহীহ : বুখারী ১৯৬৯, মুসলিম ১১৫৬, আবূ দাউদ ২৪৩৪, নাসায়ী ২১৭৭, মুয়াত্ত্বা মালিক ১০৯৮, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৭৮৬১, আহমাদ ২৪৭৫৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৪২৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৬৪৮, সহীহ আত্ তারগীব ১০২৪।

কথাও জানি না যে, মাসে তিনি (ﷺ) মোটেও সওম রাখেননি। তিনি প্রতি মাসেই কিছু দিন সওম পালন করতেন। এ নিয়মেই তিনি (ﷺ) জীবন কাটিয়েছেন। (মুসলিম)[৮২]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস থেকে বুঝা যায়, কোন মাসেই সিয়ামমুক্ত না থাকা মুস্তাহাব। অর্থাৎ- প্রতি মাসেই সিয়াম পালন করা উচিত।

٢٠٣٨ - [٣] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ سَأَلَهُ أَوْ سَأَلَ رَجُلًا وَعِمْرَانَ يَسْمَعُ فَقَالَ: «يَا أَبَا فُلَانٍ أَمَا صُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২০৩৮-[৩] 'ইমরান ইবনু হুসায়ন (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (ﷺ) 'ইমরানকে অথবা অন্য কোন লোককে জিজ্ঞেস করেছেন, আর 'ইমরান তা শুনছিলেন, তিনি (ﷺ) বললেন, হে অমুক ব্যক্তির পিতা! তুমি কী শা'বান মাসের শেষ দিনগুলো সওম রাখো না? তখন তিনি বললেন, না। তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি (রমাযানের শেষে শা'বান মাসের) দু'টি সওম পালন করে নিবে। (বুখারী, মুসলিম)[৮৩]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে سَرَرِ শব্দটি নিয়ে 'উলামাগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে, তবে প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী এ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মাসের শেষাংশ (অর্থাৎ- ২৮, ২৯, ৩০ তম রাম) এবং এটাই জমহূর ভাষাবিদদের মত। আর এটাই ইমাম বুখারী (রহঃ) প্রণীত সহীহ আল বুখারীর তরজমাতুল বাব (بـاب الصوم آخر الشهر) এর সমর্থক। তবে এ ক্ষেত্রে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত পূর্বে উল্লেখিত হাদীসের মাধ্যমে একটি জটিলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা হলো : আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, তোমরা একদিন কিংবা দু'দিন সিয়াম পালনের মাধ্যমে রমাযানকে এগিয়ে নিও না। অথচ এ হাদীসে শা'বানের শেষের দিনে সিয়াম পালনের বিষয়টি স্পষ্ট। এর জবাবে বলা যায় যে, লোকটি প্রতি মাসের শেষে সিয়াম পালন করা তার নিয়মতান্ত্রিক রুটিন ছিল। অথবা তার ওপর মানৎ-এর সিয়াম ছিল। 'আল্লামাহ্ যায়নুল মুনীর (রহঃ) বলেন, হয়ত লোকটি প্রতি মাসের শেষ তারিখে সিয়াম পালন করত। নাবী (ﷺ)-এর (তোমরা একদিন কিংবা দু'দিন সিয়াম পালনের মাধ্যমে রমাযানকে এগিয়ে নিও না) এ নিষেধের কারণে তা পরিত্যাগ করে। অতঃপর নাবী (ﷺ) তাকে তা আদায় করার জন্য নির্দেশ দেন, যাতে সে তার 'ইবাদাতের উপর অবিচল থাকে। কেননা আল্লাহর নিকট ঐ 'আমালই সর্বপ্রিয় যা সর্বদা করা হয়। আর এ সিয়াম ছুটে গেলে পরবর্তী মাসের শুরুতে তা আদায় করতে হবে। নাবী (ﷺ)-এর কথা (فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ) অর্থাৎ- রমাযানের সিয়াম যখন শেষ করবে তখন ঈদের পরবর্তী সময়ে শা'বানের শেষ তারিখের বদলা স্বরূপ দু'দিন সিয়াম পালন করবে। আহমাদ ও মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, শা'বানের শেষের সিয়ামের স্থলে দু'দিন সিয়াম পালন করবে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, নাফ্‌ল 'ইবাদাতের ক্বাযা আদায় করা শারী'আতসম্মত, অতএব ফারয 'ইবাদাতের ক্বাযা আদায় করা তো আরো অধিক অগ্রগণ্য এবং অপরিহার্য।

٢٠٣٩ - [٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[৮২] **সহীহ :** মুসলিম ১১৫৬।

[৮৩] **সহীহ :** বুখারী ১৯৮৩, মুসলিম ১১৬১, আহমাদ ১৯৯৪৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৯৬৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৫৮৮।

২০৩৯-[৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : রমাযান মাসের সওমের পরে উত্তম সওম হলো আল্লাহর ২মাস, মুহার্‌রম মাসের 'আশূরার সওম। আর ফার্‌য সলাতের পরে সর্বোত্তম সলাত হলো রাতের সলাত (অর্থাৎ- তাহাজ্জুদ)। (মুসলিম)[৮৪]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন, এখানে মুহার্‌রমের সিয়াম দ্বারা 'আশূরার সিয়াম উদ্দেশ্য।

'আল্লামাহ্ সিনদী (রহঃ) আবূ দাঊদ ও ইবনু মাজাহর প্রান্তটীকায় উল্লেখ করেছেন যে, এক লোক নাবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল (সাঃ)! রমাযানের পর আমাদেরকে কোন্ মাসের সিয়াম পালনের নির্দেশ প্রদান করবেন? জবাবে নাবী (সাঃ) বললেন, রমাযানের পর যদি তুমি সিয়াম পালন করতে চাও তবে মুহার্‌রম মাসে সিয়াম পালন করবে। কেননা তা আল্লাহ্‌র মাস। অর্থাৎ- তা হারাম মাসের একটি।

(وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ) আর সলাতের ব্যাপারে 'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহঃ) বলেন, এতে দলীল রয়েছে এবং 'উলামাহ্‌গণের ঐকমত্যও রয়েছে যে, দিনের নাফ্‌ল 'ইবাদাতের তুলনায় রাত্রের নাফ্‌ল 'ইবাদাতই উত্তম।

আর এতে আবূ ইসহাক্ব আল মারূযী-এর দলীল রয়েছে, তার মত হলো, ধারাবাহিক সুন্নাত (দৈনন্দিন ১২ রাক্‘আত) এর চাইতে রাতের নাফ্‌ল সলাতই উত্তম। তবে অধিকাংশ 'উলামার মতে দৈনন্দিন ১২ রাক্‘আতই উত্তম। কারণ তা ফার্‌যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

٢٠٤٠ - [٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرّٰى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهٗ عَلٰى غَيْرِهٖ إِلَّا هٰذَا الْيَوْمَ: يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَهٰذَا الشَّهْرُ يَعْنِيْ شَهْرَ رَمَضَانَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২০৪০-[৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কখনো নাবী (সাঃ)-কে সওম পালনের ক্ষেত্রে 'আশূরার দিনের সওম ছাড়া অন্য কোন দিনের সওমকে এবং এ মাস (অর্থাৎ-) রমাযান ছাড়া অন্য কোন মাসের সওমকে অধিক মর্যাদা দিতে দেখিনি। (বুখারী, মুসলিম)[৮৫]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসের ক্ষেত্রে 'আল্লামাহ্ আস্‌ক্বালানী (রহঃ) বলেন, ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) (هٰذَا الشَّهْرُ) "এই মাস পর্যন্ত বলেছেন"-এর দ্বারা তিনি ইঙ্গিত করেছেন, তিনি যেন রমাযান এবং 'আশূরার আলোচনাকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন। আর এ কারণে তার থেকে যিনি বর্ণনা করেছেন তিনি (يَعْنِيْ شَهْرَ) অর্থাৎ- রমাযান কথাটি বললেন, কিংবা রাবী তা সীমাবদ্ধতার দৃষ্টিতে গ্রহণ করলেন যে, রমাযান ব্যতীত কোন মাসেই তিনি (সাঃ) পূর্ণ সিয়াম পালন করেননি। যেমন ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, আমি নাবী (সাঃ)-কে রমাযান ব্যতীত অন্য কোন মাসেই পূর্ণ করে সিয়াম পালন করতে দেখিনি।

'আল্লামাহ্ শাওকানী (রহঃ) বলেন, আলোচ্য হাদীসটি এ মর্মে চাহিদা রাখে যে, রমাযানের পর সর্বোত্তম সিয়াম হলো 'আশূরার সিয়াম।

[৮৪] সহীহ : মুসলিম ১১৬৩, আবূ দাউদ ২৪২৯, তিরমিযী ৪৩৮, নাসায়ী ১৬১৩, আহমাদ ৮৫৩৪, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ১১৩৪, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১১৫৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৪২১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৬৩৬, ইরওয়া ৯৫১, সহীহ আত্ তারগীব ৬১৫।

[৮৫] সহীহ : বুখারী ২০০৬, মুসলিম ১১৩২, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ৭৮৩৭, আহমাদ ৩৪৭৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৩৯৮।

Contents

٢٠٤١ -[٦] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّهُ يَوْمٌ يُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارٰى. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لَئِنْ بَقِيتُ إِلٰى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২০৪১-[৬] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে (এ হাদীসটিও) বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, যে সময় রসূলুল্লাহ ﷺ 'আশূরার দিন সওম রেখেছেন; আর সহাবীগণকেও রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। সহাবীগণ আরয করেন, হে আল্লাহর রসূল! এদিন তো ঐদিন, যেটি ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ! (আর যেহেতু ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের আমরা বিরোধিতা করি, তাই আমরা সওম রেখে তো এ দিনের গুরুত্ব প্রদানের ব্যাপারে তাদের সহযোগিতা করছি)। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যদি আমি আগামী বছর জীবিত থাকি, তাহলে অবশ্য অবশ্যই নয় তারিখেও সওম রাখবো। (মুসলিম)[৮৬]

ব্যাখ্যা : অপর বর্ণনায় রয়েছে, যখন আগামী বছর আসবে তখন ৯ম তারিখেও সিয়াম রাখব ইন্‌শাআল্লাহ, কিন্তু আগামী বছর না আসতেই নাবী ﷺ ইন্তিকাল করেছেন। এর অর্থ হলো, ১০ম তারিখের সাথে নবম তারিখেও সিয়াম রাখব আহলুল কিতাদের (ইয়াহূদী ও নাসারাদের) বিপরীত করার জন্য।

আহমাদের বর্ণনায় অন্যভাবে ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে, তোমরা 'আশূরার সিয়াম পালন কর এবং ইয়াহূদীদের বিপরীত কর (ইয়াহূদীরা শুধু ১০ম তারিখে সিয়াম পালন করত) এবং তার পূর্বে একদিন অথবা তার পরে একদিন সিয়াম পালন কর, অর্থাৎ- ৯ ও ১০ অথবা ১০ ও ১১ তারিখে সিয়াম পালন কর। আর এটাই ছিল নাবী ﷺ-এর শেষ জীবনের নির্দেশ। নাবী ﷺ বিশেষ করে মূর্তিপূজকদের বিরোধিতার ক্ষেত্রে শারী'আতের নির্দিষ্ট বিধান না আশা পর্যন্ত ইয়াহূদীদের সাথে সমন্বয় রেখে চলাই পছন্দ করতেন। অতঃপর যখন মাক্কাহ্ বিজয় হলো ইসলামের নির্দেশগুলো ব্যাপকতা লাভ করল, তখন তিনি (ﷺ) আহলে কিতাবদের বিপরীত করাই ভালোবাসতেন। যেমন বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নাবী ﷺ বললেন, আমরা মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর অনুসরণের ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে বেশি হাক্বদার, আর আমি তাদের (আহলে কিতাব) বিপরীত করতে ভালোবাসি। অতঃপর বিপরীত করার জন্য 'আশূরার ১০ম তারিখের আগে-পরে একদিন সিয়াম পালনের নির্দেশ দিলেন। তবে হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী ৯ ও ১০ তারিখ সওম পালনই উত্তম।

٢٠٤٢ -[٧] وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ: أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلٰى بَعِيرِهٖ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২০৪২-[৭] উম্মুল ফায্‌ল বিনতু হারিস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার 'আরাফার দিন আমার সামনে কিছু লোক রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সওম সম্পর্কে তর্কবিতর্ক করছিল। কেউ বলছিল, তিনি (ﷺ) আজ সওমে আছেন। আর কেউ বলছিল, না, আজ তিনি (ﷺ) সায়িম নন। তাদের এ তর্কবিতর্ক দেখে আমি

[৮৬] সহীহ : মুসলিম ১১৩৪, ইবনু মাজাহ ১৭৩৬, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৯৩৮১, আহমাদ ৩২১৩, সহীহ আল জামি' ৫০৬২।

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এক কাপ দুধ পাঠালাম। তিনি (ﷺ) তখন 'আরাফাতের ময়দানে নিজের উটের উপর বসা ছিলেন। তিনি (ﷺ) (পেয়ালা হাতে নিয়ে) দুধ পান করলেন। (মুসলিম)[৮৭]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ বাজী (রহঃ) বলেন, নাবী ﷺ তার সিয়াম ভাঙ্গানোটা মানুষদের দেখানোর জন্যই উক্ত স্থানে দুধ পান করলেন, যাতে সহাবায়ে কিরামগণ শার'ঈ বিধান সম্পর্কে অবগত হতে পারে। আলোচ্য হাদীসের চাহিদা এবং মায়মূনাহ্ রাঃ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসেও আরাফার সিয়াম মুস্তাহাব হওয়ার কোন দলীল নেই। কিন্তু ক্বাতাদাহ্ রাঃ বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, নিশ্চয়ই 'আরাফার সিয়াম আগে ও পরের এক বছরের গুনাহ মাফের কাফ্ফারাহ্। 'আল্লামাহ্ যুরক্বানী (রহঃ) বলেন, 'আরাফার দিনে হাজীদের জন্য সিয়াম রাখার চেয়ে তা বর্জন করাই উত্তম। কেননা নাবী ﷺ তা নিজের জন্য পছন্দ করেছেন।

'আল্লামাহ্ খাত্ত্বাবী তাঁর "আল মা'আলিম" নামক গ্রন্থের ২/১৩১ পৃঃ 'আরাফার দিনের সিয়াম পালনের নিষেধ সংক্রান্ত আবূ হুরায়রার বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করার পর বলেন, এ নিষেধাজ্ঞাটা মুস্তাহাবের জন্য, তা আবশ্যকতার জন্য নয়। আর নিষেধের কারণ হলো, যাতে মানুষ সিয়ামের কারণে দু'আ, তাসবীহ ও তাহলীল হতে দুর্বল না হয়ে পড়ে। উক্ত যারা 'আরাফার ময়দানে উপস্থিত হননি তাদের জন্য ঐ দিনের সওম অন্য যে কোন দিনের নাফ্ল সওম পালনের চেষ্টা উত্তম, কেননা নাবী ﷺ বলেছেন : 'আরাফার সিয়াম আগে ও পরের বছরের গুনাহের কাফ্ফারাহ্।

٢٠٤٣ -[٨] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২০৪৩-[৮] 'আয়িশাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে কখনো 'আশ্‌র-এ (অর্থাৎ- যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশকে) সওম পালন করতে দেখিনি। (মুসলিম)[৮৮]

ব্যাখ্যা : অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশকে সিয়াম পালন করতে কখনই দেখিনি। অন্যদিকে ক্বাতাদাহ্ রাঃ বর্ণিত হাদীসে যিলহাজ্জ মাসের ৯ম তারিখের সিয়াম মুস্তাহাব বলা হয়েছে আর তা হলো 'আরাফার দিন। আবার হাফসাহ্ রাঃ বর্ণিত হাদীসে, নাবী ﷺ এ সিয়াম কখনও পরিত্যাগ করেননি মর্মে দলীল পাওয়া যায়।

কাজেই 'আয়িশাহ্ রাঃ বর্ণিত হাদীসের জবাবে বলা যায় যে, তার সিয়াম পালন না করার কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অসুস্থতা ও সফর অবস্থায় সিয়াম পালন না করা। অথবা তিনি নাবী ﷺ-কে সিয়াম পালন করতে দেখেননি, আর তার না দেখাটা সিয়াম পালন না করা বুঝায় না। কারণ যখন নাফী (না-বাচক) ও ইস্‌বাত (হ্যাঁ-বাচক) বৈপরীত্যপূর্ণ হয় তখন হ্যাঁ-বাচকটাই গ্রহণযোগ্যতা পায়।

٢٠٤٤ -[٩] وَعَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ كَيْفَ تَصُوْمُ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ قَوْلِهٖ. فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ غَضَبَهٗ قَالَ رَضِيْنَا بِاللهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا نَعُوْذُ بِاللهِ

[৮৭] সহীহ : বুখারী ১৯৮৮, মুসলিম ১১২৩, আবূ দাউদ ২৪৪১, মুয়াত্ত্বা মালিক ১৩৮৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৬০৬।

[৮৮] সহীহ : মুসলিম ১১৭৬, তিরমিযী ৭৫৬, আহমাদ ২৪১৪৭, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২১০৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৩৯৪।

مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُوْلِهِ فَجَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يُرَدِّدُ هٰذَا الْكَلَامَ حَتّٰى سَكَنَ غَضَبُهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ مَنْ يَصُوْمُ الدَّهْرَ كُلَّهُ قَالَ: «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ». أَوْ قَالَ: «لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ». قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ: «وَيُطِيقُ ذٰلِكَ أَحَدٌ». قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُوم يَوْمًا وَيفْطر يَوْمًا قَالَ: «ذٰلِكَ صَوْمُ دَاوُدَ ﷺ» قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ: «وَدِدْتُ أَنِّيْ طُوِّقْتُ ذٰلِكَ». ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلٰى رَمَضَانَ فَهٰذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِيْ بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২০৪৪-[৯] আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খিদমাতে হাযির হয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি কিভাবে সওম রাখেন? তার কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাগান্বিত হলেন। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর রাগ দেখে বলে উঠলেন, *"রযীনা- বিল্লা-হি রব্বান, ওয়াবিল ইসলা-মি দীনান, ওয়াবি মুহাম্মাদিন নাবিয়্যা। না'উযুবিল্লা-হি মিন গযাবিল্লা-হি ওয়া গযাবি রসূলিহী"* (অর্থাৎ- আমরা রব হিসেবে আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট। দীন হিসেবে ইসলামের ওপর সন্তুষ্ট। আর নাবী হিসেবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর সন্তুষ্ট। আমরা আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের গযব হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।) 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ বাক্যগুলো বার বার আওড়াতে থাকেন। এমনকি এ সময় রসূলের রাগ প্রশমিত হলো। এরপর 'উমার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! যে ব্যক্তি একাধারে সওম রাখে তার কী হুকুম? তিনি বললেন, সে ব্যক্তি না সওম রেখেছে, আর না ছেড়েছে। অথবা তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, না সওম রেখেছে আর না সওম ছেড়ে দিয়েছে। (অর্থাৎ- এখানে বর্ণনাকারীর সন্দেহ রসূলুল্লাহ কি لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ বলেছেন, না কি لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ বলেছেন)। তারপর 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করলেন, ওই ব্যক্তির ব্যাপারে কি হুকুম, যে দু' দিন সওম রাখে আর একদিন তা ছাড়া থাকে। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : কেউ কী এমন শক্তি রাখে? তারপর 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, ওই ব্যক্তির ব্যাপারে কি হুকুম, যে একদিন রাখে আর একদিন রাখে না? এবার তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এটা হলো দাউদ (আলায়হিস সালাম)-এর সওম। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা ওই ব্যক্তির ব্যাপারে কি হুকুম যে, একদিন সওম রাখে আর দু'দিন রাখে না। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি এটা পছন্দ করি যে, এতটুকু শক্তি আমার সংগ্রহ হোক। এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এক রমাযান থেকে আর এক রমাযান পর্যন্ত প্রতি মাসের তিনটি সওম একাধারে রাখার সমান। 'আরাফার দিনের সওমের ব্যাপারে আমি আশা করি আল্লাহ এর আগের ও পরের বছরের সব গুনাহ মাফ করে দেবেন। আর 'আশূরার দিনের সওমের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আমার প্রত্যাশা, আল্লাহ এর দ্বারা আগের বছরের সব গুনাহ মাফ করে দেবেন। (মুসলিম)[৮৯]

ব্যাখ্যা : প্রতিমাসে তিনদিন সিয়াম পালন করা বাহ্যিকভাবে পূর্ণ বছরেরই সিয়াম হবে, কেননা তার প্রতিদান বা নেকী হলো দশগুণ। কাজেই যে ব্যক্তি মাসের তিনদিন সিয়াম পালন করবে তা পূর্ণ মাস সিয়াম পালনের মতই আর বছরের প্রতি মাসে তিনদিন সিয়াম পালন পূর্ণ বছরের সিয়ামের মতই। আর صيام

[৮৯] সহীহ : মুসলিম ১১৬২, আবূ দাউদ ২৪২৫, তিরমিযী ৭৫২, ইবনু মাজাহ ১৭৩৮, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২০৮৭, শু'আবুল ঈমান ৩৮৮৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৬৩২, ইরওয়া ৯২৫, সহীহ আত্ তারগীব ১০১৭, সহীহ আল জামি' ৩৮৩৫।

رمضان الى رمضان দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রমাযান মাসের সিয়ামের সাথে শাও্ওয়াল মাসের ছয়টি সিয়াম পালন পূর্ণ বছরেরই সিয়াম। যেমন আবূ আইয়ূব (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সামনে আসবে এবং 'আবদুল্লাহ বিন 'আম্‌র (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, প্রতি মাসে তিনদিন সিয়াম পালন কর। কেননা তার নেকী হবে দশগুণ এবং এটাই পূর্ণ বছরের সিয়াম।

٢٠٤٥ - [١٠] وَعَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ الِاثْنَيْنِ فَقَالَ: «فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২০৪৫-[১০] আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে সোমবারের সওম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি (ﷺ) বললেন : এ দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এ দিনে আমার ওপর (কুরআন) নাযিল করা হয়েছে। (মুসলিম)[৯০]

ব্যাখ্যা : বায়হাক্বীর অপর বর্ণনায় রয়েছে, 'উমার (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রসূল! যে সোমবারে সিয়াম পালন করে তার ব্যাপারে আপনি কি বলেন? জবাবে তিনি (ﷺ) বললেন, এ দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এ দিনেই আমাকে নবূওয়াত দান করা হয়েছে। আর এটা এ কথাই সমর্থন করে যে, এখানে জিজ্ঞাসাবাদটা শুধু সিয়ামের ব্যাপারে, সিয়ামের আধিক্যের ব্যাপারে নয়। আর আলোচ্য হাদীসে প্রমাণিত হয় যে, সোমবারে সিয়াম পালন করা মুস্তাহাব। আর নিশ্চয়ই উক্ত দিনের সম্মান করা উচিত, যে দিনে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাকে নি'আমাত দান করেছেন। সিয়ামের মাধ্যমে ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যমে উক্ত দিনের সম্মান করা কর্তব্য। আর আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর বর্ণনায় সোমবার ও বৃহস্পতিবার সিয়াম পালন করার কারণ রয়েছে যে, এ দিনে 'আমালনামা উঠানো হয়, আর নাবী (ﷺ) সিয়াম অবস্থায় 'আমালনামা উঠানোকে ভালোবাসতেন।

٢٠٤٦ - [١١] وَعَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ فَقُلْتُ لَهَا: مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُوْمُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِيْ مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُوْمُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২০৪৬-[১১] মু'আযাহ্ 'আদাবিয়্যাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) কি প্রতি মাসে তিনটি করে (নাফ্ল সওম) রাখতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর আবার আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, মাসের কোন্ দিনগুলোতে তিনি (ﷺ) সওম রাখতেন? তিনি বললেন, মাসের বিশেষ কোন দিনের সওমের প্রতি লক্ষ্য করতেন না। (মুসলিম)[৯১]

ব্যাখ্যা : ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, নিশ্চয়ই নাবী (ﷺ) আইয়্যামে বীজ-এর সিয়াম সফরে কিংবা মুক্বীম অবস্থায় কখনও পরিত্যাগ করতেন না। আর হাফসাহ্ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, নাবী (ﷺ) প্রতি মাসে তিনদিন সিয়াম পালন করতেন। যথাক্রমে সোমবার বৃহস্পতিবার এবং পরবর্তী সপ্তাহের সোমবার। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে শনি, রবি ও সোমবারের কথাও রয়েছে। এ মর্মে

---

[৯০] সহীহ : মুসলিম ১১৬২, আবূ দাউদ ২৪২৬, আহমাদ ২২৫৫০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৪৩৪, শু'আবুল ঈমান ১৩২৩।

[৯১] সহীহ : মুসলিম ১১৬০, আবূ দাউদ ২৪৫০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৪৪৮, ইবনু মাজাহ ২৫১২৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৬৫৭, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২১৩০।

'আল্লামাহ্ আস্‌ক্বালানী (রহঃ) বলেন, যে ব্যাপারে নাবী ﷺ-এর নির্দেশ, উৎসাহ ও ওয়াসিয়্যাত প্রকাশ পায় তা অন্যের তুলনায় উত্তম।

অতএব ব্যস্ততায় যা ছেড়ে দিয়েছেন, কিংবা তা বৈধতা বর্ণনা করার জন্য করেছেন, প্রত্যেকটি নিজ নিজ অবস্থানে উত্তম, তবে আইয়্যামে বীজ-এর সিয়াম অগ্রগণ্য হবে। তা মাসের মধ্যবর্তী 'ইবাদাত হওয়ায়।

٢٠٤٧ ـ[١٢] وَعَنْ أَبِيْ أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهٗ حَدَّثَهٗ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهٗ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২০৪৭-[১২] আবূ আইয়ূব আল আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি রমাযান মাসের সওম রাখবে। এরপর সে শাওওয়াল মাসের ছয়টি সওমও রাখবে তাহলে সে একাধারে সওম পালনকারী গণ্য হবে। (মুসলিম)[৯২]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে দলীল রয়েছে যে, শাওওয়াল মাসে ছয়টি সিয়াম পালন করা মুস্তাহাব। আর এটাই ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম আহমাদ, দাউদ (রহঃ) এবং হানাফী মাযহাবের মুতাআখ্‌খিরীন 'উলামাগণের মত। তবে ইমাম মালিক ও ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মতে এ সিয়াম পালন করা মাকরূহ।

কতিপয় হানাফী 'আলিমগণ বলেন যে, ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর শাওওয়াল মাসের ছয়টি সিয়াম পালন করা মাকরূহ বলা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : ঈদুল ফিত্‌রের দিনসহ পরবর্তী পাঁচদিন সিয়াম পালন করা মাকরূহ। ঈদুল ফিত্‌র বাদে পরবর্তী ছয়দিন সিয়াম পালন করলে তা কখনই মাকরূহ হবে না। বরং তা মুস্তাহাব এবং সুন্নাত।

٢٠٤٨ ـ[١٣] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২০৪৮-[১৩] আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার দিন সওম পালন করতে রসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন। (বুখারী, মুসলিম)[৯৩]

ব্যাখ্যা : সহীহ মুসলিমে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, নাবী ﷺ ঈদের সলাত আদায় করলেন, অতঃপর মানুষদের উপলক্ষে খুৎবাহ্ প্রদান করলেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই নাবী ﷺ এ দু'দিনে (ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহা) সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন। একদিন তোমাদের সিয়াম (রমাযানের সিয়াম) ভঙ্গের দিন আর অপরদিন কুরবানী ভক্ষণের দিন। আলোচ্য হাদীসটি উল্লেখিত দু'দিনে সিয়াম পালন করা হারাম হওয়ার জন্য দলীল। কেননা نَهْى-এর মৌলিকত্ব হলো হারাম সাব্যস্ত করা। আর সকল 'উলামাগণ এ মতই প্রদান করেছেন। 'আল্লামাহ্ ইবনুল কুদামাহ্ (রহঃ) বলেন, সকল বিদ্বানগণ এই মর্মে একমত হয়েছেন যে, উল্লেখিত দু'দিনে (ঈদুল ফিত্‌র ও আযহা) নাফ্‌ল সিয়াম, মানৎ-এর সিয়াম, ক্বাযা সিয়াম ও কাফ্‌ফারার সিয়াম পালন করা নিষিদ্ধ ও হারাম। এ মর্মে ইবনু আযহারের ক্রীতদাস আবূ 'উবায়দ

---

[৯২] **সহীহ :** মুসলিম ১১৬৪, তিরমিযী ৭৫৯, আবূ দাউদ ২৪৩৩, দারিমী ১৭৫৪, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২১১৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৬৩৪, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ৭৯১৮, আহমাদ ২৩৫৩৩, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৩৯০৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৪৩১, সহীহ আত্ তারগীব ১০০৬।

[৯৩] **সহীহ :** বুখারী ১৯৯১, মুসলিম ৮২৭, সহীহ আল জামি' ৬৯৬২, আহমাদ ১১৪১৭, ইরওয়া ৯৬২।

(রহঃ) এর সূত্রে উপরে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। আর আবূ হুরায়রাহ্ ও আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বুখারী ও মুসলিমে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে, এবং এরই উপরে ইমাম নাবাবী, হাফিয আস্ক্বালানী, যুরক্বানী, আয়নী প্রমুখগণের ইজমা রয়েছে।

٢٠٤٩ ـ[١٤] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا صَوْمَ فِيْ يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالضُّحٰى». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২০৪৯-[১৪] আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী (রাঃ) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : দু' দিন কোন সওম নেই। ঈদুল ফিত্‌র আর ঈদুল আযহা। (বুখারী, মুসলিম)[৯৪]

ব্যাখ্যা : এখানে প্রমাণিত হয় যে, ঈদুল ফিত্‌র ও আযহার দিনে সিয়াম পালন করা হারাম হওয়ায় উক্ত দিন দু'টি সিয়াম পালনের জন্য উপযুক্ত নয়। অতএব তাতে মানৎ-এর সিয়াম পালনও বৈধ নয়। আর আইয়্যামে তাশরীকের হুকুম ও অনুরূপ, অতি শীঘ্রই তার বর্ণনা আসবে। আর ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহাকে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করার কারণ হলো, এ দু'টি দিন হলো মূল, আর আইয়্যামে তাশরীক ঈদুল আযহার দিনের অনুগামী হওয়ায় আলোচ্য হাদীসে আইয়্যামে তাশরীক্ব আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

٢٠٥٠ ـ[١٥] وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২০৫০-[১৫] নুবায়শাহ্ আল হুযালী (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : 'আইয়্যামুত তাশরীক' হলো খানাপিনার ও পান করার এবং আল্লাহর যিক্‌র করার দিন। (মুসলিম)[৯৫]

ব্যাখ্যা : আইয়্যামে তাশারীক হলো কুরবানীর পরবর্তী তিনদিন, অর্থাৎ- কুরবানীর দিন ব্যতীত তার পরবর্তী তিনদিন এবং এটাই ইবনু 'উমার ও অধিকাংশ 'উলামাহ্‌গণের সিদ্ধান্ত। তন্মধ্যে যথাক্রমে চার ইমাম ও তাদের অনুসারীগণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে ইবনু 'আব্বাস ও 'আত্বা (রাঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, আইয়্যামে তাশরীক্ব হলো চারদিন, কুরবানীর দিন ও তার পরবর্তী তিনদিন। আর 'আত্বা (রাঃ) তার নামকরণ করেছেন আইয়্যামে তাশরীক্ব। তবে প্রথম বর্ণিত হাদীস, নাবী (ﷺ) আইয়্যামে তাশরীক্বের দিনে সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন, আর তা হলো কুরবানীর পরবর্তী তিনদিন। আর ইয়া'লা (রাঃ) অনুরূপ শব্দে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) বছরে পাঁচদিনে সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন। যথাক্রমে ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহা ও আইয়্যামে তাশরীক্বের দিন। কুরবানীর গোশ্‌ত সূর্যের আলোয় ছড়িয়ে দিয়ে শুকানো হতো বিধায় এর নাম আইয়্যামে তাশরীক্ব নামকরণ করা হয়েছে।

কারো মতে হাদী এবং কুরবানী সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত যাবাহ করা হয় না, বিধায় এর নামকরণ করা হয়েছে আইয়্যামে তাশ্‌রীক। আর আলোচ্য হাদীসে (ذِكْرِ اللهِ) দ্বারা আল্লাহ তা'আলার এ কথার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে :

---

[৯৪] সহীহ : বুখারী ১১৯৭, মুসলিম ৮২৭, ইবনু মাজাহ ১৭২১, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৯৭৬৯, আহমাদ ১১৮০৪, সহীহ আল জামি' ৭৩০৪।

[৯৫] সহীহ : মুসলিম ১১৪১, আবূ দাউদ ২৮১৩, নাসায়ী ৪২৩০, আহমাদ ২০৭২২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪১৬৮, ইরওয়া ৯৬৩।

﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ﴾

"তোমরা নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহকে স্মরণ করবে।" (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২০৩)

অর্থাৎ- এ দিনে নাবী ﷺ সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি (ﷺ) তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহর যিক্‌র করতে যাতে কুপ্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকা যায়।

٢٠٥١ -[١٦] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَصُوْمُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُوْمَ قَبْلَهٗ أَوْ يَصُوْمَ بَعْدَهٗ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২০৫১-[১৬] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন জুমু'আর দিন সওম না রাখে। হ্যাঁ, জুমু'আর আগের অথবা পরের দিনসহ সওম রাখতে পারে। (বুখারী, মুসলিম)[৯৬]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটি এককভাবে জুমু'আর দিনে সিয়াম পালন হারাম হওয়ার উপর দলীল। উক্ত দিনে তার জন্য সিয়াম পালন বৈধ যে তার (জুমু'আর দিনের) আগে ও পরে সিয়াম পালন করবে। এককভাবে সিয়াম পালন করলে (জুমু'আর দিনে) সিয়াম ভঙ্গ করা ওয়াজিব।

সহীহুল বুখারী ও আবূ দাউদ-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, জুয়াইরিয়াহ্ رضي الله عنها নাবী ﷺ-এর নিকট প্রবেশ করলেন, আর তিনি ছিলেন সায়িম (রোযাদার)। নাবী ﷺ তাকে বললেন, তুমি কি গতকাল সিয়াম রেখেছিলে? জবাবে তিনি বললেন, না। নাবী ﷺ বললেন, তুমি কি আগামীকাল সিয়াম রাখবে? তিনি বললেন না। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তবে সিয়াম ভঙ্গ কর। আর আম্‌রের মৌলিকত্ব হল আবশ্যক। আলোচিত হাদীসটি তারই সিয়াম পালন বৈধতার প্রমাণ করছে, যে জুমু'আর দিনের সাথে অন্য কোন দিনের সিয়ামযুক্ত করবে। যেমন আইয়্যামে বীয-এর সিয়াম। অথবা নির্দিষ্ট দিনের সিয়াম যদি জুমু'আর দিন অনুযায়ী হয় যেমন 'আরাফার দিনের সিয়াম, অথবা একদিন সিয়াম পালন ও একদিন (দাউদ আলায়হিস্ সালাম-এর সুন্নাত) ইফত্বারকারী ব্যক্তির সিয়াম যদি জুমু'আর দিনে হয় তবে অবশ্যই তা বৈধ।

হাফিয আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, এককভাবে জুমু'আর দিনে সিয়াম পালন নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে, তন্মধ্যে একটি হলো, তা (সাপ্তাহিক) ঈদের দিন, আর ঈদের দিনে সিয়াম পালন করা যাবে না। আবূ সা'ঈদ আল খুদ্‌রী رضي الله عنه হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ বলেছেন : ঈদের দিনে কোন সিয়াম নেই এবং এটাই বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য মত। এর সমর্থনে আরো দু'টি হাদীস রয়েছে।

১. আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের ঈদের দিনকে সিয়ামের দিন বানিও না। তবে আগে ও পরে একদিন করে যে পালন করবে সে ব্যতীত।

২. 'আলী رضي الله عنه হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি কোন মাসে সিয়াম পালন করতে চায়, সে যেন বৃহস্পতিবারে পালন করে, তবে জুমু'আর দিনে যেন সিয়াম পালন না করে। কেননা তা খাওয়া, পান করা ও যিক্‌র-আযকারের দিন।

[৯৬] **সহীহ :** বুখারী ১৯৮৫, মুসলিম ১১৪৪, তিরমিযী ৭৪৩, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৯২৪০, সহীহ আত্ তারগীব ১০৪৬, আবূ দাউদ ২০৯১, ইরওয়া ৯৫৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৬১৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৪৮৮।

٢٠٥٢ - [١٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِيْ وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيْ صَوْمٍ يَصُوْمُهُ أَحَدُكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২০৫২-[১৭] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : অন্যান্য রাতগুলোর মধ্যে লায়লাতুল জুমু'আকে 'ইবাদাত বন্দেগীর জন্য খাস করো না। আর ইয়াওমুল জুমু'আকেও (জুমু'আর দিন) অন্যান্য দিনের মধ্যে সওমের জন্য নির্দিষ্ট করে নিও না। তবে তোমাদের কেউ যদি আগে থেকেই অভ্যস্ত থাকে, জুমু'আহ্ ওর মধ্যে পড়ে যায়, তাহলে জুমু'আর দিন সওমে অসুবিধা নেই। (মুসলিম)[৯৭]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে জুমু'আর দিনের রাতে নাফ্‌ল 'ইবাদাত এবং কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে উক্ত রাতকে নির্দিষ্ট করা হারাম হওয়ার উপর দলীল রয়েছে। তবে সহীহ হাদীস দ্বারা যা প্রমাণিত রয়েছে তা ব্যতীত, যেমন এই রাতে সূরাহ্ আল কাহ্‌ফ তিলাওয়াত করা। কেননা জুমু'আর রাতে তা তিলাওয়াত করার বিশুদ্ধ বর্ণনা রয়েছে। আর এটাও প্রমাণিত হয় যে, সলাতুর্ রগায়িব (যা রজব মাসের প্রথম জুমু'আর রাতে আদায় করা হয়) শারী'আতসম্মত নয়। 'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহঃ) বলেন, এ হাদীসে অন্যান্য রাতগুলোর মধ্য হতে জুমু'আর রাতকে বিশেষ সলাতের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করার নিষেধাজ্ঞাটা সুস্পষ্ট। আর এ মর্মে প্রমাণও রয়েছে, এবং এটার কারাহিয়্যাতের ব্যাপারে সকলেই একমত। আর 'উলামাগণ সলাতুর্ রগায়িব নামক বিদ্'আত, ঘৃণিত হওয়ার উপর দলীল গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তার আবিষ্কারকের উপর লা'নাত করুন, কেননা তা ঘৃণিত বিদ্'আত।

٢٠٥٣ - [١٨] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيْفًا». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২০৫৩-[১৮] আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি একদিন আল্লাহর পথে (অর্থাৎ- জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ-এর সময় খালিসভাবে আল্লাহর জন্য) সওম রাখে, আল্লাহ তা'আলা তার মুখমণ্ডলকে (অর্থাৎ- তাকে) জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে রাখবেন। (বুখারী, মুসলিম)[৯৮]

ব্যাখ্যা : আন্ নিহায়াতে রয়েছে سَبِيْلِ اللهِ টি ব্যাপক। যা সকল প্রকার একনিষ্ঠ 'ইবাদাত যা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথে চলা যায়। যেমন ফারয 'ইবাদাত, নাফ্‌ল 'ইবাদাত ও অন্যান্য নাফ্‌ল 'ইবাদাত। আর যখন سَبِيْلِ اللهِ টি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হয় যেন তা জিহাদের উপরই প্রাধান্য পায়।

কেউ বলেছেন, এর দ্বারা যুদ্ধ ও জিহাদ উদ্দেশ্য, অর্থাৎ- যে ব্যক্তি যুদ্ধরত অবস্থায় সিয়াম পালন করবে। 'আল্লামাহ্ 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী এ মতকেই যথার্থ বলেছেন। আর এর সমর্থনে আবূ হুরায়রাহ্

---

[৯৭] সহীহ : মুসলিম ১১৪৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৪৯০, সহীহাহ্ ৯৮০, সহীহ আল জামি' ৭২৫৪।

[৯৮] সহীহ : বুখারী ২৮৪০, মুসলিম ১১৫৮, নাসায়ী ২২৪৫, ইবনু মাজাহ ১৭১৭, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ৯৬৮৪, আহমাদ ১১৪০৬, দারিমী ২৪৪৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৮৫৭৬, সহীহ আল জামি' ৬৩২৯।

-এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, এমন কোন পাহারাদার নেই, যে আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দিবে, অতঃপর আল্লাহর রাস্তায় সিয়াম পালন করবে। (তার জন্য উল্লেখিত পুরস্কার) এখানে خريف অর্থাৎ- নির্দিষ্ট সময়কাল, যা দ্বারা বছর উদ্দেশ্য। কেননা খরীফ বছরে একবারই আসে, কাজেই খরীফ গত হওয়ার পর অর্থ হলো বছর অতিবাহিত হওয়া।

٢٠٥٤ -[١٩] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَا عَبْدَ اللهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟» فَقُلْتُ: بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ. صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ. صُمْ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَاقْرَأِ الْقُرْاٰنَ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ». قُلْتُ: إِنِّيْ أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: «صُمْ أَفْضَلَ الصَّوْمِ صَوْمَ دَاوُدَ: صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ. وَاقْرَأْ فِيْ كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةً وَلَا تَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২০৫৪-[১৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ইবনুল 'আস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : হে 'আবদুল্লাহ! আমি জানতে পেরেছি, তুমি দিনে সওম রাখো ও রাত জেগে সলাত আদায় করো। আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! তিনি () বললেন : না, (এরূপ) করো না। সওম রাখবে, আবার ছেড়ে দেবে। সলাত আদায় করবে, আবার ঘুমাবে। অবশ্য অবশ্যই তোমার ওপর তোমার শরীরের হাক্ব আছে, তোমার চোখের ওপর হাক্ব আছে, তোমার ওপর তোমার স্ত্রীর হাক্ব আছে। তোমার মেহমানদেরও তোমার ওপর হাক্ব আছে। যে সবসময় সওম রাখে সে (যেন) সওমই রাখল না। অবশ্য প্রতি মাসে তিনটি সওম সবসময়ে সওম রাখার সমান। অতএব প্রতি মাসে (আইয়্যামে বীযে অথবা যে কোন দিনে তিনদিন) সওম রাখো। এভাবে প্রতি মাসে কুরআন পড়বে। আমি নিবেদন করলাম, আমি তো এর চেয়ে বেশী করার সামর্থ্য রাখি। তিনি () বললেন, তাহলে উত্তম দাউদ 'আলায়হিস্ সালাম-এর সওম রাখো। একদিন রাখবে, আর একদিন ছেড়ে দেবে। আর সাত রাতে একবার কুরআন খতম করবে। এতে আর মাত্রা বাড়াবে না। (বুখারী, মুসলিম)[৯৯]

ব্যাখ্যা : আহমাদে রয়েছে যে, নাবী বললেন, মাসে কুরআন তিলাওয়াত কর। আমি ('আবদুল্লাহ বিন 'আম্‌র) বললাম, আমি তার চাইতে বেশি সক্ষম। তিনি () বললেন, প্রতি দশদিনে তিলাওয়াত কর। আমি বললাম আমি আরো বেশি সক্ষম। অতঃপর তিনি () বললেন, প্রতি তিনদিনে তিলাওয়াত (খতম) কর। বুখারীর অপর বর্ণনায় রয়েছে, তিনি () বললেন, প্রতি মাসে কুরআন তিলাওয়াত কর। 'আবদুল্লাহ বললেন, আমি এর চেয়ে বেশি পালনে সক্ষম। এমনকি নাবী তিন দিনের কথা বললেন।

'আয়িশাহ্-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, নাবী তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করতেন না এবং এ মতই ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর পছন্দ। যেমন আল মুগনী (২য় খণ্ড ১৮৪ পৃঃ) উল্লেখ রয়েছে। আর আবূ 'উবায়দ, ইসহাক্ব বিন রহ্ওয়াইহি-ও অনুরূপ মত গ্রহণ করেছেন।

---

[৯৯] **সহীহ :** বুখারী ১৯৭৫, ১৯৭৬, ৫০৫৪, মুসলিম ১১৫৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৭৩২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩২০, ইরওয়া ২০১৫, আহমাদ ৬৮৬৭, সহীহ আত্ তারগীব ২৫৮৭, সহীহ আল জামি' ৭৯৪২, ইবনু খুযায়মাহ্ ২১১০।

'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, আমার নিকট ইমাম আহমাদ-এর মতই অধিক গ্রহণযোগ্য, আর তিনি তিন দিনের কমে কুরআন খতম অপছন্দ করতেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٠٥٥ ـ[٢٠] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

২০৫৫-[২০] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সোমবার ও বৃহস্পতিবারে সওম রাখতেন। (তিরমিযী, নাসায়ী)[১০০]

ব্যাখ্যা : হাদীসটির শব্দবিন্যাস নাসায়ীর একটি বর্ণনায়। তার অপর বর্ণনায় রয়েছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সোমবার ও বৃহস্পতিবারে সিয়াম পালনের উপর উৎসাহ দিতেন।

অনুরূপ তিরমিযী ও ইবনু মাজাহতে রয়েছে, অর্থাৎ- তিনি (সাঃ) ঐ দু'দিনে সিয়াম পালনের ইচ্ছা করতেন এবং এ সিয়ামদ্বয়কে উত্তম মনে করতেন।

ইবনু মাজাহয় আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কেউ বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি সোম ও বৃহস্পতিবার সিয়াম পালন করেন, এর কারণ কি? তিনি (সাঃ) বললেন, সোম এবং বৃহস্পতিবারে আল্লাহ সকল মুসলিমদের ক্ষমা করেন।

٢٠٥٦ ـ[٢١] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِيْ وَأَنَا صَائِمٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২০৫৬-[২১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : সোমবার ও বৃহস্পতিবারে (আল্লাহর দরবারে বান্দার) 'আমাল পেশ করা হয়। তাই আমি চাই আমার 'আমাল পেশ করার সময় আমি সওম অবস্থায় থাকি। (তিরমিযী)[১০১]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ইবনুল মালিক (রহঃ) বলেন, এ হাদীস নাবী (সাঃ)-এর কথা (রাতের 'আমালনামা দিনের পূর্বে উঠানো হয় এবং দিনের 'আমালনামা রাতের পূর্বে উঠানো হয়)-এর বিরোধী নয়। কেননা رفع (উত্তোলন করা) ও عرض (উপস্থাপন করা) এর মাঝে পার্থক্য রয়েছে। কারণ সপ্তাহের মাঝে 'আমালনামাগুলো একত্রিত করা হয়, আর তা উল্লেখিত দু'দিনে আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থাপন করা হয়। সহীহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, মানুষের 'আমাল প্রতি জুমু'আয় (সপ্তাহে) দু'বার যথাক্রমে সোমবার ও বৃহস্পতিবার উপস্থাপন করা হয়। আর আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ঈমানদারদেরকে ক্ষমা করেন, তবে একে অপরের সাথে বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তি ব্যতীত। অতঃপর বলা হয় যে, তাদের মাঝে মীমাংসা হওয়া পর্যন্ত তাদের প্রতি লক্ষ্য কর।

---

[১০০] **সহীহ :** তিরমিযী ৭৪৫, নাসায়ী ২৩৬১, ইবনু মাজাহ ১৭৪০, সহীহ আত্ তারগীব ১০৪৪, সহীহ আল জামি' ৪৯৭০।

[১০১] **সহীহ লিগায়রিহী :** তিরমিযী ৭৪৭, শামায়িল ২৫৯, ইরওয়া ৯৫৯, সহীহ আত্ তারগীব ১০৪১, সহীহ আল জামি' ২৯৫৯।

'আল্লামাহ্ ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, এটি শা'বান মাসে 'আমালনামা উঠানোর হাদীসের বিরোধ নয়। নাবী ﷺ বলেন, নিশ্চয়ই এ মাসে 'আমাল উঠানো হয় আর আমি চাই যে, আমার 'আমালনামাটা সিয়াম অবস্থায় উঠানো হোক।

٢٠٥٧ - [٢٢] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

২০৫৭-[২২] আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আবূ যার! তুমি যখন কোন মাসে তিনদিন সওম পালন করতে চাও, তাহলে তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখে করবে। (তিরমিযী ও নাসায়ী)[১০২]

ব্যাখ্যা : নাসায়ীর অপর বর্ণনায় রয়েছে, নাবী ﷺ আমাদেরকে প্রতি মাসে তিনদিন আইয়্যামে বীয-এর সিয়াম যথাক্রমে ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে সিয়াম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। এখানে আইয়্যামে বীয-এর সিয়াম নির্ধারিত তিনদিন আদায় করা মুস্তাহাব হওয়ার দলীল রয়েছে। আর আইয়্যামে বীয-এর তিনটি সিয়াম যে মাসের মাঝামাঝিতে আদায় করা মুস্তাহাব– এ মর্মে 'উলামাগণের ঐকমত্য রয়েছে।

ইমাম নাবাবী যেমনটি বর্ণনা করেছেন। তবে আইয়্যামে বীয-এর সিয়ামের দিন নির্ধারণে মতপার্থক্য রয়েছে। জমহূর 'উলামাগণের মতে তা 'আরাবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ। আর কারো মতে ১২, ১৩ ও ১৪ তারিখ। তবে আবূ যার (রাঃ)-এর এ হাদীস দ্বারা তা প্রত্যাখ্যাত।

٢٠٥٨ - [٢٣] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ إِلٰى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

২০৫৮-[২৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ (কখনো) মাসের প্রথম তিনদিন সওম রাখতেন। আর খুব কম দিনই তিনি (ﷺ) জুমু'আর দিন সওম ছাড়তেন। (তিরমিযী, নাসায়ী। আর ইমাম আবূ দাউদ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ অর্থাৎ- "তিনদিন" পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।)[১০৩]

ব্যাখ্যা : আল ক্বামূস-এ উল্লেখ রয়েছে যে, غُرَّةِ হলো মাসের প্রথমাংশ। (মাসের প্রথমে তিনদিন সিয়াম পালন প্রসঙ্গে) বলা যায় যে, আলোচ্য হাদীস এবং 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই, কেননা নাবী ﷺ মাসের যে কোন দিনে সিয়াম পালন করতে কোন দ্বিধা করতেন না। আর এ রাবী অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাবী ﷺ এ অবস্থায় দেখেছেন, তাই তিনি আর জানা অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন। আর 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস, (নাবী ﷺ সোম ও বৃহস্পতিবারে সিয়াম পালন করতেন) তিনি যা জানতেন তাই বর্ণনা করেছেন। সুতরাং উভয়ের মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই। 'আল্লামাহ্ আল ক্বারী অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

---

[১০২] হাসান সহীহ : তিরমিযী ৭৬১, নাসায়ী ২৪২৪, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২১২৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৪৪৫, ইরওয়া ৯৪৭, সহীহ আত্ তারগীব ১০৩৮, সহীহ আল জামি' ৬৭৩, আহমাদ ২১৪৩৭।

[১০৩] হাসান : তিরমিযী ৭৪২, নাসায়ী ২৩৬৮, শামায়িল ২৫৭, আবূ দাউদ ২১১৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৬৪৫, সহীহ আল জামি' ৪৯৭২।

Contents

আর নাবী ﷺ জুমু'আর দিনে খুব কমই সওম ভঙ্গ করতেন। বরং এ দিনে বেশি বেশি সিয়াম পালন করতেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : নাবী ﷺ জুমু'আর দিনের আগে কিংবা পরের একদিন তার সাথে মিলিয়ে নিতেন। কেননা নাবী ﷺ কখনও এককভাবে জুমু'আর দিনে সিয়াম রাখতেন না।

٢٠٥٩ -[٢٤] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالْأَحَدَ وَالِاثْنَيْنِ وَمِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ الثُّلَاثَاءَ وَالْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيْسَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২০৫৯-[২৪] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কোন মাসে শনি, রবি, সোমবার, আবার কোন মাসে মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার দিন সওম রাখতেন। (তিরমিযী)[১০৪]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন, জুমু'আর দিন সিয়াম পালনের হাদীস পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে, সুতরাং নাবী ﷺ সপ্তাহের দিনগুলোকে পূর্ণ করতেন সিয়ামের মাধ্যমে। 'আল্লামাহ্ ইবনুল মালিক (রহঃ) বলেন, এর দ্বারা নাবী ﷺ-এর উদ্দেশ্য হলো বছরের সিয়াম হলো পূর্ণ সপ্তাহ অর্থাৎ- সপ্তাহের যে কোন দিন সিয়াম পালন করা যাবে। আর নাবী ﷺ ছয়দিন লাগাতার সিয়াম পালন করতেন না, যাতে উম্মাতের ইকতিদা করা কঠিন না হয়।

٢٠٦٠ -[٢٥] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنِيْ أَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلُهَا الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

২০৬০-[২৫] উম্মু সালামাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে প্রতি মাসে তিনটি সওম রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। (আর এ সওমের) শুরু সোমবার অথবা বৃহস্পতিবার থেকে করতে বলেছেন। (আবূ দাউদ, নাসায়ী)[১০৫]

ব্যাখ্যা : আহমাদ (২/২৮৭, ২৮৮ পৃঃ) নাসায়ী ও বায়হাক্বীর (৪/২৯৫) বর্ণনায় হাফসাহ্ رضي الله عنها-এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, নাবী ﷺ প্রতি মাসের তিনদিন সিয়াম পালন করতেন, যথাক্রমে সোমবার, বৃহস্পতিবার এবং পরবর্তী সপ্তাহের সোমবার। নাসায়ীতে উম্মু সালামাহ্ رضي الله عنها থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٢٠٦١ -[٢٦] وَعَنْ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقَالَ: «إِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِيْ يَلِيْهِ وَكُلَّ أَرْبِعَاءَ وَخَمِيْسٍ فَإِذًا أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ كُلَّهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

২০৬১-[২৬] মুসলিম আল কুরাশী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অথবা অন্য কোন ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে সবসময়ে সওম পালনের বিষয় জিজ্ঞেস করেছে। তখন তিনি বলেছেন, তোমার ওপর তোমার পরিবার-পরিজনের হাক্ব আছে। রমাযান মাসের সওম রাখো। আর রমাযান মাসের সাথের

---

[১০৪] **য'ঈফ** : তিরমিযী ৭৪৬, শামায়িল ২৬০, সহীহ আল জামি' ৪৯৭১। কারণ এর সানাদে খায়সামাহ্ ইবনু 'আবদুর রহমান 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে শুনেননি। অতএব সানাদটি মুনক্বতি'।

[১০৫] **মুনকার** : আবূ দাউদ ২৪৫২, নাসায়ী ২৪১৯, আহমাদ ২৬৪৮০। কারণ এর সানাদে হাসান ইবনু 'উবায়দুল্লাহ সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, আমি তার থেকে হাদীস নেয়নি। কারণ তার অধিকাংশ হাদীসই মুযতাবের।

দিনগুলোতে রাখো। অর্থাৎ- ঈদুল ফিত্‌রের পরের দিন থেকে ছয়টি সওম পালন কর। আর প্রত্যেক বুধ, বৃহস্পতিবার রাখতে পার। যদি তুমি এ দিনগুলো সওম রাখো তাহলে মনে করবে যে, তুমি সব সময়ই সিয়াম রেখেছ। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)[১০৬]

ব্যাখ্যা : রমাযান মাসের সিয়াম ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট শাও্‌ওয়াল মাসের ছয়টি সিয়াম পালন করা পূর্ণ বছরের সিয়াম পালনের সমান। যেমন পূর্বে আবূ আইয়ূব রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস অতিবাহিত হয়েছে। আর প্রতি বুধবার ও বৃহস্পতিবারের সিয়ামও অনুরূপ। বরং এটা পূর্ণ বছরের সিয়ামের উপর অতিরিক্তও বটে। কেননা কোন মাস তো চারটি বুধবার ও চারটি বৃহস্পতিবার হতে মুক্ত নয়। সুতরাং প্রতি মাসে চারটি বুধবার ও চারটি বৃহস্পতিবারে সিয়াম পালন করবে। তখন তো প্রতি মাসে আটটি সিয়াম পালন করা হবে। আর তিনদিন (আইয়্যামে বীয) সিয়াম পালন করা যখন পূর্ণ মাসের সিয়ামের সমান হবে তখন তো আটদিন সিয়াম পালন করা পূর্ণ মাসের সিয়ামেরও বেশি হবে।

٢٠٦٢ - [٢٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: نَهٰى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

২০৬২-[২৭] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ 'আরাফার দিন 'আরাফার ময়দানে সওম রাখতে নিষেধ করেছেন। (আবূ দাউদ)[১০৭]

ব্যাখ্যা : (نَـهٰى) অর্থাৎ- 'আরাফায় অবস্থানকালে, তবে অন্যান্যদের জন্য উক্ত দিনে সিয়াম রাখা মুস্তাহাব। যেমন আবূ ক্বাতাদাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে তা অতিবাহিত হয়েছে।

'আমীর আল ইয়ামামী (রহঃ) বলেন, হাদীসের বাহ্যিক দিক হতে প্রতীয়মান হয় যে, 'আরাফার ময়দানে উক্ত দিবাসে সিয়াম পালন করা হারাম। আর ইয়াহ্‌ইয়া বিন সা'ঈদ এ মতই গ্রহণ করেছেন। আর তিনি বলেছেন, হাজীদের ওপর ঐ দিনে সিয়াম পালন না করাই মুস্তাহাব। কেউ কেউ বলেছেন যে, নির্ধারিত দু'আ পাঠ হতে দুর্বল হওয়ার আশংকা না থাকলে এ দিনে সিয়াম পালনে কোন অসুবিধা নেই। ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে এবং আল খাত্ত্বাবী (রহঃ) তা পছন্দ করেছেন।

আর জমহূর 'উলামাহ্‌গণ বলেন, এ দিনে সিয়াম পালন না করাই মুস্তাহাব। এবং নাবী ﷺ-এর বিশুদ্ধ বাণী প্রমাণিত আছে যে, তিনি হাজ্জের সময় 'আরাফায় সিয়ামবিহীন ছিলেন। যেমন তা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

٢٠٦٣ - [٢٨] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ الصَّمَّاءِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ

---

[১০৬] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ২৪৩২, নাসায়ী ২৪১৯, শু'আবুল ঈমান ৩৫৮৬, য'ঈফ আত্ তারগীব ৬৩৫, তিরমিযী ৭৪৮। কারণ এর সানাদে 'উবায়দুল্লাহ ইবনু মুসলিম একজন মাজহূল রাবী।

[১০৭] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ২৪৪০, মু'জামুল আওসাত্ব ২৫৫৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৩৮৯, য'ঈফাহ্ ৪০৪, য'ঈফ আত্ তারগীব ৬১২, য'ঈফ আল জামি' ৬০৬৯। কারণ এর সানাদে মাহদী আল হাজারী একজন মাজহূল রাবী।

২০৬৩-[২৮] 'আবদুল্লাহ ইবনু বুস্‌র (রাঃ) তার বোন সাম্মা হতে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমরা শনিবার দিন একান্ত প্রয়োজন না হলে সওম রেখ না। যদি কিছু না পাও তাহলে অন্ততঃ গাছের ছাল অথবা ডালপালা চিবিয়ে হলেও ইফত্বার করবে। (আহ্‌মাদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারিমী)[১০৮]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ মুন্‌যিরী 'আত্ তার্‌গীব' নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, এ নিষেধাজ্ঞা বলতে এককভাবে শনিবারে সিয়াম পালন উদ্দেশ্য। যেমন আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস অতিবাহিত হয়েছে যে, তোমাদের কেউ জুমু'আর দিনের আগে কিংবা পরের একদিন সিয়াম পালন ব্যতীত শুধু জুমু'আর দিন সিয়াম পালন করবে না।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন, এখানে নিষেধ দ্বারা এককভাবে জুমু'আর দিন সিয়াম পালন উদ্দেশ্য। আর মূল উদ্দেশ্য হলো ইয়াহূদীদের বিপরীত করা।

উল্লেখ্য যে, ইয়াহূদীরা একক দিবসে সিয়াম পালন করত তা হলো শনিবার।

٢٠٦٤ -[٢٩] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ جَعَلَ اللّٰهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২০৬৪-[২৯] আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একদিন সওম রাখবে, আল্লাহ তা'আলা তার ও জাহান্নামের মধ্যে এমন একটা পরিখা আড় হিসেবে বানিয়ে দেবেন যা আসমান ও জমিনের মধ্যে দূরত্বের সমান হবে। (তিরমিযী)[১০৯]

ব্যাখ্যা : ত্ববারানীর বর্ণনায় রয়েছে যে, নাবী (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদরত অবস্থায়) সিয়াম পালন করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নাম থেকে ১০০ বছরের দূরত্বে রাখবেন। আর 'উলামাহ্গণের কয়েকটি দল মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, এ হাদীসগুলো জিহাদ অবস্থায় সিয়াম পালনের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনার জন্য এসেছে। তিরমিযী ও অন্যান্য ইমাম এর উপর অধ্যায় এনেছেন। তবে একদল 'উলামাহ্ বলেন যে, প্রতিটি সিয়ামই আল্লাহর রাস্তায়ই হবে, যদি তা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্যই হয়ে থাকে।

'আল্লামাহ্ 'উবায়দুর রহমান মুবারাকপূরী বলেন, আমার নিকট প্রথম মতটি প্রাধান্যযোগ্য।

٢٠٦٥ -[٣٠] وَعَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ

২০৬৫-[৩০] 'আমির ইবনু মাস্'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : ঠাণ্ডা গনীমাত (অর্থাৎ- বিনা কষ্ট-ক্লেশে সাওয়াব পাওয়া) শীতের দিনে সওম পালন করা। [আহ্‌মাদ ও তিরমিযী;[১১০] ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, হাদীসটি মুরসাল।]

---

[১০৮] সহীহ : আবূ দাঊদ ২৪২১, তিরমিযী ৭৪৪, ইবনু মাজাহ ১৭২৬, আহমাদ ১৭৬৮৬, দারিমী ১৭৯০, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২১৬৩, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৮১৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৬১৫, ইরওয়া ৯৬০, সহীহ আত্ তারগীব ১০৪৯।

[১০৯] হাসান সহীহ : তিরমিযী ১৬২৪, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৭৯২১, সহীহাহ্ ৫৬৩, সহীহ আত্ তারগীব ৯৯১, সহীহ আল জামি' ৬৩৩৩।

ব্যাখ্যা : সিয়াম পালনকারী ব্যক্তি গরমের তৃষ্ণা এবং বড়দিনের ক্ষুধার যন্ত্রণা ছাড়াই সিয়ামের পূর্ণ প্রতিদানের অধিকারী হবে (অর্থাৎ- গ্রীষ্মকালে সিয়াম পালন করতে অধিক গরমের তৃষ্ণা ও বড়দিনের ক্ষুধার যন্ত্রণা পেতে হয়, কিন্তু শীতকালে পেতে হয় না। যা জটিল কোন যুদ্ধ ছাড়াই গনীমাত পাওয়ার মতই)।

٢٠٦٦ - [٣١] وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ» فِي بَابِ الْأُضْحِيَّةِ.

২০৬৬-[৩১] আর আবূ হুরায়রাহ্ -এর বর্ণিত হাদীস (তিরমিযী'র) কুরবানীর অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এমন কোন দিন নেই যা আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়।[111]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٠٦٧ - [٣٢] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَا هٰذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ؟» فَقَالُوا: هٰذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ: أَنْجَى اللّٰهُ فِيهِ مُوسٰى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوسٰى شُكْرًا فَنَحْنُ نَصُومُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلٰى بِمُوسٰى مِنْكُمْ» فَصَامَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২০৬৭-[৩২] ইবনু 'আব্বাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ মাদীনায় গমন করার পর দেখলেন ইয়াহূদীরা 'আশূরার দিন সওম রাখে। রসূলুল্লাহ () তাদের জিজ্ঞেস করলেন, এ দিনটার বৈশিষ্ট্য কি যে, তোমরা সওম রাখো? তারা বলল, এটা একটি গুরুত্ববহ দিন। এ দিনে আল্লাহ তা'আলা মূসা আলায়হিস সালাম ও তাঁর জাতিকে মুক্তি দিয়েছেন। আর ফির্'আওন ও তার জাতিকে (সমুদ্রে) ডুবিয়েছেন। মূসা আলায়হিস সালাম শুকরিয়া হিসেবে এ দিন সওম রেখেছেন। অতএব তাঁর অনুসরণে আমরাও রাখি। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ বললেন : দীনের দিক দিয়ে আমরা মূসার বেশী নিকটে আর তার তরফ থেকে শুকরিয়া আদায়ের ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে আমরা বেশী হাক্বদার। বস্তুত 'আশূরার দিন রসূলুল্লাহ নিজেও সওম রেখেছেন অন্যদেরকেও রাখার হুকুম দিয়েছেন। (বুখারী, মুসলিম)[112]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, কুরায়শরা 'আশূরার সিয়াম পালন করত, সম্ভবত তারা তাদের পূর্ববর্তী শারী'আতের অনুসরণে তা করত। আর এ কারণেই তারা এ দিনে কা'বায় নতুন কাপড় পরিধান করানোর মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন করত। 'আল্লামাহ্ ইবনুল ক্বইয়্যম বলেন, কুরায়শরা এ দিনকে সম্মান করত এতে কোন সন্দেহ নেই। আর এ দিনে কা'বায় কাপড় পরাত এবং সম্মানের পূর্ণতা দিত সিয়ামের মাধ্যমে। 'আল্লামাহ্ কুরতুবী (রহঃ) বলেন, নাবী হিজরতের পূর্বে এ দিনে সিয়াম পালন

---

[110] সহীহ : তিরমিযী ৭৯৭, আহমাদ ১৮৯৫৯, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২১৪৫, সহীহাহ্ ১৯২২, সহীহ আল জামি' ৩৮৬৮। তবে আহমাদ এবং সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্-এর সানাদটি দুর্বল। কারণ কারো কারো নিকট 'আমির ইবনু মাস্'উদ সহাবী নন, বরং তাবি'ঈ।

[111] য'ঈফ : এর তাখরীজ ১৪৭১ নং-এ অতিবাহিত হয়েছে।

[112] সহীহ : বুখারী ২০০৪, মুসলিম ১১৩০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৬৯৭, ইবনু মাজাহ ১৭৩৪, আহমাদ ৩১১২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৬২৫।

করতেন। হতে পারে এটি তাদের (কুরায়শের) প্রতি (আরোপিত) হুকুম অনুযায়ী করতেন, যেমন তিনি (ﷺ) হাজ্জ পালনের ক্ষেত্রে করতেন। অথবা আল্লাহই তাঁকে সিয়াম পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন, কারণ এটি উত্তম কাজ। যখন তিনি মাদীনায় হিজরত করলেন, তখন ইয়াহূদীদেরকে পেলেন যে, তারা সিয়াম রাখছে। তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন এবং তিনি (ﷺ) সিয়াম রাখলেন ও অন্যান্যদের সিয়াম রাখার নির্দেশ দিলেন। আর নাবী ﷺ সে সময় যে সকল বিষয়ে আল্লাহর নিষেধ না থাকত সেক্ষেত্রে আহলে কিতাবদের (ইয়াহূদী ও নাসারা) অনুযায়ী করতে ভালোবাসতেন। ফাতহুল বারীতেও অনুরূপ উল্লেখ রয়েছে।

(أَمَرَ بِصِيَامِهِ) বাহ্যিকভাবে أَمَرَ (আমার)-টি ওয়াজিবের জন্য। সুতরাং এতে তাদের দলীল রয়েছে যারা বলে থাকেন যে, মানসূখ হওয়ার পূর্বে তা ('আশূরা) ওয়াজিব ছিল। আর যারা এমনটি বলেন না তাদের দৃষ্টিতে এখানে أَمَرَ মুস্তাহাবের দৃঢ়তার জন্য। যখন تاكيد বা দৃঢ়তা রহিত হয়ে গেছে, ফলে এখন মানদূব (মুস্তাহাব) অবশিষ্ট রয়েছে।

٢٠٦٨ - [٣٣] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ وَيَقُولُ: «إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

২০৬৮-[৩৩] উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ অন্যান্য দিন সওম রাখার চেয়ে শনি ও রবিবার দিন বেশী রাখতেন। তিনি বলতেন, এ দু' দিন মুশরিকদের ঈদের দিন। তাই আমি তাদের বিপরীত কাজ করতে ভালবাসি। (আহ্‌মাদ)[১১৩]

ব্যাখ্যা : এখানে দলীল রয়েছে যে, আহলে কিতাবদের পরিপন্থী কর্ম হিসেবে শনি ও রবিবারে সিয়াম রাখা মুস্তাহাব। বাহ্যিকভাবে এ সিয়াম এককভাবে ও যুক্তভাবে পালনের উপর প্রমাণ করে। কিন্তু উল্লেখিত দু'টি সিয়াম (শনি ও রবি বার) দ্বারা যুক্ত ও ধারাবহিকভাবে পালন উদ্দেশ্য অর্থাৎ- শনি ও রবি বারের সিয়াম লাগাতার দু'দিন করতে হবে। যাতে করে পূর্বে উল্লেখিত শনিবারের দিন সিয়াম পালনের নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদীসের বিরোধী 'আমাল না হয়। পৃথকভাবে শনি ও রবিবারে সিয়াম পালন নিষিদ্ধ তবে ধারাবহিকভাবে পালন করা মুস্তাহাব। দু'টি ফিরকার (ইয়াহূদী ও নাসারা) বিপরীত হওয়ার কারণে।

٢٠٦٩ - [٣٤] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২০৬৯-[৩৪] জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম প্রথম আমাদেরকে 'আশূরার দিন সওম রাখার হুকুম দিয়েছেন। এর প্রতি অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন; এ দিন আসার সময় আমাদের খোঁজ-খবর নিয়েছেন। কিন্তু রমাযানের সওম ফারয হবার পর তিনি (ﷺ) আর আমাদেরকে এ দিনের সওম রাখতে না হুকুম দিয়েছেন, না নিষেধ করেছেন। আর এ দিন এলে আমাদের না কোন খোঁজ-খবর নিয়েছেন। (মুসলিম)[১১৪]

---

[১১৩] **য'ঈফ :** আহমাদ ২৬৭৫০, ইবনু খুযায়মাহ্ ২১৬৭, ইবনু হিব্বান ৯৪১, য'ঈফ আত্ তারগীব ৬৩৯। কেননা মুহাম্মাদ ইবনু 'উমার একজন অপ্রসিদ্ধ রাবী। যেমনটি আলবানী (রহঃ) "সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্"-তে বলেছেন।

[১১৪] **সহীহ :** মুসলিম ১১২৮,. ইবনু আবী শায়বাহ্ ৯৩৫৮, আহমাদ ২০৯০৮, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১৮৬৯, সুনানুল কাবীর লিল বায়হাক্বী ৮৪১৩।

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে দলীল রয়েছে যে, 'আশূরার সিয়াম ওয়াজিব ছিল। অতঃপর তা মানসূখ হয়ে নাফ্‌লে রূপান্তরিত হয়। আর এমন মতই পোষণ করেছেন ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) এবং আহমাদ থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। হাফিয আস্‌ক্বালানী ও ইবনুল ক্বইয়্যম তা সমর্থন করেছেন।

'আল্লামাহ্ আল বাজী (রহঃ) বলেন, প্রথমে যে সিয়াম ফার্‌য ছিল তা হলো 'আশূরার সিয়াম। পরবর্তীতে রমাযান ফার্‌য হলে তা মানসূখ হয়ে যায়। তবে ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর অধিক বিশুদ্ধ মত হলো, 'আশূরা কখনই ওয়াজিব ছিল না তা সর্বদাই সুন্নাত ছিল। 'আল্লামাহ্ 'আয়নী (রহঃ) বলেন, 'উলামাগণ এ মর্মে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, বর্তমানে 'আশূরার সিয়াম সুন্নাত, ওয়াজিব নয়। তবে প্রাক-ইসলামে তার হুকুম নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বলেন, ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে তা ওয়াজিব ছিল। শাফি'ঈর অনুসারীদের মাঝে দু'টি মত রয়েছে। [১] প্রসিদ্ধ মতে তা সর্বদাই সুন্নাত, উম্মাতের ওপর তা কখনই ওয়াজিব ছিল না। [২] আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মতের অনুরূপ অর্থাৎ- তা ওয়াজিব ছিল।

'আল্লামাহ্ 'ইয়ায, ইবনু 'আবদিল বার ও নাবাবী (রহঃ) এবং অন্যান্যদের ঐকমত্য রয়েছে যে, বর্তমান সময়ে 'আশূরার সিয়াম ফার্‌য নয় এবং তা মুস্তাহাব হওয়ার উপরই ঐকমত্য রয়েছে। আহমাদে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর বর্ণনায় রয়েছে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'আশূরার সিয়াম পালন করতেন, এবং তা পালনের নির্দেশ দিতেন। যখন রমাযান ফার্‌য হলো তখন 'আশূরার সিয়ামের ওয়াজিব রহিত হয়ে গেল। সুতরাং যে চায় সে 'আশূরার সিয়াম রাখবে, না চাইলে বর্জন করবে। (হাদীস সহীহ)

যারা বলেন যে, প্রাক-ইসলামী যুগে 'আশূরা ফার্‌য ছিল, তারা একাধিক হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। তা আল হায়সামী (রহঃ) মাজ্‌মা'উয্ যাওয়ায়িদ-এ, 'আল্লামাহ্ 'আয়নী (রহঃ) শারহে বুখারীতে এবং ইমাম ত্বহাবী (রহঃ) শারহু মা'আনী আল আসার-এ উল্লেখ করেছেন। আর এটাই আমাদের নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য কথা।

٢٠٧٠ -[٣٥] وَعَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ: «صِيَامُ عَاشُورَاءَ وَالْعَشْرِ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

২০৭০-[৩৫] হাফসাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, চারটি জিনিস এমন আছে যা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাড়তেন না। ১. 'আশূরার সওম। ২. যিলহাজ্জ মাসের প্রথম নয় দিনের সওম। ৩. প্রতি মাসের তিনদিন সওম। ৪. আর ফাজ্‌রের (ফার্‌যের) আগের দু' রাক্'আত (সুন্নাত) সলাত। (নাসায়ী)[১১৫]

ব্যাখ্যা : এখানে عَشْرِ শব্দটি রূপকার্থে নয়দিন বুঝায়। আহমাদ আবূ দাঊদ ও নাসায়ী নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যিলহাজ্জ মাসের নয়দিন সিয়াম রাখতেন এবং 'আশূরার দিনেও সিয়াম রাখতেন।

٢٠٧١ -[٣٦] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُفْطِرُ أَيَّامَ الْبِيضِ فِي حَضَرٍ وَلَا فِي سَفَرٍ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

---

[১১৫] **য'ঈফ :** নাসায়ী ২৪১৬, আহমাদ ২৬৪৫৯, মু'জামুল কাবীর ৩৫৪, ইরওয়া ৯৫৪। কারণ এর সানাদে "আবূ ইসহাক্ব আল আশ্‌জা'ঈ" একজন মাজহূল রাবী।

২০৭১-[৩৬] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) 'আইয়ামে বীয'-এ সফরে অথবা মুক্বীম অবস্থায় সওম ছাড়া থাকতেন না। (নাসায়ী)[১১৬]

ব্যাখ্যা : 'আইয়্যামে বীয' দ্বারা উদ্দেশ্য চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ। এ রাতগুলোকে (بِيْضٌ) বীয নামকরণের কারণ হলো, এ রাতগুলোতে রাতের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চন্দ্রের আলো বিদ্যমান থাকে। সুতরাং সে অনুপাতে কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ।

٢٠٧٢ - [٣٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

২০৭২-[৩৭] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : প্রত্যেক জিনিসেরই যাকাত আছে। শরীরের যাকাত হলো সওম। (ইবনু মাজাহ্)[১১৭]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ সিনদী (রহঃ) বলেন, নাবী (সাঃ)-এর কথা (لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ) অর্থাৎ- প্রতি মানুষের উচিত হলো, প্রত্যেক বিষয়ের মধ্য হতে আল্লাহর নির্ধারিত অংশ বের করা। আর এটাই হবে তার যাকাত, আর শরীরের যাকাত হলো সিয়াম। কেননা আল্লাহর রাস্তায় সিয়ামের কারণে শরীরের শক্তি কমে যায়। সুতরাং শরীর থেকে যতটুকু কমে যায়, তা হবে শরীরের যাকাত।

٢٠٧٣ - [٣٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّكَ تَصُومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ. فَقَالَ: «إِنَّ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ يَغْفِرُ اللّٰهُ فِيهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا ذَا هَاجِرَيْنِ يَقُولُ: دَعْهُمَا حَتّٰى يَصْطَلِحَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ

২০৭৩-[৩৮] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) সোমবার ও বৃহস্পতিবার সওম রাখতেন। তাঁর কাছে আরয করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! আপনি অধিকাংশ সময়ই সোম ও বৃহস্পতিবার সওম রাখেন। তিনি (সাঃ) বললেন, সোম ও বৃহস্পতিবার হলো ঐ দিন, যেদিন আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলিমকে মাফ করে দেন। কিন্তু ওদেরকে মাফ করে দেন না যারা সম্পর্কচ্ছেদ করে রাখে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা মালায়িকাহ্-কে (ফেরেশ্‌তাগণকে) বলেন, ওদেরকে ছেড়ে দাও যে পর্যন্ত তারা পরস্পর সম্পর্ক ঠিক করে নেয় (এরপর তাদেরকে মাফ করে দেয়া হবে)। (আহ্‌মাদ, ইবনু মাজাহ)[১১৮]

ব্যাখ্যা : সহীহ মুসলিমের শব্দে রয়েছে যে, নাবী (সাঃ) বলেছেন : সোম ও বৃহস্পতিবারে 'আমালনামা উঠানো হয়, আর আল্লাহ তা'আলা উক্ত দিনে ঐ সকল লোকদেরকে ক্ষমা করেন যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শারীক করেনি। আর ঐ ব্যক্তি ছাড়া যার মাঝে তার মুসলিম ভাইয়ের বিদ্বেষ রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মালায়িকাহ্-কে (ফেরেশতাদের) বলেন, তারা সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত তাদের পরিত্যাগ কর। অর্থাৎ- তাদের 'আমালনামা উঠাইও না। আর মুসলিম-এর অপর বর্ণনায় ও আহমাদ-এ (২/২৬৮, ৩৭৯, ৪০০, ৪৬৫ পৃঃ) রয়েছে যে, সোম এবং বৃহস্পতিবারে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়।

---

[১১৬] **সানাদ য'ঈফ :** নাসায়ী ২৩৪৫, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৫৮০, সহীহ আল জামি' ৪৮৪৮।

[১১৭] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ ১৭৪৫, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৮৯০৮, য'ঈফাহ্ ১৩২৯, য'ঈফ আত্ তারগীব ৫৭৯, য'ঈফ আল জামি' ৪৭২৩। কারণ এর সানাদে "মূসা ইবনু 'উবায়দাহ্" সর্বসম্মতিক্রমে একজন দুর্বল রাবী।

[১১৮] **সহীহ :** ইবনু মাজাহ ১৭৪০, সহীহ আল জামি' ২২৭৮, সহীহ আত্ তারগীব ১০৪২।

Contents

٢٠٧٤ - [٣٩] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ بَعَّدَهُ اللّٰهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَبُعْدِ غُرَابٍ طَائِرٍ وَهُوَ فَرْخٌ حَتّٰى مَاتَ هَرِمًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ

২০৭৪-[৩৯] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় সওম রাখে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নাম থেকে ওই উড়তে থাকা কাকের দূরত্বের পরিমাণ দূরে রাখবেন, যে কাক বাচ্চা অবস্থায় উড়তে শুরু করে বৃদ্ধ অবস্থায় মারা যায়। (আহ্‌মাদ, বায়হাক্বী)[১১৯]

ব্যাখ্যা : বলা হয় যে, নাবী (ﷺ) কাকের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন উদাহরণ স্বরূপ : কাকের সুদীর্ঘ জীবনকালটা সিয়াম পালনকারীর জাহান্নাম থেকে দূরে রাখার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অর্থাৎ- কাকের জীবনের শুরু থেকে উড়া আরম্ভ করে জীবনের শেষ প্রান্তে যেখানে পৌঁছে যাবে। সিয়াম পালনকারী ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে তত দূরে অবস্থান করবে। কারো মতে কাকের জীবনকাল হলো ১০০০ বছর। (মিরকাত)

٢٠٧٥ - [٤٠] وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ.

২০৭৫-[৪০] সালামাহ্ ইবনু ক্বায়স (রাঃ) হতে শু'আবুল ঈমান-এ এটি বর্ণনা করেছেন।[১২০]

(٧) بَابٌ فِي الْإِفْطَارِ مِنَ التَّطَوُّعِ

অধ্যায়-৭ : নাফ্‌ল সিয়ামের ইফত্বারের বিবরণ

'আল্লামাহ্ 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, অপর অনুলিপিতে রয়েছে (في توابع لصوم التطوع) অর্থাৎ- নাফ্‌ল সিয়ামের অনুগামী।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٠٧٦ - [١] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقُلْنَا: لَا قَالَ: «فَإِنِّيْ إِذًا صَائِمٌ». ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا اٰخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ: «أَرِيْنِيْهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا» فَأَكَلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২০৭৬-[১] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী (ﷺ) আমার কাছে এলেন। তিনি বললেন, তোমার কাছে কী (খাবার) কিছু আছে? আমি বললাম, না (কিছুতো নেই)। তিনি (ﷺ) বললেন,

---

[১১৯] য'ঈফ : আহমাদ ১০৪২৭, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ১৩৩০। কারণ এর সানাদে লাহ্ই'আহ্-এর উস্তায একজন অপরিচিত রাবী। আর লাহ্ই'আহ্-কে ইবনুল ক্বত্ত্বান মাজহূলুল হাল বলেছেন।

[১২০] য'ঈফ : শু'আবুল ঈমান ৩৩১৮। কারণ এর সানাদে رجل যার নাম 'আম্‌র ইবনু রবী'আহ্ একজন মাজহূল রাবী আর লাহ্ই'আহ্-এর উস্তায একজন অপরিচিত রাবী।

তাহলে আমি (আজ) সিয়াম পালন করবো! এরপর আর একদিন তিনি (ﷺ) আমার কাছে এলেন। (জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কী খাবার কিছু আছে?) আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের জন্য 'হায়স' হাদিয়্যাহ্ এসেছে। তিনি (ﷺ) বললেন, আনো, আমাকে দেখাও। আমি সকাল থেকে সওম রেখেছি। তারপর তিনি (ﷺ) 'হায়স' খেয়ে নিলেন। (মুসলিম)[১২১]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ সিনদী (রহঃ) বলেন, আলোচ্য হাদীস প্রমাণ করে যে, কোন ধরনের ওযর ছাড়াই নাফ্ল সিয়াম ভঙ্গ করা জায়িয এবং এর উপর অধিকাংশ 'উলামায়ে আহনাফদের মত রয়েছে। কিন্তু তারা ক্বাযা ওয়াজিব করেছেন। 'আল্লামাহ্ ইবনুল হাম্মাম বলেন, যখন নাফ্ল সিয়াম পালনকারিণী রমণীর ঋতুস্রাব আসার কারণে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সিয়াম ভঙ্গ হবে, তখন অবশ্যই তা ক্বাযা করতে হবে। এ ব্যাপারে আমাদের 'উলামাহ্গণের মাঝে কোন মতপার্থক্য নেই। তবে ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর বিপরীত মত দিয়েছেন। অর্থাৎ- তাঁর মতে ক্বাযা ওয়াজিব নয়। 'আল্লামাহ্ খাত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন, রাত হওয়ার পূর্বেই নাফ্ল সিয়াম ভঙ্গ করা জায়িয, তবে তিনি ক্বাযার কথা উল্লেখ করেননি এবং এর উপর একাধিক সহাবীর 'আমাল রয়েছে। তাদের মধ্য হতে 'আবদুল্লাহ বিন মাস্'ঊদ, হুযায়ফাহ্, আবুদ্ দারদা আবূ আইয়ূব আল আনসারী رضي الله عنهم এবং অনুরূপ কথা বলেছেন ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আহমাদ (রহঃ)। 'আল্লামাহ্ ইবনুল কুদামাহ্ (রহঃ) বলেন, যে নাফ্ল সিয়াম শুরু করবে, তার জন্য তা পূর্ণ করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। সুতরাং তা পরিত্যাগ করলে তার ওপর ক্বাযা নেই। ইবনু 'উমার ও ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত, তারা দু'জনই সিয়াম অবস্থায় সকাল করলেন, অতঃপর সিয়াম ভঙ্গ করলেন।

ইবনু 'উমার رضي الله عنه বলেন, যদি মানতের সিয়াম ও রমাযানের ক্বাযা না হয়, তবে সিয়াম ভঙ্গে কোন সমস্যা নেই। অর্থাৎ- তাতে কোন ক্বাযা নেই। 'আল্লামাহ্ আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, কোন কারণ ছাড়া নাফ্ল সিয়াম ভঙ্গ করা জায়িয, এটা জমহূর 'উলামাহ্গণের মত। আর তারা ক্বাযা ওয়াজিব করেননি, বরং তা মুস্তাহাব রেখেছেন। মির্'আত প্রণেতা বলেন, নাফ্ল সিয়াম ভঙ্গ করা জায়িয এটা জমহূর 'উলামাগণের কথা দ্বারা প্রমাণিত। আর এটা ক্বাযা ওয়াজিব নয়, এটা জুহায়ফাহ্ رضي الله عنه-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যা বর্ণনা করেছেন বুখারী ও তিরমিযী। আর এ হাদীসের প্রথম অংশের দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, নাফ্ল সিয়ামের জন্য দিনের বেলা নিয়্যাত করা জায়িয আছে।

٢٠٧٧ - [٢] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى أُمِّ سُلَيْمٍ فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ فَقَالَ: «أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ فَإِنِّي صَائِمٌ». ثُمَّ قَامَ إِلٰى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلّٰى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ فَدَعَا لِأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২০৭৭-[২] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ একদিন উম্মু সুলায়ম-এর কাছে গেলেন। সে রসূলের জন্য ঘি ও খেজুর আনল। তিনি (ﷺ) বললেন : তুমি ঘি পাত্রে ঢালো আর খেজুরগুলোকে থালায় রাখো। কেননা আমি সায়িম। এরপর তিনি (ﷺ) ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে ফার্য সলাত ছাড়া সলাত আদায় করতে লাগলেন। অতঃপর উম্মু সুলায়ম ও তাঁর পরিবারের জন্য দু'আ করলেন। (বুখারী)[১২২]

---

[১২১] সহীহ : মুসলিম ১১৫৪, তিরমিযী ৭৩৩, নাসায়ী ২৩২৭, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২১৪৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৯১৩।
[১২২] সহীহ : বুখারী ১৯৮২, ইবনু হিব্বান ৯৯০, আহমাদ ১২০৫৩।

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে দলীল রয়েছে যে, নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি নাফ্‌ল সিয়াম রাখবে, তার নিকট খাদ্য উপস্থিত হলে তার ওপর সিয়াম ভঙ্গ করা ওয়াজিব নয়। তবে যদি সিয়াম ভঙ্গ করে তাহলে পূর্বে উল্লেখিত হাদীসের ভিত্তিতে তা জায়িয।

এ হাদীসের উপকারিতার মধ্য হতে একটি হলো, আগমনকারীকে সাধ্যানুযায়ী হাদিয়্যাহ্ দেয়া বৈধ, আর হাদিয়্যাহ্ দাতা যদি কষ্টকর মনে না করে তবে উক্ত হাদিয়্যাহ্ ফিরিয়ে দেয়াও বৈধ রয়েছে।

٢٠٧٨ ـ[٣] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلٰى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّيْ صَائِمٌ». وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِن كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২০৭৮-[৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমাদের কাউকে যদি খাবার জন্য দা'ওয়াত দেয়া হয়, আর সে ব্যক্তি সায়িম হয়, তার বলা উচিত, 'আমি সায়িম' (রোযাদার)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি (ﷺ) বলেছেন : তোমাদের কাউকে দা'ওয়াত দেয়া হলে তার উচিত দা'ওয়াত কবূল করা। সে সায়িম হলে দু' রাক্'আত (নাফ্‌ল) সলাত আদায় করবে। আর সায়িম না হলে খাওয়ায় অংশ নেবে। (মুসলিম)[১২৩]

ব্যাখ্যা : (فَإِنِّيْ صَائِمٌ) "সে যেন বলে আমি সায়িম" অর্থাৎ- দা'ওয়াতদাতার জন্য কারণ পেশ করা এবং তার অবস্থা ঘোষণা করা যদি সে তা মেনে নেয়। আর মেহমানের উপস্থিত না তলব করে তবে তার জন্য দা'ওয়াত থেকে পিছে থাকা বা দা'ওয়াতে উপস্থিত না হওয়া বৈধ। নতুবা দা'ওয়াতে উপস্থিত হতে হবে। সিয়াম দা'ওয়াত থেকে পশ্চাৎপদের কারণ নয়, বরং যখন দা'ওয়াতে উপস্থিত হবে তখন মেজবানীর খাদ্য খাওয়া (সিয়াম পালনকারী মেহমানের জন্য) আবশ্যক নয়। আর সিয়াম মেজবানী খাদ্য বর্জনের কারণ হতে পারে। নতুবা ইফত্বার বর্জন করাটা খাদ্য প্রদানকারীর জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হতে পারে।

আলোচ্য হাদীস থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, নাফ্‌ল 'ইবাদাত যেমন- সলাত, সিয়াম আরো অন্যান্য 'ইবাদাত প্রকাশ করাতে কোন অসুবিধা নেই, তবে যদি প্রকাশের কোন প্রয়োজন না থাকে তবে তা গোপন করাই মুস্তাহাব।

(إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ) অর্থাৎ- সে যেন খাদ্যগ্রহণের জন্য বারাকাতের দু'আ করে, যেমন 'আবদুল্লাহ বিন মাস্'ঊদ (রাঃ) বর্ণনায় রয়েছে যে, যদি সে (দা'ওয়াত গ্রহীতা) সিয়ামধারী হয়, তবে সে যেন বারাকাতের দু'আ করে।

আর নাফি' (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু 'উমার (রাঃ)-কে যখন দা'ওয়াত দেয়া হত তখন তিনি দা'ওয়াতে সাড়া দিতেন, যদি সিয়াম না রাখতেন, তবে মেজবানী খাবার খেতেন। আর যদি সিয়াম রাখতেন তাহলে দা'ওয়াত দাতার জন্য দু'আ করতেন, আর বারাকাত কামনা করতেন। অতঃপর সেখান থেকে প্রস্থান করতেন।

---

[১২৩] **সহীহ :** মুসলিম ১১৫০, ১৪৩১, আবূ দাঊদ ২৪৬১, ইবনু মাজাহ ১৭৫০, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৯৪৩৮, তিরমিযী ৭৮১, আহমাদ ৭৩০৪, দারিমী ১৭৭৮, সহীহ আল জামি' ৫৪০।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٠٧٩ ـ[٤] عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عَلٰى يَسَارِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأُمُّ هَانِئٍ عَنْ يَمِيْنِه فَجَاءَتِ الْوَلِيْدَةُ بِإِنَاءٍ فِيْهِ شَرَابٌ فَنَاوَلَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهٗ أُمَّ هَانِئٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ أَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ لَهَا: «أَكُنْتِ تَقْضِيْنَ شَيْئًا؟» قَالَتْ: لَا. قَالَ: «فَلَا يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهٗ وَفِيْهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَمَا إِنِّيْ كُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ: «اَلصَّائِمُ أَمِيْرُ نَفْسِه إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ».

২০৭৯-[৪] উম্মু হানী (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাক্কাহ্ বিজয়ের দিন ফাত্বিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) এলেন এবং রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাম পাশে বসলেন। আর উম্মু হানী (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) ছিলেন তাঁর ডান পাশে। এ সময় একটি দাসী হাতে একটি পাত্র নিয়ে এলো। এতে কিছু পানীয় ছিল। দাসীটি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে পান পাত্রটি রাখল। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেখান থেকে কিছু পান করে তা উম্মু হানীকে দিলেন। উম্মু হানী (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা)-ও ঐ পাত্র হতে কিছু পান করে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি তো ইফত্বার করে ফেলেছি। অথচ আমি সায়িম ছিলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি রমাযান মাসের কোন সওম বা মানৎ ক্বাযা করছিলে? উম্মু হানী (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) বললেন, না। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন বললেন, নাফ্‌ল সওম হলে কোন অসুবিধা নেই– (আবূ দাঊদ, তিরমিযী, দারিমী)। ইমাম আহ্‌মাদ ও আত্ তিরমিযীর এক বর্ণনায় এরূপই বর্ণিত হয়েছে। আর এতে আরো আছে, তখন উম্মু হানী (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) বললেন, আপনার জানা থাকতে পারে যে, আমি সায়িম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : নাফ্‌ল সায়িম নিজের নাফ্‌সের মালিক (সে রাখতেও পারে ভাঙতেও পারে)।[১২৪]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ খাত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন, এখানে এই বর্ণনায় রয়েছে যে, নাফ্‌ল সিয়াম ভঙ্গ করলে তা ক্বাযা আদায় করা ওয়াজিব নয়। কেননা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাদীসে ক্বাযার কথা উল্লেখ করেননি। যদি তা ওয়াজিব হত অবশ্যই বর্ণনা করতেন। অবশ্য পূর্বে আহমাদ, নাসায়ী, দারাকুত্বনী, দারিমী, ত্বহাবী ও বায়হাক্বীর বর্ণনায় অতিবাহিত হয়েছে। সেখানে স্পষ্টভাবেই উল্লেখ রয়েছে যে, নাফ্‌ল সিয়ামের ক্বাযা ওয়াজিব নয়, তা ঐচ্ছিক। ইমাম তিরমিযী এ পর্বের হাদীস উল্লেখ করার পর বলেন, সহাবায়ে কিরামদের কতক বিদ্বানদের মাঝে 'আমাল রয়েছে যে, নাফ্‌ল সিয়াম ভঙ্গ করলে তার জন্য ক্বাযা ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব।

আর এটাই সুফ্‌ইয়ান আস্ সাওরী, আহমাদ, ইসহাক্ব, শাফি'ঈ (রহঃ) এদের কথা। আমি বলব, (মির্'আত প্রণেতা) এটা মুজাহিদ, ত্বাউস এবং ইবনু 'আব্বাস-এর কথা। আর সালমান, আবুদ্ দারদা ও অন্যান্যদের থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

---

[১২৪] **সহীহ :** ২৪৫৬, তিরমিযী ৭৩১, দারিমী ১৭৭৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৩৫০, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ১০৩৫, আহমাদ ২৬৮৯৩, সহীহ আল জামি' ৩৮৫৪।

٢٠٨٠ - [٥] وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ فَعَرَضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ فَقَالَتْ حَفْصَةُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ. قَالَ: «اقْضِيَا يَوْمًا اخَرَ مَكَانَهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَذَكَرَ جَمَاعَةً مِنَ الْحُفَّاظِ رَوَوْا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيهِ عَنْ عُرْوَةَ وَهٰذَا أَصَحُّ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ زُمَيْلٍ مَوْلٰى عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ.

২০৮০-[৫] যুহরী ‘উরওয়াহ্ হতে এবং ‘উরওয়াহ্ ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেন। ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি ও হাফসাহ্ দু’জনেই সওমে ছিলাম। আমাদের সামনে খাবার আনা হলো। খাবার দেখে আমাদের লোভ হলো। আমরা সওমে খেয়ে নিলাম। অতঃপর হাফসাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আরয করল, হে আল্লাহর রসূল! আমরা সওমে ছিলাম। আমাদের সামনে খাবার আনা হলে আমাদের লোভ হলো। তাই খেয়ে ফেললাম (আমাদের ব্যাপারে এখন হুকুম কী?) তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : অন্য একদিন তা ক্বাযা করে নিও– (তিরমিযী)। আর (হাদীসের) হাফিযদের একদল যুহরী হতে, যুহরী ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। (তাতে ‘উরওয়াহ্ হতে উল্লেখ করা হয়নি।) এটাই বেশী সহীহ। হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ যুমায়ল হতে উদ্ধৃত করেছেন। যুমায়ল ছিলেন ‘উরওয়ার আযাদ করা গোলাম। যুমায়ল ‘উরওয়াহ্ হতে, আর উরওয়াহ্ ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেছেন।[১২৫]

ব্যাখ্যা : অবশ্য এ হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করা যায় যে, নাফ্ল সিয়াম ভঙ্গ করলে উক্ত সিয়ামের ক্বাযা আবশ্যক। কিন্তু হাদীস য‘ঈফ। আর যদি বিশুদ্ধ হয় তাহলে এ হাদীস ও উম্মু হানী (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর বর্ণিত হাদীসের মাঝে সমন্বয় করে বলা যায় যে, এ হাদীসে ক্বাযার প্রতি নির্দেশটা মুস্তাহাবের জন্য (ওয়াজিবের জন্য নয়)।

٢٠٨١ - [٦] وَعَنْ أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَتْ لَهُ بِطَعَامٍ فَقَالَ لَهَا: «كُلِيْ». فَقَالَتْ: إِنِّيْ صَائِمَةٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى يَفْرَغُوْا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ

২০৮১-[৬] উম্মু ‘উমারাহ্ বিনতু কা‘ব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মু ‘উমারার ওখানে গেলেন। তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য খাবার আনলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মু ‘উমারাহ্-কে বললেন, তুমিও খাও। উম্মু উমারাহ্ বললেন, আমি তো সায়িম। তিনি বললেন, যখন কোন সায়িমের সামনে খাওয়া হয় (তখন তারও খেতে লোভ হয়, সওম রাখা তার জন্য কষ্ট কর হয়), তখন যতক্ষণ খাবার গ্রহণকারী খাবার খেতে থাকে ততক্ষণ মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) তার ওপর রহ্মাত বর্ষণ করতে থাকেন। (আহ্মাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারিমী)[১২৬]

---

[১২৫] **য‘ঈফ :** তিরমিযী ৭৩৫, আহমাদ ২৬২৬৭। কারণ এর সানাদে জা‘ফার ইবনু বুরক্বন বিশেষত যুহরী থেকে বর্ণনায় একজন দুর্বল রাবী।

[১২৬] **য‘ঈফ :** তিরমিযী ৭৮৫, ইবনু মাজাহ ১৭৮৮, আহমাদ ২৭০৬০, দারিমী ১৭৩৮, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২১৩৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৫১৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৪৩০, য‘ঈফাহ্ ১৩৩২।

ব্যাখ্যা (إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهٗ) অর্থাৎ- সায়িম ব্যক্তির উপস্থিতিতে দিনের বেলায় খাদ্যগ্রহণ। তিরমিযীর বর্ণনায় রয়েছে, সায়িম ব্যক্তির নিকট কোন লোক যখন খাদ্য খাবে, তখন (صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ) অর্থাৎ- মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) তাদের জন্য দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কারণ তার নিকট খাদ্যের উপস্থিতি খাওয়ার চাহিদা বৃদ্ধি করে দেয়। সুতরাং যখন সে তার খাওয়ার চাহিদা দমন করে এবং নিজেকে আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য বাধা দিয়ে রাখে তখন মালায়িকাহ্ তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٠٨٢ـ[٧] عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: دَخَلَ بِلَالٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَتَغَدّٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «الْغَدَاءَ يَا بِلَالُ». قَالَ: إِنِّيْ صَائِمٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «نَأْكُلُ رِزْقَنَا وَفَضْلُ رِزْقِ بِلَالٍ فِي الْجَنَّةِ أَشَعَرْتَ يَا بِلَالُ أَنَّ الصَّائِمَ تُسَبِّحُ عِظَامُهٗ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ مَا أُكِلَ عِنْدَهٗ؟». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ

২০৮২-[৭] বুরায়দাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রাঃ) একবার রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দরবারে এলেন। এ সময় তিনি (ﷺ) সকালের নাশতা করছিলেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বিলালকে বললেন, হে বিলাল! এসো খাবার খাও। বিলাল বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি সওমে আছি। তিনি বললেন, আমরা তো (এখানে অর্থাৎ- দুনিয়ায়) আমাদের রিয্ক্ব খাচ্ছি। আর বিলালের উত্তম খাবার হবে জান্নাতে। হে বিলাল! তুমি কি জানো? (সায়িমের সামনে যখন খাবার খাওয়া হয় তখন) সায়িমের হাড় আল্লাহর তাসবীহ করে। যতক্ষণ তার সামনে খাওয়া চলে। ততক্ষণ আল্লাহর মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) তার জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকেন। (বায়হাক্বী, শু'আবিল ঈমান)[১২৭]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসের সমর্থনে পূর্বে উল্লেখিত উম্মু 'উমারাহ্ (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস এবং ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস মারফূ'ভাবে এই শব্দে রয়েছে যে, যখন সায়িম ব্যক্তি কোন দলের মাঝে উপবিষ্ট থাকবে, আর তারা খাওয়াতে রত, তখন মালায়িকাহ্ উক্ত সিয়াম পালনকারী ব্যক্তির দু'আ করতে থাকে তার ইফত্বার করা পর্যন্ত।

'ত্ববারানী আল আওসাত' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে আবান বিন 'আয়াশ নামক রাবী রয়েছেন, যিনি মাতরূক। মাজ্‌মা'উয্ যাওয়ায়িদ-এও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

---

[১২৭] মাওযূ' : শু'আবুল ঈমান ৩৩১৪, ইবনু মাজাহ ১৭৪৯, সিলসিলাহ্ আয্ য'ঈফাহ্ ১৩৩১, য'ঈফ আত্ তারগীব ৬৫৬, য'ঈফ আল জামি' ৫৯৫২। কারণ এর সানাদে রাবী মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুর রহমান সম্পর্কে ইবনু 'আদী (রহঃ) বলেন, সে মুনকারুল হাদীস। আর 'আব্‌দী (রহঃ) বলেন, সে মিথ্যুক, মাতরূকুল হাদীস।

(৮) بَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

অধ্যায়-৮ : লায়লাতুল ক্বদ্‌র

নামকরণ :

লায়লাতুল ক্বদ্‌র-এর নামকরণ নিয়ে 'উলামাগণের মাঝে মতপার্থক্য বিদ্যমান। তবে গ্রহণযোগ্য ও বাস্তবসম্মত মত হলো, এ রাতের নাম لَيْلَةِ الْقَدْرِ (লায়লাতুল ক্বদ্‌র) রাখা হয়েছে তার সম্মান ও মর্যাদার কারণে। আর القدر শব্দের অর্থ التعظيم বা সম্মান বা মর্যাদাবান। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ﴾ অর্থাৎ- "তারা আল্লাহ তা'আলাকে যথাযথ সম্মান করেনি।" (সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ৯১)

এর অর্থ হলো, নিশ্চয়ই এ রাতে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ায় তা সম্মানের অধিকারী হয়েছে। আর তার গুণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ রাত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। অথবা এ রাতে মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) অবতীর্ণ হয় বিধায় এটি সম্মানী। অথবা এ রাতে রহমাত, বারাকাত ও ক্ষমা অবতীর্ণ হয়, অথবা এ রাত 'ইবাদাতের মাধ্যমে জাগরণ করা হয়। বিবিধ কারণে তা সম্মানী।

লায়লাতুল ক্বদ্‌র নির্ধারণ :

এ রাত নির্ধারণে 'উলামাগণের অধিকতর মতপার্থক্য রয়েছে।

'আল্লামাহ্ হাফিয আসক্বালানী (রহঃ) ফাতহুল বারীতে ৪০টির বেশি মতামত উল্লেখ করেছেন। আর এ সকল মতামতগুলো একে অপরের পরিপূরক। তবে সর্বপ্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য মতের ক্ষেত্রে 'আল্লামাহ্ আবূ সওর আল মুযানী, ইবনু খুযায়মাহ্ এবং মাযহাবীদের একদল 'উলামাগণ বলেন, নিশ্চয়ই তা রমাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে হবে, এবং তা স্থানান্তরিত হবে, অর্থাৎ- কখনো তা ২১তম রাতে যেতে পারে, আবার কখনো ২৫শে কখনো ২৭শে এবং কখনো ২৯শে রাতে যেতে পারে। আর 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর বর্ণিত হাদীসটি তার উপরই প্রমাণ করে। এটাই সর্বগ্রাহ্য ও প্রাধান্য মত।

হাফিয আস্‌ক্বালানী (রহঃ) এ সংক্রান্ত মতামতগুলো উল্লেখ করার পর বলেন, এ সকল মতের মধ্যে প্রাধান্য ও অগ্রগণ্য মত হলো : নিশ্চয়ই তা শেষ দশকের বেজোড় রাতে হবে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা ও অন্যান্যদের বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে অধ্যায় বেঁধেছেন যে, (باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر) অর্থাৎ- অধ্যায় : লায়লাতুল ক্বদ্‌রের রাত (রমাযানের) শেষ দশকের বেজোড় রাতে অনুসন্ধান করা।

'আল্লামাহ্ আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, (ইমাম বুখারীর) এ অধ্যায়ে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, লায়লাতুল ক্বদ্‌র রমাযানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এর পর তা শেষ দশকে নির্ধারিত, অতঃপর তা বেজোড় রাতগুলোতে, তবে তা কোন রাতে তা নির্ধারিত নয়।

এ রাত গোপন করার হিকমাত :

লায়লাতুল ক্বদ্‌রের রাতকে গোপন করার হিকমাত প্রসঙ্গে 'উলামাগণ বলেন, এটি গোপন রাখা হয়েছে এ কারণে যে, যাতে এ রাত অনুসন্ধানের জন্য ইজতিহাদ বা প্রচেষ্টা করা যায়। এর বিপরীতে যদি তা নির্দিষ্ট করে দেয়া হত তাহলে মানুষ শুধু ওই নির্ধারিত রাতটির মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকত। (আল্লাহ ভালো জানেন)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٠٨٣ - [١] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২০৮৩-[১] 'আয়িশাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বদ্‌র রজনীকে রমাযান মাসের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে অনুসন্ধান করো। (বুখারী)[১২৮]

ব্যাখ্যা : অপর বর্ণনায় রয়েছে اِلْتَمِسُوْ (সন্ধান কর) উভয়টির অর্থ হলো অনুসন্ধান করা, ইচ্ছা করা। তবে (تَحَرَّوْا) শব্দটি কঠোর চেষ্টা ও গবেষণায় অগ্রগামী।

এখানে দলীল রয়েছে যে, "লায়লাতুল ক্বদ্‌র"টা রমাযানেই সীমাবদ্ধ, অতঃপর তার শেষ দশকে। তারপর শেষ দশকের বেজোড় রাতে নির্ধারিত হয়, তবে তা কোন্ রাতে নির্ধারিত নয়, আর এ বিষয়ে বর্ণনা অতিবাহিত হয়েছে, এটাই অগ্রগণ্য মত।

٢٠٨٤ - [٢] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «أَرٰى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২০৮৪-[২] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর সাথীদের কয়েক ব্যক্তিকে লায়লাতুল ক্বদ্‌র (রমাযান মাসের) শেষ সাতদিনে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি দেখছি তোমাদের সকলের স্বপ্ন শেষ সাত রাতের ব্যাপারে এক। তাই তোমাদের যে ব্যক্তি ক্বদ্‌র রজনী পেতে চাও সে যেন (রমাযান মাসের) শেষ সাত রাতে তা খুঁজে। (বুখারী, মুসলিম)[১২৯]

ব্যাখ্যা : (فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ) এখানে (سَبْعِ الْأَوَاخِرِ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : মাসের শেষ, অর্থাৎ- উল্লেখিত سبع টা মাসের শেষ বুঝায়। অতএব তা শুরু হবে ২৪ তারিখ হতে, যদি মাস ৩০ দিনে হয়। (উল্লেখ্য যে, 'আরাবী মাসের হিসাব রাত আগে আসে। সুতরাং এখানে ২৪ তারিখ রাত হলো : ২৩ তারিখের পরবর্তী রাত।) আর سبع দ্বারা ২০ এর পরবর্তী দিনগুলোও হতে পারে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) কিতাবুত্ তা'বির-এ বিশুদ্ধ সানাদে বর্ণিত রয়েছে। নিশ্চয়ই মানুষেরা লায়লাতুল ক্বদ্‌র দেখেছিল শেষ সাথে এবং কতক মানুষ তা দেখেছিল শেষ দশে। অতঃপর নাবী ﷺ বললেন, তোমরা তা খোঁজ কর মাসের শেষ রাতগুলোত।

---

[১২৮] সহীহ : বুখারী ২০১৭, মুসলিম ১১৬৯, তিরমিযী ৭৯২, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৮৬৬০, আহমাদ ২৪৪৪৫, ২৪২৯২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৫৩১, ৮৫২৭, সহীহাহ্ ৩৬১৬, সহীহ আল জামি' ২৯২২।

[১২৯] সহীহ : বুখারী ২০১৫, মুসলিম ১১৬৫, মুয়াত্ত্বা মালিক ১১৪৪, আহমাদ ৪৪৯৯, মু'জামুল আওসাত ৩৮৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৫৪৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৬৭৫, সহীহ আল জামি' ৮৬৭।

Contents

হাফিয আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, নাবী ﷺ তাদের উভয় দলের দেখার ঐকমত্যের দিকে লক্ষ্য করেছেন, অতঃপর এ নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি আত্‌ তা'বির-এ বলেন, এককভাবে سبع বা সাত সংখ্যাটি عَشْر বা দশ সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত। যখন একদল দেখল নিশ্চয়ই তা দশের মধ্যে আবার আর একদল দেখল, তা শেষ সাতে। যাতে তারা সাতের উপর ঐকমত্য হয়, সেজন্য নাবী ﷺ উভয় দলকেই লায়লাতুল ক্বদ্‌র শেষ সাতে অনুসন্ধান করার নির্দেশ দিয়েছেন (অর্থাৎ- ২৩ তারিখ দিবাগত রাত হতে শুরু হবে)।

মুসনাদে আহমাদ-এর বর্ণনায় সালিম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রয়েছে যে, এক লোক লায়লাতুল ক্বদ্‌র দেখল ২৭শে রাতে অথবা অনুরূপ অনুরূপ। অতঃপর নাবী ﷺ বলেন, তোমরা লায়লাতুল ক্বদ্‌র অনুসন্ধান কর অবশিষ্ট দশের বেজোড় রাতে আর মুসলিমে ইবনু 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি লায়লাতুল ক্বদ্‌র সন্ধান করতে চায় সে যেন শেষ দশকের বেজোড় রাতে সন্ধান করে এবং তিনি ৭ এবং ১০ এর বর্ণনা দ্বয়ের মাঝে সমন্বয় করেছেন যে, ১০ শব্দটি সীমাবদ্ধতার জন্য অথবা দু' বছরের দু'টি বিষয়ের সংখ্যার উপর প্রমাণ করবে। কেননা নাবী ﷺ লায়লাতুল ক্বদ্‌র সম্পর্কে জানতেন যে, তা শেষ দশকেই হয়।

٢٠٨٥ - [٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اَلْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ: فِيْ تَاسِعَةٍ تَبْقٰى فِيْ سَابِعَةٍ تَبْقٰى فِيْ خَامِسَةٍ تَبْقٰى. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২০৮৫-[৩] ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : তোমরা লায়লাতুল ক্বদ্‌রকে রমাযান মাসের শেষ দশকে সন্ধান করো। লায়লাতুল ক্বদ্‌র হলো নবম রাতে (অর্থাৎ- একুশতম রাতে), বাকী দিন হলো সপ্তম রাতে (সেটা হলো তেইশতম রাত), আর অবশিষ্ট থাকল পঞ্চম রাত (আর তা হলো পঁচিশতম) রাত। (বুখারী)[১৩০]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ আল ক্বারী (রহঃ) বলেন যে, তার কথা (تَبْقٰى) অবশিষ্ট থাকবে, অর্থাৎ- ২০ এর পর তা অবশিষ্ট থাকবে। আর নাবী ﷺ تَاسِعَةٍ বা ৯ম দ্বারা ২৯ তারিখ, ৭ম দ্বারা ২৭ ও পঞ্চম দ্বারা ২৫ তারিখ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। এর সমর্থনে সহীহ মুসলিম ও আবূ দাউদ-এর বর্ণনায় আবী আন্‌ নাযরাহ্‌ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি আবূ সা'ঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তোমরা তা (লায়লাতুল ক্বদ্‌র) অনুসন্ধান কর ৯ম, ৭ম, ৫ম রাতে।

আমি (আবূ আন্‌ নায্‌রাহ্‌) বললাম, নিশ্চয়ই আপনারা সংখ্যার ব্যাপারটি আমাদের চেয়ে বেশি জানেন। তিনি (আবূ সা'ঈদ) বললেন, হ্যাঁ, আমরা তা জানার বেশি হাক্বদার। আমি বললাম ৯ম, ৭ম, ৫ম কি? জবাবে তিনি বললেন, যখন ২১ তারিখ অতিবাহিত হবে, অতঃপর যে রাতটি ২২ তারিখের সাথে সাথে মিলিত, তা হলো ৯ম। আর যখন ২৩ তারিখ অতিবাহিত হবে, অতঃপর দিবাগত রাত হলো ৭ম, অতঃপর যখন ২৫ তারিখ অতিবাহিত হবে, অতঃপর তার সাথে সংশ্লিষ্ট রাত হলো ৫ম। এই বিশুদ্ধ হাদীসগুলোর ভিন্নতাই প্রমাণ করে যে, লায়লাতুল ক্বদ্‌র রাতটা (শেষের দশকের) বেজোড় রাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

٢٠٨٦ - [٤] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فِيْ قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهٗ. فَقَالَ: «إِنِّيْ اعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ

[১৩০] সহীহ : বুখারী ২০২১, আবূ দাউদ ১৩৮১, আহমাদ ২৫২০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৫৩৩, শু'আবুল ঈমান ৩৪০৭, সহীহ আল জামি' ১২৪৪।

أَلْتَمِسُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ لِيْ إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ اَعْتَكَفَ مَعِيْ فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ فَقَدْ أُرِيتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا وَقَدْ رَأَيْتُنِيْ أَسْجُدُ فِيْ مَاءٍ وَطِيْنٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فِيْ كُلِّ وِتْرٍ». قَالَ: فَمُطِرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلٰى عَرِيشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فَبَصُرَتْ عَيْنَايَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَعَلٰى جَبْهَتِهٖ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ مِنْ صَبِيحَةِ إِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي الْمَعْنٰى وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ إِلٰى قَوْلِهٖ: «فَقِيلَ لِيْ: إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ». وَالْبَاقِيْ لِلْبُخَارِيِّ

২০৮৬-[৪] আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) রমাযানের প্রথম দশ দিনে ই'তিকাফ করেছেন। তারপর তিনি (ﷺ) একটি তুর্কী ছোট তাঁবুতে ই'তিকাফ করেছেন মধ্যের দশ দিন। অতঃপর তিনি (ﷺ) তাঁর মাথা (তাঁবুর বাইরে) বের করে বলেছেন, আমি 'ক্বদ্‌র রজনী' সন্ধান করার জন্য প্রথম দশ দিনে ই'তিকাফ করেছি। তারপর করেছি মাঝের দশ দিনে। তারপর আমার কাছে তিনি এসেছেন। মালাক (ফেরেশ্‌তা) আমাকে বলেছেন, 'লায়লাতুল ক্বদ্‌র' রমাযানের শেষ দশ দিনে। অতএব যে আমার সাথে 'ই'তিকাফ' করতে চায় সে যেন শেষ দশ দিনে করে। আমাকে স্বপ্নে 'ক্বদ্‌র রজনী' নির্দিষ্ট করে দেখিয়েছেন। তারপর তা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে (অর্থাৎ- জিবরীল আলায়হিস সালাম আমাকে বললেন, অমুক রাতে শবে ক্বদ্‌র। তারপর তা কোন্ রাত আমি ভুলে গিয়েছি)। (স্বপ্নে) নিজেকে দেখলাম যে, আমি এর ভোরে (অর্থাৎ- লায়লাতুল ক্বদ্‌রের ভোরে) কাদামাটিতে সাজদাহ্ করছি। যেহেতু আমি ভুলে গিয়েছি সেটা কোন্ রাত ছিল। তাই এ রাতকে (রমাযানের) শেষ দশ দিনের মধ্যে সন্ধান করো। তাছাড়াও লায়লাতুল ক্বদ্‌রকে বেজোড় রাতে অর্থাৎ- শেষ দশের বেজোড় রাতে সন্ধান করো। বর্ণনাকারী বলেন, (যে রাতে রসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বপ্নে দেখেছিলেন) সে রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। মাসজিদের ছাদ খেজুরের ডালপাতার হওয়ায় একুশতম রাতের সকালে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কপালে পানি ও মাটির চিহ্ন ছিল। (এ হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে অর্থের দিক দিয়ে বুখারী ও মুসলিম একমত। অবশ্য এ পর্যন্ত বর্ণনার শব্দগুলো ইমাম মুসলিম উদ্ধৃত করেছেন। আর রিওয়ায়াতের বাকী শব্দগুলো উদ্ধৃত করেছেন ইমাম বুখারী।)[১৩১]

ব্যাখ্যা : নাবী (ﷺ)-এর কথা, অর্থাৎ- শেষ দশকে বেজোড় রাতে সন্ধান কর। তার প্রথম রাত হলো ২১ তারিখ, আর সর্বশেষ হলো ২৯ তারিখ। তবে জোড় রাত নয়।

আলোচ্য হাদীসে নিশ্চয়ই নাবী (ﷺ) স্বপ্নে যা দেখেছিলেন, তার ব্যাখ্যা এমনও হতে পারে যে, তিনি (ﷺ) অনুরূপ জাগ্রতাবস্থায় দেখতেন। আর এ হাদীস দ্বারা যারা মনে করেন যে, লায়লাতুল ক্বদ্‌র সর্বদাই ২১শে রাতে হবে তারা দলীল গ্রহণ করেছেন। তবে এ হাদীসে তাদের কোন দলীল নেই। কেননা এটি উক্ত বছরের জন্য প্রযোজ্য।

বার বার এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে যে, নিশ্চয়ই তা স্থানান্তরিত হবে। অর্থাৎ- তা ২৩, ২৫, ২৭, ২৯ তারিখেও হতে পারে। বছরের ভিন্নতায় শেষ দশকের বিভিন্ন রাতে তা হতে পারে।

---

[১৩১] সহীহ : বুখারী ২০২৭, মুসলিম ১১৬৭, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২২১৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৫৬৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৬৮৪।

٢٠٨٧ - [٥] وَفِيْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أُنَيْسٍ قَالَ: «لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَّعِشْرِيْنَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২০৮৭-[৫] যে রিওয়ায়াতটি 'আবদুল্লাহ ইবনু উনায়স রাঃ হতে বর্ণিত, সে বর্ণনা '২১তম রাতের সকালের' স্থলে '২৩তম রাতের সকালে' শব্দটি আছে। (মুসলিম)[১৩২]

ব্যাখ্যা : 'আবদুল্লাহ বিন উনায়স রাঃ হতে আবূ সা'ঈদ-এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে, সেখানে ২১শে রাতের পরিবর্তে ২৩ রাতের কথা উল্লেখ রয়েছে। তার শব্দে মুসলিমে রয়েছে, নাবী ﷺ বললেন, লায়লাতুল কৃদ্‌র আমাকে দেখানো হয়েছিল, অতঃপর তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে এবং ঐ দিনে সকালে দেখানো হয়েছে যে, আমি পানি ও কাদা মাটিতে সাজদাহ্ দিয়েছি। তিনি বলেন, অতঃপর ২৩ রাতে আমাদের ওপর বৃষ্টি হয়েছিল। অতঃপর নাবী ﷺ আমাদের সাথে সলাত আদায় করলেন এবং ফিরে গেলেন। আর পানি ও কাদা মাটির চিহ্ন কপালে ও নাকে লেগে ছিল। 'আবদুল্লাহ বিন উনায়স রাঃ বলেন, এ দিনটি ছিল ২৩শে রাত, এখানে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, 'আবদুল্লাহ বিন উনায়স ও আবূ সা'ঈদ রাঃ-এর হাদীসের মাঝে রাত নির্ধারণে বৈপরীত্য রয়েছে। কারো মতে আবূ সা'ঈদ-এর হাদীসে মুত্তাফাকুন 'আলাইহি হওয়ায় তা প্রাধান্যযোগ্য। এ হাদীস থেকে যারা দলীল গ্রহণ করেছেন তারা বলেন, লায়লাতুল কৃদ্‌র রাতটা ২৩তম রাতে হবে। তবে সর্বোপরি কথা হল, নিশ্চয়ই তা ঐ বছরের জন্য খাস ছিল। কিন্তু 'আবদুল্লাহ বিন উনায়স এবং তার মতের অনুসারী ও তাবি'ঈনগণ এটা 'আম্‌ভাবে প্রতি বছরের উপর ধরে নিয়েছেন।

٢٠٨٨ - [٦] وَعَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ: مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ. فَقَالَ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَرَادَ أَنْ لَا يَتَّكِلَ النَّاسُ أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِيْ رَمَضَانَ وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ ثُمَّ حَلَفَ لَا يَسْتَثْنِيْ أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ. فَقُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُوْلُ ذٰلِكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ؟ قَالَ: بِالْعَلَامَةِ أَوْ بِالْاٰيَةِ الَّتِيْ أَخْبَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لَا شُعَاعَ لَهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২০৮৮-[৬] যির ইবনু হুবায়শ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উবাই ইবনু কা'বকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার (দীনী) ভাই 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ রাঃ বলেন, যে ব্যক্তি গোটা বছর 'ইবাদাত করার জন্য রাত জাগরণ করবে, সে 'কৃদ্‌র রজনী' পাবে। উবাই ইবনু কা'ব বললেন, আল্লাহ তা'আলা ইবনু মাস'উদ-এর ওপর রহম করুন। তিনি এ কথাটা এজন্য বলেছেন, যেন মানুষ ভরসা করে বসে না থাকে। নতুবা তিনি তো জানেন যে, 'কৃদ্‌র' রমাযান মাসেই আসে। আর রমাযান মাসের শেষ দশ দিনের এক রাতে কৃদ্‌র রজনী হয়। সে রাতটা সাতাশতম রাত। এদিকে উবাই ইবনু কা'ব কসম করেছেন এবং *'ইন্‌শা-আল্ল-হ'* বলা ছাড়াই বলেছেন, 'নিঃসন্দেহে কৃদ্‌র রাত (রমাযানের) সাতাশতম রাত'। আমি আরয করলাম, হে আবুল মুনযির (উবাই-এর ডাক নাম)! কিসের ভিত্তিতে আপনি এ কথা বলেছেন? তিনি বললেন, ঐ আলামাত ও আয়াতের ভিত্তিতে, যা আমাদেরকে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন। (তিনি বলেছেন), ঐ রাতের সকালে সূর্য উদয় হবে, কিন্তু এতে কিরণ বা আলো থাকবে না। (মুসলিম)[১৩৩]

---

[১৩২] **সহীহ :** মুসলিম ১১৬৮, আহমাদ ১৬০৪৫, সহীহাহ্ ৩৯৮৫।

[১৩৩] **সহীহ :** মুসলিম ৭৬২।

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে (شُعَاعَ لَهَا)-এর شُعَاعٌ শব্দটি এটি শিন অক্ষরে পেশ যোগে। ভাষাবিদগণ বলেন, সূর্য উদিত হওয়ার রশ্মির মতো সূর্যের যে কিরণ দেখা যায় তা-ই। হাফিয আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, যে লায়লাতুল কৃদ্‌র পাবে তার আলাদা কোন নিদর্শন প্রকাশ পাবে কি-না, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন যে, লায়লাতুল ক্বদ্‌র পাবে সে সব কিছুকে সাজদাহ্ অবস্থায় দেখতে পাবে। কেউ বলেন, সকল স্থানে এমনকি ঘোর অন্ধকারেও আলো দেখতে পাবে। কেউ বলেন, সালাম ফিরালে তাকে সম্বোধন করে মালায়িকাহ্'র (ফেরেশতাগণকে) শুনতে পাবে। কেউ বলেন যে, লায়লাতুল ক্বদ্‌র পাবে, তার দু'আ কবূল হওয়াই তার নিদর্শন। তবে 'আল্লামাহ্ ত্বাবারী (রহঃ) বলেন : এসবের কোনটিও আবশ্যকীয় নয় এবং লায়লাতুল ক্বদ্‌র অর্জন হওয়ার ক্ষেত্রে কোন কিছু দেখা বা শোনা শর্ত নয়।

٢٠٨٩ -[٧] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِيْ غَيْرِهٖ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২০৮৯-[৭] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ রমাযান মাসের শেষ দশ দিনে যত 'ইবাদাত বন্দেগী (মুজাহাদাহ্) করতেন এতো আর কোন মাসে করতেন না। (মুসলিম)[১৩৪]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ আল ক্বারী (রহঃ) বলেন, নিশ্চয়ই সে অধিক আনুগত্য ও 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা করবে, অর্থাৎ- সকল ভালো কাজ পুণ্যের কাজ ও 'ইবাদাত পরিপূর্ণরূপে পালন করবে।

(مَا لَا يَجْتَهِدُ فِيْ غَيْرِهٖ) অর্থাৎ- শেষের দশক ছাড়াও এখানে দলীল রয়েছে যে, 'ইবাদাতের কঠোর প্রচেষ্টা করা, রমাযানের শেষ দশকের রাতগুলোতে ক্বিয়াম করার উপর উৎসাহিত করা মুস্তাহাব। এতে শেষ 'আমালের সৌন্দর্য ও তা উত্তম হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে।

٢٠٩٠ -[٨] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهٗ وَأَحْيَا لَيْلَهٗ وَأَيْقَظَ أَهْلَهٗ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২০৯০-[৮] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ রমাযানের শেষ দশ দিন এলে 'ইবাদাতের জন্য জোর প্রস্তুতি নিতেন। রাত জেগে থাকতেন, নিজের পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন। (বুখারী, মুসলিম)[১৩৫]

ব্যাখ্যা : এখানে (شَدَّ مِئْزَرَهٗ) এর অর্থ 'উলামাগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মত হলো, 'ইবাদাতের মাধ্যমে ব্যস্ততার জন্য নারীদের থেকে দূরে থাকাই (شَدَّ مِئْزَرَهٗ) এর উদ্দেশ্য। আর সালাফে সলিহীন ও পূর্ববর্তী ইমামগণ তার বিশ্লেষণ করেন এবং আস্ সাওরী তার প্রতি নিশ্চিত সমর্থন দিয়েছেন এবং কবীর কাব্য দ্বারা দলীল দিয়েছেন।

قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهار.

---

[১৩৪] সহীহ : মুসলিম ১১৭৫, তিরমিযী ৭৯৬, ইবনু মাজাহ ১৭৬৭, আহমাদ ২৬১৮৮, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২২১৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৪৬১, সহীহাহ্ ১১২৩, সহীহ আল জামি' ৪৯১০।

[১৩৫] সহীহ : বুখারী ২০২৪, মুসলিম ১১৭৪, সহীহ আল জামি' ৪৭১৩, আবূ দাউদ ১৩৭৬, নাসায়ী ১৬৩৯, ইবনু মাজাহ ১৭৬৮, আহমাদ ২৪১৩১, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২২১৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৪৬০, ইবনু হিব্বান ৩৪৩৭।

অর্থাৎ- যখন কোন সম্প্রদায় যুদ্ধ করে, তাদের কোমর নারীদের থেকে শক্তভাবে বাঁধবে, যদিও রমণী পবিত্রতায় রাত যাপন করে।

আর নিশ্চয়ই এটি রমাযানের শেষের জন্য খাসকরণ 'ইবাদাতের সময় বের করা তাতে সহজ, অতঃপর তাতে 'ইবাদাতের ইজতিহাদ করা যায়, কারণ তা শেষের 'আমাল, আর শেষের 'আমালই উত্তম। তিরমিযীর বর্ণনায় উম্মু সালামাহ্ হতে বর্ণিত, তখন নাবী ﷺ তার পরিবার হতে যে ক্বিয়াম করতে সক্ষম, তাকে ক্বিয়াম ছাড়া রাখতেন না।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٠٩١ - [٩] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُوْلُ فِيهَا؟ قَالَ: «قُوْلِيْ: اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

২০৯১-[৯] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে বলে দিন, যদি আমি 'ক্বদ্‌র রাত' পাই, এতে আমি কী দু'আ করব? তিনি (ﷺ) বললেন : তুমি বলবে, *"আল্ল-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুব্বুন, তুহিব্বুল আফ্‌ওয়া', ফা'ফু 'আন্নী"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমিই ক্ষমাকারী। আর ক্ষমা করাকে তুমি পছন্দ করো। অতএব তুমি আমাকে মাফ করে দাও।) (আহ্‌মাদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী; আর ইমাম তিরমিযী এটিকে সহীহ বলেছেন)[১৩৬]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে দলীল রয়েছে যে, (لَيْلَةُ الْقَدْرِ) "লায়লাতুল ক্বদ্‌র" অর্থাৎ- মর্যাদাবান রাতে উপরোল্লিখিত শব্দের দ্বারা দু'আ করা মুস্তাহাব।

٢٠٩٢ - [١٠] وَعَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «اَلْتَمِسُوْهَا يَعْنِيْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِيْ تِسْعٍ يَبْقِيْنَ أَوْ فِيْ سَبْعٍ يَبْقِيْنَ أَوْ فِيْ خَمْسٍ يَبْقِيْنَ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ اٰخِرِ لَيْلَةٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২০৯২-[১০] আবূ বাক্‌রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা লায়লাতুল ক্বদ্‌রকে (রমাযান মাসের) অবশিষ্ট নবম রাতে, অর্থাৎ- ২৯তম রাতে; অথবা অবশিষ্ট সপ্তম রাতে, অর্থাৎ- ২৭তম রাতে; অথবা অবশিষ্ট পঞ্চম রাতে, অর্থাৎ- ২৫তম রাতে; অথবা অবশিষ্ট তৃতীয় রাতে, অর্থাৎ- ২৩তম রাতে; অথবা শেষ রাতে খোঁজ করো। (তিরমিযী)[১৩৭]

ব্যাখ্যা : কতক 'উলামাহ্‌গণ বলে থাকেন যে, মাস যখন ২৯ হবে তখন (লায়লাতুল ক্বদ্‌রের) প্রথম রাত হবে ২১ তারিখ, দ্বিতীয়টি ২৩ রাত, তৃতীয়টি ২৫ রাত, চতুর্থটি ২৭তম রাত এবং বেজোড় রাতের হাদীসগুলোর মধ্যে এ সংক্রান্ত হাদীসের আধিক্য থাকায় এটি (২৭তম রাত) উত্তম। আমরা বলব, উল্লেখিত

[১৩৬] **সহীহ :** তিরমিযী ৩৫১৩, ইবনু মাজাহ ৩৮৫০, আহমাদ ২৫৩৮৪, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৯৪২, সহীহাহ্ ৩৩৩৭, সহীহ আল জামি' ৩৩৯১।

[১৩৭] **সহীহ :** তিরমিযী ৭৯৪, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২১৭৫, সহীহ আল জামি' ১২৪৩।

সংখ্যার কোনটিকে অগ্রাধিকার দেয়ার দলীল নেই। আর উল্লেখিত হাদীস দ্বারা বেজোড় সংখ্যার সকল রাত (২১, ২৩, ২৫, ২৭, ২৯ রাত) উদ্দেশ্য।

٢٠٩٣ -[١١] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ: «هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: رَوَاهُ سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ.

২০৯৩-[১১] ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে লায়লাতুল ক্বদ্‌র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি (ﷺ) বলেন, তা প্রত্যেক রমাযানে আসে। (আবূ দাউদ। ইমাম আবূ দাউদ বলেন, সুফ্‌ইয়ান ও শু'বাহ্ আবূ ইসহাক্ব হতে, তিনি মাওকূফ হিসেবে এ হাদীসটি ইবনু 'উমার হতে বর্ণনা করেছেন।)[১৩৮]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন, এ হাদীসটি দু'টি বিষয়ে সম্ভাবনা রাখে।

১. নিশ্চয়ই তা বছরগুলোর মধ্য হতে প্রতি রমাযানের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য। সুতরাং তা (লায়লাতুল ক্বদ্‌র) রমাযানের সাথে খাস। অতএব অন্য সকল মাসে তা গণ্য হবে না।

২. রমাযানের প্রত্যেক রাতের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য। সুতরাং রমাযানের শেষের কিছু অংশের সাথে তা খাস হবে না। অর্থাৎ- পুরো রমাযানই লায়লাতুল ক্বদ্‌র। 'আল্লামাহ্ 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ) বলেন, এ হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয় যা আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, লায়লাতুল ক্বদ্‌রটা রমাযানের সকল রাতে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে হাদীসটি পূর্ণ বক্তব্য নয়। যেমন 'আল্লামাহ্ ক্বারী (রহঃ) বলেন, এ হাদীসটি মাওকূফ ও মারফূ' হওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। যদি তা মাওকূফ হয় তবে তা নস বা পূর্ণ হুকুম নয়। আর আমার ['উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ)] নিকট প্রাধান্যযোগ্য মত হল, 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ)-এর উল্লেখিত দু'টি বিষয়ের প্রথমটি। কারণ একাধিক বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট হাদীস থেকে জানা যায় যে, লায়লাতুল ক্বদ্‌র রমাযানের শেষ দশকের সাথে নির্দিষ্ট।

٢٠٩٤ -[١٢] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي بَادِيَةً أَكُونُ فِيهَا وَأَنَا أُصَلِّي فِيهَا بِحَمْدِ اللهِ فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ أَنْزِلُهَا إِلَى هٰذَا الْمَسْجِدِ فَقَالَ: «انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ». قِيلَ لِابْنِهِ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ فَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ لِحَاجَةٍ حَتّٰى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ وَجَدَ دَابَّتَهُ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَلَحِقَ بِبَادِيَتِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

২০৯৪-[১২] 'আবদুল্লাহ ইবনু উনায়স (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! গ্রামে-গঞ্জে আমার বাড়ী। ওখানেই আমি বসবাস করি। আলহাম্‌দুলিল্লাহ ওখানেই সলাতও আদায় করি। অতএব রমাযানের একটি নির্দিষ্ট রাতের কথা বলে দিন, (যে রাতে আমি সে রাত খুঁজতে) আপনার এ মাসজিদে আসতে পারি। এ কথা শুনে তিনি (ﷺ) বললেন : আচ্ছা তুমি তবে (রমাযান মাসের) ২৩ তারিখ দিবাগত রাতে এসো। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর কেউ তাঁর ছেলেকে জিজ্ঞেস

[১৩৮] য'ঈফ : তবে সঠিক হলো তা মাওকূফ। আবূ দাউদ ১৩৮৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৫২৬, য'ঈফ আল জামি' ৬১০২। কারণ এর সানাদে আবূ ইসহাক্ব একজন মুখতালাত্ব রাবী।

করল, আপনার পিতা তখন কি করতেন? ছেলে উত্তরে বলল, তিনি 'আস্‌রের সলাত আদায়ের সময় মাসজিদে প্রবেশ করতেন ফাজ্‌রের সলাত আদায়ের আগে (প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া) কোন কাজে বের হতেন না। ফাজ্‌রের সলাত শেষে মাসজিদের দরজায় নিজের বাহনটি প্রস্তুত পেতেন। এরপর বাহনটিতে বসতেন এবং নিজের গ্রামে চলে যেতেন। (আবূ দাঊদ)[১৩৯]

ব্যাখ্যা : লায়লাতুল ক্বদ্‌র রমাযানের ২৩তম রাত হওয়ার দিকে সহাবী ও তাবি'ঈগণের একটি দল মত দিয়েছেন। হাফিয আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, মু'আবিয়াহ্ (রাঃ) হতে বিশুদ্ধ সনাদে বর্ণিত রয়েছে যে, লায়লাতুল ক্বদ্‌র রমাযানের ২৩তম রাত। ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে, যে লায়লাতুল ক্বদ্‌র অনুসন্ধান করতে চায় সে যেন ২৩তম রাতে তা অনুসন্ধান করে। তিনি বলেন, আইয়ূব (রাঃ) ২৩তম দিনে গোসল করতেন এবং সুগন্ধি লাগাতেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٠٩٥ - [١٣] عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحٰى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: «خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحٰى فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِعَتْ وَعَسٰى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২০৯৫-[১৩] 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) একবার আমাদেরকে লায়লাতুল ক্বদ্‌রের খবর দেবার জন্য (মাসজিদে নাবাবীর হুজরা থেকে) বের হলেন। এ সময় মুসলিমদের দু' ব্যক্তি ঝগড়া শুরু করল। (এ অবস্থা দেখে) তিনি (ﷺ) বললেন : আমি তোমাদেরকে লায়লাতুল ক্বদ্‌র সম্পর্কে খবর দিতে বের হয়েছিলাম। কিন্তু অমুক অমুক ব্যক্তি ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হলো। ফলে (লায়লাতুল ক্বদ্‌রের খবর আমার মন হতে) উঠিয়ে নেয়া হলো। বোধ হয় (ব্যাপারটি) তোমাদের জন্য কল্যাণকর হয়েছে। তাই তোমরা লায়লাতুল ক্বদ্‌রকে (রমাযানের) ২৯, ২৭ কিংবা ২৫-এর রাতে খোঁজ করবে। (বুখারী)[১৪০]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ হাফিয (রহঃ) বলেন, বলা হয় যে, উক্ত দুই ব্যক্তি ছিলেন 'আবদুল্লাহ ইবনু আবী হাদ্‌রদ ও কা'ব বিন মালিক (রাঃ)। ইবনু দিহ্ইয়াহ্-ও এটি উল্লেখ করেছেন।

'আল্লামাহ্ আস্ সুবকী এখান থেকে মাস্‌আলাহ্ সংকলন করেছেন যে, যে ব্যক্তি লায়লাতুল ক্বদ্‌র দেখবে তার জন্য তা গোপন করা মুস্তাহাব। কেননা আল্লাহ তা'আলা তার নাবী (ﷺ) থেকে তা গোপন করেছেন। আর তার সম্পূর্ণটাই কল্যাণ আল্লাহ যা গোপন করেছেন। অতএব এ ক্ষেত্রে তার অনুসরণই মুস্তাহাব। আর অনেক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, যা হাদীস সন্ধানীদের নিকট গোপন নেই যে, লায়লাতুল ক্বদ্‌রের নির্দিষ্টকরণ উঠে যাওয়াই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। যাতে তিনি শেষ দশকের সকল রাতে 'ইবাদাতের কঠোর প্রচেষ্টার উপর উৎসাহ দেন।

---

[১৩৯] **হাসান সহীহ :** আবূ দাঊদ ১৩৮০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৫৩৮, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২২০০।

[১৪০] **সহীহ :** বুখারী ২০২৩, দারিমী ১৮২২, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২১৯৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৫৫০, শু'আবুল ঈমান ৩৪০৫।

Contents

'আল্লামাহ্ ইবনু আত্ তীন বলেন, তিনি তার জানা অনুযায়ী যদি লায়লাতুল ক্বদ্‌র নির্ধারণ করে দিতেন, তবে এ রাত ছাড়া অন্য রাত তারা 'আমাল খুব কম করত, আর নির্ধারিত রাতে বেশি 'আমাল করত। আর অন্য সকল রাতের অধিক 'আমালটা তাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে যেত।

٢٠٩٦ - [١٤] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْ كُبْكُبَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُصَلُّوْنَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ أَوْ قَاعِدٍ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ يَعْنِيْ يَوْمَ فِطْرِهِمْ بَاهٰى بِهِمْ مَلَائِكَتَهُ فَقَالَ: يَا مَلَائِكَتِيْ مَا جَزَاءُ أَجِيرٍ وَفّٰى عَمَلَهُ؟ قَالُوا: رَبَّنَا جَزَاؤُهُ أَنْ يُوَفّٰى أَجْرُهُ. قَالَ: مَلَائِكَتِيْ عَبِيدِيْ وَإِمَائِيْ قَضَوْا فَرِيضَتِيْ عَلَيْهِمْ ثُمَّ خَرَجُوا يَعُجُّونَ إِلَى الدُّعَاءِ وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ وَكَرَمِيْ وَعُلُوِّيْ وَارْتِفَاعِ مَكَانِيْ لَأُجِيبَنَّهُمْ. فَيَقُوْلُ: ارْجِعُوْا فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ. قَالَ: فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيمَانِ

২০৯৬-[১৪] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : 'লায়লাতুল ক্বদ্‌র' শুরু হলে জিব্‌রীল আমীন মালায়িকাহ্'র (ফেরেশ্‌তাগণের) দলবলসহ (পৃথিবীতে) নেমে আসেন। তাঁরা দাঁড়িয়ে বা বসে থাকা আল্লাহর স্মরণকারী আল্লাহর প্রত্যেক বান্দার জন্য দু'আ করতে থাকেন। এরপর ঈদুল ফিত্‌রের দিন এলে আল্লাহ তা'আলা মালায়িকার কাছে তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন, হে আমার মালায়িকাহ্! বলো দেখি সে প্রেমিকের কী পুরস্কার হতে পারে যে নিজ কাজ সম্পাদন করেছে? মালায়িকাহ্ বলেন, হে আমাদের রব! তার পারিশ্রমিক পরিপূর্ণভাবে দিয়ে দেয়াই হচ্ছে তার পুরস্কার। তখন আল্লাহ বলেন, আমার মালায়িকাহ্! আমার বান্দা ও বান্দীগণ তাদের ওপর আমার অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে। আজ (ঈদের দিন) আমার নিকট দু'আর ধ্বনি দিতে দিতে ঈদগাহের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আমার ইয্‌যতের, বড়ত্বের, উঁচু শানের কসম! জেনে রাখো তাদের দু'আ আমি নিশ্চয়ই কবূল করব। এরপর আল্লাহ বলেন, আমার (বান্দাগণ)! আমি নিশ্চয়ই তোমাদের সকল অপরাধ মাফ করে দিলাম। তোমাদের গুনাহখাতাগুলোকে নেক কাজে পরিবর্তন করে দিলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, অতঃপর তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে বাড়ী ফিরে যায়। (বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান)[১৪১]

ব্যাখ্যা : আহ্‌লুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত-এর 'উলামাহ্‌গণ এ মর্মে একমত হয়েছেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তার 'আর্‌শের উপর সমাসীন এবং তার 'আর্‌শ সাত আসমানের উপর।

আর إِسْتَوَاءُ হলো اَلْاِرْتِفَاعُ বা উত্তোলন করা, উচ্চাসনে সমাসীন হওয়া। আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আর্‌শের উপর সমাসীন আছেন। আর তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতা সকল স্থানে বিস্তৃত এবং তার 'আর্‌শে আরোহণ করা বা সমাসীন হওয়াটা বোধগম্যহীন, তার মতো কিছুই নেই।

---

[১৪১] মাওযূ' : শু'আবুল ঈমান ৩৪৪৪। কারণ এর সানাদে আস্‌রম ইবনু হাওশাব আল হামাদানী রয়েছেন, ইয়াহ্‌ইয়া (রহঃ) তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। বুখারী, মুসলিম ও নাসায়ী (রহঃ) মাতরূক বলেছেন। দারাকুত্বনী (রহঃ) তাকে মুনকার বলেছেন। ইবনু হিব্বান (রহঃ) বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিপরীতে হাদীস জাল করতেন।

(আরো জানতে) ফিরে চলুন আয্ যাহাবী (রহঃ)-এর কিতাব "আল উলূ", বায়হাক্বী (রহঃ)-এর রচিত "কিতাবুল আস্‌মা- ওয়াস্ সিফা-ত" এবং 'আল্লামাহ্ শায়খুল ইসলাম তাক্বীউদ্দীন ইবনু তায়মিয়াহ্ (রহঃ)-এর "মাস্আলাতুল ইস্তাওয়া 'আলাল 'আরশি" নামক গ্রন্থের দিকে। আল্লাহ্ আমাদের তাওফীক দান করুন।

(٩) بَابُ الْاِعْتِكَافِ

অধ্যায়-৯ : ই'তিকাফ

الْاِعْتِكَاف এর শাব্দিক অর্থ হলো, কোন বিষয়ের আবশ্যকতা এবং নিজকে তার ওপর আটকে রাখা, তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা, সাধারণ অবস্থান তা যে কোন স্থানেই হোক।

পারিভাষিক অর্থে ই'তিকাফ হলো, নির্দিষ্ট কোন বিষয়কে আবশ্যকীয় করতঃ মাসজিদে অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলা হয়।

'আল্লামাহ্ কুসতুলানী (রহঃ) বলেন, শাব্দিক অর্থেই ই'তিকাফ হলো, অবস্থান করা, আটক রাখা, ভালো কিংবা মন্দ কোন বিষয়কে আবশ্যক করা। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿لَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ﴾ অর্থাৎ- "মাসজিদে ই'তিকাফ অবস্থায় তোমরা রমণীদের সাথে সঙ্গম কর না।" (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৮৭)

'আল্লামাহ্ ইবনুল মুনযির (রহঃ) বলেন, বিদ্বানগণ এ মর্মে একমত হয়েছেন যে, ই'তিকাফ সুন্নাত, তা মানুষের ওপর ওয়াজিব নয়। তবে যদি কোন ব্যক্তি তার নিজের ওপর মানতের মাধ্যমে ই'তিকাফ ওয়াজিব করে নেয়, তবে তা পালন করা ওয়াজিব।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٠٩٧ - [١] وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهٗ مِنْ بَعْدِهٖ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২০৯৭-[১] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। (তিনি বলেন) নাবী (সাঃ) তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সবসময়ই মাসের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করেছেন, তাঁর পরে তাঁর স্ত্রীগণও ই'তিকাফ করেছেন। (বুখারী, মুসলিম)[১৪২]

ব্যাখ্যা : (ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهٗ مِنْ بَعْدِهٖ) অর্থাৎ- মৃত্যুর পরে তার সুন্নাত জিন্দা করণার্থে এবং তার পথের উপর অবিচল থাকার জন্য তার রমণীগণ ই'তিকাফ করতেন।

এখানে দলীল হলো ই'তিকাফ খাস 'ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং নারীরা ই'তিকাফের ক্ষেত্রে পুরুষের মতই। নাবী (সাঃ) তার কতিপয় স্ত্রীকে ই'তিকাফ করার অনুমতি প্রদান করেছেন।

---

[১৪২] সহীহ : বুখারী ২০২৬, মুসলিম ১১৭২, আবূ দাউদ ২৪৬২, তিরমিযী ৭৯০, আহমাদ ২৪৬১৩, দারাকুত্বনী ২৩৬৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৫৭১, ইরওয়া ৯৬৬।

'আল্লামাহ্ নাবাবী বলেন, এ হাদীস নাবীদের ই'তিকাফ বিশুদ্ধ হওয়ারই দলীল, কেননা নাবী ﷺ তাদের জন্য অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মতে নারীদের ই'তিকাফ বাড়ির মাসজিদে বৈধ এবং তা হলো তার বাড়ির নির্জন ঘর যা সলাতের জন্য বরাদ্দ। আর তিনি বলেন, মাসজিদে ই'তিকাফ করা পুরুষের জন্য বরাদ্দ। তিনি বলেন, পুরুষের জন্য বাড়ির সলাতের জায়গায় ই'তিকাফ বৈধ নয়। 'আল্লামাহ্ ইবনুল কুদামাহ্ বলেন, নারীর জন্য প্রত্যেক মাসজিদে ই'তিকাফ করা বৈধ, জামা'আত প্রতিষ্ঠিত হওয়া (জামা'আত) তার ওপর ওয়াজিব নয়। আর ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) বলেন, নারীর ই'তিকাফ বাড়িতে হবে না।

আমরা বলব, আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ﴾ "তোমরা মাসজিদে ই'তিকাফকারী।" (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৮৭)

এখানে মাসজিদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন স্থানের নাম যা গঠন করা হয়েছে তাতে সলাত আদায় করার জন্য। আর বাড়িতে যে সলাতের স্থান তা মাসজিদ নয়, কেননা তা সলাতের জন্য গঠিত হয়নি। যদি তাকে মাসজিদ বা নামাজের জায়গা বলা হয় তা মাযাজী বা হুকমী। অতএব তার জন্য প্রকৃত মাসজিদের হুকুম প্রযোজ্য নয়। কারণ নাবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ তাঁর নিকট মাসজিদে ই'তিকাফ করার অনুমতি চেয়েছেন। আর নাবী ﷺ তাদের অনুমতি দিয়েছেন মাসজিদেই ই'তিকাফ করার জন্য।

যদি (মাসজিদ) তাদের ই'তিকাফের স্থান না হতো, তবে মাসজিদে ই'তিকাফের অনুমতি দিতেন না। যদি মাসজিদ ব্যতীত অন্যত্র ই'তিকাফ বৈধ হত, তবে নাবী ﷺ তা তাদেরকে জানিয়ে দিতেন। যেহেতু ই'তিকাফের জন্য নাবী ﷺ-এর ক্ষেত্রে মাসজিদ শর্ত, কাজেই নারীদের জন্যও মাসজিদ শর্ত। যেমন ত্বওয়াফের জন্য উভয়ের একই শর্ত।

আর 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হা-এর হাদীস যা আমরা উল্লেখ করেছি তা আমাদের জন্য দলীল। তিনি (ﷺ) তাঁর স্ত্রীদের ই'তিকাফ অপছন্দ করেছেন ঐ অবস্থাতে তাদের তাঁবুর আধিক্যের কারণে। কারণ তিনি (ﷺ) তাদের মাঝে প্রতিযোগিতা দেখছিলেন, অতঃপর তাদের ওপর তাদের নিয়্যাতের বিপর্যয়ের আশংকা করছিলেন। আর এজন্যই তিনি (ﷺ) ই'তিকাফ বর্জন করেছিলেন। তিনি (ﷺ) ধারণা করেছিলেন যে, নিশ্চয়ই তারা (নাবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ) তাঁর সাথে অবস্থানের প্রতিযোগিতা করছে। তারা (ইমাম আবূ হানীফাহ্ সহ অন্যান্যরা) যে অর্থ উল্লেখ করেছেন, (নারীদের ই'তিকাফ বাড়িতে করতে হবে, মাসজিদে বৈধ নয়) ব্যাপারটা তাই যদি হত, তবে নাবী ﷺ তাদেরকে বাড়িতে ই'তিকাফের নির্দেশ দিতেন, তাদের জন্য মাসজিদে ই'তিকাফের অনুমতি দিতেন না।

٢٠٩٨ - [٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ فِيْ رَمَضَانَ وَكَانَ جِبْرِيْلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِيْ رَمَضَانَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ الْقُرْاٰنَ فَإِذَا لَقِيَهٗ جِبْرِيْلُ كَانَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২০৯৮-[২] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কল্যাণকর কাজের ব্যাপারে (দান-খয়রাত) রসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী। আর তাঁর হৃদয়ের এ প্রশস্ততা রমাযান মাসে বেড়ে যেত সবচেয়ে বেশী। রমাযান মাসে প্রতি রাতে জিবরীল আমীন তাঁর সাথে

সাক্ষাৎ করতেন। তিনি (ﷺ) তাঁকে কুরআন শুনাতেন। জিবরীল আমীনের সাক্ষাতের সময় তাঁর দান প্রবাহিত বাতাসের বেগের চেয়েও বেশী বেড়ে যেত। (বুখারী, মুসলিম)[১৪৩]

ব্যাখ্যা : ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, নাবী ﷺ ও জিবরীল আলায়হিস সালাম পরস্পরের দারসের ভিত্তিতে কুরআন পাঠ করতেন। বুখারীর অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি (জিবরীল) তাঁকে কুরআনের পাঠ শিখালেন আর তা হলো, তুমি অন্যের নিকট কুরআনের নির্দিষ্ট অংশ পড়বে এবং সে তোমাদের ওপর নির্দিষ্ট অংশ পড়বে এবং উল্লেখিত হাদীসে কয়েকটি উপকারিতা রয়েছে। তার মধ্য সর্বদাই দানশীলতার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা এবং রমাযানে তা বৃদ্ধি করা। সৎকর্মশীলদের সাথে সংঘবদ্ধ থাকা, সৎকর্মশীলদের সাথে সাক্ষাৎ করা, যদি সাক্ষাতকৃত ব্যক্তি বিরক্ত না হয় তবে বারংবার সাক্ষাৎ করা। আর রমাযানে অধিক অধিক কুরআন তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব এবং তা অন্যান্য যিক্‌র-আয্‌কারের তুলনায় উত্তম। যদি যিক্‌রই উত্তম হত কিংবা তিলাওয়াত সমান হত তবে তারা দু'জন (জিব্‌রীল ও নাবী আলায়হিস সালাম) তাই করতেন।

٢٠٩٩ -[٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ يُعْرَضُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْقُرْاٰنُ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَعُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِيْ قُبِضَ وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا فَاعْتَكَفَ عِشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِيْ قُبِضَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২০৯৯-[৩] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রতি বছর (রমাযানে) একবার কুরআন শরীফ পড়ে শুনানো হত। তাঁর মৃত্যুবরণের বছর কুরআন শুনানো হয়েছিল (দু'বার)। তিনি প্রতি বছর (রমাযান মাসে) দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু ইন্তিকালের বছর তিনি ই'তিকাফ করেছেন বিশ দিন। (বুখারী)[১৪৪]

ব্যাখ্যা : আল ইসমা'ঈলী (রহঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে জিবরীল আলায়হিস সালাম নাবী ﷺ-এর ওপর কুরআন উপস্থাপন করতেন প্রতি রমাযানে। এ হাদীস ও পূর্বোল্লিখিত হাদীসের মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই। পূর্বের হাদীসে রয়েছে, নাবী ﷺ জিবরীল আলায়হিস সালাম উভয়েই একে অপরকে কুরআন শুনাতেন।

'আল্লামাহ্ আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, নাবী ﷺ তার ইনতিকালের বছর ২০ দিন ই'তিকাফ করেছেন তার কারণ হলো, নাবী ﷺ তার পূর্ববর্তী বছরে সফর অবস্থায় ছিলেন, এর উপর প্রমাণ করে নাসায়ীর বর্ণিত হাদীস এবং তার শব্দে উল্লেখিত আবূ দাউদ-এর বর্ণিত হাদীস। ইবনু হিব্বান এবং অন্যান্যগণ তা সহীহ বলেছেন। উবাই বিন কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণিত হাদীস নিশ্চয়ই নাবী ﷺ রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। অতঃপর এক বছর সফর করলেন ফলে তিনি ই'তিকাফ করতে পারেননি, যখন আগামী বছর আগমন করল নাবী ﷺ তখন ২০ দিন ই'তিকাফ করলেন।

٢١٠٠ -[٤] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ أَدْنٰى إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

[১৪৩] সহীহ : বুখারী ১৯০২, মুসলিম ২৩০৮, আহমাদ ৩৪২৫, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ১৮৮৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৪৪০, শামায়িল ৩০৩।

[১৪৪] সহীহ : বুখারী ৪৯৯৮।

২১০০-[৪] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ই'তিকাফ করার সময় মাসজিদ থেকে আমার দিকে তাঁর মাথা বাড়িয়ে দিতেন। আমি মাথা আঁচড়ে দিতাম। তিনি (ﷺ) প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া কখনো ঘরে প্রবেশ কর তেন না। (বুখারী, মুসলিম)[১৪৫]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসে রয়েছে যে, ই'তিকাফকারীর জন্য পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা অর্জন গোসল করা মাথা মুণ্ডানো, মাথা আঁচড়ানোর মাধ্যমে সৌন্দর্য বজায় রাখা বৈধ। 'আল্লামাহ্ খাত্তাবী (রহঃ) বলেন, নিশ্চয়ই ই'তিকাফকারীর জন্য চুল চরিতার্থ করা বৈধ। অন্য অর্থে মাথা মুণ্ডানো, নখ কাটা, ময়লা থেকে শরীর পরিষ্কার করা। 'আল্লামাহ্ আল হাফিয (রহঃ) বলেন, (স্বাভাবিকভাবে) মাসজিদে যে সকল কাজ ঘৃণিত নয়, ই'তিকাফ অবস্থায়ও তা ঘৃণিত নয়। 'আল্লামাহ্ ইবনুল মুনযির (রহঃ) বলেন, বিদ্বানগণ এ মর্মে একমত হয়েছেন, ই'তিকাফকারী ব্যক্তি প্রসাব এবং পায়খানার জন্য ই'তিকাফ থেকে বের হতে পারবে। কারণ এটি তার জন্য আবশ্যক যা মাসজিদে করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, আলোচ্য হাদীস (لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ) বা মানুষের প্রয়োজন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, প্রস্রাব ও পায়খানা। কেননা প্রতিটি মানুষের খাদ্য ও পানীয়ের দিকে প্রয়োজন রয়েছে। যখন তার নিকট খাদ্য পৌঁছানোর কেউ না থাকবে তখন তার খাদ্যের জন্য বের হওয়া বৈধ এবং যদি বমন চেপে যায় তবে বমনের জন্য মাসজিদের বাইরে যাওয়া বৈধ। কারণ এগুলো আবশ্যকীয় বিষয় যা মাসজিদে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। এমন কাজে বাইরে গেলে ই'তিকাফ নষ্ট হবে না।

٢١٠١ - [٥] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ قَالَ: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২১০১-[৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার 'উমার (রাঃ) নাবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, (হে আল্লাহর রসূল!) জাহিলিয়্যাতের যুগে আমি এক রাতে মাসজিদে হারামে ই'তিকাফ করার মানৎ করেছিলাম। তিনি (ﷺ) বললেন, তোমার মানৎ পুরা করো। (বুখারী, মুসলিম)[১৪৬]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় যে, সিয়াম ছাড়াই ই'তিকাফ করা বৈধ। কেননা রাত তো সিয়ামের সময় নয়, আর নাবী (ﷺ) মানৎ যে গুণাবলীতে আবশ্যক সে গুণাবলীতে পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। (অর্থাৎ- আলোচ্য হাদীস ইবনু 'উমার রাতে ই'তিকাফের মানৎ করেছিলেন) 'আল্লামাহ্ হাফিয আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন, ই'তিকাফের জন্য যদি সিয়াম শর্ত হত তবে অবশ্যই নাবী (ﷺ) নির্দেশ দিতেন। বলা হয় যে, ই'তিকাফের জন্য সিয়ামের নির্দেশ বর্ণিত রয়েছে, বিশুদ্ধ সানাদে 'আবদুল্লাহ বিন বুদায়ল (রহঃ)-এর সূত্রে আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে রয়েছে, নিশ্চয়ই নাবী (ﷺ) তাকে বললেন, ই'তিকাফ কর এবং সিয়াম রাখো।

আমি বলব যে, এটি আবূ দাউদ, নাসায়ী, দারাকুত্বনী, বায়হাক্বী ও হাকিম প্রত্যেকেই 'আবদুল্লাহ বিন বুদায়ল বিন ওয়ারাক্বা আল মাক্কী থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু 'আল্লামাহ্ হাফিয দারাকুত্বনী, ইবনু জুরায়জ ইবনু 'উওয়াইনাহ্, হাম্মাদ বিন সালামাহ্ ও হাম্মাদ বিন যায়দ– সকলের দৃষ্টিতে তিনি য'ঈফ। আর সহীহুল বুখারীতে 'উবায়দুল্লাহ বিন 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি রাতে ই'তিকাফ করলেন। অতএব প্রমাণিত হয় যে, 'উমার (রাঃ) তার মানতের সিয়াম কিছু বৃদ্ধি করেননি। নিশ্চয়ই ই'তিকাফের জন্য সিয়াম

[১৪৫] সহীহ : বুখারী ২০২৯, মুসলিম ২৯৭, আহমাদ ২৪৫২১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৫৯২।
[১৪৬] সহীহ : বুখারী ২০৩২, মুসলিম ১৬৫৬, আহমাদ ২৫৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৩৮০।

জরুরী নয় এবং তার জন্য নির্দিষ্ট কোন সিয়ামও নেই। এখানে লক্ষণীয় বিষয় যে, 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আন্হা) হতে বিশুদ্ধ সানাদে বর্ণিত রয়েছে যে, নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শাও্ওয়ালের প্রথম দশকে ই'তিকাফ করেছেন এবং ঈদুল ফিত্বরের দিনও তো তার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

'আল্লামাহ্ আল ইসমা'ঈলী (রহঃ) বলেন, এখানে সিয়াম ছাড়া ই'তিকাফ বৈধ হওয়ার দলীল রয়েছে। কেননা শাও্ওয়ালের প্রথম তারিখে ঈদুল ফিত্বরের দিন আর এ দিনে সিয়াম রাখা হারাম। 'আল্লামাহ্ শাওকানী (রহঃ) বলেন, 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আন্হু)-এর হাদীস কাফির থেকে ইসলাম কবূলের পরে কাফির অবস্থায় কৃত মানৎ পূর্ণ করা ওয়াজিব হওয়ার দলীল, শাফি'ঈ মাযহাবের কতক অনুসারী এ মতই গ্রহণ করছেন। জমহূরের মতে কাফিরের মানৎ সংঘটিত হবে না। তবে 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আন্হু)-এর হাদীস তাদের বিরুদ্ধে দলীল।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢١٠٢ - [٦] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا. فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২১০২-[৬] আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেক রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু এক বছর তিনি (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা করতে পারলেন না। এর পরের বছর তিনি (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিশ দিন 'ই'তিকাফ' করলেন। (তিরমিযী)[১৪৭]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন, এ হাদীস প্রমাণ করে যে, নির্ধারিত নাফ্ল 'ইবাদাত ছুটে গেলে তা ক্বাযা করতে হবে, যেমন : ফার্‌য ছুটে গেলে তা ক্বাযা করতে হয়। 'আল্লামাহ্ আল ক্বারী (রহঃ) বলেন, ফার্‌য 'ইবাদাতের ক্বাযা ফার্‌য এবং নাফ্‌লের ক্বাযা আদায় করা নাফ্‌ল। 'আল্লামাহ্ 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ) বলেন, আমি বলব যে, এ হাদীসে এ মর্মে দলীল রয়েছে, যে ব্যক্তি ই'তিকাফের প্রস্তুতি নিল, অতঃপর তা পালন সম্ভব হল না, তার জন্য তা ক্বাযা করা মুস্তাহাব। কেননা নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ক্বাযা করাটা তা মুস্তাহাব হওয়ার দলীল। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীসটির উপর অধ্যায় বেঁধেছেন।

(باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه) অধ্যায় : ই'তিকাফ ছুটে যাওয়ার বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে।

٢١٠٣ - [٧] وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.

২১০৩-[৭] আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ হাদীসটি উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লা-হু আন্হু) হতে বর্ণনা করেছেন।[১৪৮]

ব্যাখ্যা : উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লা-হু আন্হু) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন এক বছরে সফর করলেন বিধায় ই'তিকাফ করতে পারলেন না। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আগামী বছরে ২০ দিন ই'তিকাফ করলেন। 'আল্লামাহ্ খাত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন, নিশ্চয়ই নাফ্ল 'ইবাদাত যখন ছুটে যাবে তখন তা ক্বাযা আদায় করতে হবে। যেমনিভাবে ফার্‌যের ক্বাযা আদায়

[১৪৭] **সহীহ :** তিরমিযী ৮০৩, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২২২৭, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৬০১।

[১৪৮] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২৪৬৩, ইবনু মাজাহ ১৭৭০, আহমাদ ২১২৭৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৫৬৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৬৬৩।

করতে হয় এবং এ দৃষ্টিকোণ থেকেই নাবী ﷺ ‘আস্‌রের সলাতের পর সে দুই রাক্‌‘আত সলাত (যুহরের পরের ২ রাক্‌‘আত) আদায় করলেন, যা থেকে তিনি প্রতিনিধি দলের আগমনের কারণে ব্যস্ত ছিলেন।

٢١٠٤ -[٨] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِيْ مُعْتَكَفِهٖ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

২১০৪-[৮] ‘আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ‘ই‘তিকাফ’ করার নিয়্যাত করলে (প্রথম) ফাজ্‌রের সলাত আদায় করতেন। তারপর ই‘তিকাফের স্থানে প্রবেশ করতেন। (আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[১৪৯]

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ ফাজ্‌রের সলাতের পর নিজেকে মুক্ত করতেন (অর্থাৎ- ই‘তিকাফের জায়গায় প্রবেশ করতেন) কিন্তু এটাই ই‘তিকাফের সময়ের শুরু নয়। বরং তিনি (ﷺ) ২১ রাতের সূর্য অস্ত যাওয়া থেকে ই‘তিকাফ করতেন। তা না হলে ই‘তিকাফ ১০ দিন পূর্ণ হবে না। সে ব্যাপারে বর্ণিত রয়েছে যে, নাবী ﷺ ১০ দিন পূর্ণ ই‘তিকাফ করতেন। আর ১০ দিন কিংবা একমাস পূর্ণ ই‘তিকাফের ইচ্ছা পোষণকারীর জন্য এটাই জমহূর ‘উলামাগণের নিকট অগ্রগণ্য, আর চার ইমামগণ এমন কথাই বলেছেন। আল হাফিয আল ‘ইরাক্বী এটা উল্লেখ করেছেন এবং শারহু জামিউস্ সগীরেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

আমি (‘উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী) বলব যে, জমহূর ‘উলামাগণ ‘আয়িশাহ্ رضي الله عنها-এর বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যা করেছেন যে, নাবী ﷺ ই‘তিকাফের নিয়্যাতে মাসজিদে প্রবেশ করতেন রাতের প্রথমাংশে কিন্তু তার জন্য প্রস্তুতকৃত স্থানে নির্জনে (ই‘তিকাফের স্থলে) যেতেন ফাজ্‌র সলাতের পর। ফাজ্‌র উদিত হওয়ার সময় নাবী ﷺ মাসজিদেই থাকতেন। আর ই‘তিকাফের জন্য প্রস্তুতকৃত স্থানে ফাজ্‌র সলাতের পরে যেতেন। আর জমহূর ‘উলামাগণ উল্লেখিত ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেছেন, নিম্নে বর্ণিত দু’টি হাদীসের উপর ‘আমাল করার স্বার্থে।

১. সহীহুল বুখারীতে ‘আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত, নাবী ﷺ রমাযানের শেষ দশকে ই‘তিকাফ করতেন।

২. আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নাবী ﷺ রমাযানে ১০ দিন ই‘তিকাফ করতেন। প্রথম হাদীসে পাওয়া যায় ১০ রাত আর দ্বিতীয় হাদীসে রয়েছে ১০ দিন। এ উভয় হাদীসের সমন্বয়ে উল্লেখিত ব্যাখ্যা তারা প্রদান করেছেন।

٢١٠٥ -[٩] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ فَلَا يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

২১০৫-[৯] ‘আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ই‘তিকাফ অবস্থায় হাঁটতে হাঁটতে পথের এদিক সেদিক না গিয়ে ও না দাঁড়িয়ে রোগীর অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন। (আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[১৫০]

---

[১৪৯] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২৪৬৪, তিরমিযী ৭৯১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৬৬৬, ইবনু মাজাহ ১৭৭১, সহীহ আল জামি‘ ৪৬৫৮।

[১৫০] **য‘ঈফ :** আবূ দাউদ ২৪৭২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৫৯৫, য‘ঈফ আল জামি‘ ৪৫৮৯। কারণ এর সানাদে লায়স ইবনু আবূ সুলায়ম একজন দুর্বল রাবী। হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) তার সম্পর্কে বলেন, তিনি একজন সত্যবাদী রাবী। কিন্তু শেষ দিকে স্মৃতিশক্তি এলোমেলো হওয়ায় নিজের হাদীস নিরূপণ করতে পারতেন না। ফলে তিনি মাতরূক হয়েছেন।

ব্যাখ্যা : এখানে দলীল রয়েছে যে, ই'তিকাফকারী যখন বৈধ কোন কারণে বের হবে, যেমন মানবীয় প্রয়োজন। অতঃপর অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করল কিংবা জানাযায় শারীক হলো। যদি তার বের হওয়াটা উক্ত ইচ্ছায় না হয়। অর্থাৎ- জানাযায় কিংবা রোগীর সেবা করার ইচ্ছায় যদি বের না হয়, তবে তাতে কোন ক্ষতি হবে না এবং ই'তিকাফ নষ্টও হবে না- এ ব্যাপারে চার ইমামগণ একমত।

٢١٠٦ -[١٠] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا وَلَا يَشْهَدُ جِنَازَةً وَلَا يَمَسُّ الْمَرْأَةَ وَلَا يُبَاشِرُهَا وَلَا يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَابُدَّ مِنْهُ وَلَا اِعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

২১০৬-[১০] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, ই'তিকাফকারীর জন্য এ নিয়ম পালন করা জরুরী- (১) সে যেন কোন রোগী দেখতে না যায়। (২) কোন জানাযায় শারীক না হয়। (৩) স্ত্রী সহবাস না করে। (৪) স্ত্রীর সাথে ঘেঁষাঘেষি না করে। (৫) প্রয়োজন ছাড়া কোন কাজে বের না হয়। (৬) সওম ছাড়া ই'তিকাফ না করে এবং (৭) জামি' মাসজিদ ছাড়া যেন অন্য কোথাও ই'তিকাফে না বসে। (আবূ দাউদ)[১৫১]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসটি এ মর্মে দলীল, ই'তিকাফকারী রোগীর সেবা ও জানাযায় উপস্থিত হওয়ার জন্য বের হতে পারবে না- এ মর্মে 'উলামাগণের মাঝে ইখতিলাফ রয়েছে।

'আল্লামাহ্ আল খিরক্বী (রহঃ) বলেন, ই'তিকাফকারী ব্যক্তি রোগীর সেবা ও জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারবে, না তবে যদি এ বিষয়ে শর্ত করে তবে পারবে। (অর্থাৎ- রোগীর সেবা করা ও জানাযায় শারীক হওয়াটা যদি ই'তিকাফের শর্ত হয়, তবে রোগীর সেবা কিংবা জানাযায় শারীক হতে পারবে।)

'আল্লামাহ্ 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ) বলেন, যারা ই'তিকাফের ক্ষেত্রে কোন শর্তের কথা বলেননি তাদের কথাই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য। কারণ ই'তিকাফে শর্তারোপ করা সহীহ, য'ঈফ, আসার এমনকি বিশুদ্ধ কোন কিয়াস দ্বারাও প্রমাণিত নয়। আমাদের কাছে প্রাধান্য কথা হলো, রোগীর সেবা করা কিংবা জানাযার জন্য বের হওয়া জায়িয নেই, চাই ই'তিকাফ ওয়াজিব বা ওয়াজিব নয়, এমন ই'তিকাফ হোক। কেননা নাবী (ﷺ) ই'তিকাফ থেকে রোগীর সেবা ও জানাযার সলাতের উদ্দেশে বের হননি। আর তার ই'তিকাফ ওয়াজিব ছিল না। 'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহঃ) বলেন, ওয়াজিব ই'তিকাফের ক্ষেত্রে রোগীর সেবা ও জানাযায় গমন করা জায়িয নেই। তবে নাফ্‌লের ক্ষেত্রে তা জায়িয। আশ্ শামিল প্রণেতা বলন, এটা স্পষ্ট সুন্নাহ পরিপন্থী। কেননা নাবী (ﷺ) ই'তিকাফ থেকে রোগীর সেবা ও জানাযায় বের হতেন না। আর তার ই'তিকাফ ছিল নাফ্‌ল, মানৎ-এর ই'তিকাফ (ওয়াজিব) নয়।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢١٠٧ -[١١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ أَوْ يُوضَعُ لَهُ سَرِيرُهُ وَرَاءَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

[১৫১] হাসান সহীহ : আবূ দাউদ ২৪৭৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৫৯৪।

২১০৭-[১১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) ই'তিকাফ করার সময় তাঁর জন্য মাসজিদে বিছানা পাতা হত। সেখানে তাঁর জন্য 'তাওবার' খুঁটির পেছনে খাট লাগানো হত। (ইবনু মাজাহ)[১৫২]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসটি এ মর্মে দলীল যে, ই'তিকাফকারীর জন্য মাসজিদে খাট রাখা কিংবা বিছানা বিছানো জায়িয। ই'তিকাফের ক্ষেত্রে মাসজিদের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থানও জায়িয।

নাফি' থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু 'উমার (রাঃ) আমাকে উক্ত স্থান দেখিয়েছেন, মাসজিদের যে স্থানে নাবী (সাঃ) ই'তিকাফ করতেন।

٢١٠٨ ـ[١٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ: «هُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ وَيُجْزٰى لَهٗ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

২১০৮-[১২] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ই'তিকাফকারী সম্পর্কে বলেছেন যে, ই'তিকাফকারী ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে বাইরে থেকে সকল নেক কাজ করে, গুনাহ হতে বেঁচে থাকে–তার জন্য নেকী লেখা হয়। (ইবনু মাজাহ)[১৫৩]

ব্যাখ্যা : (وَيُجْزٰى لَهٗ مِنَ الْحَسَنَاتِ) অর্থাৎ- ই'তিকাফের কারণে যে সকল সৎকর্ম থেকে বিরত থেকেছে, যেমন রোগীর সেবা, জানাযায় শারীক হওয়া ও ভ্রাতৃত্ববন্ধন বৃদ্ধি করা ইত্যাদি এসব কিছুর প্রতিদান তাকে দান করা হবে। আর হাদীসটি যেহেতু য'ঈফ, সুতরাং এ ধরনের ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

[১৫২] **হাসান :** ইবনু মাজাহ ১৭৭৪, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২২৩৬, তারাজু'আতুল আলবানী ৩২।

[১৫৩] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ ১৭৮১, শু'আবুল ঈমান ৩৬৭৮। কারণ এর সানাদে 'উবায়দাহ্ ইবনু বিলাল একজন মাজহূল রাবী আর ফারক্বদ ইবনু ইয়া'কূব আস্ সাবাখী একজন দুর্বল রাবী।

(٨) كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ
পর্ব-৮ : কুরআনের মর্যাদা

এখানে সাধারণভাবে পূর্ণ কুরআনের ফাযীলাত বা মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে এবং বিশেষ কতিপয় সূরাহ্ ও আয়াতের ফাযীলাতও খাসভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

আল কুরআনের কোন বিশেষ অংশ অন্য কোন অংশের উপর বিশেষ কোন মর্যাদা বা শ্রেষ্ঠত্ব রাখে কি-না তা নিয়ে গবেষকগণ ইখতিলাফ করেছেন। আবুল হাসান আল আশ্'আরী, ক্বাযী আবূ বাক্র আল বাক্বিলানী প্রমুখ মনীষীগণ মনে করেন কুরআনের সকল আয়াত ও সূরার মর্যাদা সমান, কোন অংশই অপর কোন অংশের উপর বিশেষ কোন মর্যাদা রাখে না। কেননা মর্যাদা বা শ্রেষ্ঠত্ব হলো অমর্যাদা ও ত্রুটির বিপরীত অথচ আল্লাহর কালামের হাক্বীক্বত ও মৌলিকত্ব এক, সেখানে কোন ত্রুটিও নেই, কোন অংশের মর্যাদারও কমতি নেই। সুতরাং আল কুরআনের কোন অংশের বিশেষ কান মর্যাদা নেই।

পক্ষান্তরে অন্য আরেকদল অর্থাৎ- জমহূর 'উলামায়ে কিরাম প্রকাশ্য এবং স্পষ্ট হাদীসের ভিত্তিতে বলেন, কুরআনের এক অংশ অন্য অংশের উপর বিশেষ মর্যাদা বা শ্রেষ্ঠত্ব রাখে। যেমন- হাদীসে এসেছে নাবী ﷺ উবাই ইবনু কা'বকে বলেছিলেন :

الا اعلمك اعظم سورة في القرآن.

"আমি কি তোমাকে কুরআনের শ্রেষ্ঠ সূরাটি শিক্ষা দিব না?"

নাবী ﷺ আরো বলেন : "নিশ্চয় 'কুল হুওয়াল্ল-হু আহাদ' (সূরাটি) কুরআনের এক তৃতীয়াংশের মর্যাদা রাখে।"

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন : কুরআনের কোন অংশের অধিক মর্যাদাশীল হওয়ার বিষয়টি অসংখ্য নস (কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট দলীল) দ্বারা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়ে ইখতিলাফ করা সত্যই আশ্চর্যজনক।

আল কুরআনের বিশেষ অংশের বিশেষ মর্যাদার বিষয় নিয়েও লোকেরা ইখতিলাফ করেছেন। একদলের মতে এ শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা তথা পুরস্কার ও সাওয়াব হলো ব্যক্তির কর্মের ভিত্তিতে যে যত আন্তরিকভাবে বা ইখলাসের সাথে চিন্তা, গবেষণা করে এবং আল্লাহর ভয় নিয়ে এর তিলাওয়াত ও 'আমাল করবে তার মর্যাদা তত বেশী হবে। পক্ষান্তরে তাতে কমতি হলো ঐগুলোর কমতি হওয়া।

অন্য আরেক দল 'উলামার মতে এ শ্রেষ্ঠত্ব হলো শব্দের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে। যেমন- আল্লাহর বাণী : ﴿وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ﴾ অনুরূপ আয়াতুল কুরসী, সূরাহ্ আল হাশ্র-এর শেষাংশ, সূরাহ্ আল ইখলাস ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে আল্লাহ তা'আলার চূড়ান্ত ওয়াহদা-নিয়্যাতের এবং সিফাতে কামিলার প্রমাণ বাহক শব্দ রয়েছে যা "*তাব্বাত ইয়াদা.....*", বা অন্য কোন সূরার মধ্যে নেই। সুতরাং আল কুরআনের কতিপয় আয়াত ও সূরার বিস্ময়কর অর্থ সম্বলিত শব্দের কারণেই তার এ বিশেষ মর্যাদা।

Contents

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখতে চাইলে ইমাম সুয়ূতির ইত্ক্বান ২য় খণ্ড ১৫৭ পৃঃ এবং ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ্'র «جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمان من أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» (জওয়া-বু আহলিল 'ইল্‌মি ওয়াল ঈমা-নি বি তাহক্বীক্বি মা- আখবারা বিহী রসূলুর রহমা-ন মিন আন্না কুল হুওয়াল্ল-হু আহাদ তা'দিলু সুলসাল কুরআ-ন) গ্রন্থ দেখে নিন।

সম্মানিত লেখকদ্বয় উক্ত গ্রন্থে আল কুরআনের এক অংশ অন্য অংশের উপর, এক সূরাহ্ অন্য সূরার উপর মর্যাদা রাখার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করেছেন।

অতঃপর জ্ঞাতব্য বিষয় যে, কুরআন শব্দটি القراءة (ক্বিরাআত) মাসদার থেকে মাফউল অর্থে ব্যবহার হয়েছে। পরবর্তীতে এটি الجمع একত্রিতকরণের অর্থ প্রদান করেছে। যেহেতু এতে সূরাহ্গুলোকে এবং বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানকে একত্রিত করা হয়েছে সেহেতু একে কুরআন বলা হয়েছে।

অন্য আরেকদলের মতে قرنت মূল ধাতু থেকে নির্গত, এর অর্থ একটি বস্তু আরেকটি বস্তুর নিকটে হওয়া। আল কুরআনের একটি সূরাহ্ আরেকটি সূরার এবং একটি আয়াত আরেকটি আয়াতের নিকটে, সুতরাং একে কুরআন বলা হয়।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
প্রথম অনুচ্ছেদ

٢١٠٩ ـ [١] عَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২১০৯-[১] 'উসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম, যে কুরআন শিক্ষা করে এবং তা (মানুষকে) শিক্ষা দেয়। (বুখারী)[১৫৪]

ব্যাখ্যা : خَيْرٌ 'খয়রুন' শব্দটি أخير 'আখ্ইয়ার' এর অর্থ প্রদান করেছে যার অর্থ অধিক ভাল, যিনি অধিক ভাল তিনি তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠও বটে।

অত্র হাদীসে বলা হয়েছে যে, কুরআন শিক্ষা করে এবং (অপরকে) শিক্ষা দেয়। কোন কোন বর্ণনায় و 'ওয়াও' (এবং) এর পরিবর্তে أَوْ 'আও' (অথবা) ব্যবহার করা হয়েছে; তখন হাদীসের অর্থ হয় যে কুরআন শিক্ষা করে অথবা অপরকে শিক্ষা দেয়...। শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেয়া প্রত্যেকটি কাজই উত্তম তবে যে উভয়টি করে সে সর্বোত্তম। কুরআন হলো আশ্‌রাফুল 'উলূম বা অধিক মর্যাদাসম্পন্ন বিদ্যা, তা যে শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয় স্বভাবতই সে অন্য সকল বিদ্বান থেকে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি।

মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, এ হাদীস থেকে এ ধারণা করা ঠিক নয় যে, 'আমাল এর বাইরে, অর্থাৎ- কুরআন অনুযায়ী 'আমালের কোন প্রয়োজন নেই শুধু তা শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়াতেই এ মর্যাদা পাওয়া যাবে। বরং যিনি কুরআন শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদানের সাথে সাথে সে অনুযায়ী 'আমাল করবেন তিনিই কেবল এই মর্যাদা পাবেন। 'আমালবিহীন 'আলিম জাহিলের মতই।

---

[১৫৪] **সহীহ :** বুখারী ৫০২৭, আবূ দাউদ ১৪৫২, তিরমিযী ২৯০৭, আহমাদ ৫০০, শু'আবুল ঈমান ১৭৮৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ১১৮, সহীহাহ্ ১১৭৩, সহীহ আত্ তারগীব ১৪১৫, সহীহ আল জামি' ৩৩১৯।

٢١١٠ - [٢] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ فَقَالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلٰى بُطْحَانَ أَوِ الْعَقِيْقِ فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِيْ غَيْرِ إِثْمٍ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ» فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ نُحِبُّ ذٰلِكَ قَالَ: «أَفَلَا يَغْدُوْ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرَأُ اٰيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২১১০-[২] ‘উক্ববাহ্ ইবনু ‘আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (একদিন) মাসজিদের প্রাঙ্গণে বসেছিলাম। এ সময়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বের হয়ে আসলেন ও (আমাদেরকে) বললেন, তোমাদের কেউ প্রতিদিন সকালে ‘বুত্বহান’ অথবা ‘আক্বীক্ব’ বাজারে গিয়ে দু’টি বড় কুঁজওয়ালা উটনী কোন অপরাধ সংঘটন ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ছাড়া নিয়ে আসতে পছন্দ করবে? এ কথা শুনে আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের প্রত্যেকেই এ কাজ করতে পছন্দ করবে। তখন তিনি (সাঃ) বললেন : যদি তা-ই হয় তাহলে তোমাদের কেউ কোন মাসজিদে গিয়ে সকালে আল্লাহর কিতাবের দু’টি আয়াত (মানুষকে) শিক্ষা দেয় না বা (নিজে) শিক্ষাগ্রহণ করে না কেন? অথচ এ দু’টি আয়াত শিক্ষা দেয়া তার জন্য দু’টি উটনী অথবা তিনটি আয়াত শিক্ষা দেয়া তার জন্য তিনটি উটনী অথবা চারটি আয়াত শিক্ষা দেয়া তার জন্য চারটি উটনীর চেয়েও উত্তম। সারকথা কুরআনের যে কোন সংখ্যক আয়াত, একই সংখ্যক উটনীর চেয়ে উত্তম। (মুসলিম)[১৫৫]

ব্যাখ্যা : عقيق ‘আক্বীক্ব’ মাদীনাহ্ থেকে দুই তিন মাইল দূরে অবস্থিত বৃহত্তর উটের বাজার। উঁচু কুঁজ বিশিষ্ট উটের কথা বলা হয়েছে এজন্য যে, ‘আরবের লোকদের নিকট এটি ছিল অধিক প্রিয় এবং অধিক মূল্যমানের বস্তু।

মাসজিদে গিয়ে কুরআন শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেয়ার সাওয়াব ‘আরবের ঐ উঁচু কুঁজ বিশিষ্ট লাল উটের মূল্যের চেয়েও অধিক বেশি, এমনকি প্রতিটি আয়াতের বিনিময় একটি করে উটের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং যে যত আয়াত পড়বে বা পড়াবে সে তত বেশি উটের মালিক হবে। এর অর্থ ঐ উট সদাক্বাহ্ করলে যে সাওয়াব মিলবে তা সে পাবে।

নাবী (সাঃ)-এর এটা উৎসাহব্যঞ্জক একটি দৃষ্টান্তমূলক কথা যাতে মানুষ এ কাজে অনুপ্রাণিত হয়। অন্যথায় কুরআন মাজীদের একটি আয়াতের মারেফাতের তুলনায় গোটা পৃথিবী তুচ্ছ।

٢١١١ - [٣] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلٰى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ». قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: «فَثَلَاثُ اٰيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২১১১-[৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের কেউ কি নিজ ঘরে ফিরে তিনটি মোটাতাজা গর্ভবতী উটনী পেতে পছন্দ করো? আমরা বললাম, (হে আল্লাহর

[১৫৫] সহীহ : মুসলিম ৮০৩, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩০০৭৪, সহীহ আত্ তারগীব ১৪১৮, সহীহ আল জামি‘ ২৬৯৭।

রসূল!) নিশ্চয়ই পছন্দ করি। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, তাহলে তারা যেন সলাতে তিনটি আয়াত পড়ে। এ তিনটি আয়াত তার জন্য তিনটি মোটাতাজা গর্ভবতী উটনী অপেক্ষা উত্তম। (মুসলিম)[১৫৬]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের ব্যাখ্যা পূর্বের হাদীসের ব্যাখ্যানুরূপ।

٢١١٢ - [٤] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهٗ أَجْرَانِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২১১২-[৪] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কুরআন অধ্যয়নে পারদর্শী ব্যক্তি মর্যাদাবান লিপিকার মালায়িকাহ্'র (ফেরেশ্তাগণের) সাথী হবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করে ও যে এতে আটকে যায় এবং কুরআন তার জন্য কষ্টদায়ক হয়, তাহলে তার জন্য দু'টি পুরস্কার। (বুখারী, মুসলিম)[১৫৭]

ব্যাখ্যা : কুরআনের পারদর্শী বলতে সর্ববিষয়ে পণ্ডিত ব্যক্তি। ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ 'হাফিয' যার কুরআন মুখস্থ বা পড়তে গিয়ে ঠেকে যায় না এবং কোন অসুবিধা বা কষ্ট হয় না।

(سفرة الكرام) হলো লেখার কাজে দায়িত্বশীল সম্মানিত দূত। তারা আল্লাহর রিসালাত নিয়ে মানুষের কাছে সফর করে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ মালায়িকাহ্ (ফেরেশতামণ্ডলী) যারা লাওহে মাহফূয বা সংরক্ষিত ফলক বহন করে থাকেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, এটা এমন সহীফায় লিপিবদ্ধ যা সম্মানিত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পবিত্র, সুসম্মানিত ও নেককার লেখকের হাতে থাকে। (সূরাহ্ 'আবাসা ৮০ : ১৩-১৬)

মোটকথা ভাল কুরআন তিলাওয়াতকারী মানব কল্যাণে অবতীর্ণ সম্মানিত বিশেষ মালায়িকাহ্'র (ফেরেশতামণ্ডলীর) সাথে বন্ধু হিসেবে থাকবেন অথবা ঐ মালায়িকাহ্'র মর্যাদা লাভ করবেন। অথবা তারা এমন মর্যাদার স্থান লাভ করবেন যেখানে মালায়িকাহ্ তাদের বন্ধু হিসেবে থাকবেন।

পক্ষান্তরে কুরআনের উপর দক্ষতা না থাকার কারণে যারা থেমে থেমে কষ্ট করে তিলাওয়াত করবে তাদের সাওয়াব দ্বিগুণ হবে। একটি পাঠের জন্য অপরটি হলো কষ্টের জন্য। এটাও কষ্ট করে করে কুরআনুল কারীম শিক্ষার ক্ষেত্রে উৎসাহব্যঞ্জক কথা।

তাই বলে কুরআনের প্রাজ্ঞ ব্যক্তির চেয়ে সে কোনক্রমেই উত্তম নয়। কেননা প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের অবস্থান হবে অতীব উন্নত ও সম্মানিত মালায়িকাহ্'র সাথে এবং তাদের সাওয়াব হবে বহু গুণে উন্নীত। ইবনুত্ তীন সহ অনেকে বলেন, এদের মর্যাদা এত বেশি গুণে উন্নীত যে, তা গুণে শেষ করা যাবে না। 'আল্লামাহ্ কুসতুলানী বলেন, কুরআনের দক্ষ ব্যক্তির দক্ষতা অর্জন করতেও অনেক কষ্ট পোহাতে হয়েছে। সুতরাং তার মর্যাদা বেশিই হওয়া স্বাভাবিক।

٢١١٣ - [٥] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَيْنِ: رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهٖ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

---

[১৫৬] সহীহ : মুসলিম ৮০২, ইবনু মাজাহ ৩৭৮২, আহমাদ ১০৪৪৬, শু'আবুল ঈমান ২০৪৮।

[১৫৭] সহীহ : বুখারী ৪৯৩৭, মুসলিম ৭৯৮, ইবনু মাজাহ ৩৭৭৯, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৪১৯৪।

২১১৩-[৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : দু'টি ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে ঈর্ষা করা যায় না। প্রথম, সে ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কুরআনের ('ইলম) দান করেছেন, আর সে তা দিন-রাত অধ্যয়ন করে। দ্বিতীয়, ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তা সে সকাল সন্ধ্যায় দান করে। (বুখারী, মুসলিম)[১৫৮]

ব্যাখ্যা : 'আরাবীতে حسد (হাসাদ) শব্দটি হিংসা, পরশ্রীকাতর ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়। যা শার'ঈভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু এখানে শব্দটি غبطة (গিবত্বাহ্) বা ঈর্ষা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যা বৈধ। হাফিয ইবনু হাজার আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন, হাসাদ বা হিংসা হলো : কারো ওপর প্রদত্ত নি'আমাত বিনষ্ট বা ধ্বংস কামনা করা এবং ঐ নি'আমাত অন্য কারো না হয়ে শুধু নিজের হোক এরূপ কামনা করা। পক্ষান্তরে হাসাদ যদি গিবত্বাহ্ বা ঈর্ষা অর্থে হয় তখন এর অর্থ হলো : কারো নি'আমাতে দেখে তার স্থায়িত্ব কামনা করা এবং নিজের জন্যও অনুরূপ নি'আমাত (আসুক তা) কামনা করা, এটা সম্পূর্ণরূপে বৈধ। শুধু বৈধই নয়, 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে এ জাতীয় ঈর্ষা প্রশংসনীয়-ই বটে।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, 'উলামাগণ হাসাদ-কে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন।

১. হাক্বীক্বী বা বাস্তবিক এবং ২. মাজাযী বা রূপক।

হাক্বীক্বী বা বাস্তবটির অর্থ হলো হিংসা, যা হারাম, পক্ষান্তরে মাজাযী বা রূপকটির অর্থ হলো গিবত্বাহ্ বা ঈর্ষা, যা বৈধ, এমনকি কখনো তা প্রশংসনীয়।

অত্র হাদীসে যে হাসাদ-এর কথা বলা হয়েছে সেটি হলো *'হাসাদ'* শব্দের রূপক অর্থ, অর্থাৎ- গিবত্বাহ্ বা ঈর্ষা। এটা কোন কোন বিষয়ে প্রশংসনীয়, তবে কোন খারাপ কাজে এটা বৈধ নয়।

যেমন সহীহুল বুখারীতে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি তার এক প্রতিবেশীকে বলতে শুনেছেন, আফসোস! যদি আমাকে অমুকের মতো কুরআন দান করা হতো তাহলে সে যেমন 'আমাল করে আমিও অনুরূপ 'আমাল করতাম।

দু'জন ব্যক্তি বলতে দু'টি বৈশিষ্ট্য। কুরআন নিয়ে দণ্ডায়মান হওয়ার অর্থ হলো কুরআন মুখস্থ করা, তা তিলাওয়াত করা, (চাই সলাতে হোক, চাই সলাতের বাইরে হোক) তা অপরকে শিক্ষা দেয়া এবং তার হুকুম মোতাবেক 'আমাল করা। দ্বিতীয় সম্পদশালী ব্যক্তি সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয়ের ব্যাপারে দিবা-রাতের কোন পরোয়া করে না, বরং সদা-সর্বদা সে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে থাকে। আহমাদ-এর বর্ণনায় হাক্বের পথে ব্যয়ের কথা বলা আছে। দিনে রাতে ব্যয় করার অর্থ এও হতে পারে প্রকাশ্যে এবং গোপনে দান করা।

٢١١٤ -[٦] وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأُتْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: «الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْأُتْرُجَّةِ وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالتَّمْرَةِ».

[১৫৮] **সহীহ** : বুখারী ৭৫২৯, মুসলিম ৮১৫, ইবনু মাজাহ ৪২০৯, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৫৯৭৪, আহমাদ ৪৫৫০, সুনানুল কাবীর লিল বায়হাক্বী ৭৮২১, সহীহ ইবনু হিব্বান ১২৫, সহীহ আত্ তারগীব ৬৩৫, সহীহ আল জামি' ৭৪৮৭।

২১১৪-[৬] আবূ মূসা আল আশ্‘আরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কুরআন পাঠকারী মু'মিনের দৃষ্টান্ত হলো তুরঞ্জ ফল বা কমলা লেবুর ন্যায়। যার গন্ধ ভাল, স্বাদও উত্তম। যে মু'মিন কুরআন পড়ে না, তার দৃষ্টান্ত হলো খেজুরের ন্যায়। এর কোন গন্ধ নেই বটে, কিন্তু উত্তম স্বাদ আছে। কুরআন পাঠ করে না যে মুনাফিক্ব, সে হানাযালাহ্ (তিতা) ফলের মতো, যার কোন গন্ধ নেই অথচ স্বাদ তিতা। আর ওই মুনাফিক্ব যে কুরআন পড়ে তার দৃষ্টান্ত ঐ ফুলের মতো, যার গন্ধ আছে কিন্তু স্বাদ তিতা। (বুখারী, মুসলিম। অন্য এক বর্ণনায় আছে, যে মু'মিন, কুরআন পড়ে ও সে অনুযায়ী ‘আমাল করে সে কমলা লেবুর মতো। আর যে মু'মিন কুরআন পড়ে না, কিন্তু এর উপর ‘আমাল করে সে খেজুরের মতো।)[১৫৯]

ব্যাখ্যা : কুরআন তিলাওয়াতকারী মু'মিনের দৃষ্টান্ত হলো উত্‌রুজ্জাহ্ বা তুরঞ্জ ফলের ন্যায়। তুরঞ্জ (ফল) হলো বাতাবী লেবু অথবা কমলালেবু জাতীয় একটি অতীব মুখরোচক, উপাদেয় এবং সুগন্ধযুক্ত ফল। ‘আরবদের নিকট এটি ফলসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফল। কেউ কেউ বলেছেন, এমনকি এটি সকল দেশের ফলের শ্রেষ্ঠ। এর মধ্যে রয়েছে বহুবিধ বৈশিষ্ট্য ও গুণের সমাহার, দেখতেও ভারী চমৎকার। এর রং সত্যিই দৃষ্টিনন্দন ও হৃদয়গ্রাহী। এতে রয়েছে প্যারালাইসিস, জণ্ডিস, কুষ্ঠরোগ এবং অর্শ্ব বা বাউশী রোগসহ বিভিন্ন রোগের প্রতিকার ও প্রতিষেধক উপাদান। জীবনী শক্তি বর্ধক উপকরণও এতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) বলেন, অন্য কোন ফলের নাম উল্লেখ না করে উত্‌রুজ্জাহ্ ফলের নাম উল্লেখ করার হিকমাত হলো এর ছাল দিয়ে ঔষধ তৈরি হয়, বীজ থেকে নানা উপকারী তৈল বের করা হয়। বলা হয় যে বাড়িতে তুরঞ্জ ফল থাকে সে বাড়িতে জিন্ প্রবেশ করতে পারে না। ওর বীজের উপরের পাতলা আবরণীর সম্পর্ক হলো মু'মিনের ক্বলবের ন্যায়। এছাড়াও ওর বহুবিধ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

ঈমানের বিশেষণ খাদ্যের সাথে আর কুরআন তিলাওয়াতের বিশেষণ সুগন্ধির সাথে সাদৃশ্যযুক্ত করা হয়েছে। কেননা ঈমান মু'মিনকে কুরআন ধারণে বাধ্য করে যদিও ঈমান অর্জন কুরআন তিলাওয়াত ছাড়াও সম্ভব। অথবা ঈমানকে সুগন্ধযুক্ত খাদ্যের সাথে সাদৃশ্য দেয়া হয়েছে এজন্য যে, ঈমানের কল্যাণটা হলো : আত্মিক, প্রত্যেকের কাছে তা প্রকাশিত হয় না, কিন্তু কুরআন তিলাওয়াতের সুগন্ধি দ্বারা সকলেই উপকৃত হয়। প্রতিটি শ্রোতাই প্রকাশ্যভাবে এর সৌন্দর্যে আপ্লুত হয়।

মাযহারী বলেন, কুরআন তিলাওয়াতকারী মু'মিনের দৃষ্টান্ত এরূপ যে, তার দৃঢ় ঈমান স্বীয় অন্তরে সুগন্ধি ছড়ায়, আর সে যখন কুরআন তিলাওয়াত করে তখন তার সম্মোহনী সুর লহরীতে মানুষ প্রশান্তি লাভ করে। শ্রোতা কুরআন শুনে সাওয়াব অর্জন করে এবং সেখান থেকে শিক্ষা লাভ করে। এটাই হলো তুরঞ্জ ফলের দৃষ্টান্ত যার স্বাদও সুন্দর গন্ধও সুন্দর।

٢١١٥ - [٧] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهٖ اٰخَرِيْنَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২১১৫-[৭] ‘উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা‘আলা এ কিতাব কুরআনের মাধ্যমে কোন কোন জাতিকে উন্নতি দান করেন। আবার অন্যদেরকে করেন অবনত। (মুসলিম)[১৬০]

---

[১৫৯] সহীহ : বুখারী ৫৪২৭, ৫০৫৯, মুসলিম ৭৯৭, তিরমিযী ২৮৬৫, নাসায়ী ৫০৩৮, ইবনু মাজাহ ২১৪, আহমাদ ১৯৫৪৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৭০, সহীহ আত্ তারগীব ১৪১৯।

[১৬০] সহীহ : মুসলিম ৮১৭, ইবনু মাজাহ ২১৮, আহমাদ ২৩২, দারিমী ৩৪০৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫১২৫, শু‘আবুল ঈমান ২৪২৮, সহীহাহ ২২৩৯।

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ-এর বাণী, "আল্লাহ তা'আলা এ কিতাবের দ্বারা কোন জাতিকে উন্নত করেন"। এই কিতাবের অর্থ হলো কুরআনুল কারীম। এটা মহান এবং শাশ্বত মর্যাদাসম্পন্ন পরিপূর্ণ কিতাব। পূর্ববর্তী আসমানী কোন গ্রন্থই এ মর্যাদায় পৌঁছতে পারেনি। এ জাতির উন্নতির কারণ হলো আল কুরআনের প্রতি তাদের বিশ্বাস, আল কুরআনের যথাযথ মর্যাদা দান এবং তার উপর 'আমাল করা। এদের মর্যাদা এভাবে বাড়িয়ে দেয়া হবে যে, ইহকালে পাবে তারা এক সম্মানজনক জীবন এবং পরকালে আল্লাহর নৈকট্যশীল পুরস্কারপ্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যারা তার প্রতি পূর্ণরূপে ঈমান আনয়ন করবে না, তার 'আমাল ছেড়ে দিবে এবং তার যথাযোগ্য মর্যাদা দানে ব্যর্থ হবে আল্লাহ তা'আলা তাদের লাঞ্ছিত করবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "এ কুরআন দ্বারা আল্লাহ তা'আলা অনেক মানুষকে পথপ্রদর্শন করেন আবার অনেককে করেন পথভ্রষ্ট।" (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ :২৬)

٢١١٦ -[٨] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهُ مَرْبُوطَةٌ عِنْدَهُ إِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَتَتْ فَقَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَنَتْ، ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَانْصَرَفَ وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيٰى قَرِيبًا مِنْهَا فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ فَلَمَّا أَخَّرَهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «اِقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ». قَالَ فَأَشْفَقْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ تَطَأَ يَحْيٰى وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ وَرَفَعْتُ رَأْسِيْ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ فَخَرَجْتُ حَتّٰى لَا أَرَاهَا قَالَ: «وَتَدْرِيْ مَا ذَاكَ؟» قَالَ لَا قَالَ: «تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارٰى مِنْهُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ وَفِيْ مُسْلِمٍ: «عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ» بَدَلَ: «فَخَرَجْتُ عَلٰى صِيغَةِ الْمُتَكَلِّمِ».

২১১৬-[৮] আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী হতে বর্ণিত। উসায়দ ইবনু হুযায়র বলেন, এক রাতে তিনি সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ পড়ছিলেন। তাঁর ঘোড়া তাঁর কাছেই বাঁধা ছিল। হঠাৎ ঘোড়াটি লাফিয়ে উঠল। তিনি ঘোড়াটিকে চুপ করালেন। ঘোড়াটি চুপ হলো। তিনি আবার পড়তে লাগলেন। ঘোড়াটি আবার লাফিয়ে উঠল। তিনি ঘোড়াটিকে শান্ত করলেন। আবার পড়তে লাগলেন। আবার ঘোড়াটি লাফিয়ে উঠল। এবার তিনি থেমে গেলেন। কারণ তখন তাঁর ছেলে ইয়াহ্ইয়া ঘোড়াটির কাছাকাছি ছিল। তিনি ওর ক্ষতির আশংকা করলেন। তারপর তিনি তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে আকাশের দিকে মাথা উঠালেন। দেখলেন, (আকাশে) সামিয়ানার মতো (কি একটা ঝুলছে)। আর এতে যেন অনেক বাতি রয়েছে। ভোরে উঠে তিনি তা নাবী ﷺ-কে জানালেন। (ঘটনা) শুনে তিনি বললেন, তুমি পড়তে থাকলে না কেন ইবনু হুযায়র? তুমি পড়তে থাকলে না কেন? ইবনু হুযায়র বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার ঘোড়া ইয়াহ্ইয়া-কে মাড়িয়ে দেবার ভয় করছিলাম। সে ছিল ঘোড়াটির কাছাকাছি। তাই পড়া বন্ধ করে তার কাছে গেলাম। আবার আকাশের দিকে মাথা উঠালাম। দেখলাম, সামিয়ানার মতো, এতে প্রদীপের মতো কিছু আছে। তারপর আমি ওখান থেকে বের হলাম। আর তা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল। (এসব) শুনে তিনি (ﷺ) বললেন : এসব কি ছিল জানো? উসায়দ বললেন, জি না, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, এটা ছিল মালায়িকাহ্'র (ফেরেশ্তাগণের) দল। তাঁরা তোমার তিলাওয়াত শুনে তোমার নিকটবর্তী হচ্ছিলেন। তুমি যদি পড়তে

Contents

থাকতে, ভোর পর্যন্ত তাঁরা ওখানে থাকতেন। লোকেরা তাঁদেরকে দেখতে পেত। মানুষ হতে তাঁরা লুকিয়ে থাকত না। (বুখারী, মুসলিম। তবে মাতান বুখারীর। মুসলিম-এর বর্ণনায় রয়েছে, 'সামিয়ানা শূন্যে উঠে গেল,' 'আমি বের হলাম'-এর স্থলে।)[১৬১]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ তিলাওয়াত করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সামনে অন্য হাদীসে সূরাহ্ আল কাহ্ফ তিলাওয়াত করার কথা এসেছে। এর সমাধানে মুহাদ্দিস কিরমানী (রহঃ) বলেন, সম্ভবত উসায়দ ইবনু হুযায়র রাঃ রাতে দু'টি সূরাই তিলাওয়াত করতেন। তিনি যখন রাতে কুরআন তিলাওয়াত করতেন তখন তার তিলাওয়াতে স্বর্গীয় সুর লহরী শুনতে আকাশ থেকে মালায়িকাহ্ অবতীর্ণ হতো, তা দেখে তার ঘোড়াটি ভয়ে লাফালাফি শুরু করত। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত বন্ধ করলে মালায়িকাহ্'র উপরে উঠে যেত ফলে ঘোড়াও শান্ত হয়ে যেত।

মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেছেন, আল কুরআনের আস্বাদনের (আনন্দে) ঘোড়া লাফালাফি শুরু করত, তিলাওয়াত বন্ধ করলে সে ঐ স্বাদ হারিয়ে নীরব হয়ে যেত।

সহাবী উসায়দ রাঃ তিন তিনবার এটা প্রত্যক্ষ করলেন, অতঃপর শেষবার আকাশ পানে তাকিয়ে দেখেন সামিয়ানার ন্যায় যাতে রয়েছে অসংখ্য বাতি। কোন কোন বর্ণনায় সামিয়ানার পরিবর্তে মেঘের আবর বা ছায়ার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। ইবনুল বাত্তাল (রহঃ) বলেন, দৃশ্যত ঐ মেঘের আবরের ন্যায় যা ছিল মূলত তা ছিল সাকীনাহ্ এবং ওর মধ্যে ছিল মালাক (ফেরেশতা)।

তিলাওয়াত বন্ধ না করলে মালায়িকাহ্ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতেন না, আর ঐ বাড়িতে সাকীনাহ্ বর্ষণ হতেই থাকতো।

٢١١٧ ـ[٩] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ وَإِلٰى جَانِبِهٖ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُوْ وَتَدْنُوْ وَجَعَلَ فَرَسُهٗ يَنْفِرُ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهٗ فَقَالَ: «تِلْكَ السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْاٰنِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২১১৭-[৯] বারা ইবনু 'আযিব রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি সূরাহ্ 'আল কাহ্ফ' পড়ছিল। দু'টি রশি দিয়ে তার ঘোড়া পাশেই বাঁধা ছিল। এমন সময় এক খণ্ড মেঘ তাকে ঢেকে নিলো। মেঘখণ্ডটি ধীরে ধীরে তার নিকটতর হতে লাগল। আর তার ঘোড়াটি লাফাতে লাগল। সে ভোরে উঠে নাবী ﷺ-এর কাছে এসে এ ঘটনা তাঁকে জানাল। (তিনি ঘটনা শুনে) বললেন, এটা ছিল রহ্মাত, যা কুরআনের কারণে নেমে এসেছিল। (বুখারী, মুসলিম)[১৬২]

ব্যাখ্যা : (كَانَ رَجُلٌ) কেউ বলেন : তিনি হলেন আস্‌ওয়াদ বিন হুযায়র রাঃ যেমনটি তার ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদীসে অতিবাহিত হয়েছে। তবে সেখানে তিনি (রাঃ) সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ পাঠ করেছিলেন। আর এখানে তিনি (রাঃ) সূরাহ্ আল কাহ্ফ পাঠ করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন : এই ঘটনাটির সাদৃশ্যতা রয়েছে। সাবিত বিন ক্বায়স বিন সাম্মাস-এর ঘটনার সাথে। তবে সেটা ঘটেছিল সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ পাঠকালে। ইমাম আবূ দাউদ-এর মুরসাল

---

[১৬১] সহীহ : বুখারী ৫০১৮, মুসলিম ৭৯৬, শু'আবুল ঈমান ২৪২৬।
[১৬২] সহীহ : বুখারী ৫০১১, মুসলিম ৭৯৫, শু'আবুল ঈমান ২২১৭।

রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সম্ভবত আস্‌ওয়াদ বিন হুযায়র رضي الله عنه সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ পাঠ করেছিলেন। অতঃপর আস্‌ওয়াদ বিন হুযায়র-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : আমি সূরা আল বাক্বারাহ্ পাঠ করেছিলাম। সম্ভবত তিনি সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ও আল কাহ্ফ উভয়টি পাঠ করেছিলেন; অথবা দু'টোর যে কোন একটি পাঠ করেছিলেন।

٢١١٨ -[١٠] وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّيْ فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ أُجِبْهُ حَتّٰى صَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ. فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ كُنْتُ أُصَلِّيْ فَقَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللهُ (اسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ). ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْاٰنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ». فَأَخَذَ بِيَدِيْ فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّكَ قُلْتَ لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ: ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيمُ الَّذِيْ أُوتِيتُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২১১৮-[১০] আবূ সা'ঈদ ইবনু মু'আল্লা رضي الله عنه বলেন, মাসজিদে আমি সলাত আদায় করছিলাম। এ সময় নাবী ﷺ আমাকে ডাকলেন। সলাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি উত্তর দিলাম না। এরপর আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি সলাত আদায় করছিলাম। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, আল্লাহ কি এ কথা বলেননি যে, যখন আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল ডাকেন তখন তাঁদের ডাকের জবাব দাও? অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, মাসজিদ হতে বের হবার আগে আমি কি তোমাকে (পড়ার জন্য) শ্রেষ্ঠতর সূরাটি শিখাব না? এরপর তিনি (ﷺ) আমার হাত ধরলেন। তারপর আমরা মাসজিদ হতে বের হতে চাইলে, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো বলেছিলেন, "আমি কি তোমাকে কুরআনের শ্রেষ্ঠ সূরাহ্ শিখাব না?" তিনি (ﷺ) বললেন, এটি হলো সূরাহ্ *"আলহাম্‌দু লিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামীন"*। এ সূরাই (পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত) সে সাতটি আয়াত (সাব্'উল মাসানী) ও মহা কুরআন, যা আমাকে দেয়া হয়েছে। (বুখারী)[১৬৩]

ব্যাখ্যা : বর্ণনাকারী সহাবীর এ ঘটনাটি ছিল মাসজিদে নাবাবীতে। সলাতরত অবস্থায় তাকে রসূলুল্লাহ ﷺ আহ্বান করলে, তিনি তার ডাকে কোন সাড়া দেননি, কারণ সলাতের মধ্যে কথা বলা তিনি (ﷺ) নিষেধ করেছেন এবং সলাত ভঙ্গ করতেও নিষেধ করেছেন। আর তিনি এ কথাও ভেবেছেন যে, আল্লাহ ও তার রসূলের ডাকে সাড়া দেয়ার এ হুকুম সলাতের বাইরে।

আল্লাহ ও তার রসূলের আহ্বানে সাড়া দেয়ার অর্থ হলো তার আনুগত্য করা এবং হুকুম পালন করা।

নাবী ﷺ তাকে কুরআনের সবচেয়ে বড় সূরাটি শিক্ষা দানের কথা বলেছেন। এর দ্বারা উত্তমটি বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা অধিক সাওয়াবের কথা বুঝানো হয়েছে।

ইবনুত্ ত্বীন বলেন, বড় সূরার অর্থ হলো, এর সাওয়াব অন্য যে কোন সূরাহ্ হতে বেশি। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেন, এটা ঐ সূরার বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, যা অন্য কোন সূরার মধ্যে নেই। আর এ সূরায় রয়েছে বহুবিধ উপকারিতা ও অর্থ। এর দ্বারা কুরআনের এক অংশ অপর অংশের উপর ফাযীলাত বা মর্যাদার কথাও স্বীকৃত।

---

[১৬৩] **সহীহ :** বুখারী ৪৪৭৪, ইবনু মাজাহ ৩৭৮৫, আহমাদ ১৭৮৫১, ইবনু মাজাহ ৮৬২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৩৯৭, সহীহ আল জামি' ১৪৫২, আবূ দাউদ ১৪৫৮, নাসায়ী ৯১৩।

মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, সূরাহ্ ফাতিহাকে আল কুরআনের বড় সূরাহ্ বলার কারণ হলো এতে রয়েছে আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা, তার আদেশ নিষেধ পালনের অঙ্গীকার ও তারই জন্য 'ইবাদাতকে খালেসভাবে পেশ করার স্বীকৃতি। সৌভাগ্যের বস্তু তার কাছেই চাওয়া এবং দুর্ভাগ্যের অবস্থান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করার মহান শিক্ষা। আল কুরআনের সার্বিক মৌলিক আলোচনা এ সূরাতেই নিহীত, সুতরাং এটি সবচেয়ে বড় সূরাহ্।

এ সূরাকে সাব্'উল মাসানী বলা হয়েছে, (সূরাহ্ আল হিজ্‌র-এর ৮৭ নং দেখুন)। এর অর্থ পুনঃপঠিতব্য সাত আয়াত বিশিষ্ট সূরাহ্, যেহেতু এ সূরাটি প্রতি রাক্'আতেই প্রতি সলাতেই পাঠ করা হয়। অথবা এ সূরাটি একের পর এক, অর্থাৎ- দু'বার নাযিল হয়েছে, তাই এর নাম সাব্'উল মাসানী।

٢١١٩ ـ [١١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ يَقْرَأُ فِيهِ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২১১৯-[১১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমাদের ঘরগুলোকে ক্বরস্থানে পরিণত করো না। (এগুলোতে কুরআন তিলাওয়াত করো) কারণ যেসব ঘরে সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ তিলাওয়াত করা হয় সে ঘর হতে শায়ত্বন ভেগে যায়। (মুসলিম)[১৬৪]

ব্যাখ্যা : "তোমাদের ঘরগুলোকে ক্বব্‌র স্থানে পরিণত করো না" এর অর্থ হলো ক্ববরগুলো যেমন সলাত, যিক্‌র-আয্‌কার 'ইবাদাতহীন জায়গা, তোমাদের ঘর বাড়িগুলোতে নাফ্‌ল সলাত, কুরআন তিলাওয়াত, যিক্‌র আযকার ইত্যাদি আদায় না করে ঐ রূপ ক্বব্‌রস্থানের ন্যায় করে রেখ না। বরং বাড়িতে নিয়মিত নাফ্‌ল সলাত কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি আদায়ের মাধ্যমে 'ইবাদাতের স্থানে পরিণত কর।

এ হাদীসে বলা হয়েছে সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ যে ঘরে তিলাওয়াত করা হয় সে ঘর থেকে শায়ত্বন পালায়। তিরমিযীর এক বর্ণনায় এসেছে, শায়ত্বন সে ঘরে প্রবেশ করতে পারে না।

ইবনু হিব্বান-এর এক বর্ণনায় এসেছে, রাতে যে ঘরে সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ তিলাওয়াত করা হয় তিন রাত পর্যন্ত শায়ত্বন সে ঘরে প্রবেশ করতে পারে না। আর দিনে তিলাওয়াত করলে তিন দিন পর্যন্ত শায়ত্বন সে ঘরে প্রবেশ করতে পারে না।

সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্'র এ বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও ফাযীলাত এর বৃহত্তের কারণে এবং এ সূরার মধ্যে আল্লাহর নামসমূহ বেশি ব্যবহার হওয়ার কারণে। আর এ সূরাতে দীনের আহকাম বেশি আছে সে কারণেও। বলা হয় এতে এক হাজার আদেশ এক হাজার নিষেধ, এক হাজার হুকুম এবং এক হাজার খবর রয়েছে।

٢١٢٠ ـ [١٢] عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اقْرَءُوا الْقُرْاٰنَ فَإِنَّهُ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ اٰلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[১৬৪] সহীহ : মুসলিম ৭৮০, তিরমিযী ২৮৭৭, আহমাদ ৭৮২১, সহীহ আত্ তারগীব ১৪৫৮।

২১২০-[১২] আবূ উমামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা কুরআন পড়। কারণ কুরআন পাঠ ক্বিয়ামাতের দিন তিলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশকারী হয়ে আসবে। তোমরা দু' উজ্জ্বল সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ও আ-লি 'ইমরান পড়বে। কেননা ক্বিয়ামাতের দিন এ সূরাহ্ দু'টি মেঘখণ্ড অথবা দু'টি সামিয়ানা অথবা দু'টি পক্ষ প্রসারিত পাখির ঝাঁকরূপে আসবে। এ দু' সূরার পাঠকদের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে। বিশেষ করে তোমরা সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ পড়বে। কারণ সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ পড়া বারাকাত আর তা না পড়া আক্ষেপ। এ সূরাহ্ দু'টি পড়তে পারবে না অলস বেকুবরা। (মুসলিম)[১৬৫]

ব্যাখ্যা : "আমরা কুরআন পড়" এর অর্থ নিয়মিত তিলাওয়াত কর। ক্বিয়ামতের দিন কুরআন এমন একটি রূপ ধারণ করে তিলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশকারী হিসেবে আসবে যা লোকেরা প্রকাশ্যে দেখবে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বান্দার 'আমালগুলোকে আকার আকৃতি দিয়ে মীযানের পাল্লায় ওযন দিবেন। আল্লাহ তো সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল। এ জাতীয় কার্যাবলীর ব্যাপারে মু'মিনদের ঈমান আনাই কেবল দায়িত্ব।

এ দু'টি সূরাকে উজ্জ্বল নক্ষত্রের সাথে তুলনা করা হয়েছে এজন্য যে, এর হিদায়াত এবং সাওয়াব খুব বেশি ও বড়। যেন তা আল্লাহর নিকট অন্যান্য সূরার তুলনায় সমগ্র তারকার মধ্যে আকাশের দু'টি চন্দ্রের ন্যায়। এ দু'টি সূরার ফাযীলাত এজন্য বেশি যে, এতে শার'ঈতের আহকামের নূর এবং আল্লাহ তা'আলার আসমায়ে হুসনার উল্লেখ বেশি রয়েছে। ক্বিয়ামাতের দিন এ সূরাহ্ দু'টি তার তিলাওয়াতকারীর মাথার উপর মেঘের ন্যায় অথবা আবরের ন্যায় অথবা পাখির পাখার ন্যায় ছায়া বিস্তার করে থাকবে।

এ দু'টি সূরাহ্ বান্দার পক্ষে আল্লাহর সামনে জেরা করবে, অর্থাৎ- সুপারিশ করবে এবং তাকে আগুন থেকে বাধা প্রদান করবে। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, আল্লাহর সামনে এ সূরাহ্ দু'টির জেরা করার অর্থ হলো তিলাওয়াতকারীর পক্ষে হুজ্জত ক্বায়িম করা।

এ দু'টি সূরাকে পড়ার জন্য বিশেষভাবে তাকীদ করা হয়েছে, কারণ এতে রয়েছে অপরিমিত বারাকাত, পক্ষান্তরে তা বর্জনে রয়েছে অপরিমিত ক্ষতি এবং লোকসান, যা হবে ক্বিয়ামাতের দিন ভীষণ আফসোসের কারণ। নির্বোধ অলস ব্যক্তিরাই কেবল এর তিলাওয়াত বর্জন করে থাকে।

٢١٢١ -[١٣] وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২১২১-[১৩] নাওয়াস ইবনু সাম্'আন (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, কুরআন ও কুরআনপাঠকদের যারা কুরআন অনুযায়ী 'আমাল করত (তাদের) ক্বিয়ামাতের দিন উপস্থিত করা হবে। তাদের সামনে দু'টি মেঘখণ্ড অথবা দু'টি কালো ছায়ারূপে থাকবে সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ও সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান। এদের মাঝখানে থাকবে দীপ্তি। অথবা থাকবে প্রসারিত- পালক বিশিষ্ট পাখির দু'টি ঝাঁক। তারা আল্লাহর নিকট কুরআন পাঠকের পক্ষে সুপারিশ করবে। (মুসলিম)[১৬৬]

---

[১৬৫] সহীহ : মুসলিম ৮০৪, শু'আবুল ঈমান ১৮২৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ১১৬, সহীহাহ্ ৩৯৯২।

[১৬৬] সহীহ : মুসলিম ৮০৫, তিরমিযী ২৮৮৩, আহমাদ ১৭৬৩৭, শু'আবুল ঈমান ২১৫৭, সহীহ আত্ তারগীব ১৪৬৫।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের ব্যাখ্যা পূর্বের হাদীসের ব্যাখ্যার প্রায় অনুরূপই। কুরআন তিলাওয়াতকারী এবং তার ওপর 'আমালকারীর জন্য এ মর্যাদা, কিন্তু যারা শুধু তিলাওয়াত করেছে, কিন্তু কুরআনের বিধান মতো 'আমাল করেনি সে আহলে কুরআনরূপে বিবেচিত হবে না, আর কুরআন তার জন্য সুপারিশকারীও হবে না, বরং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী হবে। মানুষ 'আমালের যেমন রূপ-অবয়ব ওযনে দেখতে পবে তেমনি আল কুরআনের সূরাগুলোরও রূপ-অবয়ব প্রত্যক্ষ করতে পারবে।

٢١٢٢ - [١٤] وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِىْ أَيُّ اٰيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟». قَالَ: قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَعْلَمُ قَالَ: «يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِىْ أَيُّ اٰيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟». قَالَ: قُلْتُ ﴿اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ﴾. قَالَ فَضَرَبَ فِىْ صَدْرِىْ وَقَالَ: «لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২১২২-[১৪] উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : হে আবুল মুনযির! তুমি কি বলতে পারো তোমার জানা আল্লাহর কিতাবের কোন্ আয়াতটি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ? আমি বললাম, আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলই ভাল জানেন। (এরপর) তিনি (সাঃ) আবার বললেন, হে আবুল মুনযির! তুমি বলতে পারো কি তোমার জানা আল্লাহর কিতাবের কোন্ আয়াতটি শ্রেষ্ঠতর? এবার আমি বললাম, "*আল্ল-হু লা- ইলা-হা ইল্লা- হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বইয়ূম।*" উবাই বলেন, এবার তিনি (সাঃ) আমার বুকে হাত মেরে বললেন, হে আবুল মুনযির! জ্ঞান ও প্রজ্ঞা তোমার জন্য মুবারক হোক। (মুসলিম)[১৬৭]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (সাঃ) উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-কে প্রশ্ন করেছিলেন তোমার জানা কোন্ আয়াতটি কুরআনের শ্রেষ্ঠ আয়াত? তিনি উত্তরে দিলেন, আয়াতুল কুরসী।

উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-এর আল কুরআনের সবগুলো আয়াত-ই মুখস্থ ছিল, অর্থাৎ- তিনি পূর্ণ কুরআনের হাফিয ছিলেন। সুতরাং প্রশ্ন এবং উত্তরের অর্থ হলো আয়াতুল কুরসী সমগ্র কুরআনের শ্রেষ্ঠ আয়াত। ইসহাক্ব ইবনু রহ্ওয়াই (রহঃ)-সহ কতিপয় মুহাক্কিক 'আলিম বলেন, আয়াতুল কুরসী যেহেতু শ্রেষ্ঠ আয়াত; সুতরাং তার তিলাওয়াতকারীর সাওয়াব ও আজুরাও হবে সবচেয়ে বেশি এবং শ্রেষ্ঠ।

٢١٢٣ - [١٥] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: وَكَّلَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِيْ اٰتٍ فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهٗ وَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنِّيْ مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ وَلِيْ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ قَالَ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ». قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيْدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهٗ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهٗ قَالَ: «أَمَا إِنَّهٗ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُوْدُ». فَعَرَفْتُ أَنَّهٗ سَيَعُوْدُ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ: «أَنَّهٗ سَيَعُوْدُ». فَرَصَدْتُهٗ فَجَاءَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهٗ فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ دَعْنِيْ فَإِنِّيْ مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ لَا أَعُوْدُ فَرَحِمْتُهٗ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهٗ

---

[১৬৭] **সহীহ :** মুসলিম ৮১০, আবূ দাউদ ১৪৬০, আহমাদ ২১২৭৮, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ৫৩২৬, শু'আবুল ঈমান ২১৬৯, সহীহ আত্ তারগীব ১৪৭১।

فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ؟» قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ». فَرَصَدْتُهُ فَجَاءَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ وَهٰذَا اٰخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ إِنَّكَ تَزْعُمُ لَا تَعُوْدُ ثُمَّ تَعُوْدُ قَالَ دَعْنِيْ أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهَا: إِذَا أَوَيْتَ إِلٰى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ اٰيَةَ الْكُرْسِيِّ ﴿اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ﴾. حَتّٰى تَخْتِمَ الْاٰيَةَ فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرُبُكَ شَيْطَانٌ حَتّٰى تُصْبِحَ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ؟» قُلْتُ: زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِيْ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِيَ اللهُ بِهَا. قَالَ أَمَا: «أَمَا إِنَّهُ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوْبٌ تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ؟». قلت: لَا. قَالَ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ».

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২১২৩-[১৫] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ফিত্‌রার মাল পাহারায় নিযুক্ত করলেন। এমন সময় আমার নিকট এক ব্যক্তি এসেই অঞ্জলি ভরে খাদ্যশস্য উঠাতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম ও বললাম, আমি তোমাকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে যাব। সে বলল, আমি একজন অভাবী লোক। আমার অনেক পোষ্য। আমি নিদারুণ কষ্টে আছি। আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه বলেন, আমি তখন তাকে ছেড়ে দিলাম। ভোরে আমি (রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে) গেলাম। নাবী ﷺ আমাকে বললেন, হে আবূ হুরায়রাহ্! তোমার হাতে গত রাতে বন্দী লোকটির কী অবস্থা? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! বন্দীটি তার নিদারুণ অভাব ও বহু পোষ্যের অভিযোগ করল। তাই আমি তার ওপর দয়া করলাম। তাকে ছেড়ে দিলাম। রসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, শুনো! সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে। সে আবার আসবে। [আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه বলেন] আমি রসূলের বলার কারণে বুঝলাম, অবশ্যই সে আবার আসবে। আমি তার অপেক্ষায় রইলাম। (ঠিকই) সে আবার এলো। দু' হাতের কোষ ভরে খাদ্যশস্য উঠাতে লাগল এবং আমি তাকে ধরে ফেললাম। বললাম, আমি তোমাকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাবো। সে বলল, তুমি আমাকে এবারও ছেড়ে দাও। আমি বড্ড অভাবী মানুষ। আমার পোষ্যও অনেক। আমি আর আসব না। এবারও আমি তার ওপর দয়া করলাম। ছেড়ে দিলাম। ভোরে রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, আবূ হুরায়রাহ্! তোমরা বন্দীর খবর কী? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সে খুবই অভাবী। বহু পোষ্যের অভিযোগ করল। তাই আমি তার প্রতি দয়াপ্রদর্শন করলাম। তাকে ছেড়ে দিলাম। নাবী ﷺ তখন বললেন, শুনো তোমার কাছে সে মিথ্যা বলেছে। আবারও যে আসবে। (বর্ণনাকারী আবূ হুরায়রাহ্ বলেন,) আমি বুঝলাম, সে আবারও আসবে। তাই আমি তার অপেক্ষায় থেকে তাকে ধরে ফেললাম। বললাম, তোমাকে আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে যাব। এটা তিনবারের শেষবার। তুমি ওয়া'দা করেছিলে আর আসবে না। এরপরও তুমি এসেছ। সে বলল, এবারও যদি আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে এমন কয়টি বাক্য শিখাব, যে বাক্যের দ্বারা আল্লাহ তোমার উপকার করবেন। তুমি শোবার জন্য বিছানায় গেলে আয়াতুল কুরসী পড়বে, *"আল্ল-হু লা- ইলা-হা ইল্লা- হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বইয়্যূম"* আয়াতের শেষ পর্যন্ত। তাহলে আল্লাহর তরফ থেকে সব সময় তোমার জন্য একজন রক্ষী থাকবে, ভোর হওয়া পর্যন্ত তোমার কাছে শায়ত্বন ঘেঁষতে পারবে

না। এবারও তাকে আমি ছেড়ে দিলাম। ভোরে রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তোমার বন্দীর কী হলো? আমি বললাম (ইয়া রসূলাল্লাহ!), সে বলল, সে আমাকে এমন কয়টি বাক্য শিখাবে, যার দ্বারা আল্লাহ আমার উপকার করবেন। নাবী ﷺ বললেন : শুনো! এবার সে তোমার কাছে সত্য কথা বলেছে অথচ সে খুবই মিথ্যুক। তুমি কি জানো, তুমি এ তিন রাত কার সাথে কথা বলেছ? আমি বললাম, জি-না। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, এ ছিল একটা শায়ত্বন। (বুখারী)[১৬৮]

ব্যাখ্যা : চোর ছিল শায়ত্বন সে সর্বদাই মিথ্যা কথা বলে থাকে কিন্তু আয়াতুল কুরসীর ফাযীলাত সংক্রান্ত বিষয়ে সে সত্য বলেছে। নাবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি শয্যাগ্রহণের সময় আয়াতুল কুরসী পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তার ঘর, প্রতিবেশীর ঘর এবং পার্শ্ববর্তী ঘরসমূহ নিরাপদে রাখেন। এটা বায়হাক্বীর বর্ণনা, ত্ববারানীর বর্ণনায় আয়াতুল কুরসীর সাথে সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্'র শেষাংশের কথা, অর্থাৎ- *আ-মানার রসূলু* .....থেকে শেষ পর্যন্ত এর কথাও এসেছে।

এ সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন হিফাযাতকারী নিযুক্ত হন, শায়ত্বন তার নিকটেও আসতে পারে না। সহীহুল বুখারীতে উল্লেখ আছে, নাবী ﷺ বলেছেন, গতরাতে শায়ত্বন আমার ওপর চড়াও হয়েছিল, আমি তাকে ধরে ফেলেছিলাম তাকে এই খুঁটির সাথে বেঁধে রাখতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমার ভাই সুলায়মান আলায়হিস সালাম-এর দু'আর কথা মনে করে তা আর করিনি। তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিলেন, হে আল্লাহ! আমাকে এমন এক রাজত্ব দাও আমার পরে কারো পক্ষে যেন তা করা সম্ভব না হয়।

আল্লাহ আরো বলেন, আমি বাতাসকে তার অনুগত করে দিয়েছিলাম। এখন প্রশ্ন হলো রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এবং আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শায়ত্বন ধরা কিভাবে সম্ভব হলো? এর উত্তর এই যে, সুলায়মান আলায়হিস সালাম শায়ত্বনের আসলরূপে ধরতেন এবং দেখতেন, আর নাবী ﷺ এবং আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু শায়ত্বন ধরেছিলেন কিন্তু সেটা ছিল মানুষের আকৃতিতে, তার নিজস্ব আকৃতিতে নয়। সুতরাং সুলায়মান আলায়হিস সালাম-এর দু'আ ভঙ্গ হয়নি। এ হাদীস থেকে অনেক বিষয় শিক্ষা লাভ করা যায়। যেমন :

১. শায়ত্বন মু'মিনের উপকারী বিষয় জানে তবে হিকমাতের বিষয় হলো এই যে, ফাসিক্ব ফাজির তা শিক্ষা করে, তা থেকে উপকার গ্রহণ করতে পারে না। আর মু'মিন তার নিকট থেকে শিখে উপকার গ্রহণ করতে পারেন।

২. কাফিরের কতিপয় কথা বিশ্বাসযোগ্য। তবে এ বিশ্বাসযোগ্য কথা বলেই সে মু'মিন হয়ে যায় না। আর শায়ত্বনের অভ্যাস হলো মিথ্যা বলা। মিথ্যাবাদী কখনো সত্য কথা বলে থাকে।

৩. শায়ত্বন (জিন্) অন্যরূপ ধরলে তাকে দেখা সম্ভব।

৪. কোন সম্পদ রক্ষার জন্য নিযুক্ত রক্ষককে উকীল বলা যাবে।

৫. জিন্ মানুষের খাদ্য খায়।

৬. জিনেরাও চুরি করে এবং ধোঁকা দেয়।

তাছাড়ও এ হাদীসে আয়াতুল কুরসীর ফাযীলাত বর্ণিত হয়েছে, সদাক্বাতুল ফিত্বর ঈদের আগে উত্তোলনের বৈধতা প্রমাণিত হয়েছে এবং তা রক্ষণের জন্য একজন উকীল নিযুক্ত করার বৈধতাও স্বীকৃত হয়েছে।

---

[১৬৮] সহীহ : বুখারী ২৩১১, তিরমিযী ২৮৮০, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৪২৪, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৪০৬, সহীহ আত্ তারগীব ৬১০।

٢١٢٤ ـ[١٦] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «هٰذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ هٰذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيتَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২১২৪-[১৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জিবরীল আমীন আলায়হিস সালাম নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে বসে ছিলেন। এ সময় উপরের দিক হতে দরজা খোলার শব্দ [জিবরীল আলায়হিস সালাম] শুনলেন। তিনি উপরের দিকে মাথা উঠালেন এবং বললেন, আসমানের এ দরজাটি আজ খোলা হলো। এর আগে আর কখনো তা খোলা হয়নি। (রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন :) এ দরজা দিয়ে একজন মালাক (ফেরেশ্‌তা) নামলেন। তখন জিবরীল আলায়হিস সালাম বললেন, যে মালাক (আজ) জমিনে নামলেন, আজকে ছাড়া আর কখনো তিনি জমিনে নামেননি। (রসূল (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন,) তিনি সালাম করলেন। তারপর আমাকে বললেন, আপনি দু'টি নূরের সুসংবাদ গ্রহণ করুন। এটা আপনার আগে আর কোন নাবীকে দেয়া হয়নি। (তাহলো) সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ ও সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্'র শেষাংশ। আপনি এ দু'টি সূরার যে কোন বাক্যই পাঠ করুন না কেন নিশ্চয়ই আপনাকে তা দেয়া হবে। (মুসলিম)[১৬৯]

ব্যাখ্যা : সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ ও সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্'র শেষ অংশ নিয়ে মালাকের অবতরণ ছিল দ্বিতীয় পর্যায়ে। কেননা সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ একবার মাক্কায় নাযিল হয়েছিল এবং এ সময় তা জিবরীলের মাধ্যমেই নাযিল হয়েছিল। পরবর্তীবার অন্য মালাকের মাধ্যমে তা নাযিল ছিল তার সাওয়াব সহ নাযিল হওয়া। এ নাযিলের সময় জিবরীল আলায়হিস সালাম নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছেই ছিলেন। এ নাযিলের সময় জিবরীলকে সম্পৃক্ত করা হলে তার অর্থ হবে তিনি এ সূরাহ্ ও আয়াতের ফাযীলাত নিয়ে অন্য মালাকের আগমনের সংবাদ নিয়ে এবং তার তা'লিমের জন্য আগেই এসেছিলেন। সুতরাং এতে তিনিও যেন অংশীদার।

সূরাহ্ ফাতিহাহ্ এবং সূরাহ্ বাক্বারাহ্'র শেষ অংশকে দু'টি নূর বলে নামকরণ করা হয়েছে এজন্য যে, ক্বিয়ামাতের দিন এ দু'টি তার পাঠকের জন্য নূর হয়ে তার সামনে দিয়ে চলতে থাকবে। অথবা এর অর্থ এ দু'টি সূরাহ্ ও আয়াত দু'টি তাকে সিরাতে মুস্তাক্বীমের পথ দেখিয়ে থাকে এবং হিদায়াত দান করে থাকে।

٢١٢٥ ـ[١٧] وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْاٰيَتَانِ مِنْ اٰخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَ بِهِمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২১২৫-[১৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‌'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতে সূরাহ্ আল বাক্বারার শেষ দু'টি আয়াত, অর্থাৎ- *'আ-মানার রসূলু'* হতে শেষ পর্যন্ত পড়ে, সেটাই তার জন্য যথেষ্ট হবে। (বুখারী, মুসলিম)[১৭০]

---

[১৬৯] **সহীহ :** মুসলিম ৮০৬, নাসায়ী ৯১২, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১২২৫৫, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ২০৫২, সহীহ আত্ তারগীব ১৪৫৬।

[১৭০] **সহীহ :** বুখারী ৫০৪০, মুসলিম ৮০৭, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৫৪৩।

ব্যাখ্যা : সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্'র ঐ মহিমান্বিত আয়াত দু'টি হলো *আ-মানার্ রসূলু* থেকে শেষ পর্যন্ত। রাতে এ দু'টি আয়াত পাঠ করে কেউ ঘুমালে রাতের তাহাজ্জুদে কুরআন তিলাওয়াত অথবা সলাতের বাহিরে কুরআন তিলাওয়াতের যে হাক্ব বান্দার ওপর ছিল তা আদায় হয়ে যাবে এবং তার ফাযীলাত সে পাবে। কেউ বলেছেন, রাতে শায়ত্বনের অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য তাই যথেষ্ট হবে। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো সে জিন্-ইনসানের সকল অনিষ্টতা থেকে এবং রাতের সকল প্রকার ক্ষতি ও বিপদ থেকে রক্ষার জন্য তাই যথেষ্ট হবে। মনীষীদের প্রত্যেকের এ ব্যাখ্যাগুলোর অনুকূলে হাদীস রয়েছে।

٢١٢٦ - [١٨] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ اٰيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২১২৬-[১৮] আবুদ্ দারদা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : যে ব্যক্তি সূরাহ্ আল কাহ্ফ-এর প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে তাকে দাজ্জালের অনিষ্ট হতে নিরাপদ রাখা হবে। (মুসলিম)[১৭১]

ব্যাখ্যা : সূরাহ্ আল কাহ্ফ-এর প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থকারী দাজ্জাল থেকে নিরাপদ থাকবে, এর অর্থ হলো : সে দাজ্জালের ফিৎনা ও অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকবে। ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, কেউ কেউ বলেছেন, এর শুরুতে আযায়িব বা বিস্ময়কর বিষয়সমূহ এবং আয়াত বা আল্লাহর বিশেষ নিদর্শনের কথা বিধৃত হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি ঐগুলো নিয়ে গভীর চিন্তা-গবেষণা করবে সে দাজ্জালের ফিৎনায় পতিত হবে না।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেন, (এ সূরায় বর্ণিত বিস্ময়কর ঘটনা) যুবকেরা যেমন স্বেচ্ছাচার যালিম বাদশাহের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা (ঐ দশ আয়াত) পাঠকারীকে যালিমের হাত থেকে অথবা সৃষ্টির অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করবেন।

সহীহ মুসলিম ও সুনান আবী দাউদ-এর বর্ণনায় সূরাহ্ কাহ্ফ-এর প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তিরমিযীর বর্ণনায় তিন আয়াত পড়ার কথা বলা হয়েছে। দুই রকম বর্ণনার মাঝে সমাধান এভাবে দেয়া যায় যে, দশ আয়াত সংক্রান্ত হাদীসটি পরে বর্ণিত হাদীস। সুতরাং এটার উপর 'আমাল করতে হবে। যে দশের 'আমাল করবে সে তিনের ফাযীলাত অবশ্যই পাবে। অথবা তিনের হাদীস-ই পরের হাদীস, তিন আয়াত পাঠ করে যদি নিরাপদ হয়ে যায় তাহলে দশ আয়াত পাঠের কোন প্রয়োজন নেই। আবার কেউ বলেছেন, দশ আয়াতের হাদীস হলো মুখস্থ করার ক্ষেত্রে আর তিন আয়াতের হাদীস হলো দেখে দেখে পাঠের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে।

ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, দশ আয়াত আর তিন আয়াতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। বেশি সংখ্যার উপর 'আমাল করাই আবশ্যক। সুতরাং প্রথমের দশ আয়াত পাঠ করবে। আরেকটি বিষয় জ্ঞাতব্য যে, কোন হাদীসে সূরাহ্ আল কাহ্ফ-এর শেষ দশ আয়াতের কথা বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

---

[১৭১] **সহীহ** : মুসলিম ৮০৯, আবূ দাউদ ৪৩২৩, তিরমিযী ২৮৮৬, আহমাদ ২১৭১২, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ৩৩৯১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৯৯৭, রিয়াযুস্ সলিহীন ১০২৮, সহীহাহ্ ৫৮২, সহীহ আত্ তারগীব ১৪৭২, সহীহ আল জামি' ৬২০১।

উভয় হাদীসের সমন্বয়ে ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, তিলাওয়াতকারী সূরার শুরু থেকে দশ আয়াত এবং শেষ থেকে দশ আয়াত পাঠ করবে। আর যে ব্যক্তি চায় সকল হাদীসের উপর তার 'আমাল হোক সে যেন পূর্ণ সূরাটাই তিলাওয়াত করে নেয়।

٢١٢٧ - [١٩] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟» قَالُوا: وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ يَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২১২৭-[১৯] আবুদ্ দারদা (রাঃ) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমাদের কেউ কি প্রতি রাতে এক-তৃতীয়াংশ কুরআন তিলাওয়াতে সক্ষম? সহাবীগণ বললেন, প্রতি রাতে কি করে এক-তৃতীয়াংশ কুরআন পড়া যাবে? তিনি (ﷺ) বললেন, সূরাহ্ *'কুল হুওয়াল্ল-হু আহাদ'* কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান। (মুসলিম)[১৭২]

ব্যাখ্যা : সূরাহ্ ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান– এ কথার ব্যাখ্যায় মনীষীগণ বিভিন্ন মতামত করেছেন। একদল বলেন, কুরআনে তিনটি বিষয় আলোচিত হয়েছে :

১. আহকাম ২. ঘটনা বা ইতিহাস ৩. তাওহীদ বা একত্ববাদ। সূরাহ্ ইখলাস তৃতীয়টি প্রকাশে শ্রেষ্ঠ সূরা। সুতরাং এটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। এ কথার সহায়ক সহীহ মুসলিমের বর্ণনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ কুরআনকে তিন অংশে বিভক্ত করেছেন, *কুল হুওয়াল্ল-হু আহাদ* পুরো কুরআনের তিন ভাগের একভাগ।

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, এ সূরার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের এমন দু'টি নাম ব্যবহার হয়েছে যার মধ্যে তার সকল গুণাবলীর পূর্ণতা নিহীত রয়েছে। অন্য কোন সূরার মধ্যে তা খুঁজে পাওয়া যায় না। এ দু'টি সিফাতে কামাল বা পূর্ণগুণবাচক নাম হলো আল আহাদু এবং আস্ সামাদু।

আল্লাহ তা'আলার এ দু'টি গুণবাচক নাম তার পবিত্র সত্তার একত্বের অর্থ প্রকাশক এবং তার চূড়ান্ত বিশেষণ। এ বর্ণনা এ অনুভূতি জাগ্রত করে যে, এই একত্বের গুণ কেবল তার জন্যই খাস এতে অন্য কারো অংশীদারিত্বের সুযোগ নেই।

আস্ সামাদ নামটির এ অনুভূতি জাগ্রত করে যে, অমুখাপেক্ষিতার পূর্ণগুণ একমাত্র আল্লাহর জন্যই খাস। এ গুণ পূর্ণরূপে কারো মধ্যেই নেই। সুতরাং এ গুণবাচক নাম অন্য কারো জন্য চলবে না। অতএব এ অদ্বিতীয় গুণ সম্বলিত নাম সমবিভ্যাহারে এ সূরাটি আল্লাহর পবিত্র স্বকীয় সত্তার পরিচয় জানার জন্য অন্য সকল সূরাহ্ তথা পূর্ণ কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।

একদল বলেছেন, সূরাহ্ ইখলাসকে আল কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সাথে দৃষ্টান্ত হলো সাওয়াবের দিক থেকে, অর্থাৎ- এ সূরাহ্ তিলাওয়াতকারী পূর্ণ কুরআন পাঠের এক তৃতীয়াংশের মতো সাওয়াব পাবে। অবশ্য ইবনু 'উকায়ল এ কথাটিকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন, ইবনু রাহওয়াই তা সমর্থন করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, *কুল হুওয়াল্ল-হু আহাদ* এর সাওয়াব দ্বিগুণ বা অধিক গুণে দেয়া হবে যা কুরআনের অন্যান্য সূরাহ্ ডাবল সাওয়াববিহীন আল কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। তবে এ কথার পক্ষে কোন দলীল নেই।

[১৭২] সহীহ : মুসলিম ৮১১, দারিমী ৩৪৭৪, সহীহ আত্ তারগীব ১৪৮০।

٢١٢٨ -[٢٠] وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ.

২১২৮-[২০] ইমাম বুখারী হাদীসটি আবূ সা'ঈদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।[১৭৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি ইমাম বুখারী আবূ সা'ঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। এর ব্যাখ্যাও পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

٢١٢٩ -[٢١] وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلٰى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهٖ فِيْ صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِـ ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ﴾. فَلَمَّا رَجَعُوْا ذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «سَلُوْهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذٰلِكَ» فَسَأَلُوْهُ فَقَالَ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمٰنِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَخْبِرُوْهُ أَنَّ اللّٰهَ يُحِبُّهٗ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২১২৯-[২১] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। একবার নাবী (সাঃ) এক ব্যক্তিকে একটি সেনাদলের সেনাপতি করে পাঠালেন। সে তার সঙ্গীদের সলাত আদায় করাত এবং *'কুল হুওয়াল্ল-হু আহাদ'* দিয়ে সলাত শেষ করত। তারা মাদীনায় ফেরার পর নাবী (সাঃ)-এর নিকট এ কথা উল্লেখ করেন। তিনি (সাঃ) বললেন, তাকে জিজ্ঞেস করো কি কারণে সে তা করে। সে বলল, এর কারণ এতে আল্লাহর গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে। আর আমি আল্লাহর গুণাবলী পড়তে ভালবাসি। তার উত্তর শুনে নাবী (সাঃ) বললেন, তাকে জানিয়ে দাও, আল্লাহ তা'আলাও তাকে ভালবাসেন। (বুখারী, মুসলিম)[১৭৪]

ব্যাখ্যা : এই সেনাপতির নাম কি ছিল তা নিয়ে বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। কেউ বলেছেন, তার নাম ছিল কুলসুম ইবনু হাদাম। কেউ বলেছেন, ক্বুরয ইবনু যাহ্দ আল আনসারী, তবে এগুলো কোনটিই নির্ভরযোগ্য কথা নয়।

তিনি সূরাহ্ আল ফাতিহার পর অন্য একটি সূরাহ্ অথবা কুরআনের অন্য কোন আয়াত তিলাওয়াত করে নিয়ে সর্বশেষ সূরাহ্ ইখলাস পাঠ করতেন। এর দ্বারা প্রমাণিত, এক রাক্'আতের মধ্যে সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ ছাড়াও দু'টি সূরাহ্ পাঠ করা যায়।

এভাবে সলাত আদায় করার কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, এ সূরায় রহমানের গুণাবলী রয়েছে। ইবনুত্ তীন বলেন, এর অর্থ হলো এর মধ্যে আল্লাহর অনেক নাম এবং গুণাবলী রয়েছে। তার নামগুলো তার সিফাত থেকেই মুশতাক হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন, লোকটি নাবী (সাঃ)-এর নিকট এ বিষয়ে কিছু শুনে তার উপর ভিত্তি করেই হয়তো এ কথা বলেছেন।

٢١٣٠ -[٢٢] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ أُحِبُّ هٰذِهِ السُّوْرَةَ: ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ﴾. قَالَ: إِنَّ حُبَّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مَعْنَاهُ.

---

[১৭৩] **সহীহ** : বুখারী ৫০১৫।

[১৭৪] **সহীহ** : বুখারী ৭৩৭৫, মুসলিম ৮১৩, ইবনু হিব্বান ৭৯৩, সহীহ আত্ তারগীব ১৪৮৩, নাসায়ী ৯৯৩।

২১৩০-[২২] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি এ *'কুল হুওয়াল্ল-হু আহাদ'* সূরাকে ভালবাসি। (এ কথা শুনে) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : তোমার এ সূরার প্রতি ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী; এই একই অর্থের একটি হাদীস ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন)[১৭৫]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি পূর্বে উল্লেখিত হাদীসের মতই এবং উভয় হাদীসের ব্যাখ্যাও একই রূপ। তবে এ হাদীসে উক্ত কর্মের জন্য জান্নাতের কথা বলা হয়েছে। দুই হাদীসের কথায় অসঙ্গতির কিছু নেই, কারণ আল্লাহর ভালোবাসা জান্নাতে যাওয়ার কারণ অনুরূপ কাউকে জান্নাত দিলে তিনি তাকে ভালোবেসেই জান্নাতে দিবেন।

٢١٣١ ـ [٢٣] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَلَمْ تَرَ اٰيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ ﴿قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾. وَ ﴿قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২১৩১-[২৩] 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : আজ রাতে এমন কিছু আশ্চর্যজনক আয়াত নাযিল হয়েছে আগে এ রকম কোন আয়াত (নাযিল) হতে দেখা যায়নি। (আর তা হলো) *"কুল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক্ব"* ও *"কুল আ'উযু বিরাব্বিন্না-স"*। (মুসলিম)[১৭৬]

ব্যাখ্যা : "এ রকম কোন আয়াত ইতিপূর্বে দেখা যায়নি" তার মানে এই নয় যে, পুরো কুরআনে এর মতো কোন আয়াত নেই, বরং আল্লাহর নিকট সৃষ্টির অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা বা বাঁচার জন্য এ দু'টি সূরার চেয়ে ভালো কোন সূরাহ্ কিংবা আয়াত নেই। এজন্য নাবী (সাঃ) জিন্-ইনসানের অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য সর্বদাই এ দু'টি সূরাহ্ পাঠ করে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

আশ্রয় প্রার্থনার অন্যান্য দু'আ যা ইতিপূর্বে পড়তেন তা ছেড়ে দিলেন। নাবী (সাঃ)-কে যাদু করলে তিনি এ দু'টি সূরার মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করেন।

এ হাদীস দ্বারা আরো প্রমাণিত যে, এ দু'টি কুরআনের সূরার উপর উম্মাতের ইজমা রয়েছে। ইবনু মাস্'উদ (রাঃ) এ দু'টি সূরাকে কুরআনের সূরাহ্ হিসেবে না মানার যে কথাটি তা সঠিক নয় বরং মিথ্যা এবং বাতিল। বরং তার নিকট সহীহভাবে কুরআনের সূরাহ্ হওয়ার স্বীকৃতি রয়েছে।

٢١٣٢ ـ [٢٤] وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوٰى إِلٰى فِرَاشِهٖ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾. وَ ﴿قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾. وَ ﴿قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾. ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهٖ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلٰى رَأْسِهٖ وَوَجْهِهٖ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهٖ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ: لَمَّا أُسْرِىَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَابِ الْمِعْرَاجِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالٰى.

---

[১৭৫] সহীহ : তিরমিযী ২৯০১, দারিমী ৩৪০৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৯২, আহমাদ ১২৪৩২, সহীহ আত্ তারগীব ১৪৮৪। ইমাম বুখারী (রহঃ) সানাদহীন অবস্থায় তা বর্ণনা করেছেন।

[১৭৬] সহীহ : মুসলিম ৮১৪, সহীহ আত্ তারগীব ১৪৮৫, নাসায়ী ৯৫৪, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৯৬৮, তিরমিযী ২৯০২, সহীহ আল জামি' ১৪৯৯।

২১৩২-[২৪] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্ল-হু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্ল-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি রাতে (ঘুমাবার জন্য) বিছানায় যাবার সময় দু' হাতের তালু একত্র করতেন। তারপর এতে *'কুল হুওয়াল্ল-হু আহাদ, কুল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক্ব ও কুল আ'উযু বিরাব্বিন্না-স'* পড়ে ফুঁ দিতেন। এরপর এ দু' হাত দিয়ে তিনি (সাল্লাল্ল-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর শরীরের যতটুকু সম্ভব হত মুছে নিতেন। শুরু করতেন মাথা, চেহারা এবং শরীরের সম্মুখ ভাগ হতে। এভাবে তিনি (সাল্লাল্ল-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিনবার করতেন। (বুখারী, মুসলিম। ইবনু মাস্'উদ-এর হাদীস (لَمَّا أُسْرِىَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ) "যখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্ল-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে [স্বশরীরে] রাতে সফর করানো হয়েছে" আমরা 'মি'রাজ' অধ্যায়ে অচিরেই বর্ণনা করব [ইন্‌শাআল্লাহ]।)[১৭৭]

ব্যাখ্যা : রাতে শয়নকালে নাবী (সাল্লাল্ল-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিনটি সূরাহ্ পড়ে দু' হাতের অঞ্জলিতে ফুঁ দিয়ে তা দ্বারা সমস্ত শরীর যতটুকু সম্ভব মুছে ফেলতেন। এতে শরীর বন্ধ হয়ে যেত এবং সৃষ্টির অনিষ্টতা থেকে বিশেষ করে রাতের নানা ফিত্‌নাহ্ থেকে তিনি (সাল্লাল্ল-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিরাপদে থাকতেন। তিনি (সাল্লাল্ল-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শরীরে অসুস্থতাবোধ করলেও এ সূরাগুলো পড়ে শরীর মুছে ফেলতেন, জীবনের শেষ মুহূর্তগুলোতে তিনি এ 'আমাল করেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢١٣٣ ـ[٢٥] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ تَحْتَ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْقُرْاٰنُ يُحَاجُّ الْعِبَادَ لَهٗ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ وَالْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ تُنَادِىْ: أَلَا مَنْ وَصَلَنِىْ وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَنِىْ قَطَعَهُ اللّٰهُ». رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ

২১৩৩-[২৫] 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রাযিয়াল্ল-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাল্লাল্ল-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন : তিনটি জিনিস ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহর 'আর্‌শের নীচে থাকবে। (১) কুরআন, এ কুরআন বান্দাদের (পক্ষে বিপক্ষে) আর্জি পেশ করবে। এর যাহের ও বাতেন দু'দিক রয়েছে। (২) আমানাত ও (৩) আত্মীয়তার বন্ধন। (এ তিনটি জিনিসের প্রত্যেকে ফরিয়াদ করবে, হে আল্লাহ! যে আমাকে রক্ষা করেছে তুমি [আল্লাহ] তাকে রক্ষা করো। যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে আল্লাহ তাকে ছিন্ন করো।) (ইমাম বাগাবী : শারহুস্ সুন্নাহ)[১৭৮]

ব্যাখ্যা : ক্বিয়ামাতের দিন তিনটি জিনিসের বিশেষ আকৃতি অবয়ব হবে এবং তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে। এরা আল্লাহর কাছে বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। এর প্রথমটি হলো আল কুরআন। যে ব্যক্তি কুরআনের সীমারেখা মেনে চলবে কুরআন তার পক্ষে সুপারিশ করবে, ফলে তার নাজাতের ব্যবস্থা হবে। এটা না হলে কুরআন তার বিপক্ষে সুপারিশ করবে, ফলে তা তার ধ্বংসের কারণ হবে।

যেমনভাবে অন্য হাদীসে এসেছে, القران حجة لك او عليك

---

[১৭৭] **সহীহ :** বুখারী ৫০১৭, মুসলিম ২৭১৫, আবূ দাউদ ৫০৫৬, তিরমিযী ৩৪০২, মু'জামুল আওসাত লিত্ব ত্ববারানী ৫০৭৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৫৪৪, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ৩০, সহীহাহ্ ৩১০৪।

[১৭৮] **য'ঈফ :** য'ঈফাহ্ ১৩৩৭, য'ঈফ আল জামি' ২৫৭৭, শারহুস্ সুন্নাহ ৩৪৩৩। কারণ এর সানাদে হাসান ইবনু 'আবদুর রহমান একজন মাকহূল রাবী, আর কাসীর ইবনু 'আবদুল্লাহ আল ইয়াশ্‌কুরী দুর্বল রাবী ।

অর্থাৎ- আল কুরআন হয় তোমার পক্ষে দলীল হবে আর না হয় তোমার বিপক্ষে। এই কুরআনের বাহির এবং ভিতর দু'টি দিক আছে। কেউ বলেন, এর অর্থ হলো শব্দ এবং অর্থ। কেউ বলেছেন, বাহির হলো এর তিলাওয়াত এবং ভিতর হলো তার সূক্ষ্ম চিন্তা ও গবেষণা। কেউ আবার বলেছেন, বাহির হলো প্রত্যেক বালিগ ব্যক্তিই এর বিধান মোতাবেক 'আমালে বাধ্য এবং তার ওপর ঈমান আনতে বাধ্য। আর ভিতর হলো স্তর ভেদে মানুষ তার অর্থ অনুধাবন করে থাকে। কুরআন পাঠ করে কেউ স্বাভাবিক জ্ঞান অর্জন করে থাকে কেউ মধ্যম কেউবা আবার গভীর জ্ঞান হাসিল করে থাকে; এটাই হলো তার বাহির ও ভিতরের দৃষ্টান্ত।

দ্বিতীয়টি হলো আমানাত। আল্লাহর প্রত্যেক হাক্ব-ই হলো আমানাত। অথবা তা এমন একটি বিষয় যা পালন করা আবশ্যক।

আল্লাহ তা'আলার কথায় যার ব্যাখ্যা এসেছে, ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ﴾

"আমি আমানাত পেশ করছি।" (সূরাহ্ আল আহযাব ৩৩ : ৭২)

নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর হাক্ব, অবশ্য পালনীয়।

তৃতীয়টি হলো রেহম বা বাচ্চাদান (জরায়ু) উদ্দেশ্য হলো আত্মীয়তার সম্পর্ক। রেহম বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ক্বিয়ামাতের দিন চিৎকার করে বলবে, অথবা আমানাত এবং রেহম উভয়েই চিৎকার করে বলবে, অথবা কুরআন আমানাত এবং রেহম সকলেই চিৎকার করে বলবে। কিন্তু কুরআন ও আমানাতের কথা স্বতন্ত্রভাবে বলা হয়েছে। সুতরাং এই রেহম আল্লাহ তা'আলার নিকট চিৎকার করে বলবে, এটাই শক্তিশালী মত। সে বলবে যে আমার সম্পর্ক রক্ষা করেছে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করুন, আর যে আমার সাথে (আত্মীয়তার) সম্পর্ক ছিন্ন করেছে তার সাথে (রহমাতের) সম্পর্ক ছিন্ন করুন।

আর যদি ঐ চিৎকার ও ঘোষণা কুরআন, আমানাত এবং রেহম তিনটি জিনিসের-ই হয়ে থাকে তাও হতে পারে, প্রত্যেকের হাক্ব আদায়ের দায়িত্ব রয়েছে, যে তা আদায় করবে সে তা আদায়কারীর দু'আ লাভ করবে, যে আদায় করবে না সে বদ্‌দু'আ পাবে।

এখানে আল কুরআনকে আগে আনা হয়েছে এজন্য যে, কুরআন হলো আল্লাহর হাক্ব আর আল্লাহর হাক্ব সবচেয়ে বড় এবং অগ্রণীয়।

٢١٣٤ - [٢٦] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ: اِقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ اٰخِرِ اٰيَةٍ تَقْرَؤُهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

২১৩৪-[২৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : কুরআন পাঠকারীকে ক্বিয়ামাতের দিন বলা হবে, পাঠ করতে থাকো আর উপরে উঠতে থাকো। (অক্ষরে অক্ষরে ও শব্দে শব্দে) সুস্পষ্টভাবে পাঠ করতে থাকো, যেভাবে দুনিয়াতে স্পষ্টভাবে পাঠ করতে। কারণ তোমার স্থান (মর্যাদা) হবে যা তুমি পাঠ করবে শেষ আয়াত পর্যন্ত (আয়াত পাঠের তুলনাগত দিক থেকে)। (আহ্‌মাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী)[১৭৯]

---

[১৭৯] হাসান সহীহ : আবূ দাঊদ ১৪৬৪, তিরমিযী ২৯১৪, সহীহাহ্ ২২৪০, সহীহ ইবনু হিব্বান ১৭৯০, সহীহ আত্ তারগীব ১৪২৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২৪২৫।

ব্যাখ্যা : এ কথা ক্বিয়ামাতের দিন বলা হবে। সাহিবুল কুরআন বলতে কুরআনের তিলাওয়াতকারী। 'উপরে উঠতে থাকো' এর অর্থ জান্নাতের উচ্চ স্তরে। ঐ সময় যে যত আয়াত তিলাওয়াত করতে পারবে সে জান্নাতের ততঊর্ধ্ব স্তরে উঠতে পারবে এবং সেখানেই তার ঠিকানা হবে।

ইবনু মিরদুওয়াই, বায়হাক্বী প্রমুখ 'আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই জান্নাতের স্তর কুরআনের আয়াতের সংখ্যা পরিমাণ।

٢١٣٥ ـ [٢٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِيْ جَوْفِه شَيْءٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ

২১৩৫-[২৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে পেটে কুরআনের কিছু নেই তা শূন্য (ধ্বংসপ্রাপ্ত) ঘরের মতো। (তিরমিযী ও দারিমী; ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি সহীহ)[১৮০]

ব্যাখ্যা : যার পেটে কুরআনের কিছু নেই, এখানে পেট মানে অন্তর। একে তুলনা করা হয়েছে বিধ্বস্ত বাড়ি বা একটি ধ্বংসস্তুপের সাথে। কারণ ক্বলব বা অন্তরের ইমারত হলো ঈমান ও তিলাওয়াতুল কুরআন। এর অঙ্গশয্যা হলো কুরআনের মধ্যে চিন্তা গবেষণা করা।

অন্তরে যখন কুরআন থাকবে তা হবে ঐ অন্তরের কাঠামো গঠক এবং কুরআনের পরিমাণ অনুযায়ী সৌন্দর্য বর্ধনকারী। কুরআন যত বেশি থাকবে অন্তর তত সুশোভিত হবে। একজন মুসলিমের জন্য যা দরকার ন্যূনতম পরিমাণের এতটুকু কুরআন যদি তার অন্তরে না থাকে তাহলে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, মহব্বত, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি শূন্য হয়ে সে যেন একটি বিধ্বস্ত ইমারতের ন্যায় হয়ে যায়।

٢١٣٦ ـ [٢٨] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْاٰنُ عَنْ ذِكْرِيْ وَمَسْأَلَتِيْ أَعْطَيْتُهٗ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِيْنَ. وَفَضْلُ كَلَامِ اللهِ عَلٰى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللهِ عَلٰى خَلْقِه». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

২১৩৬-[২৮] আবূ সা'ঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন, যাকে আমার যিক্‌র ও আমার কাছে কিছু চাওয়া হতে কুরআন বিরত রেখেছে, আমি তাকে প্রার্থনাকারীদের চেয়ে বেশি দান করব। তিনি (ﷺ) বলেন, কেননা আল্লাহর কালামের শ্রেষ্ঠত্ব অন্য সব কালামের উপর; যেমন আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর সৃষ্টির উপর। (তিরমিযী, দারিমী ও বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমানে। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।)[১৮১]

---

[১৮০] **য'ঈফ :** তিরমিযী ২৯১৩, আহমাদ ১৯৪৭, দারিমী ৩৩৪৯, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ২০৩৭, রিয়াযুস্ সলিহীন ১০০৭, য'ঈফ আত্ তারগীব ৮৭১, য'ঈফ আল জামি' ১৫২৪। কারণ এর সানাদে ক্বাবুস ইবনু আবী যব্ইয়ান একজন দুর্বল রাবী।

[১৮১] **য'ঈফ :** তিরমিযী ২৯২৬, য'ঈফাহ্ ১৩৩৫, য'ঈফ আত্ তারগীব ৮৬০, য'ঈফ আল জামি' ৬৪৩৫, দারিমী ৩৩৯৯, শু'আবুল ঈমান ১৮৬০। কারণ এর সানাদে 'আত্বিয়্যাহ্ আল আওফী একজন দুর্বল রাবী এবং মুহাম্মাদ ইবনু হাসান ইবনু আবী ইয়াযীদ মিথ্যার অপবাদপ্রাপ্ত রাবী। ইবনু মা'ঈন (রহঃ) তাকে অবিশ্বস্ত বলে অবহিত করেছেন।

ব্যাখ্যা : কুরআন তিলাওয়াতে ব্যস্ত থাক কারণে যে অন্যান্য যিক্‌র-আযাকার করতে পারে না, নিজের ইচ্ছাপূরণের জন্য দু'আ করতে পারে না, আল্লাহ তা'আলা তাকে ঐ সুমহান কিতাবের মর্যাদার কারণে প্রার্থনাকারীর চেয়ে অধিক দিয়ে দেন। এমনকি সে যা কল্পনাও করেনি তাও তাকে দিয়ে দেন। সে যেন আল্লাহর এ বাণীর হাক্বদার হয়ে যায়, (من كان لله كان الله له) যে আল্লাহর জন্য হয় আল্লাহও তার জন্য হয়ে যান। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, এ হাদীসে দলীল পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াতে ও গবেষণায় ব্যস্ত থাকে তার পুরস্কার সবেচেয়ে বেশি এবং বড়। কেননা আল্লাহর কালাম হলো সবার উপরে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং তার পাঠকারীর সাওয়াব ও মর্যাদাও হবে সবার উপরে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ।

٢١٣٧ -[٢٩] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهٗ بِهٖ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُوْلُ: الٓمٓ حَرْفٌ. أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ إِسْنَادًا

২১৩৭-[২৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের কোন একটি অক্ষরও পাঠ করবে, সে নেকী পাবে। আর নেকী হচ্ছে 'আমালের দশ গুণ। আমি বলছি না যে, (الٓمٓ) 'আলিফ লাম মীম' একটি অক্ষর। বরং 'আলিফ' একটি অক্ষর, 'লাম' একটি অক্ষর ও 'মীম' একটি অক্ষর। (তাই আলিফ, লাম ও মীম বললেই ত্রিশটি নেকী পাবে)। (তিরমিযী, দারিমী। আর ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। কিন্তু সানাদের দিক দিয়ে গরীব।)[১৮২]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের উদ্দেশিত ব্যাখ্যা রসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই করে দিয়েছেন, সুতরাং এর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা নিস্প্রয়োজন।

٢١٣٨ -[٣٠] وَعَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ: مَرَرْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الْأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلٰى عَلِيٍّ رضي الله عنه فَأَخْبَرْتُهٗ قَالَ: أَوَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ». قُلْتُ: مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: «كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ مَنْ تَرَكَهٗ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدٰى فِيْ غَيْرِهٖ أَضَلَّهُ اللهُ وَهُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ الَّذِىْ لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلَا يَنْقَضِىْ عَجَائِبُهٗ هُوَ الَّذِىْ لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتّٰى قَالُوا (إِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَهْدِىْ إِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ). مَنْ قَالَ بِهٖ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهٖ أُجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهٖ عَدَلَ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِىَ إِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهٗ مَجْهُولٌ وَفِي الْحَارِثِ مَقَالٌ.

---

[১৮২] সহীহ : তিরমিযী ২৯১০, সহীহাহ্ ৩৩২৭, সহীহ আত্ তারগীব ১৪১৬, সহীহ আল জামি' ৬৪৬৯, দারিমী ৩৩১১।

২১৩৮-[৩০] হারিস আ'ওয়ার (রহঃ) বলেন, আমি (একদিন কূফার) মাসজিদে বসা লোকজনের কাছে গেলাম। দেখলাম, লোকেরা আজে-বাজে কথায় ব্যস্ত। এরপর আমি 'আলী -এর কাছে গিয়ে এ খবর বললাম। তিনি বললেন, তারা এমন করছে? আমি জবাব দিলাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, (তবে) শুনো, আমি রসূলুল্লাহ -কে বলতে শুনেছি, সাবধান! শীঘ্রই পৃথিবীতে কলহ-ফাসাদ আরম্ভ হবে। আমি ['আলী] বললাম, হে আল্লাহর রসূল! এ থেকে বাঁচার উপায় কী? তিনি () বললেন, আল্লাহর কিতাব, এতে তোমাদের আগের ও পরের খবর রয়েছে। তোমাদের ভিতরে বিতর্কের মীমাংসার পদ্ধতিও রয়েছে। সত্য মিথ্যার পার্থক্যও আছে। এটা কোন অর্থহীন কিতাব নয়। যে অহংকারী ব্যক্তি এ কুরআন ত্যাগ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার অহংকার চূর্ণ-বিচূর্ণ করবেন। যে ব্যক্তি এর বাইরে হিদায়াত সন্ধান করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে পথভ্রষ্ট করবেন। এ কুরআন হলো আল্লাহর মজবুত রশি। যিক্‌র ও সত্য সরল পথ। কুরআন অবলম্বন করে কোন প্রবৃত্তি বিপথগামী হয় না। এর দ্বারা যবানের কষ্ট হয় না। এর দ্বারা প্রজ্ঞাবানগণ বিতৃষ্ণ হয় না। এ কুরআন বার বার পাঠ করায় পুরাতন হয় না । এ কুরআনের বিস্ময়কর তথ্য অশেষ। কুরআন শুনে স্থির থাকতে পারেনি জিনেরা। এমনকি তারা এ কুরআন শুনে বলে উঠেছিল, "শুনেছি আমরা এমন এক বিস্ময়কর কুরআন। যা সন্ধান দেয় সত্য পথের। অতএব ঈমান এনেছি আমরা এর উপর।" যে ব্যক্তি কুরআনের কথা সত্য বলে, যে এর উপর 'আমাল করে, সে পুরস্কার পাবে। যে এর দ্বারা বিচার-ফায়সালা করে, ন্যায়বিচার করে, যে (মানুষকে) এর দিকে ডাকে, সে সত্য সরল পথের দিকেই ডাকে। (তাই এরূপ কুরআন ছেড়ে তারা কেন অন্য আলোচনায় বিভোর হচ্ছে?)। (তিরমিযী ও দারিমী। কিন্তু ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসের সানাদ মাজহূল [অপরিচিত]। আর হারিস আল আ'ওয়ার-এর ব্যাপারে বিতর্ক রয়েছে।)[১৮৩]

ব্যাখ্যা : এ ঘটনাটি কূফার একটি মাসজিদে ঘটেছিল। লোকেরা মাসজিদে কুরআন তিলাওয়াত, যিক্‌র-আযকার ইত্যাদির পরিবর্তে অহেতুক কথাবার্তা কিস্‌সা-কাহিনীতে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। এ খবর খলীফাতুল মুসলিমীন 'আলী -কে জানালে তিনি এ নিন্দনীয় কাজে বিস্ময় প্রকাশ করেন। অতঃপর তিনি নাবী থেকে হাদীস শুনালেন; নাবী বলেছেন : শীঘ্র পৃথিবীতে বিপর্যয় শুরু হবে। নাবী এ বিপর্যয় থেকে বাঁচারও পন্থা বলে দিয়েছেন আর তা হলো আল্লাহর কিতাব আল কুরআনুল কারীম, অর্থাৎ- কুরআনুল কারীমকে আঁকড়ে ধরলে সকল ফিত্‌নাহ্ ও বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। এতে যেমন রয়েছে পূর্ব জাতির নানা ঘটনাবহুল জীবন চিত্র ঠিক তেমনি রয়েছে পরবর্তী সত্য ভবিষ্যদ্বাণী, অর্থাৎ- ক্বিয়ামাতের শর্ত বা আলামত; তার ভয়াবহ দৃশ্য ইত্যাদি।

ইসলাম ও শারী'আতের সকল ভিত্তি মূল হলো এই কুরআন। সত্যমিথ্যার প্রভেদকারী, এতে কোন মিথ্যা অহেতুক অনর্থক কথা নেই। অহংকারবশে যদি কেউ এ কুরআনের উপর ঈমান ও 'আমাল ত্যাগ করে তাহলে আল্লাহ তার গর্দান মটকিয়ে তাকে ধ্বংস করে দিবেন।

আল্লাহর মারিফাত অর্জনে আল কুরআন হলো অতীব মজবুত রশ্মি, প্রজ্ঞাপূর্ণ নাসীহাত এবং সরল সঠিক পথ। এ পথ অবলম্বন করলে কেউ লক্ষভ্রষ্ট হয় না। অনারবী ভাষা-ভাষীর জন্যও এর পাঠ-পঠন কষ্টকর নয়। এর তথ্যসমূহ অতীব বিস্ময়কর। জিনেরা এ কুরআনের তিলাওয়াত শুনে বিস্ময়াভিভূত হয়ে ঈমান আনয়ন করেছে।

---

[১৮৩] **য'ঈফ :** তিরমিযী ২৯০৬, য'ঈফাহ্ ৬৩৯৩। কারণ এর সানাদে হারিস আল আ'ওয়ার একজন মাজহূল রাবী।

٢١٣٩ - [٣١] وَعَن معَاذ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِيْ بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهٰذَا؟». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

২১৩৯-[৩১] মু'আয আল জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং এর মধ্যে তাঁর হুকুম-আহকামের উপর 'আমাল করে, তার মাতাপিতাকে ক্বিয়ামাতের দিন একটি মুকুট পরানো হবে। এ মুকুটের কিরণ দুনিয়ার সূর্যের কিরণ হতেও উজ্জ্বল হবে, যদি এ সূর্য তোমাদের মধ্যে থাকত (তবে উপলব্ধি করতে পারতে)। যে ব্যক্তি এ কুরআনের উপর 'আমাল করে তার ব্যাপারে এখন তোমাদের কী ধারণা? (আহ্‌মাদ, আবূ দাঊদ)[১৮৪]

ব্যাখ্যা : কুরআন তিলাওয়াতকারী এবং তার ওপর 'আমালকারীর পিতা-মাতাকে সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বল তাজ পরানো হবে।

এই উজ্জ্বলতা দৃষ্টিবিষাদী এবং তাপ বিচ্ছুরিত হবে না। বরং এ তাজ হবে অতি মূল্যবান অলংকারখচিত এক দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্য শোভিত আলোকপিণ্ডের ন্যায়।

তাহলে ঐ কুরআনের বিধান মোতাবেক 'আমালকারী সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? এখানে এ প্রশ্নবোধক ما 'মা' শব্দটি تحير الظان বা ধারণাকে হতবুদ্ধি করে ফেলানো অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এর অর্থ তুমি ধারণাও করতে পারবে না যে, তাকে কি পুরস্কার দেয়া হবে। কোন চোখ তা দেখেনি, কোন কান তা শুনেনি এবং কোন অন্তর তা অনুধাবন করেনি। সুতরাং তার পুরস্কার দেখে তুমি হতবুদ্ধি হয়ে যাবে।

٢١٤٠ - [٣٢] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَوْ جُعِلَ الْقُرْآنُ فِي اِهَابٍ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ مَا احْتَرَقَ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

২১৪০-[৩২] 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, কুরআন কারীমকে যদি চামড়ায় মুড়িয়ে রেখে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় তাহলে তা পুড়বে না। (দারিমী)[১৮৫]

ব্যাখ্যা : চামড়া কাঁচা পাকা উভয়ই হতে পারে। তবে 'আল্লামাহ্ তুরবিশ্‌তী দাবাগাতবিহীন চামড়ার কথা উল্লেখ করেছেন। কুরআনুল কারীমকে কোন চামড়ায় মুড়িয়ে অথবা পেচিয়ে আগুনে ফেললে ঐ চামড়া মোটেও পুড়বে না। এটা কুরআনুল কারীমের মহা বারাকাত এবং মু'জিযা।

কেউ কেউ বলেছেন, এটা রসূলের যুগের বিশেষ মু'জিযা ঐ সময় কেউ মাসহাফকে চামড়ায় তুলে আগুনে দিলে তা জ্বলতো না।

কেউ বলেছেন এর অর্থ হলো যার অন্তরে কুরআনুল কারীম থাকবে আগুন তাকে জ্বালাবে না। আহমাদ ইবনু হাম্বাল, আবূ 'উবায়দ প্রমুখ মনীষী থেকে অনুরূপ হেকায়েত বর্ণিত আছে। কেউ কেউ

---

[১৮৪] **য'ঈফ** : আবূ দাউদ ১৪৫৩, য'ঈফ আত্ তারগীব ৮৬১, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ২০৮৫, শু'আবুল ঈমান ১৭৯৭, য'ঈফ আল জামি' ৫৭৬২। কারণ এর সানাদে যব্বান ইবনু ফায়িদ একজন দুর্বল রাবী।

[১৮৫] **সহীহ** : দারিমী ৩৩১০, সহীহাহ্ ৩৫৬২, আহমাদ ১৭৪০৯।

বলেছেন, এটা উপমা ধরে নেয়া, আসলে আল কুরআনের মহান মর্যাদা বর্ণনা করার একটি পদ্ধতি মাত্র যাতে মুবালাগা বা বর্ণনাধিক্যতা থাকে।

'আল্লামাহ্ তুরবিশ্‌তী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হলো যদি একটি চামড়ায় কুরআনুল কারীম রাখার কারণে কুরআনুল কারীমের সংস্পর্শের বারাকাত চামড়ায় আগুন স্পর্শ করতে না পারে তাহলে কুরআনুল কারীমের হাফিয এবং সর্বদা তার তিলাওয়াতকারী মু'মিনের অবস্থা কি হতে পারে। এটাই বুঝানো উদ্দেশ্য। এখানে আগুন দ্বারা ঐ আগুন উদ্দেশ্য যা সূরাহ্ আল হুমাযাহ্'য় বর্ণিত হয়েছে।

٢١٤١ - [٣٣] وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَظْهَرَهٗ فَأَحَلَّ حَلَالَهٗ وَحَرَّمَ حَرَامَهٗ أَدْخَلَهُ اللهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهٗ فِيْ عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهٖ كُلِّهِمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَحَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّاوِيْ لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ يَضْعُفُ فِي الْحَدِيْثِ.

২১৪১-[৩৩] 'আলী ইবনু আবূ ত্বলিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে ও একে মুখস্থ করে, এর হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম মেনে চলে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তার পরিবারের এমন দশ ব্যক্তির জন্য তার সুপারিশ কবূল করবেন, যাদের প্রত্যেকেরই নিশ্চিত ছিল জাহান্নাম। (আহ্‌মাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও দারিমী। কিন্তু ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব। এর একজন বর্ণনাকারী হাফ্‌স ইবনু সুলায়মান হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।)[১৮৬]

ব্যাখ্যা : যে কুরআন পড়ে এবং মুখস্থ রাখে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তার দ্বারা দীনের শক্তি ও সাহায্য অনুসন্ধান করে এবং কুরআনের নিষেধাজ্ঞাসমূহ থেকে বিরত থাকার শক্তি কামনা করে। তার হালালকেই প্রকৃত হালাল জ্ঞান করে এবং তার হারামকে নির্দ্বিধায় হারাম মনে করে আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রথম পর্যায়েই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তিনি এমন দশজনকে সুপারিশ করবেন যাদের ওপর জাহান্নাম আবশ্যক হয়ে গিয়েছিল। দশজনকে বলতে কোন কাফির মুশরিক বেদীন নন, বরং মুসলিম যিনি অতি গুনাহের কারণে জাহান্নামের অধিবাসী হয়েছিলেন।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন, এ হাদীস তাদের কথাকে রদ করে যারা ধারণা করে থাকে যে, শাফা'আত হবে শুধু মর্যাদা সমুন্নত করার জন্য; মানুষের পাপের বোঝা অপসারণের জন্য নয়। এই ভিত্তিতে তারা এটাও বলে থাকে যে, মুরতাকিবে কাবায়ির দ্বারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয় তার ক্ষমার কোন সম্ভাবনাই নেই। জাহান্নাম যার ওপর ওয়াজিব হয়েছিল এমন ব্যক্তিকে সুপারিশ করবে। এই ওয়াজিব বলতে এখানে সিদ্ধান্ত হওয়া, অর্থাৎ- যার জন্য জাহান্নামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল।

٢١٤٢ - [٣٤] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: «كَيْفَ تَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ؟» فَقَرَأَ أُمَّ الْقُرْاٰنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ مَا أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيْلِ وَلَا فِي الزَّبُوْرِ

[১৮৬] **খুবই দুর্বল** : তিরমিযী ২৯০৫, ইবনু মাজাহ ২১৬, আহমাদ ১২৬৮, শু'আবুল ঈমান ১৭৯৬, য'ঈফ আত্ তারগীব ৮৬৮, য'ঈফ আল জামি' ৫৭৬১। কারণ এর সানাদে হাফস্ ইবনু সুলায়মান একজন দুর্বল রাবী এবং কাসীর ইবনু যাযান একজন মাজহূল রাবী।

وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيمُ الَّذِيْ أُعْطِيتُهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَى الدَّارِمِيُّ مِنْ قَوْلِهِ: «مَا أُنْزِلَتْ» وَلَمْ يَذْكُرْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

২১৪২-[৩৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার উবাই ইবনু কা'বকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি সলাতে কিভাবে কুরআন পড়ো? উত্তরে উবাই ইবনু কা'ব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ পড়ে শুনালেন। (তাঁর পড়া শুনে) তিনি (সাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন! এর মতো কোন সূরাহ্ তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবূর বা ফুরক্বান-এ (কুরআনের অন্য কোন সূরাতেও) নাযিল হয়নি। এ সূরাহ্ হলো সাব্'উল মাসানী (পুনরাবৃত্ত সাতটি আয়াত) ও মহান কুরআন। এটি আমাকেই দেয়া হয়েছে। (তিরমিযী। তিনি বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। দারিমী বর্ণনা করেছেন, এর মতো কোন সূরাহ্ নাযিল করা হয়নি। তাঁর বর্ণনায় হাদীসের শেষের দিক ও উপরের বর্ণিত উবাই-এর ঘটনা বর্ণিত হয়নি।)[১৮৭]

ব্যাখ্যা : সূরাহ্ আল ফাতিহাকে উম্মুল কুরআন বলা হয়েছে এজন্য যে, পূর্ণ কুরআনুল কারীমে যা রয়েছে সূরাহ্ ফাতিহার মধ্যে মৌলিকভাবে তা বিধৃত হয়েছে। অথবা উম্মুন অর্থ আসলুন, এটা আসলু কাওয়ায়িদুল কুরআন, এর উপরই আহকামুল ঈমান পরাক্রমশীল।

প্রশ্ন করা হয়েছিল মুত্বলাক্ব কুরআন পাঠের উপর তিনি জওয়াব দিলেন সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ পাঠ করে আর তা এজন্য যে, এটি একটি জামি' সূরাহ্ এবং এটি আল কুরআনের মূল ভিত্তি। এর সমতুল্য কোন সূরাহ্ তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জীলে তো নেই-ই এমনকি কুরআনের বাকী অংশেও নেই। কোন নাবীকেই এর সমতুল্য কোন সূরাহ্ দেয়া হয়নি। এ হলো সাব্'উল মাসানী বা পুনঃপঠিত সপ্ত আয়াত এবং কুরআনে 'আযীম বা মহা কুরআন।

٢١٤٣ -[٣٥] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «تَعَلَّمُوا الْقُرْاٰنَ فَاقْرَءُوْهُ فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْاٰنِ لِمَنْ تَعَلَّمَ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا. تَفُوْحُ رِيحُهُ كُلَّ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَهُوَ فِيْ جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ أُوْكِئَ عَلٰى مِسْكٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

২১৪৩-[৩৫] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কুরআন শিক্ষা করো ও পড়তে থাকো। যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে এবং কুরআন নিয়ে রাতে সলাতে দাঁড়ায় তার দৃষ্টান্ত মিস্ক ভর্তি থলির মতো যা চারদিকে সুগন্ধি ছড়ায়। যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে তা পেটে নিয়ে রাতে ঘুমায়, তার দৃষ্টান্ত ওই মিশ্‌কপূর্ণ থলির মতো যার মুখ ঢাকনি দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে। (তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ)[১৮৮]

ব্যাখ্যা : তোমরা কুরআন শিক্ষা কর, এ নির্দেশ কুরআনের শব্দ এবং অর্থ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। আবূ মুহাম্মাদ আল জুওয়াইনী (রহঃ) বলেন, কুরআন শিক্ষা করা এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়া ফার্‌যে কিফায়াহ্। যাতে কোথাও কুরআন শিক্ষা এবং তিলাওয়াত বন্ধ হয়ে না যায় এবং তা পরিবর্তন ও বিকৃত সাধন না হয়।

---

[১৮৭] সহীহ : তিরমিযী ২৮৭৫, দারিমী ৩৪১৬।

[১৮৮] য'ঈফ : তিরমিযী ২৮৭৬, ইবনু মাজাহ ২১৬, য'ঈফ আত্ তারগীব ৮৬৮, য'ঈফ আল জামি' ২৪৫২। কারণ এর সানাদে 'আত্বা একজন মাজহূল রাবী।

'আল্লামাহ্ যুরক্বানী (রহঃ) বলেন, যদি কোন শহর অথবা গ্রামে এমন একজন মানুষও না থাকে যিনি কুরআন তিলাওয়াত করবেন তাহলে সমস্ত শহর ও গ্রামের মানুষই গুনাহগার হবে।

হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) বলেন, নাবী ﷺ-এর ঘোষণা : "তোমরা কুরআন শিক্ষা কর", এ নির্দেশ সার্বজনীন। সুতরাং সকল উম্মাত এর অন্তর্ভুক্ত; তারা যেখানেই থাকুক পর্যায়ক্রমে কুরআন শিক্ষা করবে। যাতে কেউ কুরআন বিকৃত করতে না পারে; কেউ যদি বিকৃত করতে চেষ্টা করে তাতে বাধা দিবে।.

কুরআন শিক্ষার সাথে সাথে সর্বদা তা তিলাওয়াত বা পাঠের নির্দেশ এসেছে।

কুরআন শিক্ষাকারী, তার তিলাওয়াতকারী এবং তা নিয়ে তাহাজ্জুদে দণ্ডায়মানকারী, অর্থাৎ- তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়ে কুরআন তিলাওয়াতকারীর দৃষ্টান্ত হলো মিস্‌ক ভর্তি থলির ন্যায়। এ থলির মুখ খোলা, সুতরাং তার সুগন্ধ মালিক নিজেও উপকৃত ও প্রীত হয় অপরেও উপকৃত হয়। পক্ষান্তরে যে কুরআন শিক্ষা করেছে বটে কিন্তু সে তা কোন সময় তিলাওয়াত করে না এবং তা দিয়ে তাহাজ্জুদও পড়ে না তার দৃষ্টান্ত হলো মুখ বন্ধ মিস্‌কের থলির ন্যায়। যার (বদ্ধ) সুগন্ধি কেউই পায় না এবং তা দ্বারা উপকৃতও হয় না।

٢١٤٤ -[٣٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَرَأَ ﴿حٰمٓ﴾ الْمُؤْمِنَ إِلٰى (إِلَيْهِ الْمَصِيرُ). وَاٰيَةَ الْكُرْسِيِّ حِينَ يُصْبِحُ حُفِظَ بِهِمَا حَتّٰى يُمْسِيَ. وَمَنْ قَرَأَ بِهِمَا حِينَ يُمْسِيْ حُفِظَ بِهِمَا حَتّٰى يُصْبِحَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

২১৪৪-[৩৬] আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সকালে সূরাহ্ *হা-মীম "আল মু'মিন..... ইলায়হিল মাসীর"* পর্যন্ত ও আয়াতুল কুরসী পড়বে, তাকে এর বারাকাতে সন্ধ্যা পর্যন্ত হিফাযাতে রাখা হবে। আর যে ব্যক্তি তা সন্ধ্যায় পড়বে তাকে সকাল পর্যন্ত নিরাপদ রাখা হবে– (তিরমিযী ও দারিমী। কিন্তু ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব।)[১৮৯]

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি সকাল বেলা সূরাহ্ হা-মীম অর্থাৎ- সূরাহ্ মু'মিন এর শুরু থেকে *ইলায়হিল মাসীর* পর্যন্ত তিলাওয়াত করবে এর সাথে আয়াতুল কুরসী, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত সকল প্রকার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদে থাকবে। অনুরূপ সন্ধ্যায় পাঠ করলে সারারাত সে নিরাপদে থাকবে। এটা হলো এ আয়াতের মহা বারাকাতের জন্য।

দারিমীর বর্ণনায় এ কথাও আছে, সে সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত এবং সন্ধা থেকে সারা রাত কোন অপছন্দনীয় বিষয় দেখবে না। বিপদ মুসীবাত দুঃখ-বেদনা ইত্যাদি থেকে সে নিরাপদে থাকবে।

٢١٤٥ -[٣٧] وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفَيْ عَامٍ أَنْزَلَ مِنْهُ اٰيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَلَا تُقْرَاٰنِ فِيْ دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا الشَّيْطَانُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

---

[১৮৯] **য'ঈফ :** তিরমিযী ২৮৭৯, য'ঈফ আল জামি' ৫৭৬৯, শু'আবুল ঈমান ২২৪৫। কারণ এর সানাদে 'আবদুর রহমান ইবনু আবূ বাক্‌র আল মুলায়কী স্মৃতিশক্তিগত ত্রুটির কারণে একজন দুর্বল রাবী।

২১৪৫-[৩৭] নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আসমান ও জমিন সৃষ্টি করার দু' হাজার বছর আগে আল্লাহ তা'আলা একটি কিতাব লিখেছেন। এ কিতাব হতে পরবর্তীতে দু'টি আয়াত নাযিল করেছেন যা দ্বারা সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ শেষ করেছেন। কোন ঘরে তা তিন রাত পড়া হবে, অথচ এরপরও এ ঘরের কাছে শায়ত্বন যাবে, এমনটা হতে পারে না। (তিরমিযী ও দারিমী। কিন্তু ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব।)[১৯০]

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছানুযায়ী তাকদীর বা সৃষ্টির সকল নির্ধারিত বিষয় আসমান এবং জমিন সৃষ্টির দু' হাজার বছর পূর্বেই লাওহে মাহফূযে লিখে রেখেছেন। দু' হাজার বছর এ কথাটি হলো দীর্ঘ সময়ের প্রতি ইঙ্গিত মাত্র।

এজন্য মুহাদ্দিসীনগণ এটাকে মুসলিমে বর্ণিত "আল্লাহ তা'আলা আসমান জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে তাক্বদীর বা সৃষ্টির নির্ধারিত বিষয় লিখে রেখেছেন", এ হাদীসকে ঐ কথার বিরোধী মনে করেন না। কেননা মূল তাকদীর আল্লাহ তা'আলা পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই লাওহে মাহফূযে লিখে রেখেছেন। অতঃপর আসমান জমিন সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে (আল্লাহ তা'আলা) মালায়িকাহ্'র (ফেরেশতাদের) নির্দেশ করেন, তারা তা খণ্ড খণ্ড বা আলাদা আলাদাভাবে লিপিবদ্ধ করে ফেলেন।

অথবা তাকদীর আল্লাহ তা'আলা একবারেই লিখে ফেলেননি বরং পর্যায়ক্রমে লিখতে লিখতে কোনটি পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে কোনটা দুই হাজার বছর পূর্বে লিখেছেন, সুতরাং দুই হাদীসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

কেউ বলেছেন, এখানে الْكِتَابَةُ লিখা الاظهار প্রকাশ অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

অতএব, পরস্পর বিরোধপূর্ণ দু' হাদীসের সমন্বয়ী অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা আসমান জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই তাকদীর লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, অতঃপর আসমান জমিন সৃষ্টির দু' হাজার বছর পূর্বে তা এক শ্রেণীর মালায়িকাহ্'র নিকট اظهار বা প্রকাশ করেছেন। অত্র হাদীসে সেটাই বলা হয়েছে।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন, সম্ভবতঃ এর সার কথা এই যে, পৃথিবীতে যা কিছু হবে তা আসমান জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। লাওহে মাহফূযে পবিত্র কুরআনুল কারীমের লিপিবদ্ধও এর অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কিছু মালাক (ফেরেশতা) এবং অন্যান্য কিছু সৃষ্টি করলেন, এরপর আসমান জমিন সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে তাদের নিকট কুরআনুল কারীমের লিখনী প্রকাশ করলেন।

লাওহে মাহফূযে লিখিত বা রক্ষিত পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকে আল্লাহ তা'আলা দু'টি আয়াত নাযিল করেছেন। এ দু'টি আয়াত হলো সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্'র শেষ দু'টি আয়াত। কোন ঘরে বা বাড়িতে যদি এ দু'টি আয়াত একাধারে তিনদিন তিলাওয়াত করা হয় এবং এর সাথে অতীব মহিমান্বিত সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ পাঠ করা হয় তাহলে সেখানে শায়ত্বন প্রবেশ করতে পারে না।

٢١٤٦ -[٣٨] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

---

[১৯০] সহীহ : তিরমিযী ২৮৮২, আহমাদ ১৮৪১৪, দারিমী ৩৪৩০, মুসতাদ্রাক লিল হাকিম ৩০৩১, সহীহ আত্ তারগীব ১৪৬৭।

২১৪৬-[৩৮] আবুদ্ দারদা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : যে ব্যক্তি সূরাহ্ আল কাহ্ফ-এর প্রথম দিকের তিনটি আয়াত পড়বে, তাকে দাজ্জালের ফিত্‌নাহ্ হতে নিরাপদ রাখা হবে। (তিরমিযী। তিনি বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।)[১৯১]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের ব্যাখ্যা ফাযায়িলুল কুরআন অধ্যায়ে করা হয়েছে।

٢١٤٧ - [٣٩] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْاٰنِ ﴿يٰسٓ﴾ وَمَنْ قَرَأَ ﴿يٰسٓ﴾ كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْاٰنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

২১৪৭-[৩৯] আনাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : প্রত্যেক জিনিসের 'ক্বল্‌ব' (হৃদয়) আছে। কুরআনের 'ক্বল্‌ব' হলো, 'সূরাহ্ ইয়াসীন'। যে ব্যক্তি এ সূরাহ্ একবার পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একবার পড়ার কারণে দশবার কুরআন পড়ার সাওয়াব লিখবেন। (তিরমিযী, দারিমী। ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটিকে গরীব বলেছেন।)[১৯২]

ব্যাখ্যা : সূরাহ্ ইয়াসীন কুরআনের ক্বল্‌ব বা হৃদপিণ্ড এর অর্থ হলো কুরআনের মাজ্জা বা সারবস্তু। সূরাটি ছোট হওয়া সত্ত্বেও এতে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট দলীল, যুক্তি নিদর্শন, সুরক্ষিত জ্ঞানভাণ্ডার, সূক্ষ্ম ও গুরুতর অর্থ, শ্রেষ্ঠ ওয়া'দাসমূহ এবং পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, হাশর-নাশরের স্বীকৃতির উপর ঈমানের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়, এ সূরায় এটা পূর্ণমাত্রায় রয়েছে। এ কারণেই এ সূরাকে কুরআনের ক্বল্‌ব বলা হয়েছে।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী এটিকে একটি উত্তম ব্যাখ্যা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি স্বীয় লুম্'আত গ্রন্থে বলেন, কোন বস্তুর ক্বল্‌ব হলো তার মাখন সদৃশ, সুতরাং সূরাটি আকারে ছোট হলেও তা আল কুরআনের পূর্ণ মাকাসিদ বা উদ্দেশাবলীর ক্ষেত্রে মাখন সদৃশ। আল্লাহর হাতেই এ ক্ষমতা এবং তারই ইচ্ছা, তিনি যে বস্তুতে ইচ্ছা বিশেষ মর্যাদা ও বিশেষত্ব দান করে থাকেন। যেমন লায়লাতুল ক্বদ্‌রকে সকল সময়ের উপর বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। এমনভাবেই আল্লাহ তা'আলা সূরাহ্ ইয়াসীন তিলাওয়াতের অতিরিক্ত বা বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন।

٢١٤٨ - [٤٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَرَأَ ﴿طٰهٰ﴾ و ﴿يٰسٓ﴾ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفِ عَامٍ فَلَمَّا سَمِعَتِ الْمَلَائِكَةُ الْقُرْاٰنَ قَالَتْ طُوبٰى لِأُمَّةٍ يَنْزِلُ هٰذَا عَلَيْهَا وَطُوبٰى لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هٰذَا وَطُوبٰى لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهٰذَا». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

২১৪৮-[৪০] আবূ হুরায়রাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা আসমান ও জমিন সৃষ্টির এক হাজার বছর পূর্বে সূরাহ্ ত্ব-হা- ও সূরাহ্ ইয়াসীন পাঠ করলেন।

---

[১৯১] শায : আর মাহফূয হলো من حفظ عشر أيات এ শব্দে। তিরমিযী ২৮৮৬, য'ঈফাহ্ ১৩৩৬, য'ঈফ আত্ তারগীব ৮৮৩, য'ঈফ আল জামি' ৫৭৬৫।

[১৯২] মাওযূ' (জাল) : তিরমিযী ২৮৮৭, দারিমী ৩৪৫৯, য'ঈফাহ্ ১৬৯, য'ঈফ আল জামি' ১৯৩৫, য'ঈফ আত্ তারগীব ৮৮৫। কারণ এর সানাদে মুহাম্মাদ-এর পিতা হারূন একজন মিথ্যার অপবাদপ্রাপ্ত রাবী।

মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্‌তাগণ) তা শুনে বললেন, ধন্য সে জাতি যাদের ওপর এ সূরাহ্ নাযিল হবে। ধন্য সে পেট যে এ সূরাহ্ ধারণ করবে। ধন্য সে মুখ (জিহ্বা), যে তা উচ্চারণ করবে। (দারিমী)[১৯৩]

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা সূরাহ্ ত্ব-হা- এবং ইয়াসীন পাঠ করলেন।

মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলে, এর অর্থ হলো তিনি এর ক্বিরাআতকে প্রকাশ করলেন এবং তা তিলাওয়াতের সাওয়াব বর্ণনা করলেন।

ইবনুল মালিক (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা মালায়িকাহ্'র সূরাহ্ দু'টি বুঝালেন এবং তাদের অন্তরে তার অর্থ ইলহাম করলেন।

ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হলো এ সূরাহ্ দ্বয়ের মর্যাদা জানানোর জন্য কতিপয় মালাককে (ফেরেশতাকে) বাকী অন্য সকল মালায়িকাহ্'র নিকট পাঠ করে শুনানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ করলেন। অথবা এর প্রকাশ্য অর্থের উপর রাখার সম্ভাবনাও রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ দু'টি সূরার সম্মান ও মর্যাদার কারণে স্বীয় কালামকে কালামে নাফসী হিসেবে শুনিয়েছেন। শুনানোর এই পদ্ধতিকেই ক্বিরাআত বলে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন কালামে নাফসীকেই প্রকৃত কুরআন বলে নামকরণ করা হয়।

শায়খুল হাদীস 'আল্লামাহ্ মুবারকপূরী (রহঃ) বলেন, এ হাদীসের তা'বীল করে প্রকাশ্য অর্থ থেকে ঐ রূপক অর্থের দিকে ফিরিয়ে নেয়ার কোনই প্রয়োজন নেই বরং প্রকাশ্য অর্থের উপর রাখাই নির্ধারিত।

সূরাহ্ ত্ব-হা- এবং সূরাহ্ ইয়াসীন নিঃসন্দেহে কুরআনের অংশ, আর কুরআন আল্লাহর কালাম, তা মাখলূক্ব বা সৃষ্ট নয়। আল্লাহ তা'আলা সর্বদাই মুতাকাল্লিম বা কালাম ক্বারী, যখন তিনি চান এবং যেভাবে চান, তবে কোন বস্তুই তার তুল্য নয়। কালামে নাফসী দ্বারা তিনি শুনিয়েছেন মর্মে ক্বারীর ঐ তা'বীল দলীলবিহীন কথা। না তা কুরআনে আছে, না হাদীসে আছে, এমনকি কোন সহাবীর কথায়ও নেই, সুতরাং হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করাই সঠিক এবং সুনির্ধারিত।

"মালায়িকাহ্ যখন কুরআন পাঠ শুনতে পেল", হাদীসের এ বাক্য থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আসমান জমিন সৃষ্টির অনেক আগেই আল্লাহ তা'আলা মালাক সৃষ্টি করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, কুরআন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মাস্‌দার, অর্থাৎ- ক্বিরাআত, আহলে 'আরবগণ বলে থাকে (قرأت الكتاب قراءة وقرآنا)। কেউ বলেছেন, তার উদ্দেশ্য হলো আল কুরআন, অর্থাৎ- স্বয়ং কালাম মাসদার নয়। যেখানে কুরআন শব্দ উল্লেখ হয় এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় নাফসুল কালাম বা স্বয়ং কালাম। উদ্দেশ্য হলো তার দ্বারা কথা বলা এবং তার ক্বিরাআত পাঠ করা। এই ভিত্তিতেই ত্ব-হা এবং ইয়াসীন সূরাহ্ দ্বয়ের মর্যাদা ও সম্মান প্রতিষ্ঠা বা প্রমাণের জন্য কুরআনকে ঐ দু'টি সূরার উপর ইতলাক করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, এটা মূলত মূলকে অংশের উপর ইতলাক করা হয়েছে। কেননা আল কুরআনের আলোচ্য বিষয়ের পরিমাণ পূর্ণ এবং অংশের সমভিব্যাহারেই সম্পাদিত।

কেউ বলেছেন, আল কুরআন পূর্ণটাই উদ্দেশ্য কিন্তু মালায়িকাহ্ যখন সূরাহ্ ত্ব-হা- এবং ইয়াসীন শুনলো তখন এর মর্যাদা দেখে তারা বলল, (طُوبٰى) ধন্য সে জাতি যাদের নিকট এটা নাযিল হবে এবং ধন্য ঐ যে তা স্বীয় বক্ষে ধারণ করবে, অর্থাৎ- মুখস্থ করবে এবং ধন্য ঐ মুখ যে তা পাঠ করবে। طُوبٰى 'তূবা' শব্দের অর্থ الراحة আনন্দ, প্রশান্তি, অবকাশ। এখানে সুসংবাদ, ধন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

---

[১৯৩] মুনকার : দারিমী ৩৪৫৭, শু'আবুল ঈমান ২২২৫, য'ঈফাহ্ ১২৪৮। কারণ এর সানাদে ইব্‌রাহীম সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, মুনকারুল হাদীস। আর ইমাম নাসায়ী (রহঃ) বলেছেন, দুর্বল।

কেউ কেউ বলেছেন, طُوْبٰى হলো জান্নাতের একটি বৃক্ষ জান্নাতে অবস্থিত প্রত্যেক বাড়ির সামনেই এ বৃক্ষটি থাকবে, তা হবে ডাল-পালা পত্র-পল্লবে সুশোভিত।

٢١٤٩ ـ [٤١] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ ﴿حٰمٓ﴾ الدُّخَانِ فِيْ لَيْلَةٍ أَصْبَحَ يَسْتَغْفِرُ لَهٗ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَعُمَرُ بْنُ أَبِيْ خَثْعَمٍ الرَّاوِيْ يُضَعَّفُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي الْبُخَارِيَّ هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ.

২১৪৯-[৪১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতে সূরাহ্ 'হা-মীম' আদ্ দুখা-ন পড়ে। তার সকাল এভাবে হয় যে সত্তর হাজার মালাক (ফেরেশতা) আল্লাহর নিকট তার জন্য মাগফিরাত চাইতে থাকেন। (তিরমিযী। তিনি বলেন, এ হাদীসটি গরীব। একজন বর্ণনাকারী 'আম্‌র ইবনু আবূ খাস্'আম য'ঈফ। ইমাম বুখারী বলেছেন, 'আম্‌র একজন মুনকার রাবী।)[১৯৪]

ব্যাখ্যা : রাতে সূরাহ্ দুখান পড়ার এই ফাযীলাত যে কোন রাতেই হতে পারে তবে আযহার গ্রন্থে বলা হয়েছে, রাত বলতে তা মুবহাম বা অস্পষ্ট যে কোন রাতও হতে পারে, বিশেষ কোন রাতও হতে পারে। তবে সামনের হাদীসের বর্ণনা মোতাবেক জুমু'আর রাত হওয়া সুস্পষ্ট।

লুম্'আত গ্রন্থকার বলেন, প্রথম হাদীসে রাতের নির্দিষ্টতা অস্পষ্ট কিন্তু দ্বিতীয় হাদীসে রাতের নির্দিষ্টতা সুস্পষ্ট। তাই নির্দিষ্ট রাত উল্লেখ সম্বলিত হাদীসের ভিত্তিতে জুমু'আর রাতে পড়াই উত্তম, যাতে হাদীসের বিশেষ ফাযীলাত নিশ্চিতভাবে অর্জিত হয়।

٢١٥٠ ـ [٤٢] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ ﴿حٰمٓ﴾ الدُّخَانِ فِيْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ غُفِرَ لَهٗ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَهِشَامٌ أَبُو الْمِقْدَامِ الرَّاوِيْ يُضَعَّفُ.

২১৫০-[৪২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমু'আর রাতে সূরাহ্ 'হা-মীম আদ্ দুখা-ন' পড়বে তাকে মাফ করে দেয়া হবে। (তিরমিযী। তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব। এর রাবী আবুল মিক্বদাম হিশাম (রাঃ)-কে দুর্বল বলা হয়েছে।)[১৯৫]

٢١٥١ ـ [٤٣] وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ أَنْ يَرْقُدَ يَقُوْلُ: «إِنَّ فِيْهِنَّ اٰيَةً خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ اٰيَةٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ

২১৫১-[৪৩] 'ইরবায্ ইবনু সারিয়াহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) শয়নের আগে 'মুসাব্বিহাত' পাঠ করতেন। তিনি বলতেন, ঐ আয়াতসমূহের মধ্যে এমন একটি আয়াত রয়েছে যা হাজারটি আয়াতের চেয়েও উত্তম। (তিরমিযী, আবূ দাউদ)[১৯৬]

---

[১৯৪] **মাওযূ' (জাল)** : তিরমিযী ২৮৮৮, য'ঈফ আত্ তারগীব ৯৭৮, য'ঈফ আল জামি' ৫৭৬৬। কারণ এর সানাদে 'উমার ইবনু আবূ খাস্'আম সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন সে মুনকারুল হাদীস।

[১৯৫] **খুবই দুর্বল** : তিরমিযী ২৮৮৯, য'ঈফাহ্ ৪৬৩২, য'ঈফ আল জামি' ৫৭৬৭। কারণ এর সানাদে হিশাম আবিল মিকদাম একজন মাতরূক রাবী এবং হাসান আল বাসরী (রহঃ) আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে শ্রবণ করেননি। ফলে সানাদে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। যেমনটি ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীস বর্ণনা শেষে বলেছেন।

٢١٥٢ -[٤٤] وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ مُرْسَلًا وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

২১৫২-[৪৪] দারিমী মুরসাল হাদীস হিসেবে খালিদ ইবনু মা'দান রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব।[১৯৭]

ব্যাখ্যা : মুসাব্বাহাত ঐ সমস্ত সূরাগুলোকে বলা হয় যার শুরুতে *সাব্বাহা লিল্লা-হ* অথবা *ইউসাব্বিহু লিল্লা-হ* শব্দ ব্যবহার হয়েছে অথবা *সুবৃহা-না* শব্দ ব্যবহার হয়েছে অথবা এর দ্বারা গঠিত 'আম্‌র বা আদেশবাচক শব্দ ব্যবহার হয়েছে। এ জাতীয় সূরাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সূরাহ্ ইস্‌রা-, সূরাহ্ হাদীদ, সূরাহ্ হাশ্‌র, সূরাহ্ সফ, সূরাহ্ জুমু'আহ্, সূরাহ্ তাগাবুন ও সূরাহ্ আ'লা-।

এ সূরাগুলোর মধ্যে এমন একটি আয়াত রয়েছে যা হাজার আয়াত অপেক্ষাও উত্তম, সে আয়াত কোন্‌টি? এ নিয়ে মনীষীদের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে।

কেউ বলেছেন, সেই ফাযীলাতপূর্ণ আয়াতটি হলো, ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ...﴾ এ আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার ইস্‌মে আ'যম এর ন্যায়, যা অন্যান্য নামের উপর বিশেষ মর্যাদা রাখে।

হাফিয ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর (রহঃ) বলেন, সে আয়াতটি হলো,

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, ওটা ঐ আয়াত যার শুরুতে আত্ তাসবীহ রয়েছে।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেন, এ আয়াতটি লায়লাতুল ক্বদ্‌রের ন্যায় এবং জুমু'আর দিনে দু'আ কবূল হওয়ার মোক্ষম মুহূর্তের ন্যায় গোপন রাখা হয়েছে, যাতে করে মানুষ তা পাওয়ার আশায় সবই তিলাওয়াত করে ফেলে।

٢١٥٣ -[٤٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ سُورَةً فِي الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتّٰى غُفِرَ لَهٗ وَهِيَ: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

২১৫৩-[৪৫] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কুরআনে ত্রিশ আয়াতের একটি সূরাহ্ আছে, যা এক ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করেছে। ফলে তাকে মাফ করে দেয়া হয়েছে। সে সূরাটি হচ্ছে, '*তাবা-রাকাল্লাযী বিইয়াদিহিল মুল্‌ক*'। (আহ্‌মাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ)[১৯৮]

---

[১৯৬] **য'ঈফ** : আবূ দাউদ ৫০৫৭, তিরমিযী ২৬২১, য'ঈফ আত্ তারগীব ৩৪৪, আহমাদ ১৭১৬০। কারণ এর সানাদে ইবনু আবী বিলাল একজন মাজহূল রাবী।

[১৯৭] **হাসান** : দারিমী ৩৪২৪।

[১৯৮] **হাসান লিগায়রিহী** : আবূ দাউদ ১৪০০, তিরমিযী ২৮৯১, ইবনু মাজাহ ৩৭৮৬, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ২০৭৫, সহীহ আত্ তারগীব ১৪৭৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৮৭, শু'আবুল ঈমান ২৫০৬।

ব্যাখ্যা : কুরআনের ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট সূরাহ্ (মুল্‌ক) এক ব্যক্তি সম্পর্কে সুপারিশ করেছে ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এ ব্যক্তি সর্বদা সূরাহ্ মুল্‌ক তিলাওয়াত করতেন এবং তার যথাযথ মর্যাদা প্রদান করতেন। লোকটি মৃত্যুবরণ করলে এ সূরাটি তার জন্য সুপারিশ করে ফলে আল্লাহ তা'আলা তার 'আযাব দূর করে দেন, এটা অতীতের কোন ঘটনা। অথবা এটা ভবিষ্যতকালের অর্থেই ব্যবহার হবে, যিনি পাঠ করবেন ক্বিয়ামাতের দিন অথবা তার ক্ববরে ঐ সূরাটি তাকে সুপারিশ করবে, ফলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

٢١٥٤ -[٤٦] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ضَرَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ خِبَاءَهُ عَلٰى قَبْرٍ وَهُوَ لَا يَحْسَبُ أَنَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِيهِ إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ ﴿تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ حَتّٰى خَتَمَهَا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «هِيَ الْمَانِعَةُ هِيَ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

২১৫৪-[৪৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কোন এক সহাবী না জেনে কোন একটি ক্ববরের উপর তাঁবু খাটালেন। তিনি হঠাৎ দেখেন, এ ক্ববরে এক ব্যক্তি সূরাহ্ *'তাবা-রাকাল্লাযী বিইয়াদিহিল মুল্‌ক'* পড়ছে এমনকি তা শেষ করে ফেলেছে। এরপর ওই সহাবী রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে তাঁকে এ খবর জানালেন। তিনি বললেন, এটা হচ্ছে ('আযাব হতে) বাধাদানকারী এবং মুক্তিদানকারী। যা পাঠককে আল্লাহ তা'আলার 'আযাব থেকে মুক্তি দিয়ে থাকে। (তিরমিযী; তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব)[১৯৯]

ব্যাখ্যা : সহাবীগণ সর্বদাই জানতেন ক্ববরের উপর বসা, হাঁটা, তার উপর ঘর নির্মাণ করা নিষেধ। কিন্তু উক্ত সহাবী ঐ ক্বব্‌র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না থাকার কারণে তার উপর তাঁবু খাটিয়েছিলেন। তিনি ঐ ক্বব্‌রে একটি লোককে সূরাহ্ *তাবা-রাকাল্লাযী বি ইয়াদিহিল মুল্‌ক* পড়তে শুনলেন।

এ লোকটি কি ঐ ক্বব্‌রবাসী, না মালাক (ফেরেশতা)? এ প্রশ্নের তিনটি মত পাওয়া যায়। কেউ বলেছেন, ঐ ক্বব্‌রবাসীই পাঠ করেছিলেন, কেউ বলেছেন, মালাক মানুষরূপ ধরে ক্বব্‌রে কুরআন তিলাওয়াত করেছিলেন। কেউ আবার বলেছেন, সূরাহ্ মুল্‌ক-কে আল্লাহ তা'আলা মানুষের রূপ দিয়ে তিলাওয়াত করাতেন।

এ পড়া কোন সাওয়াবের উদ্দেশে নয়, বরং ঐ লোকটি দুনিয়ায় এ সূরাটি অধিক তিলাওয়াত করতেন এবং ভালোবাসতেন। সুতরাং ঐ ভালোবাসার স্মৃতি রক্ষার্থে এবং ঐ সূরার স্বাদ অনুভবকল্পে আল্লাহ তা'আলা তার ক্বব্‌রে ঐ সূরাহ্ শোনানোর ব্যবস্থা করেছেন।

এ সূরার নাম দেয়া হয়েছে মুনযিয়্যাহ্, মানিআহ্ মুক্তি দানকারী ও বাধাদানকারী। এর অর্থ হলো এ সূরাহ্ তার তিলাওয়াতকারীকে ক্ববরের 'আযাব থেকে বাধাদানকারী হবে এবং জাহান্নাম ও আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তিদানকারী হবে।

---

[১৯৯] **য'ঈফ :** তিরমিযী ২৮৯০, মু'জামুল কারীব লিত্ব ত্ববারানী ১২৮০১, য'ঈফ আত্ তারগীব ৮৮৭, য'ঈফ আল জামি' ৬১০১, শু'আবুল ঈমান ২২৮০। কারণ এর সানাদে ইয়াহ্ইয়া ইবনু 'আম্‌র ইবনু মালিক একজন দুর্বল রাবী ।

٢١٥٥ - [٤٧] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَنَامُ حَتّٰى يَقْرَأَ: ﴿الٓمٓ تَنْزِيلُ﴾ وَ﴿تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَكَذَا فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ. وَفِى الْمَصَابِيحِ: غَرِيبٌ.

২১৫৫-[৪৭] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) (ঘুমানোর জন্য বিছানায় শোবার পর) যে পর্যন্ত সূরাহ্ *'আলিফ লা-ল মীম্ তানযীল'* ও সূরাহ্ *'তাবা-রকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক'* পড়ে শেষ না করতেন ঘুমাতেন না। (আহ্মাদ, তিরমিযী ও দারিমী। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি সহীহ। 'শারহুস্ সুন্নাহ্'য় এরূপ রয়েছে, মাসাবীহ এ হাদীসকে গরীব বলেছেন।)[২০০]

ব্যাখ্যা : *"আলিফ লাম মীম তানযীল"* হলো সূরাহ্ আস্ সাজদাহ্ আর *তাবা-রকাল্লাযী বিইয়াদিহিল মুল্ক* হলো সূরাহ্ আল মুল্ক।

হাদীসের উদ্দেশিত অর্থ হলো নাবী (সাঃ)-এর যখন নিদ্রা যাওয়ার সময় হতো তিনি এ দু'টি সূরাহ্ না পড়ে নিদ্রা যেতেন না। অথবা তাঁর পাঠের আগে নিদ্রা যাওয়ার অভ্যাস ছিল না, তা নিদ্রার পূর্ব মুহূর্তে হোক অথবা খানিক আগেই হোক। মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) এ দ্বিতীয় অর্থটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

٢١٥٦ - [٤٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْاٰنِ، وَ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ﴾. تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ، وَ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ﴾. تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْاٰنِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

২১৫৬-[৪৮] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস ও আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। দু'জনেই বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : (সাওয়াবের দিক দিয়ে) সূরাহ্ *'ইযা- যুল্যিলাত'* কুরআনের অর্ধেকের সমান, *'কুল হুওয়াল্ল-হু আহাদ'* (কুরআনের) এক-তৃতীয়াংশের সমান, *'কুল ইয়া- আইয়ুহাল কা-ফিরূন'* এক-চতুর্থাংশের সমান। (তিরমিযী)[২০১]

ব্যাখ্যা : সূরাহ্ যিলযালকে অর্ধেক কুরআনের সমান, সূরাহ্ ইখলাসকে এক তৃতীয়াংশের সমান এবং সূরাহ্ কাফিরূনকে এক চতুর্থাংশের সমান বলা হয়েছে। এটা সাওয়াবের দিক থেকেও হতে পারে, আলোচ্য বিষয় বস্তুর দিক থেকেও হতে পারে।

যেমন বলা হয়েছে সূরাহ্ যিলযাল কুরআনের অর্ধেকের সমান এজন্য যে, কুরআনের বিষয়বস্তুকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়, একটি হলো আহকামুদ্ দুন্ইয়া, আরেকটি হলো আহকামুল আ-খিরাহ্। এ সূরাটিতে ইজমালান সমগ্র আহকামুল আ-খিরাহ্ তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং তা যেন কুরআনের অর্ধেক।

[২০০] **সহীহ :** তিরমিযী ২৮৯২, আহমাদ ১৪৬৫৯, দারিমী ৩৪১১, মু'জামুল আওসাত ১৪৮৩, মুসতাদ্রাক লিল হাকিম ৩৫৪৫, শু'আবুল ঈমান ২২২৮, সহীহাহ্ ৫৮৫, সহীহ আল জামি' ৪৮৭৩। তবে আহমাদ-এর সানাদটি দুর্বল।

[২০১] **য'ঈফ :** তবে "সূরাহ্ আল ইখলাস ও সূরাহ্ আল কাফিরূন"-এর ফাযীলাত ব্যতীত। তিরমিযী ২৮৯৪, মুসতাদ্রাক লিল হাকিম ২০৭৮, শু'আবুল ঈমান ২২৮৪, য'ঈফ আল জামি' ৫৩১, য'ঈফাহ্ ১৩৪২। কারণ এর সানাদে ইয়ামান ইবনু আল মুগীরাহ্ একজন দুর্বল রাবী।

Contents

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন, এখানে আল কুরআনের "মাক্বসূদুল আ'যম বিয্‌যা-ত" (সত্তাগত মহান) উদ্দেশ্য হতে পারে। সেটা হলো শুরু এবং শেষ অবস্থা, যদিও সূরাহ্ যিলযাল শেষ বা ক্বিয়ামাতের অবস্থার বর্ণনা সম্বলিত একটি সূরাহ্ তথাপি আখিরাতের আহওয়াল বা অবস্থাদির উপর একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সম্বলিত সূরাহ্। সুতরাং এ অর্থে এ সূরাটি যেন আল কুরআনের অর্ধেকের সমান।

আবার যে সূরাটিকে কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান বলে অভিহিত করা হয়েছে, অর্থাৎ- সূরাহ্ কাফিরূন সেটা এভাবে যে, আল কুরআনের বিবরণ হলো- ১. তাওহীদের উপর ২. নবূওয়াতের উপর ৩. জীবন-জিন্দেগীর বিধানের উপর ৪. এবং পরকালীন অবস্থার উপর।

এর মধ্যে সূরাহ্ কাফিরূন প্রথমটি অর্থাৎ- তাওহীদকে অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা শির্‌ক থেকে বেঁচে থাকা এবং সত্য দীনের উপর অবিচল থাকা– এটা তাওহীদের মূল স্বীকৃতি। সুতরাং এটি এক চতুর্থাংশের সমান।

অনুরূপ সূরাহ্ ইখলাস আল কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান। এটা এভাবে যে, আল কুরআনে তিন প্রকার 'ইল্‌ম বর্ণিত হয়েছে। ১. 'ইল্‌মুত্ তাওহীদ ২. ইলমুশ্ শরায়ে ওয়াল আহকাম ৩. এবং 'ইল্‌মুল আখবার ওয়াল কুসাস বা ইতিহাস ও ঘটনা প্রবাহ। এ সূরাটিতে অর্থাৎ- সূরাহ্ ইখলাসে প্রথমটি অর্থাৎ- 'ইল্‌মুত তাওহীদ পূর্ণমাত্রায় বিধৃত হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সূরাটি আল কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান। ইতিপূর্বে সূরাহ্ ইখলাসের আরো ব্যাখ্যা অতিবাহিত হয়েছে।

٢١٥٧ - [٤٩] وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَقَرَأَ ثَلَاثَ اٰيَاتٍ مِنْ اٰخِرِ سُورَةِ ﴿الْحَشْرِ﴾. وَكَّلَ اللّٰهُ بِهٖ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتّٰى يُمْسِيَ وَإِنْ مَاتَ فِيْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيْدًا. وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِيْ كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

২১৫৭-[৪৯] মা'ক্বিল ইবনু ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি সকালে (ঘুম থেকে) উঠে তিনবার বলবে, *"আ'উযু বিল্লা-হিস সামী'ইল 'আলীমি মিনাশ্ শাইত্ব-নির রজীম"* এবং এরপর সূরাহ্ হাশ্‌র-এর শেষের তিন আয়াত পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সত্তর হাজার মালাক (ফেরেশ্‌তা) নিযুক্ত করবেন। এরা তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত দু'আ করতে থাকবেন। যদি এ দিন সে মারা যায়, তার হবে শাহীদের মৃত্যু। যে ব্যক্তি এ দু'আ সন্ধ্যার সময় পড়বে, সেও এ একই মর্যাদা পাবে। (তিরমিযী, দারিমী। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব।)[২০২]

ব্যাখ্যা : তিনবার *আ'উযুবিল্লা-হ* পাঠ করা হলো শায়ত্বন থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়ার ক্ষেত্রে অধিক কাকুতি মিনতি করা।

কুরআনুল কারীম তিলাওয়াতের শুরুতে *আ'উযুবিল্লা-হ* পাঠ করা হলো সূরাহ্ আন্ নাহ্‌ল এর এ আয়াতের নির্দেশ পালনে, আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾

---

[২০২] **য'ঈফ :** তিরমিযী ২৯২২, আহমাদ ২০৩০৬, দারিমী ৩৪৬৮, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৫৩৭, শু'আবুল ঈমান ২২৭২, য'ঈফ আত্ তারগীব ৩৭৯, য'ঈফ আল জামি' ৫৭৩২। কারণ এর সানাদে খালিদ ইবনু ত্বহমান একজন দুর্বল রাবী।

"যখন কুরআন পাঠ করবে তখন *আ'ঊযুবিল্লা-হ* পড়ে (বিতাড়িত শায়ত্বন থেকে) আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে।" (সূরাহ্ আন্ নাহ্ল ১৬ : ৯৮)

এরপর সূরাহ্ হাশ্‌র-এর যে শেষ তিনটি আয়াত পড়ার কথা বলা হয়েছে, এ তিনটি আয়াত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অনেক মনীষীর মতে এ তিনটি আয়াত হলো ইস্‌মে আ'যম সম্বলিত আয়াত। সত্তর হাজার মালাক (ফেরেশতা) তার জন্য নিযুক্ত করা হয় যারা তার ওপর সলাত পাঠ করে, এর অর্থ হলো তার নেক কাজের তাওফীকের জন্য এবং সকল প্রকার অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করার জন্য দু'আ করে। সর্বোপরি তারা তার মাগফিরাতও কামনা করে থাকে।

٢١٥٨ -[٥٠] وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَتَيْ مَرَّةٍ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ مُحِيَ عَنْهُ ذُنُوبُ خَمْسِينَ سَنَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَفِي رِوَايَتِهِ «خَمْسِينَ مَرَّةً» وَلَمْ يَذْكُرْ «إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ».

২১৫৮-[৫০] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন দু'শ বার সূরাহ্ *'কুল হুওয়াল্ল-হু আহাদ'* পড়বে তার পঞ্চাশ বছরের গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হবে। যদি তার ওপর কোন ঋণের বোঝা না থাকে। (তিরমিযী ও দারিমী। কিন্তু দারিমীর বর্ণনায় [দু'শ বারের জায়গায়] পঞ্চাশ বারের কথা উল্লেখ হয়েছে। তিনি ঋণের কথা উল্লেখ করেননি।)[২০৩]

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি প্রত্যহ সূরাহ্ ইখলাস প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দু'শত বার পাঠ করবে তার 'আমালনামা থেকে পঞ্চাশ বছরের গুনাহ মুছে দেয়া হবে, তবে তার ওপর যদি কোন ঋণের বোঝা বা গুনাহ থাকে তবে সেটা স্বতন্ত্র কথা, অর্থাৎ- ঋণের গুনাহ মাফ হবে না।

অন্য এক বর্ণনায় পঞ্চাশবার পড়ার কথা আছে, তবে সেখানে ঋণের কথা নেই। শায়খ 'আবদুল হাক্ব মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) বলেন, ঋণের গুনাহকে ইস্তিস্‌না করা (অর্থাৎ- ঋণের গুনাহ ব্যতীত) কথাটির দু'টি অর্থ হতে পার।

১. ঋণের গুনাহ মুছে দেয়া হয় না এবং তাকে ক্ষমা করাও হয় না। এখানে ঋণকে গুনাহের জাতিভুক্ত করা হয়েছে ভীতিপ্রদর্শন করার জন্য এবং গুরুত্ব বুঝানোর জন্য।

২. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির গুনাহই ক্ষমা করা হয় না, সুতরাং ঐ সূরাহ্ পাঠ তার ওপর কোন প্রভাব ফেলে না। অর্থাৎ- তার গুনাহ মুছে ফেলে না।

٢١٥٩ -[٥١] وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ عَلٰى فِرَاشِهِ فَنَامَ عَلٰى يَمِينِهِ ثُمَّ قَرَأَ مِائَةَ مَرَّةٍ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَهُ الرَّبُّ: يَا عَبْدِي ادْخُلْ عَلٰى يَمِينِكَ الْجَنَّةَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

---

[২০৩] **য'ঈফ** : তিরমিযী ২৮৯৮, য'ঈফ আত্ তারগীব ৯৭৫, য'ঈফ আল জামি' ৫৭৮৩, য'ঈফাহ্ ৩০০, দারিমী,৩৪৪১ য'ঈফ আত্ তারগীব ৯৭৫। কারণ এর সানাদে রাবী হাতিম ইবনু মায়মূন মুনকারুল হাদীস। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, সে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২১৫৯-[৫১] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত হয়েছে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ঘুমাবার জন্য বিছানায় যাবে এবং ডান পাশের উপর শোয়ার পর একশ' বার সূরাহ্ *'কুল হুওয়াল্ল-হু আহাদ'* পড়বে, ক্বিয়ামাতের দিন প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, হে আমার বান্দা! তুমি তোমার ডান দিকের জান্নাতে প্রবেশ করো। (তিরমিযী; তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান তবে গরীব।)[২০৪]

ব্যাখ্যা : নিদ্রা গমনকালে সুন্নাত হলো ডান কাতে শোয়া। শয়নকালে এ নিয়মে যে শয়ন করবে এবং একশতবার সূরাহ্ ইখলাস পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ডানদিক দিয়ে জান্নাতে প্রবেশের নির্দেশ দিবেন। 'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহঃ) বলেন, ডান কাতে শয়নকারী ডান দিক দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তুমি আমার রসূলের আনুগত্য করেছ, তার সুন্নাত অনুসরণে ডান কাতে শুয়েছ, আমার (শ্রেষ্ঠ অমুখাপেক্ষিতার) গুণ সম্বলিত সূরাহ্ পাঠ করেছ। সুতরাং আজ তুমি ডান দিকের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ডান দিক দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর।

٢١٦٠ - [٥٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ﴾ فَقَالَ: «وَجَبَتْ» قُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: «الْجَنَّةُ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

২১৬০-[৫২] আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে 'কুল হুওয়াল্ল-হু আহাদ' পড়তে শুনে বললেন, সুনিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। আমি শুনে বললাম, কি সুনিশ্চিত হয়ে গিয়েছে (হে আল্লাহর রসূল) উত্তরে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'জান্নাত'। (মালিক, তিরমিযী ও নাসায়ী)[২০৫]

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি সূরাহ্ ইখলাস পাঠ করেছিল ঐ সহাবীর নাম পাওয়া যায় না। আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার মনটা চাচ্ছিল আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুসংবাদটা তাকে শুনানোর জন্য তার কাছে যাই, কিন্তু পরের দিন গিয়ে দেখি তিনি চলে গেছেন। আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার সাথে যারা ছিলেন তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সূরার ফাযীলাত ও সাওয়াবের কথা বলেছেন, যাতে অধিকহারে তা তিলাওয়াত করা হয়।

٢١٦١ - [٥٣] وَعَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَقُولُهُ إِذَا أَوَيْتُ إِلٰى فِرَاشِي. فَقَالَ: «اقْرَأْ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُونَ﴾ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ.

২১৬১-[৫৩] ফারওয়াহ্ ইবনু নাওফাল (রহঃ) তার পিতা নাওফাল হতে বর্ণনা করেছেন, একদিন নাওফাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এমন একটি বিষয় আমাকে শিখিয়ে দিন যা আমি ঘুমাতে গিয়ে পড়তে পারি। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সূরাহ্ *"কুল ইয়া- আইয়্যুহাল কা-ফিরূন"* পড়ো। কেননা এ সূরা শির্‌ক হতে পবিত্র। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, দারিমী)[২০৬]

---

[২০৪] **য'ঈফ :** তিরমিযী ২৮২৯৮, য'ঈফ আত্ তারগীব ৩৪৮, য'ঈফ আল জামি' ৫৩৮৯। কারণ এর সানাদে রাবী হাতিম ইবনু মায়মূন মুনকারুল হাদীস ।

[২০৫] **সহীহ :** তিরমিযী ২৮৯৭, নাসায়ী ৯৯৪, আহমাদ ১০৯১৯, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ২০৭৯।

[২০৬] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৫০৫৫, তিরমিযী ৩৪০৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৫২৬, সহীহ আত্ তারগীব ৬০৫, সহীহ আল জামি' ১১৬১।

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী ফারওয়াহ্ একজন নির্ভরযোগ্য তাবি'ঈ ছিলেন। তিনি মু'আবিয়াহ্ -এর খিলাফাতকালে ৫৪ হিঃ শাহীদ হন। এ বর্ণনাটি তিরমিযী, আহমাদ, দারিমী, হাকিম, ইবনুস্ সুন্নী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে রয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় বলা আছে, তুমি এ সূরাটি শেষ করেই ঘুমাবে। এ সূরাটি শির্ক থেকে নিস্কৃতির সূরাহ্। এটি তাওহীদের পক্ষে খুবই উপকারী। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, এতে শির্ক থেকে অব্যাহতির কথা রয়েছে, কেননা মুশরিকগণ যার পূঁজা ও উপাসনা করে থাকে, (মু'মিনদের) তা থেকে দায় মুক্তির ঘোষণা রয়েছে।

٢١٦٢ -[٥٤] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْجُحْفَةِ وَالْأَبْوَاءِ إِذْ غَشِيَتْنَا رِيحٌ وَظُلْمَةٌ شَدِيدَةٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعَوِّذُ بِ ﴿أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ وَ ﴿أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ وَيَقُوْلُ: «يَا عُقْبَةُ تَعَوَّذْ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

২১৬২-[৫৪] 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রসূলুল্লাহ -এর সাথে জুহ্ফাহ্ ও আব্ওয়া (নামক স্থানের) মধ্যবর্তী জায়গায় চলছিলাম। এ সময় প্রবল ঝড় ও ঘোর অন্ধকার আমাদেরকে ঘিরে ফেলল। তখন রসূলুল্লাহ সূরাহ্ *"কুল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক্"* ও সূরাহ্ *"কুল আ'উযু বিরাব্বিন্না-স"* পড়ে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইলেন। তিনি () বললেন, হে 'উক্ববাহ্! এ দু'টি সূরাহ্ দ্বারা আল্লাহর আশ্রয় চাও। কারণ এ দু' সূরার মতো অন্য কোন সূরাহ্ দিয়ে কোন প্রার্থনাকারীই আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারেনি। (আবূ দাউদ)[২০৭]

ব্যাখ্যা : 'জুহ্ফাহ্' মাক্কাহ্ ও লোহিত সাগরের মাঝের একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রাম। মাক্কাহ্ থেকে পাঁচ ছয় মঞ্জীল দূরে অবস্থিত। 'মুহাল্লা' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে জুহ্ফাহ্ মাক্কাহ্ থেকে বিরাশি মাইল দূরে একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানে ইয়াস্রীব থেকে বিতাড়িত আমালিকা সম্প্রদায়ের এক সময়ের আবাসভূমি ছিল। 'আদ্ জাতির একটি শাখা 'উবায়ল'-দের সাথে এদের যুদ্ধ হয়, এ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তারা ইয়াস্রীব থেকে বিতাড়িত হয়ে জুহফায় বসতি স্থাপন করেন।

এ স্থানের পূর্ব নাম ছিল মাহী'আহ্ অথবা মা'ঈশাহ্। জুহ্ফাহ্ শব্দের অর্থ হলো মহামারী। একবার এই মা'ঈশাহ্ গ্রামে প্রবল বন্যা দেখা দেয়, এতে মহামারী শুরু হয় সেই থেকে এ স্থানের নাম হয় জুহফাহ্ বা মহামারী কবলিত এলাকা। নাবী মাদীনার জ্বরকে জুহ্ফায় চলে যাওয়ার জন্য দু'আ করেছেন। জুহ্ফায় কেউ গেলে সে জ্বরে আক্রান্ত হয়। এটা প্রাচীন সিরিয়াবাসীদের মীকাত বা ইহরাম বাঁধার স্থান। মিসর এবং পশ্চিমাদের মীকাতও এটাই। বর্তমান মিসরীগণ এখান থেকেই ইহরাম বাঁধে। রাবেগ জুহ্ফার নিকটস্থ একটি স্থান, উভয়ের মাঝে দূরত্ব ৬/৭ মাইল মাত্র। আর আব্ওয়া হলো একটি পাহাড় যা মাক্কাহ্ ও মাদীনার মাঝখানে অবস্থিত। এখানে একটি শহর গড়ে উঠেছে ঐ পাহাড়কে কেন্দ্র করেই ঐ শহরের নামকরণ করা হয়েছে আব্ওয়া। এখানে নাবী -এর মুহতারামাহ্ জননী আমীনাহ্ ইন্তিকাল করেছেন। জুহ্ফাহ্ এবং আব্ওয়া-এর মাঝের দূরত্ব বিশ থেকে ত্রিশ মাইল। এখানেই নাবী ভীষণ অন্ধকার এবং ঝড়ো হাওয়ার কবলে পড়েছিলেন। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য তিনি () সূরাহ্ আল ফালাক্ব এবং সূরাহ্ আন্ নাস পাঠ করে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন।

---

[২০৭] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৪৬৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪০৫০, শু'আবুল ঈমান ২৩২৮, সহীহ আত্ তারগীব ১৪৮৫।

الفلق। "ফালাক্ব" শব্দের অর্থ হলো সকাল। কেউ বলেছেন : এর অর্থ হলো– الخلق "সৃষ্টি"। কেউ বলেছেন : السجين "জেলখানা, গারদখানা (অথবা জাহান্নামের একটি রূপক নাম) অথবা জাহান্নামের একটি গর্ত। কেউ কেউ ফালাক্ব-এর অর্থ করেছেন, প্রত্যেক বস্তু ফেটে কোন কিছু বের হওয়াকে। যেমন- বীজ ফেটে অঙ্কুর বের হয়, অনুরূপ রাতের অন্ধকার ফেটে প্রভাতের আলো বের হওয়াকে ফালাক্ব বলা হয়। সুতরাং ফালাক্ব-এর অর্থ হলো প্রভাতকাল। আশ্রয় প্রার্থনার উদ্দেশ্য হলো– ভয় থেকে নিরাপত্তায় আসা, নানা ক্ষতিকর প্রাণীর অনিষ্টতা থেকে, দুশ্চিন্তা থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া, নিরাপদ হওয়া। যেহেতু সকাল বা প্রভাত হলে অন্ধকারের নানা ক্ষতিকর প্রাণীর ক্ষতির আশংকা ও অন্যান্য ক্ষতির আশংকা বিদূরিত হয়। সুতরাং সে প্রভাতের রবের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

সূরাহ্ আন্ নাসও তিনি (ﷺ) পাঠ করলেন, এ সূরাটিও একই উদ্দেশ্য অবতীর্ণ ও ব্যবহার হয়।

এ দু'টি সূরাহ্ সৃষ্টির অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনার জন্য সবচেয়ে উত্তম সূরাহ্। এ জন্য রসূলুল্লাহ ﷺ যখন যাদুগ্রস্ত হয়েছিলেন, তখন দু'জন মালাক (ফেরেশ্তা) পাঠিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাকে শিক্ষা দেন যে, এ দু'টি সূরাহ্ পড়ে তার ওপর আপতিত ও আবিষ্ট ঐ যাদুর কার্যক্রম এবং প্রভাবকে ধ্বংস করতে হবে। নাবী ﷺ তাই করলেন, ফলে তার ওপরের যাদুর কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে গেল এবং তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন।

٢١٦٣ - [٥٥] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ قَالَ: خَرَجْنَا فِي لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَدْرَكْنَاهُ فَقَالَ: «قُلْ». قُلْتُ مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُصْبِحُ وَحِينَ تُمْسِيْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

২১৬৩-[৫৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু খুবায়ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার ঝড়-বৃষ্টি ও ঘনঘোর অন্ধকারময় রাতে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর খোঁজে বের হলাম এবং তাঁকে খুঁজে পেলাম। (তিনি আমাদেরকে দেখে) তখন বললেন, পড়ো! আমি বললাম, কি পড়বো (হে আল্লাহর রসূল!)? তিনি (ﷺ) বললেন, সকালে ও সন্ধ্যায় তিনবার করে *কুল হুওয়াল্ল-হু আহাদ, কুল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক্ব* ও *কুল আ'উযু বিরাব্বিন্না-স* পড়বে। এ সূরাহ্গুলো সকল বিপদাপদের মুকাবিলায় তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। (তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী)[২০৮]

২১৮৩. ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনুসন্ধানের কারণ হলো তাঁকে নিয়ে সলাত আদায় করা। বর্ণনাকারী 'আবদুল্লাহ ইবনু খুবায়ব বলেন, (বৃষ্টিমুখর অন্ধকার রাতের সকল অনিষ্টতা থেকে আত্মরক্ষার জন্য) তিনি (ﷺ) আমাকে সকাল-সন্ধ্যায় সূরাহ্ আল ইখলাস, সূরাহ্ আল ফালাক্ব এবং সূরাহ্ আন্ নাস পড়তে বললেন।

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– (تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) -এর ব্যাখ্যায় 'আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেন, تدفع عنك كل سوء অর্থাৎ- তোমা থেকে সকল প্রকার অনিষ্টতা দূর করবে, তোমাকে রক্ষা করবে। مِنْ অব্যয়টি যায়িদাহ্ বা অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। এটা জমহূর বা অধিকাংশের মত। مِنْ অব্যয়টি ابتداء

---

[২০৮] **হাসান সহীহ :** আবূ দাউদ ৫০৮২, তিরমিযী ৩৫৭৫, নাসায়ী ৫৪২৮, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৪৫, সহীহ আত্ তারগীব ৬৪৯, সহীহ আল জামি' ৪৪০৬।

الغاية প্রারম্ভিক স্থান বুঝানোর জন্যও হতে পারে। কেউ কেউ এটাকে تبعيض বা আংশিক অর্থেও হতে পারে বলে উক্তি করেছেন। সর্বসাকুল্যে কথা হলো, তোমাকে এ সূরাহ্গুলো পাঠে অন্যান্য সূরাহ্ থেকে অমুখাপেক্ষী করবে যা পাঠ করে মানুষ ক্ষতিকর কোন কিছু থেকে বাঁচতে চায়।

٢١٦٤-[٥٦] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَقْرَأُ سُورَةَ (هُودٍ) أَوْ سُورَةَ (يُوسُفَ)؟ قَالَ: لَنْ تَقْرَأَ شَيْئًا أَبْلَغَ عِنْدَ اللهِ مِنْ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ.

২১৬৪-[৫৬] 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে) বললাম, হে আল্লাহর রসূল! (বিপদাপদে পড়লে) আমি কি 'সূরাহ্ হূদ' পড়ব, না 'সূরাহ্ ইউসুফ'? তিনি উত্তরে বললেন, এ ক্ষেত্রে তুমি আল্লাহর কাছে *কুল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক্ব*-এর চেয়ে উত্তম কোন সূরাহ্ পড়তে পারবে না। (আহমাদ, নাসায়ী ও দারিমী)[২০৯]

ব্যাখ্যা : মানুষের ওপর আবর্তিত বিভিন্ন বালা-মুসীবাত এবং অনিষ্টতা থেকে বাঁচা বা আত্মরক্ষার জন্য সহাবী 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির-এর প্রস্তাবিত সূরাহ্ হূদ এবং সূরাহ্ ইউসুফ-কে আল্লাহর নাবী উত্তম না বলে তাকে সূরাহ্ আল ফালাক্ব পড়ার কথা বললেন এবং এও বললেন যে, এ সূরার চেয়ে আশ্রয় প্রার্থনার জন্য উত্তম কোন সূরাহ্ নেই। দারিমী এবং আহমাদ-এর অন্য এক বর্ণনায় এসেছে আল কুরআনের সূরাহ্সমূহের মধ্যে সূরাহ্ আল ফালাক্ব-এর চেয়ে আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় এবং অধিক পূর্ণাঙ্গ কোন সূরাহ্ আর নেই। ইবনুল মালিক বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সূরাহ্ আল ফালাক্ব ও সূরাহ্ আন্ নাস-এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢١٦٥-[٥٧] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَعْرِبُوا الْقُرْآنَ وَاتَّبِعُوا غَرَائِبَهُ وَغَرَائِبُهُ فَرَائِضُهُ وَحُدُودُهُ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيمَانِ.

২১৬৫-[৫৭] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কুরআন স্পষ্ট ও শুদ্ধ করে পড়ো। এর 'গারায়িব' অনুসরণ করো। আর কুরআনের 'গারায়িব' হলো এর ফারায়িয ও হুদূদ (সীমা ও বিধানসমূহ)। (ইমাম বায়হাক্বী তাঁর শু'আবুল ঈমান-এ বর্ণনা করেছেন)[২১০]

ব্যাখ্যা : (أَعْرِبُوا الْقُرْآنَ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কুরআনের শব্দের অর্থ উপলব্ধি করা এবং তা প্রকাশ করা। এখানে বৈয়াকারণিক পরিভাষায় যা বুঝায় তা নয়। লুম্'আত গ্রন্থকার বলেন, এর অর্থ হলো : তার অর্থসমূহ প্রকাশ করো এবং প্রচার করো। الاعراب-এর অর্থ الابانة والافصاح প্রকাশ করা, স্পষ্ট করা। 'আরাবী ভাষা যারা পড়তে পারে সকলের জন্য এ হুকুম। অতঃপর আহ্লে শারী'আতদের বিশেষভাবে বলা

[২০৯] **সহীহ** : নাসায়ী ৯৫৩, আহমাদ ১৭৪৫৫, ইবনু হিব্বান ৭৯৫, সহীহ আল জামি' ৫২১৭, সহীহাহ্ ৩৪৯৯।
[২১০] **খুবই দুর্বল** : শু'আবুল ঈমান ২০৯৫, য'ঈফাহ্ ১৩৪৬, য'ঈফ আল জামি' ৯৩৫। কারণ এর সানাদে মা'আরিক ইবনু 'আব্বাদ একজন দুর্বল রাবী। ইমাম বুখারী (রহঃ) তার সম্পর্কে বলেন, সে মুনকারুল হাদীস।

হয়েছে যে, (وَاتَّبِعُوا غَرَائِبَهُ) তার গারায়িব-এ অনুসরণ করো। গারায়িব-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, তা হলো কুরআনের ফারায়িয এবং ওয়াজিবাতসমূহ আর হুদূদ হলো আল কুরআনের নিষিদ্ধসমূহ।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী ফারায়িযের দ্বারা মীরাসসমূহ এবং হুদূদ দ্বারা হুদূদুল আহকাম বুঝিয়েছেন।

অথবা ফারায়িয দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ما يجب على المكلف একজন মুকাল্লাফের ওপর যা করণীয়। আর হুদূদ দ্বারা আল কুরআনের সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও গূঢ় রহস্য এবং ভেদ কথা সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

এ ব্যাখ্যাটি আল কুরআন সম্পর্কে বর্ণিত এ হাদীসের অতীব নিকটবর্তী; হাদীস : (أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطن) আল কুরআনকে সাতটি ভাষায় নাযিল করা হয়েছে, প্রত্যেকটি আয়াতের বাহির এবং ভিতর রয়েছে।..... (أَعْرِبُوا الْقُرْآنَ) এ কথার দিকেই ইশারা করছে যে, এর একটি বাহির আছে। এর ফারায়িয ও হুদূদ হলো ওর ভিতরের বস্তু।

মুল্লা 'আলী আল ক্বারী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হলো : আল কুরআনের আয়াতসমূহের দুর্লভ দিকদর্শন, গারায়িবুল আহকাম, বিস্ময়কর নির্দেশ, সকল মু'জিযার উপর চ্যালেঞ্জময় এর মু'জিযা, সর্বোত্তম শিষ্টাচার, পরকালীন জীবন-জিন্দেগী ও অবস্থার উপর ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং জান্নাতের সুখ-সামগ্রীর উপর অতীব নির্ভরযোগ্য প্রতিশ্রুতি সম্বলিত বর্ণনা বিশ্বজাতির কাছে তুলে ধরো।

٢١٦٦ ـ[٥٨] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

২১৬৬-[৫৮] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন : সলাতে কুরআন পাঠ সলাতের বাইরে কুরআন পাঠের চেয়ে উত্তম। সলাতের বাইরে কুরআন পড়া, তাসবীহ ও তাকবীর পড়ার চেয়ে উত্তম। আর তাসবীহ পড়া দান করা হতে উত্তম। দান করা (নাফ্‌ল) সওম হতে উত্তম। আর সওম হলো জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢাল। (ইমাম বায়হাক্বী তাঁর শু'আবুল ঈমান-এ বর্ণনা করেছেন)[২১১]

ব্যাখ্যা : সলাতের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত বাহিরে কুরআন তিলাওয়াত হতে উত্তম। এ সলাত ফার্‌য, নাফ্‌ল যাই হোক না কেন। কেননা এটি অন্য একটি 'ইবাদাতের সাথে মিলিত হয়ে শক্তিমান হয়েছে। সলাত হলো রবের সাথে মুনাজাত করা বা কানে কানে গোপন কথা বলা এবং মানুষের শারীরিক 'ইবাদাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'ইবাদাত। সুতরাং সেখানে ক্বিরাআত পাঠ করা নিঃসন্দেহে আল্লাহর নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা।

আবার সলাতের বাহিরে কুরআন তিলাওয়াত তাসবীহ-তাকবীরের চেয়ে উত্তম যদিও ঐ তাকবীর ও তাসবীহ পাঠ সলাতের ভিতরে হয়।

তাসবীহ ও তাকবীর বা অনুরূপ বিষয়গুলো দ্বারা উদ্দেশ্য যাবতীয় যিক্‌র-আযকার। এগুলো থেকে কুরআন তিলাওয়াতের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হলো এটি আল্লাহর কালাম। এতে রয়েছে আল্লাহর হুকুম-আহকাম, সুতরাং তা শ্রেষ্ঠ।

---

[২১১] **য'ঈফ :** শু'আবুল ঈমান ২০৪৯, য'ঈফ আল জামি' ৪০৮২। কারণ এর সানাদে রাবী ফুযায়ল ইবনু সুলায়মান-কে সহীহায়ন ছাড়া অন্য বর্ণনায় জমহূর দুর্বল বলেছেন আর বানী মাখযূম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি একজন মাজহূল (অপরিচিত) রাবী ।

কেউ কেউ বলেছেন, তাসবীহ, তাকবীর, তাহমীদ, তাহলীল ইত্যাদি হলো কুরআনের ক্ষুদ্র অংশমাত্র আর তিলাওয়াত তা নয়। সুতরাং তিলাওয়াত তাসবীহ-তাহলীল থেকে শ্রেষ্ঠ। এজন্যই সলাতের মধ্যে ক্বিয়াম রুকূ‘-সাজদাহ্ ইত্যাদি থেকে বেশী ফাযীলাতপূর্ণ; আর সেটা এ বিচারে যে, ক্বিয়ামের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াতের স্থান বা সুযোগ রয়েছে। এগুলো অনির্দিষ্ট যিক্‌র এর ক্ষেত্রে বলা হয়েছে অন্যথায় সুনির্দিষ্ট যিক্‌র-আযকার কখনো কখনো কুরআন তিলাওয়াতের চেয়েও উত্তম যেমন ফার্‌য সলাত আদায়ের পর হাদীসে বর্ণিত নির্ধারিত যিক্‌র-আযকার।

যিক্‌র-আযকার সদাক্বাহ্ থেকে উত্তম, এর ব্যাখ্যায় বলা হয় সকর্মক ‘ইবাদাত ‘ইবাদাতে লাযেমা বা অকর্মক ‘ইবাদাত থেকে উত্তম, কিন্তু এ হুকুম আল্লাহর যিক্‌র বাদে অন্যান্য ‘ইবাদাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মুল্লা ‘আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, সদাক্বাহ্ দ্বারা নিস্‌ক সদাক্বায়ে মালী উদ্দেশ্য। আবার বলা হয়েছে সদাক্বাহ্ সওম থেকে উত্তম। এ সওম বলতে নাফ্‌ল সওম উদ্দেশ্য। তাও অবস্থাভেদে, সর্বসময়ের জন্য নয়। কেননা সওমের ব্যাপারে হাদীসে বলা হয়েছে আদাম সন্তানের সকল ‘আমালের বিনিময় দশগুণে বর্ধিত করে দেয়া হয় তবে সওম ব্যতীত। আল্লাহ বলেন, কেননা সওম আমার জন্যই রাখা হয়। সুতরাং আমি নিজেই সেটার প্রতিদান প্রদান করব।

এ উত্তমতা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার্য। যেমন স্থান-কাল-পাত্র রয়েছে, ঠিক তেমনি ‘ইবাদাতের বিভিন্ন বিভাগও রয়েছে। যেমন কোন্‌টি ‘ইবাদাতে বাদানী– যা দৈহিক ‘ইবাদাত (যেমন- সলাত, সিয়াম), কোন্‌টি ‘ইবাদাতে মালী বা আর্থিক ‘ইবাদাত (যেমন- হাজ্জ, যাকাত), আবার কোন্‌টি উভয়ের সমন্বয়ে সম্পাদিত হয়ে থাকে।

(اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ) সওম হলো ঢাল, এর অর্থ হলো তা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষাকারী। অর্থাৎ- দুনিয়ার যে সমস্ত জিনিস মানুষকে আল্লাহর শাস্তি এবং ‘আযাবের দিকে নিয়ে যাবে সওম সেখানে ঢাল হিসেবে তাকে রক্ষা করবে।

٢١٦٧ - [٥٩] وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «قِرَاءَةُ الرَّجُلِ الْقُرْاٰنَ فِيْ غَيْرِ الْمُصْحَفِ أَلْفُ دَرَجَةٍ وَقِرَاءَتُهٗ فِي الْمُصْحَفِ تُضَعَّفُ عَلٰى ذٰلِكَ إِلٰى أَلْفَيْ دَرَجَةٍ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيمَانِ.

২১৬৭-[৫৯] ‘উসমান ইবনু ‘আবদুল্লাহ ইবনু আওস আস্ সাক্বাফী (রহঃ) তাঁর দাদা আওস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তির মাসহাফ ছাড়া (অর্থাৎ- কুরআন দেখা ছাড়া) মুখস্থ কুরআন পড়া এক হাজার গুণ মর্যাদা সম্পন্ন। আর কুরআন মাসহাফে পড়া (অর্থাৎ- কুরআন খুলে দেখে দেখে পড়া) মুখস্থ পড়ার দু’ গুণ থেকে দু’ হাজার গুণ পর্যন্ত মর্যাদা রাখে। (বায়হাক্বী- শু‘আবুল ঈমান)[২১২]

ব্যাখ্যা : না দেখে মুখস্থ কুরআন তিলাওয়াতকারীর মর্যাদা বা সাওয়াব এক হাজার গুণ, কিন্তু দেখে কুরআন পাঠের সাওয়াব হলো তার দ্বিগুণ অর্থাৎ- দু’ হাজার গুণ। এটা এজন্য যে, কিতাবের দিকে তাকে তাকাতে হয়, নযর করতে হয়, তা বহন করতে হয়, নাড়াচাড়া করতে হয় ইত্যাদি। কেউ কেউ বলেছেন, এটা

---

[২১২] **য‘ঈফ :** মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৬০১, য‘ঈফ আল জামি‘ ৪০৮১, শু‘আবুল ঈমান ২০২৬। কারণ এর সানাদে আবূ সা‘ঈদ ইবনু ‘উয একজন দুর্বল রাবী আর ‘উসমান ‘আবদুল্লাহ ইবনু আওস একজন সদূক্ব রাবী হলেও তার দাদার সাক্ষাৎ পাওয়া নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

এজন্য যে, মুখস্থ পড়ার চেয়ে দেখে পড়া কঠিন এবং এতে অন্তর অধিক ভীত হয়। ইমাম নাবাবী তার আল আয্‌কার গ্রন্থে বলেছেন : "আমাদের সাথীগণ কুরআনুল কারীমকে মুখস্থ পড়ার চেয়ে দেখে পড়া উত্তম মনে করেন; সহাবী তথা সালাফে সালিহীনদের প্রসিদ্ধ মত এটাই। অবশ্য এটা মুত্বলাক্ব বা সাধারণ কথা নয়, কেননা যদি মুখস্থ পাঠকারী আল কুরআনের অর্থ অনুধাবন পূর্বক, তাতে গভীর চিন্তা-ভাবনাপূর্বক এবং অন্তরের দৃঢ়তা ও স্থিরতা নিয়ে মুখস্থ তিলাওয়াত করেন তবে তা অবশ্যই উত্তম। কিন্তু সমান সমান গুণাবলী নিয়ে যদি কুরআন দেখে দেখে পাঠ করা হয় তবে তা নিঃসন্দেহে আরো উত্তম।

٢١٦٨ ـ [٦٠] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ». قِيلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا جِلَاؤُهَا؟ قَالَ: «كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ». رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثَ الْأَرْبَعَةَ فِيْ شُعَبِ الْإِيمَانِ.

২১৬৮-[৬০] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : নিশ্চয় হৃদয়ে মরিচা ধরে, যেভাবে পানি লাগলে লোহায় মরিচা ধরে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! এ মরিচা দূর করার উপায় কী? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করা ও কুরআন তিলাওয়াত করা। (উপরে বর্ণিত এ চারটি হাদীস ইমাম বায়হাক্বী তাঁর "শু'আবুল ঈমান"-এ বর্ণনা করেছেন)[২১৩]

ব্যাখ্যা : মানুষের অন্তরের জমাকৃত পাপকে লোহার মরিচার সাথে সাদৃশ্য দেয়া হয়েছে। লোহায় পানি বা আর্দ্রতা স্পর্শ করলে তা ধীরে ধীরে লালচে মরিচা যুক্ত হয়ে যায়। লোহার ঐ মরিচা দূর করার জন্য রেত ইত্যাদি যন্ত্র রয়েছে যা ছুরি, চাকু ইত্যাদির মুখকে চকচকে করে ফেলে, অনুরূপভাবে ক্বল্‌ব বা অন্তর পরিষ্কার করার যন্ত্র হলো অধিক হারে মৃত্যুকে স্মরণ করা এবং কুরআন তিলাওয়াত করা।

٢١٦٩ ـ [٦١] وَعَنْ أَيْفَعَ بْنِ عَبْدِ الْكَلَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ سُورَةِ الْقُرْاٰنِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ قَالَ: فَأَيُّ اٰيَةٍ فِي الْقُرْاٰنِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: اٰيَةُ الْكُرْسِيِّ ﴿اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ قَالَ: فَأَيُّ اٰيَةٍ يَا نَبِيَّ اللهِ تُحِبُّ أَنْ تُصِيبَكَ وَأُمَّتَكَ؟ قَالَ: «خَاتِمَةُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَإِنَّهَا مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالٰى مِنْ تَحْتِ عَرْشِهِ أَعْطَاهَا هٰذِهِ الْأُمَّةَ لَمْ تَتْرُكْ خَيْرًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ إِلَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

২১৬৯-[৬১] আয়ফা' ইবনু 'আবদিল কালা'ঈ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আরয করল, হে আল্লাহর রসূল! কুরআনের কোন্ সূরাহ্ বেশি মর্যাদাপূর্ণ? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, *কুল হুওয়াল্ল-হু আহাদ*। সে আবার জিজ্ঞেস করল, কুরআনের কোন্ আয়াত বেশি মর্যাদার? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আয়াতুল কুরসী– *"আল্ল-হু লা ইলা-হা ইল্লা- হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বইয়ূম"*। সে পুনরায় বলল, হে আল্লাহর নাবী! কুরআনের কোন্ আয়াত এমন, যার বারাকাত আপনার ও আপনার উম্মাতের কাছে পৌছতে আপনি

[২১৩] **য'ঈফ :** শু'আবুল ঈমান ১৮৫৯, য'ঈফাহ্ ৬০৯৬। কারণ এর সানাদে 'আবদুর রহীম ইবনু হারূন একজন মাতরূক রাবী।

ভালবাসেন? তিনি (ﷺ) বললেন, সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্'র শেষাংশ। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর 'আর্শের নীচের ভাণ্ডার হতে তা এ উম্মাতকে দান করেছেন। দুনিয়া ও আখিরাতের এমন কোন কল্যাণ নেই যা এতে নেই। (দারিমী)[২১৪]

ব্যাখ্যা : এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলেন, কুরআনের কোন্ সূরাটি সবচেয়ে বড়? রসূলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন সূরাহ্ *"কুল হুওয়াল্ল-হু আহাদ"* বা সূরাহ্ আল ইখলাস। প্রশ্নকারীর এ প্রশ্নটি ছিল তাওহীদের দিক থেকে। এ ভিত্তিতে নাবী ﷺ-এর জওয়াবও ছিল। কিন্তু এটি ঐ হাদীসের বিরোধী নয় যাতে বলা হয়েছে সূরাহ্ আল ফা-তিহাহ্ হলো আল কুরআনের সবচেয়ে বড় সূরাহ্। অথবা বলা হয় সূরাহ্ আল ফা-তিহাহ্'র পরে সূরাহ্ আল ইখলাস হলো আল কুরআনের সবচেয়ে বড় সূরাহ্। ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) বলেন, সূরাহ্ আল ফা-তিহাহ্ সবচেয়ে বড় হওয়া সংক্রান্ত সবগুলো হাদীস সহীহ, কিন্তু আল ইখলাস সংক্রান্ত হাদীসটি তা নয়।

লুম্'আত গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থে বলেন, ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, আল কুরআনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সূরাহ্ হলো সূরাহ্ আল ফা-তিহাহ্, এ শ্রেষ্ঠত্ব কয়েকটি দিক থেকে। (১) পবিত্র কুরআনুল কারীমের মূল উদ্দেশ্য এটাতে বিদ্যমান। (২) সলাতে সেটা পাঠ করা (সর্বসম্মতভাবে) ওয়াজীব, (কেননা সূরাহ্ আল ফা-তিহাকেই সলাত বলা হয়েছে)। পক্ষান্তরে সূরাহ্ আল ইখলাস আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ বর্ণনার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ, আয়াতুল কুরসী আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন ও চিরস্থায়ী গুণাবলী বর্ণনার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ, আর সূরাহ্ আল বাক্বারার শেষ আয়াত দু'টি আল্লাহর নিকট দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ চাওয়ার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ।

আল কুরআনের কোন্ আয়াতটি শ্রেষ্ঠ আয়াত? এ প্রশ্নের উত্তরে নাবী ﷺ বলেন, ﴿اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ...﴾ অর্থাৎ- আয়াতুল কুরসী শ্রেষ্ঠ আয়াত। লোকটি আবার যখন প্রশ্ন করলেন যে, হে আল্লাহর রসূল! আল কুরআনের কোন্ আয়াতটির কল্যাণ ও সাওয়াব আপনার জন্য এবং আপনার উম্মাতের জন্য পছন্দ করেন? এর উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্'র শেষ আয়াত, অর্থাৎ- ﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ...﴾ থেকে শেষ পর্যন্ত। এটা আল্লাহ তা'আলার 'আর্শে 'আযীমের নিচে রহমাতের ভাণ্ডার থেকে উৎসারিত হয়েছে, বান্দার জন্য দুনিয়া আখিরাতের সকল কল্যাণ এতে নিহিত।

٢١٧٠ـ[٦٢] وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «فِيْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ.

২১৭০-[৬২] 'আবদুল মালিক ইবনু 'উমায়র (রহঃ) হতে মুরসাল হাদীসরূপে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সূরাহ্ আল ফা-তিহার মধ্যে সকল রোগের আরোগ্য রয়েছে। (দারিমী, বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান)[২১৫]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী : "সূরাহ্ আল ফাতিহায় সকল রোগের আরোগ্য রয়েছে"। এ রোগ দৈহিক ও আত্মিক উভয়ই হতে পারে, অর্থাৎ- সূরাহ্ আল ফা-তিহাহ্ মানুষের শরীর ও রূহের সকল ব্যাধি নিরাময় করতে পারে। এমনকি সর্প দংশনের বিশ বিধ্বংসেও এটা অমোঘ চিকিৎসা।

---

[২১৪] য'ঈফ : দারিমী ৩৪২৩। কারণ প্রথমত হাদীসটি মুরসালুত্ তাবি'ঈ। আর দ্বিতীয়ত আয়ফা ইবনু 'আব্দ-এর হাদীস শুদ্ধ নয়।

[২১৫] য'ঈফ : দারিমী ৩৪১৩, য'ঈফ আল জামি' ৩৯৫১, শু'আবুল ঈমান ২১৫৪। কারণ এটি মুরসাল।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেন : কুফ্‌র, অজ্ঞতা এবং গুনাহের রোগ সহ অন্যান্য বাহ্যিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসাও এর অন্তর্ভুক্ত।

হাফিয ইবনুল ক্বইয়্যূম আল জাওযী (রহঃ) স্বীয় 'ত্বীব্বুন্ নাবী' গ্রন্থে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় সূরাহ্ আল ফা-তিহার ভূমিকা আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে বিষক্রিয়া বিনষ্টের বিষয় বিস্তারিত আলোচনা সেখানে রয়েছে। তিনি (সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত) সূরাহ্ আল ফা-তিহাহ্ দিয়ে ঝাড়ফুঁক দিয়ে সাপের বিষ নামানোর হাদীস উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও সূরাহ্ আল ফা-তিহাহ্ কোন পাত্রে লিখে তা ধুয়ে অসুস্থ ব্যক্তিকে পান করানো সংক্রান্ত বিস্তারিত মাসআলাহ্ সেখানে লিপিবদ্ধ রয়েছে, প্রয়োজনে উক্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করুন এবং দেখে নিন।

٢١٧١ - [٦٣] وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﷺ قَالَ: مَنْ قَرَأَ آخِرَ آلِ عِمْرَانَ فِيْ لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهٗ قِيَامُ لَيْلَةٍ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

২১৭১-[৬৩] 'উসমান ইবনু 'আফ্‌ফান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি রাতে সূরাহ্ আ-লি 'ইমরানের শেষের অংশ পড়বে, তার জন্য সমস্ত রাত সলাতে অতিবাহিত হবার সাওয়াব লিখা হবে। (দারিমী)[২১৬]

ব্যাখ্যা : আ-লি 'ইমরান-এর শেষ আয়াত হলো ﴿إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ...﴾ থেকে শেষ পর্যন্ত। রাতের প্রথমভাগে পড়া হোক অথবা শেষভাগে হোক তাতে কোন দোষ নেই, তবে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে যখন তাহাজ্জুদের জন্য জাগতেন তখন এ আয়াত পাঠ করতেন। এ আয়াত পাঠ করলে তার 'আমালনামায় ঐ রাতে তাহাজ্জুদ সলাতের সমপরিমাণ হওয়ার লেখা হয়।

٢١٧٢ - [٦٤] وَعَنْ مَكْحُوْلٍ قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ آلِ عِمْرَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ إِلَى اللَّيْلِ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

২১৭২-[৬৪] মাকহূল (রহঃ) বলেছেন, যে লোক জুমু'আর দিনে সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান পড়বে মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্‌তাগণ) তার জন্য রাত পর্যন্ত সলাত বা দু'আ করতে থাকবেন। (দারিমী)[২১৭]

ব্যাখ্যা : জুমু'আর দিনে যে ব্যক্তি সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান পাঠ করে মালায়িকাহ্ সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য সলাত পাঠ করে, এর অর্থ হলো মালায়িকাহ্ তার জন্য দু'আ-ইস্তিগফার করে থাকে।

٢١٧٣ - [٦٥] وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللّٰهَ خَتَمَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ بِآيَتَيْنِ أُعْطِيتُهُمَا مِنْ كَنْزِهِ الَّذِيْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَعَلَّمُوْهُنَّ وَعَلِّمُوْهُنَّ نِسَاءَكُمْ فَإِنَّهَا صَلَاةٌ وَقُرْبَانٌ وَدُعَاءٌ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مُرْسَلًا.

২১৭৩-[৬৫] জুবায়র ইবনু নুফায়র রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সূরাহ্ আল বাক্বারাকে আল্লাহ তা'আলা এমন দু'টি আয়াত দ্বারা শেষ করেছেন, যা আমাকে আল্লাহর 'আর্‌শের

[২১৬] **য'ঈফ :** দারিমী ৩৪৩৯। কারণ এর সানাদে ইবনু লাহ্‌ই'আহ্ একজন দুর্বল রাবী।

[২১৭] **মাওকূফ সহীহ :** দারিমী ৩৪৪০।

নীচের ভাণ্ডার হতে দান করা হয়েছে। তাই তোমরা এ আয়াতগুলোকে শিখবে। তোমাদের রমণীকুলকেও শিখাবে। কারণ এ আয়াতগুলো হচ্ছে রহ্‌মাত, (আল্লাহর) নৈকট্য লাভের উপায়। (দীন দুনিয়ার সকল) কল্যাণলাভের দু'আ। (মুরসালরূপে দারিমী বর্ণনা করেছেন)[২১৮]

ব্যাখ্যা : সূরাহ্ আল বাক্বারার শেষ দু'টি আয়াত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, সুতরাং প্রত্যেকের উচিত সেটা নিজে শিক্ষা করা এবং স্বীয় স্ত্রীকে শিক্ষা দেয়া। হাকিম-এর এক বর্ণনায় নিজের সন্তানদের শিক্ষা দেয়ার কথাও এসেছে। এটা 'আর্‌শে 'আযীমের নিচের বিশেষ ধন-ভাণ্ডার থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।

এ দু'টি আয়াতকে সলাত বলা হয়েছে, সলাত অর্থ এখানে 'রহ্‌মাতুন খাস্‌সাতুন', অর্থাৎ- বিশেষ রহমাত, অথবা রহমাতুন 'আযীমাতুন মহা-রহমাত। কেউ কেউ এটাকে ইস্তিগফার অর্থেও ব্যবহার করেছেন। মুল্লা 'আলী ক্বারী এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা ইস্তিগফার অর্থ হলো ক্ষমার জন্য দু'আ। এ দু'টি আয়াতকে আরো বলা হয়েছে (قُرْبَانٌ) কুর্‌বা-নুন, (وَدُعَاءٌ) ওয়া দু'আউন।

'কুরবান' এর অর্থ নিকটে হওয়া অথবা ما يتقرب به إلى الله تعالى অর্থাৎ- এমন জিনিস যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায়। কোন কোন হাদীসে قُرْبَانٌ এর স্থলে قُرْآنٌ শব্দ রয়েছে।

মোটকথা মুসল্লী এ দু'টি আয়াত সলাতে পাঠ করবে, আর সলাতের বাইরে কুরআন তিলাওয়াতকালে এ দু'টি আয়াত তিলাওয়াত করবে। দু'আকারী এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে দু'আও করবে।

٢١٧٤ -[٦٦] وَعَنْ كَعْبٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اِقْرَؤُوْا سُوْرَةَ هُوْدٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مُرْسَلًا.

২১৭৪-[৬৬] কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : জুমু'আর দিনে সূরা হূদ পড়বে। (দারিমী হতে মুরসালরূপে বর্ণিত)[২১৯]

ব্যাখ্যা : জুমু'আহ্ দিবসে সূরাহ্ হূদ পড়ার নির্দেশ হলেও কোন সাওয়াবের উল্লেখ নেই, এ সাওয়াবের কথা হয়তো সবাই জানে অথবা এর সাওয়াব অগণিত, সুতরাং নির্দিষ্ট সংখ্যা বর্ণিত হয়নি।

٢١٧٥ -[٦٧] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ النُّوْرُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيْرِ.

২১৭৫-[৬৭] আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন সূরাহ্ আল কাহ্ফ পড়বে, তার (ঈমানের) নূর এ জুমু'আহ্ হতে আগামী জুমু'আহ্ পর্যন্ত চমকাতে থাকবে। (বায়হাক্বী- দা'ওয়াতুল কাবীর)[২২০]

ব্যাখ্যা : জুমু'আর দিনে যে সূরাহ্ আল কাহ্ফ পাঠ করবে তার নূর এক জুমু'আহ্ হতে অন্য জুমু'আহ্ পর্যন্ত আলোকজ্জ্বল হয়ে থাকবে। এ উজ্জ্বলতা তার ক্বল্‌বে হবে, না হয় তার ক্বরে হবে, অথবা তার হাশ্‌রে

[২১৮] য'ঈফ : দারিমী ৩৩৯০, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ২০৬৬, য'ঈফ আত্ তারগীব ৮৮১, য'ঈফ আল জামি' ১৬০১। কারণ এটি মুরসাল। আর এর সানাদে 'আবদুল্লাহ ইবনু সলিহ আল মিস্‌রী একজন দুর্বল রাবী ।

[২১৯] য'ঈফ : দারিমী ৩৪৪৬, য'ঈফ আল জামি' ১০৭০। কারণ এটি মুরসাল।

[২২০] সহীহ : সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৯৯৬, ইরওয়া ৬২৬, সহীহ আত্ তারগীব ৭৩৬, সহীহ আল জামি' ৬৪৭০, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৫২৬।

হবে। এ নূর কি ঐ সূরার নূর না তা সাওয়াবের নূর? কেউ বলেছেন, হিদায়াতের নূর এবং ঈমানের নূর। হিদায়াতের নূর হওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত।

'আল্লামাহ্ শাওকানী (রহঃ) বলেন, এক জুমু'আহ্ থেকে অন্য জুমু'আহ্ পর্যন্ত নূর বা আলোকদানের অর্থ হলো এ দীর্ঘ সময় তার ক্বিরাআতের প্রভাব সে পাবে এবং এ এক সপ্তাহ পর্যন্ত তার সাওয়াব সে পেতে থাকবে।

٢١٧٦ -[٦٨] وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: اِقْرَؤُوا الْمُنْجِيَةَ وَهِيَ ﴿الٓمٓ تَنْزِيْلُ﴾ فَإِن بَلَغَنِيْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَقْرَؤُهَا مَا يَقْرَأُ شَيْئًا غَيْرَهَا وَكَانَ كَثِيرَ الْخَطَايَا فَنَشَرَتْ جَنَاحَهَا عَلَيْهِ قَالَتْ: رَبِّ اغْفِرْ لَهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُكْثِرُ قِرَاءَتِيْ فَشَفَّعَهَا الرَّبُّ تَعَالٰى فِيهِ وَقَالَ: اُكْتُبُوْا لَهُ بِكُلِّ خَطِيئَةٍ حَسَنَةً وَارْفَعُوْا لَهُ دَرَجَةً.

وَقَالَ أَيْضًا: «إِنَّهَا تُجَادِلُ عَنْ صَاحِبِهَا فِي الْقَبْرِ تَقُولُ: اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتُ مِنْ كِتَابِكَ فَشَفِّعْنِيْ فِيهِ وَإِنْ لَمْ أَكُنْ مِنْ كِتَابِكَ فَامْحُنِيْ عَنْهُ وَإِنَّهَا تَكُونُ كَالطَّيْرِ تَجْعَلُ جَنَاحَهَا عَلَيْهِ فَتَشْفَعُ لَهُ فَتَمْنَعُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» وَقَالَ فِيْ ﴿تَبَارَكَ﴾ مِثْلَهُ. وَكَانَ خَالِدٌ لَا يَبِيتُ حَتّٰى يَقْرَأَهُمَا.

وَقَالَ طَاوُوسُ: فُضِّلَتَا عَلٰى كُلِّ سُوْرَةٍ فِي الْقُرْاٰنِ بِسِتِّيْنَ حَسَنَةً. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

২১৭৬-[৬৮] খালিদ ইবনু মা'দান (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা মুক্তিদানকারী সূরাহ্ 'আলিফ লাম মিম তানযীল' (সূরাহ্ আস্ সাজদাহ্) পড়ো। কেননা নির্ভরযোগ্য সূত্রে এ কথা আমার নিকট পৌঁছেছে যে, এক ব্যক্তি এ সূরাহ্ পড়ত, এছাড়া আর কোন সূরাহ্ পড়ত না। সে ছিল বড় পাপী মানুষ। এ সূরাহ্ তার ওপর ডানা মেলে বলতে থাকত, হে রব! তাকে মাফ করে দাও। কারণ সে আমাকে বেশি বেশি তিলাওয়াত করত। তাই আল্লাহ তা'আলা তার ব্যাপারে এ সূরার সুপারিশ গ্রহণ করেন ও বলে দেন যে, তার প্রত্যেক গুনাহের বদলে একটি করে নেকী লিখে নাও। তার মর্যাদা বৃদ্ধি করো।

তিনি (রাবী) আরো বলেন, এ সূরাহ্ ক্ববরে এর পাঠকের জন্য আল্লাহর নিকট নিবেদন করবে, হে আল্লাহ! আমি যদি তোমার কিতাবের অংশ হয়ে থাকি, তুমি তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করো। আর যদি আমি তোমার কিতাবের অংশ না হয়ে থাকি, আমাকে তোমার কিতাব হতে মুছে ফেলো। (অন্য বর্ণনায় আছে) তিনি বলেন, এ সূরাহ্ পাখীর রূপ ধারণ করে এর পাঠকারীর ওপর পাখা মেলে ধরবে ও তার জন্য সুপারিশ করবে। এর ফলে ক্ববর 'আযাব হতে হিফাযাত করা হবে। বর্ণনাকারী সূরাহ্ তাবা-রকাল্লাযী' (মুল্ক) সম্পর্কেও এ একই বর্ণনা করেছেন। খালিদ এ সূরাহ্ দু'টি না পড়ে ঘুমাতেন না।

ত্বাউস (রহঃ) বলেন, এ দু'টি সূরাকে কুরআনের অন্য সব সূরাহ্ হতে ষাটগুণ অধিক নেকী অর্জনের মর্যাদা দান করা হয়েছে। (দারিমী)[২২১]

[২১৭৬ নং উপরোক্ত হাদীসটি মির্'আতের মূল গ্রন্থে তিনটি আলাদা নম্বরে আনা হয়েছে]

---

[২২১] **য'ঈফ :** দারিমী ৩৪৫১, ৩৪৫৩। কারণ এর সানাদে 'আবদুল্লাহ ইবনু সলিহ একজন দুর্বল রাবী। আর এটি খালিদ ইবনু মা'দান-এর ওপর মাওকূফ।

ব্যাখ্যা : তোমরা মুক্তি দানকারী সূরাহ্ অর্থাৎ- *আলিফ-লাম-মীম, তানযীল* সূরাহ্ পাঠ করো। মুক্তি দানকারী হলো ক্ববরের 'আযাব থেকে এবং হাশ্রের শাস্তি থেকে মুক্তি দানকারী। কেউ কেউ বলেছেন, দুনিয়ার 'আযাব এবং আখিরাতের 'আযাব থেকে মুক্তিদানকারী।

বিশিষ্ট তাবি'ঈ ত্বাউস বলেন, *আলিফ লা-ম মীম তানযীল* এবং সূরাহ্ *তাবা-রকাল্লাযী*-কে অন্যান্য সকল সূরাহ্ হতে ষাটগুণ মর্যাদা বেশী দান করা হয়েছে।

ইবনু হাজার আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন, এটা ঐ হাদীসের পরিপন্থী নয় যে, সহীহ হাদীসে সূরাহ্ আল বাক্বারাকে সূরাহ্ আল ফা-তিহার পর কুরআনের সর্বোত্তম সূরাহ্ বলে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা অনেক সময় তুলনামূলক কম উত্তম বস্তুর মধ্যেও এমন কতক গুণ ও বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় যা অধিক উত্তমের মধ্যে পাওয়া যায় না। তোমরা কি দেখো না অনেক উত্তম উত্তম সূরাহ্ থাকা সত্ত্বেও বিত্র সলাতে সূরাহ্ সাব্বিহিসমা, সূরাহ্ আল কা-ফিরূন এবং সূরাহ্ আল ইখলাস পড়া উত্তম? অনুরূপ সূরাহ্ আস্ সাজদাহ্, সূরাহ্ আদ্ দাহ্র জুমু'আর দিনে ফাজ্রের সলাতে পাঠ করা অন্যান্য সূরাহ্ থেকে উত্তম?

কেউ কেউ বলেছেন ঐ দু'টি সূরাহ্ সার্বিক বিবেচনায় উত্তম নয় বরং ক্ববরের 'আযাব থেকে নিস্কৃতিদানে এবং সেটা বাধাদানে অন্যান্য সকল সূরাহ্ থেকে উত্তম।

٢١٧٧ ـ[٦٩] وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ قَالَ: بَلَغَنِيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ ﴿يٰسٓ﴾ فِيْ صَدْرِ النَّهَارِ قُضِيَتْ حَوَائِجُهٗ» رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ مُرْسَلًا.

২১৭৭-[৬৯] 'আত্বা ইবনু আবূ রবাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমার কাছে এ কথা পৌঁছেছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দিনের প্রথম অংশে সূরাহ্ ইয়াসীন পড়বে, তার সব প্রয়োজন পূর্ণ হবে। (দারিমী মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন)[২২২]

ব্যাখ্যা : 'যে ব্যক্তি দিনের শুরুভাগে সূরাহ্ ইয়া-সীন পাঠ করবে তার যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করে দেয়া হবে', এ প্রয়োজন বা হাজত দুনিয়া আখিরাতের উভয়েরই হতে পারে অথবা মুত্বলাক্ব দীনী প্রয়োজনই উদ্দেশ্য।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, ব্যক্তি দিনের শুরুতে সূরাহ্ ইয়া-সীন পাঠ করবে তার সারাদিনে যত প্রয়োজন দেখা দিবে আল্লাহ তা'আলা তা পূর্ণ করে দিবেন।

٢١٧٨ ـ[٧٠] وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ ﴿يٰسٓ﴾ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ فَاقْرَؤُوْهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ.

২১৭৮-[৭০] মা'ক্বাল ইবনু ইয়াসার আল মুযানী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে সূরাহ্ ইয়াসীন পড়বে, তার আগের গুনাহসমূহ (সগীরাহ্) মাফ করে দেয়া হবে। তাই তোমরা তোমাদের মৃত্যু (আসন্ন) ব্যক্তিদের কাছে এ সূরাহ্ পড়বে। (বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান)[২২৩]

---

[২২২] **য'ঈফ :** দারিমী ৩৪৬১। কারণ এটি মুরসাল।

[২২৩] **য'ঈফ :** শু'আবুল ঈমান ২২৩১, য'ঈফাহ্ ৬৬২৩, য'ঈফ আল জামি' ৫৭৮৫, য'ঈফ আত্ তারগীব ৮৮৪।

ব্যাখ্যা : (اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ تَعَالٰى) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, এ বাক্যের ব্যাখ্যায় বলা হয় أي طلباً لرضاه তার রেজামন্দির জন্যই, অন্য কোন উদ্দেশে নয়। মানাবী বলেন, এর অর্থ হলো আখিরাতে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন; জান্নাত অর্জন নয় এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তিও নয়। আল্লাহ তা'আলাই যদি সন্তুষ্ট হয়ে যান তাহলে তার জান্নাতের আর কি প্রয়োজন? ঠিক অনুরূপভাবে জাহান্নামেরই বা তার কিসের ভয়?

সূরাহ্ ইয়া-সীন পাঠকারীর পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, এ গুনাহ হলো সগীরাহ্ গুনাহ। মুল্লা 'আলী আল ক্বারী বলেন, আল্লাহ যাকে চাইবেন তার কাবীরাহ্ গুনাহ-ও মাফ করে দিবেন। মৃত ব্যক্তির নিকট সূরাহ্ ইয়া-সীন পড়ার অর্থ হলো মৃত পথযাত্রীর নিকট পড়া অর্থাৎ- যার মৃত্যু আসন্ন হয়েছে এমন ব্যক্তির নিকট।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেন, فاقرؤوها শব্দের মধ্যে ف বর্ণটি একটি উহ্য শর্তের জওয়াবে ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ- ইখলাসের সাথে সূরাহ্ ইয়া-সীন পাঠ করলে সমস্ত গুনাহ যখন মাফ হয়ে যায় সুতরাং মৃত্যুর মুখোমুখি ব্যক্তির নিকট সেটা পাঠ করো যাতে সে সেটা শুনতে পারে এবং তার অন্তরে ওটা জারি হতে পারে, ফলে আল্লাহ তা'আলা তার পূর্বের যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দেন।

٢١٧٩ - [٧١] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْاٰنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْاٰنِ الْمُفَصَّلُ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

২১৭৯-[৭১] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রত্যেকটি বস্তুর একটি শীর্ষস্থান রয়েছে। কুরআনের শীর্ষস্থান হলো সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্। প্রত্যেক বস্তুরই একটি 'সার' রয়েছে। কুরআনের সার হলো মুফাস্সাল সূরাহ্গুলো। (দারিমী)[২২৪]

ব্যাখ্যা : প্রত্যেকটি বস্তুর একটি চূড়া বা শীর্ষস্থান রয়েছে, "চূড়া বা শীর্ষ স্থান", এর মূলে 'আরাবীতে سَنَامٌ শব্দ রয়েছে, এর অর্থ উটের পীঠের কুঁজ, যা তার দেহের সকল অঙ্গের শীর্ষ বা চূড়ায় থাকে; সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ আল কুরআনের শীর্ষ বা চূড়া মণি। সূরাহ্ আল বাক্বারার এ শীর্ষতা তার দীর্ঘতার কারণে হতে পারে, কেননা সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ আল কুরআনের সূরাহ্গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় সূরাহ্। এতে শারী'আতের হুকুম-আহকাম খুব বেশী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, বিশেষ করে জিহাদের মতো অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি হুকুম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, سَنَامٌ হলো বস্তুর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ, সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ হলো আল কুরআনের শৃঙ্গ ও শীর্ষদেশ, এতে যত আহকাম একত্রিত হয়েছে অন্য কোন সূরায় তা হয়নি। এজন্য এ সূরাহ্ মুখস্থ করার বিশেষ ফাযীলাত ও বারাকাত রয়েছে। যে বাড়ীতে সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ পাঠ করা হয় শায়ত্বন সে বাড়ী থেকে পলায়ন করে।

অত্র হাদীসে আরো বলা হয়েছে, প্রত্যেক বস্তুর একটি সারনির্যাস রয়েছে, আর আল কুরআনের সার নির্যাস হলো মুফাস্সাল সূরাহ্সমূহ। এ মুফাস্সাল সূরাহ্সমূহে যে বিষয় বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো অন্যান্য সূরায় ইজমালীভাবে এসেছে। মুফাস্সাল হলো সূরাহ্ আল হুজুরা-ত থেকে সূরাহ্ আন্ নাস পর্যন্ত।

---

[২২৪] হাসান : দারিমী ৩৪২০।

٢١٨٠ -[٧٢] وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوْسٌ وَعَرُوْسُ الْقُرْاٰنِ الرَّحْمٰنُ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ.

২১৮০-[৭২] 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেকটি জিনিসের সৌন্দর্য আছে। কুরআনের সৌন্দর্য সূরাহ্ আর্ রহ্মা-ন। (ইমাম বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান-এ বর্ণনা করেছেন)[২২৫]

ব্যাখ্যা : নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী : "প্রত্যেক বস্তুর একটি সৌন্দর্যতা রয়েছে, আল-কুরআনের শোভা বা সৌন্দর্যতা হলো সূরাহ্ আর রহ্মা-ন।" অত্র হাদীসে عَرُوْسٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ সৌন্দর্যতা, শোভিত হওয়া, অলংকারমণ্ডিত হওয়া। সূরাহ্ আর রহ্মা-ন এর সে সৌন্দর্যতা হলো ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ "অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অবদানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে?"

মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, এ সূরায় দুনিয়া-আখিরাতের নি'আমাত এবং জান্নাতের শান্তি ও নানা আরাম-আয়েশের উপকরণের বিবরণ এখানে রয়েছে, সাথে সাথে হূরুন্'ঈন-দের অলংকার, সাজ-সজ্জা, দেহকান্তির নানা বিবরণ এখানে রয়েছে। এতে আরো রয়েছে, জান্নাতীদের অলংকার ও রেশমের নানা মূল্যবান পোষাকের বিবরণ। সুতরাং এ দিক বিবেচনায় এ সূরাটি আল কুরআনের অলংকার ও সৌন্দর্য।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেন, عَرُوْسٌ বলা হয় নারী-পুরুষের একান্তবাসকে। বিবাহোত্তর বাসর উদযাপনকে عَرُوْسٌ বলা হয়, যখন নারী-পুরুষ উভয়ে মূল্যবান পোষাক, দামী অলংকারে শোভিত হয়ে পরস্পরে সাক্ষাৎ লাভ করে থাকে।

٢١٨١ -[٧٣] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْوَاقِعَةِ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَدًا». وَكَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ يَأْمُرُ بَنَاتَهٗ يَقْرَأْنَ بِهَا فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ.

২১৮১-[৭৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে "সূরাহ্ আল ওয়াক্বি'আহ্" তিলাওয়াত করবে, সে কখনো অভাব অনটনে পড়বে না। বর্ণনাকারী 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ তাঁর কন্যাদেরকে প্রত্যেক রাতে এ সূরাহ্ তিলাওয়াত করতে বলতেন। (ইমাম বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান-এ বর্ণনা করেছেন)[২২৬]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের ব্যাখ্যায় মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, অভাব এবং দারিদ্র্যতা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যদি অভাব এসেই পড়ে তবে তাকে সবরে জামীল দান করা হবে। আর এর বিনিময়ে তাকে মহান পুরস্কারের ওয়া'দা দেয়া হয়। অথবা এর অর্থ হলো তাকে কখনো অন্তরের অভাবী করা হবে না, (বলা হয় অন্তরের ধনীই প্রকৃত ধনী)। যখন তার অন্তরের প্রশস্ততা দান করা হবে এবং তার রবের মারিফাত ও তার ওপর তাওয়াক্কুলের শক্তি দান করা হবে, তখন সে তার সকল কর্ম আল্লাহর দিকে সোপর্দ করবে এবং আল্লাহর দেয়া অবস্থাকে হাসি মনে গ্রহণ করে নিতে পারবে। ফরে তার অভাব আর অভাব মনে হবে না।

---

[২২৫] মাওযূ' : শু'আবুল ঈমান ২২৬৫, য'ঈফাহ্ ১৩৫০, য'ঈফ আল জামি' ৪৭২৯। কারণ এর সানাদে আহমাদ ইবনু আল হাসান মুনকারুল হাদীস, আবূ 'আবদুর রহমান আস্ সুলামী খুবই দুর্বল এবং 'আলী ইবনুল হুসায়ন একজন মিথ্যুক রাবী।

[২২৬] য'ঈফ : শু'আবুল ঈমান ২২৬৯, য'ঈফাহ্ ২৮৯, য'ঈফ আল জামি' ৫৭৭৩। কেননা এর সানাদে আবূ তুয়বাহ্ একজন মাজহূল রাবী।

٢١٨٢ -[٧٤] وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ هٰذِهِ السُّورَةَ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ.

২১৮২-[৭৪] 'আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সূরাহ্ *"সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল আ'লা-"* ভালবাসতেন। (আহ্‌মাদ)[২২৭]

ব্যাখ্যা : 'নাবী ﷺ সূরাহ্ আল আ'লা-কে ভালবাসতেন', এর ব্যাখ্যায় মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, সহীহুল বুখারী সহ অন্যান্য গ্রন্থে ''উমার রাঃ কর্তৃক বর্ণিত ঐ হাদীস যাতে নাবী ﷺ সূরাহ্ আল ফাত্‌হ সম্পর্কে বলেছেন, (هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس) ঐ সূরাটি আমার নিকট পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয়; সূরাহ্ আল আ'লা-এর প্রতি ভালবাসা ঐ সূরাহ্ আল ফাত্‌হ-এর প্রতি ভালবাসার সাথে অতিরিক্ত ভালবাসা হিসেবে এবং তারই সমকক্ষ ভালবাসা হিসেবে বিবেচিত হবে। কেননা সূরাহ্ আল ফাত্‌হ-কে অতিরিক্ত ভালবাসার কারণ হলো এতে রয়েছে মাক্কাহ্ বিজয়ের সুসংবাদ এবং মাগফিরাতের ইশারা আর সূরাহ্ আল আ'লা-য় রয়েছে সকল কঠিন কাজকে সহজ করে দেয়ার ওয়া'দা, এজন্য নাবী ﷺ বিত্‌র সলাতের প্রথম রাক্'আতে সর্বদাই সেটা পাঠ করতেন।

অথবা নাবী ﷺ-এর এ সূরাটি ভালবাসার কারণ হলো এ আয়াতটি : ﴿إِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولٰى ۝ صُحُفِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوسٰى﴾ এটি আহ্‌লে কিতাব ও মুশরিকদের ওপর এ কথার সাক্ষ্য দানকারী যে আল কুরআন হাক্ব বা সত্য এবং মানবমণ্ডলীর জীবন পথের প্রামাণ্য দলীল।

٢١٨٣ -[٧٥] وَعَن عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَقْرِئْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ: اقْرَأْ ثَلَاثًا مِنْ ذَوَاتِ ﴿الر﴾ فَقَالَ: كَبُرَتْ سِنِّيْ وَاشْتَدَّ قَلْبِيْ وَغَلُظَ لِسَانِيْ قَالَ: فَاقْرَأْ ثَلَاثًا مِنْ ذَوَاتِ ﴿حمٓ﴾ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهٖ. قَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَقْرِئْنِيْ سُوْرَةً جَامِعَةً فَأَقْرَأَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾ حَتّٰى فَرَغَ مِنْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيْدُ عَلَيْهَا أَبَدًا ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «أَفْلَحَ الرُّوَيْجِلُ» مَرَّتَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ.

২১৮৩-[৭৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র রাঃ বলেন, এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর নিকট এসে আরয করল, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন, *আলিফ্ লা-ম রা-* সম্পন্ন সূরাগুলো হতে তিনটি সূরাহ্ পড়বে। সে ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি বুড়ো হয়ে গেছি। আমার 'ক্বল্‌ব' কঠিন ও 'জিহ্বা' শক্ত হয়ে গেছে (অর্থাৎ- আমার মুখস্থ হয় না)। তখন তিনি (ﷺ) বললেন : তাহলে তুমি *হা-মীম* যুক্ত সূরাগুলোর মধ্যকার তিনটি সূরাহ্ পড়বে। আবার সে ব্যক্তি আগের জবাবের মতো জবাব দিলো। তারপর বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে আপনি পরিপূর্ণ অর্থবহ একটি সূরাহ্ শিখিয়ে দিন। রসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাকে 'সূরাহ্ ইযা- যুলযিলাত' শেষ পর্যন্ত পড়িয়ে দিলেন। তখন সে ব্যক্তি বলল, যিনি আপনাকে সত্য

[২২৭] **খুবই দুর্বল :** আহমাদ ৭৪২, য'ঈফাহ্ ৪২৬৬, য'ঈফ আল জামি' ৪৫৪২। কারণ এর সানাদে সুওয়ার ইবনু আবী ফাখিতাহ্ একজন দুর্বল রাবী।

নাবী করে পাঠিয়েছেন, তাঁর শপথ, আমি (আপনার শিখানো) সূরার উপর কখনো আর কিছু বাড়াব না। এরপর লোকটি ওখান থেকে চলে গেল। এ সময় রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, লোকটি সফলতা লাভ করল, লোকটি সফলতা লাভ করল। (আহ্‌মাদ ও আবূ দাউদ)[২২৮]

ব্যাখ্যা : আগন্তুক লোকটির নাম জানা যায়নি, সে গ্রাম্য লোক ছিল তাই হয়তো তার নাম জানা ছিল না। তার কুরআন শিক্ষার আবেদনের প্রেক্ষিতে নাবী ﷺ তাকে *যাওয়াতুর্ রা-* বা *আলিফ্ লা-ম রা-* দ্বারা শুরু তিনটি সূরাহ্ শিক্ষার কথা বললেন। এ অক্ষর দ্বারা শুরুকৃত সূরাহ্ মোট পাঁচটি। যথা– (১) সূরাহ্ ইউনুস, (২) সূরাহ্ হূদ, (৩) সূরাহ্ ইউসুফ, (৪) সূরাহ্ ইব্‌রা-হীম এবং (৫) সূরাহ্ আল হিজ্‌র।

লোকটি তার বার্ধক্যের কথা উল্লেখ করে বললেন যে, আমার অন্তর কঠিন এবং জিহ্বা শক্ত হয়ে গেছে, এগুলো মুখস্থ করতে পারব না। তখন নাবী ﷺ তাকে হা-মীম সম্বলিত তিনটি সূরাহ্ অর্থাৎ- যে সূরার শুরুতে হা-মীম রয়েছে তা পড়ার কথা বললেন। হা-মীম ওয়ালা সূরাহ্ মোট সাতটি, যথা- (১) সূরাহ্ গাফির (আল মু'মিন), (২) সূরাহ্ ফুস্‌সিলাত, (৩) সূরাহ্ আশ্ শূরা-, (৪) সূরাহ্ যুখরুফ, (৫) সূরাহ্ আদ্ দুখান, (৬) সূরাহ্ আল জা-সিয়াহ্ এবং (৭) সূরাহ্ আল আহ্‌ক্বা-ফ। এগুলোকেই হাদীসের ভাষায় যাওয়াতু হা-মীম বলা হয়। লোকটি পূর্বের ন্যায় আপত্তি জানালেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে একটি জামি', অর্থাৎ- ব্যাপক অর্থবোধক সূরাহ্ শিখিয়ে দিন। সুনানু আবী দাউদ ও আহমাদ-এর বর্ণনায় নাবী ﷺ তাকে তিন মুসাব্বাহাত সূরাহ্ শিক্ষার কথা বললেন। মুসাব্বাহাত ঐ সূরাগুলোকে বলা হয় যার শুরু التسبيح-এর মাদ্দাহ বা মূল ধাতু থেকে গঠিত শব্দ দ্বারা করা হয়েছে। এটাও সাতটি সূরাতে আনা হয়েছে। লোকটি সবকিছুতেই অপারগতা প্রকাশ করলে নাবী ﷺ তাকে সূরাহ্ "ইযা- যুল্‌যিলাত" পড়তে বললেন। লোকটি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যেন এমন একটি বিষয় চাচ্ছিলেন যা 'আমাল সহজ কিন্তু তার মাধ্যমেই তিনি সফলতা লাভ করতে পারেন। এজন্য তিনি বলেছিলেন আমাকে একটি ব্যাপক অর্থবোধক সূরাহ্ শিক্ষা দিন। এ সূরার মধ্যে এমন একটি অধিক অর্থ ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত আয়াত আছে যার চেয়ে অধিক অর্থবোধক আয়াত অন্য কোথাও নেই। সেটি হলো :

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾

"যে ব্যক্তি এক যার্‌রা বা অণু পরিমাণ নেকীর কাজ করবে সে তাও দেখতে পাবে।"

(সূরাহ্ আয্ যিলযা-ল ৯৯ : ৮)

এ অসীম বৈশিষ্ট্যের কারণে নাবী ﷺ তাকে এ সূরাটি সম্পূর্ণ পড়িয়ে শুনালেন।

লোকটি শপথ করে করে বলল, আমি কখনো এর বেশী করব না, এ শপথ ছিল তাকীদ এবং দৃঢ়তা প্রকাশার্থে যা মূলত বায়'আত ও প্রতিশ্রুতির অর্থে ব্যবহৃত রয়েছে। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হলো "আমি যা শুনলাম সেটা আমার জন্য যথেষ্ট", এরপর আমি কিছু শুনতে পারি অথবা না পারি তাতে আমার কোন পরোয়া নেই। লোকটি চলে যেতে লাগলে নাবী ﷺ-এর মন্তব্য "লোকটি সফলকাম", সফলকামের অর্থ হলো কৃতকার্য হওয়া, উদ্দেশ্য হাসিল করা, কামিয়াব হওয়া।

রসূলুল্লাহ ﷺ এ বাক্যটি দু'বার বলেছেন, তাকীদ হিসেবে অর্থাৎ- কথাটির গুরুত্ব বুঝানোর জন্য। অথবা একবার বলেছেন, দুনিয়ার সফলতার জন্য, আরেকবার আখিরাতের সফলতা বুঝানোর জন্য।

---

[২২৮] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ১৩৯৯, আহমাদ ৬৫৭৫, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ৩৯৬৪, শু'আবুল ঈমান ২২৮২। কারণ এর সানাদে রাবী 'ঈসা ইবনু হিলাল আস্ সদাফী একজন অপ্রসিদ্ধ রাবী।

٢١٨٤ -[٧٦] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «أَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ أَلْفَ ايَةٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ؟» قَالُوا: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْرَأَ أَلْفَ ايَةٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ؟ قَالَ: أَمَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ.

২১৮৪-[৭৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) একদিন বললেন, তোমাদের কেউ কি দৈনিক (কুরআনের) এক হাজার আয়াত করে পড়তে পারে? সহাবীগণ বললেন, কে আছে দৈনিক (কুরআনের) এক হাজার আয়াত করে পড়তে পারে? তিনি (ﷺ) তখন বললেন, তাহলে তোমাদের কেউ কি প্রত্যহ 'সূরাহ্ আল হা-কুমুত্ তাকা-সুর' পড়তে পারে না? (বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান)[২২৯]

ব্যাখ্যা : এ প্রশ্নের অর্থ হলো প্রত্যেকের পক্ষে নিয়মিত এক হাজার আয়াত প্রতিদিন তিলাওয়াত সম্ভব হবে না। তবে তোমাদের কেউ কি প্রত্যহ সূরাহ্ আত্ তাকা-সুর তিলাওয়াত করতে পারবে না? হ্যাঁ, তা তো অবশ্যই পারবে, এ সূরাহ্ তিলাওয়াত হবে এক হাজার আয়াত তিলাওয়াতের (সাওয়াবের) স্থলাভিষিক্ত। অথবা এ সূরাহ্ পরকালীন হিসাবের প্রতি উৎসাহিত করা এবং দুনিয়া বিরাগী হওয়ার ক্ষেত্রে এক হাজার আয়াতের সমতুল্য।

٢١٨٥ -[٧٧] وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ﴾ عَشَرَ مَرَّاتٍ بُنِيَ لَهٗ بِهَا قَصْرٌ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ قَرَأَ عِشْرِينَ مَرَّةً بُنِيَ لَهٗ بِهَا قَصْرَانِ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثِينَ مَرَّةً بُنِيَ لَهٗ بِهَا ثَلَاثَةُ قُصُورٍ فِي الْجَنَّةِ». فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِذًا لَنُكَثِّرَنَّ قُصُورَنَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «اللّٰهُ أَوْسَعُ مِنْ ذٰلِكَ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

২১৮৫-[৭৭] সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব (রহঃ) মুরসাল হাদীসরূপে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তি সূরাহ্ কুল হুওয়াল্ল-হু আহাদ' দশবার পড়ে, বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরি করা হবে। যে ব্যক্তি বিশবার পড়বে তার জন্য দু'টি। আর যে ব্যক্তি ত্রিশবার পড়বে তার জন্য জান্নাতে তিনটি প্রাসাদ তৈরি করা হবে। এ কথা শুনে 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ, হে আল্লাহর রসূল! যদি তা-ই হয় তাহলে তো আমরা অনেক প্রাসাদ লাভ করব। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, আল্লাহর রহ্‌মাত এর চেয়েও অধিক প্রশস্ত (এতে বিস্ময়ের কিছু নেই হে 'উমার!)। (দারিমী)[২৩০]

ব্যাখ্যা : সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব একজন বিখ্যাত তাবি'ঈ ছিলেন। তিনি সহাবীর নাম উল্লেখ না করে হাদীসটি মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম সুয়ূত্বী উল্লেখ করেছেন, মুরসাল হাদীসসমূহের মধ্যে সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহঃ)-এর হাদীস হলো আসাহুল মারাসীল। ইমাম হাকিম (রহঃ) অনুরূপ কথা বলেছেন,

[২২৯] **য'ঈফ :** মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ২০৮১, শু'আবুল ঈমান ২২৮৭, য'ঈফ আত্ তারগীব ৮৯১। কারণ এর সানাদে 'উকুবাহ্ একজন অপ্রসিদ্ধ রাবী।

[২৩০] **য'ঈফ :** দারিমী ৩৪৭২। কারণ এর সানাদটি মুরসাল।

কেননা তিনি হলেন একজন সহাবীর সন্তান। তিনি দশজন সহাবীকে পেয়েছিলেন, হিজাযের শ্রেষ্ঠ স্বপ্ত ফকীহের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। ইমাম মালিক (রহঃ) এ স্বপ্ত ফকীহের ইজমাকে গোটা উম্মাতের ইজমা হিসেবে মনে করেছেন। মুতাক্বদ্দিমীন 'উলামাগণ যখন গভীর অনুসন্ধান এবং গবেষণায় লিপ্ত হয়েছেন তখন সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহঃ)-এর মারাসিল-এর একাধিক সহীহ (মুত্তাসিল) সানাদ পেয়ে গেছেন। সুতরাং মুরসাল হাদীস গ্রহণের শর্তসমূহ অন্যের জন্য প্রযোজ্য, সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব-এর বেলায় নয়। দশবার সূরাহ্ আল ইখলাস পাঠ করলে তার বিনিময় তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ বা বালাখানা তৈরি করা হয়, বিশবার পাঠ করলে দু'টি এবং ত্রিশবার পাঠ করলে তিনটি বালাখানা তৈরি করা হয়, এভাবে প্রতি দশে একটি করে বালাখানা তৈরি হয়। ''উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কথা "তাহলে আমরা তো অনেক বালাখানার অধিকারী হব"। এর ব্যাখ্যায় 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হলো প্রতি দশবার পাঠে যখন একটি বালাখানা পাওয়া যাবে তাহলে আমরা অধিক পাঠ করে আমাদের বালাখানা এতো বেশী বাড়িয়ে নেব যার কোন সীমা থাকবে না, আর জান্নাতে কোন জায়গাই বাকী রাখব না।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তরে বললেন, আল্লাহ আরো প্রশস্তময়, এর অর্থ হলো আল্লাহর রহমাত, কুদরত আরো প্রশস্ত। সুতরাং তোমার আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। লুম্'আত গ্রন্থকার বলেন, 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর উদ্দেশ্য হলো অধিক সাওয়াবের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা।

٢١٨٦ - [٧٨] وَعَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ فِيْ لَيْلَةٍ مِائَةَ اٰيَةٍ لَمْ يُحَاجِهِ الْقُرْاٰنُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَمَنْ قَرَأَ فِيْ لَيْلَةٍ مِائَتَيْ اٰيَةٍ كُتِبَ لَهٗ قُنُوْتُ لَيْلَةٍ وَمَنْ قَرَأَ فِيْ لَيْلَةٍ خَمْسَمِائَةٍ إِلَى الْأَلْفِ أَصْبَحَ وَلَهٗ قِنْطَارٌ مِنَ الْأَجْرِ». قَالُوْا: وَمَا الْقِنْطَارُ؟ قَالَ: «اِثْنَا عَشَرَ أَلْفًا». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

২১৮৬-[৭৮] হাসান বাসরী (রহঃ) মুরসালরূপে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতে (কুরআনের) একশ'টি আয়াত পড়বে, ওই রাতে কুরআন তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন করবে না। আর যে ব্যক্তি রাতে দু'শত আয়াত পড়বে, তার জন্য এক রাতের 'ইবাদাতের সাওয়াব লিখা হবে। আর যে ব্যক্তি রাতে পাঁচশ' হতে এক হাজার আয়াত পর্যন্ত পড়বে ভোরে উঠে সে এক 'ক্বিন্ত্বার' সাওয়াব পাবে। তারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! এক 'ক্বিন্ত্বার' কী? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জবাব দিলেন, বারো হাজার দীনার সমান ওজন। (দারিমী)[২৩১]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটিও হাসান বাসরী (রহঃ) মুরসালভাবে রিওয়ায়াত করেছেন।

একশত আয়াত কোন রাতে তিলাওয়াত করলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে না, এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা তাকে রাতে কুরআন না পড়ার অভিযোগ অথবা কম পড়ার অভিযোগে কোন শাস্তি দিবেন না এবং কুরআনের হাক্ব আদায় না করা সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করবেন না। অর্থাৎ- একশত আয়াত তিলাওয়াত করলে রাতকালীন তার ওপর কুরআন তিলাওয়াতের হাক্ব আদায় হয়ে যাবে।

কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ক্বিয়ামুল লায়ল-এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করা। 'আল্লামাহ্ মুনযিরী এবং হায়সামী যথাক্রমে আত্ তারগীব এবং মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ গ্রন্থে এ হাদীস ক্বিয়ামুল লায়ল অধ্যায়ে এনে তার প্রমাণ দিয়েছেন।

[২৩১] য'ঈফ : দারিমী ৩৫০২। কারণ এর সানাদটি মুরসাল।

দু'শত আয়াত পাঠ করলে তাকে রাতের 'ইবাদাতকারী হিসেবে লেখা হবে, এর অর্থ রাতে ক্বিয়ামুল লায়ল, কুরআন তিলাওয়াত সহ যাবতীয় নৈশ 'ইবাদাতকারী হিসেবে লেখা হবে। সকালে সে এর সাওয়াব পাবে এক কিনত্বার পরিমাণ।

লুম্'আত গ্রন্থকার বলেন, কিন্ত্বার হলো চল্লিশ উকিয়্যাহ্ স্বর্ণের সমপরিমাণ অথবা একহাজার দু'শত দীনার এর সমপরিমাণ, অথবা এক টাকশাল পরিমাণ স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য। যাই হোক উদ্দেশ্য হলো বিপুল পরিমাণ সাওয়াবের আধিক্যতা বুঝানোর জন্যই কিন্ত্বার শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে কিনত্বার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, কিন্ত্বার হলো বারো হাজার দীনার এর সমপরিমাণ। সহীহ ইবনু হিব্বানে আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে একটি মারফূ' হাদীসে আছে যে, ক্বিনত্বার হলো বারো হাজার উক্বিয়্যার সমপরিমাণ।

(١) بَابٌ [اٰدٰبُ التِّلَاوَةِ وَدُرُوْسُ الْقُرْاٰنِ]

অধ্যায়-১ : (কুরআন অধ্যয়ন ও তিলাওয়াতের আদব)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢١٨٧ ـ [١] عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «تَعَاهَدُوا الْقُرْاٰنَ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الْإِبِلِ فِيْ عُقُلِهَا». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২১৮৭-[১] আবূ মূসা আল আশ্'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা সবসময় কুরআনের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। যাঁর হাতে আমার জীবন নিহিত, তাঁর শপথ, নিশ্চয় কুরআন সিনা হতে এত তাড়াতাড়ি বের হয়ে যায় যে, উটও তত তাড়াতাড়ি নিজের রশি ছিঁড়ে বের হয়ে যেতে পারে না। (বুখারী, মুসলিম)[২৩২]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী : (تَعَاهَدُوا الْقُرْاٰنَ) কুরআন পাঠে তোমরা যত্নবান হও, কুরআনের প্রতি লক্ষ্য রাখ, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হও।

এ বাক্যের تَعَاهَدُ শব্দটি تعهد রূপে تفقد বা অনুসন্ধান এর অর্থ প্রদান করেছে। সুতরাং পূর্ণ বাক্যের অর্থ যেন এরূপ হয়েছে :

تفقدوه وراعوه بالمحافظة وواظبوا على قراءته وداوموا على تكرار دراسته.

অর্থাৎ- তোমরা কুরআনের প্রতি অনুসন্ধানী হও, তার হিফ্যের প্রতি যত্নবান হও, আর সদা-সর্বদা তিলাওয়াতে অভ্যস্ত হও এবং তার পাঠ-পঠন অব্যাহত রাখ, যাতে তা ভুলে না যাওয়া হয়।

---

[২৩২] **সহীহ :** বুখারী ৫০৩৩, মুসলিম ৭৯১, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৮৫৬৯, শু'আবুল ঈমান ১৮০৯, সহীহ আত্ তারগীব ১৪৪৭, সহীহ আল জামি' ২৯৫৬।

'আল্লামাহ্ তুরবিশ্তী (রহঃ) বলেন, عهد এবং تعاهد উভয়ের অর্থ হলো التحفظ بالشيء অর্থাৎ- কোন বস্তু দ্বারা কোন বস্তুর হিফাযাত করা। আর تجديد العهد به এর এখানে অর্থ হলো তিলাওয়াত এবং ক্বিরাআতের মাধ্যমে তা হিফাযাতের উপদেশ প্রদান করা যাতে স্মরণ থেকে ঐ কুরআন বিস্মৃত না হয়।

উট একটি পলায়নপর প্রাণী, একে বেঁধে না রাখলে পালিয়ে যায়। কুরআনুল কারীমকে রশিতে বাঁধা পলায়নপর উটের সাথে তুলনা করা হয়েছে। 'ইক্বাল বলা হয় উটের হাঁটু বাঁধার রশিকে উট যখন বসে তখন তার মোড়ানো হাঁটুকে বেঁধে রাখা হয় ফলে সে আর পালাতে পারে না। আল কুরআনের ধারক বা কুরআন পাঠকারীর অবস্থা এই যে, সে যদি কুরআনের প্রতি লক্ষ্য না রাখে, কুরআন পাঠে এবং তার হিফাযাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও যত্নশীল না হয় তাহলে ঐ পলায়নপর উটের চেয়ে অধিক দ্রুত তার হৃদয় থেকে কুরআন পালিয়ে যাবে অর্থাৎ- সে বিস্মৃত হয়ে যাবে।

কুরআনের ধারক উটের মালিকের ন্যায়, কুরআন উটের ন্যায় এবং হিফ্যকে উট বাঁধার (রশির) সাথে সামঞ্জস্য ও তুলনা করা হয়েছে। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন, কুরআনুল কারীমের মাঝে এবং উটের মাঝে কোন সাদৃশ্যতা নেই। কেননা কুরআনুল কারীম হলো ক্বদীম চিরন্তন অথচ উটনী হলো হাদেস বা নশ্বর ও ধ্বংসশীল। সুতরাং এ কুরআনুল কারীমকে উটের সাথে বাহ্যিক তুলনা করা চলে না তবে অর্থের দিক দিয়ে সামঞ্জস্য বিদ্যমান।

দৃষ্টান্ত দানের পরিপূর্ণ বিবরণ পরবর্তী হাদীসে রয়েছে। উটের স্বভাব হলো তার মালিক তার প্রতি অমোনযোগী হলেই সে সুযোগ বুঝে পলায়ন করবে। অনুরূপ কুরআনের হাফিয, সে যদি তার হিফ্যের প্রতি যত্নশীল না হয় বরং অমনোযোগী হয় তাহলে কুরআন তার হৃদয় স্পট থেকে ঐ উটের চেয়ে অধিক দ্রুত পলায়ন করবে।

ইবনুল বাত্তাল (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীসটি এ আয়াতদ্বয়ের অনুযায়ী, মহান আল্লাহ বলেন :

"আমি তোমার ওপর নাযিল করছি একটি গুরুভার বাণী।" (সূরাহ্ আল মুয্যাম্মিল ৭৩ : ৫)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা আরো বলেন : "আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি, এ থেকে উপদেশ গ্রহণের কেউ আছ কি?" (সূরাহ্ আল ক্বামার ৫৪ : ১৭)

যে কুরআন হিফাযাতে এগিয়ে আসবে, তাতে যত্নবান ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে কুরআন তার হিফ্য বা মুখস্থকরণে তাকে সহযোগিতা করা হবে। পক্ষান্তরে যে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে এবং পলায়ন করবে কুরআনও তার নিকট থেকে পালিয়ে যাবে, অর্থাৎ- সে কুরআন বিস্মৃত হয়ে যাবে।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : আল কুরআন মানুষের কোন কথা বা বাণী নয়, বরং মহান শক্তি ও ক্ষমতাধর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বাণী, এতদ্বয়ের কথার মধ্যে কোন নিকটতম মুনাসিবাত বা সম্পর্ক নেই। কেননা কালামে বাশার হলো হাদেস এবং কালামুল্লাহ হলো ক্বদীম বা চিরন্তন, কিন্তু আল্লাহ সুব্হানাহূ ওয়াতা'আলা তাঁর ব্যাপক অনুগ্রহ ও চিরন্তন দয়া দ্বারা মানুষের ওপর অনুগ্রহ করে কুরআন মুখস্থ বা হিফ্য করার বিশাল নি'আমাত দান করেছেন।

সুতরাং বান্দার জন্য উচিত সাধ্যমত কুরআন হিফ্য বা মুখস্থ করার মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলার সে নি'আমাতের প্রতি যত্নবান ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য কুরআনকে সহজ করে দিবেন। অন্যথায় মানবীয় শক্তি ও যোগ্যতা তা হিফ্য করতে সত্যই অপারগ।

[আপনি কি পৃথিবীর কোন ধর্ম গ্রন্থের একজন হাফিযও খুঁজে পাবেন? না, পাবেন না, তবে হ্যাঁ, পাবেন কুরআনুল কারীমের, তা একজন দু'জন নয় বরং কোটি কোটি হাফিযে কুরআন, আপনার সামনেই!! তবুও কি এ চিরন্তন কিতাব আপনি বিশ্বাস করবেন না?] –অনুবাদক

٢١٨٨ -[٢] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «بِئْسَ مَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ اٰيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ نُسِّيَ وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْاٰنَ فَإِنَّهٗ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَزَادَ مُسْلِمٌ: «بِعُقُلِهَا».

২১৮৮-[২] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তির জন্য এ কথা বলা খুবই খারাপ যে, আমি কুরআনের অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি। বরং সে যেন বলে, তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। তোমরা বার বার কুরআন পড়তে থাকবে। কারণ কুরআন মানুষের মন হতে চতুষ্পদ জন্তু হতেও দ্রুত পালিয়ে যায়। (বুখারী, মুসলিম। ইমাম মুসলিম, 'রশিতে বাঁধা চার পা জন্তু' বাড়িয়ে বলেছেন।)[২৩৩]

ব্যাখ্যা : এখানে نُسِّيَ (অর্থাৎ- ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে) এর অর্থ হলো কুরআন সংরক্ষণ করা ও স্মরণ করাতে তার শিথিলতা থাকার কারণে কুরআন ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। তখন সে বুঝতে পারে যে, কুরআন থেকে সরে যাওয়া ও অমনোযোগিতার কারণে তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো রহমাত থেকে দূরে সরানো। যেমন কুরআন মাজীদে আছে, ﴿نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ অর্থাৎ- "তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে, সুতরাং তিনিও তাদেরকে ভুলে গিয়েছেন"– (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৬৭)। এটা মূলত কুরআনের প্রতি আদব, এর সৌভাগ্য অর্জনে শৈথিল্যতা থাকায় আফসোস করা ও স্পষ্টভাবে পাপকার্যের সাথে জড়িত হওয়া থেকে সতর্ক হওয়ার জন্য এরূপ বলা হয়ে থাকে। আর সে এর দ্বারা যেন তার বিরুদ্ধে অবহেলার কথা স্বীকার করে।

ইবনু হাজার (রহঃ) তাঁর ফাতহুল বারী গ্রন্থে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এখানে الذم (দোষারোপ)-এর কারণ বলতে কুরআনের প্রতি অমনোযোগিতাকে বুঝা যায়। কেননা এর প্রতি যত্নবান না হওয়া ও অধিক অবহেলার কারণে ভুল হয়ে থাকে। তাই যদি সে তিলাওয়াত ও সলাতে বেশি বেশি পড়ার মাধ্যমে কুরআনের প্রতি মনোযোগী হয় তাহলে তার হিফ্য স্থায়ী থাকবে।

ক্বাযী 'ইয়ায বলেন : যে ব্যক্তি কুরআন মুখস্থ করল। অতঃপর গাফেল হয়ে ভুলে গেলে তার অবস্থা নিন্দনীয়। অর্থাৎ- এখানে (ذم الحال) নিন্দনীয় অবস্থা উদ্দেশ্য, (ذم القول) নিন্দনীয় কথা নয়।

٢١٨٩ -[٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْاٰنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

---

[২৩৩] সহীহ : বুখারী ৩০৫২, মুসলিম ৭৯০, তিরমিযী ২৯৪২, নাসায়ী ৯৪৩, আহমাদ ৩৯৬০, দারিমী ২৭৮৭, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১০৪১৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪০৫৩, শু'আবুল ঈমান ১৮১২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৬২, সহীহ আত্ তারগীব ১৪৪৬, সহীহ আল জামি' ২৮৪৯।

২১৮৯-[৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কুরআনকে স্মৃতিতে ধারণকারীদের দৃষ্টান্ত হলো রশিতে বাঁধা উটের মতো। উটের প্রতি সব সময় লক্ষ্য রেখেই তাঁকে বেঁধে রাখা যেতে পারে। আর লক্ষ্য না রাখলে সে রশি ছিঁড়ে পালিয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)[২৩৪]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, যদি কোন ব্যক্তি কুরআন মাজীদকে মুখস্থ করে রাখতে চায় তবে তাকে প্রত্যহ তিলাওয়াত করতে হবে এবং সলাতে বেশি বেশি পড়তে হবে নতুবা সে খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যাবে। এখানে কুরআন পাঠকে উটের রশির বন্ধনের সাথে দেয়া হয়েছে এজন্য যে, গৃহপালিত পশুর মধ্যে সবচাইতে বেশি উট ছাড়া পেলে পালিয়ে যায়।

٢١٩٠ -[٤] وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اِقْرَؤُوا الْقُرْاٰنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوْبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُوْمُوْا عَنْهُ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২১৯০-[৪] জুনদুব ইবনু 'আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মনের আকর্ষণ থাকা পর্যন্ত কুরআন পড়বে। মনের ভাব পরিবর্তিত হলে অর্থাৎ- আগ্রহ কমে গেলে তা ছেড়ে উঠে যাবে। (বুখারী, মুসলিম)[২৩৫]

ব্যাখ্যা : কুরআন পাঠের আদব হলো তা আগ্রহ ভরে তিলাওয়াত করা। মনের আকর্ষণ যতক্ষণ বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ তিলাওয়াত করা দরকার। ইমাম তৃীবী (রহঃ) বলেছেন, তোমরা প্রফুল্লতা সহকারে আনন্দচিত্তে কুরআন তিলাওয়াত কর। অতএব যখন তোমাদের অস্বস্তি চলে আসবে এবং অন্তর বিবিধ চিন্তা করবে তখন তোমরা তিলাওয়াত পরিত্যাগ কর। কেননা এটা অমনোযোগী হয়ে পড়ার চাইতে নিরাপদ।

٢١٩١ -[٥] وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: كَانَتْ مَدًّا مَدًّا ثُمَّ قَرَأَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَمُدُّ بِبِسْمِ اللهِ وَيَمُدُّ بِالرَّحْمٰنِ وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

২১৯১-[৫] আবূ ক্বাতাদাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুরআন পাঠ কেমন ছিল? তিনি বললেন, তাঁর কুরআন পাঠ ছিল টানা টানা। তারপর তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) *'বিস্‌মিল্লা-হির রহ্‌মা-নির রহীম'* পড়লেন। তিনি *'বিস্‌মিল্লা-হি'* টানলেন। *'রহ্‌মা-নির'* টানলেন এবং *'রহীম'*-এ টানলেন। (বুখারী)[২৩৬]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্বিরাআত ছিল মাদ্দ সহকারে এবং স্পষ্ট। তিনি প্রতিটি অক্ষরের সিফাত ও হাক্ব যথাযথভাবে আদায় করে পড়তেন। علم التجويد-এ অনেক রকম মাদ্দ এর প্রকার দেখতে পাওয়া যায়। যেমন মাদ্দে তাবায়ী মাদ্দে আস্‌লী, ফারয়ী। আবার কোনটির নাম মুত্তাসিল, মুনফাসিল ইত্যাদি। মাদ্দের পরিমাণ নিয়ে ক্বারীদের মাঝে মতানৈক্য বিদ্যমান। মাদ্দের পরিমাণ কেউ বলেছেন, হাফ আলিফ কারো মতে দুই আলিফ। কেউ বলেছেন, তিন আলিফ। এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা তাজবীদের কিতাবে রয়েছে। মোটকথা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি মাদ্দ যথাযথভাবে দীর্ঘ করে পড়েছেন। যেমন الله শব্দের 'লাম' যা 'হা' এর পূর্বে আছে তাকে টেনে পড়েছেন। الرحمٰنএর মিম-কে ও الرحيم এর ي-কে টান দিয়ে পড়েছেন।

---

[২৩৪] সহীহ : বুখারী ৫০৩১, মুসলিম ৭৮৯, মুয়াত্ত্বা মালিক ৬৯০, আহমাদ ৫৯২৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪০৫১, শু'আবুল ঈমান ১৮১০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৬৪, সহীহাহ্ ৩৫৭৭, সহীহ আত্ তারগীব ১৪৪৫, সহীহ আল জামি' ২৩৭২।

[২৩৫] সহীহ : বুখারী ৫০৬০, মুসলিম ২৬৬৭, সহীহাহ্ ৩৯৯৩, দারিমী ৪৪২।

[২৩৬] সহীহ : বুখারী ৫০৪৬।

٢١٩٢ -[٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২১৯২-[৬] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : একজন নাবীর সুর করে কুরআন পড়াকে আল্লাহ তা'আলা যতটা কান পেতে শোনেন আর কোন কথাকে এতো কান পেতে শোনেন না। (বুখারী, মুসলিম)[২৩৭]

ব্যাখ্যা : সুললিত কণ্ঠের তিলাওয়াত আল্লাহর নিকটে পছন্দনীয়। তাই কুরআন মাজীদকে সুমধুর কণ্ঠে করুণ সুরে পাঠ করা বাঞ্ছনীয়। যাতে উপস্থিতির সংখ্যা বেড়ে যায়, আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং শ্রোতার মন প্রভাবিত হয়ে বিগলিত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে 'ইল্‌মে তাজবীদের নিয়ম-কানুন এবং আয়াতের শব্দসমূহ ও বর্ণের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। তবে কুরআনকে গানের সুরে পরিবর্তন করে পড়া নিঃসন্দেহে হারাম। অন্য হাদীসে এসেছে, কোন ব্যক্তি সুমদুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করে? রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : সেই ব্যক্তি যখন তাকে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুনবে ভীত অবস্থায়? আর এটা হচ্ছে 'আরবদের স্বাভাবিক সুর। যখন ক্বারী সুন্দর আওয়াজে কুরআন তিলাওয়াত করে তখন সবাই উদ্বেলিত হয়ে উঠে এবং তাদের মাঝে চিন্তা ও ভীতির সঞ্চার হয়। দাউদ (আলায়হিস সালাম) কাঁদো কাঁদো সুরে যখন যাবূর পড়তেন তখন জল-স্থলের সমস্ত প্রাণী মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করত এবং চুপে কাঁদত। তিনি যাবূরকে ৭০ ধরনের সুরে এমনভাবে তিলাওয়াত করতেন যে উত্তেজিত লোক উৎফুল্ল হয়ে যেত।

٢١٩٣ -[٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْاٰنِ يَجْهَرُ بِه». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২১৯৩-[৭] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা কোন নাবীর মধুর স্বরে সুরেলা কণ্ঠে স্বরবে কুরআন পাঠ যত পছন্দ করেন, তত পছন্দ করেন না আর কোন স্বরকে। (বুখারী, মুসলিম)[২৩৮]

ব্যাখ্যা : প্রত্যেক নাবী সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন যেমন হাদীসে এসেছে, (ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت) এখানে নাবী বলতে প্রত্যেক নাবী ও প্রচারকারী, অর্থাৎ- সাধারণ মানুষ। তারা সবাই কুরআনকে সলাতে, তিলাওয়াতের সময় ও প্রচারের ক্ষেত্রে উঁচু স্বরে সুললিত কণ্ঠে পাঠ করেন।

٢١٩٤ -[٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

২১৯৪-[৮] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি সুর করে কুরআন পড়ে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (বুখারী)[২৩৯]

---

[২৩৭] সহীহ : বুখারী ৫০২৩, মুসলিম ৭৯২, আবূ দাউদ ১৪৭৩, নাসায়ী ১০১৭, আহমাদ ৭৬৭০, দারিমী ১৫২৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২৪২৮, শু'আবুল ঈমান ১৯৫৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৫১, সহীহ আত্ তারগীব ১৪৪৮।

[২৩৮] সহীহ : বুখারী ৭৫৪৪, মুসলিম ৭৯২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১০৪০।

[২৩৯] সহীহ : বুখারী ৭৫২৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১০৪৬।

ব্যাখ্যা : (لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ) এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন জন একাধিক অর্থ বর্ণনা করেছেন।

কেউ বলেন, (لم يحسن صوته) অর্থাৎ- যে সুন্দর কণ্ঠে পড়ে না।

কেউ বলেন, (لم يجهر به) অর্থাৎ- যে উঁচু স্বরে পড়ে না।

কেউ বলেন, (لم يستغن به عن الناس) অর্থাৎ যে মানুষের কাছ থেকে এবং পূববর্তীদের ঘটনা প্রবাহ ও কিতাবাদি থেকে অমুখাপেক্ষী হতে চায় না।

কেউ বলেন, (لم يترنم) অর্থাৎ- যে ব্যথিত চিন্তিত হয় না।

কেউ বলেন, (التلذذ والاستحلاء) অর্থাৎ যে মজা পায় না বা স্বাদ পায় না।

কেউ বলেন, (أن يجعله هجيراه) অর্থাৎ- দুপুরে তিলাওয়াত করে না।

কেউ বলেন, যে ঈমানের জন্য কুরআন থেকে উপকার গ্রহণ করে না এবং তার মধ্যস্থিত প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির কথাকে সত্য বলে স্বীকার করে না।

(لم يطلب غنى النفس) অর্থাৎ- যে স্বীয় আত্মপ্রফুল্লতা চায় না।

ইমাম ইবনু হাজার (রহঃ) উপরোক্ত ব্যাখ্যাসমূহের সমন্বয় সাধন করে বলেন যে, সুমধুর সুরে উচ্চৈঃস্বরে চিন্তাবিমোহিত হয়ে ও নিজকে সংবাদ সম্পর্কে অন্যের নিকট অমুখাপেক্ষী মনে করে কুরআন পাঠ করে। কেননা সুললিত কণ্ঠের পাঠ দ্বারা অন্তর বিমুগ্ধ হয় অন্তর বিগলিত হয়ে অশ্রু বয়ে যায়।

٢١٩٥ -[٩] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «اقْرَأْ عَلَيَّ». قُلْتُ: أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: «إِنِّيْ أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيْ». فَقَرَأْتُ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتّٰى أَتَيْتُ إِلٰى هٰذِهِ الْاٰيَةِ (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا) قَالَ: «حَسْبُكَ الْاٰنَ». فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২১৯৫-[৯] ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‘ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (ﷺ) মিম্বারে বসে আমাকে বললেন, তুমি আমার সামনে কুরআন পড়ো (আমি তোমার কুরআন পড়া শুনব)। (তাঁর কথা শুনে) আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার সামনে আমি কুরআন পড়ব? অথচ এ কুরআন আপনার ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি (ﷺ) বললেন : কুরআন আমি অন্যের মুখে শুনতে পছন্দ করি। অতঃপর আমি সূরাহ্ আন্ নিসা পড়তে শুরু করলাম। আমি “তখন কেমন হবে আমি যখন প্রত্যেক উম্মাতের বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আপনাকেও সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করব এদের বিরুদ্ধে” এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলে তিনি (ﷺ) বললেন, এখন বন্ধ করো। এ সময় আমি তাঁর দিকে তাকালাম। দেখলাম তাঁর দু’ চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। (বুখারী, মুসলিম)[২৪০]

ব্যাখ্যা : বিচক্ষণ ব্যক্তির মুখে তাৎপর্যপূর্ণ কথা শোভনীয় এবং প্রিয় কথা প্রেমিকের মুখে বেশি আনন্দ দান করে। তাই রসূলুল্লাহ (ﷺ) কুরআন অন্যের মুখ থেকে আল্লাহর প্রিয় বাণী শোনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। যাতে কুরআন পেশ করা অন্যের নিকটে সুন্নাত হিসেবে গণ্য হয়ে যায়। হয়তবা তিনি পাঠকৃত

[২৪০] সহীহ : বুখারী ৫০৫০, মুসলিম ৮০০, আবূ দাউদ ৩৬৬৮, তিরমিযী ৩০২৫, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩০৩০৩, আহমাদ ৩৬০৬, মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৮৪৬০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২১০৫৭, শু‘আবুল ঈমান ৯৮৯২।

আয়াতকে গবেষণা বা চিন্তা-ভাবনা করার জন্য পাঠ করতে বলেছিলেন। কেননা, শ্রবণকারী ব্যক্তি পাঠকের চাইতে বেশি বোঝার সুযোগ পায়। আর পাঠক তার পাঠের নিয়ম-কানুনের প্রতি বেশি খেয়াল রাখে। রসূল ﷺ আয়াত শ্রবণ করার পর ক্রন্দন করেছেন তার উম্মাতের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে, কেননা তিনি তাদের জ্ঞান ও 'আমাল সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। হাদীসে বলো হয়েছে যে, কুরআন শ্রবণ করা ও এর প্রতি মনোযোগ দেয়া ও ক্রন্দন করা মুস্তাহাব। ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, কুরআন পাঠের সময় ক্রন্দন করা সৎ মানুষের গুণ। ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেন, কেউ কুরআন পাঠের সময়ে কাঁদতে চাইলে মনকে চিন্তিত করতে হবে এবং তার মধ্যে বর্ণিত শাস্তি, ধমক, হুমকি, প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করে ভয় করতে হবে। তারপর সে স্বীয় অভ্যন্তরে সেগুলোর কমতি বুঝতে পারবে। এরূপ হলে তার কান্না আসবে।

٢١٩٦ - [١٠] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: «إِنَّ اللّٰهَ أَمَرَنِيْ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ» قَالَ: اللّٰهُ سَمَّانِيْ لَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: وَقَدْ ذُكِرْتُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: إِنَّ اللّٰهَ أَمَرَنِيْ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾ قَالَ: وَسَمَّانِيْ؟ قَالَ: «نَعَمْ». فَبَكٰى. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২১৯৬-[১০] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ একদিন উবাই ইবনু কা'ব رضي الله عنه-কে বললেন, তোমাকে কুরআন তিলাওয়াত শুনাতে আল্লাহ আমাকে হুকুম দিয়েছেন। উবাই জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ কি আমার নাম ধরে আপনাকে এ কথা বলেছেন? তিনি (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ। এবার উবাই বললেন, রব্বুল 'আলামীনের কাছে আমি কী উত্থাপিত হয়েছি? রব্বুল 'আলামীনের কাছে আমার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে? বা আমার নাম নেয়া হয়েছে? তিনি (ﷺ) বললেন : হ্যাঁ। এ কথা শুনে উবাই-এর দু' চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি (ﷺ) বলেছেন : "আমাকে আল্লাহ তা'আলা হুকুম দিয়েছেন তোমাকে '*লাম ইয়াকুনিল্লাযীনা কাফারূ*' সূরাহ্ পাঠ শুনাতে। উবাই বললেন, আল্লাহ কি আমার নাম বলেছেন? তিনি (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ। শুনে উবাই কেঁদে ফেললেন। (বুখারী, মুসলিম)[২৪১]

ব্যাখ্যা : আবূ 'উবায়দ বলেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে উবাই বিন কা'ব কর্তৃক তিলাওয়াত উপস্থাপনের উদ্দেশ্য হলো, যে এটা দ্বারা ক্বিরাআত শিক্ষা করতে পারবে এবং কুরআনের হিফ্য স্মৃতিপটে স্থির হয়ে যাবে। আর এর কারণে এটি একটি সুন্নাতে পরিণত হয়। কা'ব এর নিকটে কুরআন পাঠ করার দ্বারা তার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে এবং কুরআন সংরক্ষণে তার ভূমিকার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আর যেহেতু তিনি কুরআন মুখস্থকরণে প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন সেহেতু তিনি এর জন্য বিশেষিত হয়েছেন। আর এজন্যই রসূল ﷺ বলেছেন, (أقرؤكم أبي) অর্থাৎ- উবাই তোমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ পাঠক। উবাই বিন কা'ব আল্লাহর নিকটে তার আলোচনার কথা শুনে খুশিতে আনন্দিত হয়ে কেঁদে ফেলেছেন এই ভয়ে যে, তিনি এত বড় মর্যাদার অধিকারী হয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে কমতি হয়েছে নাকি? এ সূরাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো এতে তাওহীদ, রিসালাত, নিয়্যাতের বিশুদ্ধতা, মুসহাফ, কিতাবসমূহ, নাবীদের মর্যাদা, সলাত, যাকাত, বিচার দিবস, জান্নাত-জাহান্নামের বর্ণনা রয়েছে।

---

[২৪১] **সহীহ :** বুখারী ৪৯৬০, ৪৯৬১, মুসলিম ৭৯৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭১৪৪।

٢١٩٧ ـ[١١] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَن يُسَافَرَ بِالْقُرْاٰنِ إِلٰى أَرْضِ الْعَدُوِّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْاٰنِ فَإِنِّىْ لَا اٰمَنُ أَن يَنَالَهُ الْعَدُوُّ».

২১৯৭-[১১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ শত্রুর দেশে কুরআন নিয়ে সফর করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, মুসলিম। ইমাম মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, কুরআন নিয়ে সফরে বের হয়ো না। কারণ কুরআন শত্রুর হাতে পড়ে যাওয়া আমি নিরাপদবোধ করি না।)[২৪২]

ব্যাখ্যা : মহাগ্রন্থ আল কুরআন একটি সম্মানিত ঐশী গ্রন্থ। সবার নিকটে এর মর্যাদা রয়েছে। কোন মুসলিমকে রসূল ﷺ কুরআনের মাসহাফ নিয়ে অমুসলিম শত্রুদের ভূখণ্ডে সফর করতে নিষেধ করেছেন এই আশঙ্কায় যে, কোন শত্রু হয়ত তাকে পেয়ে অবমাননা করবে বা তুচ্ছ জ্ঞান করবে। ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেছেন, শত্রু ভূখণ্ডে যদি কুরআনের অসম্মানের ভয় না থাকে তবে কুরআন নিয়ে সফর করা যাবে। যেমন কোন জায়গায় যদি মুসলিম সৈন্য বিজয়ী থাকে। কিন্তু কুরআন জানা ব্যক্তি সে সব জায়গায় সফর করতে পারবে। যেমন নাবী ﷺ ও সহাবীগণ সফর করতেন শত্রু ভূখণ্ডে। এটা বিশুদ্ধ মত যার প্রতি ইমাম বুখারী, আবূ হানীফাসহ অন্যরাও সম্মতি দিয়েছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢١٩٨ ـ[١٢] عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَلَسْتُ فِىْ عِصَابَةٍ مِنْ ضُعَفَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتَتِرُ بِبَعْضٍ مِنَ الْعُرْىِ وَقَارِئٌ يَقْرَأُ عَلَيْنَا إِذْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ عَلَيْنَا فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَكَتَ الْقَارِئُ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ؟» قُلْنَا: كُنَّا نَسْتَمِعُ إِلٰى كِتَابِ اللّٰهِ قَالَ فَقَالَ: «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ مِنْ أُمَّتِىْ مَنْ أُمِرْتُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِىْ مَعَهُمْ». قَالَ فَجَلَسَ وَسَطَنَا لِيَعْدِلَ بِنَفْسِهٖ فِيْنَا ثُمَّ قَالَ بِيَدِهٖ هٰكَذَا فَتَحَلَّقُوْا وَبَرَزَتْ وُجُوهُهُمْ لَهٗ فَقَالَ: «أَبْشِرُوْا يَا مَعْشَرَ صَعَالِيْكِ الْمُهَاجِرِيْنَ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاءِ النَّاسِ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَذٰلِكَ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

২১৯৮-[১২] আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার দরিদ্র মুহাজিরদের একদলের মধ্যে বসলাম। তারা নিজেদের পোশাক স্বল্পতার জন্য একে অন্যের সাথে মিশে মিশে বসেছিলেন। এ সময় একজন আমাদের সামনে কুরআন পাঠ করছিল। এ সময় হঠাৎ রসূলুল্লাহ ﷺ এখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ এসে দাঁড়ালে কুরআন পাঠক

[২৪২] সহীহ : বুখারী ২৯৯০, মুসলিম ১৮৬৯, আবূ দাউদ ২৬১০, ইবনু মাজাহ ২৮৭৯, মুয়াত্ত্বা মালিক ১৬২৩, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৯৪১০, আহমাদ ৪৫২৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৮২৪১, ইবনু হিব্বান ৪৭১৫, ইরওয়া ২৫৫৮, সহীহাহ্ ৬৮২৫।

চুপ হয়ে গেল। তিনি (ﷺ) তখন আমাদেরকে সালাম দিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কী করছিলে তোমরা? জবাবে আমরা বললাম, আল্লাহর কিতাব শুনছিলাম। এ কথা শুনে তিনি (ﷺ) বললেন : আল্লাহ তা'আলার শুকর, যিনি আমার উম্মাতের মধ্যে এ ধরনের লোক সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যাদের সাথে শারীক হবার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। বর্ণনাকারী আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী বলেন, এরপর তিনি (ﷺ) আমাদের মধ্যে বসে নিজেকে আমাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এরপর তিনি (ﷺ) তাঁর হাত দিয়ে (ইশারা করে) বললেন, তোমরা গোল হয়ে বসো। (বর্ণনাকারী বলেন এ কথা শুনে) তারা গোল হয়ে বসলেন। তাদের চেহারা রসূলের মুখোমুখি হয়ে গেল। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, হে গরীব মুহাজিরের দল! তোমরা ক্বিয়ামাতের দিন পূর্ণ জ্যোতির সুখবর গ্রহণ কর। তোমরা ধনীদের অর্ধেক দিন পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর এ অর্ধেক দিনের (পরিমাণ) হলো পাঁচশ বছর। (আবূ দাঊদ)[২৪৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কুরআন পাঠের সময় সালাম প্রদান করা মাকরূহ। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ কুরআনের পাঠক চুপ হওয়ার পর সালাম করেছেন। দীনী আলোচনা মাজলিসের শার'ঈ পদ্ধতি হলো গোলাকার হয়ে বসা যেমন আলোচ্য হাদীসে পাওয়া গেল। তাই রসূল ﷺ তাদের মাঝে এমনভাবে উপবিষ্ট হলেন যেন সবাই তার নিকট সমান। এভাবে দীনী আলোচনা করলে আল্লাহ্ নূরকে পরিপূর্ণ করে দেন, এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿نُورُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا﴾ "(সেদিনের ভয়াবহ অন্ধকার থেকে মু'মিনদের রক্ষার ব্যবস্থা হিসেবে) তাদের নূর দৌড়াতে থাকবে তাদের সামনে আর তাদের ডান পাশে। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের নূরকে আমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দাও"– (সূরাহ্ আত্ তাহরীম ৬৬ : ৮)। গরীব লোকেরা ধনীদের অর্ধ দিবস তথা পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কেননা কুরআনে এসেছে ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾ "তোমার প্রতিপালকের একদিন তোমাদের গণনায় এক হাজার বছরের সমান"– (সূরাহ্ আল হাজ্জ ২২ : ৪৭)। এ ব্যাপারে বিভিন্ন রিওয়ায়াত রয়েছে, যেমন কোন হাদীসে ৪০ বছর পূর্বের কথা বলা হয়েছে। যদিও এর বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে, তবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অনেক দিন পূর্বে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আবার কেউ সমন্বয় এভাবে করেছেন যে, ব্যক্তি হিসেবে দিনের সংখ্যা কম বেশি হবে। আর এটা এজন্য যে, ধনীরা আল্লাহর সামনে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। বলা হবে কিভাবে কোথা হতে সম্পদ অর্জন করেছে এবং কোথায় তা ব্যয় করেছে।

٢١٩٩ -[١٣] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «زَيِّنُوا الْقُرْاٰنَ بِأَصْوَاتِكُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ.

২১৯৯-[১৩] বারা ইবনু 'আযিব رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'তোমাদের মিষ্টি স্বর দিয়ে কুরআনকে সুন্দর করো।' (আহ্‌মাদ, আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ ও দারিমী)[২৪৪]

---

[২৪৩] য'ঈফ : তবে ..... تدخلون الجنة হতে শেষ পর্যন্ত সহীহ। আবূ দাঊদ ৩৬৬৬, শু'আবুল ঈমান ১০০১০। কারণ এর সানাদে আল আ'লা ইবনু বাশীর একজন মাজহূল রাবী ।

[২৪৪] সহীহ : আবূ দাঊদ ১৪৬৮, নাসায়ী ১০১৫, ইবনু মাজাহ ১৩৪২, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৮৭৩৭, আহমাদ ১৮৪৯৪, দারিমী ৩৫৪৩, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ২০৯৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২৪২৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৪৯, সহীহ আত্ তারগীব ১৪৪৯।

ব্যাখ্যা : কুরআন মাজীদকে সুন্দর কণ্ঠে তিলাওয়াত করা শারী'আতের নির্দেশ। কুরআনকে সুর দিয়ে পড়লে আরো সুন্দর হয়। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً) অর্থাৎ- সুমধুর কণ্ঠ কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। আর তা নিষিদ্ধ নয়, কেননা সৌন্দর্য বর্ধক জিনিস সেই বস্তুরই অন্তর্ভুক্ত। আল মানাবী (রহঃ) বলেন, আসলে উপরোক্ত হাদীস দ্বারা তারতীল সহ কুরআন তিলাওয়াতের উপর উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ "আর ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে কুরআন পাঠ কর"− (সূরাহ্ আল মুযযাম্মিল ৭৩ : ৪)। অর্থাৎ- কুরআন তাজবীদসহ চিন্তা বিমুগ্ধ করুন স্বরে পাঠ কর। সুন্দর কালামুল্লাহকে সুর করে পড়লে মানুষ বিমোহিত হয়ে পড়ে। একদা নাবী ﷺ আবূ মূসা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর তিলাওয়াত শুনে বললেন, (لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود) তোমাকে দাউদ আলায়হিস সালাম-এর কণ্ঠস্বর দেয়া হয়েছে।

٢٢٠٠ -[١٤] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَا مِن امْرِئٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ إِلَّا لَقِيَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْذَمَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ.

২২০০-[১৪] সা'দ ইবনু 'উবাদাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরআন শিখে ভুলে গিয়েছে, সে ক্বিয়ামাতের দিন অঙ্গহানি অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে। (আবূ দাউদ, দারিমী)[২৪৫]

ব্যাখ্যা : কুরআন শিক্ষা করার পর ভুলে যাওয়া গোনাহের কাজ। কুরআন শিক্ষার বিভিন্ন ধরন হতে পারে যেমন দেখে পড়া, মুখস্থ রাখা, অর্থ বুঝা। যাই হোক না কেন তা ভুলে গেলে তার কাবীরাহ্ গুনাহ হবে বলে ইমাম রাফি'ঈ মত প্রকাশ করেন। কেউ কেউ বলেন, এখানে কুরআন ভুলে যাওয়া মানে কুরআনের তিলাওয়াত ও তার প্রতি 'আমাল থেকে বিরত থাকা। কুরআন ভোলা ব্যক্তি ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহর সামনে কর্তিত হাত নিয়ে সাক্ষাৎ করবে। أجذم এর অর্থ কেউ সর্বাঙ্গহীন, কেউ দলীলহীন, কেউ কাটা হাত, কেউ কল্যাণের পথচ্যুত বলে ব্যাখ্যা করেছেন। আসলে সবগুলো অর্থ প্রায় কাছাকাছি। মোটকথা এর জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে।

হাফিয ইবনু হাজার আস্ক্বালানী বলেন, কুরআন ভোলা ব্যক্তির পাপের ব্যাপারে সালাফে সলিহীনের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেন কাবীরাহ্ গুনাহ হবে, কেউ বলেন পাপ হবে, যেমন মাওকূফ সূত্রে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, (ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب)। আবূ 'উবাদাহ্ الضحاك بن مزاحم সূত্রে বলেন, কুরআন ভোলা বড় বিপদ বা গুনাহ। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, عرضت على ذنوب أمتي فلم أر ذنباً أعظم من سورة القرآن أوتيها رجل ثم نسيها (হাদীসটির সানাদ য'ঈফ)। সহাবী আবূ 'আলিয়্যাহ্ বলেন, كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه অর্থাৎ- আমরা সবচাইতে বড় পাপ বলে আখ্যায়িত করতাম কোন ব্যক্তির কুরআন শিক্ষা গ্রহণের পর অবহেলাবশত তা ভুলে গেলে। কুরআন তিলাওয়াত বিমুখতা ভুলে যাবার কারণ। আর ভুলে যাওয়া তার যত্নহীনতা ও তুচ্ছজ্ঞান প্রমাণ করে।

[২৪৫] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ১৪৭৪, য'ঈফ আল জামি' ৫১৫৩। কারণ এর সানাদে ইয়াযীদ ইবনু আবী যিয়াদ একজন দুর্বল রাবী। আর 'ঈসা ইবনু ফায়িদ একজন মাজহূল রাবী।

Contents

٢٢٠١ - [١٥] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فِيْ أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ.

২২০১-[১৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি তিন দিনের কমে কুরআন পড়েছে, সে কুরআন বুঝেনি। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ, দারিমী)[২৪৬]

ব্যাখ্যা : হাদীসের বাহ্যিক অর্থ থেকে বুঝা যায় যে, তিন দিনের কমে কুরআন খতম করা মাকরূহ। এ মতের উপর অধিকাংশ 'আলিম, মুহাদ্দিস ফাতাওয়া প্রদান করেছেন। এর কমে খতম করলে কুরআনকে বুঝতে পারবে না এবং তার প্রতিপাদ্য বিষয়াদি অনুধাবন করতে সক্ষম হবে না। তবে তার সাওয়াব হবে। তিন দিনের কমে খতম না করার আরো অনেক বর্ণনা রয়েছে, যথা : (عن عائشة إنها قالت ولا أعلم نبي الله قرأ القرآن كله في ليلة) অর্থাৎ- আমি রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে গোটা কুরআন এক রাতে পড়ার কথা সম্পর্কে অবগত নই। তিনি আরো বলেন যে, রসূল ﷺ তিন দিনের কমে কুরআন খতম করতেন না।

'আবদুল্লাহ বিন মাস্‌'উদ (রাঃ) বলেন, তোমরা তিন দিনের কমে কুরআন পড়ে শেষ করো না।

ইমাম ত্বাবারানী (রহঃ) তাঁর 'আল কাবীর' গ্রন্থে বলেন, তোমরা তিন দিনের কমে কুরআন পড়ো না, বরং সাত দিনে খতম কর।

সালাফগণ এ নিয়ে মতানৈক্য করেছেন তাদের অনেকে তিন দিনের কমে পড়াকে মাকরূহ বলেছেন, যাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম আহমাদ, ইসহাক্ব বিন রহ্‌ওয়াইহি, আবূ 'উবায়দ প্রমুখ। কোন জাহিরী মতাবলম্বী এটাকে হারাম বলেছেন, তবে কোন বিদ্বান এটার রুখসাত দিয়েছেন তারা দলীল হিসেবে 'উসমান-এর হাদীস যথা : (إنه كان يقرأ القرآن في ركعة يوتر بها) এবং সা'ঈদ বিন জুবায়র-এর হাদীস যথা (أنه قرأ القرآن في ركعة في الكعبة) উল্লেখ করেন।

হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) আহমাদ, ইসহাক্ব-এর মতটি গ্রহণ করে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার-এর হাদীস পেশ করেন।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, অধিকাংশ 'আলিমের অভিমত হলো যে, এর কোন নির্দিষ্ট মেয়াদ নেই। এটা পাঠকের উৎসাহ, আগ্রহ, চাহিদা, শক্তির উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তি বিশেষ অবস্থার কারণে পড়ার সময় বিভিন্ন রকম হতে পারে। সুতরাং যেই ব্যক্তির দ্রুত পড়ার সাথে সাথে আয়াতের ভাবার্থ, তাৎপর্য, মাহাত্ম্য পূর্ণরূপে বুঝতে পারবে সে তাড়াতাড়ি পড়বে। আর এর ব্যতিক্রম হলে সে ধীরে ধীরে পড়বে। মির্‌'আতুল মাফাতীহ গ্রন্থকার বলেন, আমার নিকটে আহমাদ, ইসহাক্ব-এর মতটি পছন্দনীয়। কেননা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ও 'আয়িশাহ্ এর হাদীস সর্বাধিক অনুসরণযোগ্য।

٢٢٠٢ - [١٦] وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الْجَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْاٰنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

---

[২৪৬] সহীহ : তিরমিযী ২৯৪৯, ইবনু মাজাহ ১৩৪৭, শু'আবুল ঈমান ১৯৪১, আবূ দাঊদ ১৩৯৪, আহমাদ ৬৫৩৫, দারিমী ১৫৩৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৫৮।

২২০২-[১৬] 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : উচ্চৈঃস্বরে কুরআন পড়া উচ্চৈঃস্বরে ভিক্ষা করার মতো। আর চুপে চুপে কুরআন পড়া চুপে চুপে ভিক্ষা করার মতো। (তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব।)[২৪৭]

ব্যাখ্যা : বাহ্যিকভাবে হাদীসের অর্থ হলো উচ্চৈঃস্বরে কুরআন পড়ার চাইতে চুপি স্বরে পড়ার উত্তম, যেমন গোপনে সদাক্বাহ্ করা উত্তম। এ মতটি ইমাম তিরমিযী ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, বিজ্ঞ 'আলিমগণ এভাবেই হাদীসের ব্যাখ্যা করেছেন। যেন মানুষ অহংকার থেকে নিরাপদ থাকে, কারণ যে গোপনে কোন 'আমাল করে তার অহংকারের ভয় থাকে না যা প্রকাশ্যে করলে হয়ে থাকে। আসলে উঁচু আওয়াজে কুরআন পড়া ও নিম্নস্বরে পড়া উভয় পক্ষে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

উভয়ের মাঝে সমাধানকল্পে ইমাম তিরমিযী বলেন,

(إن الأسرار أبعد من الرياء فهو أفضل في حق من يخاف ذلك. فإن لم يخف الرياء فالجهر أفضل بشرط أن لا يؤذي غيره)

অর্থাৎ- নীরবে পড়া রিয়া বা লৌকিকতা থেকে অধিক দূরের বিষয়। আর যার রিয়ার আশংকা আছে তার জন্য নীরবে পড়া উত্তম। কিন্তু যার এই ভয় নেই তার উঁচু স্বরে পড়া বেশি ভাল, তবে এর দ্বারা মুসল্লী, ঘুমন্ত ব্যক্তির যেন কষ্ট না হয়। অর্থাৎ- যেখানে লৌকিকতা, মুসল্লীর কষ্টের সম্ভাবনা রয়েছে সেথায় নীরবে পড়া উত্তম। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বরবে পড়া উত্তম। এর প্রতি 'আমাল করা উল্লেখযোগ্য কাজ। কেননা এর মাধ্যমে মানুষ মনোযোগ সহকারে শোনার, শিক্ষার, অনুসরণ করার উপকার পায়। উপরন্তু এটি একটি ধর্মের প্রতীক। আর এর দ্বারা পাঠকের ক্বলব জাগ্রত হয়, তার চেতনা চিন্তার জন্য পুঞ্জীভূত হয় কেননা এটা ঘুমকে দূরীভূত করে। এসব নিয়্যাতে উঁচু স্বরে কুরআন পড়া উত্তম কাজ।

٢٢٠٣ - [١٧] وَعَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَا اٰمَنَ بِالْقُرْاٰنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهٗ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهٗ بِالْقَوِيِّ.

২২০৩-[১৭] সুহায়ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে লোক কুরআনে বর্ণিত হারামকে হালাল মনে করেছে সে কুরআনের উপর ঈমান আনেনি। (তিরমিযী; তিনি বলেছেন, এ হাদীসের সানাদ দুর্বল।)[২৪৮]

ব্যাখ্যা : محارم শব্দটি محرم এর বহুবচন। যার অর্থ নিষিদ্ধ কাজ, নিষেধ। এখানে উদ্দেশ্য হলো কুরআন মাজীদ সব হুকুম আহকাম সংক্রান্ত নিষিদ্ধ বিষয় রয়েছে তা হালাল মনে করা হচ্ছে কুফ্রী। ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন, এখানে কুরআনের সম্মান ও মাহাত্ম্যের জন্য কুরআনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত জিনিসকে হালাল মনে করবে সে স্বভাবিকভাবেই কাফির। কেউ বলেছেন, সে অকাট্যভাবে কাফির বলে বিবেচিত হবে।

---

[২৪৭] সহীহ : আবূ দাউদ ১৩৩৩, তিরমিযী ২৯১৯, নাসায়ী ২৫৬১, আহমাদ ১৭৩৬৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৭১২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৩৪, সহীহ আল জামি' ৩১০৫।

[২৪৮] য'ঈফ : তিরমিযী ২৯১৮, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩০২০১, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৭২৯৫, শু'আবুল ঈমান ১৭১, য'ঈফ আত্ তারগীব ১০০, য'ঈফ আল জামি' ৪৯৭৫। কারণ এর সানাদে আবুল মুবারক একজন মাজহূল রাবী। আর ইয়াযীদ ইবনু সিনান দুর্বল রাবী ।

٢٢٠٤ -[١٨] وَعَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُمَلَّكٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

২২০৪-[১৮] লায়স ইবনু সা'দ (রহঃ) ইবনু আবূ মুলায়কাহ্ (রহঃ) হতে, তিনি ইয়া'লা ইবনু মুমাল্লাক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়া'লা একদিন উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামাহ্ রাযিয়াল্লা-হু আনহা-কে নাবী সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কুরআন পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। উম্মু সালামাহ্ রাযিয়াল্লা-হু আনহা-কে শুনাতে দেখা গেল, রসূলের কুরআন পাঠ অক্ষর অক্ষর পৃথক করে প্রকাশ করছেন। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী)[২৪৯]

ব্যাখ্যা : উম্মু সালামাহ্ রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ক্বিরাআত ছিল স্পষ্ট ও সুমধুর। তার ক্বিরাআতে একটির সাথে আরেকটির সংমিশ্রণ হত না। তিনি এমনভাবে আলাদা আলাদা করে পড়তেন যে, তাঁর ক্বিরাআতের হরফগুলো গণনা করা যেত।

ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন, অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি করে কুরআন পড়া মাকরূহ মর্মে 'আলিমদের ঐকমত্য হয়েছে। তারা বলেন, বিনা তারতীলে দুই জুয বা পারা কুরআন পড়ার চাইতে ঐ সময়ে তারতীলসহ স্পষ্টভাবে একপারা পড়া বেশি উত্তম। আর কুরআন অনুধাবন করার জন্য তারতীলসহ কুরআন পড়া মুস্তাহাব। কারণ এটা কুরআনের মাহাত্ম্য বর্ণনা ও সম্মানের নিকটতম পন্থা এবং অন্তরে বেশি ক্রিয়াশীল। এজন্য অনারবী ব্যক্তির জন্য স্পষ্টভাবে তারতীলসহ কুরআন পড়া মুস্তাহাব। আল জায্‌রী (রহঃ) তাঁর النشر 'আন্ নাশ্‌র' গ্রন্থে বলেন, তারতীলসহ কুরআন পড়া মর্যাদার দিক থেকে অধিকতর সম্মানিত। আর সাওয়াব বেশি হয় সংখ্যায় বেশি তিলাওয়াত করলে। কারণ একটি হরফে দশটি নেকি হয়।

٢٢٠٥ -[١٩] وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ يَقُولُ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ يَقِفُ ثُمَّ يَقُولُ: الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ يَقِفُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ لِأَنَّ اللَّيْثَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَحَدِيثُ اللَّيْثِ أَصَحُّ.

২২০৫-[১৯] ইবনু জুরায়জ (রহঃ) ইবনু আবূ মুলায়কাহ্ (রহঃ) হতে, তিনি উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামাহ্ রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণনা করেন। উম্মু সালামাহ্ রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বাক্যের মধ্যে পূর্ণ থেমে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তিনি বলতেন, '*আলহাম্‌দু লিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামীন*', এরপর থামতেন। তারপর বলতেন, '*আর্ রহমা-নির রহীম*', তারপর বিরতি দিতেন। (তিরমিযী। তিনি বলেছেন, এ হাদীসের সানাদ মুত্তাসিল নয়। কারণ আগের হাদীসে লায়স একে ইবনু আবূ মুলায়কাহ্ হতে এবং তিনি ইয়া'লা ইবনু মামলাক হতে আর ইয়া'লা উম্মু সালামাহ্ রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণনা করেছেন। [অথচ এখানে ইয়া'লা-এর উল্লেখ নেই] তাই উপরের লায়স-এর বর্ণনাটি অধিক নির্ভরযোগ্য।)[২৫০]

---

[২৪৯] **য'ঈফ :** তিরমিযী ২৯২৩, আবূ দাউদ ১৪৬৬, নাসায়ী ১০২২, ইবনু খুযায়মাহ্ ১১৫৮, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ৬৪৬, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১১৬৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৪৭১৩। কারণ এর সানাদে ইয়া'লা ইবনু মুমাল্লাক মাজহূল রাবী।

[২৫০] **সহীহ :** তিরমিযী ২৯২৭, দারাকুত্বনী ১১৯১, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ২৯১০, শামায়িল ২৭০, ইরওয়া ৩৪৩, সহীহ আল জামি' ৫০০০।

ব্যাখ্যা : ইমাম বায়হাক্বী বলেছেন, প্রতি আয়াতের শেষে ওয়াক্ফ করা বা থামা সুন্নাত যদিও তার পরবর্তী আয়াতের সাথে এর সম্পর্ক থাকে। রসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিটি আয়াতকে আলাদা আলাদা করে পড়তেন। ইমাম আহ্মাদ, আবূ দাউদ, হাকিম প্রত্যেক আয়াতের মাথায় থেমে যেতেন যদিও তার পরবর্তী আয়াতের সাথে এর সম্পর্ক থাকত। রসূল ﷺ একটি আয়াত পড়তেন, তারপর অল্প সময় ক্বিরাআত থেকে বিরত থাকতেন, এরপর পরের আয়াত পড়তেন। এভাবে সম্পূর্ণ সূরাহ্ পড়তেন।

ক্বারীদের পরিভাষায় وقف, হলো কিছু সময়ের জন্য শব্দ উচ্চারণ করা থেকে আওয়াজ বন্ধ করা যাতে স্বাভাবিকভাবে ক্বিরাআত শুরু করার উদ্দেশে শ্বাস গ্রহণ করতে পারে। ক্বিরাআত হতে বিমুখ হওয়ার উদ্দেশে নয়। আর এটা আয়াতের শেষে অথবা মাঝে হবে। কিন্তু এটা শব্দের মধ্যে এবং যা কোন রীতি সম্বলিত তাতে নয়।

ক্বারীগণ ক্বিরাআত শুরু ও শেষ করার প্রকারভেদ নিয়ে বিভিন্ন রকম মতভেদ প্রকাশ করেছন, ইবনুল আনবারী (রহঃ) বলেন, ওয়াক্ফ তিন ধরনের :

১. تام (পরিপূর্ণ) ২. حسن (ভাল) ৩. قبيح (মন্দ)

আবার কেউ বলেন, ওয়াক্ফ চার প্রকার–

١. قبيح متروك ٢. تام مختار ٣. كاف جائز ٤. حسن مفهوم

ইবনু জায্রী (রহঃ) বলেন, ওয়াক্ফ এর প্রকারভেদের নির্দিষ্ট কোন সীমা বা নিয়ম-নীতি নেই। তবে তিনি এগুলোর পর্যালোচনা করে মোটামুটি একটি নিয়ম বলেছেন তা হলো যদি ওয়াক্ফের পরবর্তী বাক্যের সাথে এর শাব্দিক কোন সম্পর্ক থাকে অর্থগত নয় তবে এটাকে حسن বলা হয়।

জমহূর ক্বারীর মতানুযায়ী যে সব আয়াতের শেষের সাথে পরের অংশের সম্পর্ক রয়েছে সে ক্ষেত্রে মিলিয়ে পড়া উত্তম।

ইবনুল জায্রী (রহঃ) বলেন, আয়াতকে আলাদা করার উদ্দেশ্য প্রতিটি আয়াতের শেষে থামা মুস্তাহাব। আবার কেউ বলেছেন, এটা সুন্নাত।

ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) তাঁর الشعب গ্রন্থে এবং ইমাম ইবনুল ক্বইয়্যিম (রহঃ) তাঁর زاد المعاد (যাদুল মা'আদ) গ্রন্থে বলেছেন : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পথ ও সুন্নাতের সর্বাধিক অনুসরণের নিয়ম হচ্ছে প্রতিটি আয়াতের শেষে থেমে যাওয়া যদিও এর পরবর্তী অংশের সাথে এর সম্পর্ক থাকে। ইবনুল ক্বইয়্যিম (রহঃ) বলেন, রসূল ﷺ প্রতিটি আয়াতের শেষে ওয়াক্ফ করতেন।

'আল্লামাহ্ যুহরী (রহঃ) বলেন, রসূল ﷺ-এর ক্বিরাআত আয়াত–আয়াত করে পড়তেন। আর এটাই সর্বোত্তম ওয়াক্বফের স্থান যদিও পরবর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক রয়েছে।

'আল্লামাহ্ শায়খ 'আবদুল হাক্ব দেহলভী (রহঃ) তাঁর أشعة اللمعات গ্রন্থে বলেন, এ ধরনের আয়াতকে মিলিয়ে পড়া অগ্রাধিকারযোগ্য মত। তবে আয়াতের শেষে থেমে যাওয়া ও আয়াতের প্রথম থেকে শুরু করা সুন্নাত।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٢٠٦ -[٢٠] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَفِينَا الْأَعْرَابِيُّ وَالْأَعْجَمِيُّ قَالَ: «اِقْرَؤُوا فَكُلٌّ حَسَنٌ وَسَيَجِيْءُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهٗ كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ يَتَعَجَّلُوْنَهٗ وَلَا يَتَأَجَّلُوْنَهٗ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيمَانِ.

২২০৬-[২০] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের কাছে এলেন। আমরা তখন কুরআন তিলাওয়াত করছিলাম। এ পাঠের মধ্যে 'আরব অনারব সবই ছিল (যারা কুরআন পাঠে ঠিক মতো উচ্চারণ করতে পারছিল না) তারপরও তিনি (ﷺ) বললেন : পড়ে যাও। প্রত্যেকেই ভাল পড়ছো। (মনে রাখবে) অচিরেই এমন কতক দল আসবে যারা ঠিক মতো কুরআন পাঠ করবে, যেভাবে তীর সোজা রাখা হয়। তারা (দুনিয়াতেই) তাড়াতাড়ি এর ফল চাইবে। আখিরাতের জন্য অপেক্ষা করবে না। (আবূ দাঊদ, বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান)[২৫১]

ব্যাখ্যা : الأعرابي (হামজাহ) বর্ণে যবর যোগে একবচন। বহুবচন أعراب ও أعاريب এর অর্থ মরুবাসী, যাযাবর, বেদুঈন, গ্রামীণ পল্লী। আর عربي অর্থ আরবের অধিবাসী। এর বহুবচন العرب যেমন يهودى এর বহুবচন يهود أعرابي (বেদুঈন) 'আরবের হতে পারে অথবা তাদের মিত্রও হতে পারে। তাই যখন কোন أعرابي কে عربي বলে সম্বোধন করা হয় তখন সে প্রফুল্ল হয়। কিন্তু কোন عربي কে أعرابي বলে সম্বোধন করলে সে রাগান্বিত হয়। মোটকথা العرب ('আরববাসী) হলো الأعرابي এর তুলনায় বেশি ব্যাপক। العرب হলো 'আম্ আর أعرابي হলো খাস্। أعرابي যারা আরবের পল্লীতে বসবাস করে। তারা শুধু প্রয়োজনে শহরে আসে যেমন আল্লাহর বাণী ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا﴾ "বেদুঈন 'আরবরা কুফ্রী আর মুনাফিক্বীতে সবচেয়ে কঠোর"– (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৯৭)।

العجمى বলা হয়, যারা 'আরব অঞ্চলের বাহিরে রোম, পারস্যে, হাবশায় বসবাস করে। যেমন সালমান, শু'আয়ব, বিলাল (রাঃ) প্রমুখ أعرابي হোক বা عجمى হোক সবার তিলাওয়াত সুন্দর ও প্রত্যাশিত এবং এটা সাওয়াব এর ফল। যদিও উভয়ের মাঝে শব্দ উচ্চারণের স্থান ও এর স্বাতন্ত্রতা এবং এর 'আরাবী কায়দা কানুন একই রকম নয়। তবুও এর দ্বারা সাওয়াব পাওয়া যায় এবং এটা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য।

রসূলুল্লাহ (ﷺ) একটি প্রজন্মের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন, যেটা তার মু'জিযা এর অন্তর্ভুক্ত, যে শীঘ্রই একটি দলের উদ্ভব ঘটবে যারা কুরআনের ক্বিরাআত নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করবে। তারা শব্দকে সুন্দর করার জন্য, তার মাখরাজ ও সিফাতের প্রতি কঠিনভাবে নজর দিয়ে শব্দকে আদায় করার জন্য তীব্র কষ্ট উঠাবে। এটা এবং তারা পার্থিব সুনাম, খ্যাতি অর্জনের এবং লোককে দেখাবার উদ্দেশে করবে। তারা পৃথিবীতে এর প্রতিদান সাওয়াবের আশা করবে। কেউ বলেছেন তারা আল্লাহর আয়াতকে সামান্য মূল্যে বিক্রি করবে কিন্তু তারা পরকালে এর প্রতিদানের আশা করবে না তারা শুধু খেয়ে যাবে, আল্লাহর ওপর ভরসা করবে না।

---

[২৫১] সহীহ : আবূ দাঊদ ৮৩০, আহমাদ ১৫২৭৩, শু'আবুল ঈমান, ২৩৯৯, সহীহাহ্ ২৫৯, সহীহ আল জামি' ১১৬৭।

ইমাম জায্‌রী (রহঃ) বলেন, রসূল ﷺ ও তাবি'ঈদেরকে ক্বিরাআত সহজ ছিল। তিনি বলেন, তোমরা যেভাবে সহজ উচ্চারণ করতে পার সেভাবে কুরআন তেলাওয়াত কর। এক্ষেত্রে হরফ উচ্চারণে কষ্ট কাঠিন্য স্বীকার ও মাদ্দ, হামজা উচ্চারণে ও ইশ্‌বা করণে বাড়াবাড়ি ও অতিরিক্ত করার দরকার নেই।

٢٢٠٧ -[٢١] وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اِقْرَؤُوا الْقُرْاٰنَ بِلُحُوْنِ الْعَرَبِ وَأَصْوَاتِهَا وَإِيَّاكُمْ وَلُحُونَ أَهْلِ الْعِشْقِ وَلُحُوْنَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ وَسَيَجِيْئُ بَعْدِيْ قوم يرجعون بِالْقُرْاٰنِ ترجع الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ مَفْتُوْنَةٌ قُلُوْبُهُمْ وَقُلُوْبُ الَّذِيْنَ يُعْجِبُهُمْ شَأْنُهُمْ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ.

২২০৭-[২১] হুযায়ফাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কুরআন পড়ো 'আরবদের স্বর ও সুরে। আর দূরে থাকো আহলে ইশ্‌ক ও আহলে কিতাবদের পদ্ধতি হতে। আমার পর খুব তাড়াতাড়ি এমন কিছু লোকের আগমন ঘটবে, যারা কুরআন পাঠে গান ও বিলাপের সুর ধরবে। কুরআন মাজীদ তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে অন্তরের দিকে যাবে না। তাদের অন্তর হবে দুনিয়ার মোহগ্রস্ত। এভাবে তাদের অন্তরও মোহগ্রস্ত হবে যারা তাদের পদ্ধতি ও সুরে কুরআন তিলাওয়াত করবে। (বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান)[২৫২]

ব্যাখ্যা : ইমাম জায্‌রী (রহঃ) বলেছেন : لحن এর বহুবচন لحون বা الحان এর অর্থ কুরআনের তিলাওয়াত, গান বা কবিতাকে সুন্দর উল্লাসিত সুরে বার বার আবৃত্তি করা।

ইমাম জায্‌রী (রহঃ) বলেন, কুরআন তিলাওয়াত এমন সুরেলা আওয়াজে করতে হবে যেন হরফসমূহ তার মাখারিজ থেকে বিচ্যুত ও ত্রুটিযুক্ত না হয়, কারণ এর দ্বারা প্রফুল্লতা বা আনন্দ বৃদ্ধি পায়।

রসূল ﷺ প্রেমিক তথা মুসলিম পাপী-ফাসিক্বদের সুরে কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন। তারা সুরকে টেনে এমনভাবে দীর্ঘ করে ফলে অক্ষর কম-বেশি হয়ে যায়। আর এটা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। أهل العشق এর সুর থেকে উদ্দেশ্য হলো যা কোন লোক নারীর প্রেম বিষয়ক কবিতা সুরকারের নিয়ম-নীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে কষ্ট করে পড়ে থাকে।

অনুরূপভাবে ইয়াহূদী ও নাসারা তাদের কিতাব তথা তাওরাত ও ইঞ্জীলকে গায়কদের মতো তিলাওয়াত করত। তাই তাদের মতো কুরআন তিলাওয়াত করা নিষিদ্ধ। সেজন্য রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : من تشبه بقوم فهو منهم। এ ধরনের সুরে যারা কুরআনের আওয়াজকে গায়কদের মতো বরাবর ফিরিয়ে বিলাপের সুরে তিলাওয়াত করে কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। অর্থাৎ- তাদের অন্তরে কুরআন তিলাওয়াতের প্রভাব পড়বে না। ফলে তারা কুরআন তিলাওয়াতের ভাবনা করবে না এর প্রতি 'আমাল করবে না। ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন, তিলাওয়াত আসমানে পৌছবে না বা গ্রহণযোগ্য হবে না।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একটি দলের উদ্ভব ঘটবে যারা কুরআনকে গান ও বিলাপের মতো বারবার ফিরিয়ে পাঠ করবে। কিন্তু তাদের অন্তরে এর ক্রিয়া হবে না। অর্থাৎ- কুরআন ترجيع-এর পদ্ধতিতে পড়া যাবে না। যে গান ও বিলাপকে ترجيع করা হয়। তবে অন্য হাদীসে উম্মু হানী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে,

[২৫২] য'ঈফ : আল মু'জামুল আওসাত ৭২২৩, শু'আবুল ঈমান ২৪০৬, য'ঈফ আল জামি' ১০৬৭। কারণ এর সানাদে হুসায়ন ইবনু মালিক নির্ভরযোগ্য রাবী নয় আর তার শায়খ আবূ মুহাম্মাদ একজন মাজহূল রাবী ।

রসূল ﷺ কুরআন ترجيع করেছেন। যেমন তিনি বলেন, (كنت أسمع صوت النبي ﷺ وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجع القرآن) এছাড়া ইসমা'ঈলীর বর্ণনায় রয়েছে, যদি আমাদের নিকটে মানুষ একত্রিত না হত তবে আমি গুণগুণ সুরে কুরআন তিলাওয়াত করতাম। এসব বর্ণনা থেকে বুঝা গেল ترجيع করা জায়িয।

ইবনু আবী জামরাহ্ এর উত্তরে বলেন, এখানে ترجيع বলতে সুন্দর সুমধুর কণ্ঠে তিলাওয়াত উদ্দেশ্য। গানের সুর উদ্দেশ্য নয়। কারণ কুরআন পড়ার দ্বারা যে বিনম্রতার আশা করা যায় গানের ترجيع দ্বারা এর বিপরীত হয়।

٢٢٠٨ - [٢٢] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «حَسِّنُوا الْقُرْاٰنَ بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يُزِيدُ الْقُرْاٰنَ حُسْنًا». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

২২০৮-[২২] বারা ইবনু 'আযিব ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা কুরআনকে তোমাদের কণ্ঠস্বরের মধুর আওয়াজ দিয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে পড়বে। কারণ সুমিষ্ট স্বর কুরআনের সৌন্দর্য বাড়ায়। (দারিমী)[২৫৩]

ব্যাখ্যা : ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন, কুরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা বলতে তারতীলসহ বিনম্র করুণ সুরে শোকাকুল হয়ে সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করা। এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে কুরআন স্বরবে সুন্দর আওয়াজে পড়া যাবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, এর দ্বারা কোন মুসল্লী বা ঘুমন্ত ব্যক্তির কষ্ট না হয়।

٢٢٠٩ - [٢٣] وَعَنْ طَاوُوسٍ مُرْسَلًا قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ أَحْسَنُ صَوْتًا لِلْقُرْاٰنِ؟ وَأَحْسَنُ قِرَاءَةً؟ قَالَ: «مَنْ إِذَا سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ أُرَأَيْتَ أَنَّهُ يَخْشَى اللهَ». قَالَ طَاوُوسٌ: وَكَانَ طَلْقٌ كَذٰلِكَ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

২২০৯-[২৩] ত্বাউস ইয়ামানী (রহঃ) হতে মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একবার নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, (হে আল্লাহর নাবী!) কুরআনে স্বর প্রয়োগ ও উত্তম তিলাওয়াতের দিক দিয়ে কোন্ ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি (ﷺ) বললেন, যার তিলাওয়াত শুনে তোমার মনে হবে, তিলাওয়াতকারী আল্লাহকে ভয় করছে। বর্ণনাকারী ত্বাউস বলছেন, ত্বাল্ক্ব (রহঃ) এরূপ তিলাওয়াতকারী ছিলেন। (দারিমী)[২৫৪]

ব্যাখ্যা : কুরআন পঠনের উত্তম আওয়াজ হলো সেটা, যেই স্বরের ভিতরে আল্লাহভীতির ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং ক্বারী পঠিত আয়াতের মধ্যে বর্ণিত শাস্তি ও উপদেশাবলী কথা চিন্তা করে ভীতসন্ত্রস্ত ও চিন্তিত হয়।

'আল্লামাহ্ 'আবদুল হাক্ব দেহলভী (রহঃ) তাঁর "আল লাম্'আত" গ্রন্থে বলেন, ক্বারী তার সুন্দর সুরের মাধ্যমে ভয়, চিন্তার নিদর্শন প্রকাশ করবে। আসলে পাঠকের ভীতি তার আওয়াজে বুঝা যাবে। এরূপ কণ্ঠস্বর হলে সেটা উত্তম সুর।

---

[২৫৩] **সহীহ :** দারিমী ৩৫৪৪, শু'আবুল ঈমান ১৯৫৫, সহীহাহ্ ৭৭১, সহীহ আল জামি' ৩১৪৫।

[২৫৪] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ ১৩৩৯, সহীহাহ্ ১৫৮৩, দারিমী ৩৫৩২। কারণ এর সানাদে 'আবদুল কারীম ইবনু আবিল মাখারিক্ব একজন দুর্বল রাবী । তবে হাদীসটি ইবনু মাজাহ এবং সহীহাহ্-তে সহীহ সূত্রে বর্ণিত ।

ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন, কুরআনের পাঠক সুমধুর সুরের মাধ্যমে আল্লাহ ভীতির জবাব প্রদানে ব্যস্ত থাকবে। যা ক্বারী ও মনোযোগী শ্রোতার নিকটে প্রকাশ পায়। যেমন তাবি'ঈ ত্বাল্ক্ব বিন হাবীব 'আনাযী আল বাসরী।

٢٢١٠ - [٢٤] وَعَنْ عُبَيْدَةَ الْمُلَيْكِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَا أَهْلَ الْقُرْاٰنِ لَا تَتَوَسَّدُوا الْقُرْاٰنَ وَاتْلُوْهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ اٰنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَفْشُوْهُ وَتَغَنَّوْهُ وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ وَلَا تَعْجَلُوا ثَوَابَهُ فَإِنَّ لَهُ ثَوَابًا». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ

২২১০-[২৪] 'উবায়দাহ্ আল মুলায়কী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি ছিলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সহচর। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : হে কুরআনের বাহকগণ! কুরআনকে তোমরা বালিশ বানাবে না। বরং তা তোমরা রাতদিন তিলাওয়াত করার মতো তিলাওয়াত করবে। কুরআনকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে সুর করে পড়বে। কুরআনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে পড়বে। তাহলেই তোমরা সফলতা অর্জন করবে। দুনিয়ায় এর প্রতিফল পাবার জন্য তাড়াহুড়া করো না। কারণ আখিরাতে এর উত্তম প্রতিফল রয়েছে। (বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান)[২৫৫]

ব্যাখ্যা : কুরআনকে বালিশ হিসেবে ব্যবহার করা কুরআনের মর্যাদার পরিপন্থী। কুরআনকে বালিশ হিসেবে গ্রহণ করা তার প্রতি অমনোযোগিতা, অলসতা অসম্মানের পরিচয়। কারণ যে ব্যক্তি কুরআনকে বালিশ করে অথবা বালিশের নিচে রেখে ঘুমায় সে যেন কুরআন তিলাওয়াত, হিদায়াত ও এর দ্বারা উপকার সাধন করা থেকে বিমুখ হল। তাই রসূল (সাঃ) কুরআনের ধারক বাহককে মাথার নিচে কুরআন দিয়ে ঘুমাতে নিষেধ করেছেন।

ক্বারী বলেছেন, তোমরা কুরআনকে বালিশ করো না। কেননা এরূপ করলে কুরআনের হাক্ব আদায়ে তোমরা অলস এবং অমনোযোগী হয়ে পড়বে। বরং কুরআন জেনে, বুঝে, 'আমাল করে, তিলাওয়াত করে এর হাক্ব আদায়ে ব্রতি হও। রসূল (সাঃ) কুরআনকে দিনে রাতে যথাযথভাবে তিলাওয়াত করতে ও এর অনুসরণ করতে বলেছেন। তিনি (সাঃ) আরো নির্দেশ দিয়েছেন যে, কুরআন জানা ব্যক্তিরা যেন কুরআনকে শোনান, শিক্ষা দেয়া, লিখা, ব্যাখ্যা করা, চর্চা করা ও তার প্রতি 'আমাল করার মাধ্যমে প্রচার করে। আর তারা যেন সুন্দর কণ্ঠে তিলাওয়াত করে এবং এর মর্মার্থ অনুধাবন করে পরকালে এর জন্য সাওয়াবের আশা করে। কারণ এর দ্বারা দুনিয়াতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা যাবে না। পরকালে এর সাওয়াব বিশাল বড়।

أهل القرآن -কে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো এই যে, কুরআন জানা ব্যক্তির ওপর এর দায়িত্ব বেশি। কারণ অন্যদের তুলনায় তারা কুরআন হাক্ব সম্পর্কে বেশি অবগত। তাই তাদের ওপর এটা ওয়াজিব।

অথবা এর দ্বারা মু'মিনগণ উদ্দেশ্য। কেননা তাদের কমপক্ষে অল্প হলেও কুরআন জানা থাকে। অথবা এর দ্বারা কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী উদ্দেশ্য।

---

[২৫৫] **য'ঈফ :** শু'আবুল ঈমান ১৮৫২। কারণ এর সানাদে আবূ বাক্র ইবনু আবী মারইয়াম একজন দুর্বল রাবী ।

(٢) بَابُ اِخْتِلَافِ الْقِرَاءَاتِ وَجَمْعِ الْقُرْاٰنِ

অধ্যায়-২ : ক্বিরাআতের ভিন্নতা ও কুরআন সংকলন প্রসঙ্গে

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٢١١ - [١] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلٰى غَيْرِ مَا أَقْرَأُهَا. وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَقْرَأَنِيهَا فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتّٰى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهٖ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ. فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلٰى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: أَرْسِلْهُ اقْرَأْ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِيْ سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «هٰكَذَا أُنْزِلَتْ». ثُمَّ قَالَ لِيْ: «اِقْرَأْ». فَقَرَأْتُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «هٰكَذَا أُنْزِلَتْ إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ أُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

২২১১-[১] 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিশাম ইবনু হাকীম ইবনু হিযামকে 'সূরাহ্ আল ফুরক্বান' পাঠ করতে শুনলাম। আমি যেভাবে (কুরআন) পড়ি, তা হতে (তার পড়া) ভিন্ন ধরনের, অথচ রসূলুল্লাহ নিজে আমাকে এ সূরাহ্ পড়িয়েছেন। তাই আমি এর কারণে ব্যস্ত হতে উদ্যত হলাম। কিন্তু সলাত শেষ করা পর্যন্ত তাকে সুযোগ দিলাম। সলাত শেষ হবার পরই তার চাদর তার গলায় পেঁচিয়ে আমি রসূলুল্লাহ -এর কাছে নিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে যেভাবে 'সূরাহ্ আল ফুরক্বান' পড়িয়েছেন তার থেকে ভিন্নরূপে আমি হিশামকে 'সূরাহ্ আল ফুরক্বান' পড়তে শুনলাম। রসূলুল্লাহ 'উমারকে বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। হিশামকে বললেন, হিশাম! তুমি 'সূরাহ্ আল ফুরক্বান' পড়ো তো দেখি। হিশাম এ সূরাটি সেভাবেই পড়ল আমি তাকে যেভাবে পড়তে শুনেছি। তার পড়া শুনে রসূলুল্লাহ বললেন : এভাবেও এ সূরাহ্ নাযিল হয়েছে। এরপর তিনি () আমাকে বললেন, এখন তুমিও পড়ো দেখি! আমিও সূরাটি পড়লাম। আমার পড়া শুনে তিনি () বললেন, এ সূরাটি এভাবেও নাযিল হয়েছে। বস্তুত এ কুরআন সাত রীতিতে নাযিল করা হয়েছে। তাই তোমাদের যার জন্য যে ক্বিরাআত সহজ হয় সেভাবেই তোমরা পড়বে। (বুখারী, মুসলিম; কিন্তু পাঠ [শব্দ] মুসলিমের)[২৫৬]

ব্যাখ্যা : কুরআন নাযিল হয়েছে সাত রীতিতে। আবার কোন বর্ণনায় রয়েছে কুরআন তিন পদ্ধতিতে নাযিল হয়েছে।

আবূ শামাহ বলেন, হয়তো কুরআন প্রথমে তিন রীতিতে এবং পরে সাত রীতিতে নাযিল হয়েছে। কেউ বলেছেন, এখান থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যা ধর্তব্য নয়। বরং এর দ্বারা সহজতা, প্রশস্ততা, সম্মান ও দয়া উদ্দেশ্য।

---

[২৫৬] **সহীহ :** বুখারী ৭৫৫০, মুসলিম ৮১৮, আবূ দাউদ ১৪৭৫, নাসায়ী ৯৩৭, মুয়াত্ত্বা মালিক ৬৮৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২৮৪৫, ইবনু হিব্বান ৭৪১।

'উলামাগণ سبعة أحرف-এর অর্থ ও ব্যাখ্যা নিয়ে অনেক মতামত ব্যক্ত করেছেন।

'আল্লামাহ্ সুয়ূত্বী (রহঃ) তাঁর اتقان গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসের অর্থের ব্যাপারে চল্লিশটি মত রয়েছে, তন্মধ্যে একটি মত হচ্ছে, حرف-এর অর্থ নির্ণয় করা কঠিন। কেননা حرف বলতে সাধারণ বানানো অক্ষর উদ্দেশ্য হতে পারে। আবার শব্দকে বুঝায় অর্থকে ও বুঝায় আবার "দিক" এর অর্থ দিয়ে থাকে। তিনি বলেন, পছন্দনীয় অভিমত হচ্ছে এটা متشابهة-এর অন্তর্ভুক্ত। এর সঠিক ব্যাখ্যা বলা যায় না।

কেউ কেউ সাত হরফ বলতে সাতটি গোত্র উদ্দেশ্য। যেমন- কুরায়শ, হাওয়াযিন, তামীম, হুযায়ল, আয্দ, রবী'আহ্, সা'দ বিন বাক্র ইত্যাদি। ইমাম ইবনু হাজার আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন, সাত হরফ বলতে সাতটি ধরন উদ্দেশ্য। যদি একটি রীতিতে পড়তে বলা হত তাহলে ক্বারীদের নিকটে কঠিন হতো। তাই যাতে তারা তাদের সহজ ভাষাতে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে সেজন্য এই প্রশস্ততা দান করা হয়েছে।

কেউ কেউ সাতটি গোত্র বা সাতটি ভাষাকে মেনে নিতে চাননি। তারা বলেন, 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব ও হিশাম বিন হাকীম رضي الله عنهما উভয়েই কুরায়শ বংশের একই গোত্রের একই ভাষার অথচ তাদের পড়ার ধরন দুই ধরনের।

এ ধরনের মতভেদের সমাধানে ইমাম ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, سبعة أحرف এর দ্বারা একই অর্থের বিভিন্ন শব্দ উদ্দেশ্য। যেমন أقبل—هلم تعالى ইত্যাদি।

ইবনু 'আবদুল বার (রহঃ) বলেন, অধিকাংশ 'আলিম এ মতটি গ্রহণ করেছেন। সাত ধরনের শব্দ মানে সাত ধরনের পরিবর্তন; যেমন-

১. হরকতের বিভিন্নতা, যেমন- يُضَارُّ ও يُضَارَّ।

২. فعل গত পরিবর্তন যথা : فعل الأمر _ بَاعِدْ এবং فعل الماضى _ بَعُدَ।

৩. নুক্তার পরিবর্তন। যথা : نُنْشِزُهَا ও نُنْشِرُهَا।

৪. নিকটবর্তী মাখরাজের হরফের পরিবর্তন করে। যথা : طلح منضود ও طلع منضود।

৫. تقديم ও تأخير এর পরিবর্তন। যথা : وجاءت سكرة بالموت بالحق কে جاءت سكرة الحق بالموت পড়া।

৬. অক্ষর কম-বেশি করে। যথা : والذكر والأنثى বা وما خلق الذكر والأنثى।

৭. অন্য সমার্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা। যথা : [القارعة:٥]﴿كالعهن المنفوش﴾ বা والصوف المنفوش।

আবার সাত প্রকার থেকে أمثال ও اهل، نهى، وعد، وعيد، قصص، حلال، حرام، محكم، متشابه হতে পারে।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেছেন, 'আরবরা বিভিন্ন ভাষার অধিকারী ছিল। তাই তাদের মাঝে إدغام وإظهار وتفخيم وترقيق وإمالة وإشباع ইত্যাদির ক্ষেত্রে উচ্চারণগত পার্থক্য ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের পড়ার সহজতার জন্য এই প্রশস্ততা দান করেছেন। প্রথমে কুরআন কুরায়শদের ভাষায় নাযিল করেছেন। এরপর যখন অন্যান্য 'আরবরা ইসলাম গ্রহণ করল তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের ভাষা অনুযায়ী পড়ার জন্য অনুমতির ব্যবস্থা করেন।

মতানৈক্যের কারণ : ইবনু আবী হাশিম বলেন, সহাবীগণ কুরআন শুনে বিনা নুকতায় লিখত। তাদের নিকট থেকে বিভিন্ন এলাকার মানুষ গ্রহণ করত। তাদের নিকটে যেরূপ কুরআন থাকত সেটার ব্যতিক্রমটিকে বর্জন করত। এটা 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নির্দেশের কারণে। ফলে ক্বারীদের মাঝে ক্বিরাআতের ভিন্নতা দেখা দেয়।

হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) একটি গ্রহণযোগ্যতা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশে সর্বসম্মতিক্রমে একটি মাসহাফ লিখিত হয়। কিন্তু তাতে কিছু বর্ণের ভিন্নতা ছিল। এছাড়া যা অন্য ক্বিরাআত আছে সেগুলোকে আল্লাহ মানুষের সুবিধার জন্য সহজভাবে বিভিন্নভাবে পড়ার বৈধতা দান করেন। কিন্তু যখন 'উসমানের আমলে কোন মানুষ অন্য কারো পঠনকে অস্বীকার করল এবং কাফির বলে অভিহিত করতে শুরু করল তখন 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একটি রীতিতে কুরআন সংকলন করলেন অন্যগুলোকে ছেড়ে দিলেন কিন্তু অন্যভাবে পড়ার বৈধতা থাকল। তাই মহান আল্লাহ বললেন, ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ অর্থাৎ- "যেভাবে সহজ সেভাবে পড়"– (সূরাহ্ আল মুয্‌যাম্মিল ৭৩ : ২০)।

٢٢١٢ -[٢] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأَ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ خِلَافَهَا فَجِئْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَعَرَفْتُ فِيْ وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقَالَ: «كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ فَلَا تَخْتَلِفُوْا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوْا فَهَلَكُوْا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২২১২-[২] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‌'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক লোককে কুরআন পড়তে শুনলাম। অথচ আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে অন্যভাবে তা পড়তে শুনেছি। আমি তাকে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে নিয়ে গেলাম। তাঁকে এ খবর জানালাম। আমি তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চেহারায় বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমরা দু'জনই শুদ্ধ পড়েছ। এ নিয়ে তোমরা কলহ বিবাদ করো না। তোমাদের আগের লোকেরা কলহ-বিবাদে লিপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছেন। (বুখারী)[২৫৭]

ব্যাখ্যা : ক্বারী বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চেহারা অসন্তুষ্টির বা অপছন্দের চিহ্ন দেখা গেছে সহাবীদের মাঝে আহলে কিতাবের মতভেদের ন্যায় বিতর্ক দেখা যাওয়ার ভয়ে। কারণ সব সহাবী ন্যায়পরায়ণ। আর তাদের বর্ণনাও সঠিক। ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তারা দু'জনের ঝগড়ার কারণে তার চেহারায় অপছন্দের ছাপ ফুটে উঠেছিল।

কুসতুলানী (রহঃ) বলেন, যদি কেউ প্রশ্ন করে যে তাদের দু'জনের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হলেও কিভাবে তাদেরকে محسن বা সঠিক বলে আখ্যায়িত করলেন। তবে উত্তরে বলা যাবে محسن এজন্য বললেন যে, ইবনু মাস্‌'ঊদ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে শোনার পর আবার সঠিকতা অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন এবং সেই ব্যক্তিটি ভালভাবে পড়েছে। আর উভয়ে ঝগড়া করার কারণে অপছন্দ করেছেন। কারণ তাদের উচিত ছিল প্রত্যেকের ক্বিরাআতকে স্বীকৃতি দেয়া এবং এর কারণ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট জানতে চাওয়া।

ক্বারী বলেন, ইবনু মাস্‌'ঊদ কুরআনের বিভিন্ন পঠন পদ্ধতির বৈধতা সম্পর্কে অবগত হওয়ার আগেই এই রকম বিতর্কে জড়িয়ে ছিলেন। তিনি বলেন, ইবনু মাস্‌'ঊদ লোকটিকে নিয়ে আসার কারণে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অপছন্দ করেন। কেননা তার উচিত ছিল লোকটির ব্যাপারে ভাল ধারণা করা এবং লোকটির ক্বিরাআতের

[২৫৭] **সহীহ :** বুখারী ৩৪৭৬, ২৪১০।

বিষয়ে রসূল ﷺ-এর নিকট জানতে চাওয়া। অথবা রসূল ﷺ-এর সামনে যখন ‘উমার এ ধরনের বিষয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন তিনি তার ওপর ধৈর্য ধারণ করেছিলেন, কারণ তার রাগ সম্পর্কে রসূল ﷺ-এর জানা ছিল। কিন্তু ইবনু মাস্‌'উদ رضي الله عنه-এর এত রাগ না থাকা সত্ত্বেও ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ার কারণে রসূল ﷺ-এর চেহারায় অপছন্দের ছাপ ফুটে উঠেছিল।

ইবনু মালিক বলেন, লোকটির সাথে ইবনু মাস্‌'উদ-এর মতভেদের কারণে রসূল ﷺ-এর মুখমণ্ডলে অপছন্দের ছাপ দেখা গেছে। কারণ বিভিন্নভাবে কুরআন তিলাওয়াত জায়িয। আর কোন পদ্ধতিতে অস্বীকার করা যেন কুরআনকে অস্বীকার করা। আর এটা না জায়িয।

রসূলুল্লাহ ﷺ উম্মাতদেরকে ইখতেলাফ করতে নিষেধ করেছেন। কুসতুলানী (রহঃ) لا تختلفوا এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরা এমন এখতেলাফ করো না যা তোমাদেরকে কুফরী অথবা বিদ্‌'আতে নিমজ্জিত করে। যেমন স্বয়ং কুরআন সম্পর্কে মতানৈক্য করা। অথবা যাতে ফিত্‌নার বা সন্দেহের মধ্যে মানুষ পড়ে যায় এমন ইখতেলাফ করা।

٢٢١٣-[٣] وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّيْ فَقَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ ثُمَّ دَخَلَ اٰخَرُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوٰى قِرَاءَةِ صَاحِبِه فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ دَخَلْنَا جَمِيعًا عَلٰى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّ هٰذَا قَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ وَدَخَلَ اٰخَرُ فَقَرَأَ سِوٰى قِرَاءَةِ صَاحِبِه فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَأَ فَحَسَّنَ شَأْنَهُمَا فَسَقَطَ فِيْ نَفْسِيْ مِنَ التَّكْذِيبِ وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا رَأٰى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَا قَدْ غَشِيَنِيْ ضَرَبَ فِيْ صَدْرِيْ فَفِضْتُ عَرَقًا وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرَقًا فَقَالَ لِيْ: «يَا أُبَيُّ أُرْسِلَ إِلَيَّ أَنْ اَقْرَأَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى حَرْفٍ فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلٰى اُمَّتِيْ فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّانِيَةَ اقْرَأْهُ عَلٰى حَرْفَيْنِ فَرَدَّدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلٰى اُمَّتِيْ فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّالِثَةِ اقْرَأْهُ عَلٰى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتُكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنِيهَا فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِيْ وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتّٰى إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২২১৩-[৩] উবাই ইবনু কা'ব رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মাসজিদে আছি, এমন সময় এক লোক মাসজিদে এসে সলাত আদায় করতে শুরু করল। সে এমন পদ্ধতিতে ক্বিরাআত পড়ল যা আমার জানা ছিল না। এরপর আর একজন লোক এলো। সে প্রথম ব্যক্তির ক্বিরাআতের ভিন্ন ধরনে পড়ল। সলাত শেষে আমরা সকলে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! এ ব্যক্তি সলাতে এভাবে ক্বিরাআত পড়েছে, যা আমার জানা নেই। আবার দ্বিতীয় ব্যক্তি এসে ওর চেয়ে ভিন্নভাবে ক্বিরাআত পড়ল। এসব কথা শুনে নাবী ﷺ তাদেরকে হুকুম দিলেন, আবার কুরআন পড়তে। তারা আবার পড়ল। পড়া শুনে তিনি (ﷺ) উভয়ের পাঠকেই ঠিক বললেন। এ কথা শুনে আমার মনে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি এমন এক সন্দেহের জন্ম দিলো যা জাহিলিয়্যাতের সময়েও আমার মধ্যে ছিল না। সন্দেহের ছায়া আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে লক্ষ্য করে তিনি (ﷺ) আমার সিনার উপর হাত মারলেন। এতে আমি ঘামে ভিজে গেলাম। আমি এতই ভীত হলাম, যেন আমি আল্লাহকে দেখছি। এ সময় তিনি (ﷺ) আমাকে বললেন, হে উবাই! আমার কাছে ওয়াহী পাঠানো হয়েছিল এক রীতিতে কুরআন পাঠের। কিন্তু আমি আল্লাহর নিকট আবেদন করলাম।

(হে আল্লাহ!) আপনি আমার উম্মাতের জন্য কুরআন পাঠ পদ্ধতি সহজ করে দিন। আল্লাহ দ্বিতীয়বার বললেন, তবে দু' রীতিতে কুরআন পড়ো। আমি আবার নিবেদন করলাম, (হে আল্লাহ!) আপনি আমার উম্মাতের জন্য কুরআন পাঠ আরো সহজ করে দিন। তিনি তৃতীয়বার আমাকে বলে দিলেন, তাহলে সাত রীতিতে কুরআন পড়ো। কিন্তু তোমার প্রতিটি নিবেদনের পরিবর্তে আমি তোমাকে যা দিয়েছি এর বাইরেও আরো নিবেদন অধিকার তোমার রইল। তুমি তা চাইতে পারো। তিনি (ﷺ) বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ! আপনি আমার উম্মাতকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমার উম্মাতকে ক্ষমা করুন। আর তৃতীয় আবেদনটি আমি এমন এক দিনের জন্য পিছিয়ে রাখলাম যেদিন সব সৃষ্টি আমার সুপারিশের দিকে চেয়ে থাকবে। এমনকি ইব্‌রাহীম আলায়হিস্ সালাম-ও। (মুসলিম)[২৫৮]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন ক্বিরাআতকে শুদ্ধ বলার কারণে উবাই বিন কা'ব-এর অন্তরে অবিশ্বাস ও খটকার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ তার ধারণা ছিল যে, আল্লাহর বাণী একই পদ্ধতিতে পড়তে হবে। প্রত্যেকের ইচ্ছানুযায়ী পড়া ঠিক নয়। আর এজন্য তার মনে ইসলাম গ্রহণের পূর্বের চাইতে বেশি সংশয় তৈরি হয়েছে। কেননা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সে তো রসূল ﷺ-কে অবজ্ঞা প্রদর্শন করত। ফলে তাকে মিথ্যা মনে করা খটকা সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব মনে করত না। কিন্তু যখন ইসলাম গ্রহণ করেছে তখন তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস তৈরি হয়েছে এবং তাকে চিনতে পেরেছে। এরপর তার সম্পর্কে মনে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া যেন বড় ব্যাপার। তাই তিনি জোর দিয়ে বলেছেন জাহিলী যুগের চাইতে আমার অন্তরে তাকে অস্বীকার করার প্রবণতা বেশি দেখা যায়।

ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেছেন, উবাই বিন কা'ব ছিলেন উঁচু স্তরের সহাবী ও দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত। আসলে তাদের দু'জনের ভিন্ন ক্বিরাআতকে শুদ্ধ বলায় উবাই-এর অন্তরে শায়ত্বনের কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হয়েছে। অতঃপর রসূল ﷺ-এর হাতের দ্বারা প্রহারের বারাকাতে তার ভয়-ভীতি ঘামের সাথে বের হয়ে গেল। তিনি দৃঢ় বিশ্বাসী হলেন। এ সময় তিনি যেন শায়ত্বনী কুমন্ত্রণার কারণে লজ্জিত হয়ে ভয়ে আল্লাহর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

রসূল ﷺ তৃতীয় প্রার্থনা পিছিয়ে দিয়েছেন ক্বিয়ামাতের দিনে আবেদন করার জন্য। তৃতীয় আবেদনটি হচ্ছে الشفاعة الكبرى (বড় সুপারিশ)। সমস্ত সৃষ্টি জীবের এই সুপারিশের প্রয়োজন রয়েছে। এমনকি ইব্‌রাহীম আলায়হিস্ সালাম-এরও প্রয়োজন আছে। এ উক্তি দ্বারা ইব্‌রাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর মর্যাদা অন্যান্য নাবীদের ওপর ও আমাদের নাবীর শ্রেষ্ঠত্ব সকল নাবী-রসূলের ওপর প্রমাণিত হয়।

٢٢١٤ - [٤] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «أَقْرَأَنِيْ جِبْرِيْلُ عَلٰى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهٗ فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيْدُهٗ وَيَزِيْدُنِيْ حَتّٰى انْتَهٰى إِلٰى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: بَلَغَنِيْ أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الْأَحْرُفَ إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَمْرِ تَكُوْنُ وَاحِدًا لَا تَخْتَلِفُ فِيْ حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২২১৪-[৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জিবরীল আমাকে এক রীতিতে কুরআন পড়ালেন। আমি তাকে এর পাঠ রীতির সংখ্যা বৃদ্ধি করে আনতে আল্লাহর নিকট ফেরত পাঠালাম। আল্লাহ আমার জন্য এ রীতি বৃদ্ধি করতে লাগলেন। অতঃপর এ পাঠ সাত

[২৫৮] **সহীহ :** মুসলিম ৮২০, আহমাদ ২১১৭১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৪০, বাগাবী ১২২৭, সহীহ আল জামি' ২০৭১।

রীতিতে গিয়ে পৌছল। বর্ণনাকারী ইবনু শিহাব যুহরী বলেন, বিশ্বস্ত সূত্রে আমার নিকট খবর পৌছেছে যে, এ সাত রীতি অর্থের দিক দিয়ে একই। এর দ্বারা হালাল হারামে কোন পার্থক্য পড়েনি। (বুখারী, মুসলিম)[২৫৯]

ব্যাখ্যা : কুরআন প্রথমত এক পদ্ধতিতে পড়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে উম্মাতের নিকটে সহজসাধ্য করার জন্য রসূল ﷺ জিবরীল-এর মাধ্যমে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন। তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাদের সুবিধানুযায়ী পড়ার জন্য প্রশস্ততা দান করেছেন। এক বর্ণনায় রয়েছে যা সুলায়মান বিন সারদ-এর তিনি বর্ণনা করেন, রসূল ﷺ বলেছেন, হে উবাই! আমার নিকটে দু'জন মালাক (ফেরেশতা) আসলো তাদের একজন বলল, তুমি এক রীতিতে পড়। অপর মালাক বলল, তাকে এর চাইতে বেশি সুযোগটা দাও। আমি বললাম, আমাকে এর চাইতে বেশি সুযোগ দেয়া হোক। অতঃপর বলল, দুই রীতিতে পড়। এরপর বেশি সহজ করতে বললে একজন মালাক বলল, আপনি সাতভাবে পড়ুন।

বায়হাক্বী (রহঃ) বলেছেন, একটি শব্দ দুই তিন থেকে সাত পদ্ধতিতে পড়া যায় যাতে সজহভাবে বা কষ্ট ছাড়াই পড়া সুবিধা হয়। ইমাম তৃহাবী (রহঃ)-এর নিকটে সাতভাবে পড়া বলতে হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল করা যাবে না। এই পরিবর্তন শুধু শব্দের ভিতরে হবে অর্থে নয়। অর্থাৎ- শব্দের অর্থ ঠিক রেখে রূপ পরিবর্তন করা কুরআন মাজীদে জায়িয।

মাওয়ার্দী স্পষ্টভাবে বলেছেন, যে রসূলুল্লাহ ﷺ ক্বিরাআতের ক্ষেত্রে একটি অক্ষরকে অন্য একটি অক্ষরের সাথে পরিবর্তন করার ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। আর মুসলিমগণ امثال-এর আয়াতকে أحكام-এর সাথে পরিবর্তন করা হারাম মর্মে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আহমাদ ও বায়হাক্বী বলেছেন, مثبت-কে منفي এবং حلال-কে হারামে পরিবর্তন করা কুরআনে জায়িয নয়। আল্লাহ তা'আলার বাণী : ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ "যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট হতে আসতো, তবে তাতে তারা অবশ্যই বহু অসঙ্গতি পেত"– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৮২)। আর এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়াই এতে সামান্যতম মতভেদ পাওয়া যাবে না।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٢١٥ـ[٥] عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﷺ قَالَ: لَقِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جِبْرِيلَ فَقَالَ: «يَا جِبْرِيلُ إِنِّيْ بُعِثْتُ إِلٰى أُمَّةٍ أُمِّيِّينَ مِنْهُمُ الْعَجُوزُ وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْغُلَامُ وَالْجَارِيَةُ وَالرَّجُلُ الَّذِيْ لَمْ يَقْرَأْ كِتَابًا قَطُّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ الْقُرْاٰنَ أُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَأَبِيْ دَاوُدَ: قَالَ: «لَيْسَ مِنْهَا إِلَّا شَافٍ كَافٍ». وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ قَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ أَتَيَانِيْ فَقَعَدَ جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِيْ وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِيْ فَقَالَ جِبْرِيلُ: اقْرَأِ الْقُرْاٰنَ عَلٰى حَرْفٍ قَالَ مِيكَائِيلُ: اسْتَزِدْهُ حَتّٰى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ فَكُلُّ حَرْفٍ شَافٍ كَافٍ».

---

[২৫৯] সহীহ : বুখারী ৪৯৯১, মুসলিম ৮১৯, আহমাদ ২৩৭৫, মু'জামুস সগীর লিত্ব ত্বারানী ৮৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৩৯৯০, সহীহ আল জামি' ১১৬২।

২২১৫-[৫] উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিবরীলের সাথে দেখা করলেন। তিনি বললেন, হে জিবরীল! আমি এক নিরক্ষর উম্মাতের কাছে প্রেরিত হয়েছি। এদের মধ্যে আছে প্রবীণা বৃদ্ধা, প্রবীণ বৃদ্ধ, কিশোর-কিশোরী। এমন ব্যক্তিও আছে যে কখনো লেখাপড়া করেনি। জিবরীল বললেন, হে মুহাম্মাদ! (এতে ভয় নেই) কুরআন সাত রীতিতে (পড়ার অনুমতি নিয়ে) নাযিল হয়েছে। (তিরমিযী। আহ্‌মাদ ও আবূ দাউদের এক বর্ণনায় আরো আছে, "এদের প্রত্যেক পাঠই (অন্তর রোগের জন্য) নিরাময় দানকারী ও যথেষ্ট। কিন্তু নাসায়ীর এক বর্ণনায় আছে, তিনি (সাঃ) বলেন, জিবরীল ও মীকাঈল আমার নিকট এলেন। জিবরীল আমার ডানদিকে ও মীকাঈল বাম দিকে বসলেন। জিবরীল বললেন, আপনি আমার কাছ থেকে কুরআন পড়ার রীতি শিখে নিন। তখন মীকাঈল বললেন, আপনি তার নিকট কুরআন পড়ার রীতি বৃদ্ধির আবেদন করুন। আমি তা করলাম। অতঃপর এ রীতি সাত পর্যন্ত পৌঁছল। তাই এ সাত রীতির প্রত্যেকটাই আরোগ্য দানকারী ও যথেষ্ট।[২৬০]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিরক্ষর জাতির নিকটে আগমন করেছেন। নিরক্ষর বলতে যারা লিখিত বিষয়কে ভালভাবে পড়তে পারে না। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ "তিনিই নিরক্ষরদের মাঝে পাঠিয়েছেন তাঁর রসূলকে তাদেরই মধ্য হতে"– (সূরাহ্ আল জুমু'আহ্ ৬২ : ২)।

আবার কেউ বলেছেন أمي বলা হয়, যারা লিখতে ও কোন কিতাব পড়তে পারে না। রসূল (সাঃ) বলেছেন : (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب) অর্থাৎ- আমরা এমন এক নিরক্ষর জাতি যারা লিখতে পারে না ও হিসাব করতে জানে না। যাদের মধ্যে রয়েছে عجوز বা বৃদ্ধা মহিলা ও الشيخ الكبير বা বৃদ্ধা লোক– এরা বার্ধক্যজনিত কারণে শিখতে অপারগ। الغلام ও الجارية ছোট ছেলে-মেয়ে শৈশবকালে থাকায় পড়তে সক্ষম হয় না। এরা যাতে সহজে পড়তে পারে সেই ব্যবস্থা করুন। তাই জিবরীল বললেন, কুরআন নাযিল হয়েছে সাত রীতিতে।

প্রত্যেকটি রীতিকে মূর্খতা রোগের আরোগ্য দানকারী এবং সলাতের জন্য যথেষ্ট করা হয়েছে। অথবা উদ্দেশ্যবোধ রোগের নিরাময়কারী এবং অলঙ্কার প্রকাশে অপারগ ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট।

মিরকাত গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, অর্থ সঙ্গতি বিধানে মু'মিন বক্ষের নিরামক এবং রসূল (সাঃ)-এর সততা প্রমাণে যথেষ্ট।

٢٢١٦ -[٦] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَاصٍّ يَقْرَأُ ثُمَّ يَسْأَلُ. فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلِ اللهَ بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِيْءُ أَقْوَامٌ يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُوْنَ بِهِ النَّاسَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ.

২২১৬-[৬] 'ইমরান ইবনু হুসায়ন (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তিনি এক গল্পকারের নিকট গেলেন। তিনি দেখলেন, সে গল্পকার কুরআন পড়ছে। আর মানুষের কাছে ভিক্ষা চাইছে। (এ দৃশ্য দেখে) তিনি দুঃখে '*ইন্না- লিল্লা-হি*' পড়লেন। এরপর বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি

[২৬০] **হাসান সহীহ :** তিরমিযী ২৯৪৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৭৩৯, আহমাদ ২১২০৪, ২১১৩২, নাসায়ী ৯৪১, আবূ দাউদ ১৪৭৭, সহীহ আল জামি' ৭৮।

কুরআন পড়ে সে যেন বিনিময়ে আল্লাহর কাছে কিছু চায়। খুব তাড়াতাড়ি এমন কিছু লোকের আগমন ঘটবে যারা কুরআন পড়ে বিনিময়ে মানুষের কাছে হাত পাতবে। (আহ্মাদ ও তিরমিযী)[২৬১]

ব্যাখ্যা : কুরআন পড়ে বা কুরআনের আলোচনা করে এক ব্যক্তি মানুষের নিকট থেকে দুনিয়ার কোন বিনিময় চাইলে 'ইমরান বিন হুসায়ন *"ইন্না- লিল্লা-হি ওয়া ইন্না- ইলায়হি র-যি'উন"* পড়লেন। কারণ ঘটনা বর্ণনাকারী কুরআনের বিনিময়ে মানুষের নিকটে কিছু চাওয়া বিপদে নিপতিত হয়েছে। কেননা এটি বিদ্'আত বা পাপ কাজ। আর মুসলিমদের মাঝে এরূপ বিদ্'আত বা পাপকার্য প্রকাশ পাওয়া এক ধরনের বিপদ। অথবা তিনি নিজেই এরূপ জঘন্য অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার পরীক্ষায় পড়েছেন যা এক ধরনের বিপদ। তাই তিনি *"ইন্না- লিল্লা-হি ওয়া ইন্না- ইলায়হি র-যি'উন"* পড়লেন।

কুরআন পড়লে দুনিয়া ও আখিরাত সম্পর্কে আল্লাহর নিকটে চাইতে হবে। মানুষের কাছে নয়। হতে পারে যে, পাঠক যখন রহমাতের আয়াত পড়বে তখন সে আল্লার কাছে চাইতে। আর যখন শাস্তি সংক্রান্ত আয়াত পাঠ করবে– সে তখন তা থেকে আল্লাহর নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। আর তিলাওয়াতের শেষে রসূল ﷺ কর্তৃক বর্ণিত দু'আর মাধ্যমে প্রার্থনা করবে। আর তার দু'আ পরকালীন ও মুসলিমদের ইহকালে ও পরকালে কল্যাণের জন্য হওয়া উচিত।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٢١٧ - [٧] عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ يَتَأَكَّلُ بِهِ النَّاسَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهٗ عَظْمٌ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ

২২১৭-[৭] বুরায়দাহ্ আল আসলামী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে মানুষের কাছে খাবার চাইবে ক্বিয়ামাতের দিন সে এমন এক অবস্থায় উপনীত হবে যে তার চেহারায় হাড় থাকবে, কিন্তু গোশ্ত থাকবে না। (বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান)[২৬২]

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি কুরআনের মাধ্যমে মানুষের নিকট খাদ্য চায়। অর্থাৎ- যে দুনিয়ার তুচ্ছ জিনিসের জন্য কুরআনকে মাধ্যম বানায় ও নিকৃষ্ট বস্তুর জন্য শ্রেষ্ঠ সম্মানিত বস্তুকে অবলম্বন বানায় এবং মন্দতর জিনিসের উপায় বানায় সে ক্বিয়ামাতের দিন বিভৎস-নিকৃষ্ট চেহারায় আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। কুরআনের দ্বারা যে খাবার সন্ধান করে তার জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে।

٢٢١٨ - [٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّوْرَةِ حَتّٰى يَنْزِلَ عَلَيْهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

[২৬১] সহীহ লিগয়রিহী : তিরমিযী ২৯১৭, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩০০০২, আহমাদ ১৯৮৮৫, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৩৭১, শু'আবুল ঈমান ২৩৮৭, সহীহাহ্ ২৫৭, সহীহ আত্ তারগীব ১৪৩৩, সহীহ আল জামি' ৬৪৬৭। তবে শু'আয়ব আরনাঊত আহমাদ-এর সানাদটিকে য'ঈফ বলেছেন।

[২৬২] মাওযূ' : শু'আবুল ঈমান ২৩৮৪, য'ঈফাহ্ ১৩৫৬, য'ঈফ আল জামি' ৫৭৬৩। কারণ এর সানাদে আহমাদ ইবনু মায়সাম 'আলী ইবনু ক্বদিম থেকে অনেক মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম সুয়ূত্বী হাদীসটিকে তার "মাওযূ'আত"-এ নিয়ে এসেছেন।

২২১৮-[৮] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম *'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম'* নাযিল না হওয়া পর্যন্ত সূরাহ্‌গুলোর মধ্যে পার্থক্য বুঝে উঠতে পারতেন না। (আবূ দাঊদ)[২৬৩]

ব্যাখ্যা : ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾ অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সূরার শুরু ও শেষ বুঝতে পারতেন না। যখন এটা নাযিল হল তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, কোন সূরাহ্ শেষ হলো আর কোন সূরাহ্ সামনে আসছে এবং শুরু হবে। এ হাদীস দ্বারা হানাফীগণ বলেন, ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾ এটা কুরআনের স্বয়ংসম্পন্ন স্বতন্ত্র একটি আয়াত। আর এটা সূরাহ্ ফাতিহাহ্ বা অন্য কোন সূরার আয়াত নয়। বস্তুত ক্বিরাআত শুরু করার জন্য এটাকে নাযিল করা হয়েছে।

ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন, এ হাদীস এবং এ অধ্যায়ের শেষ হাদীস প্রকাশ্য দলীল যে, ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾ প্রত্যেক সূরার আয়াত। এটা সূরাকে পৃথক করার জন্য বারবার নাযিল করা হয়েছে।

اللمعات গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, উপরোক্ত হাদীস দু'টি প্রমাণ করে যে, এটা প্রত্যেক সূরার অংশ যেমন শাফি'ঈর মাযহাব বা মত। আমাদের এটা কুরআনের আয়াত যা সূরাকে আলাদা করার জন্য নাযিল হয়েছে।

মির্'আত প্রণেতা বলেন, মুসলিমদের ইজমা হয়েছে যে, কুরআনের দুই মোড়কের মাঝে যা কিছু আছে সব আল্লাহর কালাম এবং তাদের সম্মতি হয়েছে যে, মাসহাফের সমস্ত লিপিই হচ্ছে আল্লাহর বাণী। তবে তারা জোর দিয়ে বলেছেন যে সূরার নামসমূহ, আয়াতের সংখ্যা ও 'আমীন' শব্দ কুরআনের বাহিরের। এসব প্রমাণ করে যে, ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾ কুরআনের আয়াত। সেজন্য সূরাহ্ তাওবাহ্ ব্যতীত অন্য সব সূরার প্রথমে ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾ পড়া সমস্ত ক্বারীগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

٢٢١٩ -[٩] وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنَّا بِحِمْصَ فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ سُوْرَةَ يُوْسُفَ فَقَالَ رَجُلٌ: مَا هٰكَذَا أُنْزِلَتْ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَاللهِ لَقَرَأْتُهَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ» فَبَيْنَا هُوَ يُكَلِّمُهٗ إِذْ وَجَدَ مِنْهُ رِيْحَ الْخَمْرِ فَقَالَ: أَتَشْرَبُ الْخَمْرَ وَتُكَذِّبُ بِالْكِتَابِ؟ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২২১৯-[৯] 'আলক্বামাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হিম্‌স শহরে ছিলাম। ওই সময় একবার 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সূরাহ্ ইউসুফ পড়লেন। তখন এক লোক বলে উঠল, এ সূরাহ্ এভাবে নাযিল হয়নি। (এ কথা শুনে) 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে এ সূরাহ্ পড়েছি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনে বলেছেন, বেশ ভাল পড়েছ। 'আলক্বামাহ্ বলেন, সে তাঁর সাথে কথা বলছিল এ সময় তার মুখ থেকে মদের গন্ধ পাওয়া গেল। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন বললেন, মদ খাও আর আল্লাহর কিতাবকে মিথ্যা বানাও। এরপর 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু মদপানের অপরাধে তাকে শাস্তি প্রদান করলেন। (বুখারী, মুসলিম)[২৬৪]

ব্যাখ্যা : জমহূর 'উলামাহ্ বলেছেন, এখানে কিতাবকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কুফ্‌রীর শামিল। এটা তার প্রতি কঠোরতা আরোপের জন্য বা সতর্ক করার জন্য। এজন্য তিনি ইবনু মাস্'ঊদ তার প্রতি মুরতাদের হুকুম আরোপ করেননি।

[২৬৩] সহীহ : আবূ দাঊদ ৭৮৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২৩৭৭, শু'আবুল ঈমান ২১২৫, সহীহ আল জামি' ৪৮৬৪।
[২৬৪] সহীহ : বুখারী ৫০০১, মুসলিম ৮০১।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, ইবনু মাস্‘ঊদ তাকে দণ্ড দিয়েছেন এটা এজন্য যে, আমীর কর্তৃক তিনি এ দায়িত্ব বিশেষভাবে পেয়েছিলেন।

হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, হয়ত ইবনু মাস্‘ঊদ তাকে আমীরের নিকট সোপর্দ করেছিলেন। আর আমীর তাকে দণ্ড দিয়েছেন। তাই তিনি দণ্ডকে রূপকভাবে নিজের প্রতি সম্বোধন করেছেন।

কুরতুবী (রহঃ) বলেন, এ হাদীসটি যারা গন্ধ পেলে শাস্তি হবে না বলেছেন যেমন হানাফী মতাবলম্বী তাদের বিপক্ষে দলীল।

ক্বারী (রহঃ) বলেন, একটি দলের মতামত হলো এ হাদীসটি থেকে বাহ্যিকভাবে বুঝা যায়, গন্ধ পেলে মদ পান করেছে বলে ধরে নিয়ে তাকে শাস্তি দেয়া যাবে। তবে আমাদের এবং শাফি‘ঈদের মতামত এর বিপরীত। কারণ টক আপেলেও মদের গন্ধ পাওয়া যায়। আর জোর জবরদস্তিতে মদ পান করতে পারে। সম্ভবত ইবনু মাস্‘ঊদ তার নিকট থেকে কোন স্বীকৃতি পেয়েছিলেন অথবা তাকে শাস্তি দিয়েছেন।

ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, এই মাসআলাটি মতানৈক্যপূর্ণ। তবে শ্রেষ্ঠ অভিমত হলো যে, শুধু গন্ধের কারণে শাস্তি দেয়া যাবে না। বরং তার সাথে আর কোন ইঙ্গিত বা প্রমাণ পেতে হবে। যেমন মাতলামী, বমি করা অথবা মদ্যপায়ী লোকের সাথে অবস্থান করা, অথবা মদপানকারী হিসেবে মানুষের নিকটে পরিচিত হওয়া।

٢٢٢٠ـ[١٠] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ ؓ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ. فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ عُمَرَ أَتَانِيْ فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْاٰنِ وَإِنِّيْ أَخْشٰى أَنِ اسْتَحَرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبُ كَثِيْرٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَإِنِّيْ أَرٰى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْاٰنِ قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ؟ فَقَالَ عُمَرُ هٰذَا وَاللّٰهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِيْ فِيهِ حَتّٰى شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرِيْ لِذٰلِكَ وَرَأَيْتُ الَّذِيْ رَأٰى عُمَرُ قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَتَبَّعِ الْقُرْاٰنَ فَاجْمَعْهُ فَوَاللّٰهِ لَوْ كَلَّفُوْنِيْ نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِيْ بِهٖ مِنْ جَمْعِ الْقُرْاٰنِ قَالَ: قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلُوْنَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ. قَالَ هُوَ وَاللّٰهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ أَبُوْ بَكْرٍ يُرَاجِعُنِيْ حَتّٰى شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرِيْ لِلَّذِيْ شَرَحَ لَهٗ صَدْرَ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ. فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْاٰنَ أَجْمَعُهٗ مِنَ الْعُسُبِ وَاللِّخَافِ وَصُدُوْرِ الرِّجَالِ حَتّٰى وَجَدْتُ اٰخِرَ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ اٰيَتَيْنِ مَعَ أَبِيْ خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهٖ ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ حَتّٰى خَاتِمَةِ بَرَاءَةَ. فَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِيْ بَكْرٍ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهٗ ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২২২০-[১০] যায়দ ইবনু সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধের পর পর খলীফাতুর রসূল আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি গেলাম। দেখলাম ‘উমার ইবনুল খাত্ত্বাব তাঁর কাছে উপবিষ্ট। আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, ‘উমার আমার কাছে এসে খবর দিলেন, ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক কুরআনের হাফিয শাহীদ হয়ে গেছেন। আমার আশংকা হয়, বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধে এভাবে হাফিয শাহীদ হতে

থাকলে কুরআনের অনেক অংশ লোপ পেয়ে যাবে। তাই আমি সঙ্গত মনে করি যে, আপনি কুরআনকে মাসহাফ বা কিতাব আকারে একত্রিত করতে হুকুম দেবেন। আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি 'উমারকে বললাম, এমন কাজ কিভাবে আপনি করবেন, যে কাজ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম করেননি? 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বললেন, আল্লাহর শপথ। এটা হবে একটা উত্তম কাজ। 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু এভাবে আমাকে বার বার বলতে লাগলেন। অতঃপর আল্লাহ এ কাজের গুরুত্ব বুঝার জন্য আমার হৃদয় খুলে দিলেন এবং আমিও এ কাজ করা সঙ্গত মনে করলাম। যায়দ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বললেন, তুমি একজন বুদ্ধিমান যুবক যার ব্যাপারে আমাদের কোন সন্দেহ সংশয় নেই। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওয়াহীও তুমি লিখতে। তাই তুমিই কুরআনের আয়াতগুলো খোঁজ করো এবং এগুলো গ্রন্থাকারে (মাসহাফ) একত্র করো। যায়দ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তারা যদি আমাকে পাহাড়সমূহের কোন একটিকে স্থানান্তরের দায়িত্ব অর্পণ করতেন তা-ও আমার জন্য কুরআন একত্র করার দায়িত্ব অপেক্ষা অধিক দুঃসাধ্য হত না। যায়দ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম, যে কাজ নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম করেননি, এমন কাজ আপনারা কী করে করবেন? আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর কসম! এটা বড়ই উত্তম কাজ। মোটকথা, এভাবে আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বার বার বলতে লাগলেন। সর্বশেষ আল্লাহ তা'আলা আমার হৃদয়কেও এ গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য খুলে দিলেন, যে কাজের জন্য আবূ বাক্‌র ও 'উমারের হৃদয়কে খুলে দিয়েছিলেন। অতএব খেজুরের ডালা, সাদা পাথর, পশুর হাড়, মানুষের (হাফিযদের) অন্তর ও স্মৃতি হতে আমি কুরআনের আয়াত সংগ্রহ করতে লাগলাম। সর্বশেষ আমি সূরাহ্ আত্ তাওবার শেষাংশ, *'লাক্বদ জা-আকুম রসূলুম মিন আনফুসিকুম'* হতে সূরার শেষ পর্যন্ত সংগ্রহ করলাম আবূ খুযায়মাহ্ আনসারীর কাছ থেকে। এ অংশ আমি তার ছাড়া আর কারো কাছে পাইনি। যায়দ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এ লিখিত সহীফাহ্গুলো আবূ বাক্‌র-এর কাছে ছিল যে পর্যন্ত আল্লাহ তাকে মৃত্যু দেননি। তারপর ছিল 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে তাঁর জীবনকাল পর্যন্ত। তারপর তাঁর কন্যা হাফসাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে ছিল। (বুখারী)[২৬৫]

ব্যাখ্যা : ইয়ামামাহ্ ইয়ামানের একটি প্রসিদ্ধ শহরের নাম। "বিদায়াহ্ ওয়ান্ নিহায়াহ্"-তে বলা হয়েছে, এটা পূর্ব হিজাযের প্রসিদ্ধ অঞ্চল।

(أهل اليمامة) বলতে মুসায়লামাতুল কায্যাব বাহিনীর সাথে যুদ্ধে নিহত সহাবীগণ উদ্দেশ্য। যখন মুসায়লামাতুল কায্যাব নবূওয়াত দাবী করল এবং 'আরবের অনেকের মুরতাদ হওয়ার কারণে নিজেকে শক্তিশালী করে তুলল তখন আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নেতৃত্বে একদল সহাবীকে মুসায়লামাতুল কায্যাব-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য পাঠালেন। তারা ইয়ামামাহ্ অঞ্চলে গিয়ে তার সাথে তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হলে আল্লাহ তা'আলা মুসায়লামাহ্-কে পরাজিত করেন এবং হত্যা করেন। এ যুদ্ধে অনেক সহাবী শাহীদ হন। কেউ বলেন, এর সংখ্যা ছিল সাতশত। আবার কেউ বলেন, এর চাইতেও বেশি।

কুরআন সংকলনের ইতিহাস : ইমাম হাকিম (রহঃ) তার মুস্তাদরাক গ্রন্থে বলেন, কুরআন তিনটি পর্যায়ে সংকলন করা হয়। একটি হল, রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায়। তবে যে সংকলন বর্তমান সময়ে আমাদের নিকট আছে এটা নয়। তখন বিভিন্ন সূরাহ্ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে লিখিত ছিল রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে, অর্থাৎ- এক জায়গায় লিখা হয়নি এবং সূরার ধারাবাহিকতাও ঠিক ছিল না।

হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কুরআন একটি মাসহাফে সংকলন না করার কারণ হলো তখন কোন আয়াতের হুকুম অথবা কোন আয়াতের তিলাওয়াত মানসূখের সম্ভাবনা ছিল। তাই

---

[২৬৫] **সহীহ :** বুখারী ৪৯৮৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২৩৭২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৫০৬।

যখন রসূল ﷺ ইন্তিকাল করলেন তখন এরূপ নাসিখ নাযিল হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গেল এবং আল্লাহ খুলাফায়ে রাশিদীনদের ইলহাম করে কুরআন সংরক্ষণ করার জন্য নির্দেশ দেন। তাই সংকলনের সূচনা হয়েছিল 'উমার রাঃ-এর পরামর্শক্রমে আবূ বাক্‌র রাঃ সিদ্দীক্বের হাত ধরে। আবূ বাক্‌র রাঃ প্রথমত কুরআন সংকলন করতে চাননি। কিন্তু 'উমার রাঃ-এর বারবার বলার কারণে তিনি এই মহান দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ দেন। আর তিনি উপলব্ধি করেন যে, এটাই হচ্ছে আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূল ﷺ এবং সাধারণ মানুষের খায়েরখাহী করা।

আবার রসূল ﷺ-এর নির্দেশও রয়েছে। যেমন তিনি বলেন, (لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن)। আর আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কুরআন একটি صفة-এ সংকলিত রয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী : ﴿يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً﴾ "যে পাঠ করে পবিত্র গ্রন্থ"– (সূরাহ্ আল বাইয়্যিনাহ্ ৯৮ : ২)। কিন্তু এখন বিক্ষিপ্তভাবে পাথরে, খেজুরের ডালে, অনুরূপ বস্তুতে লিখা রয়েছে। অতঃপর তিনি একটি মুসহাফে সংকলন করলেন। এটাকে রাফিযী সম্প্রদায় সম্পূর্ণ বিদ্‌'আত বলে আখ্যায়িত করেছেন।

হারিস মুহাসিব তার "ফাহামুস্ সুনান" গ্রন্থে বলেছেন, কুরআন লিখন বিদ্‌'আত নয়। কারণ, রসূল ﷺ কুরআন লিখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তা বিভিন্ন কাগজের টুকরায়, খেজুরের ডালে, হাড্ডিতে। আবূ বাক্‌র রাঃ এগুলোকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় একত্রিত করলেন। যেন তিনি বিক্ষিপ্ত কুরআনকে বিভিন্ন পাতায় স্থান দিলেন। যা রসূল ﷺ-এর বাড়িতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। অতঃপর সেগুলোকে একটি সুতায় বেঁধে দিলেন যাতে কোন অংশ নষ্ট না হয়ে যায়। (ইত্‌ক্বান- ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৮)

আবূ বাক্‌র রাঃ ওয়াহীর লেখক যায়দ বিন সাবিত-কে কুরআন লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব দেন। হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী যায়দ-এর চারটি বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করেছেন যা এই কাজের জন্য প্রয়োজন। ১. যুবক হওয়া– যে প্রত্যাশিত কিছু খুঁজতে আগ্রহী হবে। ২. জ্ঞানী হওয়া– যে সেগুলোকে সংরক্ষণ করবে। ৩. মিথ্যায় অভিযুক্ত না হওয়া– যাতে তার প্রতি আস্থা রাখা যায়। ৪. ওয়াহীর লেখক ছিলেন– যিনি সর্বাধিক কুরআনের চর্চা করতেন। যায়দ বিন সাবিত রাঃ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কুরআন সংকলনের কাজ সম্পাদন করতে থাকেন। ইয়াহ্‌ইয়া বিন 'আবদুর রহমান বলেন, 'উমার দাঁড়িয়ে বললেন, যে ব্যক্তি রসূল ﷺ-এর নিকট থেকে কুরআন শিখেছে সে যেন তা নিয়ে উপস্থিত হয়। তখন মানুষেরা কাগজের টুকরা, হাড্ডিতে মসৃন পাথরে কুরআন লিপিবদ্ধ করত। যায়দ কারো নিকট থেকে দু'টি সাক্ষী না পাওয়া পর্যন্ত কিছু গ্রহণ করতেন না। এটা প্রমাণ করে যে, তিনি শুধুমাত্র কারো নিকট কিছু লিখিত পেলেই গ্রহণ করতেন না যতক্ষণ না তিনি জানতেন যে, কার নিকট থেকে শিখেছে এবং তিনি জানেন কি না? এক্ষেত্রে আবূ বাক্‌রও সতর্কতা অবলম্বন করতেন। একদা তিনি যায়দ ও 'উমারকে বললেন, তোমরা দু'জন মাসজিদের দরজায় বস এবং যে তোমাদের নিকটে দু'জন সাক্ষীসহ বলবে যে, এটা কুরআনের আয়াত তখন তা লিখে নাও। আর দুই সাক্ষী থেকে উদ্দেশ্য حفظ তথা মুখস্থ এবং كتابة তথা লিখিত।

অথবা এ দু'টি সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, এটা রসূল ﷺ-এর সামনে লিখিত।

অথবা এ দু'টি প্রমাণ করবে যে, এটা যেসব পদ্ধতিতে কুরআন নাযিল হয়েছে তারই অন্তর্ভুক্ত। শুধু মুখস্থের ভিত্তিতে নয়। এর সাথে লিখার উপর গুরুত্ব প্রদান করতেন। এজন্যই যায়দ সূরাহ্ আত্ তাওবার শেষের আয়াত সম্পর্কে বলেন, আমি আর কারো নিকটে লিখিত পাইনি।

সুয়ূত্বী (রহঃ) বলেন, এই দুই সাক্ষী থেকে উদ্দেশ্য হলো রসূল ﷺ-এর মারা যাওয়ার বছর কুরআনকে যে দু'বার জিবরীল নাবীর ওপর পড়ে শুনান সেটাই।

কুসতুলানী (রহঃ) বলেন, (صدور الرجال) এর অর্থ হলো যারা কুরআন সংকলন করেছেন এবং রসূল ﷺ-এর যুগে সম্পূর্ণ কুরআনকে মুখস্থ রেখেছেন। যেমন উবাই বিন কা'ব, মু'আয বিন জাবাল প্রভৃতি। আর হাড্ডিতে পাথরে লিখিত পাওয়া যেন স্থির করল আবার অনুমোদন দেয়া হলো। اللمعات-এ বলা হয়েছে (صدور الرجال) হলো নির্ভরযোগ্য উৎস।

আর كتابة হলো تقرير على تقرير। অন্য বর্ণনায় রয়েছে কুরআন সংকলন ক্বারীগণ কারো নিকটে কুরআনের আয়াত পেলে তাকে কসম দিতেন অথবা কোন প্রমাণ তলব করতেন। মোট কথা এসব কঠোরতা অবলম্বন করেছেন সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বনের জন্য।

যায়দ বিন সাবিত, 'উমার, আবূ খুযায়মাহ্, উবাই বিন কা'ব তাওবার শেষ আয়াত সংগ্রহ করে গোটা কুরআনকে একটি মাসহাফে সংকলন করেন, আবূ বাক্‌র رضي الله عنه-এর নিকট রেখে দেন। তার মৃত্যুর পর 'উমার বিন খাত্ত্বাব رضي الله عنه-এর নিকট, অতঃপর তদীয় কন্যা হাফসাহ্'র নিকট কুরআনের মাসহাফটি থাকে।

٢٢٢١ـ[١١] وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّامِ فِيْ فَتْحِ أَرْمِينِيَّةَ وَأَذْرَبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَأَفْزَعَ حُذَيْفَةَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَدْرِكْ هٰذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوْا فِي الْكِتَابِ اخْتِلَافَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلٰى حَفْصَةَ أَنْ أَرْسِلِيْ إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلٰى عُثْمَانَ فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوْهَا فِي الْمَصَاحِفِ وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّيْنَ الثَّلَاثِ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ فَاكْتُبُوْهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوْا حَتّٰى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ إِلٰى حَفْصَةَ وَأَرْسَلَ إِلٰى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوْا وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْاٰنِ فِيْ كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِيْ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فَقَدْتُ اٰيَةً مِنَ الْأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ) فَأَلْحَقْنَاهَا فِيْ سُوْرَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২২২১-[১১] আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ফাহ্ ইবনু ইয়ামান, খলীফা 'উসমান رضي الله عنه-এর কাছে মাদীনায় এলেন। তখন হুযায়ফাহ্ ইরাক্বীদের সাথে থেকে আরমীনিয়্যাহ্ (আর্মেনিয়া) ও আয্‌রাবীজান (আযারবাইজান) জয় করার জন্য শামবাসীদের (সিরিয়াবাসীদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন। এখানে তাদের অমিল কুরআন তিলাওয়াত তাকে উদ্বিগ্ন করে তুলল। তিনি 'উসমান رضي الله عنه-কে

বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! ইয়াহূদী-খৃষ্টানদের মতো আল্লাহর কিতাবে ভিন্নতা আসার আগে আপনি এ জাতিকে রক্ষা করুন। তাই 'উসমান উম্মুল মু'মিনীন হাফসাহ্'র নিকট রক্ষিত মাসহাফ (কুরআন মাজীদ) তার নিকট পাঠিয়ে দেবার জন্য খবর পাঠালেন। তিনি বললেন, আমরা সেটাকে বিভিন্ন মাসহাফে অনুলিপি করে আবার আপনার নিকট তা পাঠিয়ে দিব। বিবি হাফসাহ্ সে সহীফাহ্ 'উসমানের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। 'উসমান সহাবী যায়দ ইবনু সাবিত, 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়র, সা'ঈদ ইবনু 'আস ও 'আবদুল্লাহ ইবনু হারিস ইবনু হিশামকে এ সহীহফাহ্ কপি করার নির্দেশ দিলেন। হুকুম মতো তারা এ সহীফার অনেক কপি করে নিলেন। সে সময় 'উসমান কুরায়শী তিন ব্যক্তিকে বলে দিয়েছিলেন, কুরআনের কোন স্থানে যায়দ-এর সাথে আপনাদের মতভেদ হলে তা কুরায়শদের রীতিতে লিখে নিবেন। কারণ কুরআন মূলত তাদের রীতিতেই নাযিল হয়েছে। তারা নির্দেশ মতো কাজ করলেন। সর্বশেষ সমস্ত সহীফাহ্ বিভিন্ন মাসহাফে কপি করে নেবার পর 'উসমান মূল সহীফাহ্ বিবি হাফসাহ্'র নিকট ফেরত পাঠালেন। তাদের কপি করা সহীফাহ্সমূহের এক এক কপি রাজ্যের এক এক এলাকায় পাঠিয়ে দিলেন। এ কপি ছাড়া অন্য সব আগের সহীফায় লিখিত কুরআনকে জ্বালিয়ে ফেলতে নির্দেশ জারী করেছিলেন।

ইবনু শিহাব যুহরী বলেন, যায়দ ইবনু সাবিত-এর ছেলে খারিজাহ্ আমাকে জানিয়েছেন, তিনি তাঁর পিতা যায়দ ইবনু সাবিত-কে বলতে শুনেছেন, আমরা যখন কুরআন নকল করি, সূরাহ্ আল আহ্যাব-এর একটি আয়াত খুঁজে পেলাম না। এ আয়াতটি আমি রসূলুল্লাহ -কে পড়তে শুনেছি। তাই আমরা তা খোঁজ করতে লাগলাম। খুযায়মাহ্ ইবনু সাবিত আল আনসারী-এর নিকট অবশেষে আমরা তা পেলাম। এরপর আমরা তা মাসহাফে সংযোজন করে দিলাম। আর সে আয়াতটি হলো, *"মিনাল মু'মিনীনা রিজা-লুন সদাক্ব মা- 'আ-হাদুল্ল-হা 'আলায়হি"* (অর্থাৎ- মু'মিনদের মধ্যে কতক লোক আল্লাহ্র সঙ্গে কৃত তাদের অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করেছে)– (সূরাহ্ আল আহযাব ৩৩ : ২৩)। (বুখারী)[২৬৬]

ব্যাখ্যা : হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, 'উসমান -এর শাসনামলে আর্মেনিয়া ও আযারবায়জান যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধে সিরিয়া ও ইরাক্বের অধিবাসী অংশগ্রহণ করেছিল। 'উসমান ইরাক্ববাসীর আমীর হিসেবে সালমান বিন রবী'আহ্ আল বাহিলীকে এবং সিরিয়াবাসীর আমীর হিসেবে হাবীব বিন মাসলামাহ্ আল ফিহরী-কে নিযুক্ত করেন।

রশাত্বীয়ু (রহঃ) বলেন, আর্মেনিয়ার যুদ্ধ 'উসমান -এর খিলাফাতে ২৪ হিজরীতে সালমান বিন রবী'আহ্-এর নেতৃত্বে সংঘটিত হয়।

ইবনুল 'আরাবী (রহঃ) বলেন, আযারবায়জান আর্মেনিয়ার পাশের এলাকা। এ দু'টি যুদ্ধ একই বছরে সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধে ইরাক্ববাসী ও সিরিয়াবাসী ভিন্ন ভিন্নভাবে কুরআন তিলাওয়াত করত। কোন বর্ণনায় এসেছে, ইরাক্ববাসী 'আবদুল্লাহ বিন মাস্'উদ -এর ক্বিরাআতে তিলাওয়াত করতেন। আর সিরিয়াবাসী উবাই বিন কা'ব -এর নিয়মানুসারে তিলাওয়াত করতো। এতে তাদের মাঝে যেন এক ধরনের ফিত্নাহ্ শুরু হয়েছিল। ফলে তারা পরস্পরের তিলাওয়াতকে অস্বীকার করে বসত। একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, তারা উভয়ে [البقرة:١٩٦] ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ আয়াতকে নিয়ে মতানৈক্য করে। তাদের কেউ বলে واتموا الحج والعمرة للبيت পড়লে হুযায়ফাহ্ রাগান্বিত হলেন। এমনকি তার চোখ লাল হয়ে গেল। তিনি বলেন, যদি আমি আমিরুল মু'মিনীনের নিকট যাই তবে আমি তাকে কুরআনকে একই

---

[২৬৬] সহীহ : বুখারী ৪৯৮৭, তিরমিযী ৩১০৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২৩৭৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৫০৬।

ক্বিরাআতের উপর একত্রিত করার জন্য অনুরোধ করব। কেননা এর দ্বারা কুরআন নিয়ে ইয়াহূদী নাসারাদের মতো এই উম্মাতগণ মতভেদে জড়িয়ে পড়বে। তাই 'উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু হুযায়ফাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর অনুরোধ হাফসাহ্ বিনতু 'উমার-এর নিকট আবূ বাক্‌র-এর সংকলিত মাসহাফটি চেয়ে পাঠান। এরপর আনসারী সহাবী যায়দ বিন সাবিত এবং কুরায়শ সহাবী 'আবদুল্লাহ বিন যুবায়র, সা'ঈদ বিন 'আস-কে দিয়ে লিখিয়ে নেন। কারণ যায়দ ছিলেন শ্রেষ্ঠ লেখক ও সা'ঈদ ছিলেন স্পষ্টভাষী।

হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) বলেন, ১২ জন সংকলকের মধ্যে ৯ জনকে আমরা চিনতাম। যাদের মধ্যে সূচনা হয়েছিল যায়দ ও সা'ঈদ এর মাধ্যমে দিয়ে।

'উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে কুরায়শদের ভাষায় কুরআনকে লিখতে বলেন কুরায়শের সম্মান প্রকাশের জন্য। কারণ আল্লাহ বলেছেন, ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ "আমি ওটাকে (কুরআনকে) করেছি 'আরাবী ভাষায়"– (সূরাহ্ আয্ যুখরুফ ৪৩ : ৩)। 'আরাবী ভাষা অনেক গোত্রের রয়েছে, যেমন কুরায়শ, মুযার, রবী'আহ্ ইত্যাদি। তাই কোন গোত্রের সাথে নির্দিষ্ট করতে স্পষ্ট দলীলের দরকার হয়। অন্যথায় নির্দিষ্ট ভাবে বলা যাবে না। এ ব্যাখ্যাটি করেছেন ক্বাযী আবূ বাক্‌র ইবনু আল বাক্বিলানী।

আবূ শামাহ (রহঃ) বলেন, 'উসমান কুরায়শ বংশের সাথে নির্দিষ্ট করার কারণ হলো সর্বপ্রথম কুরআন কুরায়শদের ভাষায় নাযিল হয়। এরপর সহজতর জন্য বা পড়ার সুবিধার জন্য সাত পদ্ধতিতে নাযিল হয়। যখন কুরআনকে একটি ভাষায় একত্রিত করলেন তখন এটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সাত রীতির মধ্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুরায়শ বংশের ভাষা উত্তম। ফলে মানুষ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভাষা হওয়ায় আগ্রহের সাথে গ্রহণ করে। আসলে আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর উদ্দেশ্য ছিল কুরআনকে সমস্ত শারী'আত সম্মত রীতিতে সংকলন করা। আর 'উসমানের কুরায়শের ভাষায় কুরআনকে সংকলন করার উদ্দেশ্য ছিল কুরআনের ব্যাপারে মানুষের মতভেদের রাস্তাকে বন্ধ করে দেয়া।

'উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু হাফসাহ্'র নিকট থেকে প্রাপ্ত কপিগুলো থেকে লিখার পর আবার তার নিকটে ফেরত পাঠান এবং লিখিত পাণ্ডুলিপি ছাড়া অন্য সব পাণ্ডুলিপিকে পোড়ানোর নির্দেশ দেন। ইবনুল বাত্তাল (রহঃ) এ হাদীসকে লক্ষ্য করে বলেন, আল্লাহর নাম উল্লেখ আছে এমন বই-পত্র আগুনে পুড়িয়ে দেয়া জায়িয। এটাই হচ্ছে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং মানুষের পায়ে পদদলিত হওয়া থেকে রক্ষার উপায়।

ইবনু 'আতিয়্যাহ্ বলেন, পাণ্ডুলিপি পুড়ানো সেই সময়ে প্রযোজ্য ছিল। তবে এখন প্রয়োজন হলে সেগুলোকে ধৌত করা উত্তম। হানাফীগণ বলেন, কোন কুরআনের মাসহাফ পুরাতন হওয়ার কারণে উপকৃত না হওয়া গেলে মানব চলাচলের রাস্তা থেকে দূরের কোন পবিত্র স্থানে পুঁতে দেয়া জায়িয। ক্বারী বলেন, পুরাতন পাণ্ডুলিপি ধৌত করে পানিগুলোকে পান করতে হবে।

তিরমিযীর ব্যাখ্যাকার আমাদের বিজ্ঞ-পণ্ডিত 'আল্লামাহ্ 'আয়নী (রহঃ)-এর কথা নকল করে বলেন, যদি চিন্তা করা যায় তবে পুড়ানোই সর্বোত্তম পথ বলে মনে হবে। তাই 'উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু পুড়িয়েছেন। তিনি আরো বলেন, পাণ্ডুলিপিকে ধৌত করা অসম্ভব। তাই এটা স্পষ্ট বিবেকবিরোধী মত।

আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে সংকলনের সময়ে সূরাহ্ তাওবার দু'টি আয়াত পাওয়া যাচ্ছিল না। যা খুযায়মাহ্ বিন সাবিত-এর নিকটে পাওয়া গেল। আর 'উসমানের এর যুগে সূরাহ্ আহযাব-এর একটি আয়াত পাওয়া যাচ্ছিল না। এরূপ মত ব্যক্ত করেছেন হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ)। তিনি আরো বলেন, উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বুঝতে পারা যায় যে, যায়দ বিন সাবিত কুরআন সংকলনের জন্য শুধু জানা বা মুখস্থ থাকার উপর নির্ভর করেননি বরং তিনি তাদের নিকট লিখা আছে কিনা লক্ষ্য করতেন।

٢٢٢٢ -[١٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: مَا حَمَلَكُمْ أَنْ عَمَدْتُمْ إِلَى الْأَنْفَالِ وَهِيَ مِنَ الْمَثَانِيْ وَإِلَى بَرَاءَةٍ وَهِيَ مِنَ الْمِئِيْنِ فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَكْتُبُوْا بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَوَضَعْتُمُوْهَا فِي السَّبْعِ الطُّوَلِ مَا حَمَلَكُمْ عَلٰى ذٰلِكَ فَقَالَ عُثْمَانُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِمَّا يَأْتِيْ عَلَيْهِ الزَّمَانُ وَهُوَ تُنْزِلُ عَلَيْهِ السُّوَرُ ذَوَاتُ الْعَدَدِ فَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ دَعَا بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ فَيَقُوْلُ: «ضَعُوْا هٰؤُلَاءِ الْاٰيَاتِ فِي السُّوْرَةِ الَّتِيْ يُذْكَرُ فِيْهَا كَذَا وَكَذَا» فَإِذَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ الْاٰيَةُ فَيَقُوْلُ: «ضَعُوْا هٰذِهِ الْاٰيَةَ فِي السُّوْرَةِ الَّتِيْ يُذْكَرُ فِيْهَا كَذَا وَكَذَا». وَكَانَتِ الْأَنْفَالُ مِنْ أَوَائِلِ مَا نَزَلَتْ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانَتْ بَرَاءَةٌ مِنْ اٰخِرِ الْقُرْاٰنِ وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيْهَةً بِقِصَّتِهَا. فَقُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا أَنَّهَا مِنْهَا فَمِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ قَرَنْتُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ أَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَوَضَعْتُهَا فِي السَّبْعِ الطُّوَلِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ

২২২২-[১২] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার খলীফা 'উসমানকে বললাম, কোন্ জিনিস আপনাদেরকে উদ্বুদ্ধ করল যে সূরাহ্ আনফাল, যা সূরাহ্ 'মাসানী'র অন্তর্ভুক্ত, সূরাহ্ বারাআত (আত্ তাওবাহ্) যা 'মাঈন'-এর অন্তর্ভুক্ত? এ উভয় সূরাকে এক স্থানে একত্র করে দিলেন? এ দু' সূরার মাঝে আবার *'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম'* লাইনও লিখলেন না? আর এগুলোকে জায়গা দিলেন "সাব্'ইত্ব তুওয়াল"-এর মধ্যে (অর্থাৎ- ৭টি দীর্ঘ সূরাহ্)। কোন্ বিষয়ে আপনাদেরকে এ কাজ করতে উজ্জীবিত করল? 'উসমান জবাবে বললেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ওপর ওয়াহী নাযিল হবার অবস্থা ছিল এমন যে, কোন কোন সময় দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হত (তাঁর ওপর কোন সূরাহ্ নাযিল হত না) আবার কোন কোন সময় তাঁর ওপর বিভিন্ন সূরাহ্ (একত্রে) নাযিল হত। তাঁর ওপর কুরআনের কিছু নাযিল হলে তিনি (ﷺ) তাঁর কোন না কোন সহাবী ওয়াহী লেখককে (কাতিবে ওয়াহী) ডেকে বলতেন, এ আয়াতগুলোকে অমুক সূরার অন্তর্ভুক্ত করো। যেসব আয়াতে অমুক অমুক বর্ণনা রয়েছে এর, আর অন্য কোন আয়াত নাযিল হলে তিনি (ﷺ) বলতেন, এ আয়াতকে অমুক সূরায় স্থান দাও। মাদীনায় প্রথম নাযিল হওয়া সূরাহ্সমূহের মধ্যে সূরাহ্ আল আনফাল অন্তর্ভুক্ত। আর সূরাহ্ 'বারাআত' মাদীনায় অবতীর্ণ হবার দিক দিয়ে শেষ সূরাহ্গুলোর অন্তর্গত। অথচ ও দু'টি সূরার বিষয়বস্তু প্রায় এক। এরপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইন্তিকালের কারণে আমাদেরকে বলে যেতে পারেননি সূরাহ্ বারাআত, সূরাহ্ আনফাল-এর অন্তর্ভুক্ত কিনা। তাই (অর্থাৎ- উভয় সূরাহ্ মাদানী ও বিষয়বস্তুর মিল থাকার কারণে) আমি এ দু' সূরাকে একত্রে মিলিয়ে দিয়েছি। *'বিস্মিল্লা-হির রহমা-নির রহীম'* লাইনও (এ দু' সূরার মধ্যে) লিখিনি এবং এ কারণেই এটাকে "সাব্'ইত্ব তুওয়াল"-এর অন্তর্গত করে নিয়েছি। (আহ্মাদ, তিরমিযী ও আবূ দাঊদ)[২৬৭]

---

[২৬৭] **য'ঈফ :** তিরমিযী ৩০৮৬, আবূ দাঊদ ৭৮৬, আহমাদ ৩৯৯, মুসতাদ্রাক লিল হাকিম ২৮৭৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২৩৭৬। কারণ এর সানাদে ইয়াযীদ আল ফারিসী একজন মাজহূল রাবী।

ব্যাখ্যা : মুহাদ্দিসগণ কুরআনকে চারভাগে ভাগ করেছেন। আর প্রত্যেক ভাগের এক একটি নাম দিয়েছেন। তারা বলেন, কুরআনের প্রথম দিকের সূরার নাম السبع الطول "সাব্'ইত্ব তুওয়াল"। এ প্রকারের মধ্যে রয়েছে সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ থেকে সূরাহ্ আল আ'রাফ পর্যন্ত ছয়টি সূরা। সপ্তম সূরাহ্ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, সূরাহ্ ফাতিহাহ্ যদিও এর আয়াত সংখ্যা কম কিন্তু এর অর্থের আধিক্যতা রয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, সূরাহ্ আনফাল ও তাওবার সমষ্টি হচ্ছে সপ্তম সূরা। এ সূরাহ্ দু'টি যেন একটি সূরাহ্। এ কারণে এই দু'টি সূরার মাঝে بسم الله দ্বারা পার্থক্য করা হয়নি।

* দ্বিতীয় প্রকার হলো ذوات مائية অর্থাৎ- যেসব সূরায় ১০০ বা ১০০ এর কম বেশি আয়াত রয়েছে, এ ধরনের সূরার সংখ্যা ১১ টি। এর আরেক নাম المئون।

* তৃতীয় প্রকার হলো مثانى অর্থাৎ- যেসব সূরায় ১০০ এর কম আয়াত আছে। এ প্রকার সূরার সংখ্যা ২০ টি।

* চতুর্থ প্রকার হলো مفصل। আর এ নামে নামকরণের কারণ হলো بسم الله এর মাধ্যমে সূরাগুলোকে বেশি বেশি ভাগ করা হয়েছে।

ইবনু 'আব্বাস 'উসমান (রাঃ)-কে দু'টি প্রশ্ন করেছেন। (এক) আনফাল ছোট সূরাহ্ হওয়া সত্ত্বেও কেন الطول-এ এবং সূরাহ্ তাওবাকে طول -এর সমপর্যায়ের হওয়া সত্ত্বেও مئين এ আর দু'টির মাঝে بسم الله কেন লেখা হল না।

ইবনু 'আব্বাস-এর দু'টি প্রশ্নের জবাব 'উসমান (রাঃ) প্রদান করেছেন, কারণ দু'টি বিষয়ের মাঝে সাদৃশ্য রয়েছে। কেননা তিনি মনে করেছেন যে, সূরাহ্ দু'টি একটিই সূরা। তাই এটাকে السبع الطول এর মাঝে রাখা হয়েছে। আর এ দু'টির মাঝে بسم الله লেখা হয়নি।

অথবা দু'টি সূরাহ্ মনে করেছেন, তাই এ দু'টির মাঝে ফাঁকা সাদা জায়গা রাখা হয়েছে। এ ধরনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে এটা সাদৃশ্য হওয়া বা অস্পষ্ট হওয়ায় এবং এ দু'টির একটি সূরাহ্ হওয়াতে অকাট্য প্রমাণ না থাকায়।

বর্তমানে কুরআনে যে অবস্থায় সূরার ধারাবাহিকতা দেখা যাচ্ছে এটা আল্লাহ কর্তৃক জিবরীল মারফত প্রাপ্ত না সহাবীদের ইজতিহাদের মাধ্যমে হয়েছে, এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, এটা সহাবীদের ইজতিহাদের মাধ্যমে। এ মতের প্রবক্তাদের মধ্যে ক্বাযী আবূ বাক্র (রহঃ) অন্যতম। তারা এ মতের প্রতি ঝুঁকেছেন এজন্যে যে, সহাবীদের কুরআন নাযিলের কারণ এবং শব্দাবলীর অবস্থান স্থল সম্পর্কে জ্ঞান ছিল। মূলত তারা রসূল (ﷺ)-এর নিকট থেকে যা শুনতেন তা লিখে রাখতেন।

আবার কেউ বলেন, আয়াতের ধারাবাহিকতা ও সূরার ধারাবাহিকতা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বিধান।

ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) তাঁর مدخل গ্রন্থে বলেছেন, রসূল (ﷺ)-এর যুগে সূরাহ্ আনফাল ও তাওবাহ্ ব্যতীত অন্য সব আয়াত ও সূরাহ্ এ ধারাতে ই সাজানো ছিল। যা 'উসমান-এর হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী ও 'উলামাহ্গণের বিস্তারিত মতভেদের বর্ণনা উল্লেখ পূর্বক ইমাম বায়হাক্বীর মত সমর্থন করে 'আলিমদের মতামতকে উল্লেখ করে বলেন, সূরাহ্ আনফাল ও তাওবাহ্ ছাড়া সমস্ত সূরার তারতীব আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত।

<u>নির্ভরযোগ্য ও অগ্রাধিকারযোগ্য মত :</u> ইমাম বাগাবী, ইবনুল আবারী, কিরমানী ও অন্যান্যদের মত হচ্ছে আমাদের সিদ্ধান্ত। তাদের মত হলো বর্তমানে কুরআনে সূরার এবং আয়াতের যে ধারাবাহিকতা রয়েছে এভাবে রসূল ﷺ সম্পাদন করেছেন। যেমন জিবরীল আলায়হিস সালাম আল্লাহর নিকট থেকে সংবাদ পেয়েছেন। সুতরাং সমস্ত সূরার ধারাবাহিকতা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। আর এর বিপক্ষে যেসব মত রয়েছে তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

তিরমিযী ও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে যে, মাদীনায় প্রথমদিকে সূরাহ্ আল আন্‌ফাল নাযিল হয়েছে এবং সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ কুরআন নাযিলের শেষের দিকে নাযিল হয়েছে।

ক্বারী বলেন, সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ মাদানী সূরাহ্। এ দু'টি সূরার মাঝে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিক বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য রয়েছে। আর এটাই হচ্ছে দু'টি সূরাকে একত্রিত করার একটি কারণ।

মোটকথা : দু'টি সূরাহ্ হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট দলীল না আসায় بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ উল্লেখ করা হয়নি, একটি সূরাহ্ হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট না পাওয়ায় ফাঁকা জায়গা রাখা হয়েছে। আর দু'টি সূরাহ্ হলেও طول-এ রাখা বেঠিক হয়নি। কারণ مئين-এর ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন সূরাহ্ র'দ এবং সূরাহ্ ইব্‌রাহীম। আর যদি একটি সূরাহ্ হয় তাহলে তাকে সেখানে রাখা ঠিক হয়েছে। যাকে مثانى-এর স্থানে দিলে তা ঠিক হতো না ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো না । তাই সাদৃশ্য থাকার কারণে طول-এর শেষে এবং مئين-এর প্রথমে স্থান দেয়া হয়েছে।

(৯) كِتَابُ الدَّعْوَاتِ
পর্ব-৯ : দু'আ

'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, দু'আ হলো নীচু পর্যায়ের কোন ব্যক্তির উঁচু পর্যায়ের ব্যক্তির নিকট বিনয়ের সাথে কোন কিছু চাওয়া শায়খ আবুল ক্বাসিম কুশায়রী বলেন, পবিত্র কুরআনে দু'আ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১. 'ইবাদাত অর্থে, মহান আল্লাহর বাণী : ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ﴾

"আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে আহ্বান করো না এমন কিছুকে যা না পারে তোমার কোন উপকার করতে, আর না পারে কোন ক্ষতি করতে।" (সূরাহ্ ইউনুস ১০ : ১০৬)

২. সাহায্য অর্থে, মহান আল্লাহর বাণী : ﴿وَادْعُوا شُهَدَآءَكُمْ﴾

"আর তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তাহলে তোমাদের সহযোগীদের ডাক।" (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৩)

৩. চাওয়া অর্থে, মহান আল্লাহর বাণী : ﴿ادْعُونِيْٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

"তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।" (সূরাহ্ আল মু'মিন/গাফির ৪০ : ৬০)

৪. কথা অর্থে, মহান আল্লাহর বাণী : ﴿دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ﴾

"তার ভিতরে তাদের ধ্বনি হবে, 'পবিত্র তুমি হে আল্লাহ'।" (সূরাহ্ ইউনুস ১০ : ১০)

৫. আহ্বান অর্থে, মহান আল্লাহর বাণী : ﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ﴾

"যে দিন তিনি তোমাদেরকে ডাকবেন।" (সূরাহ্ ইসরা/বানী ইসরাঈল ১৭ : ৫২)

৬. প্রশংসা অর্থে, মহান আল্লাহর বাণী : ﴿قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ﴾

"বল, 'তোমরা আল্লাহ নামে ডাকো বা রহমান নামে ডাকো।" (সূরাহ্ ইসরা/বানী ইসরাঈল ১৭ : ১১০)

মুসলিম হিসেবে সকলের জেনে রাখা উচিত দু'আ একটি 'ইবাদাত এবং তা মহান আল্লাহর হাক্ব এবং তা কবূল করার ওয়া'দাও আল্লাহ তা'আলা করেছেন। নাবী ﷺ বলেন, (الدعاء مخ العبادة) অর্থাৎ- দু'আই হলো 'ইবাদাত।

<u>একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :</u>

প্রশ্ন : তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস করে দু'আ করা উত্তম নাকি দু'আ না করা উত্তম?

উত্তর : দু'আ করা উত্তম, এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে।

ক) আল্লাহ দু'আ করতে বলেছেন, "তোমরা আমাকে ডাকো, আমি (তোমাদের ডাকে) সাড়া দেব।" (সূরাহ্ আল মু'মিন/গাফির ৪০ : ৬০)। সুতরাং দু'আ করলে আল্লাহর আদেশ পালন হয়।

খ) রসূলুল্লাহ ﷺ তাক্বদীরের মন্দ (বিষয়) থেকে আশ্রয় চেয়েছেন। যেমন : দু'আ কুনূতে আমরা পড়ে থাকি।

(وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ) অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমার তাক্বদীরের মন্দ বিষয় থেকে আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই।

[দু'আ না করার ব্যাপারে একটি হাদীস রয়েছে, হাদীসটি হল : "আল্লাহ তা'আলা আমার অবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। সুতরাং আমি যদি মন্দ অবস্থায় থাকি তাহলে তিনি তো দু'আ ছাড়াই আমার ভাল দিকটা আমার জন্য নিয়ে আসতে সক্ষম। সুতরাং আমার দু'আ করার কোন প্রয়োজন নেই।"

এ হাদীসটি সম্পর্কে 'আল্লামাহ্ আলবানী (রহঃ) বলেছেন, এর কোন ভিত্তি নেই। এটি একটি বানোয়াট হাদীস। সিলসিলাতুল আহাদীস আয্ য'ঈফাহ্ ১/২৯। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ও একই কথা বলেছেন, মাজমা'উল ফাতাওয়া ৮/৫৩৯।] (সম্পাদকীয়)

সুতরাং উপরোক্ত কথাগুলোর আলোকে আমরা বলবো, আমাদের সুখে-দুঃখে, অভাব-অনটনে সর্বদাই আল্লাহকে ডাকা উচিত।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٢٢٣ - [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِيْ شَفَاعَةً لِأُمَّتِيْ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِيْ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِلْبُخَارِيِّ أَقْصَرُ مِنْهُ

২২২৩-[১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : প্রত্যেক নাবীকেই একটি (বিশেষ) কবূলযোগ্য দু'আ করার অধিকার দেয়া রয়েছে। প্রত্যেক নাবীই সেই দু'আর ব্যাপারে (দুনিয়াতেই) তাড়াহুড়া করেছেন। কিন্তু আমি আমার উম্মাতের শাফা'আত হিসেবে আমার দু'আ ক্বিয়ামাত পর্যন্ত স্থগিত করে রেখেছি। ইন্‌শা-আল্ল-হ! আমার উম্মাতের প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে আমার এ দু'আ এমন উপকৃত হবে, যে আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শারীক না করে মৃত্যুবরণ করেছে। (মুসলিম; তবে বুখারীতে এর চেয়ে কিছু কম বর্ণনা করা হয়েছে)[২৬৮]

ব্যাখ্যা : ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেছেন : প্রত্যেক নাবীর জন্য একটি দু'আ রয়েছে যা নিশ্চিত কবূল হয়। আর বাকী যে দু'আগুলো তা কবূলের আশা করা যায় কিছু কবূল হয় আর কিছু কবূল হয় না। ক্বাযী 'ইয়ায (রহঃ) বিষয়টি একটু সুনির্দিষ্ট করে বলেছেন যে, প্রত্যেক নাবীর জন্য তার উম্মাতকে কেন্দ্র করে করা এমন একটি দু'আ রয়েছে যা নিশ্চিত কবূল হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

আবার কেউ বলেছেন, এটা ব্যাপক অর্থে নিতে হবে আর অন্য একদল বলেছেন, এটা প্রত্যেক নাবীর ব্যক্তিগত দু'আ। যেমন : নূহ (আলায়হিস সালাম) দু'আ করলেন, ﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا﴾

অর্থাৎ- "আল্লাহ এ দুনিয়ার সমস্ত কাফিরকে আপনি ধ্বংস করে দিন।" (সূরাহ্ নূহ ৭১ : ২৬)

যাকারিয়্যা (আলায়হিস সালাম) দু'আ করলেন, ﴿فَهَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾

---

[২৬৮] সহীহ : বুখারী ৬৩০৪, মুসলিম ১৯৯, তিরমিযী ৩৬০২, ইবনু মাজাহ ৪৩০৭, আহমাদ ৭৭১৪, মু'জামুল আওসাত ১৭২৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫৮৩৭, শু'আবুল ঈমান ৩০৮, সহীহ আল জামি' ৫১৭৬।

অর্থাৎ- "আমাকে আপনার পক্ষ থেকে একজন উত্তরাধিকারী (ছেলে) দান করুন যে আমার উত্তরাধিকারী হবে।" (সূরাহ্ মারইয়াম ১৯ : ৫)

অনুরূপ সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম দু'আ করলেন, ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾

অর্থাৎ- "হে আমার রব! আমাকে আপনি এমন এক রাজত্ব দান করুন যা আমার পরে এ পৃথিবীতে আর কাউকে দিবেন না।" (সূরাহ্ সাদ/সোয়াদ ৩৮ : ৩৫)

(شَفَاعَةً لِأُمَّتِي) এখানে উম্মাত দ্বারা উদ্দেশ্য উম্মাতুল ইজাবাহ্ তথা উম্মাতের যেসব লোক নাবী ﷺ-এর দা'ওয়াত কবূল করেছেন। ইবনু বাত্ত্বাল (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীস দ্বারা অন্যান্য নাবীগণের আলায়হিস্ সালাম-এর ওপর আমাদের নাবীর মর্যাদা প্রতীয়মান হয়। যেহেতু আমাদের নাবীজী ﷺ-কে এটা দেয়া হয়েছে আর অন্যান্য নাবী আলায়হিস্ সালাম-কে তা দেয়া হয়নি।

٢٢٢٤ - [٢] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيْهِ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اٰذَيْتُهٗ شَتَمْتُهٗ لَعَنْتُهٗ جَلَدْتُهٗ فَاجْعَلْهَا لَهٗ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهٗ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২২২৪-[২] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে একটি ওয়া'দা কামনা করছি, (আমার বিশ্বাস) সে ওয়া'দাপালনে কক্ষনো তুমি আমাকে বিমুখ করবে না। আমি তো মানুষ মাত্র। তাই আমি কোন মু'মিনকে কষ্ট দিয়েছি, গালি দিয়েছি, অভিশাপ দিয়েছি বা মেরেছি– আমার এ কাজকে তুমি তার জন্য ক্বিয়ামাতের দিন রহ্মাত, পবিত্রতা ও তোমার নৈকট্য লাভের উপায় বানিয়ে দাও। (বুখারী, মুসলিম)[২৬৯]

ব্যাখ্যা : ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, বিশ্বনাবী ﷺ যে তার উম্মাতের কল্যাণ, সমৃদ্ধি কামনা এবং তাদের প্রতি যে, তার চরম ও পরম দয়া ভালবাসা ছিল হাদীসটি তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

গুটি কয়েক প্রশ্ন ও তার উত্তর :

প্রথম প্রশ্ন : রসূলুল্লাহ ﷺ কোন মুসলিমকে অভিশাপ দিয়ে থাকলেই যদি সেটা ঐ মুসলিমের জন্য রহমাত ও বারাকাতের কারণ হয় তাহলে তিনি তো একাধারে ছবি অঙ্কনকারী, যারা নিজ পিতা ব্যতীত অন্য কোন লোককে পিতা দাবী করে, চোর, মদপানকারী, সুদখোর ইত্যাদি ব্যক্তিদেরও অভিশাপ দিয়েছেন। সুতরাং এদের ক্ষেত্রে নাবী ﷺ-এর অভিশাপ অভিশাপ না হয়ে রহমাত স্বরূপ হবে কি?

উত্তর : অত্র হাদীসের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা আসলে অভিশাপের উপযুক্ত নয়, বাহ্যিকদৃষ্টে তাদেরকে নাবী ﷺ অভিশাপ দিয়েছেন তারাই উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য। অপরদিকে কাফির, মুশরিক, ক্ববরপূজারী, চোর, সুদখোর ও ছবি অঙ্কনকারী এরা তো অভিশাপের উপযুক্ত, তাই তাদের জন্য অভিশাপটি রহমাত স্বরূপ হবে না যেমনটি হয়েছিল অভিশাপের অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : তাহলে যারা অভিশাপের উপযুক্ত নয় তাদেরকে নাবী ﷺ কিভাবে অভিশাপ করতে পারেন?

---

[২৬৯] সহীহ : বুখারী ৬৩৬১, মুসলিম ২৩০১, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৫৪৮, আহমাদ ৯৮০২, দারিমী ২৮০৭, সহীহাহ্ ৩৯৯৯, সহীহ আল জামি' ১২৭৩।

উত্তর : আভ্যন্তরীণ ও বস্তুত সে অভিশাপের উপযুক্ত নয় তবে বাহ্যিক দিক থেকে মনে হওয়ার কারণে হয়তো এমনটা ঘটে যেতে পারে।

٢٢٢٥-[٣] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ إِنْ شِئْتَ ارْحَمْنِيْ إِنْ شِئْتَ اُرْزُقْنِيْ إِنْ شِئْتَ وَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهٗ إِنَّهٗ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَلَا مُكْرِهَ لَهٗ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২২২৫-[৩] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর কাছে দু'আ করার সময় এ কথা না বলে যে, হে আল্লাহ! তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে ক্ষমা করে দাও। তুমি যদি ইচ্ছা কর আমার প্রতি দয়া করো। তুমি যদি ইচ্ছা কর আমাকে রিয্‌ক দান করো। বরং সে দৃঢ়তার সাথে দু'আ করবে (চাইবে)। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই প্রদান করেন। তাঁকে দিয়ে জোরপূর্বক কোন কিছু করাতে সক্ষম নয় বা তাকে বাধা দেয়ার কেউ নেই। (বুখারী)[২৭০]

ব্যাখ্যা : মাফাতীহ কিতাবের সম্মানিত লেখক বলেন, দু'আ করে আবার সে দু'আকে কবূল করার বিষয়টি আল্লাহর ইচ্ছাধীন করে রাখতে নিষেধ করার কারণ হলো এতে করে দু'আ কবূলের ক্ষেত্রে বান্দার মনে সংশয় সৃষ্টি হয়। কেননা (إِنْ شِئْتَ) "যদি তোমার ইচ্ছা থাকে" এরূপ কথা এমন ব্যক্তিকে বলা হয় যে ব্যক্তির সে কথা বলার পূর্বে কোন ইখতিয়ার ছিল না। এখন এরূপ কথা বলাতে তার ওপর কাজটি অপরিহার্য হয়ে গেল। এতে তার ইচ্ছা থাকুক আর না থাকুক তাকে কাজটি করাই লাগবে। সুতরাং দু'আকারীর এরূপ কথা বলাতে দু'আ কবূল করতে আল্লাহকে বাধ্য করা হয়। আর এরূপ করা আল্লাহর শানে সম্পূর্ণ বেমানান। কারণ আল্লাহর ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে এমন কেউ নেই। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন আবার যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করেন। সুতরাং আল্লাহর নিকট দু'আ করলে আমাদের দৃঢ়তার সাথে দু'আ করা উচিত।

ইমাম বাজী (রহঃ) বলেন, হাদীসটির অর্থ হলো আল্লাহর শানে তাকে ইচ্ছাধীন করে শব্দ ব্যবহার উচিত নয়, কেননা এ কথা সকলের কাছে দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার যে, তিনি কাউকে ক্ষমা করলে নিজ ইচ্ছাই করেন এক্ষেত্রে কারো চাপের মুখে পড়ে কাউকে ক্ষমা করতে আল্লাহ বাধ্য হন না। এগুলো থেকে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ পূতঃপবিত্র। কেননা, অত্র হাদীসের শেষেই বলা হয়েছে। (فإنه لا مكره له) অর্থাৎ- তাকে কেউ বাধ্যকারী নেই। এখানে نهى (নিষেধাজ্ঞা) টি হারামের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে কিনা অর্থাৎ- যদি কেউ এরূপ দু'আ করে তাহলে কি তা হারাম হবে? এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে তবে অধিকাংশ 'আলিমের মতামত হারাম হওয়ার দিকেই।

হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) ইমাম ইবুন 'আবদিল বার (রহঃ)-এর বরাত দিয়ে বলেছেন, কোন ব্যক্তির জন্য এটা জায়িয নেই যে, সে এরূপ বলে, (اللهم أعطني إن شئت) অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে চাইলে কিছু দাও।

এটা ধর্মীয় বা পার্থিব যে কোন বিষয়ই হোক না কেন এরূপ দু'আ বৈধ নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তো নিজের ইচ্ছাই সব করেন। অন্য কারো ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হওয়া থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত।

ইমাম ইবনু 'আবদিল বার (রহঃ) হাদীসটির বাহ্যিক অর্থের প্রতি খেয়াল করে তিনি বলেছেন, অত্র হাদীসে ব্যবহৃত নিষেধাজ্ঞাটি হারাম সাব্যস্তের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

---

[২৭০] সহীহ : বুখারী ৭৪৭৭, আবূ দাউদ ১৪৮৩, তিরমিযী ৩৪৯৭, ইবনু মাজাহ ৩৮৫৪, মুয়াত্ত্বা মালিক ৭২২, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯১৬৩, আহমাদ ৮২৩৭, মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্ববারানী ১৭০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৯৭৭, সহীহ আল জামি' ৭৭৬৩।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) অত্র হাদীসে ব্যবহৃত নিষেধাজ্ঞাটিকে হারামের অর্থে গ্রহণ না করে للتنزيه তথা হারাম নয় তবে এর থেকে বেঁচে থাকা ভাল এ অর্থে গ্রহণ করেছেন। আর ইমাম নাবাবী (রহঃ)-এর কথাই বেশি সঠিক মনে হয়। কেননা ইস্তিখারার সলাতে আমরা আল্লাহ তা'আলাকে স্বাধীনতা দিয়েই দু'আ করে থাকি যদি সেটা একেবারে হারামই হতো তাহলে দু' হাদীসে দু' রকম আসতো না। আল্লাহই ভালো জানেন।

'আল্লামাহ্ দাউদী (রহঃ) বলেন, দু'আ করতে গিয়ে কেউ 'ইন্শা-আল্ল-হ' বলার মতো যা বারাকাতের জন্য বলা হয় সেরূপ না করে বরং আল্লাহ তা'আলার নিকট ঠিক সেরূপভাবেই চাইতে হবে যেমন একজন ফকীর দুঃস্থ ও অনাথ ব্যক্তি চেয়ে থাকে।

(ارْحَمْنِىْ إِنْ شِئْتَ) অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আপনি ইচ্ছা করলে আমাকে রহম করুন, ইচ্ছা করলে আমাকে রিয্ক্ব দিন ইত্যাদি এগুলো সবই হলো পূর্বে উল্লেখিত নিষেধকৃত দু'আর উদাহরণ।

(لِيَعْزِمْ) অর্থাৎ- কোন প্রকার সংশয় সংশ্রব ব্যতীত দৃঢ়তার সাথে দু'আ কবূলের আশা নিয়ে দু'আ করার প্রতি আদেশ করা হয়েছে। হাদীসে উল্লেখিত (مَسْأَلَتَهُ) মাস্আলাহ্ শব্দের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দু'আ। অবশ্য সহীহ মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদ-এর এক বর্ণনায় (مَسْأَلَتَهُ) মাস্আলাহ্ শব্দের পরিবর্তে সরাসির দু'আ শব্দ এসেছে।

ইমাম জাযরী (রহঃ) বলেন, এখানে যে عزم শব্দটি বলা হয়েছে তার বিশ্লেষণে আমরা বলি যে, যখন কোন মানুষ কোন কর্মে তার মনস্থির করে তখনই বলা হয় عزمت অর্থাৎ- তুমি কাজে দৃঢ়চেতা হয়েছ।

অপরদিকে عزم শব্দটির শাব্দিক অর্থও দৃঢ়, অকাট্য পাকাপোক্ত ও সন্দেহ দূরীভূতকরণ। সুতরাং মোটকথা হলো, দু'আ করতে গিয়ে দৃঢ়চেতা হও সন্দেহের ভিতর থেকো না। কেননা দু'আ কবূল হবে এরূপ দৃঢ় মনোবল নিয়ে সেই দু'আ করতে পারে যার আল্লাহ সম্পর্কে ভাল ধারণা রয়েছে।

ইমাম দা'ওয়াদীও একই মতামত ব্যক্ত করেছেন।

'আল্লামাহ্ 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ) বলেন, আমি বলবো হাদীসটি ইমাম ত্ববারানী (রহঃ) দু'আ অধ্যায়ে নিয়ে এসেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেছেন, এমন সানাদে যার সকল রাবীই নির্ভরযোগ্য তবে বাকিয়্যাহ্ বিন ওয়ালীদ এর 'আয়িশাহ্ থেকে আন্ আন্ সূত্রে বর্ণনাটি একটু বিতর্কিত হয়েছে। হাদীসটি হলো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা তার ঐসব বান্দাদের পছন্দ করেন যারা তাদের দু'আতে পিড়াপীড়ি অর্থাৎ- নাছোড় বান্দা হয়ে দু'আ করে। ইবনু 'উয়াইনাহ্ (রহঃ) বলেন, কারো জন্য এটা উচিত হবে না যে, তিনি নিজের অসম্পূর্ণতার দরুন দু'আ করা বন্ধ করে দিবেন। কেননা আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা'আলা সৃষ্টিকূলের নিকৃষ্ট ইবলীসের দু'আও কবূল করেছেন। যখন সে বলেছিল,

﴿رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ অর্থাৎ- "হে আমার রব! তুমি আমাকে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত হায়াত দান করো।" (সূরাহ্ আল হিজ্‌র ১৫ : ৩৬)

٢٢٢٦ - [٤] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلِ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ إِنْ شِئْتَ وَلٰكِنْ لِيَعْزِمْ وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২২২৬-[৪] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যখন দু'আ করে, সে যেন এটা না বলে, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে

দাও যদি তুমি ইচ্ছা রাখো। বরং সে যেন দৃঢ়চিত্তে ও পূর্ণ আগ্রহের সাথে দু'আ করে। কেননা কোন কিছু দান করতে আল্লাহর অসাধ্য কোন কিছু নেই। (মুসলিম)[২৭১]

ব্যাখ্যা : হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) বলেন, (لِيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ) অর্থ হলো বারবার দু'আ করা বা বেশি পরিমাণ চাওয়া। رغبة অর্থ হল বেশি বেশি চাওয়া।

(فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَتَعَاظَمُهٗ شَيْءٌ أَعطَاهُ) অর্থাৎ- আল্লাহ তার কোন বান্দাকে অঢেল সম্পদ দান করলে এতে তার ধনভাণ্ডারে কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না।

٢٢٢٧-[٥] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ». قِيلَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الِاسْتِعْجَالُ؟ قَالَ: «يَقُوْلُ: قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَ يُسْتَجَابُ لِي فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذٰلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২২২৭-[৫] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বান্দার (প্রতিটি) দু'আ কবূল করা হয়, যে পর্যন্ত না সে গুনাহের কাজের জন্য অথবা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার জন্য এবং তাড়াহুড়া করে দু'আ করে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! তাড়াহুড়া কি? তিনি বললেন, (দু'আ করে) এমনভাবে বলা যে, আমি (এই) দু'আ করেছি। আমি (তার জন্য) দু'আ করেছি। আমার দু'আ তো কবূল হতে দেখছি না। অতঃপর সে নিরাশ হয়ে পড়ে এবং দু'আ করা ছেড়ে দেয়। (মুসলিম)[২৭২]

ব্যাখ্যা : (لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ) অর্থাৎ- কোন পাপ কাজ করার সুযোগ চেয়ে দু'আ করা যাবে না। যেমন কেউ বললো, হে আল্লাহ! আমাকে অমুককে হত্যা করার ক্ষমতা প্রদান করুন। অথচ সে মুসলিম তাকে হত্যা করার কোন কারণ বিদ্যমান নেই। হে আল্লাহ! আমাকে মদ দান করুন ইত্যাদি পাপের কাজে দু'আ করা নিষেধ।

(قَطِيعَةِ رَحِمٍ) অর্থাৎ- ইমাম জায্‌রী বলেন, কোন ব্যক্তি যদি এ দু'আ করে, হে আল্লাহ! আমার ও আমার পিতা-মাতার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দাও যাতে করে আমার তাদের পিছনে কোন খরচ না করা লাগে– এমন দু'আ করা জায়িয্ নেই।

(فَلَمْ أَرَ يُسْتَجَابُ لِي) 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, দু'আকারী এভাবে বলবে যে, অর্থাৎ- আমি বহুবার দু'আ করেছি কিন্তু দু'আ কবূল হওয়ার কোনই আলামত দেখছি না। এ জাতীয় কথা হয়তো দু'আকারী আল্লাহকে দু'আ কবূলের ক্ষেত্রে ধীরুজ মনে করে বা নিরাশ হয়ে বলতে পারে আর এ দু'শ্রেণীর বিষয়ই তার জন্য জায়িয হবে না। প্রথমটি এজন্য জায়িয হবে না যে, দু'আ কবূল হওয়া একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে, যেমন : বর্ণিত হয়েছে মূসা আলায়হিস সালাম ও হারূন আলায়হিস সালাম ফির'আওন-এর ওপর যে বদ্‌দু'আ করেছিলেন তা কবূল হয়েছিল তাদের দু'আ করার ৪০ বছর পর। আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ- নিরাশ হয়ে যাওয়া এজন্য জায়িয হবে না যে, আল্লাহর রহমাত থেকে কেবল তারাই নিরাশ হয় যারা বেঈমান।

[২৭১] সহীহ : মুসলিম ২৬৭৯, আল আদাবুল মুফরাদ ৬০৭, সহীহ আল জামি' ৫৩০।

[২৭২] সহীহ : মুসলিম ২৭৩৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৪২৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৮৮১, আল আদাবুল মুফরাদ ৬৫৪, সহীহ আল জামি' ৭৭০৫।

পাশাপাশি আরো একটি বিষয় মনে করতে হবে। আর তা হলো, দু'আ কবূলের অনেকগুলো প্রকার আছে যেমন :

১. কাঙ্ক্ষিত বস্তু কাঙ্ক্ষিত সময়ে অর্জন হয়।

২. কাঙ্খিত বস্তু অর্জিত হয় তবে কাঙ্ক্ষিত সময়ে নয় বরং কোন রহস্যের কারণে বিলম্বে অর্জিত হয়।

৩. কাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্জিত হয় না বরং কাঙ্ক্ষিত বস্তুর পরিবের্তে কোন অনিষ্ট দূরীভূত হয় অথবা তার চেয়ে আরো ভালো কিছু প্রদান করা হয়।

৪. বিচারের কঠিন দিনের জন্য জমা করে রাখা হয়। অর্থাৎ- দুনিয়াতে নয় এর প্রতিদান পাওয়া যাবে আখিরাতে।

আমি ['উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী] বলবো, "হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে দু'আ কবূল করা হবে" এর দ্বারা এবং পবিত্র কুরআনে যেখানে বলা হয়েছে, ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ অর্থাৎ- "আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।" (সূরাহ্ মু'মিন/গাফির ৪০ : ৬০)

মহান আল্লাহর আরো বাণী : ﴿أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ অর্থাৎ- "আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমাকে ডাকে।" (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৮৬)

এসবগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, দু'আ করলে তা কবূল হয়। হয়তো বা কখনো যা চাওয়া হয় তাই পাওয়া যায় আবার কখনো তার পরিবর্তে অন্য কিছু পাওয়া যায় বা তার চেয়ে বেশী পাওয়া যায়।

٢٢٢٨ - [٦] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «دَعْوَةُ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: اٰمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২২২৮-[৬] আবুদ্ দারদা ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন মুসলিম তার কোন মুসলিম ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দু'আ করলে ওই দু'আ কবূল করা হয়। দু'আকারীর মাথার পাশে একজন মালাক (ফেরেশ্তা) নিয়োজিত থাকেন। যখন সে তার ভাইয়ের জন্য (কল্যাণের) দু'আ করে; সে নিযুক্ত মালাক সাথে সাথে বলেন 'আমীন' এবং তোমার জন্যও অনুরূপ হোক। (মুসলিম)[২৭৩]

ব্যাখ্যা : (بِظَهْرِ الْغَيْبِ) অর্থাৎ- তার অনুপস্থিত। মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য শুধুমাত্র অনুপস্থিত ব্যক্তি নয় বরং কেউ যদি কারো সাথে উপস্থিত থাকে আর সে তার জন্য যদি মনে মনে জবানে উচ্চারণ না করে দু'আ করে তাহলেও তার দু'আ কবূল হয়। পূর্ববর্তী 'উলামাহ্গণের নিয়ম ছিল নিজের জন্য কোন দু'আ করলে অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্যও সে রকম দু'আ করতেন যাতে করে সেও দু'আর অংশীদার হতে পারে।

(مُسْتَجَابَةٌ) অর্থাৎ- যদি কোন মুসলিম অপর মুসলিমের জন্য তার অজান্তে তার কল্যাণ কামনা করে দু'আ করে এটা এভাবেও হতে পারে যে, তারা একই বৈঠকে বসে আছে কিন্তু সে অপর মুসলিম ভাই বুঝতে পারল না যে, তার সাথে বসা মুসলিম ভাই তার জন্য দু'আ করছে। এমন যদি হয় তাহলে এ দু'আ কবূল হয়ে যায়, কেননা এখানে পূর্ণ একনিষ্ঠতার আগমন ঘটেছে, নেই কোন কপটতা আর না আছে কোন বিনিময় পাওয়ার আশা।

---

[২৭৩] সহীহ : মুসলিম ২৭৩৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৪৩১, সহীহ আল জামি' ৬২৩৫।

Contents

٢٢٢٩ - [٧] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تَدْعُوْا عَلٰى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوْا عَلٰى أَوْلَادِكُمْ لَا تُوَافِقُوْا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءً فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ: «اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ». فِىْ كِتَابِ الزَّكَاةِ.

২২২৯-[৭] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য বদ্‌দু'আ করো না। বদ্‌দু'আ করো না তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততির জন্য, বদ্‌দু'আ করো না তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদের জন্য; আর বদ্‌দু'আটি এমন এক সময়ের সাথে মিলিত হয়ে যায় যে সময় আল্লাহর কাছে কোন কিছু চাওয়া হয়, আর আল্লাহ তখন তা কবূল করেন। (মুসলিম; আর ইবনু 'আব্বাস-এর হাদীসে যাকাত পর্বে উল্লেখ করা হয়েছে "মাযলূমের বদ্‌দু'আ হতে বেঁচে থাকো")[২৭৪]

ব্যাখ্যা : এ বিষয়টি মহিলাদের ভিতরে বেশি লক্ষণীয়। তারা একটু কিছু হলেই তাদের সন্তানদের বদ্‌দু'আ করে থাকে। এটা মোটেও ঠিক নয়। অত্র হাদীসে এ বিষয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে।

(لَا تَدْعُوْا عَلٰى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوْا عَلٰى أَوْلَادِكُمْ) অর্থাৎ- কেননা তোমাদের বদ্‌দু'আগুলো দু'আ কবূলের সময়ের সাথে হয়ে যেতে পারে। তখন এরূপ দু'আ কবূল হয়ে গেলে তোমরা লজ্জিত হবে। সুতরাং তোমরা কল্যাণময় দু'আ ছাড়া বদ্‌দু'আ করবে না।

(وَلَا تَدْعُوا على أَمْوَالِكُم) 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, এখানে (أَمْوَالِكُم) তথা সম্পত্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কর্মচারী বা চাকর-চাকরাণী। অর্থাৎ- এদের উপর রাগ করে তাদের মৃত্যু চেয়ে বদ্‌দু'আ করো না। 'আল্লামাহ্ 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ) বলেন, আবূ দাউদ-এর এক রিওয়ায়াতে (وَلَا تَدْعُوا على أَمْوَالِكُم) এর পূর্বে (لَا تَدْعُوْا عَلٰى خَدَمِكُمْ) উল্লেখ আছে।

(دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ) অর্থাৎ- কারো ওপর যুল্‌ম করো না। কারো জিনিস ছিনিয়ে নিও না বা কাউকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করো না।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٢٣٠ - [٨] عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ» ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.

২২৩০-[৮] নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : দু'আই (মূল) 'ইবাদাত। অতঃপর তিনি (ﷺ) কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, "এবং তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমার নিকট দু'আ করো, আমি তোমাদের দু'আ কবূল করব।" (আহ্‌মাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ)[২৭৫]

---

[২৭৪] সহীহ : মুসলিম ৩০০৯, আবূ দাউদ ১৫৩২, সহীহ আত্ তারগীব ১৬৫৪, সহীহ আল জামি' ১৫০০।

[২৭৫] সহীহ : আবূ দাউদ ১৪৭৯, তিরমিযী ২৯৬৯, ইবনু মাজাহ ৩৮২৮, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯১৬৭, আহমাদ ১৮৩৫২, মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্বারানী ১০৪১, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৮০২, শু'আবুল ঈমান ১০৭০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৮৯০, আদাবুল মুফরাদ ৭১৪/৫৫৩, সহীহ আত্ তারগীব ১৬২৭, সহীহ আল জামি' ৩৪০৭।

ব্যাখ্যা : (الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ) হাদীসটির অর্থ হলো 'ইবাদাতই দু'আ, কেননা 'ইবাদাতের যত শ্রেণী আছে তন্মধ্যে দু'আ শ্রেষ্ঠ। যেহেতু পরবর্তীতে একটি হাদীস আসছে যেখানে নাবীজী ﷺ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে (الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ) 'ইবাদাতই হলো দু'আ।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন, হাদীসটির অর্থ হলো এখানে 'ইবাদাতকে তার আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝানো হয়েছে, দু'আর অর্থ হলো :

إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له.

অর্থাৎ- আল্লাহর জন্য চূড়ান্তভাবে বিনয়ী ভাব প্রকাশ করা। আর শারী'আতসিদ্ধ সকল 'ইবাদাতেরই মূল বিষয় আল্লাহর জন্য বিনয়ী হওয়া। দলীল হিসেবে তিনি পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত পেশ করেছেন যেখানে মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ﴾

অর্থাৎ- "নিশ্চয়ই যারা আমার 'ইবাদাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে তারা নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (সূরাহ্ আল মু'মিন/গাফির ৪০ : ৬)

অত্র আয়াতে বিনয়ীভাব ও নম্রতা না প্রদর্শন করাকে অহংকার বলা হয়েছে আর 'ইবাদাত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে দু'আর স্থানে আর এই অহমিকার প্রতিদান হিসেবে বলা হয়েছে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার কথা।

আর এ কথাও কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, অত্র আয়াতে 'ইবাদাতকে তার আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার কোন সুযোগ নেই আর দেখলে তাতে কোন উপকারও নেই বরং দু'আ হোক বা অন্য কোন কিছু হোক।

যাই হোক না কেন 'ইবাদাত আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা বা তার ক্রোধ দমন করা, অথবা দুনিয়াবী কোন নি'আমাত চাওয়া যেমন : রিয্‌ক্বের প্রশস্ততা কামনা করা, যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে অসুস্থতা থেকে আরোগ্য কামনা করা– এ থেকে মুক্ত নয়, আর এগুলোর প্রত্যেকটিকেই দু'আ নামে অভিহিত করা যায়। কেননা, এগুলো হচ্ছে আন্তরিক দু'আ। আমরা যদি শারী'আতের অন্যান্য 'ইবাদাতগুলো (দু'আ ব্যতীত) পর্যালোচনা করে দেখি তাহলে দেখতে পাব সেখানে বান্দার আন্তরিক দিকটি প্রাধান্য দেয়া হয় আর অন্তরে যা আছে তাও 'ইবাদাত এই 'ইবাদাত যখন দু'আ আকারে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে বের হয় তখন এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় দু'আর মধ্যে 'ইবাদাতের দু'টি দিকই সমভাবে বিরাজমান। সুতরাং দু'আ সর্বোত্তম 'ইবাদাত হতে আর কোন সমস্যা থাকার কথা নয়।

আর এক্ষেত্রে আরো জেনে থাকা দরকার (الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ) তথা অত্র হাদীসটি সানাদগত দুর্বল হলেও এ ব্যাপারে, সহীহভাবে বর্ণিত আছে, (الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ) তথা দু'আ হলো 'ইবাদাতের মূল এ হাদীসটি (الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ) তথা দু'আই 'ইবাদাত এ হাদীসের সমর্থক।

এ ব্যাপারে একটি উদাহরণ পেশ করা যাক যেমন : রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (الحج عرفة) তথা 'আরাফার ময়দানে অবস্থানই হাজ্জ। এ কথার অর্থ এটা নয় যে, কোন ব্যক্তি হাজ্জের জন্য শুধুমাত্র 'আরাফার ময়দানে অবস্থান করলে আর বাদবাকী রুকন আদায় না করলেও তার হাজ্জ হয়ে যাবে বরং এর অর্থ হলো হাজ্জের জন্য 'আরাফার ময়দানে অবস্থান সর্বাধিক বড় রুকন বা এ জাতীয় কথা বলতে হবে। সুতরাং আমরা বলতে পারি সব 'ইবাদাতই কোন না কোনভাবে দু'আ।

٢٢٣١ - [٩] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২২৩১-[৯] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : দু'আ হলো 'ইবাদাতের মগজ বা মূলবস্তু। (তিরমিযী)[২৭৬]

ব্যাখ্যা : (اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ) অর্থাৎ- المخ শব্দটির মীমে ضَمَّة তথা পেশ দিয়ে পড়তে হবে, এর অর্থ হলো হাড়ের মজ্জা, ঘিলু, অক্ষিগোলক এবং প্রতি জিনিসের নির্জাস।

হাদীসটির অর্থ হলো, নিশ্চয়ই দু'আ 'ইবাদাতের মূল। এটা এজন্য যে, দু'আকারী দুনিয়ার সকল কিছু থেকে যখন আশা ছেড়ে দেয় তখনই সে আল্লাহর নিকট দু'আ করে থাকে এটাই তাওহীদ ও ইখলাসের বাস্তবতা আর তাওহীদ ও ইখলাসের চেয়ে উত্তম কোন 'ইবাদাত নেই। ইবনুল আরাবী (রহঃ) বলেন, المخ তথা মস্তিষ্ক থেকেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শক্তি সঞ্চয় হয় ঠিক তেমনিভাবে দু'আ হলো 'ইবাদাতের মস্তিষ্ক এ দু'আর মাধ্যমেই বান্দাদের 'ইবাদাত শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়, কেননা দু'আ হলো 'ইবাদাতের প্রাণশক্তি।

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে তার দা'ওয়াত অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদীসটি গরীব, কারণ এটা ইবনু লাহি'আহ্ ব্যতীত কেউ বর্ণনা করেননি, আর ইবনু লাহি'আহ্ সম্পর্কে উসূলে হাদীসের ময়দানে চরম সমালোচনা রয়েছে। তবে ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর আদাবুল মুফরাদে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, (أشرف العبادة الدعاء) তথা সর্বোত্তম 'ইবাদাত হলো দু'আ। (আল্লাহই ভালো জানেন)

٢٢٣٢ - [١٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

২২৩২-[১০] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আল্লাহর নিকট দু'আর চেয়ে কোন জিনিসের অধিক মর্যাদা (উত্তম) নেই। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ; ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব)[২৭৭]

ব্যাখ্যা : (لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ) দু'আ সর্বোত্তম 'ইবাদাত হওয়ার অনেকগুলো কারণ আছে, যেমন দু'আর মাধ্যমে আল্লাহর দিকে অভিমুখী হওয়া আল্লাহর শক্তি স্বীকার করা, স্বীয় অক্ষমতাকে প্রকাশ করা ইত্যাদি বিষয়গুলো জোরালোভাবে প্রমাণ হয়।

(لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ) অর্থাৎ- সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন

এখানে হাদীসটির অর্থ হলো কথার মাধ্যমে যত সব 'ইবাদাত করা হয় তন্মধ্যে দু'আই শ্রেষ্ঠ মহান আল্লাহর নিকট। এ হাদীসটি এ হাদীসের বিপরীত হবে না যেখানে বলা হয়েছে (الصلاة أفضل العبادات

[২৭৬] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৩৭১, মু'জামুল আওসাত ৩১৯৬, য'ঈফ আত্ তারগীব ১০১৬, য'ঈফ আল জামি' ৩০০৩। কারণ এর সানাদে ইবনু লাহ্ই'আহ্ একজন দুর্বল রাবী।

[২৭৭] হাসান : তিরমিযী ৩৩৭০, ইবনু মাজাহ ৩৭২৯, আহমাদ ৮৭৪৮, মু'জামুল আওসাত ৩৭০৬, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৮০১, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৩, শু'আবুল ঈমান ১০৭১, ইবনু হিব্বান ৮৭০, আল আদাবুল মুফরাদ ৭১২/৫৫২, সহীহ আত্ তারগীব ১৬২৯।

(البدنية) সর্বোত্তম 'ইবাদাত হলো সলাত, কেননা সলাত হলো শারীরিক 'ইবাদাতের মধ্যে সর্বোত্তম। এ সন্দেহেরও অবকাশ নেই যে, এটা আল্লাহ তা'আর এ বাণীর খেলাফ

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় 'ইবাদাত হলো তাক্বওয়া তথা আল্লাহভীতি।"

(সূরাহ্ আল হুজুরাত ৪৯ : ১৩)

কোন কোন বিদ্বান বলেন, বস্তুত দু'আই হলো সমস্ত 'ইবাদাত ও আনুগত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

আবার কোন কোন বিদ্বান বলেন, হাদীসে উল্লেখিত أَكْرَمَ শব্দের অর্থ হলো أسرع قبولًا তথা সর্বাধিক দ্রুততার সাথে মঞ্জুর হয়।

কোন কোন 'আলিম এ কথা বলেছেন যে, এখানে দু'আ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর দিকে আহ্বান করা। আর তখন অর্থ দাঁড়াবে যে, সর্বোত্তম 'আমাল হচ্ছে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করা যা ছিল আম্বিয়ায়ে কিরাম এবং তাঁদের নায়েব 'আলিমগণের কাজ– এ অর্থটিও সঠিক যাতে কোন প্রশ্ন উঠে না।

٢٢٣٣ ـ [١١] وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২২৩৩-[১১] সালমান আল ফারিসী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দু'আ ছাড়া অন্য কিছুই তাক্বদীরের লিখনকে পরিবর্তন করতে পারে না এবং নেক 'আমাল ছাড়া অন্য কিছু বয়স বাড়াতে পারে না। (তিরমিযী)[২৭৮]

ব্যাখ্যা : মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, হাদীসের 'ক্বাযা' শব্দের অর্থ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে ফায়সালাকৃত বিষয়। আর হাদীসটির ব্যাখ্যা হলো যেই আল্লাহ তাক্বদীর নির্ধারণ করেছেন সেই আল্লাহই তার তাক্বদীরে লিখে রেখেছেন এখন সে দু'আ করবে আর দু'আর মাধ্যমে তার মুসীবাত দূর হয়ে যাবে।

(وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِر) এর ব্যাখ্যায় অনেক বিদ্বান অনেক ধরনের মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, তাকে অল্প সময়ে এত পরিমাণ ভাল কাজ করার সুযোগ দেয়া হবে যা অনেক বেশি পরিমাণ সময় নিয়েও অনেকে করতে পারে না। অন্যথায় মানুষের আয়ু যে নির্ধারিত, এটা আল্লাহ পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾

"কোন দীর্ঘায়ুর আয়ু দীর্ঘ করা হয় না, আর তার আয়ু কমানো হয় না কিতাবের লিখন ছাড়া।"

(সূরাহ্ আল ফা-ত্বির ৩৫ : ১১)

মহান আল্লাহ আরো বলেন, ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾

"আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন নিশ্চিহ্ন করে দেন আর যা ইচ্ছে প্রতিষ্ঠিত রাখেন, উম্মুল কিতাব তাঁর নিকটই রক্ষিত।" (সূরাহ্ আর্ র'দ ১৩ : ৩৯)

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ﴾

---

[২৭৮] হাসান লিগায়রিহী : তিরমিযী ২১৩৯, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৬১২৮, সহীহাহ্ ১৫৪, সহীহ আত্ তারগীব ১৬৩৯, সহীহ আল জামি' ৭৬৮৭।

"তাদের নির্ধারিত সময় যখন এসে যাবে তখন এক মুহূর্তকাল পশ্চাৎ-অগ্র হবে না।"
(সূরাহ্ আল আ'রাফ ৭ : ৩৪)

মোট কথা হলো, তাক্বদীর দু'প্রকার :

১. المعلق বা যা পরিবর্তনশীল। ২. المبرم যা অপরিবর্তনশীল।

المعلق টি দু'আ বা সৎ 'আমালের মাধ্যমে পরিবর্তন হতে পারে। তবে المبرم টি কোন সময়ে পরিবর্তন হয় না। এমনটা মতামত 'উলামায়ে কিরামের।

٢٢٣٤ - [١٢] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللّٰهِ بِالدُّعَاءِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২২৩৪-[১২] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিঃসন্দেহে দু'আ ঐ সব কিছুর জন্যই কল্যাণকামী যা সংঘটিত হয়েছে এবং যা এখনো সংঘটিত হয়নি । সুতরাং হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা দু'আ করাকে নিজের প্রতি খুবই জরুরী মনে করবে বা যত্নবান হবে। (তিরমিযী)[২৭৯]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ) অর্থাৎ- যে কোন ধরনের বালা মুসীবাতে দু'আ করলে তা দূরীভূত হয়ে যায় সেটা যদি তাক্বদীরে মু'আল্লাক্বের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় হয়ে থাকে আর যদি তা তাক্বদীরে মুবরাম হয় তাহলে এ বিপদে ধৈর্যধারণ করার শক্তি আল্লাহ দিয়ে দেন, ফলে বিপদটি বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য সহ্য করা সহজ হয়ে যায়।

(وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ) অর্থাৎ- ভবিষ্যতের বিপদও দু'আর প্রেক্ষিতে দূর হতে পারে এভাবে যে, হয়তো মহান আল্লাহ তার থেকে বিপদটি সরিয়ে নিবেন বা তাকে ঐ বিপদ আসার আগে এমন বিশেষ ক্ষমতা নিজের পক্ষ থেকে দান করবেন যাতে বিপদে সে সবর করতে সক্ষম হবে।

(فَعَلَيْكُمْ) অর্থাৎ- হে আল্লাহর বান্দাগণ! দু'আর অবস্থা যখন এরূপ যে, তা বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিপদ-আপদ দূর করতে সক্ষম তখন তোমরা সকলেই দু'আ কর। কেননা দু'আ তো 'ইবাদাতেরই একটি অংশ।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তার দা'ওয়াত অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির সানাদে 'আবদুর রহমান বিন আবূ বাক্‌র আল কুরাশী রয়েছেন যিনি সমালোচিত রাবীর অন্তর্গত।

হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) বলেছেন, হাদীসটির সানাদে لِيْنٌ তথা দুর্বলতা বিরাজমান।

٢٢٣٥ - [١٣] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

২২৩৫-[১৩] আর এ হাদীসটি ইমাম আহ্‌মাদ (রহঃ) মু'আয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব।[২৮০]

---

[২৭৯] **হাসান লিগয়রিহী** : তিরমিযী ৩৫৪৭, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৮১৫, সহীহ আত্ তারগীব ১৬৩৪, সহীহ আল জামি' ৩৪০৯।

[২৮০] **য'ঈফ** : আহমাদ ২২০৪৪, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২০১, য'ঈফ আত্ তারগীব ১০১৪, য'ঈফ আল জামি' ৪৭৮৫। কারণ এর সানাদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। শাহ্‌র ইবনু হাওশাব মু'আয ইবনু জাবাল (রহঃ) হতে বর্ণনা করেননি।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি মূলত মুসনাদে আহমাদ-এর, তবে ত্ববারানীতেও হাদীসটির বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায় তবে উভয় বর্ণনাই ইসমা'ঈল বিন 'আইয়্যাশ থেকে, তিনি 'আবদুল্লাহ বিন 'আবদুর রহমান বিন আবী হুসায়ন আল মাক্কী থেকে, তিনি শাহ্র বিন হাওশাব থেকে, তিনি আবার মু'আয বিন জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে নিম্নের শব্দে বর্ণনা করেছেন শব্দগুলো হলো,

لن ينفع حذر من قدر ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم بالدعاء عباد الله.

অর্থাৎ- তাক্বদীর থেকে সতর্ক থাকা যায় না বা তা করে কোন উপকারও নেই তবে উপকার আছে আপতিত ও আগামীতে আপতিত আশংকাজনিত মুসীবাত থেকে বাঁচার দু'আ করার মধ্যে। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা বেশি বেশি দু'আ করো।

হাদীসটির সানাদ সম্পর্কে ইমাম হায়সামী তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব মাজামাউয্ যাওয়ায়িদ-এ বলেছেন শাহ্র বিন হাওশাব মু'আয বিন জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে শুনেননি। পক্ষান্তরে ইসমা'ঈল বিন 'আইয়্যাশ যদি আহলে হিজায থেকে বর্ণনা করেন তাহলে তার বর্ণনাটি য'ঈফ হয়।

'আল্লামাহ্ 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ) বলেছেন, হাদীসটি ইমাম বায্যার (রহঃ) ও মু'আয বিন জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর থেকে বর্ণনা করেছেন, তবে এ সানাদেও ইব্রাহীম বিন খায়সাম নামে এক রাবী আছেন যিনি মাতরূক তথা পরিত্যাজ্য।

٢٢٣٦ - [١٤] وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْعُوْ بِدُعَاءٍ إِلَّا اٰتَاهُ اللّٰهُ مَا سَأَلَ أَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهٗ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২২৩৬-[১৪] জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে কোন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে কোন দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা তার হয়ত সে দু'আ কবূল করেন অথবা এরূপ কোন বিপদকে তার ওপর থেকে দূরে সরিয়ে দেন, যদি সে কোন গুনাহের অথবা আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদের জন্য দু'আ না করে। (তিরমিযী)[২৮১]

ব্যাখ্যা : (إِلَّا اٰتَاهُ اللّٰهُ مَا سَأَلَ) অর্থাৎ- যদি তাক্বদীরে তার লেখা থাকে তাহলে তার দু'আর প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাকে দান করে থাকেন।

(أَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهٗ) অর্থাৎ- তার তাক্বদীরে যদি সে যে বিষয় চেয়েছে তা না থাকে তবে কমপক্ষে তার কোন না কোন অনিষ্ট দূর করে দেয়া হবে।

<u>একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :</u> হাদীসে বলা হলো, যদি সে যে কল্যাণের জিনিস চেয়েছে তা না দেয়া হয় তাহলে তার যে কোন একটি বিপদ বা অনিষ্ট দূর করে দেয়া হবে। প্রশ্ন হলো বিপদ দূর করে দেয়াকে কল্যাণ দেয়ার সমতুল্য করা হলো কিভাবে? কারণ কল্যাণ দান আর বিপদ দূর করাতো এক বিষয় নয়।

এর উত্তরে হাফিয ইবনু হাজার আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন, তার চাহিদামাফিক কল্যাণ দিলে তর আরাম স্বস্তি হতো আর অকল্যাণ দূর করলেও তো আরামে স্বস্তি হয়। সুতরাং আরামের দৃষ্টিকোণ থেকে দু'টি এক সাথে তুলনা করে দেখানোর বেশ যৌক্তিকতা রয়েছে।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেছেন, কল্যাণ যেমন প্রয়োজন অনুরূপ অকল্যাণ দূরবর্তী হওয়াও প্রয়োজন। সুতরাং প্রয়োজনের দৃষ্টিকোণ থেকে দু'টিকে একই বিবেচনা করা হয়েছে।

---

[২৮১] হাসান : তিরমিযী ৩৩৮১, আহমাদ ১৪৮৭৯, মু'জামুল আওসাত লিত্ব ত্ববারানী ৩৭৭২, সহীহ আল জামি' ৫৬৭৮।

(أَوْ قَطِيعَةِ رحم) অর্থাৎ- আত্মীয়ের সম্পর্ক ছেদনের দু'আ না করার কথা হাদীসে বলা হয়েছে। এর আগে বলা হয়েছে পাপের দু'আ না করার কথা। এখানে মূলত প্রথমে পাপ বলে সব পাপকেই বুঝানো হয়েছে পরে গুরুত্ব বুঝানোর জন্য আত্মীয়ের সম্পর্ক ছেদন করার দু'আ না করার কথা বলা হয়েছে।

٢٢٣٧ -[١٥] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «سَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ فَإِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انْتِظَارُ الْفَرَجِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

২২৩৭-[১৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ কামনা করো। কেননা আল্লাহ তাঁর কাছে প্রার্থনা করাকে পছন্দ করেন। আর 'ইবাদাতের (দু'আর) সর্বোত্তম দিক হলো স্বচ্ছলতার অপেক্ষা করা। (তিরমিযী; তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব)[২৮২]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীসটিতে উম্মাতে মুহাম্মাদীকে আল্লাহর নিকট দু'আ করে তার ফাযীলাত অনুগ্রহ অন্বেষণ করার ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। কেননা আল্লাহ হচ্ছেন এমন সত্তা যে তার ভাণ্ডার থেকে কাউকে কিছু দিলে তার ভাণ্ডারে কোন ঘাটতি হয় না।

বর্তমানে অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতে ইবনু মাস্'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণনার কথা আছে, যেমন : মুনযিরীর তারগীব, জামি' সগীর ও কানযুল উম্মাল-এ এমনটাই পাওয়া যায়।

'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, মিশকাতের নুসখা তথা পাণ্ডুলিপিতে ইবনু মাস্'ঊদ-এর স্থানে আবী মাস্'ঊদ পাওয়া যায়। তবে সঠিক হলো ইবনু মাস্'ঊদ। যেমনটি দেখতে পাওয়া যায় জামি' আত্ তিরমিযীতে।

(سَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ) 'আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেন, অর্থাৎ- তোমরা আল্লাহর নিকট থেকে ফাযীলাত অন্বেষণ কর। কেননা তার ফাযীলাত বা অনুগ্রহ সুবিশাল আর তিনি যদি কাউকে অনুগ্রহ করেন তাহলে কেউ তাকে বাধা প্রদান করতে পারবে না।

٢٢٣٨ -[١٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللّٰهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২২৩৮-[১৬] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট কামনা (দু'আ) করে না, আল্লাহ তার ওপর রাগান্বিত হন। (তিরমিযী)[২৮৩]

ব্যাখ্যা : (مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللّٰهَ يغضبْ عَلَيْهِ) অর্থাৎ- আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা'আলা তার নিকট যারা চায় না তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হন, কেননা না চাওয়া অহংকার ও নিজের স্বয়ংসম্পূর্ণতার উপর প্রমাণ করে যা কোন আদাম সন্তানের জন্য জায়িয নেই। কবি কতই না সুন্দর করে বলেছেন,

«الله يغضب إن تركت سؤاله وترى ابن آدم حين يسأل يغضب»

---

[২৮২] **খুবই দুর্বল** : তিরমিযী ৩৫৭১, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ১০০৮৮, শু'আবুল ঈমান ১০৮৬, য'ঈফাহ্ ৪৯২, য'ঈফ আত্ তারগীব ১০১৫, য'ঈফ আল জামি' ৩২৭৮। কারণ এর সানাদে হাম্মাদ বিন ওয়াক্বিদ মাহফূয রাবী নয়।

[২৮৩] **সহীহ** : তিরমিযী ৩৩৭৩, সহীহ আল জামি' ২৪১৮, আহমাদ ৯৭০১, মু'জামুল আওসাত লিত্ব ত্বারানী ২৪৩১, সহীহাহ্ ২৬৫৪, সহীহ আল জামি' ২৪১৮, শু'আবুল ঈমান ১০৬৫।

অর্থাৎ- আল্লাহর নিকট তুমি দু'আ করা বা চাওয়া বন্ধ করে দিও না তাহলে তিনি রাগান্বিত হন আর মানুষের নিকট কোন কিছু চাইলে তারা এক পর্যায়ে চাওয়ার কারণে রাগান্বিত হয়ে যায়।

٢٢٣٩ - [١٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَمَا سُئِلَ اللهُ شَيْئًا يَعْنِيْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২২৩৯-[১৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যার জন্য দু'আর দরজা খোলা, তার জন্য রহ্‌মাতের দরজাও খোলা। আর আল্লাহর নিকট কুশল ও নিরাপত্তা কামনা করা ব্যতীত আর কোন কিছু কামনা করা এত প্রিয় নয়। (তিরমিযী)[২৮৪]

ব্যাখ্যা : (فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ) অর্থাৎ- যে বেশি বেশি দু'আ করার তাওফীক লাভ করবে সে বেশি বেশি আল্লাহর নি'আমাত ও রহমাত লাভে ধন্য হবে। অন্য বর্ণনায় আছে, তার জন্য জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে।

(مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ) এর ব্যাখ্যায় 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীসটিতে সুস্থতা চেয়ে দু'আর প্রতি উৎসাহিত করার কারণ হলো সুস্থতা একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ যার মধ্যে জাগতিক ও পরকালীন সব সুস্থতাই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং নিশ্চয়ই সুস্থতা এক বড় নি'আমাত।

উল্লেখ্য যে, হাদীসটিতে মুলায়কী নামক একজন রাবী আছেন যিনি য'ঈফ। 'আল্লামাহ্ মুনযীর তাকে যাহিবুল হাদীস ও ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) তাকে দুর্বল বলেছেন। যদিও ইমাম হাকিম হাদীসটি সহীহ বলেছেন।

٢٢٤٠ - [١٨] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيْبَ اللهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

২২৪০-[১৮] আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি চায় বিপদাপদে আল্লাহ তার দু'আ কবূল করুন। সে যেন তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময়েও আল্লাহর নিকট বেশি বেশি দু'আ করে। (তিরমিযী; তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব)[২৮৫]

ব্যাখ্যা : (أَنْ يَسْتَجِيْبَ اللهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ) এর الشَّدَائِدِ শব্দটি الشديدة শব্দের বহুবচন এর অর্থ হলো কঠিন মুহূর্তে অটুট থাকা। জাযরী (রহঃ) বলেন, (شديدة) 'শাদীদাহ্' বলা হয় মানুষের দুনিয়াবী বিপদাপদ।

(الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ) এর এ অংশটুকু ব্যাখ্যায় ইমাম জাযরী (রহঃ) বলেন, الرَّخَاءِ হলো স্বচ্ছলতার সাথে জীবন যাপন করা যা হলো شدة তথা জীবনের কঠিন বাস্তবতার বিপরীত। অর্থাৎ- সুস্থ, সমৃদ্ধি ও ক্লেশমুক্ত অবস্থায় বেশী বেশী সে দু'আ করে, কেননা চালক মু'মিনের লক্ষণ হচ্ছে তীর নিক্ষেপ করার পূর্বেই তার প্রস্তুত করার কাজ সেরে নেয় এবং বাধ্য হওয়ার আগেই আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা করে। অপরদিকে কাফির ও ফাজির তারা দু'আ করে শুধুমাত্র বিপদের সময়ে। যেমন : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

[২৮৪] **য'ঈফ** : তিরমিযী ৩৫৪৮, য'ঈফ আত্ তারগীব ১০১৩, য'ঈফ আল জামি' ৫৭২০। কারণ এর সানাদে 'আবদুর রহমান ইবনু আবূ বাকর আল কুরাশী স্মৃতিশক্তিগত ত্রুটির কারণে একজন দুর্বল রাবী।

[২৮৫] **হাসান** : তিরমিযী ৩৩৮২, সহীহাহ্ ৫৯৩, সহীহ আত্ তারগীব ১৬২৮, সহীহ আল জামি' ৬২৯০।

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ﴾

অর্থাৎ- "মানুষকে যখন কোন অনিষ্ট স্পর্শ করে তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে, অতঃপর যখন আল্লাহ তাকে কোন নি'আমাত দান করেন তখন যে বিপদে সে আল্লাহকে ডেকেছিল তা ভুলে যায়।" (সূরাহ্ আয্ যুমার ৩৯ : ৮)

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ﴾

অর্থাৎ- "আর মানুষকে যখন কোন অনিষ্ট স্পর্শ করে তখন সে নিরুপায় হয়ে আমাকে শুয়ে অথবা বসে অথবা দাঁড়িয়ে ডাকে আর যখন আমি তার বিপদ দূর করে দেই সে এমন ভাব দেখায় যে, সে যেন আমাকে ডাকেইনি।" (সূরাহ্ ইউনুস ১০ : ১২)

٢٢٤١ - [١٩] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «ادْعُوا اللّٰهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

২২৪১-[১৯] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমরা দু'আ কবূল হওয়ার দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তা মনে রেখেই আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ কর। জেনে রেখ, আল্লাহ তা'আলা অবহেলাকারী আস্থাহীন মনের দু'আ কবূল করেন না। (তিরমিযী; তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব)[২৮৬]

ব্যাখ্যা : (وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ) অর্থাৎ- দু'আ করার মুহূর্তে দু'আকারীর অবস্থা এমন হতে হবে যে, সে দু'আ কবূল হওয়ার যতগুলো শর্ত রয়েছে সৎকাজের আদেশ অসৎকাজের নিষেধ সহ ইত্যাদি সৎকর্মের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখে কায়মনোবাক্যে এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে ধারণ করে যে, আমার দু'আ আল্লাহ তা'আলা কবূল করবেন।

এমনটাই মতামত পেশ করেছেন জগদ্বিখ্যাত ইসলামী পণ্ডিত 'আল্লামাহ্ তুরবিশ্তী (রহঃ)।

(مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ) অর্থাৎ- আল্লাহর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে দু'আর আদবসমূহ বজায় রেখে দু'আ করেনি বরং দু'আর মধ্যে অনেক আদব সে ভঙ্গ করেছে।

'আল্লামাহ্ আল মাযহার (রহঃ) বলেন, হাদীসটির অর্থ হলো, দু'আকারী তার দু'আর ব্যাপারে এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে স্থাপন করবে যে তার রব তার দু'আ কবূল করবেন, কেননা দু'আ কবূল না করে ফিরিয়ে দেয়া হয় মূলত তিনটি কারণে একটি হয়তো অপরাগতা নতুবা আহ্বানকৃত বিষয়টি অমর্যাদাকর হওয়া অথবা আহ্বানকৃত বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা– এগুলোর সবটাই আল্লাহর জন্য অবান্তর, কেননা তিনি সবই জানেন এবং সব কিছুই করতে সক্ষম বান্দার দু'আ কবূল করতে তাকে কেউ বাধাদানকারী নেই। সুতরাং দু'আকারী যখন এ কথা দৃঢ়তার সাথে জানতে পারবে যে, তার রব তার দু'আ কবূল করতে সক্ষম তখন দু'আ কবূল হওয়ার ব্যাপারে সে দৃঢ় থাকবে।

[২৮৬] **হাসান লিগয়রিহী :** তিরমিযী ৩৪৭৯, আল মু'জামুল আওসাত লিত্ব ত্ববারানী ৫১০৯, মুসতারাক লিল হাকিম ১৮১৭, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৩৮২, সহীহ আত্ তারগীব ১৬৫৩, সহীহ আল জামি' ২৪৫।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : দু'আকারী কিভাবে দু'আ কবূলের ব্যাপারে দৃঢ় হবে কেননা দৃঢ়তার দাবী হলো তা কবূল হবেই অথচ দু'আর ভিতর কিছু আছে কবূল হয় আর কিছু আছে কবূল হয় না?

উত্তর : দু'আকারী দু'আ করে কখনো বঞ্চিত হয় না হয়তো তার দু'আ অনুপাতে কল্যাণ দেয়া হয় নতুবা তার অনিষ্ট দূরীভূত করা হয়। একটি না একটি পাবেই।

অথবা, তার প্রতিদান আখিরাতের জন্য জমা করে রাখা হয়। কেননা, দু'আ হলো একটি স্বতন্ত্র 'ইবাদাত।

٢٢٤٢ - [٢٠] وَعَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا سَأَلْتُمُ اللّٰهَ فَاسْأَلُوْهُ بِبُطُوْنِ أَكُفِّكُمْ وَلَا تَسْأَلُوْهُ بِظُهُوْرِهَا».

২২৪২-[২০] মালিক ইবনু ইয়াসার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা যখন আল্লাহর কাছে দু'আ করবে, তখন হাতের ভিতরের (তালুর) দিক দিয়ে দু'আ করবে, হাতের উপরের দিক (পিছন দিক) দিয়ে দু'আ করবে না।[২৮৭]

ব্যাখ্যা : ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) বলেন, দু'আর ক্ষেত্রে হস্তদ্বয়ের ভিতরের পিঠের মাধ্যমে দু'আ করতে বলা হয়েছে আর উপরের পিঠের মাধ্যমে দু'আ করতে নিষেধ করা হয়েছে, এর কারণ হলো কেউ যখন কিছু চায় তখন সে উপরের পিঠ নয় বরং ভিতরের পিঠেই চায় এবং সে চায় তা পূর্ণ করে দেয়া হয়। সুতরাং নিয়ম হচ্ছে দু'হাতকে আকাশের দিকে উঠিয়ে দু'আ করা। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণই এ ক্ষেত্রে ভাল ফলাফল দিতে পারে।

পূর্বের হাদীসও অত্র হাদীসের মধ্যকার একটি সংঘর্ষ ও তার সমাধান।

পূর্বে সায়িব বিন খল্লাদ তার পিতা থেকে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সেখানে রয়েছে যে, নিশ্চয়ই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কিছু চাইতেন তখন হাতের মধ্যপিঠ তার দিকে করতেন আর কোন বিপদ থেকে আশ্রয় চাইলে বাহির পিঠ তার দিকে করতেন আর অত্র হাদীসে শুধুমাত্র মধ্যপিঠের আদেশ করলেন।

এর সমাধান : ১. সায়িব বিন খল্লাদ তার পিতা থেকে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তার সানাদে ইবনু লাহ্ই'আহ্ রয়েছেন, যিনি য'ঈফ।

২. বাহির পিঠের মাধ্যমে দু'আর যে কথা বলা হয়েছে তা শুধুমাত্র ইসতিসক্বা তথা বৃষ্টির জন্য দু'আ করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট। যেমন : সহীহ মুসলিমে আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন হাতের বাহির পিঠ আকাশের দিকে করলেন।

٢٢٤٣ - [٢١] وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «سَلُوا اللّٰهَ بِبُطُوْنِ أَكُفِّكُمْ وَلَا تَسْأَلُوْهُ بِظُهُوْرِهَا فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوْا بِهَا وُجُوْهَكُمْ». رَوَاهُ دَاوُدَ

২২৪৩-[২১] অন্য এক বর্ণনায় ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলার কাছে হাতের তালুর দিক দিয়ে দু'আ করো, হাতের পিছনের দিক দিয়ে করো না। আর দু'আ শেষ হবার পর হাতকে মুখমণ্ডলের সাথে মুছে নিবে। (আবূ দাঊদ)[২৮৮]

---

[২৮৭] **সহীহ** : আবূ দাউদ ১৪৮৬, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৪০৫, সহীহাহ্ ৫৯৫, সহীহ আল জামি' ৫৯৩।

ব্যাখ্যা : (فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامسحوا بِهَا وُجُوهكُم) এর ব্যাখ্যায়, যেহেতু এর মাধ্যমে রহমাত অবতীর্ণ হয় এবং তার বারাকাত মুখ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া হয়, কেননা মুখ হচ্ছে সর্বোত্তম অঙ্গ।

দু'আ শেষে হাত চেহারায় মুছার ব্যাপারে মতবিরোধ থাকলেও যদি তা সলাতের বাহিরের দু'আ হয়ে থাকে। তাহলে হাত চেহারায় মুছা বৈধ এ ক্ষেত্রে সকলে একমত তবে সলাতের ভিতরে যেমন : দু'আ কুনূতের দু'আ শেষে হাত চেহারায় মুছার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে তবে অধিকাংশ 'উলামায়ে কিরামের মত হচ্ছে সলাতের মধ্যকার দু'আতে হাত চেহারায় মুছার বিপক্ষে। আর এটাই সালফে সলিহীনদের অভিমত ও আমাল।

٢٢٤٤ -[٢٢] وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِيْ مِنْ عَبْدِهٖ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ

২২৪৪-[২২] সালমান ফারসী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত লজ্জাশীল ও দয়ালু। বান্দা যখন তাঁর কাছে কিছু চেয়ে হাত উঠায় তখন তার হাত (দু'আ কবূল না করে) খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ, বায়হাক্বী- দা'ওয়াতুল কাবীর)[২৮৯]

ব্যাখ্যা : (كَرِيمٌ) তিনি না চাইতেই মানুষকে অনেক নি'আমাত দিয়ে থাকেন, সুতরাং চাইলে তো আর কোন কথাই নেই, অবশ্যই তার বান্দার আহ্বানে তিনি সাড়া দিবেন।

(أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا) আল্লাহর বান্দা তার নিকট হাত উঠিয়ে কিছু চাইলে সে হাতকে তিনি খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন– এর অর্থ হলো তার দু'আ তিনি মঞ্জুর করেন।

আনাস (রাঃ) থেকে সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে যে হাদীসটি বর্ণনা হয়েছে সেখানে আনাস (রাঃ) বলেছেন, শুধুমাত্র বৃষ্টির দু'আ ব্যতীত অন্য কোন দু'আতেই রসূলুল্লাহ (ﷺ) হাত উঠাননি। আর এ বর্ণনাগুলোতে বরাবরই হাত উঠানোর কথা পাওয়া যাচ্ছে।

এ বর্ণনা দু'টির বৈপরীত্যের উত্তর হলো বৃষ্টি চেয়ে যে দু'আ তিনি (ﷺ) করেছেন তাতে হাত এতটুকু উঠাতেন যা আকাশের দিকে হওয়াতে তার বগলের শুভ্রতা পর্যন্ত পরিলক্ষিত হতো।

এতদ্ব্যতীত যে দু'আ তিনি (ﷺ) করেছেন তাতেও হাত তুলেছেন তবে তা ছিল জমিনের পানে ততটা উঁচু করে নয়, যতটা বৃষ্টির জন্য দু'আ করা হতো। এমন মতামতই পেশ করেছেন হাফিয ইবনু হাজার আল আস্‌ক্বালানী (রহঃ)।

٢٢٤٥ -[٢٣] وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتّٰى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهٗ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

---

[২৮৮] য'ঈফ : আবূ দাঊদ ১৪৮৫, আদ্‌ দা'ওয়াতুল কাবীর ৩০৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৩১৫১, য'ঈফ আল জামি' ৩২৭৪। কারণ এর সবগুলো সানাদ খুবই দুর্বল। আর এর সানাদে 'আবদুল মালিক একজন দুর্বল রাবী।

[২৮৯] সহীহ : আবূ দাঊদ ১৪৮৮, তিরমিযী ৩৫৫৬, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৬১৪৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৩১৪৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৮৭৬, সহীহ আল জামি' ১৭৫৭, সহীহ আত্ তারগীব ১৬৩৫।

২২৪৫-[২৩] 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন দু'আর জন্য হাত উঠাতেন, (দু'আ শেষে) হাত দিয়ে তিনি নিজের মুখমণ্ডল মুছে নেয়া ছাড়া হাত নামাতেন না। (তিরমিযী)[২৯০]

ব্যাখ্যা : (حَتّٰى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهٗ) দু'আ করার পর দু'হাত মুখমণ্ডলে মুছা হতে হবে ডান দিক থেকে যেন এ কথার দিকে ইঙ্গিত বহন করে যে, দু'আর বারাকাত তাৎক্ষণিকভাবেই বুঝা যাচ্ছে আর মুখে ছোয়াতে বলা হয়েছে এর কারণ হলো মুখ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এমন মতামত ব্যক্ত করেছেন 'আল্লামাহ্ তুরবিশ্তী (রহঃ)।

'সুবলুস্ সালাম' গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, অত্র হাদীস দ্বারা দু'আ শেষান্তে হাত মুখে মুছার দলীল দেয়া যেতে পারে।

কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, এখানে এ কথা বললে ভুল হবে না যে, হাত মুখমণ্ডলে মুছার কথা বলার কারণ হলো আল্লাহ সুব্হানাহূ ওয়া তা'আলা হাতকে শূন্য ফেরত দেননি হাতে আল্লাহর রহমাত ও বারাকাত চলে এসেছে। সুতরাং তা মুখে মুছা সামঞ্জস্যপূর্ণ যেহেতু মুখ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

হাত আকাশের দিকে উঠানোর হেতু হচ্ছে যেহেতু রিয্ক্বদাতা মহান আল্লাহ রয়েছেন আকাশে। তাই সঙ্গত কারণেই হাতটা উঠানো বা আকাশের দিকে ফিরানো উচিত।

٢٢٤٦ - [٢٤] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدَعُ مَا سِوٰى ذٰلِكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

২২৪৬-[২৪] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরিপূর্ণ (ব্যাপক অর্থবোধক দুনিয়া এবং আখিরাতকে শামিল করে) দু'আ করাকে পছন্দ করতেন এবং এছাড়া অন্য দু'আ অধিকাংশ সময় পরিহার করতেন। (আবূ দাউদ)[২৯১]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'আ করার ক্ষেত্রে অল্প কথায় বেশি অর্থবোধক দু'আ করা সর্বদা পছন্দ করতেন তাইতো তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা দু'আ করতেন।

﴿رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

অর্থাৎ- "হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের 'আযাব থেকে বাঁচাও।" (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২০১)

٢٢٤٧ - [٢٥] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَسْرَعَ الدُّعَاءِ إِجَابَةً دَعْوَةُ غَائِبٍ لِغَائِبٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

২২৪৭-[২৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : অনুপস্থিত লোকের জন্য অনুপস্থিত লোকের দু'আ খুব তাড়াতাড়ি কবূল হয়। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[২৯২]

[২৯০] **য'ঈফ** : তিরমিযী ৩৩৮৬, মু'জামুল আওসাত লিত্ব ত্ববারানী ৭০৫৩, মুসতাদ্রাক লিল হাকিম ১৯৬৭, ইরওয়া ৪৩৩, য'ঈফ আল জামি' ৪৪১২। কারণ এর সানাদে হাম্মাদ ইবনু 'ঈসা আল জুহানী একজন দুর্বল রাবী।

[২৯১] **সহীহ** : আবূ দাউদ ১৪৮২, সহীহ আল জামি' ৪৯৪৯, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯১৬৫।

[২৯২] **খুবই দুর্বল** : আবূ দাউদ ১৫৩৫, তিরমিযী ১৯৮০, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯১৫৯, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৭৪, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৮২৩, য'ঈফ আল জামি' ৮৪১। কারণ এর সানাদে 'আবদুর রহমান ইবনু যিয়াদ একজন দুর্বল রাবী।

ব্যাখ্যা : (دَعْوَةُ غَائِبٍ لِغَائِبٍ) অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য দু'আ দ্রুত কবূলের যে কথা নাবী ﷺ বলেছেন : তার অর্থ হলো,

১. দু'আকারী যার জন্য দু'আ করছেন তিনি তার সামনে বিদ্যমান নেই।

২. সামনে আছেন কিন্তু দু'আকারী তাকে শুনিয়ে নয়, বরং নিঃশব্দে মনে মনে তার জন্য দু'আ করছেন। এটা বেশি কবূলের দাবীদার কারণ হলো এতে করে বেশি একনিষ্ঠতার প্রমাণ হয়।

٢٢٤٨ ـ[٢٦] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْعُمْرَةِ فَأَذِنَ لِي وَقَالَ: «أَشْرِكْنَا يَا أُخَيُّ فِي دُعَائِكَ وَلَا تَنْسَنَا». فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَانْتَهَتْ رِوَايَتُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ «وَلَا تَنْسَنَا».

২২৪৮-[২৬] 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি নাবী ﷺ-এর কাছে 'উমরাহ্ করার অনুমতি চাইলাম। তিনি (ﷺ) আমাকে 'উমরার জন্য অনুমতি দিলেন এবং বললেন, হে আমার ছোট ভাই! তোমার দু'আয় আমাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করো এবং আমাদেরকে ভুলে যেও না। 'উমার বলেন, তিনি (ﷺ) আমাকে এমন একটি কথা বললেন, যার বিনিময়ে আমাকে সারা দুনিয়া দিয়ে দেয়া হয়, তবুও আমি এত খুশি হতাম না। (আবূ দাউদ, তিরমিযী; কিন্তু তিরমিযীতে 'আমাকে ভুলে যেও না' পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে)[২৯৩]

ব্যাখ্যা : (اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْعُمْرَةِ) হাফিয ইবনু হাজার আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন, উল্লেখিত 'উমরাটি ছিল সেই 'উমরাহ্ যা 'উমার رضي الله عنه জাহিলী যুগে করার জন্য মানৎ করেছিলেন। এমনটাই মতামত ব্যক্ত করেছেন মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ)-ও।

(فِيْ دُعَائِكَ) এ কথার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিনয় প্রকাশ পেয়েছে এবং তিনি উম্মাতের প্রতি একটি বাণী পেশ করেছেন এই মর্মে যে, তারা যেন দু'আ করার সময় শুধু নিজেদের জন্য না করে তাদের দু'আয় সমগ্র উম্মাতের মুসলিমাহ্কে অন্তর্ভুক্ত করে দু'আ করেন।

বিশেষ করে যে সমস্ত স্থানগুলোতে দু'আ কবূলের প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে সে সমস্ত স্থানে দু'আ করলে।

٢٢٤٩ ـ[٢٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللّٰهُ فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ: وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِيْنٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২২৪৯-[২৭] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তিন লোকের দু'আ ফিরিয়ে দেয়া হয় না। (১) সায়িমের (রোযাদারের) দু'আ– যখন সে ইফত্বার করে, (২) ন্যায়পরায়ণ শাসকের দু'আ এবং (৩) মাযলূমের বা অত্যাচারিতের দু'আ। অত্যাচারিতের দু'আকে আল্লাহ তা'আলা

---

[২৯৩] **য'ঈফ** : আবূ দাউদ ১৪৯৮, তিরমিযী ৩৫৬২, রিয়াযুস্ সলিহীন ৩৭৮। কারণ এর সানাদে 'আসিম ইবনু 'উবায়দুল্লাহ্ একজন দুর্বল রাবী।

মেঘমালার উপর উঠিয়ে নেন এবং তার জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়। আর আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমার ইয্যতের কসম! নিশ্চয়ই আমি তোমায় সাহায্য করব কিছু সময় দেরি হলেও। (তিরমিযী)[২৯৪]

ব্যাখ্যা : (وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ) 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন, মাযলূমের দু'আ আল্লাহ কবূল করে থাকেন যদিও সে পাপাচারী এমনকি কাফিরও হয়।

(وَلَوْ بَعْدَ حِيْنٍ) حِيْنٌ 'আরাবী শব্দটি যে কোন সময় বা ছয়মাস অথবা চল্লিশ বছরের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এক কথায় আল্লাহ তা'আলা মাযলূমকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি যে কোন সময় তার আবেদন মঞ্জুর করবেন।

٢٢٥٠ ـ [٢٨] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

২২৫০-[২৮] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিঃসন্দেহে তিন লোকের দু'আ কবূল হয়। (১) পিতার দু'আ, (২) মুসাফিরের দু'আ এবং (৩) মাযলূমের (পীড়িতের) দু'আ। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ)[২৯৫]

ব্যাখ্যা : (لَا شَكَّ فِيهِنَّ) মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীসটিতে উল্লেখিত তিন শ্রেণীর দু'আ কবূল হওয়ার কথা বলা হয়েছে এ কারণে যে, তারা অন্তরের দিক দিয়ে কোমল হয়ে আল্লাহরই নিকট শেষ আশ্রয় খুঁজে।

(دَعْوَةُ الْوَالِدِ) পিতার দু'আ তার সন্তানের জন্য অথবা বদ্দু'আ। অত্র হাদীসটিতে মাতার কথা উল্লেখ নেই কেননা মাতা তার সন্তানের প্রতি পিতার চেয়ে অনেকগুণ বেশি দয়াশীল সুতরাং তার দু'আ কবূল হওয়ার আরো বেশি সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর প্রসিদ্ধ কিতাব 'আদাবুল মুফরাদ'-এ পিতা-মাতা উভয়কে একই সাথে বর্ণনা করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٢٥١ ـ [٢٩] عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتّٰى يَسْأَلَهُ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ».

২২৫১-[২৯] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের প্রত্যেকেই যেন স্বীয় প্রতিপালকের কাছে তার সকল প্রয়োজনের ব্যাপারে প্রার্থনা করে। এমনকি যখন তার জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায়, সে সময়ও যেন তাঁর কাছে চায়।[২৯৬]

---

[২৯৪] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৫৯৮, আহমাদ ৮০৪৩, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৬৫০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৩৯৩, ইবনু হিব্বান ৮৭৪, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৩১৬, য'ঈফ আল জামি' ২৫৯২। কিন্তু হাদীসের প্রথম অংশটুকু الإمام العادل-এর স্থলে المسافر দিয়ে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত।

[২৯৫] হাসান : আবূ দাউদ ১৫৩৬, তিরমিযী ১৯০৫, ইবনু মাজাহ ৩৮৬২, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৮৩০, মু'জামুল আওসাত ২৪, শু'আবুল ঈমান ৩৩২৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ২৬৯৯, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ২৪/৩২, রিয়াযুস্ সলিহীন ৯৮৭, সহীহাহ্ ৫৯৬, সহীহ আত্ তারগীব ৩১৩২।

ব্যাখ্যা : জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলেও তা আল্লাহর নিকট চাইতে বলার মাধ্যমে মূলত রসূলুল্লাহ ﷺ বুঝাতে চেয়েছেন যে, সমুদয় প্রয়োজনাদি যেন আমরা মহান আল্লাহর নিকট চাই। এমনটাই মতামত ব্যক্ত করেছেন 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ)।

٢٢٥٢ ـ[٣٠] زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ مُرْسَلًا «حَتّٰى يَسْأَلَهُ الْمِلْحَ وَحَتّٰى يَسْأَلَهُ شِسْعَهُ إِذَا انْقَطَعَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২২৫২-[৩০] সাবিত আল বুনানী-এর এক মুরসাল বর্ণনায় এ অংশটুকু বেশি রয়েছে যে, তাঁর কাছে যেন লবণও প্রার্থনা করে, এমনকি নিজের জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলেও যেন তাঁর নিকট প্রার্থনা করে। (তিরমিযী)[২৯৭]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন : 'বা' পেশ দিয়ে আর প্রথম 'নূন' তাশদীদ ছাড়া, আর দ্বিতীয় 'নূন' যের দিয়ে। বুনানীর সম্পর্ক এসেছে সা'দ বিন লুওয়াই এর মা বানানাহ্-এর কাছ থেকে। তিনি গ্রহণযোগ্য তাবি'ঈগণদের মধ্যে অন্যতম।

(حَتّٰى يَسْأَلَهُ الْمِلْحَ) লবণের মতো নগণ্য জিনিস হলেও তা আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে। (حَتّٰى يَسْأَلَهُ شِسْعَهُ) চাওয়ার নগণ্যতা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং এ সন্দেহ দূর করা যে, তুচ্ছ জিনিস হলেও তা আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে।

٢٢٥٣ ـ[٣١] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

২২৫৩-[৩১] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ দু'আর সময় নিজের হাত উঠাতেন এমনকি তখন তাঁর বগলের উজ্জ্বলতা প্রকাশ পেত।[২৯৮]

ব্যাখ্যা : (بَيَاضُ إِبْطَيْهِ) বগলের শুভ্রতা; আবূ দাউদ-এর অন্য রিওয়ায়াতে যে, কাঁধ পর্যন্ত উঠানোর কথা আছে– এ দু' বর্ণনার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। অর্থাৎ- নাবী ﷺ সর্বনিম্ন কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন অথবা অধিকাংশ সময় তিনি কাঁধ বরাবর উঠাতেন আর মাঝে মাঝে এর চেয়ে বেশি উঠাতেন যাতে তার বগলের শুভ্রতা পরিলক্ষিত হতো।

٢٢٥٤ ـ[٣٢] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كَانَ يَجْعَلُ أُصْبَعَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَيَدْعُوْ.

২২৫৪-[৩২] সাহ্‌ল ইবনু সা'দ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ তার হাতের আঙ্গুল কাঁধ সমান উঠিয়ে দু'আ করতেন।[২৯৯]

ব্যাখ্যা : (حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ) 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীসটি প্রমাণ করেছে যে, দু'আর সময় হাত উত্তোলনের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এটাই রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বেশির ভাগ 'আমাল ছিল আর পূর্বেকার হাদীসগুলোতে যে, আরো বেশি পরিমাণে হাত উঠানোর কথা বলা হয়েছে তা হলো খুবই জরুরী মুহূর্তের দু'আর সময়।

---

[২৯৬] **য'ঈফ :** তিরমিযী ৩৬০৪, শু'আবুল ঈমান ১০৭৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৮৯৪, য'ঈফাহ্ ১৩৬২, য'ঈফ আল জামি' ৪৯৪৯।

[২৯৭] **য'ঈফ :** তিরমিযী ৩৬০৪, য'ঈফাহ্ ১৩৬২।

[২৯৮] **সহীহ :** মুসলিম ৮৯৫, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৬৭৮।

[২৯৯] **হাসান :** আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৩১১।

٢٢٥٥ - [٣٣] وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ.

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ فِي «الدَّعْوَاتِ الْكَبِيرِ».

২২৫৫-[৩৩] সায়িব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। নাবী ﷺ হাত উঠিয়ে দু'আ করার সময় হাত দিয়ে মুখমণ্ডলে মাসাহ করতেন।

উপরোল্লিখিত তিনটি হাদীস ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) তাঁর "দা'ওয়াতুল কাবীর"-এ বর্ণনা করেছেন।[৩০০]

ব্যাখ্যা : (مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ) ইবনু হাজার (রহ্ঃ) বলেন : এ অংশটি إِذَا শর্তের জওয়াব। তবে সঠিক হলো এ অংশটি كَانَ -এর খবর। আর إِذَا হলো كَانَ -এর খবর।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : এ হাদীসটি প্রমাণ করছে যখন নাবী ﷺ দু'আর ক্ষেত্রে হাত তুলতেন না তখন হাত মুছতেনও না। কেননা নাবী ﷺ সলাতে, বায়তুল্লাহ ত্বওয়াফে, ফারয সলাতের শেষে, ঘুমের সময়, খাওয়ার পরে ইত্যাদি সময়ে বেশী বেশী দু'আ করেছেন। কিন্তু হাত তুলেননি হাত মুখে মাসেহও করেননি।

٢٢٥٦ - [٣٤] وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: الْمَسْأَلَةُ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ أَوْ نَحْوِهِمَا وَالِاسْتِغْفَارُ أَنْ تُشِيرَ بِأُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ وَالِابْتِهَالُ أَنْ تَمُدَّ يَدَيْكَ جَمِيعًا.

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: وَالِابْتِهَالُ هٰكَذَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَجَعَلَ ظُهُورَهُمَا مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

২২৫৬-[৩৪] 'ইকরিমাহ্ (রহঃ) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়ার নিয়ম হলো, নিজের হাত দু'টি কাঁধ পর্যন্ত অথবা কাঁধের কাছাকাছি পর্যন্ত উঠাবে। আর আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার বা ক্ষমা চাওয়ার নিয়ম হলো, নিজের (শাহাদাত) আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করবে এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার নিয়ম হলো, তোমার পুরো হাত প্রসারিত করবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, প্রার্থনা করবে এভাবে– এরপর তিনি নিজের দু'হাত উপরের দিকে উঠিয়ে ধরলেন এবং হাতের তালুর দিক নিজের মুখমণ্ডলে মাসাহ করলেন। (আবূ দাউদ)[৩০১]

ব্যাখ্যা : (الْمَسْأَلَةُ) শব্দটি মাস্দার-এর সম্বন্ধীয় (مضاف)-কে হযফ করা হয়েছে। অর্থাৎ- (الْمَسْأَلَةُ) অর্থ আল্লাহর নিকট দু'আ করার আদব।

(أَنْ تُشِيرَ بِأُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ) যে আঙ্গুলটির মাধ্যমে ইশারা করতে বলা হয়েছে তা হলো "আস্ সাবা-বাহ্" (শাহাদাত বা তর্জনী অঙ্গুলি দ্বারা) ইশারা করার উদ্দেশ্য হলো অন্তরের কুমন্ত্রণা ও শায়ত্বনের ধোঁকা বন্ধ করা যা নাড়াতে শায়ত্বন প্রচণ্ড কষ্ট পায় এবং এ দু'টি থেকে আল্লাহর নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

---

[৩০০] য'ঈফ : আবূ দাউদ ১৪৯২, আহমাদ ১৭৯৪৩, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৬৩১, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৩১০, য'ঈফ আল জামি' ৪৩৯৯। কারণ এর সানাদে হাফস্ ইবনু হাশিম একজন মাজহূল রাবী। আর ইবনু লাহ্ই'আহ্ একজন দুর্বল রাবী।

[৩০১] সহীহ : আবূ দাউদ ১৪৮৯, ১৪৯০, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৩১৩, সহীহ আল জামি' ৬৬৯৪।

ইমাম ত্বীবী বলেছেন : এখানে একটি আঙ্গুলের কথা বলার কারণ হলো রসূল ﷺ দু'টি আঙ্গুলের মাধ্যমে ইশারা অপছন্দ করতেন।

(الِابْتِهَالُ) বলা হয় অন্তর থেকে অপছন্দনীয় সব জিনিস দূরীভূত করে দু'আর ক্ষেত্রে খুবই নমনীয় ও বিনয়ী হওয়া।

(يَدَيْهِ وَجَعَلَ ظُهُورَهُمَا مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ) ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হাত দু'টি দু'আর সময় একদমই উঁচু করে ধরতেন, এমনকি তা মাথার উপর উঠে যেত।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : এখানে "*ইব্‌তিহা-ল*" মানে হয় তো তিনি 'আযাব থেকে বাঁচার জন্য হাত দু'টিকে ঢালস্বরূপ রাখতে চেয়েছেন। উপরোক্ত দু' বর্ণনার পার্থক্য হলো, প্রথম বর্ণনায় "*ইব্‌তিহা-ল*" বক্তব্যমূলক (قوله) আর দ্বিতীয় বর্ণনায় "*ইব্‌তিহা-ল*" কর্মমূলক (فعلى)।

٢٢٥٧ - [٣٥] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ يَقُولُ: إِنَّ رَفْعَكُمْ أَيْدِيَكُمْ بِدْعَةٌ مَا زَادَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى هٰذَا يَعْنِىْ إِلَى الصَّدْرِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

২২৫৭-[৩৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (দু'আর সময়) তোমাদের হাত বেশি উপরে উঠিয়ে ধরা বিদ্'আত। রসূলুল্লাহ ﷺ কক্ষনো সিনা থেকে বেশি উপরে হাত উঠাতেন না। (আহ্‌মাদ)[৩০২]

ব্যাখ্যা : (إِلَى الصَّدْرِ) -এর ব্যাখ্যায় 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহ্ঃ) বলেন : এ অংশটি ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর দু'আর ক্ষেত্রে রফ্'উল ইয়াদাইনের ব্যাখ্যা স্বরূপ, অর্থাৎ- তিনি দু'আর সময় হাত বুক পর্যন্ত উঠাতেন এবং তিনি উপস্থিত জনতার দু'আর ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ে যে, হাত বেশী উপরে উত্তোলন করে থাকেন এবং হাত উত্তোলনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবস্থার কোন তারতম্য করেন না– এ দু'টি বিষয়ের কঠোর সমালোচনা করেছেন। অর্থাৎ- হাত উত্তোলনের পরিমাণ হবে অবস্থার প্রেক্ষিতে কখনো বুক পর্যন্ত, কখনো তার উপর কাঁধ পর্যন্ত, আবার কখনো এরও উপরে।

লাম্'আত গ্রন্থ প্রণেতা বলেন : ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কথা, (إِنَّ رَفْعَكُمْ أَيْدِيَكُمْ) "তোমাদের দু'আর সময় বুকের উপর হাত উত্তোলন বিদ্'আত"। অর্থাৎ- সর্বদাই অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তোমাদের এরূপ করা এক্ষেত্রে প্রেক্ষাপটের প্রতি দৃষ্টিপাত না করা– এটি বিদ্'আত কারণ নাবী ﷺ থেকে এরূপ (হাত উত্তোলনের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করার বিষয়ে) কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং তার অবস্থা ছিল ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে। তাই তো ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বিষয়টি তার কথা ও কাজ উভয়টির মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছেন।

'আল্লামাহ্ ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন : 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর উপোরক্ত কথার ভিত্তি হলো তার নিজস্ব 'ইল্‌ম। তিনি যা জেনেছেন তাই বলেছেন এবং তিনি দু'আর ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ে হস্তদ্বয় কাঁধ বরাবর উঠানোর বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তবে রসূল ﷺ-এর থেকে বর্ণিত কাঁধ পর্যন্ত বা ক্ষেত্র বিশেষে তার চেয়ে বেশী তোলার কথা বেশী শক্তিশালী সূত্রে প্রমাণিত। আর কোন বিষয়ে না এবং হ্যাঁ এর বিরোধ হলে, হ্যাঁ, অগ্রাধিকার পায়।

---

[৩০২] **য'ঈফ :** আহমাদ ৫২৬৪। কারণ এর সানাদে বিশ্‌র ইবনু হারব একজন দুর্বল রাবী।

হাফিয ইবনু হাজার আল আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন, ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু শুধুমাত্র দু' কাঁধ বরাবর হাত তোলার বিষয়টি অস্বীকার তথা অবস্থা করেছেন এবং বুক পর্যন্ত উঠানোর পক্ষ নিয়েছেন। যদি ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর 'আদাবুল মুফরাদ' কিতাবে ক্বাসিম বিন মুহাম্মাদ-এর সূত্রে এর বিপরীত বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে ক্বাসিম বিন মুহাম্মাদ বলছেন, "আমি ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে (القاص) আল্ ক্বাস নামক স্থানে দু'আ করতে দেখেছি যে, তিনি দু'আর সময় দু'হাত কাঁধ বরাবর তুলেছেন।

٢٢٥٨ -[٣٦] وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا فَدَعَا لَهُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.

২২৫৮-[৩৬] উবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো জন্য দু'আ করার সময় প্রথমে নিজের জন্য দু'আ করতেন। (তিরমিযী; তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব ও সহীহ)[৩০৩]

ব্যাখ্যা : (بَدَأَ بِنَفْسِهِ) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো জন্য দু'আ করলে আগে নিজের জন্য দু'আ করে তারপর তার জন্য দু'আ করতেন। এটা উম্মাতের জন্য এক প্রকার শিক্ষা যে, তারাও যেন কারো জন্য দু'আ করলে সর্বপ্রথম নিজের জন্য দু'আ করে নেয়।

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর সহীহাতে এ মর্মে ৮টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ কাজটি করা ওয়াজিব নয় বরং করা ভাল। কারণ অনেক হাদীস এমনও আছে, যেখানে আমরা দেখতে পাই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকের জন্য দু'আ করেছেন কিন্তু সেখানে নিজের কথা উল্লেখই করেননি। যেমন : নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক নাবী আলায়হিস সালাম-এর জন্য দু'আ করেছেন কিন্তু সেখানে নিজের কথা উল্লেখ করেননি, যেমন- আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একটি হাদীস আছে আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লূত আলায়হিস সালাম-এর জন্য দু'আ করলেন, এমনভাবে সহাবী 'আবদুল্লাহ বিন 'আব্বাস, হাসান বিন সাবিত, ইসমা'ঈল আলায়হিস সালাম-এর মাতা হাজিরা আলায়হিস সালাম সহ আরো অনেকের জন্য দু'আ করেছেন নিজের উল্লেখ ব্যতীত।

٢٢٥٩ -[٣٧] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدٰى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا» قَالُوْا: إِذَنْ نُكْثِرُ قَالَ: «اَللّٰهُ أَكْثَرُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

২২৫৯-[৩৭] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন মুসলিম দু'আ করার সময় কোন গুনাহের অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের দু'আ না করলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাকে এ তিনটির একটি দান করেন। (১) হয়তো তাকে তার কাঙ্ক্ষিত সুপারিশ দুনিয়ায় দান করেন, (২) অথবা তা তার পরকালের জন্য জমা রাখেন এবং (৩) অথবা তার মতো কোন অকল্যাণ বা বিপদাপদকে তার থেকে দূরে করে দেন। সহাবীগণ বললেন, তবে তো আমরা অনেক বেশি লাভ করব। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আল্লাহ এর চেয়েও বেশি দেন। (আহ্‌মাদ)[৩০৪]

---

[৩০৩] **সহীহ** : তিরমিযী ৩৩৮৫, সহীহ আল জামি' ৪৭২৩।

[৩০৪] **সহীহ** : ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯১৭০, সহীহ আদাবুল মুফরাদ ৫৫০/৭১০, সহীহ আত্ তারগীব ১৬৩৩, আহমাদ ১১১৩৩, শু'আবুল ঈমান ১০৯০।

ব্যাখ্যা : (اللهُ أَكْثَرُ) এর অনেকগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে [সবগুলোই 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ)-এর থেকে]

১. আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা'আলা তোমাদের দু'আর চেয়ে সর্বাধিক বেশি কবূলকারী।

২. আল্লাহর অনুগ্রহ তোমাদের দু'আর চেয়ে অনেক বেশি প্রশস্ত।

৩. আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা'আলা দান করার দৃষ্টিকোণ থেকে খুব বেশি পরিমাণ দান করে থাকেন।

সুতরাং বান্দারা দু'আ করে তাকে অক্ষম করে দিতে পারবে না, কেননা তার ধনভাণ্ডার এত বড় যে, তা শেষ হওয়ার নয়।

٢٢٦٠ -[٣٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «خَمْسُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ حَتّٰى يَنْتَصِرَ وَدَعْوَةُ الْحَاجِّ حَتّٰى يَصْدُرَ وَدَعْوَةُ الْمُجَاهِدِ حَتّٰى يَقْعُدَ وَدَعْوَةُ الْمَرِيضِ حَتّٰى يَبْرَأَ وَدَعْوَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ». ثُمَّ قَالَ: «وَأَسْرَعُ هٰذِهِ الدَّعَوَاتِ إِجَابَةً دَعْوَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ

২২৬০-[৩৮] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : পাঁচ লোকের দু'আ কবূল করা হয়। (১) মাযলূম বা অত্যাচারিতের দু'আ– যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করা না হয়, (২) হাজ্জ সমাপনকারীর দু'আ– বাড়ী ফিরে না আসা পর্যন্ত, (৩) মুজাহিদের দু'আ– যতক্ষণ না বসে পড়ে, (৪) রোগীর দু'আ– যতক্ষণ না সে সুস্থতা লাভ করে এবং (৫) এক মুসলিম ভাইয়ের দু'আ অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে। এরপর তিনি (ﷺ) বলেন, এ সব দু'আর মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত কবূল হয় এক (মুসলিম) ভাইয়ের দু'আ তার আর এক ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে। (বায়হাক্বী- দা'ওয়াতুল কাবীর)[৩০৫]

ব্যাখ্যা : (دَعْوَةُ الْحَاجِّ) অর্থাৎ- যদি তার হাজ্জ হাজ্জে মাবরূর তথা কবূল হাজ্জ হয়ে থাকে তাহলে বাড়ি বা দেশে ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি যে সকল দু'আ করবেন তা কবূল। অথবা হাজ্জ থেকে ফিরে বাড়িতে প্রবেশ করার পর্যন্ত তার দু'আ কবূল।

(دَعْوَةُ الْمُجَاهِدِ) জামি' আস্ সগীরে 'মুজাহিদ'-এর স্থানে 'গাজী' শব্দ উল্লেখ আছে (১/১৭৪) অর্থাৎ- আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য যদি তিনি যুদ্ধ করে থাকেন তাহলে দু'আও কবূলের কথা বলা হয়েছে।

---

[৩০৫] মাওযূ' : আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৬৭১, শু'আবুল ঈমান ১০৮৭, য'ঈফাহ্ ১৩৬৪, য'ঈফ আল জামি' ২৮৫০। কারণ এর সানাদে 'আবদুর রহীম একজন মিথ্যুক রাবী।

(١) بَابُ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالتَّقَرُّبُ إِلَيْهِ

অধ্যায়-১ : আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা'আলার যিক্র ও তাঁর নৈকট্য লাভ

এখানে যিক্র দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, سُبْحَانَ اللهُ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللهُ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِـاللهِ، بِسْمِ اللهِ، حَسْبِيَ اللهُ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللهُ، اَسْتَغْفِرُ اللهَ *সুব্হা-নাল্ল-হ, আল হাম্‌দুলিল্লা-হ, লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু, আল্ল-হু আকবার, লা- হাওলা ওয়ালা- ক্যুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ, বিসমিল্লা-হ, হাসবিয়াল্ল-হু লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ, আসতাগ্‌ফিরুল্ল-হু* সহ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনা করে দু'আ করা।

যিক্রুল্ল-হ দ্বারা এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, সর্বদাই ভাল কাজে লিপ্ত থাকা যেমন : কুরআন তিলাওয়াত করা, হাদীস পাঠ করা, দীনী 'ইল্‌ম শিক্ষা করা, নাফ্‌ল সলাত আদায় করা ও উপরোক্ত দু'আগুলো মুখে বলা। এখানে দু'আর অর্থ জানা শর্ত নয় তবে জানলে অবশ্যই বেশি উত্তম।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, শুধু মনে মনে যিক্র করার চাইতে মনে মনে যিক্র ও তা মুখে উচ্চারণ করা উত্তম। আর তিনি আরো বলেন, যিক্র শুধু سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং মু'মিন, মুসলিমের জীবনের সমুদয় 'আমালই যিক্রের অন্তর্ভুক্ত হবে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ
প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٢٦١ - [١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللهَ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২২৬১-[১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) ও আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কোন মনুষ্য দল আল্লাহর যিক্র করতে বসলে, আল্লাহর মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্‌তাগণ) নিশ্চয় তাদেরকে ঘিরে নেন, তাঁর রহ্‌মাত তাদেরকে ঢেকে ফেলে এবং তাদের ওপর (মনের) প্রশান্তি বর্ষিত হয়। (অধিকাংশ সময়) আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তীদের সাথে তাদেরকে স্মরণ করেন। (মুসলিম)[৩০৬]

ব্যাখ্যা : (لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ) ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) এ কথাটির নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা করেছেন।

১. এখানে বসার উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মানুষ বসেই আল্লাহর আলোচনা করে থাকে খুব কমই দাঁড়িয়ে আলোচনা বা যিক্র করা হয়ে থাকে, তাই বেশির ভাগ বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করে এখানে বসার কথা বলা হয়েছে।

---

[৩০৬] সহীহ : মুসলিম ২৭০০, আবূ দাউদ ১৪৫৫, তিরমিযী ৩৩৭৮, ইবনু মাজাহ ৩৭৯১, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৪৭৫, আহমাদ ১১৪৬৩, মু'জামুল আওসাত লিত্ব ত্বারানী ১৫০০, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৫, শু'আবুল ঈমান ৫২৭, ইবনু হিব্বান ৭৬৮, সহীহাহ্ ৭৫, সহীহ আত্ তারগীব ১৪১৭, সহীহ আল জামি' ৫৫০৯।

২. বসার কথা বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বসে যিক্‌র করা উত্তম কারণ তাতে উপলব্ধি বেশি করা যায় এবং ইন্দ্রিয় শক্তি বেশি সচল থাকে।

৩. যিক্‌রের উপর অটল থাকার প্রতি অত্র হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ) অর্থাৎ- আল্লাহর যিক্‌র করলে সাকীনাহ্‌ তথা মনোতৃপ্তি বা প্রশান্তি লাভে ধন্য হওয়া যায়। যেমন : মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾

"সাবধান! আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।" (সূরাহ্‌ আর্‌ র'দ ১৩ : ২৮)

এ পর্যায়ে আমরা হাদীসে উল্লেখিত 'সাকীনাহ্‌' শব্দটি নিয়ে আলোচনা করছি।

কোন কোন ইসলামিক স্কলারস্‌ মত ব্যক্ত করেছেন যে, 'সাকীনাহ্‌' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'রহমাত'।

ইবনুল কুইয়্যিম (রহঃ) তার 'মাদারিজুস্‌ সালিকীন' নামক কিতাবে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে সাকীনাহ্‌ শব্দটি সর্বমোট ৬টি স্থানে উল্লেখ করেছেন।

১. মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾

অর্থাৎ- "তাদের নাবী তাদেরকে বলল, তালূতের বাদশাহ হওয়ার নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট (কাঠের তৈরি) একটা বাক্স আসবে, যার মধ্যে তোমাদের প্রতিপালকের সাকীনাহ্‌ (শান্তি বাণী) রয়েছে।"

(সূরাহ্‌ আল বাক্বারাহ্‌ ২ : ২৪৮)

২. মহান আল্লাহ আরো বলেন : ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾

"অতঃপর মহান আল্লাহ তার রসূল ও মু'মিনদের ওপর সাকীনাহ্‌ অবতীর্ণ করলেন।"

(সূরাহ্‌ আত্‌ তাওবাহ্‌ ৯ : ২৬)

৩. মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا﴾

"স্মরণ কর! যখন তার সাথীকে তিনি বললেন, হে আমার সাথী! তুমি চিন্তা করো না আমাদের সাথে আল্লাহর সাহায্য আছে।" (সূরাহ্‌ আত্‌ তাওবাহ্‌ ৯ : ৪০)

৪. মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلّٰهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

"তিনিই মু'মিনদের দিলে প্রশান্তি নাযিল করেন যাতে তারা তাদের ঈমানের সাথে আরো ঈমান বাড়িয়ে নেয়। আসমান ও জমিনের যাবতীয় বাহিনী আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বের অধীন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও মহাবিজ্ঞানী।"

(সূরাহ্‌ আল ফাত্‌হ ৪৮ : ৪)

৫. মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾

"মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা (হুদায়বিয়ায়) গাছের তলে তোমার কাছে বায়'আত নিল। আল্লাহ জানতেন তাদের অন্তরে কী আছে, এজন্য তিনি তাদের ওপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন আর পুরস্কার হিসেবে তাদেরকে দিলেন আসন্ন বিজয়।" (সূরাহ্ আল ফাত্হ ৪৮ : ১৮)

৬. মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾

"কাফিররা যখন তাদের অন্তরে জিদ ও হঠকারিতা জাগিয়ে তুলল- অজ্ঞতার যুগের জিদ ও হঠকারিতা- তখন আল্লাহ তাঁর রসূল ও মু'মিনদের ওপর স্বীয় প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন।" (সূরাহ্ আল ফাত্হ ৪৮ : ২৬)

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়্যাহ্ (রহঃ) বলেন : আমার কোনরূপ বেশি পরিমাণ কষ্ট অনুভব হলে সাকীনাহ্'র উল্লেখ যে সমস্ত আয়াতগুলোতে আছে তা তিলাওয়াত করে দেখেছি বেদনা কিছুটা উপশম হয়।

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন : কুরআন মাজীদে বর্ণিত প্রত্যেক সাকীনাহ্ শব্দের অর্থই হলো প্রশান্তি তবে সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্'টি বাদে।

ইমাম ইবনুল ক্বইয়্যিম (রহঃ) সাকীনাহ্ ও তুমা'নীনাহ্'র মধ্যে কিছুটা পার্থক্যের উল্লেখ করেছেন।

সাকীনাহ্ হলো অন্তরের মধ্যে প্রশান্তি সৃষ্টি যা সাময়িক আর তুমা'নীনাহ্ হলো স্থায়ী এক শান্তি ও প্রশান্তি।

٢٢٦٢ - [٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسِيْرُ فِيْ طَرِيقِ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ: جُمْدَانُ فَقَالَ: «سِيْرُوا هٰذَا جُمْدَانُ سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ». قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّدُونَ؟ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: «الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২২৬২-[২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার সফর হতে মাক্কার পথ ধরে এক পাহাড়ে পৌঁছলেন, জায়গাটির না ছিল 'জুম্দান'। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমরা চলো এটা হলো জুম্দান। আগে আগে চলল মুফার্‌রিদরা। সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! মুফার্‌রিদ কারা? তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যে পুরুষ বা নারী আল্লাহর অধিক যিক্র করে। (মুসলিম)[৩০৭]

ব্যাখ্যা : (كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسِيْرُ فِيْ طَرِيْقِ مَكَّةَ) এটা মাক্কার দিকে যাওয়ার সময় অথবা মাদীনার দিকে যাওয়ার সময় যে কোন একটি ছিল।

(سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ) ইমাম নাবাবী (রহঃ) তার শারহে মুসলিমে লিখেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যারা আল্লাহর স্মরণের লক্ষ্যে লোক চক্ষুর অন্তরালে চলে যায়।

قَالُوا এর পরের থেকে যে مَا শব্দটি উল্লেখ আছে তা مَنْ এর অর্থবোধক। যেমন : মহান আল্লাহর বাণী, ﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا﴾ "আসমানের ও তাকে যিনি বানিয়েছেন তার শপথ।" (সূরাহ্ আশ্ শামস্ ৯১ : ৫)

[৩০৭] সহীহ : মুসলিম ২৬৭৬, তিরমিযী ৩৫৯৬, মু'জামুল আওসাত ২৭৭৩, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ১৮, শু'আবুল ঈমান ৫০২, আল কালিমুত্ব তুইয়্যিব ২, সহীহ আত্ তারগীব ১৫০১।

٢٢٦٣ـ[٣] وَعَنْ أَبِي مُوسٰى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهٗ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২২৬৩-[৩] আবূ মূসা আল আশ্‘আরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে লোক তার রবকে স্মরণ করে আর যে করে না, তাদের উদাহরণ হলো জীবিত ও মৃত ব্যক্তির মতো। (বুখারী, মুসলিম)[৩০৮]

ব্যাখ্যা : (مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ) অর্থাৎ- যারা আল্লাহর যিক্‌র করে তারা জীবিত আর যারা আল্লাহর যিক্‌র করে না তারা মৃতের মত। কেননা যারা জীবিত তাদের সকল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্যই হয়ে থাকে, পক্ষান্তরে যারা মৃত্যু তারা কোন কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং জীবিত থেকেও আল্লাহর যিক্‌র করেন না তারা মৃতের মতো।

٢٢٦٤ـ[٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَقُولُ اللهُ تَعَالٰى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهٗ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهٗ فِي مَلَأٍ خَيْرٌ مِنْهُمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২২৬৪-[৪] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমি আমার বান্দার নিকট সেরূপ, যেরূপ সে আমাকে স্মরণ করে। আমি তার সাথে থাকি, যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে আমাকে স্মরণ করে তার মনে, আমি তাকে স্মরণ করি আমার মনে। আর সে যদি স্মরণ করে আমাকে মানুষের দলে, আমি তাকে (অনুরূপ) স্মরণ করি তাদের চেয়েও সর্বোত্তম দলে। (বুখারী, মুসলিম)[৩০৯]

ব্যাখ্যা : (أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي) ‘আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন, (ظن) হলো সন্দেহ ও ইয়াক্বীনের মধ্যবর্তী বিষয়। তবে (ظن) তথা ধারণা মাঝে মাঝে ইয়াক্বীন তথা দৃঢ়বিশ্বাসের ফায়দা দেয়। অর্থাৎ- (ظن) তথা ধারণা সঠিক হওয়ার আলামত বা নিদর্শন যদি পরিস্ফূটিত হয়ে যায় তখন তার অর্থ হয় ইয়াক্বীন যেমন : মহান আল্লাহ বলেন,

﴿الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوْ رَبِّهِمْ﴾

অর্থাৎ- “মু’মিনরা ধারণা তথা বিশ্বাস রাখে যে, তারা তাদের রবের সাথে সাক্ষাত করবে।” (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ৪৬)

অপরদিকে যদি (ظن) তথা ধারণার সঠিক হওয়ার আলামতগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে তা شك তথা সন্দেহের অর্থ বহন করে থাকে। যেমন : মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ﴾

অর্থাৎ- “কাফিররা ধারণা তথা সন্দেহ করে যে, তারা আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করবে না, অর্থাৎ- তারা আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করবে কিনা এ ব্যাপারে সন্দীহান।” (সূরাহ্ আল ক্বাসাস ২৮ : ৩৯)

---

[৩০৮] **সহীহ** : বুখারী ৬৪০৭, মুসলিম ৭৭৯, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ৪, সহীহ আত্ তারগীব ১৫০০।

[৩০৯] **সহীহ** : বুখারী ৭৪০৫, মুসলিম ২৬৭৬, তিরমিযী ৩৬০৩, ইবনু মাজাহ ৩৮২২, আহমাদ ৯৩৫১, শু‘আবুল ঈমান ৫৪৬, সহীহ আত্ তারগীব ১৪৮৭।

'আল্লামাহ্ কুরতুবী (রহঃ) বলেছেন : (ظَنِّ عَبْدِيْ) এর অর্থ হলো দু'আ করার সময় এ ধারণা পোষণ করা যে, আল্লাহ আমার দু'আ কবূল করবেন। যেহেতু তিনি ওয়া'দা দিয়েছেন যে, বান্দার দু'আ তিনি কবূল করবেন আর তিনি তো ওয়াদা খেলাফ করেন না। অতএব তিনি আমার দু'আও কবূল করবেন। এরূপ বিশ্বাস রাখা।

(وَأَنَا مَعَهُ) আল্লাহ বললেন যে, 'আমি বান্দার সাথে আছি' এর সঠিক অর্থ হলো সাহায্য সহযোগিতা করার দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ বান্দার সাথে আছেন। তিনি তার সত্তাগতভাবে আমাদের সাথে আছেন বা প্রচলিত অর্থ যেমন :

﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾

অর্থাৎ- "আল্লাহ স্বত্বাগতভাবে সব স্থানে বিদ্যমান এরূপ নয়"– (সূরাহ্ আল হাদীদ ৫৭ : ৪)। বরং স্বত্বাগতভাবে তিনি 'আর্‌শে 'আযীমে সমাসীন।

(وَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَإٍ) ইমাম জাযরী (রহঃ) বলেন, এ হাদীসের এ অংশটুকুর মাধ্যমে বুঝা যায় জনসম্মুখে প্রকাশ্যে আল্লাহর যিক্‌রের বিধান হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

(فِيْ مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ) হাদীসটির এ অংশটুকু দ্বারা মূলত আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা'আলা বুঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি তার অর্থাৎ- যে সমস্ত বান্দা আল্লাহকে লোকসম্মুখে স্মরণ করবে মহান আল্লাহ তাদের আলোচনা মালায়িকাহ্‌র (ফেরেশতাদের) সম্মুখে করবেন।

* 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন, অত্র অংশের মাধ্যমে ঢালাওভাবে এ কথা বলা ঠিক নয় যে, মালায়িকাহ্ মানব জাতির চেয়ে উত্তম।

* ইবনুল মালিক (রহঃ) বলেন, বিষয়টি নিয়ে মতবিরোধ সংঘটিত হয়েছে যে, মানুষ উত্তম নাকি মালাক (ফেরেশতা) উত্তম?

অপর একদল 'আলিম বলেছেন, বিশেষ কিছু মানুষ যেমন : নাবীগণ আলায়হিস সালাম বিশেষ কিছু মালাক যেমন : জিবরীল, মীকাঈল, ইসরাফীল আলায়হিস সালাম থেকে উত্তম। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এ নিয়ম নয়।

٢٢٦٥ -[٥] وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَقُوْلُ اللهُ تَعَالٰى: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَزِيْدُ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّيْ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّيْ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِيْ يَمْشِيْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً وَمَنْ لَقِيَنِيْ بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২২৬৫-[৫] আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন : যে ব্যক্তি আমার কাছে একটি কল্যাণকর (ভালো) কাজ নিয়ে উপস্থিত হবে, তার জন্য ঐ কাজের দশগুণ বেশি কল্যাণ (সাওয়াব) রয়েছে। আর আমি এর চেয়েও বেশি দিতে পারি। আর যে ব্যক্তি একটি অকল্যাণকর (মন্দ) কাজ নিয়ে উপস্থিত হবে তার প্রতিফল স্বরূপ এক গুণই অকল্যাণ (গুনাহ) হবে অথবা আমি তাকে মাফও করে দিতে পারি। আর যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ আমার দিকে এগিয়ে আসবে; আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে আসব। যে আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই। আর যে

কোন শিরক না করে আমার কাছে পৃথিবী সমান গুনাহ করে আসে, আমি ওই পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করি। (মুসলিম)[৩১০]

ব্যাখ্যা : (فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا) অসৎ কাজের শাস্তি একটি করলে সেই একটিই দেব একটুও বেশি হবে না। এটা নয় যে, বিচারের মানদণ্ডে হবে।

(أَوْ أَغْفِرُ) অথবা তাকে অনুগ্রহ করে আমি ক্ষমা করে দেব।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন, সৎকাজের জন্য আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা'আলা বললেন, একটি করলে দশটি দ্বারা বৃদ্ধি করে দিব, এটা হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ। অপরদিকে অসৎকাজের ক্ষেত্রে আল্লাহ বলেন, একটি অসৎ কাজের বিনিময়ে একটিই শাস্তি বা বদী লেখা হবে। এরূপ হওয়ার কারণ হলো একটি সৎকাজের জন্য আল্লাহ বান্দাকে উৎসাহ দিতে গিয়ে বলেছেন। একটি সৎ কাজ করলেই তা ১০ গুণ বর্ধিত হবে। যেমন : কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾

অর্থাৎ- "যারা সৎ কাজ করবে তাদের জন্য নেকী রয়েছে এবং অতিরিক্ত বোনাসও নির্ধারিত আছে।" (সূরাহ্ ইউনুস ১০ : ২৬)

আর অপরদিকে খারাপ 'আমাল একটি করলে তার শাস্তি বা বদী যদি একাধিক লেখা হয় তাহলে এটা ন্যায় বিচারের পরিপন্থী যা মহান আল্লাহর শানে শোভা পায় না।

٢٢٦٦ - [٦] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ: مَنْ عَادٰى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِيْ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اُحِبَّهٗ فَإِذَا أَحْبَبْتُهٗ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهٖ وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهٖ وَيَدَهُ الَّتِيْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِيْ لَأُعْطِيَنَّهٗ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِيْ لَأُعِيذَنَّهٗ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهٗ تَرَدُّدِيْ عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مُسَاءَتَهٗ وَلَا بُدَّ لَهٗ مِنْهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২২৬৬-[৬] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন : যে ব্যক্তি আমার কোন বন্ধুকে শত্রু ভাবে আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমি আমার বান্দার ওপর যা কিছু ('আমাল) ফারয করেছি; তা দ্বারা আমার সান্নিধ্য অর্জন করা আমার নিকট বেশী প্রিয় অন্য কিছু ('আমাল) দিয়ে সান্নিধ্য অর্জনের চাইতে। আর আমার বান্দা সর্বদা নাফ্‌ল 'ইবাদাতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য হাসিল করে। পরিশেষে আমি তাকে ভালবাসি এবং আমি যখন তাকে ভালবাসি– আমি হয়ে যাই তার কান, যা দিয়ে সে শুনে। আমি হয়ে যাই তার চোখ, যা দিয়ে সে দেখে। আমি হয়ে যাই তার হাত, যা দিয়ে সে ধরে (কাজ করে)। আমি হয়ে যাই তার পা, যা দিয়ে চলাফেরা করে। সে যদি আমার কাছে চায়, আমি তাকে দান করি। সে যদি আমার কাছে আশ্রয় চায়, আমি তাকে আশ্রয় দেই। আর আমি যা করতে চাই, তা করতে আমি মু'মিন বান্দার রূহ কবয করার মতো ইতস্তত করি না। কেননা মু'মিন (স্বাভাবিকভাবে) মৃত্যুকে অপছন্দ করে, আর আমি অপছন্দ করি তাকে অসন্তুষ্ট করতে। কিন্তু মৃত্যু তার জন্য অত্যাবশ্যকীয়। (বুখারী)[৩১১]

---

[৩১০] **সহীহ :** মুসলিম ২৬৮৭, ইবনু মাজাহ ৩৮২১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৬৪৬।

[৩১১] **সহীহ :** বুখারী ৬৫০২, সহীহাহ্ ১৬৪০, সহীহ আস্ সগীর ১৭৮২।

ব্যাখ্যা : (وَلِيًّا) হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) (ولى الله) আল্লাহর ওয়ালীর সংজ্ঞা হলো (العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته) অর্থাৎ- যিনি আল্লাহ সম্পর্কে জানেন তার আনুগত্যে মশগুল থাকেন এবং তারই 'ইবাদাতে একনিষ্ঠ। এমনটাই মতামত দিয়েছেন 'আল্লামাহ্ বাদরুদ্দীন 'আয়নী (রহঃ)।

(سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ) হাদীসের অত্র অংশটুকুকে ঘিরে একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর।

প্রশ্নটি হলো কিভাবে আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা'আলা স্বীয় বান্দার শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি হতে পারেন? এর অনেকগুলো উত্তর দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করা হয়েছে যার মধ্যে সর্বোত্তমটি অর্থাৎ- তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো আমার আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করে যেহেতু সে এমন কোন কিছু শুনে না যা আমি অপছন্দ করি, এমন কিছু দেখে না যা আমার অপছন্দনীয়, এমন কিছু ধরে না যা আমি অপছন্দ করি, এমন দিকে পা বাড়ায় না যা আমি অপছন্দ করি।

٢٢٦٧ - [٧] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللهَ تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلٰى حَاجَتِكُمْ» قَالَ: «فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا» قَالَ: «فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: مَا يَقُولُ عِبَادِيْ؟» قَالَ: «يَقُولُونَ: يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُحَمِّدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ» قَالَ: «فَيَقُولُ: هَلْ رَأَوْنِيْ؟» قَالَ: «فَيَقُولُونَ: لَا وَاللهِ مَا رَأَوْكَ» قَالَ فَيَقُولُ: كَيْفَ لَوْ رَأَوْنِيْ؟ قَالَ: «فَيَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا» قَالَ: «فَيَقُولُ: فَمَا يَسْأَلُونَ؟ قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ الجَنَّةَ» قَالَ: «يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟» قَالَ: «فَيَقُولُونَ: لَا وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا» قَالَ: «فَيَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟» قَالَ: «يَقُولُونَ: لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ حِرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً قَالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟» قَالَ: «يَقُولُونَ: مِنَ النَّارِ» قَالَ: «يَقُولُ: فَهَلْ رَأَوْهَا؟» قَالَ: يَقُولُونَ: «لَا وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا» قَالَ: «يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟» قَالَ: «يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً» قَالَ: «فَيَقُولُ: فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ» قَالَ: «يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ: فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ: هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقٰى جَلِيسُهُمْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

وَفِيْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ قَالَ: «إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فُضُلًا يَبْتَغُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتّٰى يَمْلَأُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ قَالَ: فَيَسْأَلُهُمُ اللهُ وَهُوَ أَعْلَمُ: مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ فِي الْأَرْضِ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُهَلِّلُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ قَالَ: وَمَاذَا

يَسْأَلُونِيْ؟ قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِيْ؟ قَالُوا: لَا أَيْ رَبِّ قَالَ: وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِيْ؟ قَالُوا: وَيَسْتَجِيرُونَكَ قَالَ: وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونِيْ؟ قَالُوا: مِنْ نَارِكَ قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا نَارِيْ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِيْ؟ قَالُوا: يَسْتَغْفِرُونَكَ» قَالَ: «فَيَقُولُ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوْا» قَالَ: «يَقُولُونَ: رَبِّ فِيهِمْ فُلَانٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ وَإِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ» قَالَ: «فَيَقُولُ وَلَهُ غَفَرْتُ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ».

২২৬৭-[৭] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)) হতেই এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর একদল মালাক (ফেরেশ্‌তা) রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে আল্লাহর যিক্‌রকারীদেরকে সন্ধান করেন। যখন তাঁরা কোন দলকে আল্লাহর যিক্‌র করতে দেখে, তখন একে অপরকে বলেন, এসো! তোমাদের কামনার বিষয় এখানেই। তিনি (ﷺ) বলেন, এরপর তারা যিক্‌রকারী দলকে নিজেদের ডানা দিয়ে নিকটতম আসমান পর্যন্ত ঘিরে নেন। তিনি (ﷺ) বলেন, তাদেরকে তখন তাদের প্রতিপালক জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দারা কি বলছে? অথচ ব্যাপারটা তিনিই সবচেয়ে বেশি ভাল জানেন। তিনি (ﷺ) বলেন, তখন মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্‌তাগণ) বলেন, তোমার বান্দারা তোমার পবিত্রতা বর্ণনা, মহত্ব ঘোষণা, প্রশংসা ও মর্যাদার বর্ণনা দিচ্ছে। তিনি (ﷺ) বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? তিনি (ﷺ) বলেন, তখন মালায়িকাহ্ বলেন, তোমার কসম! তারা কক্ষনো তোমাকে দেখেনি। তিনি (ﷺ) বলেন, তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন। তারা যদি আমাকে দেখতে পেত, তাহলে অবস্থাটা কেমন হত? তিনি (ﷺ) বলেন, তখন মালায়িকাহ্ বলেন, হে রব! যদি তারা তোমাকে দেখতে পেত, তাহলে তারা তোমার আরও বেশি 'ইবাদাত করত, আরও বেশি তোমার গুণগান ও পবিত্রতা বর্ণনা করত। তিনি (ﷺ) বলেন, তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, (প্রকৃতপক্ষে) তারা কি চায়? মালায়িকাহ্ বলেন, তারা তোমার কাছে জান্নাত চায়। তিনি (ﷺ) বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? মালায়িকাহ্ বলেন, হে রব! তোমার কসম! তারা কখনো জান্নাত দেখেনি। তিনি (ﷺ) বলেন, তখন আল্লাহ বলেন, তারা যদি জান্নাত দেখতে পেত, তাহলে কেমন হত? তিনি (ﷺ) বলেন, মালায়িকাহ্ তখন বলেন, যদি তারা জান্নাত দেখতে পেত, অবশ্যই তারা তার জন্য খুবই লোভী হত, এর জন্য অনেক দু'আ করত, তা পাওয়ার আগ্রহ বেশি দেখাত। তিনি (ﷺ) বলেন, তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা কোন্ জিনিস হতে আশ্রয় চায়? তিনি (ﷺ) বলেন, মালায়িকাহ্ তখন বলেন, তারা জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চায়। তিনি (ﷺ) বলেন, তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা কি জাহান্নাম দেখেছে। তিনি (ﷺ) বলেন, মালায়িকাহ্ তখন বলেন, হে রব! তোমার কসম! তারা জাহান্নাম কক্ষনো দেখেনি। তিনি (ﷺ) বলেন, তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, যদি তারা জাহান্নাম দেখতে পেত, কেমন হত? তিনি (ﷺ) বলেন, মালায়িকাহ্ তখন উত্তরে বলেন, যদি তারা জাহান্নাম দেখতে পেত, তাহলে তারা জাহান্নাম থেকে অনেক দূরে পালিয়ে থাকত, একে বেশি ভয় করত। তিনি (ﷺ) বলেন, তখন আল্লাহ বলেন, তোমাদেরকে আমি সাক্ষী রেখে ঘোষণা করছি, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। তিনি (ﷺ) বলেন, তখন মালায়িকাহ্'র একজন বলে ওঠেন, তাদের অমুক ব্যক্তি তাদের মধ্যে গণ্য নয়। সে তো শুধু তার কোন কাজেই এখানে এসেছে। তখন আল্লাহ বলেন, তাদের সাথে বসা কোন ব্যক্তিই তা থেকে বঞ্চিত হবে না। (বুখারী)

সহীহ্ মুসলিম-এর এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তা'আলার অতিরিক্ত একদল পর্যটক মালাক রয়েছেন। তারা আল্লাহর যিক্‌রকারীদের মাজলিস খুঁজে বেড়ান। কোন মাজলিস পেয়ে গেলে তাদের সাথে বসে পড়েন। একে অন্যের সাথে পাখা মিলিয়ে যিক্‌রকারীদের হতে নিকটতম আসমান পর্যন্ত সব জায়গাকে ঘিরে নেন। মাজলিস ছেড়ে যিক্‌রকারীগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্‌তাগণ) আকাশের দিকে ও আরো উপরের দিকে উঠে যান। তিনি (ﷺ) বলেন, তখন আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, অথচ ব্যাপারটি তিনি জানেন, তোমরা কোথা হতে এলে? তারা উত্তরে বলেন, আমরা তোমার এমন বান্দাদের কাছ থেকে এসেছি যারা জমিনে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, মহত্ব ও একত্বের ঘোষণা দিচ্ছে, তোমার প্রশংসা করছে, তোমার কাছে দু'আ করছে। তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা আমার কাছে কি চায়? মালায়িকাহ্ বলেন, তোমার জান্নাত চায়। তখন আল্লাহ বলেন, তারা কি আমার জান্নাত দেখেছে? তারা বলেন না, দেখেনি হে রব! তখন আল্লাহ বলেন, কেমন হত, যদি তারা আমার জান্নাত দেখতে পেত। তারপর মালায়িকাহ্ বলেন, তারা তোমার কাছে মুক্তিও চায়। তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করছেন, তারা কোন্ জিনিস হতে মুক্তি চায়? তারা বলেন, তোমার জাহান্নাম থেকে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, তারা কি আমার জাহান্নাম দেখেছে? তারা বলেন, না, হে আল্লাহ! তখন তিনি বলেন, কেমন হত যদি তারা আমার জাহান্নাম দেখতে পেত। তারপর তারা বলেন, তারা তোমার কাছে ক্ষমাও চায়। তিনি (ﷺ) বলেন, তখন আল্লাহ বলেন, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। তাদেরকে আমি দান করলাম যা তারা আমার কাছে চায়। আর যে জিনিস হতে তারা মুক্তি চায় তার থেকে আমি তাদেরকে মুক্ত করে দিলাম। তিনি (ﷺ) বলেন, মালায়িকাহ্ তখন বলেন, হে রব! তাদের অমুক ব্যক্তি তো খুবই পাপী। সে তো পথ দিয়ে যাবার সময় (তাদেরকে দেখে) তাদের সাথে বসে গেছে। তিনি (ﷺ) বলেন, তখন আল্লাহ বলেন, তাকেও আমি ক্ষমা করে দিলাম। তারা এমন একদল যাদের সঙ্গী-সাথীরাও বঞ্চিত হয় না।[৩১২]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً) হাদীসটির এ অংশের অর্থ হলো প্রতিটি মানব সন্তানের নেকী-বদী লিপিবদ্ধ করার জন্য নির্ধারিত মালায়িকাহ্ (ফেরেশতামণ্ডলী) ছাড়াও এ জমিনে বিচরণকারী অনেক মালাক (ফেরেশতা) রয়েছেন যারা জমিনে বিচরণ করেন আর দেখেন যে, কোন ব্যক্তি কোন সমাজ বা কোন গ্রাম আল্লাহর যিক্‌র করছে। সুতরাং আমাদের উচিত বেশি বেশি করে আল্লাহর যিক্‌রে লিপ্ত থাকা।

(فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ) 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেছেন, আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলা তার বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে সবিশেষ অবগত থাকা সত্ত্বেও আবার মালায়িকাহ্'র নিকট জিজ্ঞেস করলেন এর কারণ হলো, তিনি মালায়িকাহ্'র সামনে বানী আদামের ফাযীলাত সম্পর্কে আলোকপাত করতে ইচ্ছা করেছেন। যেহেতু এ বানী আদামকে সৃষ্টির সময় মালায়িকাহ্ বলেছিলেন,

﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾

অর্থাৎ- "হে আমাদের রব! আপনি কি জমিনে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যারা সেখানে গিয়ে অনিষ্ট সৃষ্টি করবে?" (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ৩০)

(جَلِيسُهُمْ) 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীসটি থেকে এ কথাও বুঝা যায় যে, মালায়িকাহ্'র মানব সন্তানের সাথে তাদের একটা মহব্বতের নিগূঢ় বন্ধন আছে এবং হাদীসটি দ্বারা বিভিন্ন ইসলামী সম্মেলন, কনফারেন্স, সেমিনার, সভা-সমিতির গুরুত্ব বুঝা যায়।

---

[৩১২] **সহীহ :** বুখারী ৬৪০৮, সহীহ আত্ তারগীব ১৫০২।

(فضل) ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : فضل শব্দটি কয়েকভাবে পড়া যায়।
১. فُضُلٌ তথা فاء ও ض এর পেশ দ্বারা।
২. فُضْلٌ তথা فاء এ পেশ আর ض এ সাকিন দ্বারা।
৩. فَضْلٌ তথা فاء যাবার ও ض সাকিন দ্বারা।

٢٢٦٨ - [٨] وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ الرُّبَيِّعِ الْأُسَيْدِيِّ قَالَ: لَقِيَنِيْ أَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ؟ قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ مَا تَقُوْلُ؟ قُلْتُ: نَكُوْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِيْنَا كَثِيْرًا قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: فَوَاللهِ إِنَّا لَنَلْقٰى مِثْلَ هٰذَا فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «وَمَا ذَاكَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ نَكُوْنُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِيْنَا كَثِيْرًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَوْ تَدُوْمُوْنَ عَلٰى مَا تَكُوْنُوْنَ عِنْدِيْ وَفِي الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلٰى فُرُشِكُمْ وَفِيْ طُرُقِكُمْ وَلٰكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةٌ وَسَاعَةٌ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২২৬৮-[৮] হান্‌যালাহ্ ইবনুর্ রুবাইয়্যি' আল উসায়দী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমার সাথে আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর একবার সাক্ষাৎ হলে তিনি বলেন, কেমন আছো হান্‌যালাহ্? আমি বললাম, হানযালাহ্ মুনাফিক্ব হয়ে গেছে। তিনি বললেন, সুব্‌হানাল্লাহ, এটা কি বলছ হানযালাহ্! আমি বললাম, আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে থাকি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে জান্নাত-জাহান্নাম স্মরণ করিয়ে দেন, (মনে হয়) আমরা যেন তা চোখে দেখি। কিন্তু আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে বের হয়ে আসি, কিন্তু (পরক্ষণেই) স্ত্রী-সন্তানাদি, ক্ষেত-খামার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি। তা অনেকটাই ভুলে যাই। তখন আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমরাও এরূপই অনুভব করি। এরপর আমি ও আবূ বাক্‌র রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে গেলাম। তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! হানযালাহ্ মুনাফিক্ব হয়ে গেছে। তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সে আবার কেমন কথা? আমি বললাম, হে আল্লাহ রসূল! আমরা আপনার কাছে থাকলে আপনি আমাদেরকে জান্নাত-জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তখন মনে হয় তা যেন আমাদের চোখের দেখা। কিন্তু আপনার কাছ থেকে সরে গিয়ে স্ত্রী সন্তান-সন্ততি ও ক্ষেত-খামারের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি তখন জান্নাত-জাহান্নামের কথা অনেকটাই ভুলে যাই। এসব কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, যাঁর হাতে আমার জীবন রয়েছে, তাঁর কসম, যদি তোমরা সবসময় ঐরূপ থাকতে যেরূপ আমার কাছে থাকো। সবসময় যিক্‌র-আযকার করো, তাহলে অবশ্যই মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) তোমাদের বিছানায় ও তোমাদের চলাচলের পথে তোমাদের সাথে 'মুসাফাহা' (হাত মিলাতেন) করতেন। কিন্তু হে হানযালাহ্! কখনো ঐরূপ কখনো এরূপই (এ অবস্থা) হবেই। এ বাক্যটি তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিনবার বললেন। (মুসলিম)[৩১৩]

---

[৩১৩] **সহীহ :** মুসলিম ২৭৫০, তিরমিযী ২৫১৪, আহমাদ ১৯০৪৫, শু'আবুল ঈমান ১০২৮, সহীহাহ্ ১৯৪৮।

ব্যাখ্যা : (حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّبِيْعِ) অত্র হাদীসে যে হানযালাহ্ -এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে তিনি সেই হানযালাহ্ নন যাকে মালায়িকাহ্ (ফেরেশতারা) মৃত্যুর পর গোসল দিয়েছিলেন যার নাম হলো হানযালাহ্ বিন আবী 'আমির । আর হাদীসে বলা হয়েছে হানযালাহ্ বিন রুবাইয়্যি' কথা।

যাই হোক হানযালাহ্ ইবনুর রুবাইয়্যি' -এর সাথে আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব একবার দেখা করলেন। অন্য বর্ণনায় আছে যে, আবূ বাক্‌র তার সাথে যখন দেখা করেন তখন তিনি কান্না করছিলেন। তাকে দেখে আবূ বাক্‌র জিজ্ঞেস করলেন, হে হানযালাহ্! আপনার ঈমান-'আমালের খবর কি? তিনি উত্তরে বললেন, (نَافَقَ حَنْظَلَةُ) তথা হানযালাহ্ মুনাফিক্ব হয়ে গেছে। এখানে অবস্থানগত নিফাক্বের কথা বলা হচ্ছে ঈমানী নিফাক্বের কথা নয়।

ইমাম জাযারী (রহঃ) বলেন, নিফাক্ব হলো ইখলাসের বিপরীত। হানযালাহ্ অত্র হাদীসে বুঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত নাবী -এর নিকট থাকেন ততক্ষণ তার ইখলাস ঠিক থাকে আর যখন নাবী -এর নিকট থেকে একাকী চলে আসেন তখন দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে যান। এখানে তিনি নিজের দুর্বলতাটাকে প্রকাশ করেছেন (যদিও তার ঈমান ছিল পূর্ণ ঈমান) এমনটাই ছিল সমস্ত সহাবায়ে কিরামের চরিত্র তারা যত 'আমাল করতেন তার চেয়ে আরো বেশি 'আমাল কিভাবে করা যায় সেই চেষ্টায় মগ্ন থাকতেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٢٦٩ -[٩] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ؟ وَأَرْفَعِهَا فِيْ دَرَجَاتِكُمْ؟ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا أَعْنَاقَكُمْ؟» قَالُوْا: بَلٰى قَالَ: «ذِكْرُ اللهِ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ إِلَّا أَنَّ مَالِكًا وَقَفَهُ عَلٰى أَبِي الدَّرْدَاءِ.

২২৬৯-[৯] আবুদ্ দারদা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ বললেন : আমি কি তোমাদেরকে বলে দিব না, তোমাদের কাজ-কর্মের মধ্যে কোন্ কাজটি তোমাদের মালিকের কাছে অধিক পবিত্র এবং তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যাপারে অধিক কার্যকর। তাছাড়া তোমাদের জন্য সোনা-রূপা দান করার চেয়েও শ্রেষ্ঠ এবং এ কথার চেয়েও শ্রেষ্ঠ যে, তোমরা শত্রুর মুকাবিলা করবে, তাদের গলা কাটবে, আর তারা তোমাদের গলা কাটবে (যুদ্ধ করবে)। তাঁরা উত্তরে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি বলুন। তিনি () বললেন, তা হলো আল্লাহর যিক্‌র বা স্মরণ করা। (মালিক, আহ্‌মাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। কিন্তু ইমাম মালিক এ হাদীসটিকে মাওকূফ হাদীস অর্থাৎ- আবুদ্ দারদা-এর কথা বলে মনে করেন।)[৩১৪]

ব্যাখ্যা : (أَلَا أُنَبِّئُكُمْ) আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দিব না?

(فِيْ دَرَجَاتِكُمْ) অর্থাৎ- জান্নাতের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারীর ব্যাপারে।

---

[৩১৪] সহীহ : তিরমিযী ৩৩৭৭, ইবনু মাজাহ ৩৭৯০, আহমাদ ২১৭০২, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৮২৫, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ১, সহীহ আত্ তারগীব ১৪৯৩, সহীহ আল জামি' ২৬২৯।

(ذِكْرُ اللّٰهِ) অর্থাৎ- সেই উত্তম 'আমালটি হলো ذِكْرُ اللّٰهِ তথা আল্লাহ স্মরণ করা। এখানে যিক্র শব্দটি শর্তহীন রাখার প্রেক্ষিতে এ কথা বুঝায় যে, যিক্র কম হোক বা বেশি হোক স্থায়ী হোক আর অস্থায়ী হোক সকল ক্ষেত্রেই কেবল যিক্র হলেই হাদীসে বর্ণিত ফাযীলাত লাভে ধন্য হওয়া সম্ভব।

হাদীসটি থেকে এ কথাও বুঝা যায় যিক্র হল সর্বাধিক উত্তম 'আমাল যা বান্দা করে থাকে তার রবকে সন্তুষ্ট করার জন্য। 'আল্লামাহ্ সিনদী হানাফী (রহঃ) বলেন, আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন সময় রসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্নভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে সর্বোত্তম 'আমাল সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মতামত দিয়েছেন। সুতরাং এর সুষ্ঠু সমাধানকল্পে 'উলামায়ে কিরাম কয়েকটি কথা বলেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মূলত প্রশ্নকারীর প্রতি খেয়াল করে উত্তর দিয়েছেন তাই যার ভিতরে যে 'আমালের অভাব দেখেছেন তাকে সে 'আমালের কথাই বলেছেন যে, এটাই সর্বোত্তম 'আমাল।

যাকে তিনি যা দেখেছেন যে, সে শক্তিমান সুঠাম দেহের ও বিরত্বের অধিকারী তাকে তিনি জিহাদের কথা বলেছেন যে, জিহাদই হলো সর্বোত্তম 'আমাল। আবার যাকে দেখেছেন সম্পদশালী তাকে বলেছেন, দান সদাক্বাহ্ বা যাকাতের কথা। যাকে দেখেছেন পিতা-মাতার অবাধ্য তাকে বলেছেন পিতা-মাতার সাথে সদাচরণই হলো সর্বোত্তম 'আমাল। আর যাকে দেখেছেন সে না শক্তিশালী না বিত্তবান তাই তাকে বলেছেন তোমার জন্য যিক্রই হলো সর্বোত্তম 'ইবাদাত।

হাফিয ইবনু হাজার আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন, আবুদ্ দারদা رضي الله عنه-এর হাদীসে উল্লেখিত যিক্র দ্বারা যিক্রে কামিল তথা পূর্ণাঙ্গ যিক্রই উদ্দেশ্য যাতে অন্তর ও মুখের সমন্বয় সাধন হয়।

٢٢٧٠ -[١٠] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ: «طُوبٰى لِمَنْ طَالَ عُمُرُهٗ وَحَسُنَ عَمَلُهٗ» قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْ تُفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

২২৭০-[১০] 'আবদুল্লাহ ইবনু বুস্র رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক বিদুঈন নাবী ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? তিনি (ﷺ) বললেন : সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি, যে দীর্ঘ হায়াত পেয়েছে এবং যার 'আমাল নেক হয়েছে। সে ব্যক্তি আবার জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! কোন 'আমাল সর্বোত্তম? তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি যখন দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে তখন তোমার মুখে আল্লাহর যিক্ররত থাকবে। (তিরমিযী; আহ্মাদ)[৩১৫]

ব্যাখ্যা : (وَحَسُنَ عَمَلُهٗ) 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন, সময় হচ্ছে ব্যবসায়ের মূলধনের মতো যে ব্যবসায়ের মূলধন যত বেশি হবে তার লাভ তত বেশি হবে। সে মূলধন নিয়ে যত বেশি পরিশ্রম করবে তার লাভও তত বেশি হবে। সুতরাং যে বেশি হায়াত পাবেন তার লাভ তত বেশি হবে। অনুরূপ বেশি হায়াত পেয়ে যত বেশি সৎ 'আমাল করবে তার নেকীও তত বেশি হবে। আর যদি মূলধন তথা সময় নষ্ট করে তাহলে সে স্পষ্ট ক্ষতির মধ্যে নিপতিত হবে।

---

[৩১৫] সহীহ : তিরমিযী ২৩২৯, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৪৪২০, আহমাদ ১৭৬৯৯, ইবনু মাজাহ ৩৭৯৩, মু'জামুল আওসাত লিত্ব ত্বারানী ১৪৪১।

হাফিয ইবনু হাজার আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীসে ভাল সৎকাজের প্রশংসা করা হয়েছে পাশাপাশি যারা এ ভাল কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে তাদের জন্য বিশ্বনাবী ﷺ দু'আ করেছেন। তারা যেন দুনিয়ায় আখিরাত উভয় স্থানে ভাল থাকে। তবে অত্র হাদীসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করলে طوبى শব্দের অর্থ হবে خير তথা ভালো, কারণ রসূলুল্লাহ ﷺ (طُوبٰى لِمَنْ طَالَ عُمُرُهٗ وَحَسُنَ عَمَلُهٗ) এ কথাটি বলেছেন প্রশ্নের উত্তরে। (أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ) দ্বারা জান্নাতের একটি গাছও উদ্দেশ্য হতে পারে, কারণ জান্নাতের একটি গাছ রয়েছে যার নাম طوبى (তূবা)।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : ইমাম আহমাদ ও তিরমিযী (রহঃ) অত্র হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তারা অত্র হাদীসের طوبى (তূবা) শব্দটি উল্লেখ করেননি, এর কারণ কি?

উত্তর : তারা হাদীসের বাহ্যিক দিকটি দৃষ্টিতে নিয়েছেন, কারণ হাদীসে প্রশ্নকারী প্রশ্ন করেছেন কে উত্তম? তার উত্তরে রসূলুল্লাহ ﷺ এমন উক্তি করেছেন।

٢٢٧١ ـ [١١] وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوْا» قَالُوْا: وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: «حِلَقُ الذِّكْرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২২৭১-[১১] আনাস রাঃ বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা যখন জান্নাতের বাগানে যাবে, তখন তোমরা বাগানের ফল খাবে। সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! জান্নাতের বাগান কি? তিনি বললেন, যিক্‌রের মাজলিস। (তিরমিযী)[৩১৬]

ব্যাখ্যা : (إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ) হাদীসে উল্লেখিত رياض (রিয়ায) শব্দটি رَوْضَةٌ শব্দের বহুবচন যার অর্থ হলো সবুজ শ্যামল উদ্ভিদে ভরপুর ভূমি।

ফারসী ভাষায় যাকে مرغزار (মার্‌গযার) বলা হয়। অর্থাৎ- এমন বাগান যা দুনিয়াতে বাগান কিন্তু পরকালে তা ব্যক্তির জন্য জান্নাতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে অত্র হাদীসে رياض দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, (مجالس الذكر) তথা আল্লাহর যিক্‌রের স্থানসমূহ। সুতরাং (مجالس الذكر) তথা আল্লাহর যিক্‌রের স্থানসমূহকে (رِيَاضُ الْجَنَّةِ) তথা জান্নাতের বাগানের সাথে এজন্য সাদৃশ্য দেয়া হয়েছে যে, মানুষ আল্লাহর যিক্‌র করলে তার শেষ পরিণাম (رِيَاضُ الْجَنَّةِ) তথা জান্নাতের বাগানই হবে।

এ যিক্‌র করা তাকে জান্নাতের বাগানের প্রবেশে বিশেষ সহযোগিতা করবে।

(فَارْتَعُوا) শব্দটির অর্থ হলো তোমরা তৃপ্তিসহকারে পানাহার করো। এর দ্বারা ইশারার মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে তোমরা যিক্‌রের মাজলিসে বসে পূর্ণ সাওয়াব হাসিল করো।

(حِلَقُ الذِّكْرِ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'ইল্‌ম অন্বেষণের স্থান যেখানে বসে বসে মানুষ দীনী 'ইল্‌ম শিক্ষা করতে পারে।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন, (حلق) হিলাক্ব হচ্ছে মাসজিদে একত্রিত হয়ে দীনী 'ইল্‌ম শিক্ষা করা আর যিক্‌র হচ্ছে *সুব্‌হা-নাল্ল-হ, আল হাম্‌দুলিল্লা-হ* ইত্যাদি সুন্নাতী যিক্‌রগুলো। তবে বিষয়টিকে ব্যাপক অর্থে নেয়া বেশি ভাল।

---

[৩১৬] হাসান লিগয়রিহী : তিরমিযী ৩৫১০, আহমাদ ১২৫২৩, শু'আবুল ঈমান ৫২৬, সহীহাহ্ ২৫৬২, সহীহ আত্ তারগীব ১৫১১।

٢٢٧٢ -[١٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةٌ وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرِ اللّٰهَ فِيهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

২২৭২-[১২] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন জায়গায় বসেছে, আর সেখানে আল্লাহর যিক্র করেনি, আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী সে বৈঠক তার জন্য ক্ষতির কারণ হয়েছে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি বিছানায় শুয়েছে অথচ আল্লাহর যিক্র করেনি, আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী তা তার জন্য ক্ষতির কারণ হবে। (আবূ দাউদ)[৩১৭]

ব্যাখ্যা : (تِرَةٌ) শব্দটি تاء শব্দে যের এবং راء শব্দে সাকিন দিয়ে পড়তে হয় যার অর্থ হলো (حسرة) তথা পেরেশানী, এ শব্দের একটি অর্থ হলো কম করা, যেমন : আল্লাহ বলেন, ﴿لَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ অর্থাৎ- "আল্লাহ তোমাদের 'আমালে কোন অসম্পূর্ণতা করবেন না।" (সূরাহ্ মুহাম্মাদ ৪৭ : ৩৫)

ইমাম জায্রী (রহঃ) বলেন, (أصل الترة، النقص) তথা تِرَةٌ শব্দের মূল অর্থ হলো অসম্পূর্ণতা তবে অত্র হাদীসে এর অর্থ হলো পরিণাম তবে এর অর্থ অন্য রিওয়ায়াতে حسرة তথা পেরেশানীও বর্ণিত হয়েছে।

অত্র হাদীসটিতে দু'টি স্থান উল্লেখ করে সব স্থানকে বুঝানো উদ্দেশ্য যেমন : সকাল-সন্ধ্যা বলতে সমস্ত সময়কে বুঝানো হয়। অর্থাৎ- যে ব্যক্তি যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে উঠতে, বসতে, শুতে, ঘুমাতে কোন সময়ে যিক্র করতে পারল না তার জন্য অপমান ও লাঞ্ছনা অপেক্ষা করছে সে প্রচুর সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

٢٢٧٣ -[١٣] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ فِيهِ إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

২২৭৩-[১৩] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোন দল কোন মাজলিস হতে আল্লাহর যিক্র না করে উঠলে নিশ্চয় তারা মরা গাধা ('র গোশত) খেয়ে উঠল। এ মাজলিস তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। (আহ্মাদ, আবূ দাউদ)[৩১৮]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা একস্থানে বসে অনেক আলাপ-আলোচনা করল কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কোন আলোচনা যদি তাদের কথার ভিতর না থাকে তাহলে তারা যেন গাধার পঁচা নাড়ি-ভুড়ি থেকে উঠে দাঁড়ালো, অর্থাৎ- তারা এতক্ষণ যে স্থানে বসা ছিল সে স্থানকে রসূলুল্লাহ ﷺ ময়লা আবর্জনার দিক দিয়ে গাধার পঁচা নাড়ি-ভুড়ির সমতুল্য বলেছেন।

ইবনুল মালিক (রহঃ) বলেন, এত পশু থাকতে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এখানে গাধার নাড়ি-ভুড়ির প্রসঙ্গ এজন্য টেনেছেন যে, গাধা হলো প্রাণীকূলের মধ্যে সর্বাধিক পঁচা সড়ার ও নোংরামীর দিক দিয়ে অগ্রগামী। তাই কোন মু'মিন বান্দার উচিত হবে না যে, সে এমন বৈঠকে বসবে যেখানে আল্লাহর যিক্র করা হবে না এবং এটাও উচিত হবে না যে, সে বেঈমানদের সাথে উঠা-বসা করবে। এবং সে সেখান থেকে তেমনিভাবে কেটে পড়বে যেমনিভাবে সে গাধার পঁচা নাড়ি-ভুড়ি থেকে কেটে পড়ে।

---

[৩১৭] **হাসান সহীহ :** আবূ দাউদ ৪৮৫৬, সহীহাহ্ ৭৮, সহীহ আল জামি' ৬৪৭৭।

[৩১৮] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৪৮৫৫, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ২২৫, সহীহ আত্ তারগীব ১৫১৪, সহীহ আল জামি' ৫৭৫০।

٢٢٧٤ - [١٤] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلٰى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২২৭৪-[১৪] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : কোন দল কোন মাজলিসে বসল অথচ আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করল না এবং তাদের নাবীর প্রতিও দরূদ সালাম পাঠাল না। নিশ্চয়ই তাদের জন্য এটা ক্ষতির কারণ হলো। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তিও দিতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে ক্ষমাও করে দিতে পারেন। (তিরমিযী)[৩১৯]

ব্যাখ্যা : (وَلَمْ يُصَلُّوا عَلٰى نَبِيِّهِمْ) এখানে 'আম তথা কথাকে প্রথমে ব্যাপকভাবে বলে পরে খাস তথা নির্দিষ্টকরণের দিকে যাওয়া হয়েছে, অর্থাৎ- প্রথমে বলা হলো যেখানে আল্লাহর যিক্র করা হয়নি, পরে আবার বলা হলো নাবী (সা.)-এর সালাত আদায় করা হয়নি। অথবা জানি নাবীজী (সা.)-এর ওপর সলাত আদায় করাও যিক্রের একটা অংশ বিশেষ। সুতরাং প্রথমে ব্যাপকভাবে বলে পরবর্তীতে খাস করার মাধ্যমে নাবীজী (সা.)-এর উপর দরূদ পাঠের বিষয়টিকে বেশি গুরুত্বারোপ করা হলো।

(وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ) আল্লাহ যদি চান তাহলে তিনি তাদেরকে মাফ করে দিবেন তবে এমন কাজ ধারাবাহিকভাবে করতে থাকলে বিষয়টি অন্যদিকে মোড় নিতে থাকে।

٢٢٧٥ - [١٥] وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «كُلُّ كَلَامِ ابْنِ اٰدَمَ عَلَيْهِ لَا لَهٗ إِلَّا أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْرُ اللّٰهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

২২৭৫-[১৫] উম্মু হাবীবাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : বানী আদামের প্রতিটি কথাই (কাজই) তার জন্য অকল্যাণকর (ক্ষতিকারক), তবে যদি এসব কাজ মানুষকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ এবং আল্লাহর যিক্রের উদ্দেশে হয়। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ; ইমাম আত্ তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব)[৩২০]

ব্যাখ্যা : (كُلُّ كَلَامِ ابْنِ آدَمَ) বানী আদামের প্রত্যেকটি কথা। এ শব্দেই বেশীরভাগ বর্ণনা এসেছে। অন্য বর্ণনায় كُلُّ তথা প্রত্যেকটি কথার উল্লেখ নেই। كُلُّ শব্দ সংযুক্ত হয়ে যেমন- মাসাবীহ, জামি'উল উসূল, তারগীব ইত্যাদি তবে আত্ তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ্তে كُلُّ শব্দ ব্যতীত শুধু (كَلَامِ ابْنِ آدَمَ) আছে। এমনকি 'আল্লামাহ্ ইবনুল ক্বইয়্যিম (রহঃ)-এর (الوابل الصيب) "আল্ ওয়া-বিল আস্ সায়্যব"-এও এমন বর্ণনাই রয়েছে।

(عَلَيْهِ) তার অর্থ হলো কথার ক্ষতি তার ওপরই বর্তাবে তার কোন উপকারে আসবে না, তবে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ ব্যতীত।

(عَلَيْهِ) অর্থাৎ- বাক্যালাপের ক্ষতি তাকে বহন করতে হবে যদিও তা বৈধ কথাবার্তা হয়ে থাকে। সুতরাং কথার ফুলঝুরি ছড়াতে থাকলে এটা হয়তো তাকে এক সময় মাকরূহ বা হারামের দিকে ধাবিত করবে যা তার জন্য 'আযাবের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। অথবা বেশী কথা বলা তাকে আল্লাহর যিক্র থেকে অমনোযোগী

---

[৩১৯] **সহীহ লিগয়রিহী :** তিরমিযী ৩৩৮০, আহমাদ ৯৮৪৩, সহীহাহ্ ৭৪, সহীহ আত্ তারগীব ১৫১২, সহীহ আল জামি' ৫৬০৭।

[৩২০] **য'ঈফ :** তিরমিযী ২৪১২, ইবনু মাজাহ ৩৯৭৪, সহীহাহ্ ১৩৬৬, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৭২০। কারণ ইবনু খুনায়স একজন দুর্বল রাবী।

করে দিবে যা সাওয়াব সংকীর্ণ করে দেয়ার একটি মাধ্যম। কেউ কেউ বলেছেন, (عَلَيْهِ)-এর অর্থ হলো তার বিরুদ্ধে লেখা হয়।

(أَوْ ذِكْرُ اللهِ) 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) হাদীসের এ অংশটির ব্যাখ্যায় বলেন, কেবলমাত্র যথোপযুক্ত কথা ব্যতীত অন্যায় কোন কথা বলা বৈধ নয় হাদীসের বাহ্যিক দিক থেকে এটিই বোধগম্য। কেউ কেউ বলেন, হাদীসে উল্লেখিত (لَا لَهٗ) অংশটি পূর্বে উল্লেখিত (عَلَيْهِ)-এর ব্যাখ্যা আর এতে কোন সন্দেহ নেই যেগুলো কাজ মুবাহ (বৈধ) করা হয়েছে তা করা হারাম হবে না ঠিক তবে তার শেষ পরিণামে কোন উপকার নেই।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, এর ব্যাখ্যা বা মূল ইবারাতটি হলো-

كل كلام ابن آدم حسرة عليه لا منفعة له فيه إلا المذكورات وأمثالها.

অর্থাৎ- বানী আদামের প্রতিটি বাক্যালাপ তার জন্য অপকার, কোনটিই তার কোন উপকারে আসবে না তবে যদি কথার মাধ্যমে সে সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ, আল্লাহর যিক্‌র ইত্যাদি করে থাকে তাহলে এগুলো তার উপকারে আসবে। এ হাদীসটি কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতটির সাথে বেশ মিল রাখে। সেখানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

﴿لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوْفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾

অর্থাৎ- "তাদের বেশী বেশী একান্ত কথাবার্তার মধ্যে কোনই কল্যাণ নেই তবে যারা সৎ সদাক্বার আদেশ করল, সৎ কাজের আদেশ অথবা মানুষের মধ্যে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয়ে সংশোধনী আনার চেষ্টা করল তারা এর সুফল পাবে।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১১৪)

٢٢٧٦ - [١٦] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ الْقَلْبُ الْقَاسِيْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২২৭৬-[১৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহর যিক্‌র ছাড়া বেশি কথা বলো না। কেননা আল্লাহর যিক্‌র ছাড়া অন্য কথা বেশি বলা হৃদয় কঠিন হয়ে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর শক্ত হৃদয়সম্পন্ন ব্যক্তিই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা হতে সবচেয়ে বেশি দূরে। (তিরমিযী)[৩২১]

ব্যাখ্যা : (لَا تُكْثِرُوْا) আল্লাহর যিক্‌রে বেশি কথা বলা লাগলে ভাল। তবে যিক্‌রুল্লাহ ব্যতীত অন্য প্রসঙ্গে অত্যধিক হারে কথা বলো না। কেননা, যিক্‌রুল্লাহ ব্যতীত বেশি কথা হলো অন্তরের কর্কশতার প্রমাণ।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) ও ইমাম মুনযীরী বলেন, হাদীসটির মধ্যে একটু ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, অহেতুক কথা একটু বলা যেতে পারে যেহেতু রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, বেশি হারে অহেতুক কথা বলো না। তবে বিরত থাকা অবশ্যই ভাল।

[৩২১] **য'ঈফ :** তিরমিযী ২৪১১, শু'আবুল ঈমান ৪৬০০, রিয়াযুস্ সলিহীন ১৫২৬, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৭১৮, য'ঈফ আত্ জামি' ৬২৬৫। কারণ এর সানাদে ইব্‌রাহীম ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু হাতিব একজন মাজহূলুল হাল রাবী।

(وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي) এখানে ক্বলব তথা অন্তর বলে মূলত অন্তরের অধিকারী তথা মানুষকে বুঝানো হয়েছে। 'যেমন বলা হয়ে থাকে' অংশবিশেষ উল্লেখ করে পুরোটাকে উদ্দেশ্য করা।

অথবা ক্বল্‌ব মানেই ব্যক্তি নেয়া যেতে পারে।

যেমন বলা হয়ে থাকে (المرأ بأصغريه أي بقلبه ولسانه) তথা মানুষ হচ্ছে তার ছোট দু'টি বস্তুর সমন্বয় এক তার অন্তর দুই তার জিহ্বা।

মোট কথা হলো, অন্তর কঠিন হয়ে গেলে আমাদের জন্য তা অকল্যাণ ডেকে আনবে। যেমন : মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾

"অনন্তর পরবর্তী তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেল যেন তা পাথরের মতো তার চেয়ে বেশি কঠিন।" (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ৭৪)

٢٢٧٧ - [١٧] وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ بَعْضِ أَسْفَارِهٖ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهٖ: نَزَلَتْ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَوْ عَلِمْنَا أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذَهٗ؟ فَقَالَ: «أَفْضَلُهٗ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِيْنُهٗ عَلٰى إِيْمَانِهٖ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.

২২৭৭-[১৭] সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ﴿وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ অর্থাৎ- "আর যারা (অতি লোভের বশবর্তী হয়ে) সোনা-রূপা জমা করে"– (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৩৪) এ আয়াতটি নাযিল হলো, তখন আমরা কোন এক সফরে নাবী (সাঃ)-এর সাথে ছিলাম। এমন সময় জনৈক সহাবী বললেন, এ কথা সোনা-রূপা সম্পর্কে নাযিল হলো। যদি আমরা জানতাম কোন্ সম্পদ উত্তম, তাহলে তবে জমা করে রাখতাম। তখন তিনি (সাঃ) বললেন, তোমাদের কারো শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো আল্লাহর যিক্‌রকারী জিহ্বা, কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারী অন্তর ও মু'মিনাহ্ স্ত্রী; যে তার (স্বামীর) ঈমানের (দীনের) ব্যাপারে সহযোগিতা করে। (আহ্‌মাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)[৩২২]

ব্যাখ্যা : (وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِيْنُهٗ عَلٰى إِيمَانِهٖ) 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন, সহাবায়ে কিরাম এখানে বলেছেন যে, মাল-সম্পদের মধ্যে কোন ধরনের উপকার থাকলে আমরা তা গ্রহণ করতাম কিন্তু তাতে কোন লাভ বা উপকার নেই। সুতরাং তা আমরা গ্রহণ করিনি। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُوْنَ﴾

"সেদিন কোন সম্পদ ও ছেলে সন্তান কোনই কাজে আসবে না।" (সূরাহ্ আশ্ শু'আরা ২৬ : ৮৮)

হ্যাঁ যারা শিরক ও বিদ্'আতমুক্ত অন্তর নিয়ে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হতে পারবে তারা এর মাধ্যমে উপকৃত হতে পারবে।

অত্র হাদীসে বলা হয়েছে যে, মু'মিনাহ্ স্ত্রী স্বামীর জন্য উপকারী হ্যাঁ। অবশ্যই উপকারী কারণ তিনি তার স্বামীকে সলাত সিয়াম যাকাতসহ বিভিন্ন শার'ঈ কাজে সহায়তা করেন অপরদিকে যিনা-ব্যভিচার থেকে

[৩২২] সহীহ লিগয়রিহী : তিরমিযী ৩০৯৪, সহীহ আত্ তারগীব ১৪৯৯, ইবনু মাজাহ ১৮৫৬, আহমাদ ২২৩৯২, মু'জামুল আওসাত লিত্ব ত্ববারানী ২৩৭০।

শুরু করে যাবতীয় অন্যায় কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখতে পারেন। তাই স্বামীর জন্য একজন উত্তম মু'মিনাহ্ স্ত্রী খুবই প্রয়োজন কেনই বা নয়, যেহেতু রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এ দুনিয়া সবই আল্লাহ তা'আলা মানবমণ্ডলীর জীবন ধারণের জন্য উপকারী হিসেবে দিয়েছেন আর গোটা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক উপকারী বিষয় হচ্ছে স্বামীর জন্য একজন সৎস্ত্রী। সুতরাং বিষয়টি গুরুত্বের দাবীদার।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٢٧٨ - [١٨] عَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلٰى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوْا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّٰهَ قَالَ: آللّٰهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذٰلِكَ؟ قَالُوْا: آللّٰهِ مَا أَجْلَسَنَا غَيْرُهٗ قَالَ: أَمَا إِنِّيْ لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِيْ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّيْ وَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ عَلٰى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهٖ فَقَالَ: «مَا أَجْلَسَكُمْ هَاهُنَا» قَالُوْا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّٰهَ وَنَحْمَدُهٗ عَلٰى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنَّ بِهٖ عَلَيْنَا قَالَ: آللّٰهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذٰلِكَ؟ قَالُوْا: آللّٰهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذٰلِكَ قَالَ: «أَمَا إِنِّيْ لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَلٰكِنَّهٗ أَتَانِيْ جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِيْ أَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِيْ بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২২৭৮-[১৮] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমীরে মু'আবিয়াহ্ رضي الله عنه মাসজিদে গোল হয়ে বসা এক মাজলিসে পৌঁছলেন এবং মাজলিসের লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কি কাজে এখানে বসে আছেন? জবাবে তারা বললেন, আমরা এখানে আল্লাহর যিক্‌র করছি। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম করে বলুন, আপনারা এখানে আর অন্য কোন কাজের জন্য তো বসেননি? তারা বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমরা এখানে এছাড়া আর অন্য কোন কাজে বসিনি। অতঃপর মু'আবিয়াহ্ رضي الله عنه বললেন, জেনে রাখুন! আমি আপনাদের কথা অবিশ্বাস করে আপনাদেরকে শপথ করাইনি। আমার মতো মর্যাদাবান সহাবীগণের মধ্যে আমার মতো এত কম হাদীস রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হতে বর্ণনা করেননি। (তাহলে শুনুন!) একবার রসূলুল্লাহ ﷺ ঘর হতে বের হয়ে তাঁর সহাবীগণের এক মাজলিসে পৌঁছলেন এবং বললেন, তোমরা এখানে কি কাজে বসে আছো? উত্তরে তাঁরা বললেন, আমরা এখানে আল্লাহর যিক্‌র করতে বসে আছি। তিনি আমাদেরকে ইসলামে হিদায়াত করেছেন এজন্য তাঁর প্রশংসা করছি। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, তোমরা আল্লাহর কসম করে বলতে পার কি যে, তোমরা এছাড়া অন্য কোন কাজে এখানে বসনি। তাঁরা বললেন, আমরা শপথ করে বলছি, আমরা এছাড়া অন্য কোন কাজে এখানে বসিনি। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, শোন, তোমাদের কথাকে অবিশ্বাস করে আমি তোমাদেরকে শপথ করাইনি। বরং প্রকৃত ব্যাপার হলো এখন জিবরীল আলায়হিস্ সালাম এসে আমাকে খবর দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নিয়ে তাঁর মালায়িকাহ্'র (ফেরেশতাগণের) কাছে গর্ববোধ করছেন। (মুসলিম)[৩২৩]

[৩২৩] সহীহ : মুসলিম ২৭০১, তিরমিযী ৩৩৭৯, নাসায়ী ৫৪২৬, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৪৬৯, আহমাদ ১৬৮৩৫, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৭০১, শু'আবুল ঈমান ৫২৯, সহীহ আত্ তারগীব ১৫০৩।

ব্যাখ্যা : ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, (أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ) এর অর্থ হলো, মহান আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা'আলার কোন বান্দা যখন কোন নেকীর কর্ম সম্পাদন করে তখন তিনি এর মাধ্যমে মালায়িকাহ্'র মধ্যে তার ফাযীলাত বর্ণনা করেন ও বলেন, 'ওহে মালায়িকাহ্! সে আমার কাছে ফিরে এসেছে। তোমরা না বলেছিলে তারা ফিতনাহ্ ফাসাদ সৃষ্টি করবে? এই তো দেখ তারা আমার গুণকীর্তন করছে।'

আর কেউ কেউ বলেন, উদ্ধৃত অংশটুকুর অর্থ হলো, মহান আল্লাহ মালায়িকাহ্-কে লক্ষ্য করে বলতে থাকবেন, হে মালায়িকাহ্! দেখ আমার বান্দারা কিভাবে তাদের প্রবৃত্তির তাড়না ও শায়ত্বনের শত কুমন্ত্রণা ছুঁড়ে ফেলে আমার 'ইবাদাতে মশগুল আছে।

٢٢٧٩ - [١٩] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِيْ بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ قَالَ: لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا بِذِكْرِ اللهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

২২৭৯-[১৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু বুস্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার ওপর ইসলামের (নাফ্‌লী) নির্ধারিত বিধি-বিধান অনেক। তাই আমাকে সংক্ষেপে কিছু বলে দিন যা আমি সব সময় করতে পারি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি সব সময় তোমার জিহ্বাকে আল্লাহর যিক্‌ররত রাখবে। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ; ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব)[৩২৪]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ) আল্লাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন, 'শারী'আহ্' শব্দটির অর্থ হলো প্রবাহমান পানির উপর উটের অবতরণস্থল। কিন্তু এখানে শারী'আহ্ শব্দটির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ সুব্‌হানাহূ ওয়াতা'আলা তার বান্দার জন্য যেগুলো কর্মশালা বিধিসম্মত করেছেন যেমন : ফারয ও সুন্নাতসমূহ। 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, এখানে শারী'আহ্ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নাফ্‌লসমূহ।

(فَأَخْبِرْنِيْ بِشَيْءٍ) 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন, আমাকে এমন এক স্বল্প 'আমালের কথা বলে দিন যার অল্প 'আমাল করেই আমি বেশি নেকী অর্জন করতে সক্ষম হই।

٢٢٨٠ - [٢٠] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْعِبَادِ أَفْضَلُ وَأَرْفَعُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «الذَّاكِرُوْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتُ» قِيلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمِنَ الْغَازِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ؟ قَالَ: «لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يَنْكَسِرَ وَيَخْتَضِبَ دَمًا فَإِنَّ الذَّاكِرَ لِلّٰهِ أَفْضَلُ مِنْهُ دَرَجَةً». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

২২৮০-[২০] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহর কাছে কে সর্বশ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান হবে? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

[৩২৪] সহীহ : তিরমিযী ৩৩৭৫, ইবনু মাজাহ ৩৭৯৩, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৪৫৩, আহমাদ ১৭৬৯৮, মুসতাদরাক লিল হাকিম ১৮২২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৫২৬, আল কালিমাতুত্ব ত্বইয়্যিব ৩।

আল্লাহর যিক্‌রকারী পুরুষ ও নারী। আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের চেয়েও কি তারা মর্যাদাবান ও শ্রেষ্ঠ? তিনি (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ, সে যদি নিজের তরবারি দিয়ে কাফির ও মুশরিকদেরকে আঘাত করে, এমনকি তার তরবারি ভেঙে যায়, আর সে নিজেও হয়ে পড়ে রক্তাক্ত, তাহলেও তার থেকে আল্লাহর যিক্‌রকারী শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান। (আহ্‌মাদ, তিরমিযী; তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব)[৩২৫]

ব্যাখ্যা : (وَالذَّاكِرَاتُ) ইমাম শাওকানী (রহঃ) তার 'তুহফাতুয্ যা-কিরীন' কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, এখানে ও অন্যান্য অনেক হাদীসে মহিলাদেরকে পুরুষদের অনুসারিণী করে তাদের উল্লেখ বাদ দেয়া হয়েছে।

(وَأَرْفَعُ) এ অংশটি মুসনাদে আহমাদে এমনকি আত্ তিরমিযীতেও নেই, তবে এটি আছে জামি'উল উসূল যা 'আল্লামাহ্ আল্ জাযারী (রহঃ)-এর এবং 'আল্লামাহ্ ইবনুল ক্বইয়্যিম (রহঃ)-এর লেখা (الوابل الصيب) "আল্ ওয়াবিল আস্ সায়ব" নাম কিতাবদ্বয়ে আর তারা এ অংশটিকে ইমাম আত্ তিরমিযী'র দিকে সম্পৃক্ত করেছেন।

(الذَّاكِرُونَ اللّٰهَ كَثِيرًا) -এর উদ্দেশ্য দু'রকম শ্রেণীর লোক হতে পারে।

১ম- যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিক্‌রে মশগুল থাকেন এবং তার আনুগত্য করেন।

২য়- যারা সহীহ হাদীসে প্রমাণিত দৈনন্দিন জীবনের যিক্‌র-আযকার আদায় করেন।

(وَالذَّاكِرَاتُ) 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, "মিশকাতের কিছু কিছু পাণ্ডুলিপিতে এ অংশটি নেই।

আমি ('আল্লামাহ্ 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী) বলব : অংশটি না থাকাই সঠিক, কারণ এটি ইমাম আহমাদের মুসনাদে, ইমাম আত্ তিরমিযী'র সুনান সহ কোন কিতাবেই উল্লেখ করা হয়নি। এমনটি ইমাম নাবাবী তার আল্ আযকার, ইমাম মুনযিরী তার 'তারগীব'-এ, ইমাম জাযারী তার জামি'উল উসূল, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী তার আল জামি'উস সগীর, 'আল্লামাহ্ ইবনুল ক্বইয়্যিম তার আল্ ওয়াবিল আস্ সায়ব, 'আলী আল্ মুত্তাকী তার আল্ কান্‌য-এ, আল্লামা শাওকানী তার 'তুহফাতুয্ যাকিরীন'-এ উল্লেখ করেননি। মহিলারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে এমনিতেই সংযুক্ত থাকে যার কারণে নাবী ﷺ-ও তাদের উল্লেখ করেননি।

(قِيلَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ) মুসনাদে আহমাদে قِيلَ -এর স্থানে قلت শব্দের ব্যবহার রয়েছে।

وَمِنَ الْغَازِىْ فِىْ سَبِيلِ اللّٰهِ؟ অর্থাৎ- "আল্লাহর যিক্‌রকারীরা কি আল্লাহর পথে জিহাদে গাজী ব্যক্তির চেয়েও মর্যাদাসম্পন্ন?" এ কথাটি তারা কৌতুহলবশত বলেছেন।

٢٢٨١ - [٢١] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «الشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلٰى قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ فَإِذَا ذَكَرَ اللّٰهَ خَنَسَ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا

[৩২৫] **য'ঈফ** : তিরমিযী ৩৩৭, আহমাদ ১১৭২০, য'ঈফাহ্ ৭০২৭, য'ঈফ আত্ তারগীব ৮৯৮। কারণ এর সানাদে ইবনু লাহ্‌ই'আহ্ দুর্বল রাবী। আর আবুল হায়সাম থেকে দার্‌রাজ-এর বর্ণনা দুবল।

২২৮১-[২১] ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : শায়ত্বন আদাম সন্তানের ক্বল্‌বের বা অন্তরের উপর জেঁকে বসে থাকে। যখন সে আল্লাহর যিক্‌র করে তখন সরে যায় আর যখন গাফিল বা অমনোযোগী হয় তখন শায়ত্বন তার দিলে ওয়াস্‌ওয়াসা দিতে থাকে। (বুখারী তা‘লীক্ব হিসেবে)[৩২৬]

ব্যাখ্যা : (الشَّيْطَانُ جَاثِمٌ) جَاثِمٌ শব্দটির অর্থ হল : উড়ে এসে বসা, যেমনটি পাখি বা অন্যান্য প্রাণী বসে থাকে। যখন বসা বা স্বস্তি নেয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে তখন তারা জমিনে বা গাছের ডালে বসে পড়ে।

(خَنَسَ) শব্দটি باب ضرب অথবা نصر থেকে ব্যবহৃত হতে পারে এর অর্থ হলো (انقبض الشيطان) অর্থাৎ- শায়ত্বন তখন নিজেকে গুটিয়ে নেয় কুমন্ত্রণা দেয়া থেকে বিরত রাখে। এ বিশেষ গুণটি শায়ত্বনের বেশী বেশী থাকার কারণে মহান আল্লাহ সূরাহ্ আন্ নাস-এ তাকে الخناس নামে অভিহিত করেছেন। ‘আল্লামাহ্ আল্ জাযারী (রহঃ) বলেন, الخناس শব্দের অর্থ হলো التأخر والانقباض তথা সরে পড়া, কেটে পড়া, বিরত থাকা।

(وَسْوَسَ) হাদীসের এ অংশটি থেকে বুঝা যায় অলসমস্তিষ্ক শায়ত্বনের কুমন্ত্রণা দেয়ার স্থান কিন্তু মস্তিষ্কে আল্লাহর যিক্‌রের মাধ্যমে ব্যস্ত রাখতে পারলে সেখানে আর শায়ত্বন কুমন্ত্রণা দিতে পারে না।

মুসনাদে আহমাদ ও আত্ তিরমিযীতে হাদীসটির শব্দ ভিন্ন আছে। সেখানে আছে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : আমি তোমাদেরকে আদেশ করছি আল্লাহর যিক্‌র করতে কারণ আল্লাহর যিক্‌রকারীর দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায় যাকে শত্রু ধাওয়া করেছে এক পর্যায়ে সে একটি প্রাচীরের নিকট গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, ঠিক এ রকমই বান্দা নিজেকে শায়ত্বনের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচাতে পারে না তবে কেবলমাত্র আল্লাহর যিক্‌রের মাধ্যমে। ‘আল্লামাহ্ ইবনুম ক্বইয়্যিম (রহঃ) আরো বলেন, যদি যিক্‌রের পরেও শায়ত্বনের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচতে না পারে তাহলে কমপক্ষে এ যিক্‌র তার জন্য আলো হিসেবে কাজ করবে যখন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে এবং যদি সর্বদা আল্লাহর যিক্‌রে নিজেকে মশগুল রাখে তাহলে এটা তাকে শায়ত্বনের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করবে। কারণ শায়ত্বন সর্বদা ওঁৎ পেতে বসে থাকে যখনই বান্দা আল্লাহর যিক্‌র হতে বিমুখ হয় তখন সে বান্দার মনে কুমন্ত্রণা দেয় আর যখন আল্লাহর যিক্‌রে মশগুল হয় তখন শায়ত্বন ভেগে যায়, কাচুমাচু হয়ে ছোট চড়ুই পাখি অথবা মাছি সদৃশ হয়ে যায়। এজন্যই وسوسة তথা কুমন্ত্রণার অপর নাম الخناس।

٢٢٨٢ - [٢٢] وَعَنْ مَالِكٍ قَالَ: بَلَغَنِيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ: «ذَاكِرُ اللّٰهِ فِي الْغَافِلِيْنَ كَالْمُقَاتِلِ خَلْفَ الْفَارِّيْنَ وَذَاكِرُ اللّٰهِ فِي الْغَافِلِيْنَ كَغُصْنٍ أَخْضَرَ فِيْ شَجَرٍ يَابِسٍ».

২২৮২-[২২] ইমাম মালিক (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে বিশ্বস্ততার সাথে সংবাদ এসেছে যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলতেন, অলস অমনোযোগীদের মধ্যে যিক্‌রকারী এমন, যেমন যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়নকারীদের মধ্যে যুদ্ধকারী। আর গাফিলদের মধ্যে যিক্‌রকারী এমন, যেমন শুকনো গাছের মধ্যে কাঁচা ডাল।[৩২৭]

---

[৩২৬] মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৪৭৭৪।

[৩২৭] **য‘ঈফ** : শু‘আবুল ঈমান ৫৬১, য‘ঈফাহ্ ৬৭১, য‘ঈফ আত্ তারগীব ১০৫১, য‘ঈফ আল জামি‘ ৩০৩৭। কারণ এর সানাদে রাবী ‘ইমরান বিন মুসলিম-কে ইমাম বুখারী (রহঃ) মুনকারুল হাদীস বলেছেন। আর ‘আব্বাদ ইবনু কাসীর একজন দুর্বল রাবী।

٢٢٨٣ -[٢٣] وَفِيْ رِوَايَةٍ: «مَثَلُ الشَّجَرَةِ الْخَضْرَاءِ فِيْ وَسَطِ الشَّجَرِ وَذَاكِرُ اللّٰهِ فِي الْغَافِلِينَ مَثَلُ مِصْبَاحٍ فِيْ بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَذَاكِرُ اللّٰهِ فِي الْغَافِلِينَ يُرِيهِ اللّٰهُ مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ حَيٌّ وَذَاكِرُ اللّٰهِ فِي الْغَافِلِينَ يُغْفَرُ لَهٗ بِعَدَدِ كُلِّ فَصِيحٍ وَأَعْجَمٍ». وَالْفَصِيحُ: بَنُو اٰدَمَ وَالْأَعْجَمُ: الْبَهَائِمُ. رَوَاهُ رَزِيْنٌ

২২৮৩-[২৩] অন্য এক বর্ণনায় আছে, শুকনো গাছ-গাছড়ার মধ্যে সতেজ সবুজ গাছ যেমন, তেমনি গাফিলদের মধ্যে যিক্‌রকারী এমন, যেমন অন্ধকার ঘরে আলো। গাফিলদের মধ্যে যিক্‌রকারীকে তার জীবদ্দশায়ই তার জান্নাতের স্থান দেখানো হবে এবং গাফিলদের মধ্যে যিক্‌রকারীর গুনাহ মানুষ ও পশুর সংখ্যা পরিমাণ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (রযীন)[৩২৮]

ব্যাখ্যা : (وَذَاكِرُ اللّٰهِ فِي الْغَافِلِينَ مَثَلُ مِصْبَاحٍ فِيْ بَيْتٍ مُظْلِمٍ) 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন, লোক জামা'আতে এবং গাফিলদের মধ্যে যিনি আল্লাহর যিক্‌র করে থাকেন তাকে 'মুজাহিদ ফী সাবিলিল্লাহ'র সাথে তুলনা করার স্বরূপ হলো, যে সমস্ত বান্দা আল্লাহর যিক্‌র না করে বসে আছে তারা নেকী থেকে বঞ্চিত আর যিনি আল্লাহর যিক্‌র করছেন তিনি অবারিত নেকী লাভে ধন্য হচ্ছেন।

যেমনিভাবে একটি দল জিহাদে যাওয়ার পর তাদের সবাই যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করলো আর তাদের একজন যুদ্ধ করেই চলছে। কেননা, সে শায়ত্বনকে নিয়ন্ত্রণ করে চলছে আর অপরদেরকে শায়ত্বন নিয়ন্ত্রণ করছে।

٢٢٨٤ -[٢٤] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: مَا عَمِلَ الْعَبْدُ عَمَلًا أَنْجٰى لَهٗ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.

২২৮৪-[২৪] মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর যিক্‌রের চেয়ে আল্লাহর 'আযাব হতে রক্ষা করতে পারার মতো কোন 'আমাল আল্লাহর কোন বান্দা করতে পারে না। (মালিক, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)[৩২৯]

ব্যাখ্যা : (مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ) সর্বপ্রকার সৎ 'আমালের তা যেভাবেই করা হোক না কেন চাই মুখের মাধ্যমে চাই হাতের মাধ্যমে যে কোন কিছুর মাধ্যমই হোক না কেন তার পিছনে উদ্দেশ্য একটিই আর তা হলো আল্লাহর স্মরণ, তাই আল্লাহর যিক্‌রটাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

আল্লামা ইবনু 'আবদিল বার (রহঃ) বলেন, যিক্‌রের ফাযীলাত অনেক যা লিখতে গেলে একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাব লেখা সম্ভব। যিক্‌রের ফাযীলাত বর্ণনার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার এ কথাটিই যথেষ্ট যেখানে তিনি বলেছেন,

﴿...إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ أَكْبَرُ وَاللّٰهُ..﴾

"নিশ্চয় সলাত যাবতীয়, গর্হিত কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রাখে আর আল্লাহর যিক্‌র তাতো আরো বড় উপকারী।" (সূরাহ্ আল 'আনকাবূত ২৯ : ৪৫)

---

[৩২৮] **য'ঈফ :** শু'আবুল ঈমান ৫৬২, য'ঈফ আল জামি' ৩০৩৭, য'ঈফ আত্ তারগীব ১০৫১। কারণ এর সানাদে আল হাসান ইবনু 'আরাফাহ্ একজন খুবই দুর্বল রাবী।

[৩২৯] **সহীহ :** ইবনু মাজাহ ৩৭৯০, মালিক ৭১৭, আহমাদ ২২০৭৯, শু'আবুল ঈমান ৫১৬, সহীহ আল জামি' ৫৬৪৪, তিরমিযী ৩৩৭৭।

ইমাম ত্ববারানী (রহঃ) তার 'আল কাবীর' নামক কিতাবে একটু বেশী করে বলেছেন এবং আবূ বাক্‌র ইবনু আবী শায়বাহ্ তার মুসান্নাফ-এ সেখানে আছে, সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর যিক্‌র কি আল্লাহর পথে জিহাদ করার চাইতেও উত্তম? উত্তরে নাবী ﷺ বললেন, "হ্যাঁ, তবে যদি সে শাহাদাত বরণ করে তাহলে তা ভিন্ন"– কথাটি নাবী ﷺ তিনবার বললেন।

ইমাম মালিক হাদীসটি কিতাবুস্ সলাত-এর (بَاب مَا جَاء فِي ذِكْرِ الله) তথা আল্লাহর যিক্‌রের ফাযীলাত কি? এ অধ্যায়ে।

٢٢٨٥ ـ[٢٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২২৮৫-[২৫] আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা যখন আমার যিক্‌র করে আমার জন্যে তার দুই ঠোঁট নড়ে তখন আমি তার কাছে থাকি। (বুখারী)[৩৩০]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا مَعَ عَبْدِي) অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা বান্দার সাথে থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার যিক্‌র করেন। অর্থাৎ- তিনি তাকে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকেন।

ইমাম ইবনুল ক্বইয়্যিম (রহঃ) বলেন, এখানে একটি বিশেষ সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে যাকে معية خاصة বা নির্দিষ্ট সহচার্য বলে। অপরদিকে আল্লাহ সুব্হানাহূ ওয়াতা'আলা সারা বিশ্ব তার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তিনি সকলের সাহায্য সহযোগিতা করে থাকেন যাকে معية عامة বা ব্যাপক সহচার্য বলা হয়।

প্রথম সাথে থাকা তথা معية خاصة এর কথা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে অনেকবার বলেছেন,

মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا﴾ ﴿وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ﴾

অর্থাৎ- "যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে আর সৎকর্মশীল– তাদের সাথে আল্লাহ আছেন"– (সূরাহ্ আন্ নাহ্ল ১৬ : ১২৮)। "আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৪৯)।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, ﴿وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন।" (সূরাহ্ আল 'আনকাবূত ২৯ : ৬৯)

٢٢٨٦ ـ[٢٦] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَةٌ وَصِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللهِ وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ» قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا أَنْ يَضْرِبَ بِسَيْفِهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ

২২৮৬-[২৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : প্রত্যেকটা জিনিসের (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নের জন্য) একটা ব্রাশ বা মাজন আছে। আর ক্বল্‌ব বা মন পরিষ্কার করার জন্য ব্রাশ বা মাজন হলো আল্লাহর যিক্‌র। আল্লাহর 'আযাব হতে মুক্তি দেয়ার জন্য আল্লাহর যিক্‌রের চেয়ে অধিক

[৩৩০] সহীহ লিগয়রিহী : বুখারী সানাদবিহীন অবস্থায় باب قول الله لا تحرك به لسانك-এ অধ্যায়ের অধীনে। ইবনু মাজাহ ৩৭৯২, আহমাদ ১০৯৬৮, ইবনু হিব্বান ৮১৫, সহীহ আত্ তারগীব ১৪৯০, সহীহ আল জামি' ১৯০৬।

কার্যকর আর কোন জিনিসই নেই। সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করাও কি নয়? তিনি (ﷺ) বললেন, সে মুজাহিদ আল্লাহর পথে প্রচণ্ড বেগে তরবারির আঘাতে তা (যদি) ভেঙেও ফেলে। (বায়হাক্বী- দা'ওয়াতুল কাবীর)[৩৩১]

ব্যাখ্যা : (لِكُلِّ شَيْءٍ) অর্থাৎ- প্রতিটি বিষয় পরিষ্কারের জন্য একটি ব্যবস্থা থাকে আর অন্তরের জং (মরিচা) পরিষ্কারের একটি মাধ্যম হলো (ذِكْرُ اللّٰهِ) তথা আল্লাহকে স্মরণ করা।

(وَصِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللّٰهِ) 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেছেন, এ অংশটির অর্থ হলো (صدء القلوب الرين) তথা মরিচীকা পড়া অন্তরের পালিশ। যেমন- কুরআনে কারীমে মহান আল্লাহ বলেন,

"কখনোই নয়, তাদের অন্তরে তাদের কৃতকর্মের জন্যই মরিচীকা পড়েছে।"

(সূরাহ্ আল মুতাফ্‌ফিফীন ৮৩ : ১৪)

অর্থাৎ- প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণে তাদের অন্তরে মরিচীকা পড়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

"আপনি তার দিকে লক্ষ্য করেছেন যে তার প্রবৃত্তিকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে।"

(সূরাহ্ আল জা-সিয়াহ্ ৪৫ : ২৩)

'আল্লামাহ্ ইবনুল ক্বইয়্যিম (রহঃ) এ হাদীসটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, সীসা, রূপা ইত্যাদি জিনিসে যেমন মরিচীকা পড়ে তেমনিভাবে অন্তরেও মরিচীকা পড়ে আর এটা দূরীভূত করার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে যিক্‌র, কেননা এ যিক্‌র অন্তরকে পরিষ্কার করে, পরিষ্কার আয়নার মতো উজ্জল করে তোলে। যিক্‌র ছেড়ে দিলেই অন্তরে মরিচীকা পড়ে আর যিক্‌র করলে মরিচীকা দূরীভূত হয়। আর অন্তরের মরিচীকা দু'ভাবে হয়। যথা- ১. আলস্য, ২. পাপাচার। আর এর থেকে মুক্তির মাধ্যমও দু'টি। যথা- ১. ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা), ২. যিক্‌র। সুতরাং আলস্য গালিব হয় তার অন্তরে মরিচীকা স্থায়ীভাবে বসে যায়। মরিচীকার পরিমাণ তার অলসতার পরিমাণ অনুপাতে হয়। আর অন্তর যখন মরিচীকা আবৃত্ত হয়ে পড়ে তখন আর তা হাজারো জানা-শুনা থাকার পরও পাপ থেকে বিরত হতে পারে না। সুতরাং ঐ মুহূর্তে সে বাতিলকে হাক্ব মনে করে আর হাক্বকে বাতিল মনে করে।

[৩৩১] **মাওযূ'** : আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ১৯, য'ঈফ আত্ তারগীব ৮৯৭। তবে (مَا مِنْ شَيْءٍ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ) এ অংশটুকু সহীহ।

(١٠) كِتَابُ أَسْمَآءِ اللّٰهِ تَعَالٰى
পর্ব-১০ : আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ

মহান আল্লাহ সুব্হানাহূ ওয়া তা'আলার অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلِلّٰهِ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِىْٓ اَسْمَآئِهٖ﴾

অর্থাৎ- "মহান আল্লাহ সুব্হানাহূ ওয়াতা'আলার অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। সুতরাং তোমরা সেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহকে ডাকো আর যারা আল্লাহর নামের বিকৃতি ঘটায় তাদেরকে বর্জন করো।"

(সূরাহ্ আল আ'রাফ ৭ : ১৮)

'আল্লামাহ্ কুরতুবী (রহঃ) বলেন, আল্লাহর নাম যদিও অনেকগুলো তথাপি তার সত্তাগত অস্তিত্ব অনেকগুলো নয়। বরং আল্লাহর সত্তা একটিই।

ইমাম হুলায়মী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ সুব্হানাহূ ওয়াতা'আলার যত নাম পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তা মোটামুটি ৫টি 'আক্বীদাহ্ সংক্রান্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে।

১. কিছু নাম রয়েছে যেগুলো معطلة সম্প্রদায়ের বিপরীত, অর্থাৎ- সে নামগুলো আল্লাহ সুব্হানাহূ ওয়াতা'আলার চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীবতার প্রমাণবাহী। যেমন : الحي والباقي والوارث (আল হাইয়্যু, আল বা-ক্বী, আল ওয়া-রিস্)

২. কিছু নাম যা আল্লাহর তাওহীদের উপর তথা তিনি যে শির্ক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত তার প্রমাণ বহন করে। যেমন : الكافي والعلي والقادر (আল কা-ফী, আল 'আলিয়্যু, আল ক্ব-দির)

৩. কিছু নাম রয়েছে যা (مشبهة 'মুশাব্বিহাহ্' সম্প্রদায়ের বিপরীত) আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে, অর্থাৎ- مشبهة এই সম্প্রদায়টি মহান আল্লাহকে বিভিন্ন কিছুর সাথে তুলনা করে থাকে কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যে, কারো মতো নন তার প্রমাণেও কিছু নাম রয়েছে। যেমন : القدوس والمجيد والمحيط (আল কুদ্দুস, আল মাজীদ, আল মুহীত্ব)

৪. আল্লাহ সুব্হানাহূ ওয়াতা'আলা যে, সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এ বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপও কিছু নাম রয়েছে। যেমন : الخالق والباري والمصور (আল খ-লিক্ব, আল বা-রী, আল মুসাব্বির)

৫. তিনিই যে, সবকিছুর আইনদাতা বিধানদাতা এবং একমাত্র পরিচালনাকারী এর প্রমাণেও কিছু নাম রয়েছে। যেমন : العليم والحكيم (আল 'আলীম, আল হাকীম) ইত্যাদি।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٢٨٧ـ[١] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «وَهُوَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২২৮৭-[১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বই– এক কম একশ'টি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এ নামগুলো মুখস্থ করবে সে জান্নাতে যাবে। অপর বর্ণনায় আছে, তিনি বিজোড়, (তাই) বিজোড়কে ভালবাসেন। (বুখারী, মুসলিম)[৩৩২]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اسْمًا) 'আল্লামাহ্ খাত্ত্বাবী বলেছেন : হাদীসের এ অংশটি থেকে বুঝা যায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার পবিত্র নামসমূহের মধ্যে "আল্লাহ" নামটিই অন্যান্য নাম থেকে বেশী প্রসিদ্ধ। এ মর্মে অবশ্য কিছু বর্ণনাও আছে বটে যেখানে বলা হয়েছে "আল্লাহ" হচ্ছে মহান আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা'আলার ইস্‌মে আ'যম তথা সর্বাধিকা বড় মাহাত্ম্যপূর্ণ নাম।

আল্লামা ইবনু মালিক (রহঃ) বলেছেন : "আল্লাহ" নামটি মহান আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা'আলার স্বত্বাগত নাম, এটা গুণবাচক নাম নয়। "আল্লাহ" নামটি ব্যতীত অন্য যত নাম রয়েছে সবগুলো নামকে "আল্লাহ" নামের দিকে সম্পর্কিত করা হয়। যেমন- বলা হয়, "আল্ কারীম" এটা আল্লাহর নাম, "আর্ রহীম" এটা আল্লাহর নাম কিন্তু এ কথা বলা হয় না যে, "আল্লাহ" আর্ রহীম-এর বা আল্ কারীম-এর নাম। 'আল্লামাহ্ ইবনু জারীর আত্ব ত্ববারী ও 'আল্লামাহ্ ইমাম নাবাবী (রহঃ)-ও এমন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

আল্লামা কুস্‌তুলানী (রহঃ) বলেছেন, আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা'আলা নাম ও গুণাবলীসমূহ যেহেতু তাওফীক্বি, অর্থাৎ- এগুলো জানার মাধ্যমটি ওয়াহীর উপর নির্ভরশীল। কোন নাম বা গুণাবলী আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করতে হলে তা অবশ্যই কুরআন ও সহীহ হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান যতই বেশী হোক না কেন এখানে জ্ঞানের বিন্দু পরিমাণ দখল নেই। এ ক্ষেত্রে ভুল করাটা এক জঘন্য ভুল হিসেবে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে অনুমানভিত্তিক কোন কথা বলা ঠিক নয়।

আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা'আলার নাম ও গুণাবলীর সংখ্যার ক্ষেত্রে কেউ কেউ (৯৯ تسعة وتسعين) আবার কেউ কেউ (৭৭ بسبعة وسبعين) অথবা (৯৭ سبعة وتسعين) অথবা (৭৯ تسعة وسبعين) -এ বলেছেন, এটি আসলে লেখকের ভুল হয়েছে। কারণ এ সংখ্যাগুলো 'আরাবীতে দেখতে একই রকম দেখায়, তাই বিষয়টি এলোমেলো হয়ে গেছে। তবে যে বর্ণনাটিতে «مائة إلا واحدا» তথা ১০০ থেকে একটি কম আছে সে বর্ণনাটি উপরোক্ত সন্দেহের অবসান ঘটিয়েছে এবং স্পষ্ট প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে যে, এ সংখ্যায় আসলে ৯৭, ৭৯, ৭৭ ইত্যাদি কোনটি নয় বরং সংখ্যাটি হলো ৯৯।

একটি মতবিরোধ ও তার সমাধান : অত্র হাদীসটি কি মহান আল্লাহর নামের সীমাবদ্ধতা তথা মহান আল্লাহর নাম ৯৯টিতে সীমাবদ্ধ এমন বুঝাচ্ছে? না-কি মহান আল্লাহর এতদ্ব্যতীত আরো নাম ও গুণাবলী

[৩৩২] **সহীহ :** বুখারী ২৭৩৬, ৭৩৯২, মুসলিম ২৬৭৭, তিরমিযী ৩৫০৬, ইবনু মাজাহ ৩৮৬০, আহমাদ ৭৬২৩, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ২৯২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৮১৬, ইবনু হিব্বান ৮১৭, সহীহ আল জামি' ২১৬৬।

রয়েছে? তবে এ ৯৯ নিরানব্বইটি মুখস্থ করলে এবং সেগুলো সম্পর্কে 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাস ঠিক রেখে যথাযথ 'আমাল করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে– এ কথা নাবী ﷺ বলেছেন : অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের ফাতওয়াহ হচ্ছে দ্বিতীয় মতটি অর্থাৎ- আল্লাহর নাম ৯৯টিতে সীমাবদ্ধ নয় বরং তার আরো সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলী রয়েছে যা কোন সৃষ্টি জানে না।

যেমন- এ ব্যাপারে 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ রাঃ রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) তার মুসনাদে রিওয়ায়াত করেছেন আর ইমাম ইবনু হিব্বান সহীহ বলেছেন, হাদীসটি হলো, নাবী ﷺ বলেন :

أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك.

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই তোমার নিজের জন্য তোমার রাখা নামের মাধ্যমে অথবা যেগুলো তুমি তোমার কিতাবে অবতীর্ণ করেছ সেগুলোর মাধ্যমে অথবা যা তোমার কোন বান্দাকে শিখিয়েছে অথবা যেগুলো তুমি কাউকে জানাওনি সেগুলোর মাধ্যমে।

ইমাম মালিক (রহঃ) তার মুয়াত্ত্বা-তে কা'ব আল্ আহবার থেকে বর্ণনা করেন, যে কা'ব আল্ আহবার দু'আর ক্ষেত্রে বলতেন,

وَأَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنٰى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ.

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার সুন্দর সুন্দর নামের মাধ্যমে দু'আ করছি, যে নামগুলো আমি জানি আর যেগুলো জানি না সবগুলোর মাধ্যমে।

ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ) 'আয়িশাহ্ রাঃ থেকে হাদীস বর্ণনা করে বলেন, 'আয়িশাহ্ রাঃ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপস্থিতিতেও এরূপ দু'আ করতেন।

'আল্লামাহ্ খাত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীস দ্বারা প্রমাণ হলো আল্লাহর নাম ও গুণাবলী এগুলো এবং এর সংখ্যা ৯৯, কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, এর উপর আরো কত নাম ও গুণাবলী আছে– এ হাদীস সেগুলোকে নিষেধ করছে। বিশেষ করে এগুলোর কথা উল্লেখ করার কারণ হলো এগুলো হচ্ছে বেশী ব্যবহৃত অর্থগতভাবে বেশী স্পষ্ট।

'আল্লামাহ্ কুরতুবী তার আল্ মুফহাম ও 'আল্লামাহ্ তুরবিশ্তী তার শারহে মাসাবীহ-তে এমনই বলেছেন। কেউ কেউ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্য করেছেন।

এমনকি ইবনুল 'আরাবী তার আত্ তিরমিযীর ব্যাখ্যায় কিছু 'আলিম থেকে বর্ণনা করেছেন। যে, কিতাব সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর সংখ্যা ১,০০০ (এক হাজার)।

আমি ('উবায়দুল্লাহ মুবারাকপূরী) বলব, অনেকেই মহান আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলীর সংখ্যা ৯৯-তে সীমাবদ্ধ করেছেন।

আল্লামা ইবনু হায্ম (রহঃ) বলেন, যারা মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর সংখ্যা ৯৯-এর বেশী বলার পক্ষে তারা এ ক্ষেত্রে সীমাতিরিক্ত করে থাকেন। তিনি দলীল হিসেবে নাবী ﷺ-এর কথা «مائة إلا واحدا»-কে পেশ করেন। তিনি গবেষণা করে বলেন, যদি আল্লাহর নাম ৯৯-এর অধিক থাকত, তাহলে রসূলুল্লাহ ﷺ «مائة إلا واحدا» না বলে শুধুমাত্র (مائة ١٠٠) ব্যবহার করতেন।

অত্র হাদীসে আল্লাহর নাম ও গুণাবলী ৯৯-টিতে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করার হিকমাহ্/রহস্য বর্ণনা করতে গিয়ে 'উলামায়ে কিরাম বিভিন্ন কথা বলেছেন।

(১) ইমাম ফখরুদ্দীন আর্ রাযী বলেন, অধিকাংশ 'আলিম বলেছেন, (أنه تعبد لا يعقل معناه) অর্থাৎ- এটা এমন ধরনের 'ইবাদাত যার অর্থ বুঝার প্রয়োজন নেই।

(২) কেউ কেউ বলেছেন হাদীসে এরূপ কথা হলেও কুরআন কারীমে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

(৩) অপর একদল 'আলিম বলেন, আসমায়ে হুসনায় সংখ্যা ১০০, তবে একটি আল্লাহ কাউকে জানাননি আর সেটি হচ্ছে ইস্‌মে আ'যম।

(৪) তবে কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহর নাম ১০০টি– এ বিষয়টি স্পষ্ট আর ১০০ নম্বরটি হলো «الله» "আল্লাহ" নামটি 'আল্লামাহ্ সুহায়লী এ কথা দৃঢ়তার সাথে বলেছেন। তিনি বলেছেন, জান্নাতের মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আল্লাহর নামও ১০০টি। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَلِلّٰهِ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوهُ بِهَا﴾

"আল্লাহর রয়েছে অনেক সুন্দর সুন্দর নাম যেগুলোর মাধ্যমে তোমরা তাকে ডাকো।"

(সূরাহ্ আল আ'রাফ ৭ : ১৮০)

(مَنْ أَحْصَاهَا) মুসলিম-এর এক বর্ণনায় (من حفظها) আছে, আর বুখারীর এক বর্ণনায় আছে (لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة) যে কেউ এ নামগুলো মুখস্থ করবে সে জান্নাতে যাবে। 'আল্লামাহ্ শাওকানী (রহঃ) বলেন, এ রিওয়ায়াতগুলো (مَنْ أَحْصَاهَا)-এর ব্যাখ্যাস্বরূপ, তাই إحصاء অর্থ الحفظ। আবার কেউ কেউ বলেছেন أَحْصَاهَا অর্থ হলো (قرأها كلمة كلمة كأنه يعدها) অর্থাৎ- শব্দে শব্দে পড়বে গণনার ন্যায়।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, তার অর্থ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা করা।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, তার দাবী অনুপাতে 'আমাল করা। তবে প্রথম তাফসীরটিই প্রাধান্য, কারণ তা আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বেশী মিল আছে।

'আল্লামাহ্ ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও অনুরূপ আরো অনেক বিশ্লেষক বলেছেন إحصاء এর অর্থ الحفظ হওয়াই বেশী স্পষ্ট কারণ তা অপর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আল আয্‌কার প্রণেতা বলেন, এটাই অধিকাংশ 'আলিমের মতামত।

'আল্লামাহ্ খাত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন, الإحصاء এখানে কয়েকটি অর্থের সম্ভাবনা রাখে।

(১) সবগুলো নামই যপে কোনটি যেন বাদ না দেয়।

(২) الإحصاء অর্থ الإطاقة তথা সামর্থ/সক্ষমতা। যেমন- আল্লাহ বলেন, ﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ﴾ অর্থাৎ- "নামগুলো যখন পড়বে তখন সাধ্যমত এর হাক্বীক্বাত সম্পর্কে চিন্তা করবে।"

(সূরাহ্ আল মুয্‌যাম্মিল ৭৩ : ২০)

যেমন- যখন الرزاق নাম ডাকবে তখন رزق তথা রিয্‌ক আল্লাহই দেন– এ কথা বিশ্বাস করবে।

(৩) الأسماء দ্বারা উদ্দেশ্য হলো العقل তথা জ্ঞান যেমন- 'আরবদের কা'বা فلان ذو حصاة অর্থাৎ- অমুক ব্যক্তি জ্ঞানী বুঝাতে, ''আরবরা فلان ذو حصاة শব্দ ব্যবহার করে থাকে।

আবার কেউ বলেছেন, من أحصاها অর্থ হলো, عرفها অর্থাৎ- নামগুলো বুঝল আর যে এ নামগুলো বুঝাল সে মু'মিন না হয়ে থাকতে পারে না আর মু'মিন জান্নাতেই যাবে জাহান্নামে নয়।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٢٨٨ -[٢] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا إِلٰهَ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْحَفِيظُ الْمُقِيتُ الْحَسِيبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ الرَّقِيبُ الْمُجِيبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْوَدُودُ الْمَجِيدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيدُ الْحَقُّ الْوَكِيلُ الْقَوِيُّ الْمَتِينُ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ الْمُحْصِى الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ الْمُحْيِيُ الْمُمِيتُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْأَوَّلُ الْاٰخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِي الْمُتَعَالِي الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّؤُوْفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنِى الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّورُ الْهَادِى الْبَدِيعُ الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيْدُ الصَّبُوْرُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ والبيهقيُّ فِي الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

২২৮৮-[২] আবূ হুরায়রাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এ নামগুলো মুখস্থ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে নামগুলোর মধ্যে একটি নাম *আল্ল-হ*– যিনি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই। *আর্ রহ্মা-ন*– দয়াময় বা মেহেরবান। যার দয়া বা মেহেরবানী সাড়া বিশ্বকে ছেয়ে আছে। *আর্ রহীম*– করুণা বা বিশেষ দয়ার অধিকারী, যে করুণা শুধু মু'মিনদের প্রতি করা হয়। *আল মালিক*– রাজাধিরাজ, বাদশাহ। *আল কুদ্দূস*– অতি পাক-পবিত্র, ধ্বংস বা কোন অপশক্তি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। *আস্ সালা-ম*– শান্তিময় ও নিরাপদ, কোনরূপ অশান্তি তাঁকে ছুঁতে পারে না। *আল মু'মিন*– নিরাপত্তাদাতা বা নিরাপদকারী। *আল মুহায়মিনু*– রক্ষণাবেক্ষণকারী। *আল 'আযীয*– প্রভাবশালী, অন্যের ওপর বিজয়ী। *আল জাব্বা-র*– কঠিন-কঠোর, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সংশোধনকারী। *আল মুতাকাব্বির*– অহংকারের অধিকারী, যাঁর জন্য অহংকার করাই শোভা পায়। *আল খ-লিক্ব*– স্রষ্টা। *আল বা-রী*– ত্রুটিহীন সৃষ্টিকারী। *আল মুসাব্বির*– প্রকল্পক ও নকশা অংকনকারী, ডিজাইনার। *আল গাফ্ফা-র*– বড় ক্ষমাশীল, যিনি অপরাধ ঢেকে রাখেন এবং অসংখ্য অপরাধ ক্ষমা করতে দ্বিধাবোধ করেন না। *আল ক্বহ্হা-র*– সকল বস্তু যাঁর ক্ষমতার অধীন, অর্থাৎ- ক্ষমতা প্রয়োগে যাঁর কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। আল ওয়াহ্হা-ব– বড় দাতা, যাঁর দান অসীম। *আর্ রায্যা-ক্ব*– রিয্ক্বদাতা। *আল ফাত্তা-হ*– যিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সৃষ্টির মীমাংসাকারী, বিপদমুক্তকারী। *আল 'আলীম*– বড় জ্ঞাতা, যিনি পূর্বাপর সবকিছু জানেন। *আল ক্ব-বিয*– রিয্ক্ব ইত্যাদির সংকোচনকারী। *আল বা-সিত্ব*– রিয্ক্বসহ ইত্যাদির সম্প্রসারণকারী। *আল খ-ফিয*– যিনি নীচে নামান। *আর্ র-ফি'উ*– যিনি উপরে উঠান। *আল মু'ইয্যু*– সম্মান ও পূর্ণতা দানকারী। *আল মুযিল্লু*– অপমান ও অপূর্ণতা দানকারী। *আস্ সামী'উ*– সর্বশ্রোতা,

উচ্চস্বর-নিম্নস্বর সকল স্বরের শ্রোতা। *আল বাসীর–* দর্শক, ছোট-বড় সকল বস্তুর। *আল হাকাম–* নির্দেশ দানকারী, বিধানকর্তা। *আল 'আদ্‌লু–* ন্যায়বিচারক, যিনি যা উচিত তা-ই করেন। *আল লাত্বীফ–* যিনি সৃষ্টির যখন যা আবশ্যক তা করে দেন; অনুগ্রহকারী, সূক্ষ্মদর্শী বা যিনি অতি সূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কেও অবগত। *আল খবীর–* যিনি গুপ্ত রহস্যাদি সম্পর্কে অবগত। *আল হালীম–* ধৈর্যশীল, যিনি অপরাধ জেনেও সহজে শাস্তি দেন না। *আল 'আযীম–* বিরাট মহাসম্মানী। *আল গাফূর–* যিনি অপরাধ গোপন রাখেন এবং অতি জঘন্য অপরাধও ক্ষমা করেন। *আশ্‌ শাকূর–* কৃতজ্ঞ, যিনি অল্পে বেশী পুরস্কার দেন। *আল 'আলীয়্যু–* সর্বোচ্চ সমাসীন; সর্বোপরি। *আল কাবীর–* বিরাট, মহান, ধারণার ঊর্ধ্বে বড়। *আল হাফীয–* বড় রক্ষাকারী, যিনি বান্দাদের সব বিষয় লক্ষ্য রাখেন। *আল মুক্বীতু–* খাদ্যদাতা; দৈহিক ও আত্মিক শক্তিদাতা। *আল হাসীবু–* যিনি অন্যের জন্য যথেষ্ট হন; যিনি যার জন্য যা যথেষ্ট তা দান করেন। *আল জালীলু–* গৌরবান্বিত, মহিমান্বিত; যাঁর মহিমা অতুলনীয়। *আল কারীমু–* বড় দাতা, আশার অধিক দাতা; যিনি বিনা চাওয়ায় দান করেন। *আর্‌ রক্বীবু–* যিনি সকলের সকল বিষয় লক্ষ্য রাখেন এবং সর্বদা নখদর্পণে থাকেন। *আল মুজীবু–* উত্তরদাতা, যিনি ডাকে সাড়া দেন। *আল ওয়া-সি'উ–* সম্প্রসারণকারী; যাঁর দান, জ্ঞান, দয়া ও রাজ্য বিপুল ও সম্প্রসারিত। *আল হাকীমু–* প্রজ্ঞাবান তত্ত্বজ্ঞানী, যিনি প্রতিটি বিষয় উত্তমরূপে ও নিখুঁতভাবে সমাধা করেন। *আল ওয়াদূদু–* যিনি বান্দার কল্যাণকে পছন্দ করেন। *আল মাজীদু–* অসীম অনুগ্রহকারী। *আল বা-'ইসু–* প্রেরক, রসূল প্রেরণকারী, রিযক্ব প্রেরণকারী, ক্ববর থেকে হাশরে প্রেরণকারী। *আশ্‌ শাহীদু–* বান্দার প্রতিটি কাজের সাক্ষী, যিনি প্রকাশ্য বিষয় অবগত, *আল হাক্কু–* সত্য ও সত্য প্রকাশকারী, যিনি প্রজ্ঞা অনুসারে কাজ করেন। *আল ওয়াকীলু–* কার্যকারক, যিনি বান্দাদের কাজের যোগানদাতা। *আল ক্বাবিয়্যু–* শক্তিবান, শক্তির অধিকারী। *আল মাতীনু–* বড় ক্ষমতাবান, যার ওপর কারো কোন প্রকার ক্ষমতা নেই। *আল ওয়ালিয়্যু–* যিনি মু'মিনদের অভিভাবক, ভালবাসেন ও সাহায্য করেন। *আল হামীদু–* প্রশংসিত, একমাত্র প্রশংসার যোগ্য। *আল মুহসী–* হিসাবরক্ষক, বান্দারা যা করে তিনি তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রাখেন। *আল মুব্‌দিউ–* বিনা নমুনায় স্রষ্টা, যিনি মডেল না দেখে সৃষ্টি করেন। আল মু'ঈদু– মৃত্যুর পর পুনঃসৃষ্টিকারী। যার পুনঃ সৃষ্টি, যিনি বিনা মডেলে সৃষ্টি করেন। *আল মুহীউ–* পুনরায় জীবিতকারী, *আল মুমীতু–* পুনরায় মৃত্যু দানকারী, যার পুনরায় সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে। *আল হাইয়্যু–* চিরঞ্জীব, *আল ক্বইয়্যুমু–* স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত, চিরস্থায়ী। *আল ওয়া-জিদু–* যিনি যাই চান তাই পান। *আল মা-জীদু–* বড় দাতা। *আল ওয়া-হিদুল আহাদু–* একক ও অদ্বিতীয়, যাঁর কোন শারীক নেই। *আস্‌ সামাদু–* প্রধান, প্রভু; যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন কিন্তু সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। *আল ক্ব-দিরু–* ক্ষমতাবান, যিনি ক্ষমতা প্রয়োগে কারো মুখাপেক্ষী নন। *আল মুক্বতাদিরু–* সকলের ওপর যাঁর ক্ষমতা রয়েছে, সার্বভৌম, যাঁর বিধান চরম। *আল মুক্বদ্দিমু–* যিনি যাকে চান নিকটে করেন এবং আগে বাড়ান। *আল মুআখ্‌খিরু–* যিনি যাকে চান দূরে রাখেন বা পিছনে করেন। *আল আও্‌ওয়ালু–* প্রথম, অনাদি। *আল আ-খিরু–* সর্বশেষ, অনন্ত। *আয্‌ যা-হিরু–* যিনি ব্যক্ত, প্রকট গুণে ও নিদর্শনে। *আল বা-ত্বিনু–* যিনি গুপ্ত সত্তাতে। *আল ওয়া-লিয়্যু–* অভিভাবক, মুরুব্বী। *আল মুতা'আ-লিয়্যু–* সর্বোপরি। *আল বার্‌রু–* মুহসিন, অনুগ্রহকারী। *আত্‌ তাও্‌ওয়া-বু–* তাওবাহ্ কবূলকারী, যিনি অপরাধে অনুশোচনাকারীর প্রতি পুনঃঅনুগ্রহ করেন। *আল মুনতাক্বিমু–* প্রতিশোধ গ্রহণকারী। *আল আফুব্বু–* বড়ই ক্ষমাশীল। *আর্‌ রউফু–* বড়ই দয়ালু। *মালিকুল মুল্‌ক–* রাজাধিরাজ, যাঁর রাজ্যে তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। *যুল্‌ জালা-লি ওয়াল ইকর-ম–* মহিমা ও সম্মানের অধিকারী। *আল মুক্বসিত্বু–* অত্যাচার দমনকারী, উৎপীড়ক থেকে উৎপীড়িতের প্রতিশোধ গ্রহণকারী। *আল জা-মি'উ–* ক্বিয়ামাতে বান্দাদের একত্রকারী অথবা সর্বগুণের অধিকারী। *আল গনিয়্যু–* বেনিয়াজ, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। *আল মুগনিয়্যু–* যিনি কাউকেও

কারো মুখাপেক্ষী হতে বাঁচিয়ে রাখেন। *আল মা-নি'উ*– বিপদে বাধাদানকারী। *আয্ যার্‌রু*– যিনি ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখেন। *আন্ না-ফি'উ*– উপকারী, যিনি উপকারের ক্ষমতা রাখেন। *আন্ নূরু*– আলোকোজ্জ্বল, প্রভা, প্রভাকর। *আল হা-দিয়ু*– পথপ্রদর্শক (যারা তাঁর অনুসরণ করে তাদের)। *আল বাদী'উ*– অদ্বিতীয়, অনুপম অথবা যিনি বিনা আদর্শে গড়েন। *আল বা-ক্বী*– যিনি সর্বদা আছেন, সৃষ্টি ধ্বংসের পরেও যিনি থাকবেন। *আল ওয়া-রিসু*– উত্তরাধিকারী, সকল শেষ হবে আর তিনি সকলের উত্তরাধিকারী হবেন। *আর্ রশীদু*– কারো পরামর্শ বা জিজ্ঞাসু ছাড়া যাঁর কাজ উত্তম ও ভাল হয়। *আস্ সাবূরু*– বড়ই ধৈর্যশীল। (তিরমিযী, বায়হাক্বী- দা'ওয়াতুল কাবীর; তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব)[৩৩৩]

ব্যাখ্যা : (مَنْ أَحْصَاهَا) 'আল্লামাহ্ শাওকানী (রহঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো যে ব্যক্তি এ নামগুলো মুখস্থ করলো তার অর্থ অনুধাবন করলো। কোন কোন বিশিষ্ট 'আলিম বলেন, এর অর্থ হলো একটি একটি করে গণনা করলো।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেছেন, ইমাম বুখারী (রহঃ) সহ অনেকেই বলেছেন এর অর্থ হলো, মুখস্থ করলো, এটাই অধিকাংশদের কথা। আর এটাই সঠিক।

আবূ যায়দ আল বালখী (রহঃ) বলেছেন, মহান আল্লাহ সুব্হানাহূ ওয়াতা'আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন ব্যাখ্যায় 'আমাল করলে জান্নাতে যাওয়া যায় এমন কথা বলেছেন। সুতরাং এখানে এরূপ ৯৯টি নাম মুখস্থ করলেই সহজভাবে জান্নাতে যাওয়ার যে কথাটি বলা হয়েছে তার সম্পর্কে একটি প্রশ্ন থেকে যায়।

এ প্রশ্নের উত্তর হাফিয ইবনু হাজার আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেছেন, হাদীস যেহেতু সহীহ সেহেতু তা আমরা মেনে নিব। আল্লাহর অনুগ্রহ খুবই প্রশস্ত।

٢٢٨٩ - [٣] وَعَن بُرَيْدَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ: اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا أَحَدٌ فَقَالَ: «دَعَا اللّٰهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِيْ إِذَا سُئِلَ بِهٖ أَعْطٰى وَإِذَا دُعِيَ بِهٖ أَجَابَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ.

২২৮৯-[৩] বুরায়দাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) একবার এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এবং জানি যে, তুমিই আল্লাহ। তুমি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কোন মা'বূদ নেই। তুমি এক ও অনন্য। তুমি অমুখাপেক্ষী ও স্বনির্ভর। যিনি কাউকে জন্মও দেননি। কারো থেকে জন্মও নন। যার কোন সমকক্ষ নেই।' তখন তিনি (ﷺ) বললেন, এ ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে তার ইস্‌মে আ'যম বা সর্বাধিক বড় ও সম্মানিত নামে ডাকল। এ নামে ডেকে তাঁর কাছে কেউ কিছু প্রার্থনা করলে, তিনি তাকে তা দান করেন এবং কেউ ডাকলে তিনি তার ডাকে সাড়া দেন। (তিরমিযী, আবূ দাউদ)[৩৩৪]

---

[৩৩৩] **য'ঈফ** : তিরমিযী ৩৫০৭, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ৪১, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ২৯৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৮১৭, শু'আবুল ঈমান ১০১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৮০৮, য'ঈফাহ্ ২৫২৩, য'ঈফ আল জামি' ১৯৪৫। কারণ এর সানাদে আল ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম একজন মুদাল্লিস রাবী।

[৩৩৪] **সহীহ** : আবূ দাউদ ১৪৯৩, তিরমিযী ৩৪৭৫, ইবনু মাজাহ ৩৮৫৭, আহমাদ ২২৯১৫, ইবনু হিব্বান ৮৯১, শু'আবুল ঈমান ২৩৬৬, সহীহ আত্ তারগীব ১৬৪০।

Contents

ব্যাখ্যা : (الَّذِيْ إِذَا سُئِلَ بِهٖ أَعْطٰى وَإِذَا دُعِيَ بِهٖ أَجَابَ) কোন কোন 'আলিম বলেছেন, السؤال অর্থ হলো বান্দার এ কথা বলা, হে আল্লাহ! আমাকে অমুক জিনিস দান করুন আল্লাহ তাকে তার কথা অনুপাতে দিয়ে দিলেন এর নাম হলো السؤال। পক্ষান্তরে دعاء হলো, বান্দা আল্লাহকে ডাক দিবেন এই বলে যে, হে আল্লাহ, হে রহমান! ইত্যাদি, আর তিনি তার ডাকে সাড়া দিবেন। তবে কোন কোন 'আলিম এর মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করেননি।

٢٢٩٠ -[٤] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلٌ يُصَلِّيْ فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ أَسْأَلُكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «دَعَا اللّٰهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِيْ إِذَا دُعِيَ بِهٖ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهٖ أَعْطٰى». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.

২২৯০-[৪] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি নাবী (সাঃ)-এর সাথে মাসজিদে নাবাবীতে বসে ছিলাম। তখন জনৈক ব্যক্তি সলাত আদায় করছিল এবং সলাতের পর বলছিল, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। কারণ তোমারই জন্য সব প্রশংসা। তুমি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা'বূদ নেই। তুমিই সবচেয়ে বড় দয়ালু, বড়দাতা। তুমিই আসমান জমিনের স্রষ্টা। হে মর্যাদা ও দান করার মালিক! হে চিরঞ্জীব, হে প্রতিষ্ঠাতা! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি। তখন নাবী (সাঃ) বললেন, যে আল্লাহকে ইস্‌মে আ'যম-এর সাথে ডাকে তিনি তাতে সাড়া দেন এবং যখন তাঁর কাছে প্রার্থনা করা হয় তখন তিনি তা দান করেন। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ)[৩৩৫]

ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লেখিত দু'আটি নাবীজী (সাঃ) ইস্‌মে আ'যম নামে আখ্যা দিয়েছেন। অন্য হাদীসে (لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ) ও (يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ) -কেও ইস্‌মে আ'যম বলা হয়েছে বলে বর্ণিত আছে। মোট কথা হলো আমরা যদি আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নামের মাধ্যমে ডাকি তাহলে তিনি আমাদের ডাকে সাড়া দিবেন। যেমন : তিনি বলেছেন, ﴿وَلِلّٰهِ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا﴾ অর্থাৎ- "আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে তোমরা সেগুলোর মাধ্যমে তাকে ডাক।" (সূরাহ্ আল আ'রাফ ৭ : ১৮০)

٢٢٩١ -[٥] وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اسْمُ اللّٰهِ الْأَعْظَمُ فِيْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ: ﴿وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ﴾ وفاتحة ﴿اٰلِ عِمْرَانَ﴾ : ﴿الٓمّٓ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ﴾ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ

২২৯১-[৫] আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহর ইস্‌মে আ'যম এই দু' আয়াতের মধ্যে রয়েছে, *ওয়া ইলা-হুকুম ইলা-হু ওয়া-হিদ, লা- ইলা-হা ইল্লা- হুওয়ার রহমা-নুর রহীম*।

[৩৩৫] সহীহ : আবূ দাউদ ১৪৯৫, তিরমিযী ৩৪৭৫, নাসায়ী ১৩০০, আহমাদ ১২২০৫, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৩৬১, ইবনু মাজাহ ৩৮৫৮, ইবনু হিব্বান ৮৯৩, সহীহ আত্ তারগীব ১৬৪১।

এছাড়াও সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান-এর শুরুতে *আলিফ লা-ম মী-ম আল্ল-হু লা- ইলা-হা ইল্লা- হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বইয়্যূম*। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ, দারিমী)[৩৩৬]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ শামী (রহঃ) বলেন, আমি আল্লাহর ইস্‌মে আ'যম খোঁজে ছিলাম, তারপর কোন এক সময় তা পেয়ে যাই আর তা হলো, اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ।

ইমাম জায্‌রী তাঁর 'হিসনুল মুসলিম' কিতাবে বলেন, ইস্‌মে আ'যম হলো, اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ।

'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, ইস্‌মে আ'যম হলো, لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم।

٢٢٩٢ - [٦] وَعَنْ سَعْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: دَعْوَةُ ذِي النُّوْنِ إِذَا دَعَا رَبَّهُ وَهُوَ فِيْ بَطْنِ الْحُوْتِ ﴿لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ﴾

لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِيْ شَيْءٍ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهٗ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

২২৯২-[৬] সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মাছওয়ালা নাবী ইউনুস আলায়হিস সালাম মাছের পেটে গিয়ে যখন দু'আ পড়েছিলেন তা হলো এই "*লা- ইলা-হা ইল্লা- আন্‌তা সুব্‌হা-নাকা ইন্নী কুনতু মিনায্ যোয়া-লিমীন*" অর্থাৎ- "তুমি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা'বূদ নেই। তুমি পবিত্র, আমি হচ্ছি যালিম বা অত্যাচারী অপরাধী"– (সূরাহ্ ইউনুস ১০ : ৮৭)।

যে কোন মুসলিমই যে কোন ব্যাপারে এ দু'আ পাঠ করবে, তার দু'আ নিশ্চয়ই গৃহীত হবে। (আহ্‌মাদ, তিরমিযী)[৩৩৭]

ব্যাখ্যা : (إِلَّا اسْتَجَابَ) অর্থাৎ- আল্লাহর নাবী ইউনুস আলায়হিস সালাম মৎস পেটে বসে যে দু'আটি করেছিলেন তার মাধ্যমে, অর্থাৎ- ﴿لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ﴾ এর মাধ্যমে কেউ দু'আ করে তার দু'আ আল্লাহ কবূল করে নিবেন।

জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রশ্ন করেছিনে, হে আল্লাহর নাবী! এ দু'আটি ইউনুস আলায়হিস সালাম-এর জন্য খাস বা নির্দিষ্ট ছিল? তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি কুরআন পড়োনি? যেখানে আল্লাহ বলেছেন :

﴿وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ﴾

"আমি তাকে মুক্তি দিলাম এমনিভাবে আমি মু'মিনদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।"

(সূরাহ্ আল আম্বিয়া ২১ : ৮৮)

অর্থাৎ- দু'আটি আল্লাহর নাবী ইউনুস আলায়হিস সালাম-এর জন্য খাস বা নির্দিষ্ট নয় তা সমস্ত মু'মিনের জন্য প্রযোজ্য।

---

[৩৩৬] **হাসান লিগয়রিহী** : আবূ দাউদ ১৪৯৬, তিরমিযী ৩৪৭৮, ইবনু মাজাহ ৩৮৫৫, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৩৬৩, দারিমী ৩৪৩২, মু'জামুল কাবীর ৪৪০, সহীহ আত্ তারগীব ১৬৪২, সহীহ আল জামি' ৯৮০।

[৩৩৭] **সহীহ** : তিরমিযী ৩৫০৫, আহমাদ ১৪৬২, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৮৬২, শু'আবুল ঈমান ৬১১, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ১২৩, সহীহ আত্ তারগীব ১৬৪৪, সহীহ আল জামি' ৩৩৮৩।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٢٩٣-[٧] عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمَسْجِدَ عِشَاءً فَإِذَا رَجُلٌ يَقْرَأُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَقُولُ: هٰذَا مُرَاءٍ؟ قَالَ: «بَلْ مُؤْمِنٌ مُنِيبٌ» قَالَ: وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ يَقْرَأُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَسَمَّعُ لِقِرَاءَتِهِ ثُمَّ جَلَسَ أَبُو مُوسَى يَدْعُو فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُشْهِدُكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ سَأَلَ اللهَ بِاسْمِهِ الَّذِيْ إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطٰى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أُخْبِرُهُ بِمَا سَمِعْتُ مِنْكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِيْ: أَنْتَ الْيَوْمَ لِيْ أَخٌ صَدِيقٌ حَدَّثْتَنِيْ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ رَزِيْنٌ

২২৯৩-[৭] বুরায়দাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে 'ইশার সলাতের সময় মাসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন দেখি জনৈক ব্যক্তি (সলাতে) কুরআন পড়ছেন এবং তার নিজের গলার স্বর উচ্চ করছেন। আমি তখন বললাম, হে আল্লাহর রসূল! এভাবে (সলাতে) কুরআন পড়াকে কি আপনি রিয়া বা প্রদর্শনী বলবেন? উত্তরে তিনি (সাঃ) বললন, না। বরং এ ব্যক্তি একজন বিনয়ী মু'মিন। বুরায়দাহ্ (রাঃ) বলেন, আবূ মূসা আল আশ্'আরীই কুরআন পড়ছিলেন এবং তা উচ্চৈঃস্বরে পড়ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার ক্বিরাআত শুনছিলেন। তারপর আবূ মূসা বসে এ দু'আ করতে লাগলেন, "হে আল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি আল্লাহ, তুমি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা'বূদ নেই, তুমি এক ও তুমি সকলের নির্ভরস্থল, অমুখাপেক্ষী। যিনি কাউকে জন্মও দেননি, কারো থেকে জন্মও নন এবং যার কোন সমকক্ষও নেই।" রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই সে আল্লাহর ঐ নামের সাথে তাঁর কাছে প্রার্থনা করল, যে নাম ধরে যখন যা প্রার্থনা করা হয়, তখন তিনি তা দান করেন এবং ঐ নামের সাথে যখন তাঁকে ডাকে, তখন তিনি সে ডাকে সাড়া দেন। বুরায়দাহ্ (রাঃ) বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি তাকে এটা বলব, যা আপনার কাছে শুনলাম? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ (বলো)। অতঃপর আমি তাঁকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) যা বলেছেন তা বলে শুনালাম। তখন আবূ মূসা (রাঃ) আমাকে বললেন, আজ থেকে আপনি আমার প্রিয় ভাই। কারণ আপনি আমাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সব কথা শুনালেন। (রযীন)[৩৩৮]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে বুরায়দাহ্ (রাঃ) বলেন : আমি নাবী (সাঃ)-কে বললাম, উল্লেখিত দু'আপাঠকারী ব্যক্তি হলেন আবূ মূসা আল আশ্'আরী (রাঃ)। আর নাবী (সাঃ) তাঁর দু'আ পাঠের উচ্চ আওয়াজ শুনে বললেন, যে ইস্‌মে আ'যমের মাধ্যমে দু'আ করে আর ইস্‌মে আ'যমের মাধ্যমে দু'আ করলে তা বিফলে যায় না বরং কবূল হয়।

'উলামাহ্‌মগণ মতবিরোধ করেছেন, একদল বলেছেন, আল্লাহর সব নামই ইস্‌মে আ'যম-এর কোন সুনির্দিষ্টতা নেই। তবে অধিকাংশ 'আলিমগণের মত হচ্ছে ইস্‌মে আ'যম সুনির্দিষ্ট যা উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

---

[৩৩৮] সহীহ : আহমাদ ২২৯৫২।

(١) بَابُ ثَوَابُ التَّسْبِيْحِ وَالتَّحْمِيْدِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّكْبِيْرِ

অধ্যায়-১ : তাসবীহ *(সুব্হা-নাল্ল-হ)*, তাহমীদ *(আল হাম্দুলিল্লা-হ)*, তাহলীল *(লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ)* ও তাকবীর *(আল্ল-হু আকবার)*– বলার সাওয়াব

মহা পরাক্রমশালী, মহীয়ান আল্লাহর যিক্র অধ্যায়ের ব্যাপক আলোচনার পর খাস আলোচনার অধ্যায়। উদ্দেশ্য ঐ সকল হাদীসগুলো বর্ণনা করা, যেগুলোতে اَللّٰهُ أَكْبَرُ (আল্ল-হু আকবার), لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ (লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ), اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আল্‌হাম্‌দুলিল্লা-হ), سُبْحَانَ اللّٰهِ (সুব্‌হা-নাল্ল-হ) বলার মর্যাদা ও পুণ্য সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

اَلتَّسْبِيْحُ (তাসবীহ)-এর অর্থ হল সেই সব ত্রুটি থেকে আল্লাহ তা'আলাকে পবিত্র সাব্যস্ত করা যা তাঁর সত্তার সাথে মানায় না।

সুতরাং সাধারণভাবে আল্লাহর জন্য অংশীদার, স্ত্রী, সন্তান, সমস্ত নিন্দনীয় বিষয়াবলী এবং নতুনত্ব সাব্যস্ত না হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়েছে। কখনো তাসবীহকে ব্যবহার করে তার দ্বারা যিক্‌রের সকল শব্দকে উদ্দেশ্য করা হয় আবার কখনো নাফ্‌ল সলাতকে উদ্দেশ্য করা হয়।

ইবনুল আসীর বলেন, তাসবীহের মূল অর্থ হল সকল প্রকার ঘাটতি, ত্রুটি বা কমতি থেকে কোন কিছুকে পবিত্র সাব্যস্ত করা। অতঃপর তাসবীহকে এমন স্থানসমূহে প্রয়োগ করা হয়েছে, যে স্থানগুলো পরিব্যাপ্ত এর দিক থেকে তাসবীহ এর কাছাকাছি।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٢٩٤ -[١] عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: «أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللّٰهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২২৯৪-[১] সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : সর্বোত্তম (মর্যাদাপূর্ণ) কালাম বা বাক্য হলো চারটি– (১) *সুব্‌হা-নাল্ল-হ* [আল্লাহ পবিত্র], (২) *ওয়াল হাম্‌দুলিল্লা-হ* [আল্লাহর জন্য প্রশংসা], (৩) *ওয়ালা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ* [আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা'বূদ নেই], (৪) *ওয়াল্ল-হু আকবার* [আল্লাহ সর্বাপেক্ষা মহান]।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় বাক্য চারটি– (১) *সুব্হা-নাল্ল-হ*, (২) *আল হাম্‌দুলিল্লা-হ*, (৩) *লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু* ও (৪) *ওয়াল্ল-হু আকবার*। এ চারটি কালিমার যে কোন একটি প্রথমে (আগ-পিছ করে) বললে তাতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। (মুসলিম)[৩৩৯]

ব্যাখ্যা : (أَفْضَلُ الْكَلَامِ) অর্থাৎ- মানুষের কথা, পক্ষান্তরে আল্লাহর সকল কথাই সর্বোত্তম। আর বিশেষ সময়ে যিক্‌র করা ছাড়া সাধারণত কুরআন নিয়ে ব্যস্ত হওয়াই সর্বোত্তম। আর বিশেষ সময়ের যিক্‌র করা কুরআন নিয়ে ব্যস্ত থাকা অপেক্ষা উত্তম। সুতরাং (كلام) বা কথা দু'টি স্থানে ব্যবহৃত হয় একটি হুবহু কথা আরেকটি ব্যস্ত হওয়া, অর্থাৎ- সময় ব্যয় করা।

নাবাবী (রহঃ) বলেন : এ হাদীস এবং এর অনুরূপ হাদীসকে মানুষের কথার উপর প্রয়োগ করা হবে অন্যথায় কুরআনই সর্বোত্তম কালাম। এমনিভাবে কুরআন পাঠ করা সাধারণ তাসবীহ তাহলীল থেকে উত্তম। পক্ষান্তরে কোন সময় বা অবস্থাতে বর্ণিত দু'আগুলো নিয়ে ব্যস্ত হওয়া সর্বোত্তম।

ক্বারী বলেন, সর্বোত্তম কথা চারটি অর্থাৎ- মানুষের কথার মাঝে সর্বোত্তম কথা। (كلام) "কালাম" থেকে মানুষের কথা উদ্দেশ্য করার কারণ হল দু'টি। প্রথমত যেহেতু চতুর্থ নম্বর কালামটি কুরআনে পাওয়া যায়নি। আর কুরআনের বাণীর উপর অন্য বাণীকে প্রাধান্য দেয়া যাবে না।

আর দ্বিতীয়ত যেহেতু রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "এগুলো কুরআনের পর সর্বোত্তম কথা"। আর এগুলো কুরআনেরই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ- এদের অধিকাংশ তথা প্রথম তিনটি যদিও কুরআনে পাওয়া গেছে কিন্তু চতুর্থটি কুরআনে পাওয়া যায়নি। অতঃপর রসূল ﷺ-এর "আর এগুলো কুরআনের অন্তর্ভুক্ত"– এ উক্তিটি আধিক্যের উপর নির্ভর করছে। 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, ক্বারী "রসূল ﷺ-এর উক্তি" দ্বারা মুসনাদে আহমাদে সামুরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীসটি বুঝিয়েছেন যার ভাষ্য হল, "কুরআনের পর সর্বোত্তম কালাম চারটি আর এগুলো কুরআনেরই অন্তর্ভুক্ত তুমি এগুলোর যেটি শুরু করবে তা তোমার ক্ষতি করবে না"।

এক মতে বলা হয়েছে, "এগুলো কুরআনের অন্তর্ভুক্ত"– এ কথার মর্ম হল এ বাক্যগুলো কুরআনে আলাদাভাবে এসেছে একত্রিতভাবে আসেনি। যেহেতু কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ﴿فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ﴾ "অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর"– (সূরাহ্ আর্ রূম ৩০ : ১৭)। (الحمد لله كثيرا) বাক্যটি এসেছে। আল্লাহর অপর বাণীতে এসেছে ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ﴾ "কাজেই জেনে রেখ, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই"– (সূরাহ্ মুহাম্মাদ ৪৭ : ১৯)। পক্ষান্তরে (الله أكبر) উক্তি, এ গঠনে কুরআনে অবিদ্যমান। তবে এর অর্থটি নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে পাওয়া যায়। আল্লাহর বাণী সূরাহ্ বানী ইসরাঈল ১৭ : ১১১ নং আয়াতে ﴿وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا﴾ এবং সূরাহ্ আল মুদ্দাস্‌সির ৭৪ : ৩ নং আয়াতে ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ হতে তা লাভ করা যায়। আর তা আল্লাহর বাণী সূরাহ্ আল 'আন্‌কাবূত ২৯ : ৪৫ নং আয়াতে ﴿وَلَذِكْرُ اللّٰهِ أَكْبَرُ وَاللّٰهُ﴾ এবং অপর বাণী সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৭২ নং আয়াত ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ أَكْبَرُ﴾ মূল কথা হল, এ ধারাবাহিকতায় সংগৃহীত কথাগুলো কুরআনের অন্তর্ভুক্ত না। এজন্যই জায্‌রী বলেন, এগুলো থেকে প্রত্যেকটি কুরআনে এসেছে।

---

[৩৩৯] **সহীহ :** মুসলিম ২১৩৭, ইবনু মাজাহ ৩৮১১, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৮৬৮, আবূ দাউদ ৪৯৫৮, আহমাদ ২০১০৭, মু'জামুল আওসাত ৭৭১৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৩১০, শু'আবুল ঈমান ৫৯৪, ইবনু হিব্বান ৮৩৬, আল কালিমুত্ব তৃইয়্যিব ১০, সহীহ আত্ তারগীব ১৫৪৬, সহীহ আল জামি' ৮৭৪।

ক্বারী বলেন, সম্ভাবনা রাখছে– হাদীসে তাঁর উক্তি "সর্বোত্তম কালাম" কথাটি আল্লাহর কালামকেও অন্তর্ভুক্ত করবে, কেননা এগুলো শাব্দিকভাবে আল্লাহর কালামে পাওয়া যায় তবে চতুর্থটি ছাড়া, যেহেতু তা আল্লাহর কালামে অর্থগতভাবে বিদ্যমান। আর স্বাভাবিকভাবেও এগুলো সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ হওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করছে। কেননা এগুলো ত্রুটি মুক্তকরণ, তাওহীদ গুণকীর্তন এবং প্রশংসাকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং এগুলোর প্রতিটি শব্দই আল্লাহর কালামের মাঝে গণ্য। এগুলো থেকে প্রতিটি কুরআনের অন্তর্ভুক্ত– এ বর্ণনার আলোকে অর্থগতভাবে স্পষ্ট।

(وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ) মুনাবী বলেন, এ চারটি কালাম সর্বোত্তম এ কারণে যে, প্রত্যেক এমন গুণ যেগুলো আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা অসম্ভব সেগুলো থেকে আল্লাহর পবিত্র সাব্যস্ত হওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং যে সব পূর্ণাঙ্গ গুণাবলী আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত হওয়া আবশ্যক সে সবের সাথে আল্লাহকে গুণান্বিত হওয়াকে, একত্ববাদের সাথে তাঁর একক হওয়াকে এবং মহত্ত্বের সাথে বিশেষিত হওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে। এখানে আল্লাহর বড়ত্ব হওয়া থেকে দু'টি অর্থ লাভ করা গেছে। শায়খ ইয্যুদ্দীন বিন 'আবদুস্ সালাম বলেন, আল্লাহর উত্তম নামসমূহ যার মাধ্যমে তিনি তাঁর কিতাবে ও তাঁর রসূলের কিতাবে নিজের নামকরণ করেছেন। যেগুলো চারটি : কালিমার মাঝে প্রবিষ্ট আর এগুলো-ই কুরআনের (الباقيات الصالحات) দ্বারা উদ্দেশ্য। প্রথম কালিমাহ্ : (سبحان الله) 'আরবদের ভাষাতেই এর অর্থ পবিত্র সাব্যস্তকরণ, দূর করা। এগুলো আল্লাহর গুণাবলী ও সত্তা থেকে ঘাটতি ও দোষ-ত্রুটি দূর করার সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং তার যে নামগুলো থেকে বিদূরীত হওয়ার অর্থ পাওয়া যাবে সেগুলো এ কালিমার অধীনে প্রবিষ্ট।

যেমন (القدوس) অর্থাৎ- যিনি প্রত্যেক দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র এবং (السلام) যা প্রত্যেক বিপদ আপদ থেকে নিরাপদ। দ্বিতীয় শব্দ : (الحمد لله) আর এটা আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর পূর্ণাঙ্গতা বর্ণনার সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং তাঁর যে নাম যেগুলো ইতিবাচককে অন্তর্ভুক্ত করবে যেমন (سميع–قدير–عليم بصير) এগুলো দ্বিতীয় শব্দের অধীনে প্রবিষ্ট। আমরা (سبحان الله) উক্তির মাধ্যমে আমাদের অনুভূতি অনুযায়ী প্রত্যেক দোষ-ত্রুটি এবং আমাদের বুঝ অনুযায়ী প্রত্যেক ঘাটতিকে দূর করেছি। আর (الحمد لله) এর মাধ্যমে আমরা আমাদের জানা অনুযায়ী প্রত্যেক পূর্ণাঙ্গতা এবং অনুভূতি অনুযায়ী প্রত্যেক সম্মানকে সাব্যস্ত করেছি। আমরা যা দূর করেছি এবং যা সাব্যস্ত করেছি তার পেছনে মহা গুরুত্ব-মর্যাদা রয়েছে যা আমাদের থেকে অদৃশ্য এবং আমরা যা জানি না তাই আমরা সেগুলো আমাদের (الله أكبر) উক্তির মাধ্যমে সামষ্টিকভাবে বাস্তবরূপ দিব আর এটি তৃতীয় কালিমার অর্থ- আমরা যা নিষেধ করেছি ও যা সাব্যস্ত করেছি তার অপেক্ষা তিনি অধিক সম্মানিত। আর এটিই হল রসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমি তোমার গুণকীর্তন পরিসংখ্যান করে শেষ করতে পারব না, তুমি তেমন যেমনটি তুমি নিজের প্রশংসা করেছ। অতঃপর তার নামসমূহ থেকে যা আমাদের জ্ঞান ও বুঝের পর পর্যায়ের মর্যাদাকে অন্তর্ভুক্ত করবে যেমন (الأعلى) এবং (التعالى) অর্থাৎ- সর্বোচ্চ। তাহলে তা আমাদের উক্তি (الله أكبر) এর অধীনে প্রবিষ্ট হবে। অতঃপর আমরা যখন অস্তিত্বের ক্ষেত্রে তার সদৃশ বা অনুরূপ কিছু সাব্যস্ত হওয়াকে নাফি করলাম তখন আমরা তা (لا إله الا الله) এ উক্তির মাধ্যমে সুনিশ্চিত করলাম। আর এটি চতুর্থ শব্দ। কেননা প্রভুত্ব উপাসত্বের উত্তরাধিকারের দিকে প্রত্যাবর্তনশীল। আর উপাসত্বের অধিকার রাখেন একমাত্র ঐ সত্তা ছাড়া আমরা যা বর্ণনা করেছি তার প্রতি যে ন্যায় বিচার করবে। সুতরাং তার নামসমূহ থেকে যা সামষ্টিকতার পূর্বক্ত বর্ণনাকে অন্তর্ভুক্ত করবে তা

একক সত্তার ন্যায় যিনি এক, মর্যাদার অধিকারী অনুগ্রহের অধিকারী, আর তা আমাদের (لا إله الا الله) এর অধীনে প্রবিষ্ট। উপাসত্বের অধিকার কেবল ঐ সত্তা রাখে যার জন্য সুন্দর গুণাবলী ও ঐ সমস্ত পূর্ণাঙ্গ গুণাবলী নির্দিষ্ট যেগুলো বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করতে পারে না এবং গণনাকারীগণ গণনা করতে পারে না।

এভাবে আস্ সাবাকী ত্বাবাক্বাতে শাফি'ঈয়্যাহ্ আল কুবরা-তে উল্লেখ করেছেন। (৫ম খণ্ডে ৮৬-৮৭ পৃষ্ঠা) হাদীসটিতে আছে, নিশ্চয়ই সর্বোত্তম কালাম এ চারটি কালাম। হাদীসটির বাহ্যিক দিক অচিরেই আগত আবূ যার এর হাদীসের পরিপন্থী। যে হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হল কোন কথা সর্বোত্তম? তিনি (ﷺ) বললেন, (سبحان الله وبحمده) আর অচিরেই ২য় পরিচ্ছেদে আগত জাবির-এর হাদীসেরও বিরোধিতা করছে যাতে আছে (لا إله الا الله) সর্বোত্তম যিক্‌র। সাধারণভাবে আবূ যার-এর হাদীস তাসবীহ এর শ্রেষ্ঠত্বের উপরও প্রমাণ বহন করছে। আর সেটাও জাবির-এর হাদীসের বিপরীত। যা সাধারণভাবে (لا إله الا الله) এর শ্রেষ্ঠত্বের উপর প্রমাণ বহন করছে। কুরতুবী এভাবে সমন্বয় সাধন করেছেন যার সারাংশ হল, নিশ্চয়ই এ যিক্‌রগুলোর কতকের উপর যখন কতকে সাধারণভাবে ব্যবহার করা হবে (অর্থাৎ- সর্বোত্তম কালাম বা আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় কালামকে), তখন এগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হবে যখন এগুলো মুসলিমে বিদ্যমান সামুরার [সর্বাধিক প্রিয় কালাম চারটি এগুলোর যে কোনটি দ্বারা তুমি শুরু করবে তোমার কোন ক্ষতি করবে না আর তা হল سبحان الله و الحمد لله ولا إله الا الله الله أكبر] এ হাদীসের দলীল কর্তৃক তার সমগোত্রীয়দের সাথে মিলিত হবে। এ ক্ষেত্রে অর্থের উপর নির্ভরশীল হওয়ারও সম্ভাবনা রাখছে। সুতরাং যে এগুলোর কতকের উপর সীমাবদ্ধ থাকবে তার জন্য যথেষ্ট হবে। কেননা এগুলোর সারাংশ হল সম্মান প্রদর্শন করা, পবিত্র সাব্যস্তকরণ। যে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করল সে তাঁর বড়ত্ব সাব্যস্ত করল আর যে তাঁর বড়ত্ব বর্ণনা করল সে তার পবিত্রতা সাব্যস্ত করল। কেউ কেউ বলেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি أَفْضَلُ الْكَلَامِ. أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ এবং আগত أَحَبُّ الْكَلَامِ এর পূর্বে একটি من অব্যয় উহ্য মানার মাধ্যমে সমন্বয় করা সম্ভব। কারণ أَفْضَلُ (সর্বোত্তম) ও أَحَبُّ (সর্বাধিক প্রিয়) শব্দদ্বয় অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে সমার্থক। ভাষ্যকার বলেন, মুসনাদে আহমাদে (৫ম খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠা) বর্ণিত

(أربع من أطيب الكلام وهن من القرآن لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)

হাদীসটি এ অভিমতটিকে শক্তিশালী করছে। যেহেতু সেখানে من অব্যয়টি প্রকাশ্য এসেছে। হাদীসে ঐ ব্যাপারে প্রমাণ আছে, নিশ্চয়ই এ চারটি কালিমাহ্ আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়, অচিরেই যা আসতেছে তা এর পরিপন্থী না আর তা হল (سبحان الله وبحمده) আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কালাম। কেননা এখানে এ চারটিরই অন্তর্ভুক্ত।

(وفى رواية أحب الكلام إلى الله أربع) অর্থাৎ- চারটি কালিমাহ্।

(سبحان الله) অর্থাৎ- আমি প্রত্যেক এমন জিনিস থেকে তাঁর পবিত্র সাব্যস্ত হওয়াতে বিশ্বাসী যা তার সত্তার সৌন্দর্য ও তার গুণাবলীর পূর্ণাঙ্গতার সাথে বেমানান আর তা মুক্ত করার স্থল নিয়ে এসেছেন যা ঐ অবস্থার উপর প্রমাণ বহন করে যে, নিশ্চয়ই তিনি উত্তম নামসমূহ ও সুউচ্চ গুণাবলীর সাথে গুণান্বিত এবং শুকরিয়া ও গুণকীর্তন প্রকাশের জন্য উপযুক্ত। আর তা গুণ বর্ণনা করার স্থল আর এজন্যই তিনি (الحمد لله) বলেছেন।

এরপর তিনি যে তাঁর ইতিবাচক ও নেতিবাচক গুণাবলীতে একক এদিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন (لا إلـه إلا الله)। অতঃপর তিনি ঐ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, তাঁর বড়ত্বের পরিধি এবং ইযার ও রিদার মহত্ত্বকে পরিকল্পনা করা যায় না। যা হাদীসে (الله أكبر) দ্বারা স্পষ্ট।

(لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ) অর্থাৎ- পাঠক তাসবীহগুলোর যে কোনটি দিয়ে শুরু করলে এগুলো পাঠের সাওয়াব সংরক্ষণে কোন ক্ষতি হবে না, কেননা কালিমাগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর মহত্ব ও পূর্ণতার যে অর্থ করা হয়েছে সেক্ষেত্রে এগুলোর প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র। কিন্তু হাদীসে যেভাবে এসেছে সে ধারাবাহিকতাটিই উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ। কারণ সেখানে প্রথমে আল্লাহর পবিত্রতা সাব্যস্তকরণ সূচক কালিমাহ্ سبحان الله এসেছে, পরে তাঁর প্রশংসাজ্ঞাপক কালিমাহ্ الحمد لله এসেছে। অতঃপর তাসবীহ ও তাহমীদযুক্ত কালিমাহ্ لا إلـه إلا الله দ্বারা উভয়ের মাঝে সমন্বয় কর হয়েছে, এরপর তাঁর বড়ত্বজ্ঞাপক কালিমাহ্ الله أكبر দ্বারা শেষ করা হয়েছে।

ইবনুল মালিক বলেন, অর্থাৎ- *সুব্হা-নাল্ল-হ* বা *আলহাম্দুলিল্লা-হ* বা *লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ* অথবা *আল্ল-হু আকবার* যে কোনটি দ্বারা তাসবীহ পাঠ শুরু করা বৈধ আছে। আর এটাই প্রমাণ করে যে, এগুলোর প্রতিটি বাক্যই স্বয়ংসম্পন্ন, উল্লেখিত সাজানো অনুযায়ী এগুলো উল্লেখ করা আবশ্যক না। তবে উল্লেখিত সাজানো অনুযায়ী উল্লেখ করা উত্তম।

শাওকানী বলেন, জানা উচিত যে, নিশ্চয়ই এ শব্দাবলীর মাঝে পতিত « و » এদের কতকে কতকের উপর আতফ করার জন্য আনা হয়েছে। যেমন অন্যান্য আতফ করা বিষয়াবলী। সুতরাং « و » ছাড়া এগুলোর উল্লেখ করা অতঃপর যিক্‌রকারী (سبحان الله الحمد لله ولا إلـه إلا الله الله أكبر) বলা অথবা এগুলো « وْ » সহ উল্লেখ হওয়া অতঃপর যিক্‌রকারী (سبحان الله الحمد لله ولا إلـه إلا الله الله أكبر) এভাবে বলা উল্লেখিত পদ্ধতিদ্বয়ের মাঝে প্রথমটি স্পষ্ট। কেননা নাবী রসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে খবর দিয়েছেন তারা এভাবে বলবে। সুতরাং উক্ত বিষয়টি হবে উল্লেখিত (واو) ছাড়া পদ্ধতি। যেমন নাবী রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত সকল শিক্ষাসমূহ।

٢٢٩٥ - [٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২২৯৫-[২] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : *সুব্হা-নাল্ল-হ* [আল্লাহ পবিত্র], *ওয়াল হাম্দুলিল্লা-হ* [আল্লাহর জন্য প্রশংসা], *ওয়ালা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ* [আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা'বূদ নেই], *ওয়াল্ল-হু আকবার* [আল্লাহ সর্বাপেক্ষা মহান] বলা, আমার কাছে সমগ্র বিশ্ব অপেক্ষাও বেশি প্রিয়। (বুখারী, মুসলিম)[৩৪০]

ব্যাখ্যা : (أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ) অর্থাৎ- দুনিয়া এবং তাতে সম্পদ ও অন্যান্য যা কিছু আছে সবকিছু আছে সব কিছু অপেক্ষা উত্তম। একমতে বলা হয়েছে তা সকল সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে ইঙ্গিত। ইবনুল 'আরাবী বলেন, এ সকল শব্দসমূহ এবং পৃথিবীর মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের তুলনা করা হয়েছে। আর শ্রেষ্ঠত্বের তুলনা করার শর্ত হল, দু'টি বস্তু মূল অর্থে এক হওয়া। অতঃপর একটি অপরটির উপর প্রাধান্য পাই। ইবনুল

---

[৩৪০] সহীহ : মুসলিম ২৬৯৫, তিরমিযী ৩৫৯৭, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৪১২, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ১৪২, শু'আবুল ঈমান ৫৯২, ইবনু হিব্বান ৮৩৪, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ৯, সহীহ আত্ তারগীব ১৫৪৫, সহীহ আল জামি' ৫০৩৭।

Contents

'আরাবী এর উত্তরে বলেন, যার সারাংশ হল নিশ্চয়ই (أُفعل) ওযন দ্বারা কখনো মূল ক্রিয়াকে উদ্দেশ্য করা হয়; শ্রেষ্ঠত্বের তুলনা উদ্দেশ্য করা হয় না। যেমন আল্লাহর বাণী,

﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيْلًا﴾ (সূরাহ্ আল ফুরক্বান ২৫ : ২৪) অর্থাৎ- সেদিন জান্নাতবাসীরা বাসস্থানের দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট ও বিশ্রামস্থলের দিক দিয়ে মনোরম হবে। অর্থাৎ- উল্লেখিত আয়াতে জান্নাতের ক্ষেত্রে (أفعل) এর ওযন তুলনা করা হয়নি। অথবা সম্বোধনটি অধিকাংশ মানুষের অন্তরে যা আছে তার উপর প্রয়োগ হবে। কেননা অধিকাংশ মানুষ এ বিশ্বাস করে থাকে যে, দুনিয়ার মতো কোন কিছু নেই আর দুনিয়াটাই মূল উদ্দেশ্য। অতঃপর আল্লাহ খবর দিয়েছেন, নিশ্চয়ই জান্নাত তাঁর নিকট তোমরা যা ধারণা করে থাক তার অপেক্ষা উত্তম। নিশ্চয়ই তাঁর মতো কোন কিছু নেই বা তার অপক্ষো উত্তম কোন কিছু নেই। এক মতে বলা হয়েছে এ উদ্দেশ্য হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে যে, এ সকল শব্দাবলী আমার নিকট দুনিয়াবর মালিক হয়ে তা দান করা অপেক্ষা উত্তম। সারাংশ হল এ শব্দাবলী বলার যে সাওয়াব দেয়া হয় তার পরিমাণ দুনিয়ার মালিক হওয়া, অতঃপর তা দান করা অপেক্ষা অধিক।

٢٢٩٦ ـ [٣] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২২৯৬-[৩] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দৈনিক একশ'বার পড়বে *'সুব্হা-নাল্ল-হি ওয়াবিহাম্‌দিহী'* (অর্থাৎ- আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর প্রশংসার সাথে)– তার গুনাহসমূহ যদি সমুদ্রের ফেনার মতো বেশি হয় তবুও তা মাফ করে দেয়া হবে। (বুখারী, মুসলিম)[৩৪১]

ব্যাখ্যা : (سُبْحَانَ اللّٰهِ) অর্থাৎ- আমি যথার্থভাবে আমি তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, অর্থাৎ- আমি তাঁকে প্রত্যেক ঘাটতি থেকে পবিত্র সাব্যস্ত করতেছি।

(وَبِحَمْدِهٖ) ক্বারী বলেন, অর্থাৎ- আমি তাঁর প্রশংসা সহ পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

(فِيْ يَوْمٍ) ইমাম ত্বীবী বলেন, অর্থাৎ- ব্যাপক সময়ে এতে নির্দিষ্ট কোন সময় জানা যায়নি। সুতরাং এ সময়সমূহ থেকে কোন সময়কে নির্দিষ্ট করা যাবে না।

মাযহার বলেন, শব্দ প্রয়োগের ব্যাপকতা থেকে বাহ্যত অনুভব করা যাচ্ছে, যে ব্যক্তি দিনে এটা একশতবার পাঠ করবে সে উল্লেখিত সাওয়াব পাবে চাই তা একসাথে পাঠ করুক বা আলাদাভাবে বিভিন্ন মাজলিসে পাঠ করুক। অথবা এগুলোর কতক দিনের প্রথমাংশে পাঠ করুক এবং কতক দিনের শেষাংশে পাঠ করুক। তবে উত্তম হল এগুলো দিনের প্রথমাংশে পরস্পরভাবে পাঠ করা।

(خَطَايَاهُ) অর্থাৎ- তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। ক্বারী বলেন, গুনাহ বলতে সগীরাহ্ কাবীরাহ্ সকল গুনাহ সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

'আয়নী বলেন, অর্থাৎ- এমন গুনাহ যা আল্লাহর অধিকার সংক্রান্ত কেননা মানুষের অধিকারসমূহ অধিকারীর সন্তুষ্ট ছাড়া মাফ হয় না।

[৩৪১] **সহীহ :** বুখারী ৬৪০৫, মুসলিম ২৬৯১, মুয়াত্ত্বা মালিক ৭১৩, ইবনু হিব্বান ৮২৯, সহীহ আল জামি' ৬৪৩১, তিরমিযী ৩৪৬৬, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৪১৭, ইবনু মাজাহ ৩৮১২, আহমাদ ৮০০৯, সহীহ আত্ তারগীব ১৫৯০।

ইমাম বাজী বলেন, এগুলো পাঠকারী ব্যক্তির গুনাহ মোচনের কাফ্ফারাহ্ স্বরূপ হয়ে যাবে। যেমন তাঁর বাণী, "নিশ্চয়ই পুণ্য কাজসমূহ পাপ কাজসমূহকে মিটিয়ে দেয়।" (সূরাহ্ হূদ ১১ : ১১৪)

(وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ)«الزبد» বলা হয় ফেনা বা ফেনা জাতীয় পদার্থকে যা প্রবল তরঙ্গের সময় পানির উপর ভেসে উঠে। এর মাধ্যমে আধিক্যতার দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য। ক্বাযী 'ইয়ায বলেন, (لا إله إلا الله) সম্পর্কে ৯ম অধ্যায়ের আবূ হুরায়রার হাদীসে "তার থেকে একশত গুনাহকে মিটিয়ে দেয়া হবে" এ উক্তির সাথে "যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয় তথাপিও তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে"– এ উক্তি (لا إله إلا الله) পাঠের উপর (سبحان الله) পাঠের শ্রেষ্ঠত্বকে জানিয়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ- যেহেতু সমুদ্রের ফেনার সংখ্যা শত শত গুণ। অথচ (لا إله إلا الله) এর হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি (لا إله إلا الله) এর 'আমাল করবে তার অপেক্ষা উত্তম 'আমাল আর কেউ করতে পারবে না। সুতরাং উভয়ের মাঝে এভাবে সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে যে, উল্লেখিত (لا إله إلا الله) পাঠ সর্বোত্তম এবং তাতে পুণ্যসমূহ লিপিবদ্ধকরণ ও গুনাহসমূহ মিটানোর যে অতিরিক্ততা আছে তা, অতঃপর এ সত্ত্বেও দাস মুক্ত করার যে মর্যাদা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং শায়ত্বন থেকে রক্ষা পাওয়ার যে কথা বলা হয়েছে তা তাসবীহ পাঠের শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর সমস্ত গুনাহ মিটিয়ে দেয়ার উপর এক অতিরিক্ত অর্জন। কেননা প্রমাণিত আছে, যে ব্যক্তি একটি দাস মুক্ত করবে আল্লাহ ঐ মুক্ত দাসের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে মুক্তকারীর একটি করে অঙ্গ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন। একটি দাস মুক্ত করার কারণে তার থেকে গুনাহ মোচনের বিশেষ সংখ্যা সীমাবদ্ধের পর ব্যাপকভাবে সমস্ত গুনাহ মোচন অর্জন হল। সেই সাথে শায়ত্বন থেকে রক্ষা পাওয়া, অতিরিক্ত একশত মর্যাদা লাভের সাথে (لا إله إلا الله) পাঠের মাধ্যমে একের অধিক দাস মুক্ত করবে তার কোন গুনাহ থাকতে পারে না।

٢٢٩٧ ـ[٤] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِيْ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهٖ إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২২৯৭-[৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় একশ'বার পড়বে *'সুব্হা-নাল্ল-হি ওয়াবিহাম্‌দিহী'* (অর্থাৎ- আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর প্রশংসার সাথে)– ক্বিয়ামাতের দিন তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বাক্য নিয়ে কেউ উপস্থিত হতে পারবে না, সে ব্যক্তি ব্যতীত যে এর সমপরিমাণ বা এর চেয়ে বেশি পড়বে। (বুখারী, মুসলিম)[৩৪২]

ব্যাখ্যা : (مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِيْ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ مِائَةَ مَرَّةٍ) ক্বারী বলেন, অর্থাৎ- সকাল সন্ধ্যায় যে ব্যক্তি এ তাসবীহ এর কতক সকালে এবং কতক সন্ধ্যায় পাঠ করবে অথবা এগুলোর সবটুকু উভয় সময়ে পাঠ করবে আর এ অর্থটিই সর্বাধিক স্পষ্ট।

(إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ) লাম্'আত গ্রন্থকার বলেন, অর্থ বর্ণনাতে কৌশল অবলম্বন করা আবশ্যক, অর্থাৎ- এভাবে বলা (তার মত এবং তার অপেক্ষা উত্তম 'আমাল কেউ করতে পারে না তবে

[৩৪২] সহীহ : মুসলিম ২৬৯২, তিরমিযী ৩৪৬৯, আহমাদ ৮৮৫৫, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ১৭, সহীহ আত্ তারগীব ৬৫৩, সহীহ আল জামি' ৬৪২৫।

যে ব্যক্তি তার মতো তাসবীহ পাঠ করবে সে তার মতো সাওয়াব লাভ করবে অথবা যে ব্যক্তি তার অপেক্ষা বেশি পাঠ করবে সে তার অপেক্ষা বেশি সাওয়াব লাভ করবে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

ইমাম ত্বীবী বলেন, উল্লেখিত তাসবীহ পাঠকারী যে 'আমাল করবে তা সর্বোত্তম 'আমাল ঐ সকল 'আমাল অপেক্ষা যা তাসবীহ পাঠকারী ছাড়া অন্য কেউ করবে। তবে যে ব্যক্তি তাসবীহ পাঠকারীর মতো 'আমাল করবে বা তার অপেক্ষা বেশি 'আমাল করবে তার কথা আলাদা।

এখন কেউ যদি বলে বৃদ্ধি করা কিরূপে বৈধ অথচ বিদ্বানগণ বলেছে, সংখ্যার ক্ষেত্রে শারী'আতের সীমারেখা অতিক্রম করা বৈধ না? উত্তরে আমরা বলব : যখন হাদীস বৃদ্ধি পাওয়ার ধরণটি সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হল তখন জানা গেল যে, এটি সে পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত না যেমন সলাতের রাক্'আত বা অনুরূপ কিছুর সংখ্যা। সুতরাং সংখ্যাতে একেবারেই বৃদ্ধি করা বৈধ হবে না বিষয়টি এমনটি নয়। অথবা হাদীসে বৃদ্ধি করা থেকে কল্যাণকর কাজে বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য। অনুরূপ লাম্'আতে আছে।

٢٢٩٨ ـ[٥] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২২৯৮-[৫] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দু'টি খুব সংক্ষিপ্ত বাক্য যা বলতে সহজ অথচ (সাওয়াবের) পাল্লায় ভারী এবং আল্লাহর নিকট পছন্দনীয়, তা হলো "*সুবহা-নাল্ল-হি ওয়া বিহামদিহী, সুবহা-নাল্ল-হিল 'আযীম*"। (বুখারী, মুসলিম)[৩৪৩]

ব্যাখ্যা : (كَلِمَتَانِ) অর্থাৎ- দু'টি পূর্ণাঙ্গ বাক্য। আর (الكلمة) শব্দকে বাক্য বুঝানোর জন্য প্রয়োগ হয়। যেমন বলা হয় (كلمة الإخلاص) এবং (كلمة الشهادة)। সিনদী বলেন, হাদীসে (كلمة) দ্বারা আভিধানিক দৃষ্টিকোণ উদ্দেশ্য বা সমাজের মানুষ সাধারণত (كلمة) বলতে যা বুঝে থাকে তা উদ্দেশ্য। নাহুর দৃষ্টিকোণ উদ্দেশ্য না।

আলোচ্য হাদীসে বিধেয়কে উদ্দেশের আগে এনে শ্রোতার আগ্রহ আকর্ষণ করা হয়েছে। আর বিধেয়-এর বর্ণনার ক্ষেত্রে বাক্য যখনই দীর্ঘতা লাভ করবে তখন তাকে উদ্দেশের পূর্বে আনা উত্তম হবে। কেননা সুন্দর গুণাবলীর আধিক্যতা উদ্দেশের ব্যাপারে শ্রোতার আগ্রহ বৃদ্ধি করে। ফলে তা অন্তরে বদ্ধমূল হয় এবং গ্রহণযোগ্যতায় অধিক উপযোগী। সিনদী বলেন, বাহ্যিক দিক থেকে বুঝা যায় (كلمتان) উক্তিটি (سبحان الله) শেষ পর্যন্ত। এর খবর বা বিধেয়। তার দিকে শ্রোতার আগ্রহ সৃষ্টির জন্য তাকে উদ্দেশের আগে আনা হয়েছে।

(خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ) অর্থাৎ- বাক্যদ্বয়ের অক্ষরসমূহ নরম হওয়ার দরুন জিহ্বাতে সহজেই উচ্চারিত হয়ে থাকে। কেননা বাক্যদ্বয়ে 'আরবীয়দের নিকট পরিচিত কোন শক্ত অক্ষর নেই।

(ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ) অর্থাৎ- প্রকৃতপক্ষেই তা সাওয়াবের পাল্লায় ভারী। হাফিয বলেন, 'আমালের স্বল্পতা ও সাওয়াবের আধিক্যতার বর্ণনা দেয়ার্থে পাল্লাকে হালকা ও ভারত্বের মাধ্যমে বিশেষিত করা হয়েছে।

---

[৩৪৩] **সহীহ :** বুখারী ৬৬৮২, মুসলিম ২৬৯৪, তিরমিযী ৩৪৬৭, ইবনু মাজাহ ৩৮০৬, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৪১৩, আহমাদ ৭১৬৭, শু'আবুল ঈমান ৫৮৫, ইবনু হিব্বান ৮৪১, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ৮, সহীহ আত্ তারগীব ১৫৩৭, সহীহ আল জামি' ৪৫৭২।

'আল্লামাহ্ সিনদী বলেন, বাক্যদ্বয়ের উত্তম শৃঙ্খলা, অক্ষরের কমতি হওয়ার দরুন জিহ্বাতে এদের উচ্চারণে সহজতা থাকায় তা হালকা। হালকা হওয়ার অপর কারণ বাক্যদ্বয় আল্লাহর সম্মানিত নামকে অন্তর্ভুক্ত করেছে যার যিক্রে মেজাজ অনুগত হয়। আর আল্লাহর কাছে সম্মানের দিক থেকে বাক্যদ্বয়ের শব্দের বড়ত্বের কারণে তা দাড়িপাল্লায় ভারি। ইমাম ত্বীবী বলেন, "হালকা" কথাটিকে সহজ অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ভারি বলতে আহলুস্ সুন্নাহ এর কাছে মূল অর্থই উদ্দেশ্য, কেননা 'আমালসমূহ মাপার সময় দাড়িপাল্লাতে অবয়ব দান করা হবে। আর মীযান বা দাড়িপাল্লা ঐ জিনিস ক্বিয়ামাতের দিন যার মাঝে বান্দাদের 'আমালসমূহ ওযন দেয়া হবে। আর পাল্লার ধরণ সম্পর্কে অনেক উক্তি আছে তবে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত নিশ্চয়ই তা অনুভূতিশীল গঠনের কাটা বিশিষ্ট ও দু'টি পাল্লা বিশিষ্ট হবে। আল্লাহ তা'আলা 'আমালসমূহকে বাহ্যিক ওযনে পরিণত করবেন। এক মতে বলা হয়েছে, আমালের খাতাসমূহ ওযন করা হবে। পক্ষান্তরে 'আমাল হল সম্মান আর সম্মানকে ওযন করা অসম্ভব। কেননা সম্মান মূলত ওযনযোগ্য না। সুতরাং 'আমালসমূহকে ভারত্ব বা হালকার সাথে গুণান্বিত করা যাবে না। আর একে সমর্থন করছে (بِطَاقَة) তথা কার্ডের হাদীস। যা ইমাম তিরমিযী সংকলন করেছেন ও হাসান বলেছেন। ইমাম হাকিমও একে সংকলন করেছেন ও সহীহ বলেছেন। তার বর্ণনাতে আছে "অতঃপর খাতাসমূহ এক পাল্লাতে এবং কার্ড আরেক পাল্লাতে রাখা হবে"।

আবার কারো মতে, 'আমালসমূহকে অবয়ব দান করা হবে অতঃপর তা উত্তম আকৃতিতে আনুগত্যশীলদের 'আমালে পরিণত হবে এবং নিকৃষ্ট আকৃতিতে পাপীদের 'আমালে পরিণত হবে। এরপর ওযন দেয়া হবে। হাফিয বলেন, বিশুদ্ধ মতানুযায়ী 'আমালসমূহকেই ওযন দেয়া হবে। ইবনু হিব্বান আবুদ্ দারদা থেকে একে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন তাতে আছে "ক্বিয়ামাতের দিন সচ্চরিত্র অপেক্ষা ভারী কোন জিনিস মীযানের পাল্লায় পরিমাপ করা হবে না"।

'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, 'আমাল যেহেতু স্থির থাকে না বরং নিঃশেষ হয়ে যায়– এ ক্রটি সাব্যস্ত করে 'আমালসমূহ ওযন করা অসম্ভব হওয়ার ব্যাপারে কৃত উক্তি খুবই দুর্বল। বরং তা বাতিল। বর্তমানে প্রাকৃতিক বিদ্যার অধিকারীরা একে বাতিল বলে ঘোষণা দিয়েছে। আর তারা নিশ্চিত করেছে উক্তিসমূহ শেষ হয়ে যায় না বরং তা শূন্যে বিদ্যমান থাকে যাকে সংরক্ষণ করা সম্ভব। আর তারা কথা ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ইলেক্ট্রিক যন্ত্র আবিষ্কারের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। হাদীসে ঐ দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সকল দায়িত্ব অর্পণমূলক নির্দেশ কষ্টকর, আবার অন্তরের উপরেও ভারী। তবে এ 'আমালসমূহ দাড়িপাল্লাতে ভারি হওয়া সত্ত্বেও নাফ্সের উপর সহজ হালকা, সুতরাং এ ক্ষেত্রে শিথিলতা উচিত না। আসারে (তথা সহাবীদের উক্তি) আছে, 'ঈসা আলায়হিস্ সালাম-কে প্রশ্ন করা হল পুণ্য ভারি হবে এবং পাপ হালকা হবে, তার কারণ কি? উত্তরে তিনি বললেন, কেননা পুণ্যসমূহের তিক্ততা উপস্থিত এবং তার মিষ্টতা অনুপস্থিত থাকে, সুতরাং তা ভারি। অতএব তার ভারত্ব যেন তা বর্জনের ব্যাপারে তোমাকে উৎসাহিত না করে। পক্ষান্তরে পাপের মিষ্টতা উপস্থিত, তিক্ততা অনুপস্থিত (সাধারণত তা পরকালে দেয়া হয়ে থাকে) এজন্য পাপ তোমাদের ওপর হালকা, সুতরাং তার হালকা হওয়া তাতে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে তোমাদের যেন উৎসাহিত না করে। কেননা পাপের কাজের মাধ্যমে ক্বিয়ামতের দিন মীযানসমূহ হালকা হয়ে যাবে।

সিনদী বলেন, (حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ) এর অর্থ হল নিশ্চয়ই এ দু'টি বাক্য আল্লাহ তা'আলার কাছে অধিক প্রিয় হওয়ার সাথে গুণান্বিত। অন্যান্য হাদীসগুলো থেকে যা বুঝা যাচ্ছে। যেমন আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় বাক্য হল (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ)। অন্যথায় সকল যিক্র আল্লাহর কাছে

প্রিয়। এক মতে বলা হয়েছে, এ বাক্যদ্বয়ের পাঠকারী আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়া উদ্দেশ্য আর বান্দাকে আল্লাহর ভালবাসা বলতে বান্দার প্রতি কল্যাণ পৌঁছানোর ইচ্ছা করা এবং তাকে সম্মান দান করা। বাক্যে আল্লাহর উত্তম নামসমূহ থেকে রহমান নামকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কারণ এর দ্বারা বান্দার ওপর আল্লাহর রহমাতের প্রশস্ততা বর্ণনা করে দেয়া উদ্দেশ্য। যেমন অল্প কাজের জন্য তিনি অফুরন্ত প্রতিদান দিয়ে থাকেন। হাদীসে তাহমীদ বা আল্লাহর প্রশংসার বাণী পাঠ অপেক্ষা পবিত্রতা ঘোষণার বাণীতে অধিক মনোযোগ দেয়া হয়েছে আর তা আল্লাহকে পবিত্র সাব্যস্তকারীদের বিরোধিতাকারীর আধিক্যতার কারণে। আর এটা বুঝা গেছে আল্লাহর (سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ) এ বাণীতে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা বারংবার করার কারণে।

٢٢٩٩ -[٦] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ: قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟» فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: «يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَفِيْ كِتَابِهِ: فِيْ جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ: «أَوْ يُحَطُّ» قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُوسٰى فَقَالُوْا: «وَيُحَطُّ» بِغَيْرِ أَلِفٍ هٰكَذَا فِيْ كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ.

২২৯৯-[৬] সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে ছিলাম। এ সময় তিনি (ﷺ) বললেন, তোমাদের কেউ কি একদিনে এক হাজার নেকী অর্জন করতে সক্ষম? তার সাথে বসা লোকদের কেউ বললেন, আমাদের কেউ কিভাবে একদিনে এক হাজার নেকী আদায় করতে সক্ষম হবেন? তখন তিনি (ﷺ) বললেন, কেউ যদি একদিনে একশ'বার *"সুব্‌হা-নাল্ল-হ"* পড়ে তাহলে এতে তার জন্য এক হাজার নেকী লেখা হবে অথবা তার এক হাজার গুনাহ মাফ করা হবে। (মুসলিম)[৩৪৪]

সহীহ মুসলিমে মূসা আল জুহানী-এর সকল বর্ণনায়, أَوْ يُحَطُّ শব্দ উল্লেখ আছে عَنْهُ শব্দটি নেই। তবে আবূ বাক্‌র আল বারক্বানী বলেন, শু'বাহ্, আবূ 'আওয়ানাহ্ এবং ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ, ক্বাত্তান, জুহানী হতে যেসব বর্ণনা করেছেন তাতে وَيُحَطُّ রয়েছে। এতে وَ -এর আগে أَلِفُ অক্ষরটি নেই। হুমায়দী-এর কিতাবেও অনুরূপ রয়েছে।

ব্যাখ্যা : (لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ) কেননা একটি পুণ্য কর্ম সম্পাদনে তার দশগুণ সাওয়াব দেয়া হয়। আর এটি হল কুরআনে "যে ব্যক্তি একটি পুণ্য কাজ সম্পাদন করবে তার জন্য থাকবে সে পুণ্যের দশগুণ সাওয়াব আর যাকে ইচ্ছা তাকে আরও বেশি দান করেন"– (সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ১৬)। এ উক্তি দ্বারা বর্ণিত সর্বনিম্ন গুণ বৃদ্ধি।

(أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ) এটি মূলত আল্লাহর ("নিশ্চয়ই পুণ্যসমূহ পাপকে দূর করে দেয়"– সূরাহ্ হূদ ১১ : ১১৪) এ উক্তির কারণে। আর এতে ঐ ব্যাপারে ইঙ্গিত রয়েছে যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পুণ্য পাপসমূহকে মিটিয়ে

[৩৪৪] **সহীহ :** মুসলিম ২৬৯৮, তিরমিযী ৩৪৬৩, ইবনু হিব্বান ৮২৫, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ১৪৯, শু'আবুল ঈমান ৫৯৩, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ১১, সহীহাহ্ ৩৬০২, সহীহ আত্ তারগীব ১৫৪৪, সহীহ আল জামি' ২৬৬৫।

দেয়। ইয়াহ্ইয়ার বর্ণনাতে কিছুটা ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। অতঃপর মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার তিরমিযীতে তার থেকে "ওয়াও" বর্ণের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন আর ইমাম আহমাদ 'আলিফ' বর্ণের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। আর আমার কাছে ('উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী) দু'টি বর্ণনার একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেয়ার বিষয় স্পষ্ট হয়নি। সম্ভবত দু'টি বিষয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন করা একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেয়া অপেক্ষা উত্তম। ক্বারী মিরকাতে বলেন, "ওয়াও" কখনো "আও" অর্থে ব্যবহৃত হয়, সুতরাং উভয় বর্ণনার মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই। হাদীসের যেন এভাবে হবে, নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি এ তাসবীহগুলো পাঠ করবে এমতাবস্থায় তার গুনাহ না থাকলে তার জন্য এক হাজার পুণ্য লিখা হবে আর পাপ থাকলে কিছু পাপ মিটানো হবে এবং পুণ্য লিখা হবে।

٢٣٠٠ - [٧] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَيُّ الْكَلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَا اصْطَفَى اللهُ لِمَلَائِكَتِهٖ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৩০০-[৭] আবূ যার গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ কালাম (বাক্য) সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ? এ কথা শুনে তিনি (ﷺ) বললেন, যে কালাম আল্লাহ তা'আলা তাঁর মালায়িকাহ্'র (ফেরেশ্তাগণের) জন্য পছন্দ করেছেন তা হলো, *'সুব্হা-নাল্ল-হি ওয়াবিহাম্দিহী'*। (মুসলিম)[৩৪৫]

ব্যাখ্যা : (لِمَلَائِكَتِهٖ) তিনি তার মালায়িকাহ্'র (ফেরেশতাদের) জন্য যে যিক্র নির্বাচন করেছেন এবং যার উপর অটল থাকতে তাদেরকে আদেশ করেছেন ত অধিক মর্যাদাযুক্ত হওয়ার কারণে। এ হাদীসে এমন কিছু নেই যা সীমাবদ্ধতার উপর প্রমাণ বহন করে। সুতরাং যা বলা হয়ে থাকে যে, হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে নিশ্চয়ই ফেরেশতারা শুধুমাত্র এ বাণী দ্বারা কথা বলে থাকে তা বিদূরীত হল। যেহেতু মালায়িকাহ্ থেকে আরও অনেক যিক্র তাসবীহ, দু'আ প্রমাণিত রয়েছে।

(سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ) ইমাম ত্বীবী বলেন, এতে মালায়িকাহ্ সম্পর্কে বর্ণনা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী : "আর আমরা আপনার প্রশংসা সহকারে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি ও সাব্যস্ত করি।"

(সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ৩০)

এ উক্তির দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। আর (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ) বিগত হওয়া চারটি বাক্য (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) এর সংক্ষিপ্ত রূপ হতে পারে, কেননা (سُبْحَانَ اللهِ) আল্লাহর মর্যাদার সাথে উপযুক্ত না এমন বিষয় থেকে আল্লাহর সত্তাকে পবিত্র সাব্যস্ত করা, সকল অপূর্ণাঙ্গতা থেকে তার গুণাবলীকে পবিত্র সাব্যস্ত করা নিশ্চিত করে। সুতরাং এর মাঝে (لا إله إلا الله) এর অর্থ প্রবেশ করবে এবং তার (بحمده) উক্তি (الحمد لله) এর অর্থের ক্ষেত্রে স্পষ্ট। যা (الله أكبر) এর অর্থকে আবশ্যক করে নিচ্ছে, কেননা প্রত্যেক মর্যাদা এবং মর্যাদাসমূহ যখন আল্লাহর জন্য ও আল্লাহর তরফ থেকে হবে এবং এ থেকে কোন কিছু তিনি ছাড়া অন্য কারো থেকে হবে না তখন তার অপেক্ষা বড়ও কেউ হতে পারে না। যদি তুমি বল এর মাধ্যমে তো তাসবীহ তাহলীল অপেক্ষা উত্তম হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ছে? উত্তরে আমি বলব, এটা আবশ্যক হয়ে পড়ছে না। কেননা তাহলীল তাওহীদের ক্ষেত্রে স্পষ্ট পক্ষান্তরে তাসবীহ তাহলীলকে অন্তর্ভুক্তকারী।

---

[৩৪৫] সহীহ : মুসলিম ২৭৩১, তিরমিযী ৩৫৯৩, সহীহ আত্ তারগীব ১৫৩৮।

Contents

হাদীসটিকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। মুসলিমের অপর এক বর্ণনাতে আছে আবূ যার বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি কি তোমাকে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় বাক্য সম্পর্কে সংবাদ দিব না? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় বাক্য সম্পর্কে সংবাদ দিন তখন তিনি বললেন, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় বাক্য হল (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ)।

٢٣٠١ -[٨] وَعَن جوَيْرِيَة أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِيْ مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحٰى وَهِيَ جَالِسَةٌ قَالَ: «مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِيْ فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضَاءَ نَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৩০১-[৮] উম্মুল মু'মিনীন জুওয়াইরিয়্যাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী ﷺ ফাজ্‌রের সলাতের পর খুব ভোরে তাঁর নিকট হতে বের হলেন। তখন জুওয়াইরিয়্যাহ্ নিজ সলাতের জায়গায় বসা। তারপর তিনি (ﷺ) যখন ফিরে আসলেন তখন সূর্য বেশ উপরে উঠে এসেছে। আর জুওয়াইরিয়্যাহ্ তখনো সলাতের জায়গায় বসে আছেন। তিনি (ﷺ) তাঁকে বললেন, আমি তোমার কাছ থেকে চলে যাওয়ার সময় যে অবস্থায় তুমি ছিলে, এখনো কি সে অবস্থায় আছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন নাবী ﷺ বললেন, তোমার কাছ থেকে যাওয়ার পর আমি মাত্র চারটি কালিমাহ্ তিনবার পড়েছি, যদি তুমি এ পর্যন্ত যা পড়েছ তার সাথে আমার পড়া কালাম ওযন দেয়া হয় তাহলে এর ওযনই বেশি হবে। (বাক্যগুলো হলো) *"সুব্‌হা-নাল্ল-হি ওয়া বিহামদিহী, 'আদাদা খলক্বিহী, ওয়া রিযা- নাফসিহী, ওয়া যিনাতা 'আরশিহী, ওয়া মিদা-দা কালিমা-তিহী"* (অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলার পূত-পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর প্রশংসার সাথে, তাঁর সৃষ্টির সংখ্যা পরিমাণ, তাঁর সন্তুষ্টি পরিমাণ, তার 'আর্‌শের ওযন পরিমাণ ও তাঁর বাক্যসমূহের সংখ্যা পরিমাণ।)। (মুসলিম)[৩৪৬]

ব্যাখ্যা : (وَهِيَ جَالِسَةٌ) অর্থাৎ- সে তার সলাতের স্থানেই আছে। আবূ দাউদের এক বর্ণনাতে আছে, অতঃপর নাবী ﷺ বের হলেন এমতাবস্থায় জুওয়াইরিয়্যাহ্ তার সলাতের স্থানে ছিলেন। নাবী ﷺ আবার যখন ফিলে আসলেন তখনও জুওয়াইরিয়্যাহ্ তার সলাত আদায়স্থলে ছিলেন। আহমাদ, তিরমিযী ও নাসায়ীর এক বর্ণনাতে আছে, নিশ্চয়ই নাবী ﷺ ভোরে জুওয়াইরিয়্যাহ্'র পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন এমতাবস্থায় জুওয়াইয়রিয়্যাহ্ মাসজিদে দু'আ করছিলেন, এরপর নাবী ﷺ অর্ধ দিবসের সময় তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছেন।

ইবনু মাজাতে আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ জুওয়াইরিয়্যাহ্'র পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন যখন তিনি (ﷺ) ফাজ্‌রের সলাত আদায় করলেন অথবা ফাজ্‌রের সলাত আদায়ের পর। এমতাবস্থায় জুওয়াইরিয়্যাহ্ আল্লাহর যিক্‌র করছিলেন, এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে আসলেন যখন বেলা উপরে উঠে গেল অথবা বলেছেন অর্ধ দিবসে, এমতাবস্থাতে জুওয়াইরিয়্যাহ্ ঐভাবেই ছিলেন।

---

[৩৪৬] সহীহ : মুসলিম ২৭২৬, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ১২৭, শু'আবুল ঈমান ৫৯৬, সহীহ আদাবুল মুফরাদ ৫০৪/৬৪৭, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ১২, সহীহাহ্ ২১৫৬, সহীহ আত্ তারগীব ১৫৭৪, সহীহ আল জামি' ৫১৩৯, ইবনু খুযায়মাহ্ ৭৫৩।

(وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ) কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হল সংখ্যাতে তার সমান। আবার কারো মতে নিঃশেষ না হওয়ার ক্ষেত্রে তার সমান। কেউ কেউ এটি বলেছেন যে, আধিক্যতার ক্ষেত্রে তার সমান। مَدَدٌ-এর ন্যায় (المداد) শব্দটি ক্রিয়ামূল অর্থ আধিক্যতা।

নিহায়াহ্ গ্রন্থে আছে তার সংখ্যার সমান। কেউ কেউ বলেছেন, আধিক্যতার ক্ষেত্রে কাইল, ওযন, আযান বা সীমাবদ্ধকরণ ও পরিমাপকরণের অন্যান্য মানদণ্ডের মতো বা সমান একটি মাপ। এটা একটি উপমা পেশকরণ যার মাধ্যমে নিকটবর্তীকরণ উদ্দেশ্য করা হয়। কেননা কথা পরিমাপ ও ওযনের মাঝে প্রবেশ করে না। তা কেবল সংখ্যাতে প্রবেশ করে।

বিদ্বানগণ বলেন, এখানে সংখ্যার ব্যবহার রূপক। কেননা আল্লাহর বাণীসমূহ সংখ্যা এবং অন্য কিছু দ্বারা পরিসংখ্যান করা যায় না। উদ্দেশ্য আধিক্যতার ক্ষেত্রে বেশি করা, কেননা প্রথমে সৃষ্টির সংখ্যা সীমাবদ্ধ করে এমন অধিক সংখ্যা উল্লেখিত হয়েছে। অতঃপর এর অপেক্ষা আরও বড় কিছুর দিকে অগ্রসর হয়েছে এবং এর মাধ্যমে তাকে প্রকাশ করেছে। অর্থাৎ- কোন সংখ্যা দ্বারা যাকে পরিসংখ্যান করা যায় না। যেমন আল্লাহর বাণীসমূহ পরিসংখ্যান করা যায় না। একে ইমাম নাবাবী বর্ণনা করেছেন। লাম্'আত প্রণেতা বলেন, এটা একটি দাবীকরণ এবং আধিক্যতাতে বেশিকরণ।

সিনদী বলেন, যদি তুমি বল নিশ্চয়ই তাসবীহ সর্বাধিক পবিত্র সত্তার সাথে উপযুক্ত না এমন সকল কিছু থেকে তাকে পবিত্র সাব্যস্তকরণ বুঝানো সত্ত্বেও উল্লেখিত সংখ্যার সাথে তাসবীহকে জড়িয়ে দেয়া কিরূপে বিশুদ্ধ হতে পারে? অথচ তা তার সত্তার ক্ষেত্রে একই বিষয় যা সংখ্যাকে গ্রহণ করে না। বক্তা থেকে তা প্রকাশের বিবেচনায় তাতে এ সংখ্যা বিবেচনা করা সম্ভব না। কেননা বক্তা এ ব্যাপারে ক্ষমতা রাখে না আর যদিও ঐ ব্যাপারে বক্তার সক্ষমতাকে ধরেও নেয়া হয় তাহলে অবশ্যই তাসবীহের সাথে এ সংখ্যার সম্পর্ক বিশুদ্ধ হবে না তবে বক্তা থেকে এ সংখ্যার মাধ্যমে এবং এ ব্যাপারে দৃঢ়তা প্রকাশের পর। পক্ষান্তরে (سبحان الله) একবার বললে এ সংখ্যা অর্জন হবে না। আমি বলব, সম্ভবত এ সীমাবদ্ধতাটি বক্তা থেকে এ সংখ্যার মাধ্যমে তাসবীহ প্রকাশ পাওয়া সর্বাধিক পবিত্র সত্তার অধিকারের লক্ষ্যের সাথে জড়িত।

٢٣٠٢ - [٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهٗ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهٗ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهٗ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهٗ ذٰلِكَ حَتّٰى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهٖ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৩০২-[৯] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি দিনে একশ'বার পড়বে *"লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা- শারীকা লাহূ লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্‌দু ওয়াহুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর"* (অর্থাৎ- আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা'বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শারীক নেই, তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা এবং তিনি হচ্ছেন সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান) তার দশটি গোলাম মুক্ত করে দেয়ার সমপরিমাণ সাওয়াব হবে। তার জন্য একশ' নেকী লেখা হবে, তার একশ'টি গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, তার জন্য এ দু'আ ঐ দিনের সন্ধ্যা পর্যন্ত শায়ত্বন হতে বেঁচে থাকার জন্য রক্ষাকবচ

হবে এবং সে যে কাজ করেছে তার চেয়ে উত্তম কাজ অন্য কেউ করতে পারবে না, কেবল ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে এর চেয়ে বেশী পড়বে। (বুখারী, মুসলিম)[৩৪৭]

ব্যাখ্যা : (فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ) এক সাথে অথবা আলাদাভাবে। (عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ) ত্বীবী বলেন, এ হাদীসে (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ) পাঠ করাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ গুনাহ মোচনকারী করা হয়েছে, পক্ষান্তরে তাসবীহ এর হাদীসে তাসবীহ পাঠ করাকে সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ গুনাহ মোচনকারী করা হয়েছে। সুতরাং তাসবীহ পাঠ করা সর্বোত্তম হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ছে। অথচ (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ) পাঠের হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ) পাঠকারী তা পাঠ করে যে সাওয়াব অর্জন করবে অন্য কোন 'আমালকারী তার অপেক্ষা উত্তম 'আমাল করতে পারবে না। এ ব্যাপারে ক্বাযী 'ইয়ায উত্তর প্রদান করেছেন যে, এ হাদীসে উল্লেখিত (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ) পাঠ সর্বোত্তম, কেননা এর প্রতিদান গুনাহসমূহ মোচন করা, দশজন দাস মুক্ত করা একশত পুণ্য সাব্যস্ত করা এবং শায়ত্বন থেকে রক্ষা পাওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে। (حَتّٰى يُمْسِيَ) ইবনু হাজার এক বর্ণনাতে আছে, ঐ দিন রাত পর্যন্ত। অর্থাৎ- অবশিষ্ট দিন বা পূর্ণাঙ্গ দিন। ক্বারী বলেন, পারস্পরিক বিপরীতমুখী এর বাহ্যিক দিক হল, যখন রাত্রে বলবে তখন (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ) পাঠ ঐ ব্যক্তির জন্য ঐ রাতে সকালে উপনীত হওয়া পর্যন্ত শায়ত্বন থেকে রক্ষা পাওয়ার কারণ হবে। অতঃপর হাদীসের ভাষ্য বর্ণনাকারী থেকে সংক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রাখছে অথবা বিপরীত দিক স্পষ্ট হওয়ার কারণে তিনি তা ছেড়ে দিয়েছেন।

'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন : হাফিয ফাত্হুল বারীতে বলেছেন, তার উক্তি "আর سبحان الله পাঠ ঐ ব্যক্তির জন্য শায়ত্বন থেকে বাঁচার কারণ হবে"। ইবনুস্ সুন্নী এর ২৫ পৃষ্ঠাতে 'আব্দুল্লাহ সা'ঈদ-এর বর্ণনাতে আছে, "সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে সংরক্ষণ করবেন" তাতে একটু বেশি উল্লেখ করেছেন যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় অনুরূপ বলবে তার জন্যও অনুরূপ হবে।

ইমাম নাবাবী বলেন, হাদীসটি প্রয়োগের বাহ্যিক দিক হল নিশ্চয়ই হাদীসটিতে উল্লেখিত এ সাওয়াব ঐ ব্যক্তির জন্য অর্জন হবে যে ব্যক্তি এ (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ) ঐ দিনে একশতবার বলবে চাই সে তা ধারাবাহিকভাবে বলুক, চাই বৈঠকসমূহে বিচ্ছিন্নভাবে বলুক চাই এর কতক দিনের শুরুতে পাঠ করুক আর কতক দিনের শেষে পাঠ করুক। তবে উত্তম হল এগুলো দিনের শুরুতে ধারাবাহিকভাবে এক সাথে পাঠ করা যাতে সমস্ত দিন শায়ত্বন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এমনিভাবে রাত্রের শুরুতে যাতে সমস্ত রাত শায়ত্বন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

(إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ) অর্থাৎ- এমন ব্যক্তি ছাড়া যে তার অপেক্ষা বেশি 'আমাল করবে সে তার উপর অধিক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে। ইবনু 'আবদুল বার বলেন, হাদীসটিতে ঐ ব্যাপারে অবহিতকরণ রয়েছে, যে একশত সংখ্যা যিক্রের ক্ষেত্রে শেষ সীমা এবং খুব কম লোকই এর বেশি বলতে পারবে। এ সংখ্যার উপর বৃদ্ধি করবে। তিনি ব্যতিক্রমের বর্ণনা দিয়েছেন যাতে এ ধারণা না হয় যে, এ সংখ্যার উপর বৃদ্ধি করা নিষেধ। যেমন উযূর ক্ষেত্রে বারবার 'আমাল করা। তবে উদ্দেশ্য এটিও হতে পারে যে, সকল প্রকারের পুণ্য হতে কেউ তার অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারবে না তবে ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে এ ব্যাপারে তার অপেক্ষা বেশি 'আমাল করবে। ক্বাযী 'ইয়ায-এর কথা অনুরূপ। হাদীসে একশত সংখ্যায় যিক্র উল্লেখ ঐ ব্যাপারে দলীল যে, তা উল্লেখিত সাওয়াবের শেষ সীমা।

---

[৩৪৭] **সহীহ** : বুখারী ৩২৯৩, মুসলিম ২৬৯১, মুয়াত্ত্বা মালিক ৭১২, তিরমিযী ৩৪৬৮, ইবনু মাজাহ ৩৭৯৮, আহমাদ ৮০০৮, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ৬, সহীহ আত্ তারগীব ৬৫৪, সহীহ আল জামি' ৬৪৩৭।

ইমাম নাবাবী বলেন, হাদীসে দলীল রয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি এ (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ) দিনে একশতবার এর অধিক পাঠ করে তাহলে একশত সংখ্যার উপর ভিত্তি করে এ ব্যক্তির জন্য হাদীসটিতে উল্লেখিত সাওয়াব থাকবে এবং একশত এর উপর বৃদ্ধি করার কারণে তার জন্য আরো সাওয়াব থাকবে। আর এটা এমন সীমাবদ্ধ সংখ্যা না যা অতিক্রম করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে এবং সে সীমা বৃদ্ধি করতে কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই অথবা বৃদ্ধি করলে মূলটিকেই বাতিল করে দিবে। যেমন পবিত্রতা অর্জনের সংখ্যার ক্ষেত্রে এবং সলাতের রাক্'আতের সংখ্যার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি করা যা মূলকে বাতিল করে দেয়। আরো সম্ভাবনা আছে কল্যাণকর 'আমালে সংখ্যা বৃদ্ধি করা হুবহু (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ) পাঠের সংখ্যা বৃদ্ধি করা না। বৃদ্ধি করা থেকে সাধারণ বৃদ্ধি করাও উদ্দেশ্য হতে পারে চাই তা (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ) পাঠের সংখ্যা হোক অথবা (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ) এর সাথে অন্যান্য কিছু বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য হোক। এ সম্ভাবনাটিই সর্বাধিক স্পষ্ট, আর আল্লাহই সর্বজ্ঞাত। বুখারী একে (সৃষ্টির সূচনা থেকে ইবলীসের বৈশিষ্ট্য) এতে এবং দা'ওয়াতে উল্লেখ করেছেন এবং মুসলিমও তাতে।

٢٣٠٣ - [١٠] وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا وَهُوَ مَعَكُمْ وَالَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ» قَالَ أَبُو مُوسَى: وَأَنَا خَلْفَهُ أَقُولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ فِي نَفْسِي فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟» فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৩০৩-[১০] আবূ মূসা আল আশ্'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে ছিলাম। লোকেরা তখন উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলছিল। (তাকবীর শুনে) রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, হে লোকেরা! তোমরা তোমাদের নাফ্সের উপর রহম করো। কেননা তোমরা তাকবীরের মাধ্যমে কোন বধিরকে বা কোন অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছ না, তোমরা ডাকছ এমন সত্তাকে যিনি তোমাদের সব কথা শুনেন ও দেখেন। তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। তোমরা যাঁকে ডাকছ তিনি তোমাদের প্রত্যেকের বাহনের গর্দান থেকেও বেশি নিকটে। আবূ মূসা আল আশ্'আরী (রাঃ) বলেন, আমি তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিছনে চুপে চুপে বলছিলাম *"লা- হাওলা ওয়ালা- ক্যুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ"* (অর্থাৎ- আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আমার কোন উপায় নেই)। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু ক্বায়স! (আবূ মূসার ডাক নাম) আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডারগুলোর একটি ভাণ্ডারের সন্ধান দেব না? আমি বললাম, অবশ্যই দেবেন, হে আল্লাহর রসূল! তখন তিনি (ﷺ) বললেন, সেটা হলো *"লা- হাওলা ওয়ালা- ক্যুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ"*। (বুখারী, মুসলিম)[৩৪৮]

ব্যাখ্যা : (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ) অন্য এক বর্ণনাতে যুদ্ধের কথা আছে আর এ যুদ্ধ খায়বারের যুদ্ধ। যেমন এ ব্যাপারে বুখারীর বর্ণনাতে মাগাযী পর্বে খায়বারের যুদ্ধ অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে এসেছে।

---

[৩৪৮] সহীহ : বুখারী ৪২০৫, মুসলিম ২৭০৪।

(فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ) অর্থাৎ- যখনই তারা উঁচু স্থানে আরোহণ করল তাকবীরের মাধ্যমে আওয়াজ উঁচু করতেছিল এবং আওয়াজ প্রকাশে বাড়াবাড়ি করতেছিল। তাকবীর দ্বারা উদ্দেশ্য (لا إله إلا الله الله أكبر) বলা। বুখারীর এক বর্ণনাতে আছে যখন রসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারে যুদ্ধ করলেন মানুষ উপত্যকার উপর উঠে দেখল অতঃপর (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله) তাকবীরের মাধ্যমে তাদের আওয়াজ উঁচু করল।

(ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ) অর্থাৎ- তোমরা তোমাদের আওয়াজ নীচু করার মাধ্যমে নিজেদের প্রতি সদয় হও, নিজের উপর কষ্ট প্রয়োগ করো না। অর্থাৎ- তাকবীর প্রকাশে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না। অথবা নাফ্‌সের প্রতি সদয় হওয়া, তার ওপর কঠোরতা আরোপ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে তোমাদের নিজেদের ওপর অনুগ্রহ কর। ক্বারী বলেন, নিজেদের প্রতি সদয় হও এবং তোমাদের ক্ষতি সাধন করে এমন আওয়াজ প্রকাশ করা থেকে বিরত থাক। এতে ঐ ব্যাপারে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা আওয়াজ প্রকাশ ও উঁচু করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছিল। এতে সাধারণভাবে আওয়াজ উঁচু করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক হয়ে পড়ছে না।

(لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا) কিরমানী বলেন, তুমি যদি বল হাদীসে (ولا أعمى) টি বলা যথোপযুক্ত ছিল। তাহলে আমি বলব, অন্ধ ব্যক্তি দৃষ্টি দ্বারা অনুভব করা থেকে গায়ব বা অন্তরায় এবং অনুপস্থিত ব্যক্তি দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিকে না দেখার ক্ষেত্রে অন্ধ ব্যক্তির মতো। সুতরাং তা নাফিকে (নিষেধকে) আবশ্যক করে নিয়েছে যাতে তার প্রয়োগ পূর্ণাঙ্গ, ব্যাপক হয় এবং নিকটবর্তীকে বৃদ্ধি করে। (অর্থাৎ- অন্য এক বর্ণনাতে আসছে) কেননা অনেক শ্রবণকারী ও দর্শনকারী আছে অনুভূতি থেকে দূরে থাকার কারণ শুনতে পায় না, দেখতে পায় না। সুতরাং এর মাধ্যমে তিনি নিকটবর্তী হওয়াকে সাব্যস্ত করলেন যাতে চাহিদা এবং প্রতিবন্ধক না থাকা স্পষ্ট হয়ে যায়। আর নিকটবর্তী দ্বারা পরিসীমার নিকটবর্তীতাকে উদ্দেশ্য করেননি। বরং বিদ্যার মাধ্যমে নিকটবর্তী হওয়াকে উদ্দেশ্য করেছেন। হাফিয বলেন, আওয়াজ উঁচু করা থেকে নিষেধ করার কারণে বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে (غائب) শব্দের প্রয়োগ অনুকূল হয়েছে। (سميعا بصيرا) অনুরূপভাবে বুখারীর বর্ণনাতে দু'আ শেষে যখন উপরে আরোহণ করবে তখন দু'আ অধ্যায়ে এবং ক্বদ্‌র পর্বে এসেছে এবং বুখারীতে মাগাযী পর্বে (سميعا قريبا) এসেছে। এভাবে মুসলিমে তাওহীদে (سميعا بصيرا قريبا) এসেছে। তিনি লাম্‌'আতে বলেন, তার (سميعا) উক্তির অনুকূল হওয়ার কারণে প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও তার (بصيرا) উক্তি বৃদ্ধি করার, কারণ শব্দদ্বয় অধিকাংশ স্থানে এক সাথে উল্লেখ হয়েছে। অথবা আওয়াজ প্রকাশ করা, উঁচু করার প্রয়োজন নেই– এ কথা বর্ণনা করে দেয়ার জন্য তা অতিরিক্ত করা হয়েছে। কেননা তিনি আওয়াজ প্রকাশ ও উঁচু না করলেও শোনেন, এ ছাড়াও তিনি তোমাদেরকে দেখেন এবং তোমাদের আকৃতি গঠনের অবস্থা তিনি জানেন।

ইমাম ত্বীবী বলেন, (بصيرا) উক্তি বৃদ্ধি করার উপকারিতা হল নিশ্চয়ই (السميع) এবং (البصير) শব্দদ্বয় (السميع الأعمى) হতে অধিক অনুভূতিশীল। ইবনু হাজার বলেন, (سميعا) শব্দটি (أصم) এর বিপরীতে নিয়ে আসা হয়েছে এবং (بصيرا) কে নিয়ে আসা হয়েছে, কেননা যিক্‌রের ক্ষেত্রে (السميع) কে আবশ্যকীয়। যাদের পরস্পরের মাঝে অনুভূতি সম্পর্ক আছে।

(وَهُوَ مَعَكُمْ) অর্থাৎ- ব্যাপকভাবে বিদ্যা, ক্ষমতা ও আয়ত্বের মাধ্যমে বিশেষভাবে অনুগ্রহ দয়ার মাধ্যমে। ক্বারী বলেন, তোমরা যেখানেই থাক না কেন চাই প্রকাশ্যে থাক চাই গোপনে থাক তিনি তোমাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে, বিদ্যার মাধ্যমে তোমাদের সাথে আছে। আর বাহ্যিকভাবে এটি (ولا غائبا) এর

বিপরীত। অতঃপর তিনি চূড়ান্ত মর্যাদার উপর প্রমাণ বহনকারী "সাথে" অর্থের বিশ্লেষণ (আর তোমরা যাকে আহ্বান করছ তিনি তোমাদের কারো বাহনের গর্দান অপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী) এ উক্তিকে বৃদ্ধি করেছেন। আর এ বাক্যটি মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন, বুখারী এটি উল্লেখ করেননি। আর এটি একটি উপমা পেশকরণ ও বুঝ শক্তির নিকটবর্তীকরণ, অন্যথায় তিনি শাহ্‌রগ (গ্রীবাদেশের প্রধান রগ) থেকেও অধিক নিকটবর্তী।

ইমাম নাবাবী বলেন, তার উক্তি (هُوَ مَعَكُمْ) অর্থাৎ- বিদ্যা ও আয়ত্বের মাধ্যমে তিনি তোমাদের সাথে আছেন এবং তার উক্তি (والذى تدعونه أقرب) শেষ পর্যন্ত বিগত হয়ে যাওয়া অর্থে ব্যবহৃত। এর সারাংশ হচ্ছে নিশ্চয়ই তা রূপক যেমন আল্লাহর বাণী, ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ অর্থাৎ- "আমি বিদ্যার মাধ্যমে তার শাহ্‌রগ হতেও অধিক নিকটবর্তী"– (সূরাহ্ ক্বাফ ৫০ : ১৬)। তার গোপনীয় বিষয় থেকে আমার কাছে কোন কিছু গোপন থাকে না। যেন তার সত্তা তার অপেক্ষা নিকটবর্তী, এর সারাংশ হল বিদ্যার নিকটবর্তী অপেক্ষা সত্তার নিকটবর্তী হওয়া বৈধ। ইমাম যাহাবী কিতাবুল উলুব্বি-তে আবুল হাসান আল আশ্'আরী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছা তার সৃষ্টির নিকটবর্তী হন, যেমন তিনি বলেন, (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد)

তার উক্তি (فى نفسى) ইমাম বুখারী একে এককভাবে বর্ণনা করেছেন আর তা দা'ওয়াতে ও তাওহীদে আছে। আর বুখারীতে মাগাযীতে আছে, আর আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাহনের পিছনে ছিলাম।

(يَا عَبْدَ اللهِ) এটি আবূ মূসার নাম।

(أَلَا أَدُلُّكَ عَلٰى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟) উক্ত যিক্‌র পাঠ গচ্ছিত সম্পদ এভাবে যে, নিশ্চয়ই তা যিক্‌র পাঠকারীর জন্য প্রস্তুত রাখা হবে এবং পাঠকারীর জন্য তা সাওয়াব হিসেবে সঞ্চয় করে রাখা হবে। যা ব্যক্তি জান্নাতে পাবে আর তা দুনিয়ার গচ্ছিত সম্পদের মতো সারাংশ, নিশ্চয়ই তা জান্নাতের সঞ্চয় বা জান্নাতের উৎকৃষ্ট অর্জন।

(لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ) বাক্যটি উহ্য উদ্দেশের বিধেয়। যার মূলরূপ (هو أو كنز الجنة)

অর্থাৎ- এ কালিমা পাঠ করাটাই জান্নাতের গচ্ছিত সম্পদ। আর তা হল : لا حول ولا قوة إلا بالله

ইমাম নাবাবী বলেন : বিদ্বানগণ বলেন, এর কারণ হল নিশ্চয়ই এটি আত্মসমর্পণ, নিজেকে আল্লাহর কাছে সঁপে দেয়া, তার আনুগত্য স্বীকার করা। নিশ্চয়ই তিনি ছাড়া কোন স্রষ্টা নেই, তার নির্দেশের কোন প্রত্যাখ্যানকারী নেই, নিশ্চয়ই বান্দা কোন জিনিসের ক্ষমতা রাখেন না। আর এখানে (كنز) এর অর্থ হল নিশ্চয়ই তা জান্নাতের সঞ্চয় করা পুণ্য আর তা উৎকৃষ্ট পুণ্য, যেমন গচ্ছিত সম্পদ তোমাদের সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ। অভিধানবেত্তাগণ বলেন, (الحول) এর অর্থ কৌশল করা, অর্থাৎ- আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোন গতি নেই, কোন সক্ষমতা নেই, কৌশল নেই।

এক মতে বলা হয়েছে, এর অর্থ কল্যাণ অর্জনে আল্লাহ ছাড়া কোন পরিবর্তনকারী নেই, কোন ক্ষমতা নেই। একমতে বলা হয়েছে, আল্লাহর সংরক্ষণ ছাড়া তাঁর অবাধ্যতা থেকে পরিবর্তনকারী কেউ নেই আর তাঁর সাহায্য ছাড়া তাঁর আনুগত্যের ব্যাপারে কোন শক্তি নেই। এ মতটি 'আবদুল্লাহ বিন মাস্'উদ থেকে বর্ণিত আছে বাযযার গ্রন্থে যা মারফূ' সূত্রে। হাদীসটিকে ইমাম বুখারী জিহাদ, মাগাযী, দা'ওয়াত, ক্বদ্‌র ও তাওহীদে সংকলন করেছেন। মুসলিম কাছাকাছি শব্দে দা'ওয়াতে। তবে উল্লেখিত বাচনভঙ্গি বুখারী, মুসলিমের কারো না বরং তথা বুখারী মুসলিমের উভয়ের সামষ্টিকতা থেকে গৃহীত।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٣٠٤ -[١١] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهٖ غُرِسَتْ لَهٗ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২৩০৪-[১১] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি "*সুব্হা-নাল্ল-হিল 'আযীম ওয়া বিহাম্দিহী*" (অর্থাৎ- মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর প্রশংসার সাথে) পড়বে, তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপণ করা হবে। (তিরমিযী)[৩৪৯]

ব্যাখ্যা : (نَخْلَةٌ) অর্থাৎ- প্রত্যেকবার বলার কারণে একটি করে খেজুর বৃক্ষ লাগানো হয়। নাসায়ীর বর্ণনাতে খেজুর বৃক্ষের পরিবর্তে বৃক্ষের উল্লেখ এসেছে, তবে এ সাধারণ বর্ণনাটিকে খেজুর বৃক্ষের নির্দিষ্ট বর্ণনার উপর চাপিয়ে দিতে হবে। ফলে এ ক্ষেত্রে জান্নাতের রোপণ করা বৃক্ষটি খেজুর বৃক্ষ হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

(فِي الْجَنَّةِ) যা উল্লেখিত যিক্র পাঠকারীর জন্য প্রস্তুত থাকবে। উদ্ধৃত অংশ থেকে বুঝা যাচ্ছে নিশ্চয়ই খেজুর জান্নাতী ফলসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ বলেন, "উদ্যানদ্বয়ে থাকবে ফল-মূল, খেজুর ও আনার"- (সূরাহ্ আর্ রহমান ৫৫ : ৬৮)। এখানে খেজুরকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে অধিক উপকার, উত্তম স্বাদ এবং এর প্রতি 'আরববাসীদের ঝোঁক থাকার কারণে। বিদ্বানগণ আরো বলেছেন, এখানে কেবল খেজুর বৃক্ষকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, কেননা তা সর্বাধিক উপরকারী ও উত্তম বৃক্ষ। আর এ কারণেই আল্লাহ মু'মিন এবং তার ঈমানের দৃষ্টান্ত খেজুর বৃক্ষ ও তার ফল দ্বারা দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, "আপনি লক্ষ্য করেননি কিভাবে আল্লাহ একটি উত্তম বাণীর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন"- (সূরাহ্ ইব্রাহীম ১৪ : ২৪)। আর তা হল একত্ববাদের বাণী, "যেমন উত্তম বৃক্ষ"- (সূরাহ্ ইব্রাহীম ১৪ : ২৪)। আর তা হল খেজুর বৃক্ষ।

٢٣٠٥ -[١٢] وَعَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَا مِنْ صَبَاحٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مُنَادٍ يُنَادِيْ سَبِّحُوا الْمَلِكَ الْقُدُّوسَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২৩০৫-[১২] যুবায়র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : প্রত্যেক প্রভাত যাতে আল্লাহর বান্দারা উঠেন, তাতে একজন মালাক (ফেরেশ্তা) এরূপ আহ্বান করেন যে, "পবিত্র বাদশাহকে পবিত্রতার সাথে স্মরণ করো"। (তিরমিযী)[৩৫০]

ব্যাখ্যা : (الْمَلِكَ الْقُدُّوسَ) অর্থাৎ- তিনি ছাড়া যা আছে তা থেকে তিনি পবিত্র। অর্থাৎ- তোমরা বিশ্বাস রাখ নিশ্চয়ই তিনি তা থেকে পবিত্র। এখানে পবিত্রতা সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য না, কেননা তিনি স্থায়ীভাবে পবিত্র। অথবা তোমরা তাকে পবিত্রতা বর্ণনার মাধ্যমে স্মরণ কর। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আর যে কোন বস্তু তার প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা বর্ণনা করে"- (সূরাহ্ ইস্রা ১৭ : ৪৪)। এ কারণে ইমাম ত্বীবী

---

[৩৪৯] **সহীহ লিগয়রিহী :** তিরমিযী ৩৪৬৪, মু'জামুস সগীর লিত্ব ত্বারানী ২৮৭, মুসতাদ্রাক লিল হাকিম ১৮৪৭, সহীহাহ্ ৬৪, সহীহ আত্ তারগীব ১৫৪০।

[৩৫০] **য'ঈফ :** তিরমিযী ৩৫৬৯, য'ঈফ আল জামি' ৫২২৫।

বলেন, তোমরা (سبحان الملك القدوس) বল অথবা (سبوح قدوس رب الملائكة والروح) বল। অর্থাৎ- (سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم) এ উক্তির ন্যায়। (سبحان الملك القدوس) এর ব্যাপারে মালায়িকাহ্'র আহ্বান করা থেকে উদ্দেশ্য হল মানুষকে ঐ তাসবীহ পাঠের ব্যাপারে উৎসাহিত করা।

٢٣٠٦ـ[١٣] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الذِّكْرِ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.

২৩০৬-[১৩] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সর্বোত্তম যিক্‌র হলো, *"লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ"* আর সর্বোত্তম দু'আ হলো, *"আলহাম্‌দুলিল্লা-হ"*। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)[৩৫১]

ব্যাখ্যা : (أَفْضَلُ الذِّكْرِ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ) কেননা এটি তাওহীদ তথা একত্ববাদের বাণী আর কোন কিছু একত্ববাদের বাণীর সমপর্যায়ের হতে পারে না। আর তা কুফ্‌র ও ঈমানের মাঝে পার্থক্যকারী এবং তা ইসলামের সেই দরজা যা দিয়েই ইসলামে প্রবেশ করতে হয়। আর কেননা তা আল্লাহর সাথে অন্তরকে সর্বাধিক সংযুক্তকারী এবং অন্যকে সর্বাধিক অস্বীকারকারী আত্মাকে সর্বাধিক পবিত্রকারী, মনকে সর্বাধিক স্বচ্ছকারী, আত্মার ময়লাজনিত উদ্দেশ্যকে সর্বাধিক পরিষ্কারকারী এবং শায়ত্বনকে সর্বাধিক বিতাড়নকারী।

ইমাম ত্বীবী বলেন, কতক বিশ্লেষক বলেন, (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ)-কে সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র এজন্য করা হয়েছে যে, কেননা গোপনে এমন কিছু নিন্দনীয় গুণাবলী সম্পর্কে তাঁর প্রভাব রয়েছে যেগুলো যিক্‌রকারীর আভ্যন্তরীণ উপাস্যসমূহ। আল্লাহ বলেন, "আপনি কি লক্ষ্য করেছেন ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে যে তার প্রবৃত্তিকে তার উপাস্য স্বরূপ গ্রহণ করেছে"- (সূরাহ্ আল ফুরক্বান ২৫ : ৪৩)। সুতরাং (لَا إِلٰهَ) দ্বারা সকল উপাস্যকে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে এবং (إِلَّا اللهُ) দ্বারা এক উপাস্যকে সাব্যস্ত করা হচ্ছে। যিক্‌র তার জবানের প্রকাশ্য দিক থেকে তার অন্তরের গভীরে প্রত্যাবর্তন করছে, অতঃপর অন্তরে তা দৃঢ় হচ্ছে এবং তা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করছে, আর যে তার স্বাদ আস্বাদন করেছে সে এর মিষ্টতা পেয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, কেননা এ ছাড়া ঈমান বিশুদ্ধ হয় না। আর এ ছাড়া আরো যত যিক্‌র আছে এটি তার অন্তর্ভুক্ত না।

(وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ) সম্ভবত এখানে দু'আ দ্বারা সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ পূর্ণাঙ্গ উদ্দেশ্য। যেন এ শব্দটি সূরাহ্ ফাতিহার কেন্দ্রের স্থানে আছে। ইমাম ত্বীবী বলেন, আল্লাহর বাণী (الحمد لله) তাঁর বাণী ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ এর দিকে ইঙ্গিত বা ইশারা করা অধ্যায়ের আওতাভুক্ত হতে পারে। আর কোন দু'আটি এর অপেক্ষা বেশি উত্তম, সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাধিক জামি' হতে পারে? আবার এটিও হতে পারে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য স্বয়ং (الحمد لله) আর এর উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে। এখানে (الحمد لله) এর উপর দু'আর প্রয়োগ রূপক অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। সম্ভবত একে সর্বোত্তম দু'আ নির্ধারণ করা হয়েছে এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, তা সূক্ষ্ম চাওয়া যার পথ যথার্থ।

মাযহার বলেন, (حمد)-কে কেবল এজন্য দু'আ বলা হয়েছে, কেননা তা আল্লাহর যিক্‌র ও তাঁর থেকে প্রয়োজন অনুসন্ধান করা সম্পর্কে একটি ভাষ্য আর (حمد) উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে, কেননা যে আল্লাহর হাম্‌দ প্রকাশ করল সে কেবল তাঁর নি'আমাতের শুকরিয়া আদায় করল। আর নি'আমাতের উপর (حمد) পেশ করা হলো অধিক চাওয়া। মহান আল্লাহ বলেন, "যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর তাহলে আমি তোমাদেরকে আরো বেশি দিব"- (সূরাহ্ ইব্‌রাহীম ১৪ : ৭)।

---

[৩৫১] হাসান : তিরমিযী ৩৩৮৩, ইবনু মাজাহ ৩৮০০, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৮৩৪, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ১৩৭, শু'আবুল ঈমান ৪০৬১, ইবনু হিব্বান ৮৪৬, সহীহাহ্ ১৪৯৭, সহীহ আত্ তারগীব ১৫২৬, সহীহ আল জামি' ১১০৫।

٢٣٠٧ - [١٤] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرٍو قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَلْحَمْدُ رَأْسُ الشُّكْرِ مَا شَكَرَ اللهَ عَبْدٌ لَا يَحْمَدُهٗ».

২৩০৭-[১৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "*আলহাম্‌দুলিল্লা-হ*" বা প্রশংসা করা হলো সর্বোত্তম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যে বান্দা আল্লাহর প্রশংসা করল না, সে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল না।[৩৫২]

ব্যাখ্যা : (اَلْحَمْدُ رَأْسُ الشُّكْرِ) কেননা শুকরিয়া আদায় অনুগ্রহকারীকে সম্মান প্রদর্শন এবং জবানের কাজ এ ব্যাপারে যা সর্বাধিক স্পষ্ট ও সর্বাধিক প্রমাণবহ। পক্ষান্তরে অন্তরের কাজ হল গোপনীয়। আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এর কর্মের উপরও প্রমাণে ঘাটতি রয়েছে। কতিপয় ব্যাখ্যাকার বলেন, (الحمد) শুকরিয়ার মূল অর্থাৎ- তার কতক বৈশিষ্ট্য ও সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্য, কেননা (حمد) শুধু জবানের মাধ্যমে এবং (شكر) জবান, অন্তর এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসূমহের মাধ্যমে আদায় হয়। কেননা (شكر) আল্লাহ যার মাধ্যমে বান্দার ওপর অনুগ্রহ করেছেন সে সকল কিছু বান্দা নিজ সৃষ্টি উদ্দেশের দিকে ফিরিয়ে দেয়। সুতরাং (حمد) হল (شكر) এর শাখা-প্রশাখার একটি। আর বস্তুর মূল সে বস্তুর কিছু। সুতরাং তা এ দৃষ্টিকোণ থেকে (شكر) এর কিছু। আর (حمد) কে (شكر) এর মাথা করা হয়েছে, কেননা মাথা শরীরের অংশসমূহের মাঝে সর্বাধিক সম্মানিত। আর জবানে গুণকীর্তন করা (شكر) এর অংশসমূহের মাঝে সর্বাধিক সম্মানিত, কেননা জবানে নি'আমাতের উল্লেখ এবং অভিমুখীকারীর উপর গুণকীর্তন নি'আমাতের সর্বাধিক প্রকাশকারী এবং গোপন বিশ্বাসের কারণে নি'আমাতের স্থানের উপর সর্বাধিক প্রমাণবহ এবং জবানের 'আমালের বিপরীতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 'আমালের ক্ষেত্রে যে সম্ভাবনা আছে তার কারণে।

٢٣٠٨ - [١٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَوَّلُ مَنْ يُدْعٰى إِلَى الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يَحْمَدُوْنَ اللهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ». رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ

২৩০৮-[১৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন যাদেরকে প্রথমে জান্নাতের দিকে ডাকা হবে, তারা হলেন ঐসব ব্যক্তি যারা সুখে-দুঃখে সব সময় আল্লাহর প্রশংসা করেন। (এ হাদীস দু'টি বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছে)[৩৫৩]

ব্যাখ্যা : (الَّذِيْنَ يَحْمَدُوْنَ اللهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ) অর্থাৎ- স্বচ্ছল-অস্বচ্ছল এবং প্রত্যেক অবস্থাতে। কেননা মানুষ সুখ-দুঃখ থেকে মুক্ত না আর সুখের বিপরীত চিন্তা এবং দুঃখের বিপরীত উপকার এবং সুখ-দুঃখে বৈপরীত্য সৃষ্টি হওয়াতে অনেক ব্যাপকতা এবং বৈপরীতপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণে আয়ত্ব শক্তি রয়েছে যেন তিনি বলেছেন আনন্দের ক্ষেত্রে, চিন্তার ক্ষেত্রে, উপকারের ক্ষেত্রে, ক্ষতির ক্ষেত্রে। কেননা প্রত্যেকের উল্লেখ করা তার বিপরীত দিক উল্লেখ করাকে দাবী করে এবং সংক্ষিপ্তভাবে প্রত্যেকের উল্লেখকে অন্তর্ভুক্ত করে আর এটা বর্ণনার এক পদ্ধতি ভাষাবিদগণ যা অবলম্বন করে থাকেন। আর এর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

---

[৩৫২] **য'ঈফ :** শু'আবুল ঈমান ৪০৮৫, য'ঈফাহ্ ১৩৭২, য'ঈফ আল জামি' ২৭৯০। কারণ এ সানাদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে ক্বাতাদাহ্ ইবনু 'আম্‌র হতে শ্রবণ করেননি।

[৩৫৩] **য'ঈফ :** মু'জামুল আওসাত লিত্ব ত্ববারানী ৩০৩৩, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৮৫১, শু'আবুল ঈমান ৪১৬৬, য'ঈফাহ্ ৬০২। কারণ এর সানাদে 'আসিম ইবনু 'আলী এবং ক্বায়স ইবনু রাফি' উভয়েই দুর্বল রাবী।

এক মতে বলা হয়েছে, ধনী হোক, দরিদ্র হোক, অস্বচ্ছলতা হোক, স্বচ্ছলতা হোক যারা তাদের ওপর আরোপিত হুকুমের ব্যাপারে তাদের মুনীবের প্রতি সন্তুষ্ট। সুতরাং এখানে স্থায়িত্ব অর্থ উদ্দেশ্য। এক মতে বলা হয়েছে, আনন্দের ক্ষেত্রে (حمد) স্পষ্ট, পক্ষান্তরে দুঃখের ক্ষেত্রে (حمد) এ কারণে যে, আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং এর অপেক্ষা বড় বিপদ তার প্রতি অবতীর্ণ করেননি। অথবা দুঃখের ক্ষেত্রে সে যে সাওয়াব ও গুনাহ মোচন প্রত্যক্ষ করে সে কারণে। হাফিয ফাত্হে বলেন, ত্বারী 'আবদুল্লাহ বিন 'আম্র বিন 'আস কর্তৃক 'আবদুল্লাহ বিন বাবাহ-এর বর্ণনার মাধ্যমে সংকলন করেন, 'আবদুল্লাহ বিন 'আম্র ইবনুল 'আস বলেন, নিশ্চয়ই ব্যক্তি যখন (لا إله إلا الله) বলে তখন (لا إله إلا) নিষ্ঠার বা ইখলাসের বাণী তা না বলা পর্যন্ত আল্লাহ 'আমাল কবূল করবেন না। আর বান্দা যখন (الحمد لله) বলে তখন তা শুকরিয়ার বাণী স্বরূপ। যতক্ষণ বান্দা এটা না বলবে ততক্ষণ সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল না।

٢٣٠٩ ـ [١٦] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام: يَا رَبِّ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ بِهٖ وَأَدْعُوكَ بِهٖ فَقَالَ: يَا مُوسٰى قُلْ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فَقَالَ: يَا رَبِّ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُوْلُ هٰذَا إِنَّمَا أُرِيْدُ شَيْئًا تَخُصُّنِيْ بِهٖ قَالَ: يَا مُوسٰى لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِيْ وَالْأَرَضِيْنَ السَّبْعَ وُضِعْنَ فِيْ كِفَّةٍ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فِيْ كِفَّةٍ لَمَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ». رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ.

২৩০৯-[১৬] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : একদিন মূসা (আলায়হিস সালাম) বললেন, হে রব! আমাকে এমন একটি কালাম বা বাক্য শিখিয়ে দাও, যা দিয়ে আমি তোমার যিক্র করতে পারি। অথবা তিনি (আলায়হিস সালাম) বলেছেন, তোমার কাছে দু'আ করতে পারি। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন : হে মূসা! তুমি বলো, *"লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ"*। তখন তিনি (আলায়হিস সালাম) বললেন, হে রব! তোমার প্রত্যেক বান্দাই তো এটা (কালিমা) বলে থাকে। আমি তো তোমার কাছে আমার জন্য একটি বিশেষ 'কালিমা' চাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা তখন বললেন, হে মূসা! সাত আকাশ ও আমি ছাড়া এর সকল অধিবাসী এবং সাত জমিন যদি এক পাল্লায় রাখা হয়, আর *"লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ"* অন্য পাল্লায় রাখা হয়, তবে অবশ্যই *"লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ"*-এর পাল্লা ভারী হবে। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৩৫৪]

ব্যাখ্যা : (قُلْ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ) নিশ্চয়ই (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ) অংশটুকু আল্লাহর সত্তার একত্ববাদের উপর এবং তার একক গুণাবলীর উপর অধিক প্রমাণ করা সত্ত্বেও তা (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ) ছাড়া প্রত্যেক দু'আ ও যিক্রকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে।

(قَالَ: يَا مُوسٰى لَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ الخ) ইমাম ত্বীবী বলেন, যদি তুমি বল মূসা (আলায়হিস সালাম) এমন কিছু অনুসন্ধান করেছেন যার মাধ্যমে যিক্র ও দু'আর দিক দিয়ে তিনি অন্যের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব হওয়ার ইচ্ছা করেছেন তাহলে প্রশ্নোত্তরের অনুকূল কোথায়? আমি বলব, যেন সে বলেছে আমি অসম্ভব জিনিস অনুসন্ধান করেছি, কেননা এর অপেক্ষা উত্তম দু'আ ও যিক্র আর নেই। ইমাম ত্বীবী বলেন, উত্তরের সারাংশ হল, নিশ্চয়ই তোমার সাথে নির্দিষ্ট বিষয় হতে তুমি যা অনুসন্ধান করেছ তা সকল যিক্রের উপর শ্রেষ্ঠ অসম্ভবকর, কেননা এ কালিমাটিকে আকাশ ও তার বাসিন্দাগণ জমিন এবং তার বাসিন্দাগণের ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়।

[৩৫৪] য'ঈফ : শারহুস্ সুন্নাহ ১২৭৩, মুসতাদ্রাক লিল হাকিম ১৯৩৬, য'ঈফ আত্ তারগীব ৯২৩।

(وَالْأَرَضِيْنَ السَّبْعَ) অর্থাৎ- 'স্তরসমূহ সীবাবদ্ধ ব্যবহারের কারণে জমিনে আবাদকারী' কথাটি উল্লেখ করেননি অথবা আকাশের আবাদকারী উক্তি উল্লেখ করে পর্যাপ্ত পথ অবলম্বন করেছেন।

(لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فِيْ كِفَّةٍ) অর্থাৎ- এর সাওয়াব বা কার্ড এক পাল্লাতে। হাফিয ফাত্হ-এ এ হাদীস উল্লেখের পর বলেন, এ হাদীস থেকে মাসআলাহ্ গ্রহণ করা যাচ্ছে যে, (لا إله إلا الله) দ্বারা যিক্র করা (الحمد لله) দ্বারা যিক্র করা অপেক্ষা প্রাধান্য পাবে। আবূ মালিক আল আশ্'আরী-এর মারফূ' হাদীস (আল হামদুলিল্লা-হ দাড়িপাল্লাকে পূর্ণ করে দেয়) এর বিরোধিতা করবে না। কেননা পূর্ণাঙ্গ সমতার উপর প্রমাণ বহন করে, পক্ষান্তরে (رجحان) স্পষ্টভাবে আধিক্যতাকে বুঝায়। সুতরাং (لا إله إلا الله) দ্বারা যিক্র করাই উত্তম। আর দাড়িপাল্লা পরিপূর্ণ হওয়া এর অর্থ হল (لا إله إلا الله) এর যিক্রকারী সাওয়াব দ্বারা দাড়িপাল্লাকে পূর্ণ করবে।

٢٣١٠ -[١٧] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ صَدَّقَهٗ رَبُّهٗ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ وَإِذَا قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيكَ لَهٗ يَقُوْلُ اللّٰهُ: لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِيْ لَا شَرِيْكَ لِيْ وَإِذَا قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا لِيَ الْمُلْكُ وَلِيَ الْحَمْدُ وَإِذَا قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِيْ» وَكَانَ يَقُوْلُ: «مَنْ قَالَهَا فِيْ مَرَضِهٖ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

২৩১০-[১৭] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী ও আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি *"লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াল্ল-হু আকবার"* (অর্থাৎ- আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা'বূদ নেই এবং আল্লাহ সুমহান) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তার কথা সমর্থন করে বলেন, হ্যাঁ, *"লা- ইলা-হা ইল্লা- আনা-, ওয়া আনা- আকবার"* (অর্থাৎ- আমি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা'বূদ নেই এবং আমি অতি মহান)। আর যখন বলেন, *"লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্দাহূ লা- শারীকা লাহূ"* (অর্থাৎ- আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা'বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শারীক নেই)। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, *"লা- ইলা-হা ইল্লা- আনা- ওয়াহ্দী, লা- শারীকা লী"* (অর্থাৎ- হ্যাঁ, আমি একক, আমার কোন শারীক নেই)। আর যখন কোন বান্দা বলেন, *"লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্দু"* (অর্থাৎ- আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা'বূদ নেই, তাঁরই রাজ্য ও তাঁরই প্রশংসা)। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, *"লা- ইলা-হা ইল্লা- আনা- লিয়াল মুল্কু ওয়া লিয়াল হাম্দু"* (অর্থাৎ- হ্যাঁ, আমি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা'বূদ নেই, আমারই রাজ্য এবং আমারই প্রশংসা)। কোন বান্দা যখন বলেন, *"লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়ালা- হাওলা ওয়ালা- ক্যুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হি"* (অর্থাৎ- আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা'বূদ নেই এবং আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কারো কোন উপায় ও শক্তি নেই)। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, *"লা- ইলা-হা ইল্লা- আনা- লা- হাওলা ওয়ালা- ক্যুওয়াতা ইল্লা- বী"* (অর্থাৎ- আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা'বূদ নেই এবং আমার সাহায্য ছাড়া কারো কোন উপায় ও শক্তি নেই)। আর তিনি (ﷺ) আরো বলতেন, যে ব্যক্তি এসব কালিমাগুলো নিজের অসুস্থতার সময়ে পড়ে, তারপর মৃত্যুবরণ করবে, সে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা পাবে। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)[৩৫৫]

[৩৫৫] **সহীহ লিগয়রিহী :** তিরমিযী ৩৪৩০, **সহীহ** আত্ তারগীব ৩৪৮১।

ব্যাখ্যা : (وَعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ) তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও হাকিমে আছে, নিশ্চয়ই তারা উভয়ে আল্লাহর রসূলের কাছে পৌছল, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ... শেষ পর্যন্ত। ইবনুত্ তীন বলেন, এ শব্দের মাধ্যমে বর্ণনার তাকীদ নিয়ে এসেছেন, আমি বলব, এটি হল হাদীস আদায়ের ধরন। সুয়ূত্বী তাদরীবুর্ রাবী কিতাবের ১৩৫ পৃষ্ঠাতে বলেন, রামহুরমুযী হাদীস আদায় ও গ্রহণের শব্দসমূহের শ্রেণী বিন্যাসের ক্ষেত্রে একাধিক অধ্যায় বেঁধেছেন। সে অধ্যায়গুলো থেকে একটি হল, শাহাদাত শব্দকে নিয়ে আসা যেমন আবূ সা'ঈদ-এর উক্তি আমি আল্লাহর রসূলের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি جر (জার) বা কলসিতে নাবীয ভিজানো থেকে নিষেধ করেছেন। 'আবদুল্লাহ বিন ত্বাউস-এর উক্তি আমি আমার পিতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই তিনি বলেন : আমি জাবির বিন 'আবদুল্লাহ-এর ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই তিনি বলেন : আমি আল্লাহর রসূলের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই তিনি বলেন : আমি মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি। ইবনু 'আব্বাস-এর উক্তি আমার নিকট কিছু সন্তুষ্টচিত্ত লোক সাক্ষ্য দিল এবং আমার কাছে তাদেরকে সন্তুষ্ট করল। 'আস্‌রের এবং ফাজ্‌রের পরে সলাতে।

(صَدَّقَهُ رَبُّهُ) অর্থাৎ- তার পালনকর্তা তার কথার সমর্থন বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন, (لا إله إلا أنا وأنا أكبر) ক্বারীর উক্তি "এ পদ্ধতি আমি সত্যায়ন করেছি" বলা অপেক্ষা পরিপূরক। তিরমিযীতে আছে (صدقة ربه وقال) অর্থাৎ- (قال) এর পূর্বে (واو) বৃদ্ধি করে। তারগীবে আছে, (صدقة ربه فقال) অর্থাৎ- (واو) -বর্ণের পরিবর্তে (فاء) বর্ণ দ্বারা, ইবনু মাজাতে আছে বান্দা যখন (لا إله إلا الله الله أكبر) বলে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তখন আল্লাহ 'আযযা ওয়াজাল্লা বলেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আমিই সর্বাধিক বড়।

(لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ) অর্থাৎ- আগুন তাকে স্পর্শ করবে না অথবা তাকে জ্বালিয়ে দিবে না। অর্থাৎ- তাকে খাবে না। অর্থের আধিক্যতা বুঝানোর জন্য খাদ্যকে জ্বালিয়ে দেয়ার অর্থে (استعارة) করা হয়েছে যেন মানুষ তার খাদ্য যাকে সে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং এর মাধ্যমে শক্তি অর্জন করে। ইবনু মাজাতে আছে, এ শব্দগুলো যাকে মৃতের সময় দান করা হবে আগুন তাকে স্পর্শ করবে না। সিনদী বলেন, এ শব্দগুলো যাকে তার মৃত্যুর সময় দান করা হবে এবং এগুলো বলার তাওফীক যাকে দেয়া হবে আগুন তাকে স্পর্শ করবে না বরং শুরুতেই পুণ্যবানদের সাথে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হাদীসে ঐ ব্যাপারে প্রমাণ রয়েছে যে, হাদীসে এ উল্লেখিত শব্দসমূহ বান্দা যখন তার ঐ অসুস্থতাতে বলবে এবং ঐ শব্দসমূহের উপর ঐ অসুস্থতাতে মারা যাবে, অর্থাৎ- সুস্থ বিবেকে এ শব্দসমূহ তার শেষ কথা হবে তাহলে আগুন তাকে স্পর্শ করবে না এবং তার কৃত অবাধ্যতার কাজ তার কোন ক্ষতি করবে না। নিশ্চয়ই এ শব্দাবলী সমস্ত গুনাহকে ক্ষমা করে দিবে।

٢٣١١ - [١٨] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوًى أَوْ حَصًى تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هٰذَا أَوْ أَفْضَلُ؟ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

২৩১১-[১৮] সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস হতে বর্ণিত। তিনি একবার নাবী -এর সাথে জনৈকা মহিলার কাছে গেলেন। তখন মহিলার সামনে কিছু খেজুরের বিচি; অথবা তিনি বলেছেন, কিছু কাঁকর ছিল, যা দিয়ে মহিলা গুণে গুণে তাসবীহ পড়ছিল। এটা দেখে তিনি () তাকে বললেন, আমি কি এর চেয়ে তোমার পক্ষে সহজ তাসবীহ; অথবা বলেছেন, উত্তম তাসবীহ তোমাকে বলে দিব না? আর তা হচ্ছে, *"সুবহা-নাল্ল-হি 'আদাদা মা- খলাক্বা ফিস্ সামা-য়ি, ওয়া সুবহা-নাল্ল-হি 'আদাদা মা- খলাক্বা ফিল আরযি, ওয়া সুবহা-নাল্ল-হি 'আদাদা মা- বায়না যা-লিকা ওয়া সুবহা-নাল্ল-হি 'আদাদা মা-হুওয়া খ-লিকুন ওয়াল্ল-হু আকবার মিস্‌লা যা-লিকা ওয়াল হাম্‌দুলিল্লা-হি মিস্‌লা যা-লিকা ওয়ালা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু মিস্‌লা যা-লিকা ওয়ালা- হাওলা ওয়ালা- ক্যুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হি মিস্‌লা যা-লিকা"* (অর্থাৎ- আল্লাহর জন্য পাক-পবিত্রতা, যে পরিমাণ তিনি আসমানে সৃষ্টিজগত করেছেন। আল্লাহর জন্য পাক-পবিত্রতা তাঁর ওই সৃষ্টিজগতের অনুরূপ যা আসমান ও জমিনের মধ্যে আছে। আর আল্লাহর জন্য সব পাক-পবিত্রতা যে পরিমাণ তিনি ভবিষ্যতে সৃষ্টি করবেন। আর অনুরূপভাবে *"আল্ল-হু আকবার"* ও *"আলহাম্‌দুলিল্লা-হি"* *"লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ"* এবং *"লা- হাওলা ওয়ালা- ক্যুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হি"*ও পড়বে। (তিরমিযী, আবূ দাউদ; তিরমিযী হাদীসটিকে গরীব বলেছেন)[৩৫৬]

ব্যাখ্যা : হাদীসে বিচি অথবা কঙ্কর দ্বারা তাসবীহ গণনা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ রয়েছে। এক মতে বলা হয়েছে, এভাবে তাসবীহ এর দানা দ্বারা তাসবীহ গণনা বৈধ রয়েছে আর তা গাঁথা দানা ও বিক্ষিপ্ত দানার মাঝে পার্থক্য না থাকার কারণে। আর বৈধতার কারণ মূলত রসূলুল্লাহ মহিলাকে হুকুমের দিকে দিক-নির্দশনা করা বৈধতার পরিপন্থী না। 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, তবে এ ক্ষেত্রে আমার দৃষ্টি দেয়ার আছে, কেননা হাদীসটি দুর্বল। যদিও ইমাম তিরমিযী একে হাসান বলেছেন, ইমাম হাকিম ও যাহাবী একে সহীহ বলেছেন কিন্তু কঙ্কর অথবা বিচি দ্বারা তাসবীহ গণনা করা নাবী -এর কর্ম, উক্তি অথবা তার মৌনসম্মতি কর্তৃক মারফূ' সূত্রে কোন হাদীস প্রমাণিত হয়নি। আর কল্যাণ কেবল নাবী হতে প্রমাণিত হয়েছে তার অনুসরণার্থে; পরবর্তীদের নবআবিষ্কারে না।

(أَلَا أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هٰذَا أَوْ أَفْضَلُ؟) ইমাম ত্বীবী বলেন, নিশ্চয়ই তা সর্বোত্তম; কেননা তাতে শিথিলতা সম্পর্কে স্বীকৃতি রয়েছে, কেননা সে তার গুণকীর্তন পরিসংখ্যান করার ব্যাপারে সক্ষম না, আর বিচি দ্বারা তাসবীহ গণনাতে ঐ ব্যাপারে ঝুঁকি রয়েছে যে, সে পরিসংখ্যানের ব্যাপারে সক্ষম। ক্বারী বলেন, হাদীসে বিচি দ্বারা তাসবীহ গণনা করতে ঝুঁকি আবশ্যক হয়ে যায় না, এরপর ক্বারী শ্রেষ্ঠত্বের অন্যান্য দিকসমূহ উল্লেখ করেছেন যেগুলোর কোনটিই জখমমুক্ত নয় এবং চিন্তাশীলের কাছে যা গোপন না।

(عَدَدَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ) অর্থাৎ- আকাশ, জমিন, বাতাস, পাখি, মেঘমালা এবং এগুলো ছাড়া অন্যান্যদের হতে যা উল্লেখ করা হয়েছে তার মাঝে যা আছে তা।

(عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ) অর্থাৎ- এরপর যা তিনি সৃষ্টি করবেন। ইবনু হাজার একেই পছন্দ করেছেন এবং এটিই সর্বাধিক প্রকাশ্যমান। তবে সবাধিক সূক্ষ্ম ও গোপনীয় ত্বীবী যা বলেছেন, অর্থাৎ- অনাদী হতে অনন্ত পর্যন্ত তিনি যা সৃষ্টি করবেন তা। উদ্দেশ্য নিরবিচ্ছিন্নতা বিশ্লেষণের পরে অস্পষ্টতা। কেননা (اسم الفاعل) কে যখন আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্বন্ধ করা হবে তখন তা সৃষ্টির শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত স্থায়িত্বের

---

[৩৫৬] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ১৫০০, তিরমিযী ৩৫৬৫, শারহুস্ সুন্নাহ ১২৭৯, ইবনু হিব্বান ৮৩৭, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ১৩, য'ঈফ আল জামি' ২১৫৫, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ২০০৯, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৩২৩, শু'আবুল ঈমান ৫৯৫, য'ঈফাহ্ ৮৩, য'ঈফ আত্ তারগীব ৯৫৯। কারণ খুযায়মাহ্ একজন মাজহূল রাবী।

উপকারিতা দিবে। উদাহরণ স্বরূপ কেউ যদি বলে আল্লাহ ক্ষমতাবান, জ্ঞানী তখন সে কোন এক কালকে বাদ দিয়ে অপর কালকে উদ্দেশ্য করতে পারবে না।

٢٣١٢ـ[١٩] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ سَبَّحَ اللّٰهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ حَجَّ مِائَةَ حَجَّةٍ وَمَنْ حَمِدَ اللّٰهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلٰى مِائَةِ فَرَسٍ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَمَنْ هَلَّلَ اللّٰهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَمَنْ كَبَّرَ اللّٰهَ مِائَةً بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ لَمْ يَأْتِ فِيْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ أَحَدٌ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَتٰى بِهٖ إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ أَوْ زَادَ عَلٰى مَا قَالَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

২৩১২-[১৯] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন। তাঁর দাদা বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে একশ'বার করে '*সুব্‌হা-নাল্ল-হ*' পড়বে, সে তাঁর মতো হবে (সাওয়াবের দিক দিয়ে) যে একশ'বার হাজ্জ করবে। যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে একশ'বার করে '*আলহাম্‌দুলিল্লা-হ*' পড়বে, সে আল্লাহর পথে একশ' ঘোড়ায় একশ' মুজাহিদ রওনা করে দেয়া ব্যক্তির মতো হবে। যে সকালে ও বিকালে একশ'বার করে '*লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ*' পড়বে, সে নাবী ইসমা'ঈল (আলায়হিস সালাম)-এর বংশের একশ' লোক মুক্ত করে দেয়া ব্যক্তির সমতুল্য হবে। আর যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে একশ'বার করে '*আল্ল-হু আকবার*' পড়বে, সেদিন তার চেয়ে বেশি সাওয়াবের কাজ আর কেউ করতে পারবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি ব্যতিক্রম, যে অনুরূপ 'আমাল করেছে অথবা এর চেয়ে বেশি করেছে– (তিরমিযী; তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব)[৩৫৭]

ব্যাখ্যা : (بِالْغَدَاةِ وَمِائَةً بِالْعَشِيِّ) অর্থাৎ- দিনের শুরুতে এবং রাতের শুরুতে অথবা দিনে ও রাত্রে।

(كَانَ كَمَنْ حَجَّ مِائَةَ حَجَّةٍ) অর্থাৎ- নাফ্‌ল হাজ্জ। হাদীসটি ঐ ব্যাপারে প্রমাণ বহন করছে, যে আল্লাহর সাথে আন্তরিক সম্পর্ক ঠিক রেখে সহজ-সাবলীলভাবে 'ইবাদাত করা উদাসীনতার সাথে জটিলভাবে 'ইবাদাত করা অপেক্ষা উত্তম। হাদীসটি অধিক উৎসাহিতকরণে এবং বহুগুণ সাওয়াব অর্জন হয় এমন তাসবীহের মাঝে, বহুগুণ সাওয়াব অর্জন হয় এমন অন্যান্য হাজ্জের সাথে সমতা রদকরণে নাক্বিসকে কামিলের সাথে মিলিয়ে দেয়া অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব।

(عَلٰى مِائَةِ فَرَسٍ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ) অর্থাৎ- জিহাদের মতো ক্ষেত্রে চাই দান স্বরূপ হোক, চাই ধার স্বরূপ হোক। তিরমিযীতে এর পরে আছে অথবা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, সে একশতটি যুদ্ধ করল। এটি বর্ণনাকারীর সন্দেহ।

(كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ) উল্লেখিত অংশে আর্থিক 'ইবাদাতের সাথে নির্দিষ্ট ধনীদের সম্পর্কে নিঃস্ব মুহাজির যিক্‌রকারীদের সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে।

(مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ) ইসমা'ঈলের সন্তান থেকে দাস আযাদ করাকে নির্দিষ্ট করার কারণ হল কেননা ইসমা'ঈল বংশের দাসদের অন্যান্য বংশের দাসদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।

---

[৩৫৭] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৪৭০, য'ঈফাহ্ ১৩১৫, য'ঈফ আত্ তারগীব ৩৮৭, য'ঈফ আল জামি' ৫৬১৯। কারণ যহ্‌হাক ইবনু হুমরাহ্ একজন দুর্বল রাবী।

আর এটা এ কারণে যে, মুহাম্মাদ, ইসমা'ঈল, ইব্‌রাহীম এরা একে অপর থেকে উদ্ভূত। ত্বীবী বলেন, তাঁর উক্তি (مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ) দাস আযাদের ক্ষেত্রে পূর্ণতা দান, কেননা দাস আযাদ করা মহৎ উদ্দেশ্য। আর তা ইসমা'ঈল 'আলায়হিস্ সালাম-এর বংশধর থেকে হওয়া আরো গুরুত্বের দাবীদার। যা সৃষ্টির মাঝে বংশের দিক থেকে সর্বাধিক সম্মানিত মহৎ, দৃষ্টান্তপূর্ণ বংশ।

(لَمْ يَأْتِ فِيْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ أَحَدٌ) অর্থাৎ- ক্বিয়ামাতের দিন উদ্দেশ্য।

(بِأَكْثَرَ) অর্থাৎ- অধিক সাওয়াব নিয়ে, বা (উদ্দেশ্য) সর্বোত্তম 'আমাল নিয়ে আর এখানে (أكثر) দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয়েছে, কেননা তা (أفضل) অর্থে ব্যবহৃত।

(مِمَّا أَتٰى بِهٖ) অর্থাৎ- সে যা সম্পাদন করেছে অথবা তার মত। এক মতে বলা হয়েছে এর বাহ্যিক দিক হল নিশ্চয়ই এটা এর পূর্বে যা আছে তার অপেক্ষা উত্তম। অনেক বিশুদ্ধ হাদীস যা প্রমাণ করেছে তা হল, নিশ্চয়ই সর্বোত্তম হল এ (لا إله إلا الله), অতঃপর (الحمد لله), তারপর (الله أكبر), তারপর (سبحان الله) পাঠ করা। সুতরাং তখন এ বলে ব্যাখ্যা করতে হবে (لا إله إلا الله) পাঠকারী এবং উল্লেখিত যিক্‌র পাঠকারীগণ ছাড়া অন্য কেউ তাদের অপেক্ষা ঐ দিন উত্তম 'আমাল সম্পাদন করতে পারবে না।

٢٣١٣ - [٢٠] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «التَّسْبِيحُ نِصْفُ الْمِيزَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ يَمْلَؤُهُ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ دُونَ اللهِ حَتّٰى تَخْلُصَ إِلَيْهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ.

২৩১৩-[২০] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : '*সুব্‌হা-নাল্ল-হ*' হলো পাল্লার অর্ধেক, '*আলহাম্‌দুলিল্লা-হ*' একে পূর্ণ করে, আর '*লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ*'-এর সামনে কোন পর্দা নেই, যে পর্যন্ত না তা আল্লাহর কাছে গিয়ে না পৌঁছে। (তিরমিযী; তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব, এর সানাদ সবল নয়)[৩৫৮]

ব্যাখ্যা : (التَّسْبِيحُ نِصْفُ الْمِيزَانِ) অর্থাৎ- তাসবীহ বর্ণনার সাওয়াবকে আকৃতি দেয়ার পর তা অর্ধেক দাড়িপাল্লাকে পূর্ণ করে নিবে। এখানে উদ্দেশ্য হল প্রতিষ্ঠিত দাড়িপাল্লাতে পুণ্য রাখার কারণে তার দু' পাল্লার এক পাল্লাকে তা পূর্ণ করে নিবে।

(وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ يَمْلَؤُهُ) অর্থাৎ- যদি (الْحَمْدُ لِلّٰهِ) দাড়িপাল্লার এক পাল্লাতে রাখা হয় তাহলে তা এক পাল্লাকে পূর্ণ করে নিবে। সুতরাং (الحمد) তাসবীহ অপেক্ষা উত্তম। তার সাওয়াব তাসবীহের সাওয়াবের দ্বিগুণ, কেননা তাসবীহ দাড়িপাল্লার এক পাল্লার অর্ধেক পূর্ণ করে। পক্ষান্তরে (الحمد لله) দাড়িপাল্লার দু' পাল্লার একটিকে একাই পূর্ণ করে দেয়। অথবা উদ্দেশ্য এও হতে পারে যে, (الحمد لله) দাড়িপাল্লার বাকী অর্ধেককে পূর্ণ করে দিবে। অর্থাৎ- যদি তাসবীহের সাওয়াবকে দাড়িপাল্লার এক পাল্লাতে রাখার পর অন্য পাল্লাতে (الحمد لله) এর সাওয়াব রাখা হয় তাহলে দাড়িপাল্লা পূর্ণ হয়ে যাবে। তখন (الحمد) এর সাওয়াব তাসবীহের সাওয়াবের সমান হবে, কেননা (الحمد) এবং (تسبيح) থেকে প্রত্যেকটি দাড়িপাল্লার অর্ধেককে গ্রহণ করে এক সাথে দাড়িপাল্লাকে পূর্ণ করে দিবে তখন (الحمد) এবং (تسبيح) উভয়টি সমান হবে।

[৩৫৮] **য'ঈফ :** তিরমিযী ৩৫১৮, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৭৩, য'ঈফ আত্ তারগীব ৯৩০, য'ঈফ আল জামি' ২৫১০।

ত্বীবী বলেন, হাদীসে দু'টি দিক আছে। দু'টি দিকের একটি হল (تسبيح) এবং (تحميد) এর মাঝে সমতা উদ্দেশ্য করা আর তা এভাবে যে, (تسبيح) এবং (تحميد) প্রত্যেকটি অর্ধেক পাল্লা করে এক সাথে সম্পূর্ণ পাল্লাকে পূর্ণ করে দেয়। আর এটা এ কারণে যে, কেননা ঐ সকল যিক্র যা দৈহিক 'ইবাদাতের মূল তা দু' প্রকারে সীমাবদ্ধ। দু' প্রকারের একটি হল, পবিত্রতা বর্ণনা করা অপরটি প্রশংসা করা। (تسبيح) প্রথম প্রকারকে আয়ত্ব করে এবং (تحميد) দ্বিতীয় প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে। দু'টির দ্বিতীয়টি দ্বারা (الحمد) কে (تسبيح)-এর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা উদ্দেশ্য। এর সাওয়াব (تسبيح)-এর সাওয়াবের দ্বিগুণ। কেননা (تسبيح) এর দাড়িপাল্লার অর্ধেক আর (تحميد) একাই তাকে পূর্ণ করে আর এটা এ কারণে যে, কেননা সাধারণ (حمد)-এর অধিকারী হবে কেবল ঐ সত্তা যে সকল ঘাটতি থেকে মুক্ত সম্মান মর্যাদার গুণে গুণান্বিত। সুতরাং (حمد) দু'টি বিষয়কে এবং দু'টি প্রকারের সর্বোচ্চ প্রকারকে শামিল করতেছে। প্রথমটির দিকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর (বাণী দু'টি জবানে হালকা এবং দাড়িপাল্লাতে ভারি) এ উক্তি দ্বারা এবং দ্বিতীয়টির দিকে (আমার হাতে থাকবে حمد-এর পতাকা) এ উক্তি দ্বারা ইঙ্গিত করা হচ্ছে।

'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, আমি বলব, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি (لا إله إلا الله)-এর কোন পর্দা নেই (কেবল হওয়ার ক্ষেত্রে) এ উক্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার উর্ধ্বগতির অর্থকে সমর্থন করা হচ্ছে। কেননা (لا إله إلا الله)-এর বাণী আল্লাহর পবিত্রতা সাব্যস্তকরণ এবং প্রশংসাকরণকে অন্তর্ভুক্ত করে যেমন অতিবাহিত হয়েছে। আর আল্লাহ ছাড়া যা কিছু রয়েছে তাদের পবিত্রতা ও প্রশংসাকরণকে সাব্যস্ত করে না। এখান থেকে এটিকে অন্য জাতের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। কেননা প্রথম দু'টি 'আমালের ক্ষেত্রে ওযন এবং পরিমাণের অর্থের মাঝে অন্তর্ভুক্ত। এ থেকে বিনা বাধাতে আল্লাহর নৈকট্যতা অর্জন হল।

হাদীসের বাহ্যিক অর্থ জটিলতা সৃষ্টি করেছে। কেননা (حمد) পাঠ করা যখন দাড়িপাল্লাকে পূর্ণ করবে তখন অবশিষ্ট 'আমালকে কিভাবে ওযন করা হবে? পুণ্য এবং পাপ ওযনের ক্ষেত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহের বাহ্যিক দিক হল নিশ্চয়ই সমস্ত পুণ্য কর্মসমূহকে এক পাল্লাতে রাখা হবে এবং সকল পাপসমূহকে অন্য পাল্লাতে রাখা হবে। আরো উত্তর দেয়া হয়েছে যে, ঐ 'আমালসমূহ এবং যিক্রসমূহ ওযন করার সময় বহু আকৃতি ও ছোট আকৃতিতে পরিণত করার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সত্ত্বেও এদের ওযনে ক্রটি সৃষ্টি হবে না এবং একে অন্যের সাথে গাদাগাদি সৃষ্টি করবে না। আর আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞানী।

(وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ دُونَ اللّٰهِ) অর্থাৎ- (لا إله إلا الله) কবূল হওয়ার জন্য এমন কোন পর্দা নেই যা (لا إله إلا الله) কবূল হওয়াকে বাধা দিবে। আর তা পবিত্রতা ও প্রশংসা সাব্যস্ত করার কারণে এবং আল্লাহর সাথে অন্যের সমতা সাব্যস্তকে পরিষ্কারভাবে নিষেধ করার কারণে।

(حَتّٰى تَخْلُصَ إِلَيْهِ) অর্থাৎ- তাঁর পর্যন্ত ও কবূলের স্থান পর্যন্ত পৌছে যায়। এটা এবং এর মতো আরো বাণী দ্বারা উদ্দেশ্য হল, দ্রুত কবূল হওয়া ও অধিক সাওয়াব লাভ করা। উল্লেখিত হাদীসাংশে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, নিশ্চয়ই (لا إله إلا الله) হল (سبحان الله) এবং (الحمد لله) অপেক্ষা উত্তম।

٢٣١٤-[٢١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَا قَالَ عَبْدٌ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصًا قَطُّ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتّٰى يُفْضِيَ إِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

২৩১৪-[২১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে কোন বান্দা খালেস মনে *'লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ'* বলবে, অবশ্যই তার জন্য জান্নাতের দরজাগুলো খোলা হবে, যতক্ষণ না তা আল্লাহর 'আরশে না পৌঁছে, তবে যদি সে কাবীরাহ্ গুনাহ হতে বিরত থাকে। (তিরমিযী; তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব)[৩৫৯]

ব্যাখ্যা : (إِلَّا فُتِحَتْ لَهٗ أَبْوَابُ السَّمَاءِ) অর্থাৎ- কালিমাহ্ শাহাদাত সর্বদা উপরে উঠতে থাকবে পরিশেষে তা 'আর্‌শ পর্যন্ত পৌঁছবে।

(مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ) অর্থাৎ- (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ)-এর পাঠক কাবীরাহ্ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সময়। ত্বীবী বলেন, পূর্বক্ত হাদীসটি প্রমাণ বহন করছে (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ) পাঠ করার সাওয়াব 'আর্‌শ অতিক্রম করে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এ থেকে উদ্দেশ্য হল, দ্রুত কবূল হওয়া আর কাবীরাহ্ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা দ্রুত দু'আ কবূলের শর্ত; সাওয়াব অর্জন ও দু'আ কবূলের শর্ত না। অথবা পূর্ণ সাওয়াব অর্জন এবং দু'আ কবূলের স্তরের জন্য শর্ত। কেননা মন্দ কর্ম পুণ্য কর্মকে বাদ করতে পারে না, পক্ষান্তরে পুণ্য কর্ম মন্দ কর্মকে দূর করে দেয়। হাদীসটিতে কবীরাহ্ গুনাহে জড়িত হওয়া থেকে সতর্ক করা হয়েছে এবং আল্লাহর বাণী (সূরাহ্ আল ফা-ত্বির ৩৫ : ১০) ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ﴾ এ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।

٢٣١٥ ـ [٢٢] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قِيعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِسْنَادًا.

২৩১৫-[২২] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‌'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : মি'রাজের রাতে ইব্‌রাহীম (আলায়হিস সালাম)-এর সাথে আমার দেখা হলে তিনি আমাকে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি আপনার উম্মাতকে আমার সালাম বলবেন এবং খবর দিবেন যে, জান্নাত হলো সুগন্ধ মাটি ও সুপেয় পানিবিশিষ্ট। কিন্তু এতে কোন গাছপালা নেই (অর্থাৎ- জান্নাত হলো সমতল ভূমি)। এর গাছপালা হলো *"সুবহা-নাল্ল-হি, ওয়ালহাম্‌দুলিল্লা-হি, ওয়ালা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াল্ল-হু আকবার"*। (তিরমিযী; তিনি বলেন, সানাদগত দিক থেকে হাদীসটি হাসান গরীব)[৩৬০]

ব্যাখ্যা : (فَقَالَ) অর্থাৎ- ইব্‌রাহীম (আলায়হিস সালাম) বলেন, এমতাবস্থায় তিনি স্বস্থানে সপ্তাকাশে বায়তুল মা'মূর এর সাথে পিঠ হেলান দেয়াবস্থায় ছিলেন। (أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ) বলা হয়ে থাকে (أقرأ فلان فلانا السلام) এবং (أقرأ عليه السلام) অর্থাৎ- আমি তার ওপর সালাম পাঠ করছি, অর্থাৎ- সালাম তারই কাছে পৌঁছাচ্ছি।

(طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ) কেননা তার মাটি মিস্‌ক আম্বার, জা'ফরান এবং এদের অপেক্ষা সুগন্ধিময় কিছু নেই।

---

[৩৫৯] হাসান : তিরমিযী ৩৫৯০, সহীহ আস সগীর ৫৬৪৮, সহীহ আত্ তারগীব ১৫২৪।

[৩৬০] হাসান লিগয়রিহী : তিরমিযী ৩৪৬২, মু'জামুস্ সগীর ৫৩৯, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ১৫, সহীহাহ্ ১০৫, সহীহ আত্ তারগীব ১৫৫০, সহীহ আল জামি' ৫১৫২।

(قِيْعَانٌ) যা (قَاعٌ) শব্দের বহুবচন, অর্থাৎ- বৃক্ষমুক্ত সমতল ভূমি।

(وَأَنَّ غِرَاسَهَا) অর্থাৎ- যা (غرس)-এর বহুবচন। ক্বারী বলেন, তা এমন বস্তু যা রোপণ করা হয় অর্থাৎ- জমিনের মাটি, বীজ হতে যা ঢেকে নেয় যাতে পরে তা গজায়। আর যখন ঐ মাটি উত্তম হবে এবং তার পানি মিষ্টি হবে তখন স্বভাবত চারা উত্তম হবে আর চারা বলতে উত্তম বাক্যাবলী আর এগুলো হল নিষ্ঠাপূর্ণ অবশিষ্ট কালিমাহ্, অর্থাৎ- তাদের জানিয়ে দিন এ বাক্যাবলী এবং এদের মতো আরো কিছুর উক্তিকারী জান্নাতে প্রবেশের কারণ এবং জান্নাতে তার বাসস্থানের বৃক্ষ অধিক হওয়ার কারণে, কেননা যখনই উক্তিকারী এগুলো বারংবার পাঠ করবে তখনই তার জন্য জান্নাতে তার পাঠের সংখ্যা পরিমাণ বৃক্ষ গজাবে।

তুরবিশতী বলেন, চারা কেবল উত্তম মাটিতে ভাল হয়ে থাকে। মিষ্টি পানি দ্বারা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। অর্থাৎ- আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন নিশ্চয়ই এ বাক্যাবলী এদের উক্তিকারীকে জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয় এবং এগুলো অর্জনের চেষ্টাকারীর চেষ্টা নষ্ট হয় না, কেননা রোপণকারী সে তার গুদামজাত করা বস্তু একত্র করে রাখে না। শায়খ দেহলবী বলেন, বিষয়টি জটিলতা সৃষ্টি করছে যে, নিশ্চয়ই আলোচনা ঐ কথার উপর প্রমাণ বহনকারী যে, নিশ্চয়ই জান্নাতের মাটি বৃক্ষ ও প্রাসাদমুক্ত যা প্রমাণিত জান্নাতের বিপরীত। এ ব্যাপারে উত্তর প্রদান করা হয়েছে যে, আলোচ্য বিষয়টি ঐ কথার উপর প্রমাণ বহন করছে না যে, এখনও সে জান্নাত বৃক্ষ ও প্রাসাদমুক্ত, বরং ঐ কথার উপর প্রমাণ বহন করছে যে, মূলত জান্নাত বৃক্ষ, প্রাসাদমুক্ত এবং বৃক্ষসমূহ তাতে কর্মের বদলা স্বরূপ রোপণ করা হয়। অথবা উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই জান্নাতে বৃক্ষসমূহ যা 'আমালের কারণে হয়েছে তা যেন 'আমালের কারণে রোপণ করা হয়েছে।

ইমাম ত্বীবী বলেন, এ হাদীসে জটিলতা রয়েছে, কেননা হাদীসটি ঐ কথার উপর প্রমাণ বহন করছে যে, জান্নাতের জমিন বৃক্ষ, প্রাসাদমুক্ত। পক্ষান্তরে আল্লাহর বাণী (جنات تجري من تحتها الأنهار) এবং অপর বাণী (أُعدت للمتقين) ঐ কথার উপর প্রমাণ বহন করছে যে, নিশ্চয়ই জান্নাত বৃক্ষ, প্রাসাদমুক্ত না। কেননা জান্নাতকে জান্নাত নামকরণ করা হয়েছে তার ছায়া বিশিষ্ট ঘন বৃক্ষসমূহের ডাল-পালা ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার কারণে এবং তা জান্নাতের গঠন ঢেকে নেয়া অর্থের উপর আবর্তনশীল হওয়ার কারণে আর নিশ্চয়ই তা তৈরি করে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উত্তর হল নিশ্চয়ই জান্নাত বৃক্ষ, প্রাসাদমুক্ত ছিল, অতঃপর আল্লাহ তার কৃপা ও তার অনুগ্রহের প্রশস্ততার মাধ্যমে 'আমালকারীদের 'আমাল অনুপাতে তাতে বৃক্ষ ও প্রাসাদ সৃষ্টি করেছেন। যা প্রত্যেক 'আমালকারীর জন্য তার 'আমাল অনুযায়ী নির্দিষ্ট। অতঃপর নিশ্চয়ই আল্লাহ সাওয়াব দানের জন্য যাকে যে 'আমালের জন্য সৃষ্টি করেছেন তার জন্য তা যখন সহজ করে দিলেন তখন 'আমালকারীকে রূপকার্থে বৃক্ষ রোপণকারীর ন্যায় করে দিলেন। অর্থাৎ- (سبب) কে (مسبب) এর উপর প্রয়োগ করা হয়েছে।

আরো উত্তর দেয়া হয়েছে যে, হাদীসে ঐ ব্যাপারে প্রমাণ নেই যে, জান্নাত সম্পূর্ণরূপে বৃক্ষ ও প্রাসাদমুক্ত। কেননা জান্নাত বৃক্ষ ও প্রাসাদমুক্ত হওয়ার অর্থ হল জান্নাতের অধিকাংশ চারা রোপণ করা, এছাড়া বাকী যা আছে তা প্রশস্ত স্থান রোপণহীন যাতে ঐ বাণীর কারণে চারা রোপণ করা হয় যাতে বিনা কারণে প্রকৃত চারা রোপণ এবং ঐ বাণীর কারণে চারা রোপণ। ত্বারানী অত্যন্ত দুর্বল সানাদে সালমান ফারিসী-এর হাদীস কর্তৃক বর্ণনা করেন যার শব্দ হল "তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই জান্নাতে বৃক্ষ, প্রাসাদহীন ভূমি রয়েছে, সুতরাং বেশি করে চারা রোপণ কর। তারা বলল, হে আল্লাহর রসূল! চারা রোপণ কি? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)।"

٢٣١٦ - [٢٣] وَعَنْ يُسَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْؤُوْلَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ وَلَا تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

২৩১৬-[২৩] ইউসায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি মুহাজির রমণীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বললেন, তোমরা তাসবীহ (*সুব্‌হা-নাল্ল-হ*), তাহলীল (*লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ*), তাক্বদীস (*সুব্‌হা-নাল মালিকিল কুদ্দূস*) নিজের আঙ্গুলে গুণে গুণে পড়বে। কারণ আঙ্গুলকে কথা বলার শক্তি দিয়ে ক্বিয়ামাতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে এবং আল্লাহর যিক্‌র করা হতে গাফিল হয়ো না, যাতে তোমরা আল্লাহর রহ্‌মাতকে ভুলে না যাও। (তিরমিযী ও আবূ দাঊদ)[৩৬১]

ব্যাখ্যা : (قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ) অর্থাৎ- আমাদের মহিলাদের দলকে বললেন, মুসনাদে এরপর একটু বেশি আছে, হে মু'মিনাহ্ নারীরা! (بِالتَّسْبِيحِ) অর্থাৎ- (سبحان الله والتهليل) অর্থাৎ- (لا إله الا الله، والتقديس سبحان الملك القدوس) অথবা (سبوح قدوس رب الملائكة والروح)

(وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ) ত্বীবী বলেন, এর মাধ্যমে নাবী ﷺ আঙ্গুল দ্বারা ঐ শব্দ বাক্যসমূহ গণনার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন যাতে এর মাধ্যমে অর্জিত গুনাহসমূহ মুছে দেয়া হয় হাদীসাংশটুকু ঐ কথার উপর প্রমাণ বহন করতেছে যে, 'আরবরা হিসাব করা জানত।

(فَإِنَّهُنَّ مَسْؤُوْلَاتٌ) কেননা ক্বিয়ামাতের দিন এগুলোকে জিজ্ঞেস করা হবে এগুলো যা উপার্জন করেছে এবং কোন জিনিসের ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহার করা হয়েছে সে সম্পর্কে।

(مُسْتَنْطَقَاتٌ) অর্থাৎ- এগুলোর মাঝে উচ্চারণ শক্তি দেয়ার কারণে এগুলো তাদের সাথীর পক্ষে অথবা বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে ভাল অথবা মন্দ কর্ম করার কারণে। আল্লাহ বলেন, "যেদিন তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত, তাদের পা তাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে।" (সূরাহ্ আন্ নূর ২৪ : ২৪)

অন্যত্র বলেন, "আর তোমরা গোপন করতে পারতে না তোমাদের চক্ষু, কর্ণ, তোমাদের দৃষ্টি, তোমাদের চামড়া তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়া থেকে"– (সূরাহ্ ফুস্‌সিলাত ৪১ : ২২)। এতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর সন্তুষ্টজনিত কাজে ব্যবহারে সতর্ক করা হয়েছে।

(فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ) রহ্‌মাতকে ভুলে যাওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য রহ্‌মাত লাভের উপকরণসমূহ ভুলে যাওয়া, অর্থাৎ- তোমরা যিক্‌র ছেড়ে দিও না, কেননা তোমরা যদি যিক্‌র ছেড়ে দাও তাহলে অবশ্যই তোমাদেরকে তার সাওয়াব থেকে মাহরূম করা হবে। শাওকানী বলেন, হাদীসটি ঐ ব্যাপারে প্রমাণ বহন করছে যে, আঙ্গুল দ্বারা তাসবীহ গণনা করা শারী'আত সম্মত। আবূ দাঊদ একে সংকলন করেছেন এবং তিরমিযী একে সংকলন করে একে হাসান বলেছেন, ইমাম নাসায়ী একে সংকলন করেছেন এবং হাকিম একে 'আবদুল্লাহ বিন 'আম্‌র থেকে সংকলন করে একে সহীহ বলেছেন।

'আবদুল্লাহ বিন 'আম্‌র বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর হাত দ্বারা তাসবীহ গণনা করতে দেখেছি। আবূ দাঊদ এবং অন্যান্যের বর্ণনাতে একটু বেশি এসেছে, তা হল ডান হাতের কথা। রসূলুল্লাহ ﷺ বুসায়রার হাদীসে এর কারণ উল্লেখ করেছেন যে, আঙ্গুলসমূহকে বাকশক্তি দেয়া হবে এবং জিজ্ঞেস করা

[৩৬১] হাসান : তিরমিযী ৩৫৮৩, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৭৬৫৬, মু'জামুল কাবীর ১৮০, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ২০০৭, ইবনু হিব্বান ৮৪২, আবূ দাঊদ ১৩৪৫, সহীহ আল জামি' ৪০৮৭।

হবে, অর্থাৎ- আঙ্গুলসমূহ এ ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করবে। সুতরাং এভাবে তাসবীহ গণনা করা তাসবীহের দানা এবং কঙ্কর অপেক্ষা উত্তম। 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, আমি বলব, সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস-এর পূর্বক্ত হাদীস এবং সফিয়্যাহ্'র হাদীস আটি এবং কঙ্কর দ্বারা তাসবীহ গণনা বৈধ হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করছে। সফিয়্যাহ্ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে আসলেন, এমতাবস্থায় আমার সামনে চার পাত্র আঁটি ছিল তার মাধ্যমে আমি তাসবীহ পাঠ করতাম। তিরমিযী, হাকিম একে সংকলন করেছেন সুয়ূত্বী একে বিশুদ্ধ বলেছেন।

ইমাম শাওকানী বলেছেন, এ হাদীস দু'টি আটি এবং কঙ্কর দ্বারা তাসবীহ পাঠ বৈধ হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করছে। এমনিভাবে খেজুরের আঁটি, পাথর এবং তাসবীহের দানার নামে পার্থক্য না থাকার কারণে, এ ব্যাপারে নাবী ﷺ মহিলাদ্বয়কে সমর্থন করার কারণে, অসম্মতি না জানানোর কারণে এবং যা উত্তম তার প্রতি দিক-নির্দেশনা যা উত্তম না তা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে বিরোধিতা না করার কারণে তাসবীহের দানা দ্বারা তাসবীহ পাঠ বৈধ হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করছে।

'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, ইতিপূর্বে আমরা সা'দ-এর হাদীস সম্পর্কে বলেছি যে, তা দুর্বল। অপরদিকে সফিয়্যাহ্ এর হাদীসও দুর্বল, ইমাম তিরমিযী একে তার উক্তি "এ হাদীসটি গরীব, একে হাশিম বিন সা'ঈদ আল্‌কূফী সফিয়্যাহ্-এর আযাদকৃত দাস কিনানাহ্ থেকে, আর কিনানাহ্ সফিয়্যাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন আর এ সানাদ ছাড়া অন্য কোন সানাদে হাদীসটি জানা যায় না। এ দ্বারা দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। এর সানাদ মা'রুফ না। পক্ষান্তরে হাকিম একে সহীহ বলেছেন হাফিয যাহাবী তার সমর্থন করেছেন আর সুয়ূত্বী তার মুতাবায়াত নিয়ে এসেছেন শাওকানী এ ক্ষেত্রে ধোঁকা খেয়েছেন আর এটা তাদের ক্ষেত্রে আশ্চর্যের বিষয়। কেননা হাশিম বিন সা'ঈদকে যাহাবী মীযান গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেন, ইবনু মা'ঈন হাশিম বিন সা'ঈদ সম্পর্কে বলেন, لَيْسَ بِشَيْئٍ অর্থাৎ- তার হাদীস কম। ইবনু 'আদী বলেন, তিনি যা বর্ণনা করেন তার পরিমাণ এমন যার মুতাবায়াত পাওয়া যায় না, এজন্য হাফিয তাক্বরীর গ্রন্থে তাকে দুর্বল বলে আখ্যা দিয়েছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٣١٧ - [٢٤] عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: عَلِّمْنِيْ كَلَامًا أَقُوْلُهٗ قَالَ: «قُلْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ اللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ». فَقَالَ فَهٰؤُلَاءِ لِرَبِّيْ فَمَا لِيْ؟ فَقَالَ: «قُلِ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَعَافِنِيْ». شَكَّ الرَّاوِيْ فِيْ «عَافِنِيْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৩১৭-[২৪] সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন এক বেদুঈন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন কিছু দু'আ-কালাম শিখিয়ে দিন যা আমি পড়তে পারি। তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি পড়বে *"লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা- শারীকা লাহূ, আল্ল-হু আকবার কাবীরা- ওয়াল হাম্‌দুলিল্লা-হি কাসীরা-, ওয়া সুব্‌হা-নাল্ল-হি রব্বিল 'আ-লামীন, লা- হাওলা ওয়ালা- ক্যুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হিল 'আযীযিল হাকীম"* (অর্থাৎ- আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা'বূদ নেই,

তিনি একক, তাঁর কোন শারীক নেই, আল্লাহ অনেক বড়, আল্লাহর জন্য অনেক প্রশংসা, আমি পবিত্রতা ঘোষণা করি সে আল্লাহর যিনি সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক, কারো কোন উপায় বা শক্তি নেই আল্লাহ ছাড়া, যিনি প্রতাপান্বিত ও প্রজ্ঞাবান)। (রসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেখানো দু'আ শুনে) সে বেদুঈন বলল, হে আল্লাহর রসূল! এটা তো আমার রবের জন্য (তাঁর প্রশংসা), আমার জন্য কী? তখন তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি পড়বে "*আল্ল-হুম্মাগফিরলী, ওয়ার হাম্‌নী, ওয়াহ্‌দিনী, ওয়ারযুক্বনী, ওয়া 'আ-ফিনী*" (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ কর, দয়া কর, হিদায়াত দান কর, আমাকে রিয্‌ক্ব দাও ও আমাকে সুখে-শান্তিতে রাখ)। শেষ শব্দ «عَافِنِيْ» ('*আ-ফিনী*) [অর্থাৎ- আমাকে সুখে-শান্তিতে রাখ] সম্বন্ধে বর্ণনাকারী সন্দেহ রয়েছে যে, এ শব্দটি রসূলের কথার মধ্যে আছে কিনা? (মুসলিম)[৩৬২]

ব্যাখ্যা : বায্‌যার-এর অপর বর্ণনাতে আছে (العلى العظيم) যা মানুষের মুখে মুখে প্রসিদ্ধ। ইমাম মুসলিম আবূ মালিক আল আশ্‌'আরী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই তার পিতা নাবী ﷺ কে বলতে শুনেছেন, যখন একজন লোক নাবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! যখন আমি আমার পালনকর্তার কাছে চাইব তখন কিভাবে বলব? নাবী ﷺ বললেন, তুমি বলবে হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, তুমি আমার প্রতি দয়া কর, তুমি আমাকে নিরাপত্তা দাও এবং আমাকে দান কর, কেননা এগুলো তোমার ইহকাল ও পরকালকে একত্রিত করবে। হাদীস থেকে বুঝা যায়, একজন ব্যক্তির সর্বদায় ও প্রাথমিক অবলম্বনীয় বিষয় তাওহীদ। আরো বুঝা যাচ্ছে দু'আর শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা, তারপর ব্যক্তির যা চাওয়া পাওয়া তা আল্লাহর কাছে চাইতে হবে।

٢٣١٨ ـ[٢٥] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلٰى شَجَرَةٍ يَابِسَةِ الْوَرَقِ فَضَرَبَهَا بِعَصَاهُ فَتَنَاثَرَ الْوَرَقُ فَقَالَ: «إِنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ تُسَاقِطُ ذُنُوْبَ الْعَبْدِ كَمَا يَتَسَاقَطُ وَرَقُ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

২৩১৮-[২৫] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ একটি শুকনা পাতাবিশিষ্ট গাছের কাছে গেলেন এবং নিজের হাতের লাঠি দিয়ে এতে আঘাত করলেন। এতে গাছের পাতা ঝরতে লাগল। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, "*আলহাম্‌দুলিল্লা-হ, ওয়া সুব্‌হা-নাল্ল-হ, ওয়ালা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াল্ল-হু আকবার*"–এ বাক্যগুলো বান্দার গুনাহ এভাবে ঝরিয়ে দেয় যে, যেভাবে ঐ গাছের পাতা ঝরছে। (তিরমিযী; তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব)[৩৬৩]

ব্যাখ্যা : হাদীস থেকে বুঝা যায়, (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ) পাঠ করা গুনাহ মাফের অতি সহজ একটি মাধ্যম। ইমাম আহমাদ আ'মাশ-এর সানাদ ছাড়া আরেক সানাদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যা নিম্নরূপ "নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ ﷺ একটি ডাল ধরলেন, অতঃপর তাকে ঝাড়া দিলেন কিন্তু পাতা ঝড়ল না, আবার তাকে ঝাড়া দিলেন তাতেও পাতা ঝড়ল না, আবার তাকে ঝাড়া দিলেন, তখন পাতা ঝড়ল। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, নিশ্চয়ই ((وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ)) গুনাহসমূহকে ঝেড়ে দেয় যেভাবে বৃক্ষ তার পাতাকে ঝেড়ে দেয়।" 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, আমি বলব, ইমাম বুখারীও একে আদাবুল মুফরাদে আ'মাশ-এর সানাদ ভিন্ন অন্য সানাদে আহমাদ-এর মতো বর্ণনা করেছেন।

---

[৩৬২] **সহীহ :** মুসলিম ২৬৯৬, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ২৩৯, ইবনু হিব্বান ৯৪৬, সহীহ আত্ তারগীব ১৫৬২।

[৩৬৩] **হাসান :** তিরমিযী ৩৫৩৩, সহীহ আত্ তারগীব ১৫৭০।

٢٣١٩ - [٢٦] وَعَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «أَكْثِرْ مِنْ قَوْلِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ فَإِنَّهَا مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ». قَالَ مَكْحُوْلٌ: فَمَنْ قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا مَنْجَأَ مِنَ اللّٰهِ إِلَّا إِلَيْهِ كَشَفَ اللّٰهُ عَنْهُ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الضُّرِّ أَدْنَاهَا الْفَقْرُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ وَمَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ.

২৩১৯-[২৬] মাকহূল (রহঃ) আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, *"লা- হাওলা ওয়ালা- ক্যুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ"* বেশি বেশি করে পড়তে। কেননা এ বাক্যটি জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের বিশেষ বাক্য। মাকহূল (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি পড়বে *"লা- হাওলা ওয়ালা- ক্যুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হি ওয়ালা- মান্জাআ মিনাল্ল-হি ইল্লা- ইলায়হি"*– আল্লাহ তার সত্তরটি কষ্ট দূর করে দিবেন, যার সর্বনিম্ন হলো দারিদ্র্যতা। (তিরমিযী। তিনি বলেন, হাদীসের সানাদ মুত্তাসিল নয়। মাকহূল (রহঃ) আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে হাদীসটি শুনেননি।)[৩৬৪]

ব্যাখ্যা : (فَإِنَّهَا مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ) অর্থাৎ- হাদীসে বর্ণিত দু'আটি জান্নাতের উৎকৃষ্ট অর্জনের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম নাবাবী বলেন, হাদীসে বর্ণিত দু'আটি পাঠ করাতে উৎকৃষ্ট সাওয়াব অর্জন হয়। যা উক্ত দু'আ পাঠকারীর জন্য জান্নাতে সঞ্চয় করে রাখা হয়।

(أَدْنَاهَا الْفَقْرُ) ক্বারী বলেন, হাদীসে الفقر বলতে অন্তরের নিঃস্বতা। যে ব্যাপারে হাদীসে এসেছে, তাসবীহ পাঠকারী যখন এ বাক্যের অর্থ পরিকল্পনা করবে তখন তার নিকট স্থির হবে, তার অন্তরে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হবে নিশ্চয়ই নির্দেশ সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। আর নিশ্চয়ই উপকার এবং ক্ষতি তার নিকট থেকেই হয়ে থাকে। কোন কিছু দান করা বা বারণ করা তার মাধ্যমেই হয়ে থাকে আর তখন হাদীসে বর্ণিত তাসবীহ পাঠকারী বিপদে ধৈর্যধারণ করে এবং অনুগ্রহের ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তার বিষয়কে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে। আর ক্বদ্‌রের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।

'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, আমি বলব, নিঃস্বতা কুফ্‌রীতে পৌঁছে যাওয়ার উপক্রম– এ হাদীসটিকে আবূ নু'আয়ম হিল্‌ইয়াহ্ গ্রন্থে, বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান-এ, ইবনুদ্ দায়বা' আশ্ শায়বানী তাম্‌ঈযুত্ব ত্বীব-এ বলেন, হাদীসটি খাবীসের অন্তর্ভুক্ত (১৪৪ পৃষ্ঠা)-এর সানাদে ইয়াযীদ আর্ রক্কাশী আছে, সে দুর্বল এবং এ হাদীসের দুর্বল অনেক শাহিদ/সমর্থনকারী হাদীস আছে। মাজমাউল বিহার গ্রন্থের লেখক তায্‌কিরাতুল মাওযূ'আতে (১৭৪ পৃষ্ঠা) একে দুর্বল বলেছেন। তবে আবূ সা'ঈদ-এর উক্তি কর্তৃক এটি সহীহ সাব্যস্ত হয়েছে।

হাকিম-এর এক বর্ণনাতে আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আবূ হুরায়রাহ্! আমি কি তোমাকে জান্নাতের ধনভাণ্ডারসমূহ থেকে কোন ধন ভাণ্ডার সম্পর্কে অবহিত করব না? আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, তুমি বলবে (لا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ وفجأ من الله إلا أليه) অর্থাৎ- আল্লাহর আনুগত্য থেকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিবে এমন পরিবর্তনকারী নেই, আল্লাহর 'ইবাদাত করার তাওফীক দিবে এমন কোন শক্তি নেই এক মাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল নেই এবং আল্লাহ থেকে মুক্তি লাভের কোন উপায় নেই তবে একমাত্র তাঁর নিকটেই।

[৩৬৪] সহীহ : তবে মাকহূলের উক্তিটি দুর্বল, কারণ তা মাকতু'। তিরমিযী ৩৬০১, সহীহ আত্ তারগীব ১৫৮০।

'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, আমি বলব, ইমাম হাকিম-এর এ বর্ণনা ইমাম আহমাদ তাঁর কিতাবের ২য় খণ্ডে ৩০৯ পৃষ্ঠাতে সংকলন করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরশীল।

٢٣٢٠ـ[٢٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ دَوَاءٌ مِنْ تِسْعَةٍ وَتِسْعِيْنَ دَاءً أَيْسَرُهَا الْهَمُّ».

২৩২০-[২৭] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "*লা-হাওলা ক্যুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ*" হলো নিরানব্বইটি রোগের ঔষধ, তন্মধ্যে সহজটা হলো চিন্তা।[৩৬৫]

ব্যাখ্যা : (مِنْ تِسْعَةٍ وَتِسْعِيْنَ) অর্থাৎ- এ সংখ্যা নির্দিষ্ট করার কৌশল আল্লাহ ও তাঁর রসূল ছাড়া কেউ জানে না। ইমাম শাওকানী বলেন, এর বাহ্যিক দিক হল, নিশ্চয়ই এ যিক্‌রে উল্লেখিত সংখ্যার আরোগ্যদানকারী এ সংখ্যার প্রয়োগ আধিক্যতার উপরও হতে পারে। যেমন, আল্লাহ সূরাহ্ আল হা-ক্বাহ এর ৩২ নং আয়াতে বলেন, (ذرعها سبعون ذراعا)। সুতরাং তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী থেকে উদ্দেশ্য হবে নিশ্চয়ই ঐ বাণী পাঠ সকল রোগ ও ত্রুটি থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায়। আর সে ত্রুটিগুলোর মাঝে একান্ত স্বাভাবিক চিন্তা দূর হওয়া।

(دَاءً) অর্থাৎ- গোপনীয় রোগের ঔষধ যেমন, দম্ভ, অহংকার, গোপনীয় শিরক, প্রবৃত্তির আনুগত্য অথবা বিষয়টি এর চাইতেও ব্যাপক এবং তা স্পষ্ট। ক্বারী বলেন, অর্থাৎ- ইহকালীন ও পরকালীন রোগসমূহকে আরোগ্যদানকারী।

(الْهَمُّ) দীন ও দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক রাখে এমন চিন্তা বা যা দুনিয়ার জীবন-যাপন ও পরকালের দিকে প্রত্যাবর্তনের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন। মানাবী বলেন, এটা এ কারণে যে, বান্দা যখন কোন কিছুর উপকরণসমূহ থেকে মুক্ত থাকবে তখন তার বক্ষ প্রশস্ত হবে এবং ঐ ব্যাপারে তার চিন্তা দূর হবে তার মাঝে শক্তি সাহায্য আসবে এবং গোপনীয় রোগ-ব্যাধির ব্যাপারে তার মন হালকা হবে।

٢٣٢١ـ[٢٨] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلٰى كَلِمَةٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالٰى: أَسْلَمَ عَبْدِىْ وَاسْتَسْلَمَ». رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِى الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ

২৩২১-[২৮] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বললেন : আমি কী তোমাকে 'আর্‌শের নীচের ও জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের একটি 'কালিমাহ্ বলে দেবো না? (সেটি হলো) "*লা- হাওলা ওয়ালা- ক্যুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ*"। (যখন এ কালিমাটি কেউ পড়ে) আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা সর্বাত্মকভাবে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করল। (উক্ত হাদীস দু'টি বায়হাক্বী দা'ওয়াতুল কাবীর-এ বর্ণনা করেছেন)।[৩৬৬]

ব্যাখ্যা : (مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ) অর্থাৎ- নিশ্চয়ই তা 'আরশী আভ্যন্তরীণ গচ্ছিত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত এবং সুউচ্চ জান্নাতের উন্নত ধনভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত। ধ্বংসশীল, ইন্দ্রিয়প্রবণ, নিম্ন গচ্ছিত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত না।

---

[৩৬৫] **য'ঈফ** : মু'জামুল আওসাত লিত্ব ত্ববারানী ৫০২৮, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৯৯০, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ১৯১, য'ঈফ আত্ তারগীব ৯৭০, য'ঈফ আল জামি' ৬২৮৬। কারণ এর সানাদে বিশ্‌র ইবনু রাফি' একজন দুর্বল রাবী।

[৩৬৬] **য'ঈফ** : আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ১৫৫, বায়হাক্বী : শু'আবুল ঈমান ১৯০, য'ঈফ আত্ তারগীব ৯৫৪।

একমতে বলা হয়েছে, অর্থাৎ- এমন কালিমাহ্ বা বাক্য যা 'আর্শের তলদেশের গচ্ছিত সম্পদ স্বরূপ।

(يَقُولُ اللّٰهُ تَعَالٰى) ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, আল্লাহ তাঁর মালায়িকাহ্-কে (ফেরেশতাদেরকে) শিক্ষা দেয়ার্থে এ বাণী এর পাঠকারী বা যা এর অর্থকে শামিল করে তা পাঠকারী এর পূর্ণাঙ্গতা সম্পর্কে বলেন।

ক্বারী বলেন, নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ ﷺ-এর (يَقُولُ اللّٰهُ) উক্তি এর বাহ্যিক দিক হল, এটি কালিমাহ্ ও তার পাঠকারীর মর্যাদা বর্ণনার জন্য নতুন।

'উবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, আমি বলব, হাকিমে (তুমি বলবে, (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ) তখন আল্লাহ বলেন, (أَسْلَمَ عَبْدِيْ) শেষ পর্যন্ত) এ শব্দে আছে আর ত্বীবীর উক্তি একে সমর্থন করেছে।

(أَسْلَمَ عَبْدِيْ) অর্থাৎ- সে উপাসনীয় হুকুম আহকামের অনুস্মরণ করল এবং নিষ্ঠার পথাবলম্বন করল।

(وَاسْتَسْلَمَ) অর্থাৎ- সে যথার্থ আনুগত্য করল। ত্বীবী বলেন, (أَسْلَمَ عَبْدِيْ وَاسْتَسْلَمَ) এর অর্থ হল, সংঘটিত হবে এমন সকল বিষয়কে আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণভাবে সোপর্দ করল এবং দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য খাঁটি সাব্যস্ত করে আল্লাহর আনুগত্য করল। এ অধ্যায়ে আরো অনেক হাদীস আছে যার কতক কতককে শক্তিশালী করবে তার একটি ত্ববারানী এর আওসাতে জাবির-এর হাদীস, ইবনু আসাকিরে ইবনু 'আব্বাস-এর হাদীস, ত্ববারানী এর আওসাতে বাহ্য বিন হাকিম-এর হাদীস যা তিনি তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে কয়েক স্থানে নিয়ে এসেছেন, তার মাঝে একটি তার মুসনাদের ২য় খণ্ডে ২৯৮ পৃষ্ঠাতে এবং বাযযার বর্ণনা করেছেন, হাকিম তার কিতাবের ১ম খণ্ডে ২১ পৃষ্ঠাতে এবং তিনি বলেন, এটি বিশুদ্ধ হাদীস, এর কোন ত্রুটি পাওয়া যায় না এবং যাহাবী তার সমর্থন করেছেন। মুনযিরী তারগীবে হাকিমের কথা নকল করে তাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

হায়সামী তাঁর কিতাবের ১০ম খণ্ডে ৯৯ পৃষ্ঠাতে উক্ত বাণীকে ইমাম আহমাদ ও বায্যারের দিকে সম্পৃক্ত করার পর বলেন, আবূ বালাজ আল কাবীর ছাড়া সকলেই সহীহ এর লেখক। আবূ বালাজ আল কাবীর বলতে ইয়াহ্ইয়া বিন সুলায়ম আর তিনি নির্ভরশীল।

٢٣٢٢-[٢٩] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: سُبْحَانَ اللّٰهِ هِيَ صَلَاةُ الْخَلَائِقِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَلِمَةُ الشُّكْرِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: أَسْلَمَ وَاسْتَسْلَمَ. رَوَاهُ رَزِيْنٌ

২৩২২-[২৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, *"সুব্হা-নাল্ল-হ"* হলো আল্লাহর সৃষ্টিজগতের সলাত। *"আলহাম্দুলিল্লা-হ"* হলো কালিমাতুশ্ শুক্র, অর্থাৎ- কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বাক্য। *"লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ"* হলো তাওহীদের কালিমাহ্, আর *"আল্ল-হু আকবার"* আকাশ ও জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে তাকে পূর্ণ করে দেয়। যখন বান্দা বলে, *"লা- হাওলা ওয়ালা- ক্যুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ"*, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, এ বান্দা সম্পূর্ণরূপে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করল। (রযীন)

ব্যাখ্যা : (سُبْحَانَ اللّٰهِ هِيَ صَلَاةُ الْخَلَائِقِ) অর্থাৎ- সৃষ্টিজীবের 'ইবাদাত। যেমন, আল্লাহ বলেন, ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ "যে কোন বস্তু তার প্রশংসা সহ পবিত্রতা ঘোষণা করে"– (সূরাহ্ ইসরা

১৭ : ৪৪)। সূরাহ্ আন্ নূর-এর ৪১ নং আয়াতে বলা হয়েছে "প্রতিটি বস্তু তাঁর 'ইবাদাত ও তাঁর পবিত্রতা ঘোষণাকে জেনে নিয়েছে"।

এক মতে বলা হয়েছে, পবিত্রতা বর্ণনা মৌখিকভাবেও হতে পারে অথবা অবস্থার মাধ্যমেও হতে পারে, যা প্রমাণ করে তাঁর স্রষ্টা হওয়ার উপর, তাঁর ক্ষমতার উপর, তাঁর কৌশলের উপর এবং ঐ জিনিস থেকে তাঁর পবিত্র হওয়ার উপর যার সাথে তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করা বৈধ না।

(وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَلِمَةُ الشُّكْرِ) অর্থাৎ- কৃতজ্ঞতার খুঁটি, মূল।

(وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ) অর্থাৎ- لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ তাওহীদের বাণী তার পাঠককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি আবশ্যক করে দেয় অথবা তা এমন এক বাণী যা সত্য ও নিষ্ঠাসহ পাঠ ছাড়া কোন উপকারে আসবে না।

(وَاللّٰهُ أَكْبَرُ تَمْلَأُ) অর্থাৎ- তার সাওয়াব পূর্ণ হয়ে যায়।

(مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) এক মতে বলা হয়েছে, আকাশ ও জমিনের মাঝে যা কিছু আছে তা দ্বারা সকল জগতের প্রতি ইঙ্গিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

(٢) بَابُ الْإِسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ

অধ্যায়-২ : ক্ষমা ও তাওবাহ্

হাফিয বলেন : الاستغفار শব্দটি الغفران থেকে, যার মূল الغفر আর তা হল কোন জিনিসকে এমন কিছু পরিধান করানো যা তাকে ময়লাযুক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করবে। আর আল্লাহর তরফ থেকে বান্দাকে ক্ষমা করা বলতে বান্দাকে তাঁর শাস্তি থেকে রক্ষা করা।

ক্বারী বলেন, الاستغفار শব্দটি কখনো তাওবাকে শামিল করে আবার কখনো তাওবাকে শামিল করে না। এ জন্য الاستغفار শব্দের পর التوبة শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা الاستغفار তথা ক্ষমা প্রার্থনা জবান দিয়ে হয়, পক্ষান্তরে তাওবাহ্ অন্তর দিয়ে হয় আর তা হল অবাধ্যতা থেকে আনুগত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করা আর আল্লাহর তরফ থেকে বান্দাকে ক্ষমা করা বলতে ইহকালে বান্দার গুনাহ কাউকে অবহিত করা থেকে গোপন করে রাখা এবং পরকালে সে গুনাহের কারণে তাকে শাস্তি না দেয়া।

ইমাম ত্বীবী বলেন, শারী'আতের পরিভাষায় তাওবাহ্ হল, পাপ দোষণীয় হওয়ার কারণে তা বর্জন করা, এবং কৃত বাড়াবাড়ির কারণে লজ্জিত হওয়া, অভ্যস্ত বিষয় বর্জন ও কর্মের ক্ষতিপূরণে নিজেকে দৃঢ় করে এমন কাজ করা। এটি রাগিবের উক্তি। ইমাম নাবাবী এক্ষেত্রে একটু বেশি বলেছেন, তিনি বলেন, গুনাহ যদি আদাম সন্তানের সাথে সম্পর্কিত হয় তাহলে তার আরেকটি শর্ত আছে। আর তা হল, অবিচার করা পরিমাণ বিষয় তার মালিকের কাছে ফেরত দিতে হবে অথবা তার কাছ থেকে ক্ষমা নিতে হবে।

ইবনুল কুইয়্যিম মাদারিজুস্ সালিকীন-এ ১ম খণ্ডে ১৬৯ পৃষ্ঠাতে সাধারণ তাওবার তাফসীরের আলোচনাতে বলেন, অনেক মানুষ তাওবার তাফসীর করে থাকেন কোন গুনাহ দ্বিতীয়বার না করার ব্যাপারে দৃঢ়তা ব্যক্ত করা এবং অবিলম্বে সে কাজ থেকে সরে আসা। অতীতের কাজের ব্যাপারে লজ্জিত হওয়া আর যদি ঐ গুনাহটি আদাম সন্তানের অধিকার সংক্রান্ত হয় তাহলে চতুর্থ আরেকটি বিষয় প্রয়োজন তা হল আদাম সন্তান থেকে ক্ষমা নেয়া।

কতকে এ বিষয়টি তাওবার ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন বরং একে শর্ত করেছেন। আমার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কালামের ক্ষেত্রে তাওবাহ্ হল, তা যেমন অনেক মানুষের উল্লেখিত সংজ্ঞাকে শামিল করে তেমনিভাবে নির্দেশিত কাজের ব্যাপারে দৃঢ়তাকে ও তা আঁকড়িয়ে ধরাকে শামিল করে। সুতরাং শুধুমাত্র কোন কাজ করা থেকে সরে আসা, কোন কাজ না করার ব্যাপারে দৃঢ়তা ব্যক্ত করা, কোন কৃতকর্মের ব্যাপারে লজ্জিত হওয়ার মাধ্যমে তাওবাহ্ সংঘটিত হয় না বরং যতক্ষণ না কর্তার তরফ থেকে নির্দেশিত কাজের ব্যাপারে দৃঢ়তা পাওয়া যায়। এটিই হল তাওবার প্রকৃত রূপ। আর তা হল দু'টি বিষয়ের সমষ্টির নাম। কিন্তু তাওবাহ্ যখন নির্দেশিত কাজের সাথে শামিল হবে তখন তা পূর্বে অনেকের উল্লেখিত সংজ্ঞার ভাষ্য হবে আর যখন তা আলাদাভাবে আসবে তখন তা দু'টি বিষয়কে শামিল করবে আর তা ঐ তাক্বওয়া শব্দের মতো যা একাকী বা আলাদা প্রয়োগ হলে তা আল্লাহর নির্দেশিত কাজ করা এবং নিষেধ করা কাজ বর্জন করাকে বুঝায়। পক্ষান্তরে তা নির্দেশিত কাজের সাথে শামিল হওয়ার সময় নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকাকে দাবী করবে। কেননা তাওবার প্রকৃত রূপ হল আল্লাহ যা ভালবাসেন সে কাজ অবলম্বন এবং তিনি যা অপছন্দ করেন তা বর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন। সুতরাং প্রিয় বস্তুর দিকে প্রত্যাবর্তন করা তাওবার একটি অংশ এবং অপছন্দনীয় জিনিস হতে ফিরে আসা তাওবার আরেকটি অংশ আর এজন্য আল্লাহ সাধারণ সফলতাকে তাওবার মাধ্যমে নির্দেশিত কাজ করা ও নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, যেমন আল্লাহ বলেন, "হে মু'মিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার"– (সূরাহ্ আন্ নূর ২৪ : ৩১)। সুতরাং প্রত্যেক তাওবাহ্কারী সফলকাম। আর নির্দেশিত কাজ করা এবং নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করা ছাড়া কেউ সফলকাম হতে পারবে না। আল্লাহ আরো বলেন, "আর যারা তাওবাহ্ করেনি তারাই অবিচারকারী"– (সূরাহ্ আল হুজুরাত ৪৯ : ১১)। নির্দেশিত কাজ বর্জনকারী যালিম যেমন নিষিদ্ধ কাজ সম্পাদনকারী যালিম। আর দু'টি বিষয়কে সমন্বয়কারী তাওবাহ্ এর মাধ্যমে যুল্মের অপসারণ হয়। তিনি বলেন, তাওবাহ্কারীকে তাওবাহ্কারী বলে নামকরণ করার কারণ তাওবাহ্কারী আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ থেকে তাঁর নির্দেশিত কাজের দিকে প্রত্যাবর্তন এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে আনুগত্যের দিকে ফিরে আসে।

আল্লাহ তাওবাহ্কারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন। আল্লাহ কেবল তাকে ভালবাসেন যে তাঁর নির্দেশিত বিষয় সম্পাদন করে এবং তাঁর নিষেধ করা বিষয় থেকে দূরে থাকে। সুতরাং তাওবাহ্ হল, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণভাবে আল্লাহর নিষেধ করা বিষয় থেকে ফিরে আসা এবং তাঁর পছন্দনীয় বিষয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। এমতাবস্থায় তাওবার নামের মাঝে ইসলাম, ঈমান, ইহসানও প্রবেশ করবে এবং তাওবাহ্ পূর্বোক্ত সকল সংজ্ঞাগুলোকে শামিল করবে।

তাওবাহ্ দ্বারা বান্দা আল্লাহর অনুগত হয়। আর এ আনুগত্যের স্তর চারটি :

প্রথম স্তর : সৃষ্টির মাঝে অংশিদারিত্ব আর তা হল প্রয়োজনের অনুগত এবং আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষীতা। সুতরাং আকাশবাসী এবং জমিনবাসী সকলেই তাঁর নিকট মুখাপেক্ষী তাঁর নিকট নিঃস্ব। আর

তিনি আল্লাহই একমাত্র সত্তা যিনি তাদের থেকে অমুখাপেক্ষী। আকাশবাসী এবং জমিনবাসী প্রত্যেকেই তার কাছে চায় পক্ষান্তরে তিনি কারো কাছে চান না।

দ্বিতীয় স্তর : আনুগত্য ও দাসত্বের স্তর আর তা স্বেচ্ছাধীন অনুগত আর এটি হল তার অনুগতদের সাথে নির্দিষ্ট আর এটি দাসত্বের গোপন।

তৃতীয় স্তর : ভালবাসার অনুগত কেননা যে ভালবাসে সে প্রিয় সত্তার অনুগত। সত্তার প্রতি ব্যক্তির ভালবাসার পরিমাণ অনুপাতে তার ভালবাসা সাব্যস্ত হয় সুতরাং ভালবাসাকে ভিত্তি দেয়া হয়েছে ভালবাসার পাত্রের প্রতি বিনয় প্রদর্শনের উপর।

চতুর্থ স্তর : অবাধ্যতা ও অপরাধের বশ্যতা।

সুতরাং এ চারটি স্তর যখন একত্রিত হয় তখন বিনয় নম্রতা একমাত্র আল্লাহর জন্য ও পূর্ণাঙ্গভাবে সাব্যস্ত হয়। কেননা ব্যক্তি তার ভয়ে, আশংকায়, ভালবাসায়, প্রত্যাবর্তন, আনুগত্যের সাথে এবং তার দিকে মুখাপেক্ষী হয়ে বিনয় প্রকাশ করে।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٣٢٣ - [١] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «وَاللّٰهِ إِنِّيْ لَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৩২৩-[১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আল্লাহর কসম! আমি প্রতিদিন সত্তরবারেরও বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই ও তাওবাহ্ করি। (বুখারী)[৩৬৭]

ব্যাখ্যা : (إِنِّيْ لَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ) এখানে استغفار এর হুবহু শব্দ উদ্দেশিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখছে আর 'আবদুল্লাহ বিন 'উমার (রাঃ) থেকে মুজাহিদের জাইয়িদ (উত্তম) সানাদে নাসায়ী সংকলন করেছেন তা একে সমর্থন করছে। আর তা হল নিশ্চয়ই 'আবদুল্লাহ বিন 'উমার (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বৈঠক থেকে দাঁড়ানোর পূর্বে একশত বার (استغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه) এ দু'আটি বলতে শুনেছেন। সম্ভাবনা রয়েছে রসূলুল্লাহ (ﷺ) এ দু'আটির দ্বারা ক্ষমা অনুসন্ধান করতেন এবং তাওবার ব্যাপারে দৃঢ়তা ব্যক্ত করতেন ও তাওবাহ্ করতেন। আর অচিরেই 'আবদুল্লাহ 'উমার (রাঃ)-এর হাদীস কর্তৃক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষে যা আসছে তা একে সমর্থন করছে। সে হাদীসে 'আবদুল্লাহ বিন 'উমার (রাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই আমরা বৈঠকে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য (رب اغفر لى وتب على إنك أنت التواب الغفور) এ দু'আটি একশতবার গণনা করতাম। একে আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ মুহাম্মাদ বিন সূক্বহ্'র সানাদে সংকলন করেছেন আর সূক্বহ্ নাফি' থেকে আর নাফি' 'আবদুল্লাহ বিন 'উমার থেকে বর্ণনা করেন।

---

[৩৬৭] সহীহ : বুখারী ৬৩০৭, তিরমিযী ৩২৫৯, মু'জামুল আওসাত লিত্ব ত্বাবারানী ৮৭৭০, শু'আবুল ঈমান ৬৩০, ইবনু হিব্বান ৯২৫, সহীহ আল জামি' ৭০৯১।

(أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً) এভাবে বুখারীতে শু'আয়ব-এর বর্ণনাতে আছে, শু'আয়ব যুহরী থেকে আর যুহরী আবূ সালামাহ্ থেকে, আবূ সালামাহ্ আবূ হুরায়রাহ্ থেকে। তিরমিযীতে এবং ইবনুস্ সিন্নীতে মা'মার-এর বর্ণনাতে আছে, মা'মার যুহরী থেকে যুহরী আবূ সালামাহ্ থেকে বর্ণনা করেন। তাতে আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি দিনে সত্তরবার ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকি। অনুরূপভাবে আবূ ইয়া'লা আল বায্যার 'ত্বারানী' গ্রন্থে আনাস-এর হাদীসে এসেছে। সুতরাং এখানে সংখ্যা আধিক্যতা উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। 'আরবরা সাত, সত্তর, সাতশত সংখ্যাকে আধিক্যতার স্থলে প্রয়োগ করে থাকে। নির্দিষ্ট সংখ্যা উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিতাবের বর্ণনাতে أكثر শব্দটি অস্পষ্ট। সুতরাং তা ইবনু 'উমারের উল্লেখিত হাদীস দ্বারা ব্যাখ্যাকৃত হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে, আর নিশ্চয়ই তা শতকে পৌছবে। নাসায়ীতে মুহাম্মাদ বিন 'আম্র-এর বর্ণনাতে আছে, তিনি আবূ সালামাহ্ থেকে আর তিনি আবূ হুরায়রাহ্ থেকে বর্ণনা করেন। ইবনু মাজাতে (إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم مائة مرة) অবশ্যই আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও তার কাছে তাওবাহ্ করে থাকি, প্রত্যেক দিন একশতবার আর আগার্-এর আগত হাদীসে আছে, (وإني لأستغفر الله كل يوم مائة مرة) আর নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক দিন আল্লাহর কাছে একশতবার তাওবাহ্ করে থাকি। তিনটি বর্ণনা উল্লেখের পর ইমাম শাওকানী বলেন, সর্বাধিক সংখ্যাকে গ্রহণ করাই উচিত হবে আর তা হল শতকের বর্ণনা। সুতরাং ব্যক্তি প্রত্যেক দিন একশত বার (اللهم إني أستغفرك فاغفر لي وأتوب إليك فتب علي) পাঠ করে তাহলে সে চাওয়ার দু'টি প্রান্তকে অবলম্বন করল। আর আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা'আলা বলেন, ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ﴾ "গুনাহ ক্ষমাকারী ও তাওবাহ্ কবূলকারী"– (সূরাহ্ গাফির/আল মু'মিন ৪০ : ৩)।

রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা সংঘটিত হওয়া মুশকিল, কেননা তিনি গুনাহ থেকে সুরক্ষিত। পক্ষান্তরে ক্ষমা প্রার্থনা অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়াকে দাবী করে। এ প্রশ্নের কয়েকটি উত্তর দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হল, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষমা প্রার্থনা দ্বারা উদ্দেশ্য হল তার ঐ প্রকৃত ক্ষমা প্রার্থনা যা আগত আগার্-এর হাদীসে সংঘটিত হয়েছে। এর ব্যাখ্যা হল, ইবনুল জাওযীর উক্তি আর তা হল মানবিক বৈশিষ্ট্যের অপরাধ যা থেকে কেউ বাঁচতে পারে না, নাবীগণ যদিও কাবীরাহ্ গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে কিন্তু তারা সগীরাহ্ গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে না আর তা ইচ্ছার বিপরীতে অবস্থিত, তবে প্রাধান্যযোগ্য কথা হল সগীরাহ্ গুনাহ থেকেও নাবীগণ বেঁচে থাকা। সে উত্তরগুলোর আরেকটি হল, ইবনু বাত্ত্বাল-এর উক্তি আর তা হল আল্লাহ নাবীদেরকে আল্লাহর পরিচিতি থেকে যা দান করেছেন তার কারণে তারা মানুষের মাঝে 'ইবাদাতে সর্বাধিক চেষ্টাকারী। তারা সর্বদা তার কৃতজ্ঞতায় লিপ্ত। তারা তার কাছে অক্ষমতা স্বীকারকারী।

নিশ্চয়ই আল্লাহর উদ্দেশে যা ওয়াজিব এমন হাক্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ক্ষমা প্রার্থনা অক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। আরো সম্ভাবনা রয়েছে, একজন নাবীর ক্ষমা প্রার্থনা মূলত বৈধ বিষয়াবলী তথা খাওয়া, পান করা, সহবাস করা, ঘুম, শান্তি নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে অথবা কথোপকথনের কারণে, তাদের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি দেয়া, কখনো তাদের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করা, কখনো শত্রুর সাথে কোমল আচরণ করা এবং অন্যান্য কাজ করা যা তাকে আল্লাহর যিক্‌রের প্রতি ব্যস্ত হওয়া ও তার নিকট অনুনয়-বিনয় করা থেকে বাধা দেয় এবং এমন সকল কাজ বিচক্ষণতার সাথে লক্ষ্য করে সুউচ্চ স্থানের দিকে লক্ষ্য করে তা পাপ মনে করা আর এ কারণে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর সে উত্তরগুলো থেকে আরেকটি হল নিশ্চয়ই ক্ষমা প্রার্থনা উম্মাতকে শিক্ষাদান ও শারী'আত প্রণয়নের উদ্দেশে। অথবা তার উম্মাতের গুনাহের কারণে, সুতরাং তা উম্মাতের জন্য সুপারিশ স্বরূপ।

٢٣٢٤ ـ[٢] وَعَنِ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلٰى قَلْبِىْ وَإِنِّىْ لَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৩২৪-[২] আগার আল মুযানী ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার অন্তরে মরিচা পড়ে, আর (ওই মরিচা পরিষ্কার করার জন্য) আমি দিনে একশ'বার করে ইস্তিগফার করি। (মুসলিম)[৩৬৮]

ব্যাখ্যা : ক্বারী বলেন, 'আরবদের মাঝে বলা হয় غين عليه অর্থাৎ- বস্তুটি তার উপর আচ্ছাদন করে নিয়েছে।

(عَلٰى قَلْبِىْ) অর্থাৎ- যা অন্তরকে আচ্ছাদন করে নেয়, ভুল এবং খাদ্য সম্বন্ধীয় বিষয়, জৈবিক চাহিদা সম্বন্ধীয় বিষয় ও অনুরূপ চাহিদা সম্বন্ধীয় বিষয় নাফ্‌সের অনুকূলের দিকে দৃষ্টি দেয়ার কারণে যা হতে মানুষ মুক্ত থাকতে পারে না। নিশ্চয়ই তা আবরণ ও মেঘমালার মত যা অন্তরকে আচ্ছাদন করে নেয় ফলে তার মাঝে ও উচ্চ পরিষদবর্গের মাঝে আড়াল সৃষ্টি করে, অতঃপর অন্তর স্বচ্ছকরণ ও আচ্ছাদনকে দূরীকরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর তা যদিও গুনাহ নয় কিন্তু তা তার সমস্ত অবস্থার প্রতি সম্বন্ধ করে ঘাটতি ও মানবিক নিম্ন অবস্থার দিকে অবতরণ যা গুনাহের সাথে সাদৃশ্য রাখে ফলে তার পক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা করা উপযোগী হয়ে যায়।

'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, আমি বলব, বিদ্বানগণ এ হাদীসের অর্থ বর্ণনা ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নিশ্চল হয়ে গেছেন। এমনকি ইমাম সুয়ূত্বী বলেন, এ হাদীস্ মুতাশাবিহ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত যার অর্থ জানা যায় না। এ হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আস্‌মা'ঈ অভিধানের সামনে থমকে গেছেন এবং বলেছেন, ব্যাপারটি যদি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তর ছাড়া অন্যের অন্তর সম্পর্কে হত, অবশ্যই তার ব্যাপারে আমি উক্তি করতাম এবং তার ব্যাখ্যা করতাম তবে 'আরবগণ الغين বলতে পাতলা মেঘমালাকে বুঝায়।

সিনদী বলেন, এর প্রকৃত রূপকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তরের দিকে দৃষ্টি দিয়ে জানা যায় না, আর নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মান অনেক ধারণাতে যা জাগ্রত হয় তার অপেক্ষা মহত্তর ও সুমহান। সুতরাং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে তা সোপর্দ করে দেয়াই উত্তম। আর তা হল নাবী ﷺ-এর বিশেষ একটি অবস্থা অর্জন হত যা ক্ষমা প্রার্থনার দিকে আহ্বান করত। অতঃপর তিনি প্রত্যেক দিন একশতবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। সুতরাং তিনি ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ ক্ষমা প্রার্থনা করা প্রয়োজন হতে পারে? এ বিষয়ে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

(فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ) মানাবী বলেন, এখানে مائة বা শতবার দ্বারা আধিক্যতা বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এটি سبعين বর্ণনার পরিপন্থী নয়।

٢٣٢٥ ـ[٣] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللّٰهِ فَإِنِّىْ أَتُوبُ إِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[৩৬৮] সহীহ : মুসলিম ২৭০২, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৮৮৩, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৮৮১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৩৩৪১, শু'আবুল ঈমান ৬৩১, সহীহ আল জামি' ২৪১৫।

২৩২৫-[৩] উক্ত রাবী (আগার আল মুযানী ﷺ) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ করো। আর আমিও প্রতিদিন একশ'বার করে আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ করি। (মুসলিম)[৩৬৯]

ব্যাখ্যা : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ) উল্লেখিত বাণীতে আল্লাহর অপর বাণী ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ "আর হে বিশ্বাসীরা! তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ কর"– (সূরাহ্ আন্ নূর ২৪ : ৩১) এর দিকে। সুতরাং তাওবাহ্ সকল মানুষের ওপর আবশ্যক। ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, তাওবার ব্যাপারে এ নির্দেশটি আল্লাহ তা'আলার "আর হে বিশ্বাসীরা! তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ কর" এ বাণী এবং আল্লাহ তা'আলার "হে বিশ্বাসীরা! তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে যথার্থ তাওবার কর"– (সূরাহ্ আত্ তাহরীম ৬৬ : ৮) আয়াতের অনুকূল। 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, আমি বলব, তাওবার আবশ্যকতা আগার-এর এ হাদীস, অন্যান্য হাদীসসমূহ এবং উল্লেখিত আয়াতদ্বয় দ্বারা স্পষ্ট।

ক্বারী বলেন, (يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ) আল্লাহ তা'আলার এ বাণীতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে النَّاس দ্বারা মু'মিনগণ উদ্দেশ্য। আর তা আল্লাহ তা'আলার ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (সূরাহ্ আন্ নূর ২৪ : ৩১) এ বাণীর কারণে। নিশ্চয়ই প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্বস্থান থেকে তার পূর্ণাঙ্গতা সংরক্ষণের জন্য তাওবার মুখাপেক্ষী। আয়াত ও হাদীসে এ ব্যাপারে দলীল আছে। আর প্রত্যেকেই 'ইবাদাত সম্পাদনে কমতি করে যেমন আল্লাহ তার তাকদীরে লিখেছেন। আল্লাহ বলেন, ﴿كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ﴾ অর্থাৎ- "আল্লাহ তাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তা সে পালন করেনি"– (সূরাহ্ 'আবাসা ৮০ : ২৩) এর উপর আরো প্রমাণ বহন করছে। নাবী ﷺ-এর (فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ) এ বাণী। অর্থাৎ- আল্লাহর কাছে উপস্থিত হওয়া এবং তাঁর কাছে চাওয়ার জন্য উপযুক্ত বা তাঁর সামনে নিঃস্বতা প্রকাশের জন্য উপযুক্ত এমনভাবে প্রত্যাবর্তন করি (فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ) অর্থাৎ- রসূলুল্লাহ ﷺ যদি দিনে একশতবার ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন তাহলে অন্যদের পক্ষে এক মুহূর্তে হাজারবার ক্ষমা প্রার্থনা করা প্রয়োজন।

٢٣٢٦ -[٤] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِي عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذٰلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ

[৩৬৯] সহীহ : মুসলিম ২৭০২, সহীহাহ্ ১৪৫২।

كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِمَّا عِنْدِىْ إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ يَا عِبَادِىْ إِنَّمَا هِىَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا عَلَيْكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلَا يَلُوْمَنَّ إِلَّا نَفْسَهٗ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৩২৬-[৪] আবূ যার গিফারী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলার নাম করে যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন তার একটি হলো তিনি (ﷺ) বলেছেন যে, আল্লাহ তাবারক ওয়াতা'আলা বলেন : হে আমার বান্দাগণ! আমি আমার ওপর যুল্‌ম করাকে হারাম করে দিয়েছি। (যুল্‌ম করা আমার জন্য যা, তোমাদের জন্যও তা) তাই আমি তোমাদের জন্যও যুল্‌ম করা হারাম করে দিয়েছি। অতঃপর (পরস্পরের প্রতি) যুল্‌ম করো না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের প্রত্যেকেই পথভ্রষ্ট। কিন্তু আমি যাকে পথ দেখাই (সে-ই পথের সন্ধান পায়)। সুতরাং তোমরা আমার নিকট পথের সন্ধান কামনা কর, তাহলে আমি তোমাদেরকে পথের সন্ধান দেবো। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত। কিন্তু আমি যাকে খাবার দেই (সে খাবার পায়)। তাই তোমরা আমার কাছে খাবার চাও। আমি তোমাদেরকে খাবার দেবো। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের প্রত্যেকেই উলঙ্গ। কিন্তু আমি যাকে পোশাক পরাই (সে পোশাক পরে)। তাই তোমরা আমার নিকট পোশাক চাও। আমি তোমাদেরকে (পোশাক) পরাব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা রাতদিন গুনাহ (অপরাধ) করে থাকো। আর আমি তোমাদের সকল গুনাহ মাফ করে দেই। সুতরাং তোমরা আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবো। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা ক্ষতিসাধন করার সাধ্য রাখো না যে, আমার ক্ষতি করবে। এভাবে তোমরা আমার কোন উপকার করারও শক্তি রাখো না যে, আমার কোন উপকার করবে। তাই হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ ও জিন্ তোমাদের মধ্যে হতে সর্বাপেক্ষা পরহেযগার ব্যক্তির অন্তরের মতো অন্তর নিয়ে পরহেযগার হয়ে যায়। তাও আমার সাম্রাজ্যের কিছুমাত্র বৃদ্ধি করতে পারবে না। হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ ও জিন্ তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অত্যাচারী-অনাচারী ব্যক্তির অন্তরের মতো অন্তর নিয়েও অত্যাচার-অনাচার করে তাদের এ কাজও আমার সাম্রাজ্যের কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি করতে পারবে না। হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ ও জিন্ একই মাঠে দাঁড়িয়ে একসাথে আমার কাছে প্রার্থনা করে। আর আমি তোমাদের প্রত্যেককে তাদের চাওয়া জিনিস দান করি তাহলে আমার কাছে যা আছে, তার কিছুই কমাতে পারবে না। শুধু এতখানি ছাড়া যতটি একটি সূঁই যখন সমুদ্রে ডুবিয়ে আবার উঠিয়ে নেয়া হলে যতটুকু সমুদ্রের পানি কমায়। হে আমার বান্দাগণ! এখন বাকী রইল তোমাদের (কৃতকর্মের) 'আমাল, যা আমি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করব। অতঃপর এর প্রতিদান আমি পরিপূর্ণভাবে দেবো। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন ভাল (ফল) লাভ করে, সে যেন আল্লাহর শুকর আদায় করে। আর যে মন্দ (ফল) লাভ করে, সে যেন নিজেকে ছাড়া অন্যকে দোষারোপ না করে (কেননা তা তারই কৃতকর্মের ফল)। (মুসলিম)[৩৭০]

ব্যাখ্যা : (قَالَ: يَا عِبَادِىْ) ইমাম ত্বীবী বলেন, জিন্ এবং মানব উভয়কে সম্বোধন করা হয়েছে, তাদের মাঝে পাপ-পুণ্য পর্যায়ক্রম হওয়ার কারণে। অত্র সম্বোধনে মালায়িকাহ্ও (ফেরেশতারাও) সম্বোধিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং গোপনীয়তা লাভের দিক থেকে মালায়িকার আলোচনা জিন্‌দের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করে

---

[৩৭০] সহীহ : মুসলিম ২৫৭৭, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৫৫৭, সহীহ আত্ তারগীব ১৬২৫, সহীহ আল জামি' ৪৩৪৫।

করা সম্ভব। আর এ সম্বোধন প্রয়োগ হওয়ার ক্ষেত্রে তা পাপ প্রকাশ এবং তার সম্ভাব্যতার উপর অবস্থান করবে না। গ্রন্থকার বলেন, আমাদের শায়খ (ইমাম তৃীবী) বলেন, তবে প্রথম সম্ভাবনাটি প্রকাশমান।

(حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِىْ) অর্থাৎ- যুল্ম বা অবিচার আমার জন্য হারাম করেছি।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, বিদ্বানগণ বলেন, (حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِىْ) এর অর্থ হল আমি অন্যায় থেকে পবিত্র। আর আল্লাহর ক্ষেত্রে যুল্ম অসম্ভব। আর আল্লাহ কিভাবে সীমালঙ্ঘন করবেন অথচ তার ওপর এমন কেউ নেই যার আনুগত্য তাকে করতে হবে, আর কিভাবে তিনি অন্যের মালিকানাতে হস্তক্ষেপ করবেন অথচ সমগ্র বিশ্ব তার মালিকানাতে। আভিধানিক অর্থে তাহরীমের মূল হল বিরত থাকা। কোন কিছু থেকে বিরত থাকার সাথে হারামের সাদৃশ্য থাকার কারণে অবিচার থেকে আল্লাহর পবিত্র হওয়াকে হারাম বলা হয়েছে।

(فَلَا تَظَالَمُوْا) অর্থাৎ- আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর অবিচারকে হারাম করে দিয়েছেন এবং তারা পরস্পর একে অপরের প্রতি অবিচার করবে- এ থেকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। সুতরাং প্রত্যেক বান্দার ওপর আবশ্যক একে অন্যের প্রতি অবিচার না করা।

(يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهٗ) অর্থাৎ- যে ব্যক্তির সুপথের দিশা অর্জন হয়েছে তা কেবল আল্লাহর তরফ থেকে, তার নিজের তরফ থেকে নয়। এমনিভাবে খাদ্য, বস্ত্র যার যতটুকু অর্জিত হয়েছে তা কেবল আল্লাহর তরফ থেকে নিজের তরফ থেকে নয়। আর এ বিশ্বাস দাবী করছে সকল সৃষ্টি তাদের দীন ও দুনিয়াতে কল্যাণ আনয়ন ও ক্ষতি প্রতিহতকরণে আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আর নিশ্চয়ই বান্দাগণ এ সবের কিছুই নিজেরা করার ক্ষমতা রাখে না। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সুপথের দিক নির্দেশনা ও দানের মাধ্যমে যাকে দয়া করেননি দুনিয়াতে সে এ দু'টি জিনিস থেকে মাহরুম হবে। মাযূরী বলেন, এর বাহ্যিক দিক হল, নিশ্চয়ই তাদেরকে পথভ্রষ্টতার উপরে সৃষ্টি করা হয়েছে তবে আল্লাহ যাকে সুপথের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন সে ছাড়া। প্রসিদ্ধ হাদীসে আছে, প্রত্যেক ভূমিষ্ঠ সন্তান সনাতন ধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করে। তিনি বলেন, অতঃপর প্রথমটি দ্বারা উদ্দেশ্য হল, নাবী ﷺ-কে তাদের কাছে পাঠানোর পূর্বে তারা যে অবস্থার উপর ছিল সে ব্যাপারে তাদের বর্ণনা দেয়া অথবা যদি তাদেরকে ও তাদের স্বভাবে যে প্রবৃত্তি, আরাম ও অবকাশগত ঢিলেমি আছে তা ছেড়ে দেয়া হয় অবশ্যই তারা পথভ্রষ্ট হবে আর এ দ্বিতীয়টিই হল সর্বাধিক স্পষ্ট। মানাবী বলেন, كلكم ضال অর্থাৎ- তোমাদের প্রত্যেকেই পথভ্রষ্ট, অর্থাৎ- রসূলদেরকে প্রেরণ করার পূর্বে তোমাদের প্রত্যেকেই শারী'আত সম্বন্ধে উদাসীন ছিলে, তবে আল্লাহ যাকে ঈমান আনার তাওফীক দিয়েছেন সে হিদায়াত পেয়েছে।

ক্বারী বলেন, এটি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর (كل مولود يولد على الفطرة) অর্থাৎ- "প্রত্যেক ভূমিষ্ঠ সন্তান সনাতন ধর্মের উপর জন্ম গ্রহণ করে" এ উক্তির পরিপন্থী না। কেননা الفطرة দ্বারা তাওহীদ উদ্দেশ্য। আর الضلالة দ্বারা ঈমানের বিধিবিধান ও ইসলামের দণ্ডবিধির বিশ্লেষণ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা উদ্দেশ্য। আর এ ব্যাপারে আল্লাহর বাণী, ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى﴾ অর্থাৎ- "আর তিনি আপনাকে পথহারা পেয়েছেন, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন।" (সূরাহ্ আয্ যুহা- ৯৩ : ৭)

ইবনু রজব বলেন, কতক মনে করেন নিশ্চয়ই রসূল ﷺ-এর (كلكم ضال إلا من هديته) এ বাণী নাবী ﷺ থেকে 'ইয়ায-এর (আল্লাহ বলেন, "আমি আমার বান্দাদেরকে তাওহীদবাদী করে সৃষ্টি করেছি") এ হাদীসের পরিপন্থী এবং অন্য বর্ণনাতে (মুসলিমদের থেকে শায়ত্বন পৃথক হয়ে গেছে) এ বাণীর পরিপন্থী। অথচ এরূপ নয়। কেননা আল্লাহ আদাম সন্তানদের সৃষ্টি করে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের উপযোগী করেছেন

এবং তার দিকে তাদেরকে ঝুকিয়ে দিয়েছেন এবং ক্ষমতা দ্বারা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করেছেন কিন্তু বান্দার জন্য আবশ্যক কর্মের মাধ্যমে ইসলামকে শিখে নেয়া, কেননা বান্দা শিক্ষা গ্রহণের পূর্বে মূর্খ থাকে তখন সে কিছু জানে না। যেমন আল্লাহ বলেন, ﴿وَاللّٰهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُوْنِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا﴾ অর্থাৎ- আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মাতার পেট থেকে বের করেছেন এমতাবস্থায় তোমরা কিছু জানতে না"- (সূরাহ্ আন্ নাহল ১৬ : ৭৮)। আর তার নাবীকে বলেন, ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى﴾ অর্থাৎ- "আর তিনি আপনাকে পথহারা পেয়েছেন, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন।" (সূরাহ্ আয্ যুহা- ৯৩ : ৭)

অত্র আয়াতে ﴿وَوَجَدَكَ﴾ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, কিতাব এবং কৌশলের যা কিছু আল্লাহ নাবীকে শিক্ষা দিয়েছেন তার পূর্বে নাবী ﷺ তা জানতেন না। যেমন আল্লাহ বলেন, "আর এমনিভাবে আমি আপনার প্রতি আমার তরফ থেকে রূহ তথা কুরআন প্রত্যাদেশ করেছি ইতিপূর্বে আপনি জানতে না কিতাব কি ও ঈমান কি কিন্তু আমি একে করেছি জ্যোতিস্বরূপ, আমার বান্দাদের থেকে যাকে ইচ্ছা এর মাধ্যমে আমি তাকে পথপ্রদর্শন করি।" (সূরাহ্ আশ্ শূরা ৪২ : ৫২)

(يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهٗ) অর্থাৎ- "হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের সকলেই ক্ষুধার্ত তবে আমি যাকে খাইয়েছি সে ছাড়া।" 'আলক্বামাহ্ বলেন, এটা এ কারণে যে, মানুষ কোন কিছুর মালিক নয় আর রিয্ক্বের ভাণ্ডার আল্লাহর হাতে। সুতরাং আল্লাহ অনুগ্রহপূর্বক যাকে খাওয়াবেন না আল্লাহর ন্যায়-ইনসাফ হিসেবে সে ক্ষুধার্ত থাকবে। কেননা কাউকে খাওয়ানো তার ওপর আবশ্যক না। এখন কেউ যদি বলেন কি করে এটা হতে পারে অথচ আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا﴾ অর্থাৎ- "পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে সকল প্রাণীর খাদ্যভার একমাত্র আল্লাহর ওপর"- (সূরাহ্ হূদ ১১ : ৬)। উত্তরে বলা হবে, এটা আল্লাহর তরফ থেকে অনুগ্রহ। মূলত প্রাণীর ব্যাপারে আল্লাহর ওপর কোন দায়িত্ব আছে এমন না। অতঃপর যদি বলা হয়, খাদ্যদানকে কিভাবে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা হল? অথচ আমরা স্বচক্ষে পেশা, কর্ম এবং উপার্জনের বিভিন্ন মাধ্যম দ্বারা খাদ্যসমূহ আগমন করতে দেখতে পাই। উত্তরে বলা হবে, তা আল্লাহর ক্ষমতা ও তাঁর গোপন কৌশলের মাধ্যমে প্রকাশ্য উপকরণসমূহের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

ক্বারী বলেন, (إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهٗ) অর্থাৎ- যাকে আমি খাওয়াব, যার রিয্ক্বকে আমি প্রশস্ত করে দেব এবং যাকে আমি ধনী করব একমাত্র সেই তো পাবে।

(فَاسْتَطْعِمُوْنِىْ) অর্থাৎ- তোমরা খাদ্য ও খাদ্যের সহজতা আমার থেকে অনুসন্ধান কর। (أُطْعِمْكُمْ) অর্থাৎ- আমি তোমাদের জন্য খাদ্য অর্জনের উপকরণ সহজ করে দিব।

(أَكْسُكُمْ) অর্থাৎ- আমি তোমাদের জন্য তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকা সহজ করে দিব এবং তোমাদের থেকে তোমাদের লজ্জাস্থান প্রকাশ পাওয়ার অপমান দূর করে দিব।

(فَتَنْفَعُوْنِىْ) "অতঃপর তোমরা আমার উপকার করবে"। অর্থাৎ- বান্দাগণ আল্লাহর কোন ধরনের উপকার ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না, কেননা আল্লাহ তিনি নিজে ধনী, প্রশংসিত, বান্দার আনুগত্যের প্রয়োজন তাঁর নেই। আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের মাধ্যেমে তার কোন উপকার সাধিত হয় না, বরং তারা নিজেরাই একে অপরের মাধ্যমে পরস্পর লাভবান হয়। তাদের অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ ক্ষতিগ্রস্ত হন না, তারা নিজেরাই কেবল অবাধ্যতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হন। আল্লাহ বলেন, অর্থাৎ- "আর যারা কুফ্রীতে তরান্বিত করে নিশ্চয়ই তারা আল্লাহর ক্ষতি সাধন করতে পারবে না"- (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান ৩ : ১৭৬)। আর আল্লাহ মূসা আলায়হিস সালাম সম্পর্কে বর্ণনা দিতে যেয়ে বলেন, মূসা আলায়হিস সালাম বলেছেন : অর্থাৎ- "তোমরা এবং সমস্ত

জমিনবাসী যদি কুফরী কর তাহলে জেনে রেখ অবশ্যই আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, ধনী"– (সূরাহ্ ইব্‌রাহীম ১৪ : ৮)। ক্বারী বলেন, অর্থাৎ- তোমাদের দ্বারা আমার কোন ক্ষতি করা এবং উপকার করা সম্ভব হবে না, কেননা তোমরা সকলে যদি আমার চূড়ান্ত 'ইবাদাত করার দিকে সংঘবদ্ধ হও তাহলেও আমার রাজত্বে কোন উপকার পৌঁছানো সম্ভব হবে না আর যদি তোমরা আমার কোন চূড়ান্ত অবাধ্যতার উপর একত্রিত হও তাহলেও তোমরা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বরং "যদি ভাল 'আমাল কর তাহলে তোমাদের নিজেদের উপকারার্থেই তা করলে আর যদি মন্দ 'আমাল কর তাহলে তোমাদের নিজেদের অকল্যাণের জন্যই তা করলে"– (সূরাহ্ বানী ইসরাঈল ১৭ : ৭)। আর এটি হল আল্লাহর (لو أن أولكم وأخركم _ حديث قدسي) এ বাণীর মর্ম।

(كَانُوْا عَلٰى اَفْجَرِ قَلْبِ وَاحِدٍ مِنْكُمْ) অর্থাৎ- তোমরা যদি তোমাদের মধ্য থেকে সর্বাধিক ভীতিপূর্ণ ব্যক্তির হৃদয়ের উপর অবস্থান করে চূড়ান্ত আল্লাহ ভীতির অধিকারী হয়ে যাও। ক্বাযী বলেন, অর্থাৎ- তোমরা যদি কোন ব্যক্তির সর্বাধিক আল্লাহ ভীতি অবস্থার উপর অবস্থান কর, অর্থাৎ- তোমাদের থেকে প্রত্যেকেই এ অবস্থার উপর অবস্থান করে এভাবে মিরকাতে আছে।

(مَا زَادَ ذٰلِكَ فِيْ مُلْكِيْ شَيْئًا) অর্থাৎ- তোমরা আমার উপকার করার জন্য উপকার করার অবস্থানেই পৌঁছাতে পারবে না।

(مَا نَقَصَ مِنْ مُلْكِيْ شَيْئًا) অর্থাৎ- সামান্যতমও কমাতে পারবে না। অত্র হাদীসে شيئا অর্থাৎ- নাকেরা বা অনির্দিষ্ট বিশেষ্য আনা হয়েছে অতি নগণ্য বুঝানোর জন্য। আর এটা বুঝা যাচ্ছে, আগত হাদীসে এর পরিবর্তে (جناح بعوضة) দ্বারা। আর এটি আল্লাহর (لن تبلغوا ضرى فتضرونى) "তোমরা কখনো আমার ক্ষতিসাধন করার জন্য আমার ক্ষতি সাধন করার স্থানে পৌঁছাতে পারবে না।" এ বাণীর দিকে প্রত্যাবর্তন করছে। অর্থাৎ- আল্লাহর রাজত্ব সৃষ্টজীবের আনুগত্যের কারণে বৃদ্ধি পায় না যদিও তাদের প্রত্যেকেই পুণ্যবান হয়ে যায় এবং অবাধ্যদের অবাধ্যতার কারণে রাজ্যে কোন কিছু হ্রাসও পায় না যদিও জিন্ ও মানব প্রত্যেকেই অবাধ্য হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ সুবহানাহূ সত্তাগতভাবে অন্যান্যদের থেকে অমুখাপেক্ষী। তাঁর গুণাবলী, তাঁর কর্মে ও তাঁর সত্তাতে রয়েছে সাধারণ পূর্ণাঙ্গতা। সুতরাং তাঁর রাজত্ব পূর্ণাঙ্গ রাজত্ব। তাঁর রাজত্বে কোন দিক দিয়ে কোন কারণে অপূর্ণাঙ্গতা নেই।

(فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ) অর্থাৎ- একই জমিনে একই স্থানে। ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, الصعيد শব্দটি মাটি ও ভূ-পৃষ্ঠ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং এখানে ভূ-পৃষ্ঠ উদ্দেশ্য।

(فَسَأَلُوْنِيْ) অর্থাৎ- তারা প্রত্যেকে আমার কাছে চায়। ইমাম তৃীবী বলেন, চাওয়াকে একই স্থানে একত্রিত হওয়ার সাথে আওতাভুক্ত করে দেয়া হয়েছে। কেননা যার কাছে একত্রিতভাবে চাওয়া হয় সেই চাওয়া তাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দেয় এবং তা চাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করে এবং তার কাছে তাদের লক্ষ্যের সফলতা এবং তাদের দাবী উদ্ধার করা কঠিন হয়ে যায়।

(فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ) অতঃপর আমি প্রত্যেক মানুষকেই দান করি, এমনিভাবে প্রত্যেক জিন্‌কেও।

(مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِمَّا عِنْدِيْ) "এতে আমার নিকট যা আছে তার কিছুই কমবে না" এর দ্বারা তাঁর ক্ষমতার পূর্ণাঙ্গতা এবং তাঁর রাজত্বের পূর্ণাঙ্গতা উদ্দেশ্য। তাঁর রাজত্ব এবং তাঁর ধনভাণ্ডার শেষ হবে না এবং দানের কারণে তা কমবে না। যদিও পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে, একই স্থানে তারা যা চায় সব কিছু দেয়া হয়।

(إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ) একটি সুঁই যখন সমুদ্রে ডুবিয়ে আবার উঠিয়ে নেয়া হলে সমুদ্রের পানি যতটুকু কমায়। এখানে এ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট যা কিছু তা কমে না এ বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য। যেমন আল্লাহ বলেন, "তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তা শেষ হয়ে যাবে আর আল্লাহর কাছে যা কিছু আছে তা অবশিষ্ট থাকবে"– (সূরাহ্ আন্ নাহ্‌ল ১৬ : ৯৬)। কেননা সমুদ্রে যখন কোন সুঁই প্রবেশ করানোর পর বের করা হবে তখন এ কারণে সমুদ্রে কিছু কমবে না। তৃীবী বলেন, সুঁই সমুদ্র থেকে যা কমায় তা যখন অনুভূতিশীল না, জ্ঞানের কাছে তা যখন গণ্য না বরং তা না কমার হুকুমের মাঝে গণ্য তখন তা সৃষ্টিজীবের প্রয়োজনাদি পূর্ণাঙ্গভাবে দান করার সাথে আরো বেশি অনুভূতিশীল ও সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা তাঁর কাছে যা আছে তা কমে না। নাবাবী বলেন, বিদ্বানগণ বলেছেন, এ উপমা অবলম্বন একটি বিষয় বুঝিয়ে দেয়ার নিকটবর্তী একটি মাধ্যম। এর অর্থ হল, প্রকৃতপক্ষে তা কিছু কমায় না। যেমন অন্য হাদীসে এসেছে, কোন খরচ তাকে কমায় না। কেননা আল্লাহর কাছে যা আছে তাতে অসম্পূর্ণতা প্রবেশ করে না। অসম্পূর্ণতা কেবল প্রবেশ করে ধ্বংসশীল সীমাবদ্ধ জিনিসের মাঝে। আর আল্লাহর দান তাঁর রহমাত ও তাঁর অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। আর এ দু'টি হল সিফাতের ক্বদীম যাতে অসম্পূর্ণতা প্রবেশ করতে পারে না। অতঃপর সমুদ্রে সুঁইয়ের মাধ্যমে উপমা পেশ করা হয়েছে, কেননা স্বল্পতার ক্ষেত্রে উপমা হিসেবে যা বর্ণনা করা হয় তার মাঝে এটি চূড়ান্ত পর্যায়। উদ্দেশ্য হল মানুষ যা স্বচক্ষে দেখে তা উপলব্ধি করার কাছাকাছি করে দেয়া। কেননা সমুদ্র দর্শনীয় জিনিসের মাঝে সর্বাধিক বড়, পক্ষান্তরে সুঁই অস্তিত্বশীল জিনিসের মাঝে সর্বাধিক ছোট। সেই সাথে তা মসৃণ। পানি তার সাথে সম্পৃক্ত হয় না।

(فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا) অর্থাৎ- যে ব্যক্তি তার রবের পক্ষ থেকে কল্যাণের তাওফীক্ব পাবে এবং নিজের তরফ থেকে কল্যাণের কাজ পাবে। (فليحمد الله) অর্থাৎ- আল্লাহ তাকে কল্যাণকর কাজে তাওফীক্ব দেয়ার কারণে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে, কেননা তিনি পথপ্রদর্শক।

(وَمِنْ وَجَدَ غَيْرَ ذٰلِكَ) অর্থাৎ- যে ব্যক্তি অকল্যাণকর কিছু পাবে, অকল্যাণ সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু বলা হয়নি তা তুচ্ছ হওয়ার জন্য এবং তার সংস্পর্শ থেকে বেঁচে থাকার লক্ষ্যে।

(فَلَا يَلُوْمَنَّ إِلَّا نَفْسَهٗ) "সে যেন নিজেকে ব্যতীত অন্য কাউকে দোষারোপ না করেন"। কেননা অকল্যাণ তার নিজ থেকে প্রকাশ পেয়েছে অথবা সে তার এ পথভ্রষ্টতার উপর আছে যে দিকে আল্লাহর (كلكم ضال তোমাদের প্রত্যেকেই পথভ্রষ্ট) এ বাণী দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটি ক্বারীর উক্তি। 'আল্‌ক্বমাহ্ বলেন, নিশ্চয়ই ঐ আনুগত্যসমূহ যার ওপর সাওয়াব দেয়া হয় এবং আল্লাহর তাওফীক্বে ঐ কল্যাণ যার কারণে আল্লাহর প্রশংসা করা আবশ্যক এবং ঐ অবাধ্যতার কাজসমূহ যার ওপর শাস্তি আরোপ করা হয় এবং অকল্যাণ আরোপ করা হয়। যদিও সে অবাধ্যতার বিষয়গুলো আল্লাহর তাক্বদীর এবং বান্দাকে তার লাঞ্ছিত করার নিমিত্তে হয়ে থাকে তবুও তা বান্দার অর্জন। সুতরাং মন্দ উপার্জনের ক্ষেত্রে তার বাড়াবাড়ির কারণে সে যেন নিজকে তিরস্কার করে।

٢٣٢٧ -[٥] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «كَانَ فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِنْسَانًا ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ فَأَتٰى رَاهِبًا فَسَأَلَهٗ فَقَالَ: أَلَهٗ تَوْبَةٌ قَالَ: لَا فَقَتَلَهٗ وَجَعَلَ يَسْأَلُ فَقَالَ لَهٗ رَجُلٌ ائْتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَنَاءَ بِصَدْرِهٖ نَحْوَهَا فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ

وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَأَوْحَى اللهُ إِلَى هٰذِهِ أَنْ تَقَرَّبِي وَإِلَى هٰذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي فَقَالَ قِيْسُوْا مَا بَيْنَهُمَا فَوُجِدَ إِلَى هٰذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَغُفِرَ لَهٗ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৩২৭-[৫] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : বানী ইসরাঈলের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি নিরানব্বই জন মানুষ হত্যা করেছিল। তারপর সে শার'ঈ বিধান জানার জন্য একজন আল্লাহভীরুর কাছে জিজ্ঞেস করল, এ ধরনের মানুষের জন্য তাওবার কোন অবকাশ আছে কিনা? তিনি বললেন, নেই। তারপর সে তাকেও ('আলিমকেও) হত্যা করল। এভাবে সে লোকদেরকে অনবরত জিজ্ঞেস করতে থাকল। এক ব্যক্তি শুনে বলল, অমুক গ্রামে গিয়ে অমুককে জিজ্ঞেস করো। এমন সময়েই সে মৃত্যুমুখে পতিত হলো এবং মৃত্যুর সময় সে ওই গ্রামের দিকে নিজের সিনাকে বাড়িয়ে দিলো। তারপর রহমাতের মালাক (ফেরেশ্‌তা) ও 'আযাবের মালাক পরস্পর ঝগড়া করতে লাগল, কারা তার রূহ নিয়ে যাবে। এমন সময় আল্লাহ তা'আলা ওই গ্রামকে বললেন, তুমি মৃত ব্যক্তির কাছে আসো। আর নিজ গ্রামকে বললেন, তুমি দূরে সরে যাও। অতঃপর আল্লাহ মালায়িকাহ্-কে (ফেরেশতাদের) বললেন, তোমরা উভয় দিকের পথের দূরত্ব পরিমাপ করে দেখো। মাপের পর মৃতকে এ গ্রামের দিকে এক বিঘত নিকটে পাওয়া গেল। সুতরাং তাকে ক্ষমা করে দেয়া হলো। (বুখারী, মুসলিম)[৩৭১]

ব্যাখ্যা : (كَانَ فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ) হাফিয বলেন, আমি লোকটির নাম সম্পর্কে অবগত হতে পারিনি এবং ঘটনাতে উল্লেখ করা কোন লোকের নাম সম্পর্কে অবগত হতে পারিনি।

(قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ إِنْسَانًا) আবূ মু'আবিয়াহ্ বিন আবূ সুফ্ইয়ান-এর হাদীসে ত্বাবারানী একটু বেশি উল্লেখ করেছেন আর তা হল হাদীসে হত্যাকারী নিহতদের প্রত্যেককে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিলেন।

(ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ) "অতঃপর সে বেরিয়ে জিজ্ঞেস করতে থাকলো"। অর্থাৎ- তাওবাহ্ ও ক্ষমা প্রার্থনা করার সুযোগ আছে কিনা। আর মুসলিমে ক্বাতাদাহ্ থেকে হিশাম-এর এক বর্ণনাতে আছে, লোকটি পৃথিবীবাসীদের মাঝে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। অতঃপর তাকে এক পাদ্রী সম্পর্কে বলে দেয়া হল।

(فَأَتَى رَاهِبًا) বলতে আল্লাহ ভীতিসম্পন্ন, 'ইবাদাতকারী ও সৃষ্টি থেকে যিনি আলাদা থাকেন, খৃষ্টানদের ধর্মযাজক। আর হাদীসে ইঙ্গিত আছে, উল্লেখিত ঘটনাটি ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-কে পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নেয়ার পর ঘটেছিল। কেননা সন্ন্যাসী পন্থার আবিষ্কার তার পরে হয়েছিল যেমন কুরআনে এ ব্যাপারে ভাষ্য এসেছে।

(فَسَأَلَهٗ فَقَالَ: أَلَهٗ تَوْبَةٌ) অর্থাৎ- এ ধরনের অপরাধের পর এ ধরনের কর্মের জন্য কি কোন তাওবাহ্ আছে? (أَلَهٗ تَوْبَةٌ) ক্বারী বলেন, মিশকাতের এক কপিতে আছে (ألى توبة) "আমরা কি তাওবাহ্ করার কোন সুযোগ আছে"। 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, আমি বলব, বূলাক্ব-এর (জায়গা) ১২৯৪ সনের ছাপা অনুযায়ী আমাদের কাছে বিদ্যমান মাসাবীহের এক কপিতে আছে (فقال له هل لى توبة) অর্থাৎ- অতঃপর লোকটি পাদ্রীকে বলল, আমার কি কোন তাওবার সুযোগ আছে? 'আয়নী এবং কুসতুলানী-এর মূলকপিতে আছে, (ففال له هل من توبة) 'আয়নী বলেন, অতঃপর লোকটি পাদ্রীকে বলল, আমার কি তাওবাহ্ করার

---

[৩৭১] সহীহ : বুখারী ৩৪৭০, মুসলিম ২৭৬৬, ইবনু মাজাহ ২৬২২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫৮৩৬, শু'আবুল ঈমান ৬৬৬৩, ইবনু হিব্বান ৬১৫, সহীহাহ্ ২৬৪০, সহীহ আত্ তারগীব ৩১৫১, সহীহ আল জামি' ২০৭৬।

কোন সুযোগ আছে? মুসলিমের এক বর্ণনাতে আছে, নিশ্চয়ই লোকটি নিরানব্বই লোককে হত্যা করেছে, এখন তার কি কোন তাওবাহ্ করার সুযোগ আছে?

(قَالَ) অর্থাৎ- নিরানব্বই জন ব্যক্তি হত্যা করার পর তার বা তোমার তাওবাহ্ করার কোন সুযোগ নেই। পাদ্রীর মনে লোকটির ব্যাপারে ব্যাপক ভয়ের কারণে এবং এত অধিক পরিমাণ লোককে অন্যায়ভাবে হত্যা করার পর তার তাওবাহ্ যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে তা অসম্ভবপর ব্যাপার মনে করে লোকটিকে তিনি এমন ফাতাওয়া দিয়েছিলেন। (فقتله) অর্থাৎ- পাদ্রীকে হত্যা করে একশত হত্যা পূর্ণ করল। ক্বারী বলেন, সম্ভবত লোকটি তার এ ধারণার কারণে এমন কাজ করেছিল যে, তার তাওবাহ্ কবূল করা হবে না যদিও তার কাছে প্রাপ্যদাবীদাররা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।

এক মতে বলা হয়েছে, পাদ্রীর ফাতাওয়া লোকটির নিকট এ ভাব প্রকাশ করেছে যে, তার কোন মুক্তি নেই। সুতরাং সে রহমাত থেকে নিরাশ হয়ে গেল, অতঃপর আল্লাহ তাকে অনুভূতি শক্তি দিলে সে কৃতকর্মের উপর লজ্জিত হয়ে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগল।

(وَجَعَلَ يَسْأَلُ) অতঃপর লোকটি যার কাছে যেয়ে তার তাওবাহ্ কবূল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, এমন লোকের অন্বেষণে জিজ্ঞেস করতে থাকলো। অবশেষে লোকটি এক 'আলিম ব্যক্তিকে বলল, "নিশ্চয়ই আমি একশত লোককে হত্যা করেছি এখন আমার কি কোন তাওবাহ্ আছে?" এ কথা বলার পর 'আলিম ব্যক্তি বলল, হ্যাঁ, আপনার ও আপনার তাওবার মাঝে কে বাধা দিবে? হিশাম-এর বর্ণনাতে আছে, অতঃপর লোকটি পৃথিবীর সর্বাধিক জ্ঞানী সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তাকে এক বিদ্বান ব্যক্তি সম্পর্কে বলে দেয়া হল, অতঃপর লোকটি বিদ্বান ব্যক্তির কাছে বলল, নিশ্চয়ই সে একশত জন লোককে হত্যা করেছে, এখন কি তার কোন তাওবার সুযোগ আছে? উত্তরে 'আলিম ব্যক্তি বলল, হ্যাঁ, তার মাঝে ও তাওবার মাঝে কোন জিনিস বাধা দিবে?

(ائْتِ قَرْيَةَ كَذَا) অর্থাৎ- তুমি এমন গ্রামে যাও যার অধিবাসীগণ সৎ এবং আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ করে ও তাদের সাথে 'ইবাদাত কর অতঃপর লোকটি ঐ গ্রামের দিকে যেতে থাকলো। হিশাম-এর বর্ণনাতে আছে, লোকটি এ রকম গ্রামের দিকে চলল, অর্থাৎ- "যে গ্রামের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছিল"। কেননা সে গ্রামে কিছু মানুষ আছে তারা আল্লাহর 'ইবাদাত করে। সুতরাং তাদের সাথে আল্লাহর 'ইবাদাত কর এবং তোমার গ্রামের দিকে প্রত্যাবর্তন করিও না, কেননা তা মন্দ গ্রাম। অতঃপর সে চলতে থাকলো এমনকি যখন সে অর্ধপথ অতিক্রম করল তখন তাকে মৃত্যু গ্রাস করল। আর এ গ্রামের নাম ছিল নুসরা, পক্ষান্তরে যে গ্রামের দিক থেকে এসেছিল সে তার নাম কুফ্‌রাহ্। যেমন ত্বরানীতে 'আবদুল্লাহ বিন 'আম্‌র ইবনুল 'আস-এর হাদীস জাইয়্যিদ সানাদে আছে। নাবাবী বলেন, তার উক্তি (انطلق إلى أرض كذا الخ) অর্থাৎ- সে এ ধরনের গ্রামের দিকে চলল শেষ পর্যন্ত। এতে আছে তাওবাহ্‌কারীর ঐ সমস্ত স্থান থেকে আলাদা থাকা মুস্তাহাব যাতে গুনাহ সংঘটিত হয়েছে এবং ঐ বন্ধু থেকে আলাদা থাকা যারা এ ব্যাপারে সহযোগিতা যোগায় এবং তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যতক্ষণ তারা এ অবস্থার উপর থাকে। আর তাদের পরিবর্তে ভালো, সৎ, বিদ্বান, আল্লাহভীরু 'ইবাদাতকারীদের বন্ধুত্ব গ্রহণ করা এবং এর মাধ্যমে তার তাওবাতে গুরুত্ব দেয়া।

(فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ) অর্থাৎ- অতঃপর মরণের আলামাত বা মরণ যন্ত্রণা তাকে গ্রাস করল, অর্থাৎ- লোকটি ঐ গ্রামের দিকে যেতে ইচ্ছা করে তার মাঝপথে পৌঁছল তখন মরণ তাকে পেয়ে গেল।

(فَنَاءَ بِصَدْرِهِ) অর্থাৎ- অতঃপর সে তার বক্ষকে ঐ গ্রামের দিকে হেলিয়ে দিল তাওবার জন্য যে গ্রামের দিকে যাচ্ছিল।

(فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ) হিশাম-এর বর্ণনাতে একটু বেশি এসেছে, তাতে আছে, অতঃপর রহমাতের মালায়িকাহ্ (ফেরেশতারা) বলল, লোকটি তাওবাহ্ করার উদ্দেশে তার অন্তরকে আল্লাহমুখী করে এসেছে। পক্ষান্তরে 'আযাবের মালায়িকাহ্ বলল, নিশ্চয়ই সে কোন ভালো 'আমাল করেনি। অতঃপর তাদের কাছে মানুষের আকৃতিতে একজন মালাক (ফেরেশতা) এলো, অতঃপর মালায়িকাহ্ তাকে তাদের মাঝে স্থাপন করল, অতঃপর মানুষরূপী মালাক দলকে বলল, তোমরা দু' জমির মাঝে মেপে দেখ মৃত লোকটি যে জমির অধিক নিকটবর্তী হবে তাকে ঐ জমির লোক হিসেবেই গণ্য করা হবে। নাবাবী বলেন, দুই গ্রামের মাঝে মালায়িকাহ্'র মাপা এবং মালাক দল যাকে তাদের মাঝে ফায়সালাকারী নিয়োগ করেছিল তার ফায়সালা ঐ ব্যাপারে সম্ভাবনা রাখছে যে, মালাক দলের কাছে মৃত লোকটির অবস্থা সংশয়পূর্ণ ছিল এবং তার ব্যাপারে মতানৈক্য হওয়ার সময় আল্লাহ মালাক দলকে নির্দেশ করেছিল তাদের পাশ দিয়ে যারা অতিক্রম করবে তাদের একজনকে বিচারক নিয়োগ করতে। অতঃপর একজন মালাক মানুষের আকৃতিতে অতিক্রম করলে মালাক দল তাকে ঐ ফায়সালার ব্যাপারে প্রস্তাব দেয়।

(فَوُجِدَ إِلَى هٰذِهٖ) অর্থাৎ- ঐ গ্রামের দিকে যে দিকে লোকটি যাওয়ার ইচ্ছা করেছিল আর তার নাম হল নুস্‌রাহ্।

(وَإِلَى هٰذِهٖ) অর্থাৎ- ঐ গ্রামের দিকে তাওবার উদ্দেশে যে গ্রাম থেকে বের হয়েছিল আর তার নাম কুফ্‌রাহ্ এবং বুখারীতে (وأوحى) এসেছে।

(أَنْ تَبَاعَدِي) অর্থাৎ- মৃত ব্যক্তি থেকে দূর হও।

(فَوُجِدَ إِلَى هٰذِهٖ أَقْرَبَ) হিশাম-এর বর্ণনাতে আছে, অতঃপর মালায়িকাহ্ মেপে মৃত লোকটিকে ঐ জমির অধিক নিকটবর্তী পেল যে জমির দিকে সে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিল।

٢٣٢٨ـ[٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهٖ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

২৩২৮-[৬] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! যদি তোমরা গুনাহ না করতে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সরিয়ে এমন জাতিকে সৃষ্টি করতেন যারা গুনাহ করত ও আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা চাইত। আর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন। (মুসলিম)[৩৭২]

ব্যাখ্যা : (وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ) অর্থাৎ- অবশ্যই তোমাদেরকে নিয়ে চলে যেতেন এবং তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিতেন এবং তোমাদের মধ্য থেকেই বা তোমাদের ছাড়া অন্যদের থেকে অন্য আরেকটি সম্প্রদায় বের করতেন। (يُذْنِبُونَ) অর্থাৎ- তাদের থেকে গুনাহ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব হত।

(فَيَغْفِرُ لَهُمْ) অর্থাৎ- غفار এবং غفور সিফাতের কারণে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, "তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই তোমাদের পালনকর্তা অত্যন্ত ক্ষমাশীল"– (সূরাহ্ নূহ ৭১ : ১০)। উপাস্যগত বৈশিষ্ট্যের আবশ্যকতার কারণে মানব জাতির মাঝে অবাধ্যতার উপস্থিতি। অর্থাৎ- তোমরাও যদি মালায়িকাহ্'র (ফেরেশতাদের) মতো গুনাহমুক্ত থাকতে তাহলে

[৩৭২] সহীহ : মুসলিম ২৭৪৯, শু'আবুল ঈমান ৬৭০০, সহীহাহ্ ১৯৫০, সহীহ আত্ তারগীব ৩১৪৯।

আল্লাহ তোমাদের এ পৃথিবী থেকে নিয়ে চলে যেতেন এবং এমন জাতি নিয়ে আসতেন যাদের থেকে গুনাহ সংঘটিত হত যাতে الغفران এবং العفو গুণের অর্থ নষ্ট না হয়। সুতরাং এ হাদীসে গুনাহে ডুবে যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়নি।

তুরবিশতী বলেন : এ হাদীস থেকে উদ্দেশ্য হল, নিশ্চয়ই আল্লাহ যেমন দয়াকারীর প্রতি দয়া করতে ভালবাসেন তেমনি পাপীর পাপ এড়িয়ে চলাও পছন্দ করেন। আর এর উপর প্রমাণ বহন করে আল্লাহর একাধিক নাম, গাফ্‌ফার, তাওয়াব, হালীম এবং 'আফুব্যু। সুতরাং আল্লাহ এমন নন যে, বান্দাদেরকে গুনাহ থেকে বিরত থাকতে মালায়িকাহ্'র মতো তাদেরকে একই গুণের উপর সৃষ্টি করবেন। বরং তাদের মাঝে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে তার স্বভাব অনুযায়ী প্রবৃত্তির দিকে ঝুকবে ফিত্‌নাহ্গ্রস্ত হবে এবং প্রবৃত্তির প্রতি সংশয়পূর্ণ হবে। অতঃপর তাকে তা থেকে বেঁচে থাকতে তাকে দায়িত্ব দিবেন, অপরাধী হওয়া থেকে তাকে সতর্ক করবে। পরীক্ষায় পতিত করার পর তাকে তাওবার সাথে পরিচিত করবো। সুতরাং বান্দা যদি আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে তাহলে তার পুণ্য আল্লাহর কাছে থাকবে। পক্ষান্তরে পথ ভুল করলে তার সামনে তাওবাহ্ করার সুযোগ থাকবে।

সুতরাং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলা মালায়িকাহ্'কে যে বৈশিষ্ট্যের উপর তৈরি করেছেন তোমাদেরকে যদি সে বৈশিষ্ট্যের উপর তৈরি করা হত, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ এমন জাতি নিয়ে আসতেন যাদের দ্বারা গুনাহ সম্পাদিত হত। অতঃপর আল্লাহ কৌশলের চাহিদা মোতাবেক তাদের কাছে ঐ সমস্ত গুণাবলী নিয়ে প্রকাশ পেতেন, কেননা তিনি গাফ্‌ফার যার বৈশিষ্ট্য ক্ষমা করা, যেমনি তিনি রায্‌যাক্ব যার বৈশিষ্ট্য দান করা।

٢٣٢٩ - [٧] وَعَنْ أَبِي مُوسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ يَدَهٗ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهٗ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৩২৯-[৭] আবূ মূসা আল আশ্'আরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা রাতে নিজের হাত বাড়িয়ে দেন, যাতে দিনের বেলায় গুনাহকারীর তাওবাহ্ করতে পারেন। আবার দিনের বেলায় তিনি তার হাত বাড়িয়ে দেন, যাতে রাতের বেলায় গুনাহকারীর তাওবাহ্ করতে পারেন। এভাবে তিনি হাত প্রসারিত করতে থাকবেন যতদিন না সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হবে। (মুসলিম)[৩৭৩]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ يَدَهٗ) বলা হয়েছে, হাদীসাংশে হাত প্রশস্ত করা এর দ্বারা উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করা। কেননা মানুষের স্বভাব হল তাদের কেউ যখন কারো কাছ থেকে কিছু সন্ধান করে তখন সে তার দিকে নিজ হাতের তালুকে বিস্তৃত করে, অর্থাৎ- আল্লাহ পাপীদেরকে তাওবার দিকে আহ্বান করছেন।

(لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ) অর্থাৎ- তাদের শাস্তির ব্যাপারে তিনি তাড়াতাড়ি করেন না বরং তাদেরকে তিনি ঢিল দেন যাতে তারা তাওবাহ্ করে।

(وَيَبْسُطُ يَدَهٗ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ) নাবাবী বলেন, এর অর্থ হল, তিনি পাপীদের থেকে দিনে রাত্রে তাওবাহ্ গ্রহণ করবেন যতক্ষণ পর্যন্ত পশ্চিম দিক থেকে সূর্য না উদিত হবে। আর তিনি তার তাওবাহ্ গ্রহণ কোন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করেননি। সুতরাং তাওবাহ্ গ্রহণের ক্ষেত্রে হাত বিস্তৃতকরণ রূপকার্থবোধক। মাযুরী বলেন, হাত বিস্তৃতকরণ দ্বারা তাওবাহ্ গ্রহণ উদ্দেশ্য। হাদীসে কেবল হাত বিস্তৃতকরণ শব্দ ব্যবহৃত

---

[৩৭৩] **সহীহ :** মুসলিম ২৭৫৯, সহীহাহ্ ৩৫১৩, সহীহ আত্ তারগীব ৩১৩৫, সহীহ আল জামি' ১৮৭১।

হয়েছে, কেননা 'আরবরা যখন কোন জিনিসের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে তখন সে তার হাতকে তা গ্রহণের জন্য বিস্তৃত করে এবং যখন কোন জিনিসকে অপছন্দ করে তখন তার হাতকে সে জিনিস থেকে গুটিয়ে নেয়। অতএব তাদেরকে ইন্দ্রিয়ানুভূত বিষয় দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে যা তারা বুঝে আর তা রূপকার্থবোধক, কেননা আল্লাহর ক্ষেত্রে দোষণীয় হাত সাব্যস্ত করা অসম্ভব, আল্লাহর হাত আল্লাহর মতো।

(حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا) অর্থাৎ- "তখন তাওবার দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে"। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যেদিন আপনার পালনকর্তার কিছু নিদর্শন আগমন করবে তখন কোন আত্মার ঈমান আনয়ন তার কোন কাজে আসবে না"– (সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ১৮৫)।

ইবনুল মালিক বলেন, এ হাদীসের অর্থ এবং এর মতো অন্যান্য হাদীস ঐ ব্যাপারে প্রমাণ বহন করছে যে, পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত হওয়ার পর থেকে নিয়ে ক্বিয়ামাত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত তাওবাহ্ গ্রহণ করা হবে না।

٢٣٣٠ ـ[٨] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৩৩০-[৮] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : বান্দা যখন গুনাহ করার পর তা স্বীকার করে (অনুতপ্ত হয়) আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়। আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। (বুখারী, মুসলিম)[৩৭৪]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ) অর্থাৎ- "তার গুনাহের ব্যাপারে যখন স্বীকার করবে"। ক্বারী বলেন, অর্থাৎ- বান্দা তার দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে স্বীকার করবে এবং তার গুনাহ সে জানবে।

(ثُمَّ تَابَ) অর্থাৎ- তার গুনাহ হতে আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ করবে।

ক্বারী বলেন, বান্দা যখন তাওবার সকল রুকন বাস্তবায়ন করবে।

(تَابَ اللهُ عَلَيْهِ) অর্থাৎ- আল্লাহ তার তাওবাহ্ গ্রহণ করবেন। আর তা মূলত "তিনিই তার বান্দাদের থেকে তাওবাহ্ কবূল করেন"– (সূরাহ্ আশ্ শূরা ৪২ : ২৫) আল্লাহর এ বাণীর কারণে। ত্বীবী বলেন, এর হাক্বীকৃত হল নিশ্চয়ই আল্লাহ তার দয়া সহকারে তার বান্দার কাছে ফিরবেন।

হাদীসটি অপবাদজনিত দীর্ঘ একটি হাদীসের অংশ যার পূর্বের অংশ হল, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : হে 'আয়িশাহ্! তোমার সম্পর্কে আমার কাছে এ রকম এ রকম কথা পৌঁছেছে, অর্থাৎ- 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে যে ব্যাপারে অপবাদ দেয়া হয়েছে সে ব্যাপারে ইঙ্গিত। সুতরাং তুমি যদি নির্দোষী হও তাহলে অচিরেই আল্লাহ তোমাকে অপবাদ থেকে মুক্ত করবেন আর যদি তুমি গুনাহে জড়িত হয়ে থাক তাহলে আল্লাহর কাছে তাওবাহ্ কর এবং ক্ষমা প্রার্থনা কর, কেননা বান্দা যখন তার গুনাহ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি দেয় ... হাদীসের শেষ পর্যন্ত।

٢٣٣١ ـ[٩] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[৩৭৪] সহীহ : বুখারী ২৬৬১, মুসলিম ২৭৭০, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৯৭৪৮, ইবনু হিব্বান ৪২১২, শু'আবুল ঈমান ৬৬২৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০৫৫৭, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৪৪।

২৩৩১-[৯] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদয়ের (ক্বিয়ামাতের) আগে তাওবাহ্ করবে আল্লাহ তা'আলা তার তাওবাহ্ কবূল করবেন। (মুসলিম)[৩৭৫]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসটি [অর্থাৎ- "যেদিন আপনার পালনকর্তার কিছু নির্দশন আগমন করবে তখন কোন আত্মার ঈমান আনয়ন তার কোন কাজে আসবে না"– (সূরাহ্ আল আন্‘আম ৬ : ১৫৮)] আল্লাহর এ বাণীর ব্যাখ্যা। তবে আয়াতটি ঈমান কবূল না হওয়ার সাথে নির্দিষ্ট। পক্ষান্তরে হাদীসটি স্বাভাবিকভাবে তাওবাহ্ গ্রহণ না হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করছে, চাই তাওবাহ্ কুফ্‌রীর ক্ষেত্রে হোক চাই অবাধ্যতার ক্ষেত্রে হোক। আর এ ব্যাপারে বিদ্বানদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। সুতরাং চিন্তার প্রয়োজন। এভাবে লাম্‘আতে আছে।

(تَابَ اللهُ عَلَيْهِ) অর্থাৎ- আল্লাহ তার তাওবাহ্ গ্রহণ করেছেন, তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া তাওবাহ্ গ্রহণের সীমা।

বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে, নিশ্চয়ই তাওবাহ্ গ্রহণের একটি খোলা দরজা আছে, সর্বদা তাওবাহ্ গ্রহণ হতেই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত দরজা বন্ধ না করা হবে। অতঃপর যখন পশ্চিম দিক হতে দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে এবং যে ব্যক্তি ইতোপূর্বে তাওবাহ্ করেনি তার তাওবাহ্ গ্রহণ বাধাপ্রাপ্ত হবে। আর এটি হল আল্লাহর [অর্থাৎ- "যেদিন আপনার পালনকর্তার কিছু নির্দশন আগমন করবে তখন কোন আত্মার ঈমান আনয়ন তার কোন কাজে আসবে না। যদি ইতোপূর্বে সে ঈমান এনে না থাকে অথবা তার ঈমানের সমর্থনে কোন কল্যাণ উপার্জন করে না থাকে"– (সূরাহ্ আল আন্‘আম ৬ : ১৫৮)] এ বাণীর মর্মার্থ।

তাওবার দ্বিতীয় একটি সীমা আছে, আর তা হল মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তি তার গলাতে মৃত্যুর গড়গড়া আসার পূর্বে তাওবাহ্ করা। যেমন বিশুদ্ধ হাদীসে এরূপ এসেছে। গড়গড়া হল আত্মা ছিনিয়ে নেয়ার মুহূর্ত। সুতরাং ঐ মুহূর্তে তাওবাহ্ বা কোন কিছু গ্রহণ করা হবে না। কেননা এগুলো বিবেচনার বিষয় অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনার ক্ষেত্রে। আর এমন মুহূর্তে তার কৃত কোন ওয়াসিয়্যাত এবং অন্য কোন কিছু বাস্তবায়ন করা হবে না।

٢٣٣٢ ـ [١٠] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «للهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ حِيْنَ يَتُوْبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ رَاحِلَتُهٗ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهٗ وَشَرَابُهٗ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتٰى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِيْ ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهٖ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهٗ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اَللّٰهُمَّ أَنْتَ عَبْدِيْ وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৩৩২-[১০] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার তাওবাহ্ করায় অত্যন্ত আনন্দিত হন যখন সে তাঁর কাছে তাওবাহ্ করে। তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তির খুশীর চেয়ে অধিক খুশী হন, যে ব্যক্তির আরোহণের বাহন মরুভূমিতে তার কাছ থেকে ছুটে পালায়, আর এ বাহনের উপর আছে তার খাবার ও পানীয়। এ কারণে সে হতাশ-নিরাশ হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় আরোহণের বাহন সম্পর্কে একেবারেই নিরাশ হয়ে একটি গাছের কাছে এসে সে এর ছায়ায় শুয়ে পড়ে। এমন সময় সে

[৩৭৫] সহীহ : মুসলিম ২৭০৩, ইবনু হিব্বান ৬২৯, সহীহ আত্ তারগীব ৩১৩৬, সহীহ আল জামি‘ ৬১৩৩।

হঠাৎ দেখে, বাহন তার কাছে এসে দাঁড়ানো। সে বাহনের লাগাম ধরে আর আনন্দে আবেগআপ্লুত হয়ে বলে উঠে, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা আর আমি তোমার প্রভু। সে আনন্দের আতিশয্যে এ ভুল করে। (মুসলিম)[৩৭৬]

ব্যাখ্যা : (أَشَدُّ فَرَحًا) এক মতে বলা হয়েছে, এ রকম ক্ষেত্রে আনন্দ বলতে সন্তুষ্টি, দ্রুত কবূল এবং উত্তম প্রতিদানকে বুঝায়। (بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ) অর্থাৎ- তিনি তার মু'মিন বান্দার তাওবায় সর্বাধিক সন্তুষ্ট ও সর্বাধিক গ্রহণকারী।

(حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ) অর্থাৎ- "তোমাদের কারো আনন্দ ও সন্তুষ্টি অপেক্ষা"। একমতে বলা হয়েছে, আদাম সন্তানের গুণসমূহের ক্ষেত্রে পরিচিত আনন্দ, আল্লাহর ওপর প্রয়োগ বৈধ নয়। কেননা তা এমন আনন্দ যা বিজয় লাভের সময় কোন ব্যক্তি নিজ অন্তরে অনুভব করে থাকে, যার মাধ্যমে ব্যক্তির ঘাটতি পূর্ণতা লাভ করে, অথবা এর মাধ্যমে ব্যক্তি তার ত্রুটিকে বাধা দেয় অথবা এর মাধ্যমে ব্যক্তি তার নিজ থেকে ক্ষতি অথবা ঘাটতিকে প্রতিহত করে। আর এটা আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য নয়, কেননা তিনি সত্তাগতভাবে পরিপূর্ণ, অস্তিত্বের দিক দিয়ে অমুখাপেক্ষী, যার সাথে কোন ঘাটতি বা অসম্পূর্ণতা শামিল হয় না। অতএব এর অর্থ কেবল সন্তুষ্টি। সালাফগণ এ থেকে এবং এ ধরনের অন্যান্য বাণী থেকে 'আমালসমূহের ক্ষেত্রে উৎসাহিতকরণ এবং আল্লাহর কৃপা সম্পর্কে খবর প্রদান উদ্দেশ্য করেছেন। তারা আল্লাহর জন্য এ সকল গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন এবং আল্লাহ তার সৃষ্টজীবের গুণাবলী থেকে পবিত্র তাদের বিশ্বাস থাকার কারণে এ সমস্ত গুণাবলীর ব্যাখ্যা নিয়ে তাঁরা ব্যস্ত হননি। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তা'বীল বা অপব্যাখ্যা নিয়ে ব্যস্ত হয়েছে তার দু'টি পন্থা আছে। দু'টির একটি হল, নিশ্চয়ই তাশবীহ বা সাদৃশ্য যৌগিকের এককের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে তা জ্ঞানগত যৌগিক। বরং সামষ্টিকভাবে সারাংশ গ্রহণ করা হবে আর তা চূড়ান্ত সন্তুষ্টি। তাশবীহ-এর দৃষ্টিতে এর প্রকাশ কেবল শ্রোতার অন্তরে সন্তুষ্টির অর্থ স্থির করা ও পরিকল্পনা করা। আর দু'টি পথের দ্বিতীয়টি হল, উপমা পেশকরণ আর তা হল মুশাব্বাহের জন্য এমন অবস্থাসমূহ পরিকল্পনা করা যে অবস্থাগুলো মুশাব্বাহবিহীর আছে আর সে অবস্থাগুলো থেকে মুশাব্বাহের জন্য উপস্থাপন করা, যা সময়ে সময়ে তার সাথে অনুকূল। আর তা এমনভাবে যে, সেগুলো থেকে কোন বিশৃঙ্খলা হয় না, অর্থাৎ- নিশ্চয়ই তা উপমা পেশকরণ অধ্যায়ের আওতাভুক্ত। আর তা হল অর্জিত অবস্থাকে সন্তুষ্টি সম্পাদনের সাথে সাদৃশ্য দেয়। হাদীসে উল্লেখিত ধরনে যারা সফলতায় রয়েছে তাদের অবস্থার সাথে তাওবাহ্কারী বান্দার প্রতি অগ্রগামী হওয়াকে সাদৃশ্য দেয়া। অতঃপর মুশাব্বাহকে ছেড়ে মুশাব্বাহবিহীকে উল্লেখ করা।

কুরতুবী (রহঃ) বলেন, এটা এমন এক উদাহরণ যার মাধ্যমে আল্লাহ কর্তৃক তার তাওবাহ্কারী বান্দার তাওবাহ্ দ্রুত গ্রহণের বর্ণনাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর নিশ্চয়ই তিনি বান্দার প্রতি ক্ষমা নিয়ে আগমন করেন এবং যার 'আমালের প্রতি সন্তুষ্টি হন তার সাথে যথার্থ লেনদেন করেন। এ উপমার করণ হল নিশ্চয়ই শায়ত্বনের কব্জাতে এবং বন্দিদশাতে পড়ে অবাধ্যতার দরুন এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। কখনো ধ্বংসের মুখোমুখী হয়। অতঃপর আল্লাহ যখন তার প্রতি দয়া করেন এবং তাকে তাওবাহ্ করার তাওফীক দেন তখন সে ঐ অবাধ্যতার অকল্যাণ থেকে বেরিয়ে আসে, শায়ত্বনের বন্দিদশা এবং ঐ ধ্বংস থেকে মুক্তি পায় যার উপক্রম সে হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তার করুণা ও ক্ষমা নিয়ে বান্দার দিকে অগ্রগামী হয়। পক্ষান্তরে ঐ আনন্দ যা সৃষ্টিজীবের গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত তা আল্লাহর ক্ষেত্রে অসম্ভব। কিন্তু এ আনন্দ শেষ ফলাফলের মুহূর্তে আর তা

[৩৭৬] সহীহ : মুসলিম ২৭৪৭, সহীহ আত্ তারগীব ৩১৪৩, সহীহ আল জামি' ৫০৩০।

Contents

হল যার প্রতি আনন্দ প্রকাশ করা হয়েছে তার অভিমুখী হওয়া এবং তার জন্য সুউচ্চ স্থান অনুমোদন করা। আর এটি আল্লাহর ক্ষেত্রে সঠিক। সুতরাং ফার্‌হ বা আনন্দ বলে আনন্দের শেষ ফলাফলকে বুঝানো হয়েছে।

আল্লাহর সন্তুষ্টি সম্পর্কে ফার্‌হ তথা আনন্দের প্রয়োগ রূপকার্থে। কখনো কখনো বস্তু সম্পর্কে তার কারণ দ্বারা বিশ্লেষণ করতে হয় অথবা তার থেকে অর্জিত অবস্থা সম্পর্কে। কেননা যে কোন কিছুর প্রতি আনন্দিত হয় তিনি তার কর্তাকে চাওয়া অনুযায়ী দান করেন সে যা অনুসন্ধান করে তা তার জন্য ব্যয় করে। সুতরাং ফার্‌হ বা আনন্দ দ্বারা আল্লাহর দান এবং তার করুণার প্রশস্ততা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ইমাম ত্বীবী বলেন : এর উদ্দেশ্য পূর্ণ সন্তুষ্টি। কেননা পরিচিত ফার্‌হ বা আনন্দ আল্লাহর উপর প্রয়োগ করা বৈধ নয়। পূর্ববর্তী আহলে হাদীসগণ এ ধরনের উদাহরণ থেকে সৎকর্মসমূহে উৎসাহ প্রদান এবং সৃষ্টির গুণাবলী থেকে পবিত্র হওয়ার সাথে সাথে বান্দার উপর আল্লাহর অনুগ্রহের উন্মোচন বুঝাতেন এবং তারা এ শব্দসমূহের অর্থ ও এ নিরাপদ পথ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালায়নি। এর থেকে পণ্ডিতের পা পিছলে যাবে এটা খুব কম। তুরবিশতী বলেন, অতঃপর এ উক্তি এবং এর মত আরো উক্তি যা আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। অথচ আল্লাহ জানেন, নিশ্চয়ই এটি এ স্থান ছাড়া যা গত হয়েছে তাতে আদাম সন্তানের গুণাবলী সম্পর্কে মানুষ পরস্পর যা জানে তার অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই নাবী ﷺ যখন অদৃশ্যময় উদ্দেশ্য বর্ণনার ইচ্ছা করেন তখন ঐ ব্যাপারে ঐ বিষয়ের জন্য কোন অর্থবোধক শব্দ তার অনুগত না হলে তখন সে ক্ষেত্রে নাবী ﷺ-এর সুযোগ রয়েছে এমন এক শব্দ নিয়ে আসার যা উদ্দেশিত অর্থ অপেক্ষা নিম্ন স্তরের। নিশ্চয়ই আদাম সন্তান থেকে তাওবাহ্ আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম স্থানে সংঘটিত হয় নাবী ﷺ যখন এ বিষয়ে বর্ণনা করার ইচ্ছা করলেন তখন সে সম্পর্কে الفرح (আনন্দ) শব্দ দিয়ে প্রকাশ করেছেন যা তারা তাদের নিজেদের মাঝে অর্থের দিক নির্দেশনা পায়। আর ওটা মূলত রসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জানিয়ে দেয়ার পর যে, ঐ সমস্ত শব্দের প্রয়োগ আল্লাহর গুণাবলীর ক্ষেত্রে জায়িয নয়। আর ঐ সমস্ত শব্দ বলতে তারা তাদের নিজেদের গুণাবলীর ক্ষেত্রে পারস্পরিক যা জেনে থাকে। আর কারো পক্ষে তার কথাবার্তায় এ ধরনের শব্দ গ্রহণ ও সুযোগ গ্রহণ করা একমাত্র নাবী ﷺ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে তা হবে না। কেননা তিনি এ ব্যাপারে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সামনে বাড়তেন না। আর এটা এমন মর্যাদা যা রসূলুল্লাহ ﷺ ছাড়া অন্যের জন্য প্রযোজ্য নয়।

'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ) বলেন, আমি বলব, প্রত্যেক ঐ সমস্ত গুণ যে ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ বা তার রসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা দিয়েছেন তা প্রকৃত গুণ রূপক না। আল্লাহ তিনি শুনেন, দেখেন, তিনি যা চান সে ব্যাপারে কথা বলেন এবং যখন চান কথা বলেন, সন্তুষ্ট হন, রাগান্বিত হন, আশ্চর্যান্বিত হন, তার বান্দার তাওবায় আনন্দিত হন। এসব কিছুরই অর্থ জানা তবে তার ধরন অজানা। সুতরাং আমরা এ সমস্ত কিছু তার জন্য সাব্যস্ত করব, তার ধরন বর্ণনা করব না, সৃষ্টজীবের গুণাবলীর সাথে তাঁকে সাদৃশ্য দিব না, তাঁর অপব্যাখ্যা করব না এবং তাঁর অর্থের ত্রুটি করব না।

(كَانَ رَاحِلَتُهُ) ক্বারী বলেন, মিশকাতের অন্য এক কপিতে আছে, (كانت راحلته) 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন : আমি বলব, সহীহ মুসলিমে যা আছে তা হল, (كان راحلته) মুনযীর এবং জাযারী এভাবে নকল করেছেন রাহিলাহ্ বলতে ঐ উট যার উপর মানুষ আরোহণ করে ও সামগ্রী বহন করে।

(طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ) অর্থাৎ- বাহন চলে যাওয়ার কারণে চূড়ান্ত বিপদের দিকে চিন্তা হবে এবং পাথেয়, পানি না থাকার কারণে নিজের ধ্বংসের আশংকা।

(ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اَللّٰهُمَّ أَنْتَ عَبْدِىْ وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ) অর্থাৎ- আল্লাহ তার বাহন তার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে তার প্রতি যে দয়া করেছেন সে কারণে প্রশংসা করার ইচ্ছা করল এবং বলতে ইচ্ছা করল, হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রভু আমি তোমার বান্দা। অর্থাৎ- সঠিক পদ্ধতি থেকে তার জবান বিচ্যুত হল, ভুল করে বসল এবং ব্যাপক আনন্দের কারণে বলল, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা এবং আমি তোমার প্রভু। অতঃপর নিশ্চয়ই এ লোকটির আনন্দ চূড়ান্ত পর্যায়ের এমনিভাবে বান্দার তাওবাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি। 'ইয়ায বলেন, এ রকম অবস্থাতে হতভম্ব হয়ে মানুষ যা বলে তার কারণে তাকে পাকড়াও করা হবে না। এর প্রমাণ নাবী ﷺ-এর এ ঘটনা বর্ণনা করা।

٢٣٣٣ - [١١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ عَبْدًا أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ فَاغْفِرْهُ فَقَالَ رَبُّهُ أَعَلِمَ عَبْدِىْ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ ذَنْبًا فَاغْفِرْهُ فَقَالَ رَبُّهُ: أَعَلِمَ عَبْدِىْ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنبا قَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ ذَنْبًا اٰخَرَ فَاغْفِرْ لِىْ فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِىْ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৩৩৩-[১১] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন বান্দা গুনাহ করে বলে, 'হে আমার রব! আমি গুনাহ করে ফেলেছি। তুমি আমার এ গুনাহ ক্ষমা করে দাও।' তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, (হে আমার মালায়িকাহ্!) আমার বান্দা কি জানে, তার একজন 'রব' আছেন? যে 'রব' গুনাহ মাফ করেন অথবা (এর জন্য) তাকে শাস্তি দেন? (তোমরা সাক্ষী থেক) আমি তাকে মাফ করে দিলাম। অতঃপর যতদিন আল্লাহ চাইলেন, সে গুনাহ না করে থাকল। তারপর আবার সে গুনাহ করল ও বলল, 'হে রব'! আমি আবার গুনাহ করে ফেলেছি। আমার এ গুনাহ মাফ করো। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা কি জানে, তার একজন 'রব' আছেন, যে রব গুনাহ মাফ করেন অথবা এর জন্য শাস্তি দেন। আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম। অতঃপর আল্লাহ যতদিন চাইলেন, সে কোন গুনাহ না করে থাকল। তারপর সে আবারও গুনাহ করল এবং বলল, হে রব! আমি আবার গুনাহ করেছি। তুমি আমার এ গুনাহ ক্ষমা করো। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা কি জানে, তার একজন 'রব' আছেন, যে রব গুনাহ মাফ করেন অথবা অপরাধের জন্য শাস্তি দেন? আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করলাম। সে যা চায় করুক। (বুখারী, মুসলিম)[৩৭৭]

ব্যাখ্যা : (فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ) অর্থাৎ- এমন গুনাহ করতে থাকুক যার পর বিশুদ্ধ তাওবাহ্ থাকে। হাদীসটিতে আছে দ্বিতীয়বার পাপের কারণে প্রথমবারের বিশুদ্ধ তাওবার কোন ক্ষতি সাধন করবে না। বরং তাওবাহ্ তার বিশুদ্ধতার উপর অব্যাহত থাকবে এবং ব্যক্তি দ্বিতীয় অবাধ্যতা থেকে তাওবাহ্ করবে। আর মুনযিরী এমনটিই বলেছেন, (فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ) এর অর্থ ব্যক্তির অবস্থা যখন এমন হবে যে, সে গুনাহ করবে অতঃপর তাওবাহ্ করবে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করবে তখন সে যা ইচ্ছা তা যেন করে। কেননা যখনই সে গুনাহ করবে তখন তার তাওবাহ্ ও ক্ষমা প্রার্থনা তার ঐ গুনাহ মোচনের কারণ হবে, তখন গুনাহ তার ক্ষতি সাধন

---

[৩৭৭] সহীহ : বুখারী ৭৫০৭, মুসলিম ২৭৫৮, আহমাদ ৭৯৪৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০৭৬৪, শু'আবুল ঈমান ৬৬৮৫, সহীহ আত্ তারগীব ৩১৪০, ইবনু হিব্বান ৬২২।

করবে না। ব্যক্তি গুনাহ করবে, অতঃপর ঐ গুনাহ থেকে অন্তর দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা না করে শুধু মৌখিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। অতঃপর গুনাহতেই আবার লিপ্ত হবে নিশ্চয়ই এ বাক্য দ্বারা তা উদ্দেশ্য নয়। কেননা এ ধরনের তাওবাহ্ মিথ্যাবাদীদের তাওবাহ্।

'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, আমি বলব, (فَلْيَفْعَلْ مَا شَآءَ) অর্থাৎ- সে যা ইচ্ছা তাই করুক। এ বাণীর অর্থ অনেকের কাছে জটিল হয়ে পড়েছে যেমননিভাবে হাত্বিব বিন বালতা'আহ্-এর হাদীসে উল্লেখিত বাণীর অর্থ জটিল অনুভূত হয়েছে। কেননা বাণীটির বাহ্যিক রূপ দেখে মনে হচ্ছে বাদ্‌র যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের জন্য প্রত্যেক ধরনের 'আমাল বৈধ এবং 'আমালসমূহ থেকে তারা যা চায় তা তাদের ইচ্ছাধীন অথচ তা নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে কয়েকভাবে উত্তর দেয়া হয়েছে। আর সে উত্তরসমূহ থেকে ফাওয়ায়িদ গ্রন্থের ১৬ পৃষ্ঠাতে যা বলেছেন, তা এই নিশ্চয়ই এটা এমন এক সম্প্রদায়কে সম্বোধন যাদের ব্যাপারে আল্লাহ জেনেছেন যে, নিশ্চয়ই তারা তাদের ধর্ম থেকে আলাদা হবে না বরং তারা ইসলামের উপর মারা যাবে তবে কখনো কখনো তারা খারাপ কাজে জড়িত হবে যেমন অন্যান্যরা মন্দ গুনাহের কাজে জড়িত হয়ে থাকে। তবে আল্লাহ তাদেরকে গুনাহের উপর স্থায়ীভাবে ছেড়ে রাখবেন না। বরং তাদেরকে খাঁটি তাওবাহ্ করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং পুণ্য কাজ করার তাওফীক দিবেন যা ঐ গুনাহের প্রভাবকে মুছে দিবে। আর এ ব্যাপারে তাদেরকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে অন্যদেরকে নয়, কেননা এটি তাদের মাঝে সুনিশ্চিত হয়ে গেছে। তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে আর তাদের মাধ্যমেসম্পাদিত হয় এমন উপকরণসমূহ দ্বারা অর্জিত ক্ষমা এ ক্ষমা থেকে বাধা দিতে পারবে না যে, তা ক্ষমার প্রতি নির্ভরশীল হয় ফার্‌যসমূহ নষ্ট করে দেয়ার দাবী করে না। নির্দেশসমূহের সম্পাদনের উপর স্থায়িত্ব হওয়া ছাড়াই যদি ক্ষমা অর্জন হত তাহলে অবশ্যই তারা এরপর সলাত, সিয়াম, হাজ্জ, যাকাত ও জিহাদের প্রতি প্রয়োজনমুখী হত না, অথচ এটা অসম্ভব গুনাহের পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব হল তাওবাহ্ করা। সুতরাং ক্ষমার শামিল ক্ষমার উপকরণসমূহ নষ্ট করে দেয়াকে আবশ্যক করে না। এর দৃষ্টান্ত হল, অন্য হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর (বান্দা গুনাহ করে অতঃপর বলে হে আমার প্রভু আমি গুনাহ করেছি, সুতরাং তুমি আমাকে তা ক্ষমা কর, অতঃপর আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন) এ উক্তি। আর এ হাদীসে আছে, (قد غفرت لعبدى فليعمل ما شاء) অর্থাৎ- "আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম, সুতরাং সে যা চায় তা করুক।" অত্র হাদীসে আল্লাহর তরফ থেকে বান্দাকে হারাম ও অপরাধে লিপ্ত হওয়ার জন্য অনুমতি দেয়া হয়নি।

হাদীসটি কেবল ঐ ব্যাপারে প্রমাণ বহন করে যে, বান্দাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা করে দেয়া হবে যতক্ষণ সে গুনাহ করার পর তাওবাহ্ করতে থাকবে। আর এ বান্দাকে এ ক্ষমার ব্যাপারে নির্দিষ্ট করার কারণ হল, আল্লাহ এ বান্দার ব্যাপারে জেনে নিয়েছেন যে, সে কোন গুনাহের উপর স্থায়ী হবে না। বরং যখন সে পাপ করবে তখনই তাওবাহ্ করবে। এমনিভাবে রসূলুল্লাহ ﷺ যাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন অথবা খবর দিয়েছেন যে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ ধরনের উক্তি থেকে ঐ সহাবী বা অন্য কোন সহাবী এ ধরনের মনে করেননি যে, তাকে তার গুনাহ এবং অবাধ্যতা ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে এবং ওয়াজিবসমূহ ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে তার প্রতি উদারতা প্রকাশ করা হয়েছে। বরং এ সুসংবাদ পাওয়ার পরে পূর্বাপেক্ষা চেষ্টা, সাধনা, সতর্কতা ও ভয়ে আরো বেশি কঠোর ছিল। যেমন জান্নাতের সংবাদ প্রাপ্ত দশজন। আর এদের মাঝে আবূ বাক্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন অধিক সতর্ক ও ভয়কারী, এমনিভাবে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-ও ছিলেন। কারণ তারা জানতেন সাধারণ সুসংবাদ কিছু শর্ত এবং মরণ অবধি সেগুলোর উপর স্থায়ী হওয়ার দ্বারা গণ্ডিবদ্ধ এবং সেগুলোর প্রতিবন্ধকসমূহ থেকে বিরত থাকা। তাদের কেউ এ ক্ষেত্রে কর্মে স্বেচ্ছাচারিতার ব্যাপারে অনুমতি প্রদান বুঝেননি।

٢٣٣٤ - [١٢] وَعَنْ جُنْدُبٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّثَ: «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ وَأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنِّي لَا أَغْفِرُ لِفُلَانٍ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ». أَوْ كَمَا قَالَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৩৩৪-[১২] জুনদুব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জনৈক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা'আলা অমুক ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, এমন কে আছে যে আমাকে কসম দিতে পারে যে, (আমার নামে শপথ করতে পারে) আমি অমুককে ক্ষমা করব না। যাও, আমি তাকে মাফ করে দিলাম এবং তোমার 'আমাল নষ্ট করে দিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি এ বাক্য অথবা অনুরূপ বাক্য বলেছেন। (মুসলিম)[৩৭৮]

ব্যাখ্যা : (أَنَّ رَجُلًا) নিশ্চয়ই ব্যক্তিটি এ উম্মাত বা এ উম্মাত ছাড়া অন্য উম্মাত হওয়ারও সম্ভাবনা রাখছে।

(قَالَ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ) লোকটি অপর সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য করেছিল অপরের গুনাহকে বেশি বা বড় মনে করে অথবা লোকটি নিজের সম্মানার্থে এ ধরনের কথা বলেছিল যখন সে অন্যকে ক্ষতিসাধন করতে দেখেছিল। যেমন কতিপয় সূফীপন্থী মূর্খদের থেকে এমন কথা প্রকাশ পেয়ে থাকে। 'আল্লামাহ্ ক্বারী এমনটিই বলেছেন।

(قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ) অর্থাৎ- কে আমার ওপর ফায়সালা করে এবং আমার নামে শপথ করে?

(أَنِّي لَا أَغْفِرُ لِفُلَانٍ) "আমি অমুককে ক্ষমা করব না" এটি অস্বীকারসূচক প্রশ্ন। সুতরাং কোন ব্যক্তির জন্য জান্নাত অথবা জাহান্নামের অথবা ক্ষমাপ্রাপ্ত না হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়তা প্রকাশ করা বৈধ নয়, তবে যে ব্যক্তির ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য এসেছে তার কথা আলাদা।

(فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ) অর্থাৎ- তোমার অপমানার্থে আমি অমুককে ক্ষমা করে দিলাম।

(وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ) "আমি তোমার 'আমাল নষ্ট করে দিলাম"। মাযহার বলেন, অর্থাৎ- আমি তোমার কসমকে বিনষ্ট করে দিলাম এবং তোমার শপথকে মিথ্যায় পরিণত করলাম। আর এটা ঐ হাদীসের কারণে যে হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধে শপথ করবে আল্লাহ তাকে মিথ্যুকে পরিণত করবেন। অর্থাৎ- যে ব্যক্তি এভাবে ফায়াসালা করবে এবং শপথ করবে যে, আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আল্লাহ অমুককে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। আল্লাহ এ ধরনের ব্যক্তি কসমকে বাতিল করবেন এবং শপথকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবেন। সুতরাং মু'তাযিলাদের পথ অবলম্বনের কোন সুযোগ নেই যে, কাবীরাহ্ গুনাহকারী কাবীরাকে হালাল না মনে করা সত্ত্বেও সে জাহান্নামে স্থায়ী হবে যেমন কুফরীর কারণে 'আমাল বাতিল হয়ে যায়।

ইমাম নাবাবী বলেন, হাদীসে বিনা তাওবাতে গুনাহ মাফ হওয়ার ক্ষেত্রে আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের দলীল আছে, আর তা যখন আল্লাহ চাইবেন। আর মু'তাযিলা সম্প্রদায় এ হাদীসের মাধ্যমে কাবীরাহ গুনাহের কারণে 'আমাল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ গ্রহণ করেছেন। আহলুস্ সুন্নাতের মাযহাব হল, কুফরী ছাড়া 'আমালসমূহ ধ্বংস হয় না। আর এ 'আমাল ধ্বংস হওয়াকে ঐ কথার উপর ব্যাখ্যা

[৩৭৮] সহীহ : মুসলিম ২৬২১, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৬৭৯, শু'আবুল ঈমান ৬২৬১, ইবনু হিব্বান ৫৭১১, সহীহাহ্ ২০১৪, সহীহ আত্ তারগীব ২৯৬১, সহীহ আল জামি' ২০৭৫।

করা হবে, পাপের কারণে তার পুণ্যসমূহ ঝড়ে গেছে। সুতরাং একে রূপকভাবে 'আমাল ধ্বংস করা বুঝানো হয়েছে। আরো সম্ভাবনা রয়েছে যে, তার হতে অন্য কোন বিষয় সংঘটিত হয়েছে যা কুফ্‌রীকে আবশ্যক করে দিয়েছে। আরো সম্ভাবনা রয়েছে এটি আমাদের পূর্ববর্তীদের শারী'আতে ছিল আর এটা ছিল তাদের হুকুম।

(أَوْ كَمَا قَالَ) বর্ণনাকারীর সন্দেহ, অর্থাৎ- আমি যা উল্লেখ করেছি তা রসূলুল্লাহ ﷺ বা অন্য কেউ বলেছেন অথবা অনুরূপ বলেছেন। আর এটা অর্থগত বর্ণনার ব্যাপারে সতর্কতা স্বরূপ যাতে কেউ তা শব্দগত বর্ণনা মনে না করে। নাবাবী বলেন, বর্ণনাকারী এবং হাদীস পাঠকের জন্য উচিত্ হবে যখন কোন শব্দ তার কাছে সন্দেহপূর্ণ হবে তখন সন্দেহ স্বরূপ তা পাঠকালে তার পেছনে (أَوْ كَمَا قَالَ) ভাষ্যটুকু বলবে অথবা (أو نحو هذا) অংশটুকু বলতে হবে। যেমন সহাবায়ে কিরাম এবং তাদের পরবর্তীরা এরূপ করেছেন। আর আল্লাহই সর্বাধিক জানেন।

٢٣٣٥ - [١٣] وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ». قَالَ: «وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهٖ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৩৩৫-[১৩] শাদ্দাদ ইবনু আওস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা সাইয়্যিদুল ইসতিগফার এভাবে পড়বে, *"আল্ল-হুম্মা আন্‌তা রব্বী, লা- ইলা-হা ইল্লা- আন্‌তা খলাক্বতানী, ওয়া আনা- 'আবদুকা, ওয়া আনা- 'আলা- 'আহদিকা, ওয়া ওয়া'দিকা মাস্‌তাত্ব'তু, আ'উযুবিকা মিন শার্‌রি মা- সনা'তু, আবূউলাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়্যা, ওয়া আবূউ বিযাম্বী ফাগ্‌ফিরলী, ফাইন্নাহূ লা- ইয়াগ্‌ফিরুয্ যুনূবা ইল্লা- আনতা"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রভু, তুমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই; তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার বান্দা, আমি আমার সাধ্যানুযায়ী তোমার চুক্তি ও অঙ্গীকারের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি। আমি আমার কৃতকর্মের মন্দ পরিণাম হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমি স্বীকার করি, আমার প্রতি তোমার দানকে এবং স্বীকার করি আমার গুনাহকে। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করো। কেননা তুমি ছাড়া গুনাহ মাফ করার আর কেউ নেই।)। অতঃপর তিনি (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি এ সাইয়্যিদুল ইসতিগফারের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে দিনে পড়বে আর সন্ধ্যার আগে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে এ দু'আ রাতে পড়বে আর সকাল হবার আগে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (বুখারী)[৩৭৯]

ব্যাখ্যা : (سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ) 'আযীযী বলেন, অর্থাৎ- ক্ষমা প্রার্থনার শব্দাবলীর মাঝে এটি সর্বোত্তম, অর্থাৎ- আল্লাহর নিকট সাওয়াবের দিক দিয়ে অধিক। 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, আমি বলব, ইমাম বুখারী তাঁর (সর্বোত্তম ক্ষমা প্রার্থনার অধ্যায়) এ উক্তি দ্বারা এ হাদীসটির অধ্যায় বেঁধেছেন। হাফিয বলেন,

[৩৭৯] **সহীহ :** বুখারী ৬৩০৬, ৬৩২৩, তিরমিযী ৩৩৯৩, নাসায়ী ৫৫২২, আহমাদ ১৭১১১, মু'জামুল আওসাত লিত্ব ত্ববারানী ১০১৪, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৭১৭২, শু'আবুল ঈমান ৬৫৮, ইবনু হিব্বান ৯৩৩, সহীহ আদাবুল মুফরাদ ৬২০/৪৮৪, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ২১, সহীহ আত্ তারগীব ৬৫০, সহীহ আল জামি' ৩৬৭৪।

সর্বোত্তম তা শব্দ দ্বারা অধ্যায় বেঁধেছেন অথচ হাদীসটি শুরু হয়েছে السيادة বা নেতৃত্ব শব্দ দ্বারা। সুতরাং **তিনি** যেন এর মাধ্যমে ঐ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, السيادة বা নেতৃত্ব দ্বারা الأفضلية বা সর্বোত্তম **উদ্দেশ্য**। এর উদ্দেশ্য হল যে ব্যক্তি ক্ষমা প্রার্থনার এ দু'আটি পাঠ করবে তার জন্য দু'আটি অধিক উপকারী **হবে**। **অর্থাৎ**- এর মাধ্যমে উপকার এবং সাওয়াব ক্ষমা প্রার্থনাকারীর জন্য। স্বয়ং استغفار তথা ক্ষমা প্রার্থনার জন্য না। অর্থাৎ- এ শব্দ দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনাকারী অন্য শব্দ দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনাকারী অপেক্ষা অধিক সাওয়াব লাভ করবে। আর মাদানী অপেক্ষা মাক্কাহ্ শ্রেষ্ঠ হওয়ার মতো। অর্থাৎ- মাক্কাতে 'ইবাদাতকারীর সাওয়াব মাদানীতে 'ইবাদাতকারী অপেক্ষা বেশি। এ استغفار এ ধরনের হওয়ার কারণ জ্ঞান দ্বারা অনুভব করা যায় না। তা কেবল ঐ সত্তার কাছে সোপর্দকৃত যিনি 'আমাল অনুযায়ী সাওয়াব নির্ধারণ করেছেন।

ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন, এ দু'আটি তাওবার সকল অর্থকে শামিল করার কারণে একে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

(فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ) এ বাণী থেকে গ্রহণ করা হয় যে, যে ব্যক্তি তার গুনাহের ব্যাপারে স্বীকার করবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর অপবাদারোপিত দীর্ঘ হাদীসে স্পষ্ট এসেছে। আর তাতে আছে যেমন চারটি হাদীস পূর্বে গত হয়েছে। (العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله إليه) অর্থাৎ- "বান্দা যখন তার গুনাহ স্বীকার করবে এবং তাওবাহ্ করবে তখন আল্লাহ তার তাওবাহ্‌কে গ্রহণ করবেন।" আর এ স্বীকারোক্তি বান্দার এবং তার প্রভুর মাঝে সীমাবদ্ধ, মানুষের কাছে তা প্রকাশ করা উচিত নয়। কেননা বান্দা যখন কোন গুনাহ করে তা গোপন করতে সক্ষম হয় তখন আল্লাহ তা মানুষের কাছে গোপন করতে ভালবাসেন।

(مِنَ النَّهَارِ) অর্থাৎ- দিনের কোন অংশে। নাসায়ীর বর্ণনাতে আছে, অতঃপর সে যদি তা সকালে উপনীত হওয়াবস্থায় পাঠ করে। তিরমিযীতে আছে, তোমাদের যে কেউ সন্ধ্যায় উপনীত হওয়াবস্থায় এ দু'আ পাঠ করবে। অতঃপর সকালে উপনীত হওয়ার পূর্বে তার নির্দিষ্ট মৃত্যু সময় ঘনিয়ে আসবে অথবা যে ব্যক্তি সকালে উপনীত হওয়া অবস্থায় এ দু'আ পাঠ করবে, এরপর সন্ধ্যায় উপনীত হওয়ার পূর্বে তার নির্দিষ্ট মৃত্যু সময় ঘনিয়ে আসবে।

(مُوْقِنًا بِهَا) অর্থাৎ- খাঁটি অন্তরে, পুণ্যের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে।

ক্বারী বলেন, অর্থাৎ- সংক্ষিপ্ত অথবা বিস্তারিতভাবে সকল প্রমাণযোগ্য বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে।

(فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ) অর্থাৎ- সে বিশ্বাসী অবস্থায় মারা যাবে, অতঃপর সে জান্নাতে প্রবেশ করবে অথবা শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতে প্রবেশ করবে অথবা শাস্তি ছাড়াই অথবা তা উত্তম পরিসমাপ্তির প্রতি শুভসংবাদ।

তিরমিযীর বর্ণনাতে আছে, (إلا وجبت له الجنة) অর্থাৎ- "তার জন্য জান্নাত আবশ্যক হয়ে যাবে"। নাসায়ীর বর্ণনাতে আছে, (دخل الجنة) অর্থাৎ- "সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"। সিনদী বলেন, সূচনাতেই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে অন্যথায় প্রত্যেক মু'মিন তার ঈমানের দরুন জান্নাতে প্রবেশ করবে এটি আল্লাহর তরফ থেকে কৃপা। কিরমানী বলেন, যদি বলা হয় মু'মিন ব্যক্তি এ দু'আটি পাঠ না করেই শুরুতে সে জান্নাতের অধিবাসী। আমি বলব, সে জাহান্নামে প্রবেশ না করেই শুরুতেই সে জান্নাতে প্রবেশ করা উদ্দেশ্য। কেননা অধিকাংশ সময় এ দু'আর প্রকৃত অবস্থার প্রতি বিশ্বাসী ব্যক্তি সামষ্টিকভাবে মু'মিন, সে আল্লাহর অবাধ্য হয় না। অথবা আল্লাহ এ ক্ষমা প্রার্থনার বারাকাতে তার গুনাহ মোচন করেছেন। যদি কেউ বলে যে,

এ দু'আটি سيد الاستغفار হওয়ার হিক্বমাত কি? আমি বলব, এ দু'আ এবং এর মতো অন্যান্য দু'আ দ্বারা 'ইবাদাতের বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন উদ্দেশ্য। আর আল্লাহই এ সম্পর্কে সর্বাধিক জানেন। তবে এতে পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীর মাধ্যমে আল্লাহর যিক্‌র আছে এবং বান্দার নিজের সংকীর্ণ অবস্থার বর্ণনা আছে, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আর তা হল এমন এক সত্তার জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয় যার অধিকার একমাত্র তিনি ছাড়া কেউ রাখেন না।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٣٣٦ ـ[١٤] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: يَا ابْنَ اٰدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِيْ وَرَجَوْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ عَلٰى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِيْ يَا ابْنَ اٰدَمَ إِنَّكَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِيْ يَا ابْنَ اٰدَمَ إِنَّكَ لَوْ لَقِيتَنِيْ بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِيْ لَا تُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২৩৩৬-[১৪] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদাম সন্তান! তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে ডাকবে ও আমার নিকট ক্ষমার আশা পোষণ করবে, তোমার অবস্থা যা-ই হোক না কেন, আমি কারো পরোয়া করি না, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো। হে আদাম সন্তান! তোমার গুনাহ যদি আকাশ পর্যন্তও পৌছে, আর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব, আমি কারো পরোয়া করি না। হে আদাম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবীসম গুনাহ নিয়েও আমার সাথে সাক্ষাৎ করো এবং আমার সাথে কাউকে শারীক না করে সাক্ষাৎ করো, আমি পৃথিবীসম ক্ষমা নিয়ে তোমার কাছে উপস্থিত হব। (তিরমিযী)[৩৮০]

২৩৫৯. ব্যাখ্যা : (إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِيْ وَرَجَوْتَنِيْ) অর্থাৎ- তুমি আমাকে ডাকবে ও আমার কাছে আশা করবে। অর্থাৎ- তোমার দু'আ করার সময়টুকু ও আশা করা সময়টুকুতে আমি তোমাকে ক্ষমা করব।

(عَلٰى مَا كَانَ فِيكَ) অর্থাৎ- যত বেশি গুনাহ তোমার মাঝে থাকুক।

(وَلَا أُبَالِيْ) অর্থাৎ- তোমার গুনাহের অধিকতার কারণে আমি পরোয়া করি না, তা আমার কাছে বড় মনে হয় না এবং তা আমি বেশি মনে করি না, অর্থাৎ- তোমাকে ক্ষমা করা আমার কাছে বড় মনে হয় না। যদিও তোমার বা বান্দার গুনাহ অনেক হয়ে থাকে। যদিও গুনাহ অনেক বা বড় হয়ে থাকুক না কেন? কেননা আল্লাহর ক্ষমা এর অপেক্ষাও বড়। তা বড় হলেও আল্লাহর ক্ষমার ক্ষেত্রে তা ছোট।

'আল্লামাহ্ ক্বারী বলেন, অবস্থা এমন যে, আমি তোমার ক্ষমার বিষয়টা আমার কাছে বড় মনে করি না যদিও তা বড় বা পরিমাণে বেশি হোক না কেন?

(لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ) অর্থাৎ- তোমার মাথা যখন আকাশের দিকে উঠাবে ও দৃষ্টি দিবে এবং তোমার দৃষ্টিসীমা আকাশের যে পর্যন্ত পৌছবে তোমার গুনাহের পরিমাণ যদি সে পর্যন্তও পৌছে যায়।

---

[৩৮০] **সহীহ :** তিরমিযী ৩৫৪০, সহীহাহ্ ১২৭, সহীহ আত্ তারগীব ৩৩৮২, সহীহ আল জামি' ৪৩৩৮।

আর ত্বীবী বলেন, অর্থাৎ- তোমার গুনাহগুলোকে যদি দেহের আকার দেয়া হয় আর আধিক্যতা ও বড়ত্বের কারণে তা যদি জমিন ও শূন্যকে পূর্ণ করে নেয় এমনকি তা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

(ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ) এ বাক্যটি, অর্থাৎ- "আর যে ব্যক্তি মন্দ কর্ম করবে অথবা নিজের প্রতি অবিচার করবে, এরপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, সে আল্লাহকে অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু হিসেবে পাবে"– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১১০) আল্লাহর এ বাণীর অনুরূপ।

(لَوْ لَقِيتَنِيْ) মিশকাতের বর্তমান সকল কপিতে এভাবে আছে আর তিরমিযীতে যা আছে, তা হল, (لو أتيتنى) এভাবে মাসাবীহ, তারগীব, হিস্‌ন, জামিউস্ সগীর, কান্‌য এবং মাদারিযুস্ সালিকীন গ্রন্থে আছে। এ ধরনের বর্ণনা হতে যা প্রকাশ পাচ্ছে তা হল, নিশ্চয়ই মিশকাতে যা উল্লেখ হয়েছে তা কপি তৈরিকারীর পক্ষ থেকে ভুল।

(بِقُرَابِ الْأَرْضِ) অর্থাৎ- যা জমিন পরিপূর্ণ হওয়ার কাছাকাছি।

একমতে বলা হয়েছে, তা জমিনকে পূর্ণ করে দিবে আর এটি সর্বাধিক সামঞ্জস্যশীল। অর্থাৎ- এখানে তাই উদ্দেশ্য। কেননা আলোচনাটি আধিক্যতার বাচনভঙ্গিতে। আর আহমাদে আবূ যার-এর হাদীসের শেষে যা উল্লেখিত হয়েছে তা একে সমর্থন করেছে, তা হল قراب الأرض বলতে জমিন পরিপূর্ণ।

(لَا تُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا) অর্থাৎ- আমার একত্ববাদে বিশ্বাসী এবং আমার রসূল-মুহাম্মাদ এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি সমর্থন করাবস্থায়। আর তা হল ঈমান। 'আল্লামাহ্ ক্বারী বলেন, (لا تشرك بي شيئا) বাক্যটি আল্লাহর সামনে সাক্ষাতের সময় শির্‌ক না থাকার ব্যাপারে অতীত অবস্থার বর্ণনা বুঝানো হয়েছে।

(لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً) হাদীস থেকে উদ্দেশ্য হল, ক্ষমা প্রার্থনা এবং তাওবার ব্যাপারে উৎসাহ দান। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাহ্‌কারীর তাওবাহ্ গ্রহণ করেন এবং তাকে ক্ষমা করেন যদিও তার গুনাহ্ অধিক হয়।

ইবনু রজাব "শারহুল আরবা'ঈন"-এ বলেন, আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর এ হাদীসটি ঐ কথাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে যে, এ তিনটি উপকরণের মাধ্যমে ক্ষমা অর্জন হয়। তিনটির একটি হল আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে দু'আ করা। দ্বিতীয় ক্ষমা প্রার্থনা করা যদিও গুনাহ বড় এবং তার আধিক্যতা আকাশের মেঘমালা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তৃতীয় তাওহীদ আর এটাই হল সর্বাধিক বড় উপকরণ। সুতরাং যে এটিকে হারিয়ে ফেলবে সে ক্ষমা হারিয়ে ফেলবে, পক্ষান্তরে যে এটিকে সম্পন্ন করবে সে ক্ষমা প্রার্থনার সর্বাধিক বড় উপকরণকে সম্পন্ন করবে। আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ শির্‌কের গুনাহ ক্ষমা করেন না এছাড়া আরো যত গুনাহ আছে তা যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন"– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১১৬)। সুতরাং যে ব্যক্তি তাওহীদের সাথে জমিন ভরপুর গুনাহ নিয়ে আসবে আল্লাহ তার সাথে জমিন ভরপুর ক্ষমা নিয়ে সাক্ষাত করবেন। তবে এটি আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত। যদি তিনি চান তাকে ক্ষমা করবেন আর যদি চান তাকে তার গুনাহের দরুন পাকড়াও করবেন তার শাস্তি জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না বরং জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে, অতঃপর সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কেউ কেউ বলেন, একত্ববাদী বান্দাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে না। যেমন কাফিরকে নিক্ষেপ করা হবে এবং একত্ববাদী বান্দা জাহান্নামে প্রবেশ করলেও তাতে স্থায়ী হবে না। যেমন কাফিররা স্থায়ী হবে। সুতরাং বান্দা যদি তাওহীদ এবং তার মাঝে আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠা পূর্ণতা লাভ করে এবং ঈমানের সকল শর্তগুলো অন্তর, জবান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে অথবা মরণের মুহূর্তে অন্তর এবং জবান দিয়ে সম্পন্ন করে তাহলে তার এ ধরনের 'আমাল অতীতের সকল গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়াকে আবশ্যক করে দিবে। অথবা

পূর্ণাঙ্গভাবে তাকে জাহান্নামে প্রবেশ থেকে বাধা দিবে। সুতরাং যার অন্তর তাওহীদের বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তার অন্তর থেকে আল্লাহ ছাড়া যত ভালবাসা আছে, সম্মান প্রদর্শন, ভয় করা, আশা-আকাঙ্ক্ষা করা, আশা করা ও ভরসা করা সকল কিছুকে বের করে দেয়া হবে এবং তখন তার সকল গুনাহসমূহ জ্বলে যাবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয় এবং কখনো এ তাওহীদী বাণী সে গুনাহসমূহকে পুণ্যে পরিণত করে দিবে, কেননা এ তাওহীদ হল সর্বাধিক বড় সঞ্জীবনী। সুতরাং এ তাওহীদের অনুপরিমাণ যদি গুনাহের পাহাড়ের উপর রাখা হয় অবশ্যই এ তাওহীদ সে গুনাহসমূহকে পুণ্যে পরিণত করবে।

٢٣٣٧ -[١٥] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

২৩৩৭-[১৫] আহমাদ ও দারিমী আবূ যার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব।[৩৮১]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ তাঁর কিতাবের ৫ম খণ্ডে ১৬৭, ১৭২ পৃষ্ঠাতে বর্ণনা করেছেন, দারিমী রিক্বাক্ব-এ (৩৭৫) পৃষ্ঠাতে বর্ণনা করেন, উভয়ে শাহ্‌র বিন হাওশাব-এর কাছ থেকে আর শাহ্‌র মা'দীকারাব এর কাছ থেকে, মা'দীকারাব আবূ যার থেকে, আবূ যার নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পালনকর্তা থেকে বর্ণনা করেন। আর আহমাদ, দারিমী উভয়ে এ ক্ষেত্রে আনাস-এর হাদীসের অর্থ বর্ণনা করেছেন।

٢٣٣٨ -[١٦] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: مَنْ عَلِمَ أَنِّيْ ذُوْ قُدْرَةٍ عَلٰى مَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ غَفَرْتُ لَهٗ وَلَا أُبَالِيْ مَا لَمْ يُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا». رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ

২৩৩৮-[১৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে জানে আমি গুনাহ মাফ করে দেয়ার মালিক। আমি তাকে মাফ করে দেবো এবং আমি কারো পরোয়া করি না যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমার সাথে কাউকে শারীক না করবে। (শারহুস্ সুন্নাহ)[৩৮২]

ব্যাখ্যা : (عَلٰى مَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ غَفَرْتُ لَهٗ) ত্বীবী বলেন, এ হাদীসটি ঐ ব্যাপারে প্রমাণ বহন করছে যে, এ ব্যাপারে বান্দার স্বীকৃতি গুনাহ মাফের কারণ। আর তা আল্লাহর (أنا عند ظن عبدى بى) অর্থাৎ- "আমি আমার প্রতি আমার বান্দার ধারণার কাছে থাকি।" এ বাণীর দৃষ্টান্ত বা নযীর।

এ কথার বাহ্যিক দিক হল নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন যদিও সে ক্ষমা প্রার্থনা না করে থাকে। একমতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি জানবে আমি গুনাহসমূহ ক্ষমা করার ব্যাপারে শক্তিশালী, অর্থাৎ- সে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি তাকে ক্ষমা করে দিব।

'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, ইমাম শাওকানী (রহঃ) প্রথম মতের দিকে ঝুঁকেছেন যেমনটি এর উপর প্রমাণ বহন করে 'তুহ্‌ফাতুয্ যাকিরীন'-এ যা আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে। বিগত হাদীস ব্যাখ্যার সময় শাওকানীর উক্তি। যেমন তিনি বলেন, বরং এমন হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা ঐ কথার উপর প্রমাণ বহন করে যে, বান্দা যখন গুনাহ করবে অতঃপর জানবে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ যদি তাকে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা করেন

---

[৩৮১] হাসান : আহমাদ ২১৪৭২, দারিমী ২৮৩০, শারহুস্ সুন্নাহ ১২৯২। তবে আহমাদ-এর সানাদটি দুর্বল। কারণ এর সানাদে শাহ্‌র ইবনু হাওসাব একজন দুর্বল।

[৩৮২] হাসান : মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১১৬১৫, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ৭৬৭৬, শারহুস্ সুন্নাহ ৪১৯১, সহীহ আল জামি' ৪৩৩০। তবে হাকিম-এর সানাদটি দুর্বল যেমনটি ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেছেন।

তাহলে তাকে শাস্তি দিবেন পক্ষান্তরে যদি চান তাকে ক্ষমা করতে তাহলে তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর শুধু তার এটুকু বিশ্বাস আল্লাহর তরফ থেকে অনুগ্রহ, দয়া স্বরূপ ক্ষমা প্রদর্শনকে আবশ্যক করে দিবে যেমন তৃবারানীর আওসাত গ্রন্থে আনাস -এর হাদীসে আছে। নিশ্চয়ই তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি গুনাহ করল অতঃপর জানল আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন আবার ইচ্ছা করলে ক্ষমাও করতে পারেন তাহলে আল্লাহর ওপর হাক্ব হয়ে যায় তাকে ক্ষমা করা। এর সানাদে জাবির বিন মারফূক্ব আল জাদী আছে সে দুর্বল।

(وَلَا أُبَالِيْ) 'আলক্বামাহ্ বলেন, অর্থাৎ- তোমার পাপের কারণে। কেননা আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা'আলা তিনি যা করেন সে ক্ষেত্রে তার কোন বাধাদানকারী নেই, তার ফায়সালার কোন সমালোচনাকারী নেই, তার দানের কোন বাধাদানকারী নেই।

(مَا لَمْ يُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا) কেননা শির্‌কের গুনাহ তাওবাহ্ এবং ঈমান গ্রহণ ছাড়া ক্ষমা করা হবে না।

٢٣٣٩-[١٧] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهٗ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهٗ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

২৩৩৯-[১৭] উক্ত রাবী ('আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন : যে ব্যক্তি সবসময় ক্ষমা চায়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য প্রত্যেক সংকীর্ণতা হতে বের হয়ে আসার পথ খুলে দেন এবং প্রত্যেক দুশ্চিন্তা হতে মুক্ত করেন। আর তাকে এমন রিয্‌ক্ব দান করেন, যা সে কক্ষনো ভাবতেও পারেনি। (আহ্‌মাদ, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ)[৩৮৩]

ব্যাখ্যা : (مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ) অর্থাৎ- যে অবাধ্যতা প্রকাশের মুহূর্তে ক্ষমা প্রার্থনা অবলম্বন করবে অথবা সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করবে তাহলে সে ঐ ব্যক্তির মাঝে গণ্য হবে যে ক্ষমা প্রার্থনার মুখাপেক্ষী। এজন্য নাবী বলেছেন, ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ যে তার 'আমাল নামাতে বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা পাবে। অচিরেই এটি তৃতীয় অনুচ্ছেদে আসবে।

উল্লেখিত শব্দ আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ ও ইবনু হিব্বান-এর। ইমাম আহমাদ, নাসায়ী, ইবনুস্ সুন্নী এবং হাকিম একে (من أكثر من الاستغفار) অর্থাৎ- যে বেশি করে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।) এ শব্দে বর্ণনা করেছেন। আর এটি দ্বিতীয় অর্থটিকে সমর্থন করছে।

(مَخْرَجًا) অর্থাৎ- এমন এক পথ যা ব্যক্তিকে অধিক হারে ক্ষমা প্রার্থনা করার দরুন সুপ্রশস্ততা ও উপকার লাভের দিকে বের করে আনবে।

(وَرَزَقَهٗ) অর্থাৎ- পবিত্র হালাল বস্তু তাকে দান করবেন।

(مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) অর্থাৎ- এমন এক দিক থেকে যার ধারণা ও আশা সে করত না এবং তার অন্তরে তা জাগত না। জাযারী বলেন, অর্থাৎ- এমনভাবে তাকে রিয্‌ক্ব দেয়া হবে যা সে জানতো না এবং তার হিসাবে তা ছিল না।

---

[৩৮৩] য'ঈফ : আবূ দাউদ ১৫১৮, ইবনু মাজাহ ৩৮১৯, রিয়াযুস্ সলিহীন ১৮৮২, য'ঈফ আত্ তারগীব ১১৪৫, য'ঈফ আল জামি' ৫৮২৯, আহমাদ ২২৩৪, মু'জামুল কাবীর লিত্ব তৃবারানী ১০৬৬৫, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ৭৬৭৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৪২১, য'ঈফাহ্ ৭০৫। কারণ এর সানাদে হাকাম একজন মাজহূল রাবী।

হাদীসটিতে আল্লাহর এ বাণীর দিকে ইঙ্গিত আছে, অর্থাৎ- "আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তার নিষ্কৃতির পথ বের করবেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিয্ক্ব দান করবেন যার পরিকল্পনাও সে করত না আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করবে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট"- (সূরাহ্ আত্ব ত্বলাক ৬৫ : ২-৩)। মুত্তাক্বী এবং অন্যান্যগণ যখন ত্রুটিমুক্ত নন যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, প্রত্যেক আদাম সন্তান ভুলকারী আর ভুলকারী বা পাপীদের মাঝে সর্বোত্তম হল তাওবাহ্কারীগণ তখন এতে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশ্লেষণ তার দিকে ক্ষমা প্রার্থনা অবলম্বনের বিষয়টিকে ইঙ্গিত করেছেন। আরো ঐ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, অবাধ্য ব্যক্তি যখন ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন মুত্তাক্বীতে পরিণত হয়। আর এটি মুত্তাক্বী ব্যক্তির আবশ্যকীয় প্রতিদান।

ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং ক্ষমা প্রার্থনার হাক্ব আদায় করবে সে মুত্তাক্বীতে পরিণত হবে। আর এটি মূলত আল্লাহ এ বাণীর দিকে লক্ষ্য করে, অর্থাৎ- "অতঃপর আমি বললাম তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তাহলে তিনি তোমাদের ওপর অজস্র ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন, তোমাদেরকে দান করবেন উদ্যানসমূহ আরো দান করবেন ঝরণাসমূহ"- (সূরাহ্ নূহ ৭১ : ১০-১২)। আর এতে ঐ ব্যাপারে প্রমাণ রয়েছে যে, ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে সবকিছু অর্জন হয়।

٢٣٤٠-[١٨] وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

২৩৪০-[১৮] আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দিনে সত্তরবার করে একই গুনাহ করার পরও আল্লাহর কাছে গুনাহের জন্য ক্ষমা চাইবে, (ক্ষমা চাওয়ার কারণে) সে যেন প্রকৃতপক্ষে গুনাহ বার বার করেনি। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[৩৮৪]

ব্যাখ্যা : (مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ) অর্থাৎ- যে ব্যক্তি অবাধ্যতার কাজ করবে, অতঃপর ঐ ব্যাপারে লজ্জিত হবে এবং তা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করবে সে অবাধ্যতার উপর স্থায়ী হওয়ার হুকুম থেকে বেরিয়ে আসবে, কেননা অবাধ্যতার উপর স্থায়ী ঐ ব্যক্তি যে ক্ষমা প্রার্থনা করেনি এবং পাপের ব্যাপারে লজ্জিত হয়নি।

নিহায়াহ্ গ্রন্থকার বলেন, اصر على الشر অর্থাৎ- সে মন্দকে আঁকড়িয়ে ধরেছে এবং তার ওপর স্থায়ী হয়েছে বলে গণ্য হবে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে اصرار শব্দটি অকল্যাণ এবং পাপের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ- যে ব্যক্তি তার গুনাহের পর ক্ষমা প্রার্থনা করে তার হুকুম হল, সে পাপের উপর স্থায়ী না যদিও সে পাপ তার থেকে বারংবার হয়ে থাকে।

(سَبْعِينَ مَرَّةً) নিশ্চয়ই এর মাধ্যমে আধিক্যতা, বারংবারতা এবং অতিরিক্ততা উদ্দেশ্য, সীমাবদ্ধতা তথ্য সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়। استغفار দ্বারা استغفر الله উচ্চারণ করা উদ্দেশ্য নয়, বরং অবাধ্য কাজে লিপ্ত না হওয়া এবং পাপ কাজ না দোহরানোর ব্যাপারে দৃঢ়তা ব্যক্ত করা।

---

[৩৮৪] **য'ঈফ** : আবূ দাউদ ১৫১৪, তিরমিযী ৩৫৫৯, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ১৬৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০৭৬৫, য'ঈফাহ্ ৪৪৭৪, য'ঈফ আল জামি' ৫০০৪। কারণ এর সানাদে মাওলা একজন অপরিচিত রাবী।

মানাবী এ হাদীসের ব্যাখ্যাতে বলেন, যে ব্যক্তি খাঁটি তাওবাহ্ করবে তার হুকুম গুনাহের উপর স্থায়ী না হওয়া যদিও সে দিনে সত্তরবার ঐ গুনাহের পুনরাবৃত্তি করে, কেননা আল্লাহর দয়ার শেষ নেই। সুতরাং আল্লাহর ক্ষমার কাছে সমস্ত বিশ্বের গুনাহসমূহ ধ্বংসশীল।

٢٣٤١ -[١٩] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ بَنِيْ اٰدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ

২৩৪১-[১৯] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : প্রত্যেক আদাম সন্তানই পাপী। আর উত্তম পাপী হলো সে ব্যক্তি যে (গুনাহ করে) তাওবাহ্ করে। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারিমী)[৩৮৫]

ব্যাখ্যা : ইমাম সিন্দী (রহঃ) বলেন, الخطأ দ্বারা ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতা উদ্দেশ্য এবং الخطأ যেহেতু الصواب তথা সঠিকতার বিপরীত সে হিসেবে সাধারণভাবে الخطأ দ্বারা অনিচ্ছাকৃত গুনাহ।

ক্বারী বলেন, كل শব্দের দিকে দৃষ্টি দিয়ে خطاء শব্দটি একবচন নেয়া হয়েছে। এক বর্ণনাতে خطاؤن বহুবচন আছে সেখানে كل শব্দের অর্থের দিকে লক্ষ্য করে خطاؤن শব্দটি বহুবচন নেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নাবীদের বিষয়টি স্বতন্ত্র বা আলাদা অথবা তারা সগীরাহ্ গুনাহের অধিকারী তবে প্রথমটি উত্তম। অথবা নাবীদের বিষয়গুলোকে পদস্খলন বলা যেতে পারে, অর্থাৎ- যাতে তাদের কোন ইচ্ছা ছিল না। একমতে বলা হয়েছে, كل بنى ادم خطاء এর অর্থ হল তাদের অধিকাংশ অধিক ভুলকারী।

(وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ) অর্থাৎ- যারা তাওবার মাধ্যমে আল্লাহর দিকে অধিক প্রত্যাবর্তনশীল তথা অবাধ্যতা থেকে আনুগত্যের দিকে প্রত্যাবর্তনশীল। এর সমর্থনে আল্লাহর বাণী, অর্থাৎ- "নিশ্চয়ই আল্লাহ অধিক তাওবাহ্কারীদের ভালবাসেন"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২২২)। অর্থাৎ- যারা সগীরাহ্ গুনাহে স্থায়ী হয় না, কেননা সগীরাহ্ গুনাহে স্থায়িত্ব সগীরাহ্ গুনাহকে কাবীরাহ্ গুনাহে পরিণত করে।

٢٣٤٢ -[٢٠] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِيْ قَلْبِهٖ فَإِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهٗ وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتّٰى تَعْلُوَ قَلْبَهٗ فَذٰلِكُمُ الرَّانُ الَّذِيْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالٰى ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ﴾

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

২৩৪২-[২০] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : মু'মিন বান্দা যখন গুনাহ করে তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। এরপর সে ব্যক্তি তাওবাহ্ করল ও ক্ষমা চাইল, তার অন্তর পরিষ্কার হয়ে গেল (কালিমুক্ত হলো), আর যদি গুনাহ বেশি হয় তাহলে কালো দাগও বেশি হয়। অবশেষে তা তার অন্তরকে ঢেকে ফেলে। এটা সেই মরিচা যার ব্যাপারে কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "এটা কক্ষনো নয়, বরং তাদের অন্তরের উপর (গুনাহের) মরিচা লেগে গেছে, যা তারা প্রতিনিয়ত

[৩৮৫] হাসান : তিরমিযী ২৪৯৯, ইবনু মাজাহ ৪২৫১, দারিমী ২৭৬৯, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ৭৬১৭, সহীহ আল জামি' ৪৫১৫, শু'আবুল ঈমান ৬৭২৫। তবে হাকিম এবং শু'আবুল ঈমান-এর সানাদটি দুর্বল।

উপার্জন করেছে"– (সূরাহ্ আল মুতাফ্ফিফীন ৮৩ : ১৪)। (আহ্মাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ; ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ)[৩৮৬]

ব্যাখ্যা : (فِىْ قَلْبِهٖ) অর্থাৎ- তার অন্তরের মাঝে ঐ দাগের ন্যায় সমান প্রভাব পড়ে যা আয়না, তরবারি এবং অনুরূপ বস্তুর মতো উজ্জ্বলতার মাঝে পতিত ময়লার সাথে সাদৃশ্য রাখে।

ক্বারী বলেন, অর্থাৎ- কালির ফোটার মতো যা কাগজে পতিত হয় এবং অবাধ্যতা ও তার পরিমাণ অনুপাতে তা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। আর বিষয়টিকে উপমা এবং সাদৃশ্য উপস্থাপন অধ্যায়ের আওতাভুক্ত করা অপেক্ষা বাস্তবতার উপর চাপিয়ে দেয়া উত্তম। যেমন বলা হয়েছে, চূড়ান্ত স্বচ্ছতা ও শুভ্রতার ক্ষেত্রে কাপড়ের সাথে অন্তরকে সাদৃশ্য দেয়া হয়েছে এবং অবাধ্যতাকে ঐ চূড়ান্ত কালো বস্তুর সাথে সাদৃশ্য দেয়া হয়েছে যা ঐ সাদা কাপড়ে গেলে আটকে গেছে।

উল্লেখিত শব্দ আহমাদ, ইবনু মাজাহ এবং হাকিম-এর এবং তিরমিযীর শব্দ (إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت فى قلبه نكتة سوداء)

(فَإِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ) অতঃপর যদি সে গুনাহ থেকে তাওবাহ্ করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়। এবং মুসনাদ, ইবনু মাজাহ ও মুসতাদরাক দ্বিতীয় খণ্ড ৫১৭ পৃষ্ঠাতে تاب শব্দের পর نزع শব্দ পতিত হয়েছে। একমতে বলা হয়েছে, استغفر অর্থাৎ- সে এখান থেকে উঠে এসেছে এবং তা ছেড়ে দিয়েছে। তিরমিযীর শব্দ فإذا هو نزع واستغفر و تاب বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝা যাচ্ছে মিশকাত গ্রন্থে نزع শব্দের বিলুপ্তি সাধন হয়েছে মাসাবীহ গ্রন্থের অনুসরণার্থে আর আল্লাহই সর্বাধিক ভাল জানেন।

(صُقِلَ قَلْبُهٗ) অর্থাৎ- আল্লাহ তার অন্তর থেকে ঐ দাগ মুছে দেবেন। অর্থাৎ- আল্লাহ তার অন্তরের আয়নাকে পরিচ্ছন্ন করে দেবেন কেননা তাওবাহ্ পরিচ্ছন্ন করার স্থানে অবস্থান করছে যা বাহ্যিকভাবে বা রূপকভাবে অন্তরের ময়লাকে দূর করে দেয়। (وإن زاد زادت) অর্থাৎ- একই রূপ গুনাহের মাধ্যমে বা ভিন্ন ভিন্ন গুনাহের মাধ্যমে যদি গুনাহ বৃদ্ধি পায় তাহলে ঐ কালো দাগ বৃদ্ধি পায় অথবা প্রত্যেক গুনাহের জন্য দাগ প্রকাশ পায়।

(حَتّٰى تَعْلُوَ قَلْبَهٗ) অর্থাৎ- পরিশেষে ঐ কালো দাগ তার অন্তরের উপর আবরণ স্বরূপ বিজয়লাভ করে এবং তার সমস্ত অন্তরকে ঢেকে নেয় এবং সমস্ত অন্তরকে অন্ধকারে পরিণত করে, ফলে সে অন্তর কল্যাণ অর্জন করতে পারে না এবং সৎ পথ দেখতে পায় না এবং সে অন্তরে কল্যাণ স্থির হয় না। তিরমিযীর বর্ণনাতে আছে, (وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه) অর্থাৎ- যে পাপ সে কামাই করেছে সে পাপে যদি প্রত্যাবর্তন করে অথবা অন্য কোন পাপে প্রত্যাবর্তন করে। আর পাপ কালোর দাগের মাঝে অন্য দাগ বৃদ্ধি করে আর এভাবে ঐ দাগগুলো ব্যক্তির অন্তরের আলোকে নিভিয়ে দেয় এবং তার অন্তর্দৃষ্টিকে ঢেকে নেয়। (فذلكم) একমতে বলা হয়েছে, এটি সহাবীগণকে সম্বোধন, অর্থাৎ- এটি হল প্রাধান্য পাওয়া মন্দ প্রভাব।

(الرَّانُ الَّذِىْ ذَكَرَ اللّٰهُ) আবূ 'উবায়দ বলেন, প্রত্যেক ঐ বস্তু যা তোমার ওপর প্রাধান্য পায় তা তোমার ওপর ময়লা বা মরিচা স্বরূপ।

﴿مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ﴾ অর্থাৎ- তারা যে সমস্ত গুনাহ কামিয়েছে।

[৩৮৬] **হাসান :** তিরমিযী ৩৩৩৪, ইবনু মাজাহ ৪২৪৪, আহমাদ ৭৯৫২, মুসতাদ্রাক লিল হাকিম ৩৯০৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০৭৬৩, শু'আবুল ঈমান ৬৮০৮, সহীহ আত্ তারগীব ৩১৪১।

ইমাম ত্বীবী বলেন, আয়াতটি কাফিরদের ব্যাপারে অবতীর্ণ, তবে মু'মিন ব্যক্তি গুনাহে জড়িত হওয়ার মাধ্যমে অন্তর কালো হওয়ার ক্ষেত্রে কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য রাখে এবং গুনাহ বৃদ্ধির কারণে সে দাগও বৃদ্ধি পায়।

ইমাম মালিক বলেন, এ আয়াতটি কাফিরদের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। তবে নাবী ﷺ মু'মিনদেরকে ভয় দেখানোর জন্য এ আয়াতটি উল্লেখ করেছেন যাতে অধিক গুনাহ করা থেকে তারা সতর্ক হয়, যাতে কাফিরদের কালো অন্তরের ন্যায় তাদের অন্তর কালো না হয়। এজন্য একমতে বলা হয়েছে, المعاصى দ্বারা কুফ্র উদ্দেশ্য, এভাবে মিরকাতে আছে।

٢٣٤٣ ـ [٢١] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

২৩৪৩-[২১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বান্দার প্রাণ (রূহ) ওষ্ঠাগত না হওয়া পর্যন্ত অবশ্যই আল্লাহ তার তাওবাহ্ কবূল করেন। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)[৩৮৭]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ) ক্বারী বলেন, বাহ্যিক দৃষ্টিতে হাদীসাংশে তাওবাহ্ কবূলের ব্যাপারটি মুত্বলাক্ব বা সাধারণভাবে, আর কতিপয় হানাফী একে কাফিরের সাথে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন।

আমাদের শায়খ বলেন, বাহ্যিকদৃষ্টিতে প্রথমটি নির্ভরযোগ্য।

(مَا لَمْ يُغَرْغِرْ) অর্থাৎ- যতক্ষণ পর্যন্ত তার আত্মা কণ্ঠনালীতে না পৌঁছবে, অতঃপর তা ঐ বস্তুর স্থানে পরিণত না হবে যার কারণে রুগী গড়গড় বা প্রতিধ্বনি করে থাকে। غرغرة বলা হয় পানীয় বস্তুকে মুখের মাঝে রাখা এবং কণ্ঠনালীর গোড়া পর্যন্ত পৌঁছানো এবং কণ্ঠনালীর ভিতরে না যাওয়া এবং ঐ বস্তু যার কারণে প্রতিধ্বনি কারী প্রতিধ্বনি করে থাকে তাকে 'আরবদের ভাষায় লাদূদ, লা'উক্ব এবং সা'উত্ব বলা হয়। উদ্দেশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত পরকালের অবস্থাসমূহ প্রত্যক্ষ না করবে।

'আল্লামাহ্ ক্বারী বলেন, অর্থাৎ- যতক্ষণ পর্যন্ত সে মৃত্যু সম্পর্কে সুনিশ্চিত না হবে। কেননা মৃত্যু সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়ার পর ব্যক্তির তাওবাহ্কে তাওবাহ্ গণ্য করা হবে না।

এর সমর্থনে আল্লাহর বাণী, "আর যারা পাপ কর্ম করে এমনকি তাদের কাছে যখন মৃত্যু আগমন করে তখন বলে আমি এখন তাওবাহ্ করব তাদের কোন তাওবাহ্ নেই এবং কাফির অবস্থায় যারা মৃত্যুবরণ করে তাদের কোন তাওবাহ্ নেই।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১৮)

তুরবিশতী বলেন, (مَا لَمْ يُغَرْغِرْ) এর অর্থ হল, যতক্ষণ পর্যন্ত তার কাছে মৃত্যু আগমন না করবে। কেননা ব্যক্তির কাছে যখন মৃত্যু আগমন করে তখন সে প্রতিধ্বনি করে থাকে। অতঃপর যখন সে মৃত্যু, জীবন অবসান সম্পর্কে জানতে পারে, সুনিশ্চিত হতে পারে তখন তার তাওবাহ্ গ্রহণীয় নয়। তিনি বলেন, যদিও আমরা মৃত্যু উপস্থিত হওয়া ব্যক্তির দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তন অসম্ভব সম্পর্কে নিশ্চিত এবং তার তাওবাহ্ কবূলের বিষয়টি অস্বীকার করি রহমাতের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে এবং ব্যক্তি ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে তথাপিও আমরা আল্লাহর তরফ থেকে ঐ ব্যক্তির জন্য ক্ষমার আশা করব। কেননা আল্লাহ

[৩৮৭] হাসান : তিরমিযী ৩৫৩৭, ইবনু মাজাহ ৪২৫৩, আহমাদ ৬১৬০, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ৭৬৫৯, শু'আবুল ঈমান ৬৬৬১, ইবনু হিব্বান ৬২৮, সহীহ আত্ তারগীব ৩১৪৩, সহীহ আল জামি' ১৯০৩।

তা'আলা বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সাথে শির্‌ক করার গুনাহ ক্ষমা করবেন না তবে শির্‌ক ছাড়া আরো যত গুনাহ আছে তা যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন"– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৪৮)। বুঝা গেল, স্বচক্ষে মৃত্যু দেখার সময় তাওবাহ্ উপকারে আসবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আল্লাহর কাছে কেবল ঐ সমস্ত লোকেদের তাওবাহ্ গ্রহণ করা হবে যারা অজ্ঞতাবশত মন্দকর্ম করে, অতঃপর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল সুকৌশলী। আর ঐ সমস্ত লোকেদের তাওবাহ্ গ্রহণ করা হবে না যারা মন্দকর্ম করে এমনকি তাদের কাছে যখন মৃত্যু আগমন করে তখন বলে যে, আমি এখন তাওবাহ্ করব।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১৭-১৮)

জমহূর মুফাস্‌সিরীনদের নিকটে অনতিবিলম্বে তাওবাহ্ বলতে, স্বচক্ষে মৃত্যু দেখার পূর্বে তাওবাহ্ করা, অর্থাৎ- মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার পূর্বে তাওবাহ্ করা। 'ইকরিমাহ্ বলেন, মরণের পূর্বে। যাহ্হাক বলেন, মালাকুল মাওতকে স্বচক্ষে দেখার পূর্বে। এ হল অনতিবিলম্বে তাওবাহ্কারীর অবস্থা। পক্ষান্তরে মৃত্যু সংঘটিত হওয়াকালে যে ব্যক্তি বলবে, আমি এখন তাওবাহ্ করব তার তাওবাহ্ গ্রহণ করা হবে না। কেননা ওটা আবশ্যকীয় তাওবাহ্ স্বেচ্ছাধীন না। কেননা সেই তাওবাহ্ পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার পর, ক্বিয়ামতের দিন এবং আল্লাহর শাস্তি স্বচক্ষে দেখার পর তাওবাহ্ করার মতো। একমতে বলা হয়েছে, অনতিবিলম্বে তাওবাহ্ করার অর্থ হল, গুনাহের উপর স্থির না হয়ে গুনাহের পরপরই তাওবাহ্ করা।

٢٣٤٤ - [٢٢] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ: وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ فَقَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي». رَوَاهُ أَحْمَدُ

২৩৪৪-[২২] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : শায়ত্বন (আল্লাহ তা'আলার কাছে) বলল, হে মহান প্রতিপালক, তোমার ইয্যতের কসম! আমি তোমার বান্দাদেরকে প্রতিনিয়ত গুমরাহ করতে থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দেহে রূহ থাকবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমার ইয্যত, আমার মর্যাদা ও আমার সুউচ্চ অবস্থানের কসম! আমার বান্দা আমার কাছে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা চাইতে থাকবে, আমি সর্বদা তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকব। (আহ্মাদ)[৩৮৮]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ: وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ) অর্থাৎ- আপনার শক্তি, ক্ষমতার শপথ। আমি আপনার এমন ক্ষমতার শপথ করছি যার আশা করা যায় না।

আহমাদ-এর অপর বর্ণনাতে আছে, নিশ্চয়ই ইবলীস তার পালনকর্তাকে বলল, তোমার ইয্যত এবং তোমার জালাল তথা মর্যাদার শপথ।

'আল্লামাহ্ ক্বারী বলেন, এতে ইঙ্গিত আছে ঐ দিকে যে, ইবলীস পথভ্রষ্টতার প্রধান এবং সম্মান প্রকাশকারী, যেমনিভাবে আমাদের নাবী (ﷺ) মনোযোগ ও সৌন্দর্য প্রকাশকারী পথপ্রদর্শন ও পূর্ণতার নেতা। (عبادك) আহমাদের এক বর্ণনাতে আছে, (بنى ادم) অর্থাৎ- আদাম সন্তান, সর্বদাই আমি আদাম সন্তানদের পথভ্রষ্ট করতে থাকব তবে তাদের থেকে যারা নিষ্ঠাবান তারা ছাড়া। বর্ণনাটি ব্যাপকতারও সম্ভাবনা রাখে।

---

[৩৮৮] হাসান লিগয়রিহী : আহমাদ ১১২৩৭, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ৭৬৭২, সহীহাহ্ ১০৪, সহীহ আত্ তারগীব ১৬১৭, সহীহ আল জামি' ১৬৫০।

(فَقَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ) ক্বারী বলেন, সম্ভবত পারস্পরিক সাদৃশ্যতার জন্য উভয় শব্দকে উল্লেখ করেছেন অন্যথায় বৈপরীত্যের দাবী হল, رحمتى এবং جمالى বলা। (وارتفاع مكانى) আবূ সা'ঈদ-এর মুসনাদে ইমাম আহমাদে এ শব্দ পাইনি। জাযারী একে 'হিস্‌ন' গ্রন্থে মুনযিরী একে 'তারগীব' গ্রন্থে 'আলী আল মুত্তাক্বী 'কান্‌য' গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। তবে এটি ইমাম বাগাবীর 'শারহুস্ সুন্নাহ' গ্রন্থে আছে। আর এ অতিরিক্ত অংশটুকু মুনকার হাদীস।

(أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُوْنِيْ) অর্থাৎ- স্বেচ্ছাধীন সময়ে ক্ষমা অনুসন্ধানের মুহূর্তে। হাদীসটিতে ঐ ব্যাপারে প্রমাণ রয়েছে যে, শায়ত্বনের পথভ্রষ্টতা, পাপকর্মকে চাকচিক্য করার কারণে যে সকল গুনাহ সংঘটিত হয় ক্ষমা প্রার্থনা তা প্রতিহত করতে পারে। আর ক্ষমা প্রার্থনা যতক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে ক্ষমা প্রদর্শনও ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন, কেউ যদি বলে এ হাদীস এবং আল্লাহর বাণী (অর্থাৎ- "অবশ্যই আমি তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করব তবে তাদের থেকে তোমার নিষ্ঠাবান বান্দারা ছাড়া তিনি বলেন, তবে এটাই সত্য, আর আমি সত্যই বলি। অব্যশই আমি তোমাকে দিয়ে এবং তাদের থেকে যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদের সকলকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করব"– সূরাহ্ সোয়াদ ৩৮ : ৮৫) এ উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য কিভাবে? উত্তরে বলা হবে, নিশ্চয়ই আয়াতটি এ কথার উপর প্রমণ বহন করছে যে, নিষ্ঠাবানরাই কেবল মুক্তি পাবে, পক্ষান্তরে হাদীসটি ঐ কথার উপর প্রমাণ বহন করছে যে, যারা নিষ্ঠাবান না তারাও মুক্তি পাবে।

'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন : আমি বলব, আল্লাহ (ممن تبعك) এ বাণীর গণ্ডিবদ্ধতা ঐ সমস্ত ব্যক্তিদেরকে আজমা'ঈন এর আওতাভুক্ত হওয়া থেকে বের করে দিয়েছে যারা পাপ করার পর ক্ষমা প্রার্থনা করে। কেননা আয়াতে تبعك এর অর্থ হল যারা শায়ত্বনের অনুসরণ করার পর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে না বরং অবিরাম শায়ত্বনের অনুসরণ করতে থাকে।

٢٣٤٥ - [٢٣] وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا عَرْضُهٗ مَسِيْرَةُ سَبْعِيْنَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ لَا يُغْلَقُ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهٖ وَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَوْمَ يَأْتِيْ بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ﴾. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.

২৩৪৫-[২৩] সফ্‌ওয়ান ইবনু 'আস্‌সাল ؓ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা তাওবাহ্ কবূলের জন্য পশ্চিম দিকে একটি দরজা খুলে রেখেছেন, যার প্রশস্ততা সত্তর বছরের পথ। সূর্য পশ্চিম দিকে উদয় না হওয়া পর্যন্ত এ দরজা বন্ধ করা হবে না। আর এটাই হলো আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর ব্যাখ্যা : "যেদিন (ক্বিয়ামাতের পূর্বে) তোমার 'রবের' কোন বিশেষ নিদর্শন এসে পৌছবে, সেদিন এ ঈমান তার কোন কাজে আসবে না। কেননা এ নিদর্শন আসার আগে ঈমান আনেনি"– (সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ১৫৮)। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)[৩৮৯]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا) "যার প্রশস্ততা সত্তর বছরের পথ"। অর্থাৎ- অনুভবযোগ্য দরজা। একমতে বলা হয়েছে, আধ্যাত্মিক।

---

[৩৮৯] হাসান : তিরমিযী ৩৫৩৬, সহীহ আত্ তারগীব ৩১৩৭, সহীহ আল জামি' ৪১৯১, আহমাদ ১৮১০০, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৭৩৮৩।

(عَرْضُهُ مَسِيرَةُ سَبْعِينَ عَامًا) অর্থাৎ- সুতরাং তার দৈর্ঘ্যতা কেমন? একমতে বলা হয়েছে, سبعين শব্দটি আধিক্যতার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে, সীমাবদ্ধতার জন্য নয়। লাম্‘আত গ্রন্থকার বলেন, একমতে বলা হয়েছে, سبعين দ্বারা তাওবার দরজা উন্মুক্ত থাকার ক্ষেত্রে আধিক্যতা এবং তাওবার ক্ষেত্রে মানুষ সুপ্রশস্ততার মাঝে থাকা উদ্দেশ্য। আর এটি হল অপব্যাখ্যা। তবে স্পষ্ট ঈমান হল, কোন অপব্যাখ্যা ছাড়াই এর প্রতি ঈমান আনা। প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহর কাছে।

(لِلتَّوْبَةِ) "তাওবার জন্য", অর্থাৎ- দরজাটি তাওবাহ্‌কারীদের জন্য খোলা অথবা দরজা খোলা। তাওবাহ্ বিশুদ্ধ হওয়া ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার চিহ্ন।

(مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهِ) ইবনুল মালিক বলেন, এটি প্রকৃত দরজা হওয়ার সম্ভাবনা আছে আর এটিই প্রকাশমান অর্থ। আর দরজা বন্ধ থাকার উপকারিতা হল, মালায়িকাহ্-কে (ফেরেশতাগণকে) তাওবার দরজা বন্ধ হওয়া সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া। দরজার বিষয়টি উদাহরণস্বরূপও হতে পারে।

ইমাম ত্বীবী বলেন, অর্থাৎ- নিশ্চয়ই তাওবার দরজা মানুষের জন্য খোলা এমতাবস্থায় তারা প্রশস্ততার মাঝে অবস্থান করছে যতক্ষণ পর্যন্ত পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত না হবে। অতঃপর যখন পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হবে তখন তাওবার দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে তখন তাদের থেকে ঈমান, তাওবাহ্ কোন কিছু গ্রহণ করা হবে না। কেননা যখন তারা প্রত্যক্ষভাবে তা দেখবে, তখন ঈমান আনতে বাধ্য হয়ে যাবে এবং তাওবার প্রতি বাধ্য হয়ে যাবে তাই ঐ তাওবাহ, ঈমান কোন কাজে আসবে না যেমনিভাবে মৃত্যু উপস্থিত হওয়া ব্যক্তির তাওবাহ্, ঈমান কোন কাজে আসবে না। আর দরজা বন্ধের বিষয়টি যখন পশ্চিম দিকে তখন দরজা খোলার বিষয়টিও পশ্চিম দিকেই হবে।

(وَذٰلِكَ) অর্থাৎ- পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া তাওবাহ্ গ্রহণের জন্য প্রতিবন্ধক।

﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ﴾ অর্থাৎ- ক্বিয়ামাতের ব্যাপারে প্রমাণ বহনকারী তার কতিপয় নিদর্শন। অথবা ক্বিয়ামাত যখন নিকটবর্তী হবে তখন তোমার পালনকর্তা কতিপয় নিদর্শনাবলী প্রকাশ করবেন। আর তা হল, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া।

﴿لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ﴾ "যে আত্মা ইতোপূর্বে ঈমান আনেনি"। অর্থাৎ- তার কতিপয় নিদর্শন আসার পূর্বে। আর তা হল উল্লেখিত উদয় এবং নিদর্শনের পূর্ণতা। অথবা যদি সে তার ঈমানের ক্ষেত্রে কল্যাণ অর্জন করে না থাকে, অর্থাৎ- তার ঈমান গ্রহণের সুযোগ থাকাবস্থায় তাওবাহ্ করে না থাকে। আর এ নিরূপণের মাধ্যমে হাদীস এবং আয়াতের মাঝে পূর্ণ সামঞ্জস্যতা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং ঈমান ও তাওবাহ্ অর্জনের সময় ঈমান ও তাওবাহ্ উপকারে না আসার এবং সূর্য উদিত হওয়াকে স্বচক্ষে অবলোকন করা মৃত্যু উপস্থিত হওয়াকে স্বচক্ষে অবলোকন করার মতো– এ উক্তিটি ক্বারীর।

ইমাম ত্বীবী বলেন, কোন নাফ্‌সের উপকারে আসবে না তার ঈমান আনয়ন করা যে নাফস্ ইতিপূর্বে ঈমান আনেনি। অথবা ঈমানের ক্ষেত্রে তার কোন কল্যাণ অর্জন করা কাজে আসবে না যদি ইতিপূর্বে ঈমান এনে না থাকে। অথবা ঈমানের ক্ষেত্রে কোন কল্যাণ অর্জন করে না থাকে।

সফ্‌ওয়ান থেকে যির কর্তৃক ইবনু মাজাহ্'র শব্দ। সফ্‌ওয়ান বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই সূর্য অস্তমিত হওয়ার দিকে একটি খোলা দরজা আছে যার প্রশস্ততা সত্তর বছর পথ অতিক্রমের সমান। সেই দরজা সর্বদা তাওবার জন্য খোলা থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত না হবে। আর যখন সূর্য পশ্চিমদিক থেকে উদিত হবে। তখন ঐ নাফসের জন্য ঈমান কোন কাজে আসবে না যদি ইতিপূর্বে ঈমান এনে না থাকে। অথবা তার ঈমানের ক্ষেত্রে কল্যাণ উপার্জন না করে থাকে।

٢٣٤٦ -[٢٤] وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتّٰى يَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ

২৩৪৬-[২৪] মু'আবিয়াহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : হিজরতের ধারাবাহিকতা বন্ধ হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ তাওবার দরজা বন্ধ না হয়। আর তাওবার দরজা বন্ধ হবে না, সূর্য পশ্চিমাকাশে উদয় না হওয়া পর্যন্ত। (আহ্‌মাদ, আবূ দাউদ ও দারিমী)[৩৯০]

ব্যাখ্যা : (لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتّٰى يَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ) হাদীসের এ অংশে হিজরত বন্ধ না হওয়ার ব্যাপারে দলীল। আর বুখারী ও মুসলিম-এ ইবনু 'আব্বাস-এর একটি হাদীস আছে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) মাক্কাহ্ বিজয়ের দিন বলেছেন : মাক্কাহ্ বিজয়ের পর কোন হিজরত নেই। অর্থাৎ- মাক্কাহ্ বিজয়ের পর সে হিজরত শেষ হয়ে গেছে। উভয় হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানে মতানৈক্য রয়েছে। অতঃপর লাম্'আত গ্রন্থকার বলেন, এখানে হিজরত দ্বারা উদ্দেশ্য হল, নাফস্, স্বভাবের দখল থেকে বের হয়ে পাপ-পঙ্কিলতা ও মন্দ চরিত্র ত্যাগ করা।

(حَتّٰى يَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ) উক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য, অর্থাৎ- তাওবাহ্ গ্রহণের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম ও তার শারী'আতের পরিসমাপ্তি ঘটা। আর তা পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠার সময় ঘটবে।

ইবনুল মালিক বলেন, এখানে হিজরত দ্বারা কুফ্র থেকে ঈমানের দিকে হিজরত করা উদ্দেশ্য এবং শিরক রাষ্ট্র থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের দিকে, অবাধ্যতা থেকে তাওবার দিকে হিজরত করা উদ্দেশ্য। ইমাম ত্বীবী বলেন, এখানে রসূলুল্লাহ (ﷺ) মাক্কাহ্ থেকে মাদীনার দিকে হিজরত করা উদ্দেশ্য করেননি। কেননা তা শেষ হয়ে গেছে। পাপ থেকে হিজরত করাও উদ্দেশ্য নয়। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মুহাজির ঐ ব্যক্তি যে গুনাহ এবং পাপ কাজ ত্যাগ করেছে। কেননা এটি প্রকৃত তাওবাহ্। সুতরাং তা বারংবার তাকে আবশ্যক করছে। সুতরাং বিষয়টিকে এমন স্থান থেকে হিজরত করার উপর চাপিয়ে দেয়া আবশ্যক হবে যেখানে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করা, সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎকাজের নিষেধ করা সম্ভব নয়।

খাত্ত্বাবী বলেন, ইসলামের শুরুতে হিজরত ফার্য ছিল, এরপর তা মুস্তাহাবে পরিণত হয়েছে রসূলুল্লাহ (ﷺ) মাক্কাহ্ থেকে মাদীনাতে হিজরতের সময় মুসলিমদের ওপর তা ওয়াজিব হল এবং মুসলিমদেরকে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে হিজরত করতে নির্দেশ দেয়া হল যাতে যখন কোন বিপদ সংঘটিত হবে তখন যেন তারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতে পারে এবং রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথী হতে পারে। আর রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট থেকে তাদের দীনের বিষয় শিক্ষালাভ করতে পারে। আর ঐ যুগে বড় ভয় ছিল মাক্কাবাসীর তরফ থেকে। অতঃপর যখন মাক্কাহ্ নগরী বিজিত হল এবং আনুগত্যে নতি স্বীকার করল তখন ঐ উদ্দেশ্য রহিত হয়ে গেল, হিজরতের আবশ্যকতা উঠে গেল এবং হিজরতের ব্যাপারটি মুস্তাহাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করল। সুতরাং বাতিল হয়ে যাওয়া হিজরত বলতে হিজরতের আবশ্যকতা বাতিল হয়ে গেছে এবং ইবুন 'আব্বাস-এর হাদীসের সানাদ পরম্পরা ও বিশুদ্ধ হওয়ার উপর ভিত্তি করে হিজরত মুস্তাহাব হওয়ার হুকুম বাকী আছে।

(وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ) অর্থাৎ- তাওবার বিশুদ্ধতা ও তার গ্রহণযোগ্যতা অথবা তাওবাহ্ গ্রহণের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর শারী'আত রহিত হয়নি।

---

[৩৯০] সহীহ : আবূ দাউদ ২৪৭৯, আহমাদ ১৬৯০৬, দারিমী ২৫৫৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭৭৭৮, ইরওয়া ১২০৮, সহীহ আল জামি' ৭৪৬৯। তবে আহমাদ-এর সানাদটি দুর্বল।

٢٣٤٧ - [٢٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ رَجُلَيْنِ كَانَا فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيلَ مُتَحَابَّيْنِ أَحَدُهُمَا مُجْتَهِدٌ لِلْعِبَادَةِ وَالْاٰخَرُ يَقُولُ: مُذْنِبٌ فَجَعَلَ يَقُولُ: أَقْصِرْ عَمَّا أَنْتَ فِيهِ فَيَقُولُ خَلِّنِيْ وَرَبِّيْ حَتّٰى وَجَدَهٗ يَوْمًا عَلٰى ذَنْبٍ اسْتَعْظَمَهٗ فَقَالَ: أَقْصِرْ فَقَالَ: خَلِّنِيْ وَرَبِّيْ أَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا؟ فَقَالَ: وَاللّٰهِ لَا يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكَ أَبَدًا وَلَا يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ فَبَعَثَ اللّٰهُ إِلَيْهِمَا مَلَكًا فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَهٗ فَقَالَ لِلْمُذْنِبِ: اُدْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِيْ وَقَالَ لِلْاٰخَرِ: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَحْظُرَ عَلٰى عَبْدِيْ رَحْمَتِيْ؟ فَقَالَ: لَا يَا رَبِّ قَالَ: اذْهَبُوا بِهٖ إِلَى النَّارِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

২৩৪৭-[২৫] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : বানী ইসরাঈলের মধ্যে দু' ব্যক্তি পরস্পর বন্ধু ছিল। তাদের একজন ছিল বড় 'আবিদ আর অন্যজন ছিল গুনাহগার। 'আবিদ তাকে বলত, তুমি যেসব (গুনাহের) কাজে লিপ্ত আছো তা হতে বিরত থাক। গুনাহগার বলত, আমাকে আমার 'রবের' কাছে ছেড়ে দাও। পরিশেষে একদিন 'আবিদ গুনাহগার ব্যক্তিকে এমন একটি বড় গুনাহের কাজে লিপ্ত পেলো, যা তার কাছে খুবই গুরুতর বলে মনে হল এবং বলল, বিরত থাকো। সে বলল, আমাকে আমার 'রবের' কাছে ছেড়ে দাও। তোমাকে কী আমার জন্য পাহারাদার করে পাঠানো হয়েছে? 'আবিদ ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! তোমাকে কক্ষনো আল্লাহ ক্ষমা করবেন না এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে একজন মালাক (ফেরেশ্‌তা) পাঠালেন। সে তাদের উভয়ের রূহ কবয করল। তারা উভয়েই আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হলো। তখন গুনাহগার ব্যক্তিকে আল্লাহ বললেন, আমার রহমাতের মাধ্যমে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো। আর 'আবিদ ব্যক্তিকে বললেন, তুমি কি আমাকে আমার বান্দার প্রতি রহম করতে বাধা দিতে পারো? সে বলল, 'না, হে রব'। তখন আল্লাহ বললেন, একে জাহান্নামে প্রবেশ করাও। (আহমাদ)[৩৯১]

ব্যাখ্যা : (مُتَحَابَّيْنِ) আবূ দাউদ-এর বর্ণনাতে আছে, (متواخيين) অর্থাৎ- একে অপরের বন্ধু হওয়া, একে অপরের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা। একমতে বলা হয়েছে, ইচ্ছা এবং চেষ্টায় একে অন্যের বিপরীত ছিল। সুতরাং একজন কল্যাণের ইচ্ছাকারী ও চেষ্টাকারী, পক্ষান্তরে অন্যজন অকল্যাণের ইচ্ছাকারী ও চেষ্টাকারী।

(وَالْاٰخَرُ يَقُولُ: مُذْنِبٌ) অন্যের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, সে পাপী। ত্বীবী বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উক্তি مُجْتَهِدٌ لِلْعِبَادَةِ এর সামঞ্জস্য হওয়ার্থে কথাটি এভাবে বলাও সম্ভব যে, والاخر منهمك فى الذنب অর্থাৎ- পক্ষান্তরে অন্য ব্যক্তি গুনাহে নিমজ্জিত। মাযহার বলেন, অন্যজন বলেন, انا مذنب। অর্থাৎ- গুনাহের স্বীকারকারী। ক্বারী এবং শায়খ দেহলবী বলেন, আমি বলব, হাদীসের বাচনভঙ্গি অনুপাতে এটিই স্পষ্ট। 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, আমি বলব, (فكان أحدهما يذنب والاخر مجتهد فى العبادة অতঃপর তাদের একজন পাপ করত অন্যজন 'ইবাদাত চেষ্টাকারী।) এ অংশটুকু যা আবূ দাউদে রয়েছে তা প্রথম মতটিকে সমর্থন করছে।

---

[৩৯১] সহীহ : আবূ দাউদ ৪৯০১, আহমাদ ৮২৯২, শু'আবুল ঈমান ৬২৬২, ইবনু হিব্বান ৫৭১২, সহীহ আল জামি' ৪৪৫৫।

(فَجَعَلَ يَقُولُ: أَقْصِرْ) অর্থাৎ- 'ইবাদাতে চেষ্টাকারী পাপীকে বলত তুমি পাপ কাজে হ্রাস কর, বর্জন করা। অর্থাৎ- মাজ্‌'উল ইক্বসার গ্রন্থকার বলেন, الإقصار কোন জিনিসের উপর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা করা থেকে বিরত থাকা। পক্ষান্তরে যে জিনিস করার ব্যাপারে ব্যক্তি অক্ষম সে ক্ষেত্রে ব্যক্তি আলিফ ছাড়া قصرت শব্দ প্রয়োগ করে। আবূ দাউদে আছে, অতঃপর 'ইবাদাতে চেষ্টাকারী ব্যক্তি সর্বদা অপর ব্যক্তিকে পাপে লিপ্ত দেখে বলত তুমি তোমার পাপে হ্রাস কর, অর্থাৎ- বর্জন কর।

(أَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا) অর্থাৎ- আল্লাহ কি তোমাকে আমার ওপর সংরক্ষণকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন? লোকটি যেন যখন গুনাহ করত তখন তার প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত ও ওযর পেশ করত। এ কারণে এই হাদীসটি ক্ষমা প্রার্থনা অধ্যায়ের সাথে সামঞ্জস্যশীল। হাদীসটির বাচনভঙ্গির বাহ্যিক দিক হল, লোকটিকে কেবল তার রবের অনুগ্রহ, দয়ার মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। সুতরাং এ হাদীসটিকে ঐ অধ্যায়ে উল্লেখ করাই সামঞ্জস্য হবে যা এ অধ্যায়ের কাছাকাছি অধ্যায়। কেননা তাতে উল্লেখিত হাদীসসমূহ আল্লাহ তা'আলার রহমাতের প্রশস্ততার উপর প্রমাণ বহন করে। যেমন তা গোপন নয়। (فقال) অর্থাৎ- অতঃপর 'ইবাদাতে চেষ্টাকারী ব্যক্তি তার সাথীর 'আমালসমূহে আশ্চর্যান্বিত হয়ে এবং বড় অপরাধে জড়িত হওয়ার কারণে তার সাথীকে তুচ্ছ ভেবে বলল।

(وَلَا يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ) আবূ দাউদের কপিতে আছে, (أو لا يدخلك الله الجنة) অথবা আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে না। এভাবে কানয গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের ১৪২ পৃষ্ঠাতে উল্লেখিত সংঘটিত হয়েছে।

(فَقَالَ لِلْمُذْنِبِ: اُدْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِيْ) অর্থাৎ- আমার প্রতি তোমার ভাল ধারণার বদলা স্বরূপ আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।

(وَقَالَ لِلْآخَرِ) উল্লেখিত অংশে মুজতাহিদ সম্পর্কে বিশ্লেষণ ত্যাগ করাতে দাগ রয়েছে যা গোপন নয়। আর তা হল, নিশ্চয়ই 'ইবাদাতে তার চেষ্টা করা, তার অল্প 'আমাল, তার রবের গুণাবলী সম্পর্কে অল্প পরিচিতি, অপরাধীর 'আমালের ব্যাপারে তার আশ্চর্যান্বিত হওয়া, তার কসম খাওয়া এবং আল্লাহর ওপর তার হুকুম দেয়া যে, তিনি অপরাধীকে ক্ষমা করবেন না– এ সকল কারণে তার 'আমাল নষ্ট হয়ে গেছে, ফলে তার বিষয়টি পরিবর্তিত হয়ে অন্যের জন্য হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে পাপী ব্যক্তি তার ভাল 'আক্বীদাহ্ তার রব সম্পর্কে ভাল ধারণা, অবাধ্য কাজের মাধ্যমে কমতির ব্যাপারে তার স্বীকারোক্তির দ্বারা 'ইবাদাতে চেষ্টাকারীর মর্যাদা দখল করেছে।

(عَلَى عَبْدِيْ رَحْمَتِيْ) অর্থাৎ- যা দুনিয়াতে প্রতিটি বস্তুকে পরিব্যাপৃত করে নিয়েছে এবং পরকালে বিশেষভাবে মু'মিনদেরকে। (اِذْهَبُوْا بِهِ) অর্থাৎ- জাহান্নামের ব্যাপারে নিয়োজিত মালায়িকাহ্'কে (ফেরেশতাগণকে) বলা হবে।

(إِلَى النَّارِ) আমার ওপর তার দুঃসাহস দেখানো, তার কসম খাওয়া, আমার ওপর তার ফায়সালা করা যে, আমি অপরাধীকে ক্ষমা করব না, অপরাধীর 'আমালের ব্যাপারে তার আশ্চর্য হওয়া এবং তার সাথীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার কারণে বদলাস্বরূপ তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়া হল। ব্যক্তিটি জাহান্নামের চিরস্থায়ী হওয়ার জন্য ব্যক্তির কুফরের ব্যাপারে হাদীসে কোন দলীল নেই। আর আবূ দাউদের শব্দ, অতঃপর তিনি 'ইবাদাতে চেষ্টাকারীকে বললেন, তুমি কি আমার ব্যাপারে জানতে (যার কারণে তুমি শপথ করে কসম খেয়েছ যে, আমি তাকে ক্ষমা করব না এবং আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব না)। অর্থাৎ- আমার হাতে যা আছে সে ব্যাপারে তুমি কি আমার ওপর ক্ষমতাবান (ফলে তা থেকে তুমি আমাকে বাধা

দিবে) এবং পাপীকে বললেন, তুমি যাও, আমার রহমাতের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ কর এবং অপর ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন, তোমরা একে জাহান্নামে নিয়ে যাও। ইমাম আহমাদ একে বর্ণনা করেছেন, আবূ দাউদও একে শিষ্টাচার পর্বের ব্যভিচার থেকে বিরত থাকা অধ্যায়ে সংকলন করেছেন যা 'আলী বিন সাবিত আল জাযারী রাযিয়াল্লাহু আনহু 'ইকরিমাহ্ বিন 'আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে আর 'ইকরিমাহ্ যমযম বিন জাওস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে আর যমযম আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, আর এ সানাদ সহীহ অথবা হাসান। আবূ দাউদ এ ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। 'আলী বিন সাবিত আল জাযারী নির্ভরযোগ্য, সত্যবাদী। আয্‌দী (রহঃ) একে বিনা প্রমাণে দুর্বল বলেছেন। 'ইকরিমাহ্ বিন 'আম্মার আল 'আয্‌লী সত্যবাদী, যমযম বিন জাওস আল হাফানী ইয়ামামী নির্ভরযোগ্য।

٢٣٤٨ ـ [٢٦] وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِيْ أَسْرَفُوْا عَلَى انْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا﴾. وَلَا يُبَالِيْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَفِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ يَقُولُ: بَدَلَ: يَقْرَأُ.

২৩৪৮-[২৬] আসমা বিনতু ইয়াযীদ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কুরআন মাজীদের এ আয়াত পড়তে শুনেছি, *"ইয়া- 'ইবা-দিয়াল্লাযী আস্‌রফূ 'আলা- আন্‌ফুসিহিম লা- তাক্বনাতূ মির্ রহমাতিল্লা-হি, ইন্নাল্ল-হা ইয়াগ্‌ফিরুয্ যুনূবা জামী'আ-"* (অর্থাৎ- "হে বান্দারা! যারা নিজেদের ওপর অবিচার করেছ, তোমরা আল্লাহর রহ্‌মাত হতে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন"– সূরাহ্ আয্ যুমার ৩৯ : ৫৩।) তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আর এ ব্যাপারে আল্লাহ কারো পরোয়া করেন না। (আহ্‌মাদ, তিরমিযী; ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব; আর শারহুস্ সুন্নাহ্'য় রয়েছে يَقْرَأُ (পড়েছেন) এর পরিবর্তে يَقُوْلُ (বলেছেন)।[৩৯২]

ব্যাখ্যা : ﴿الَّذِيْ أَسْرَفُوْا عَلَى انْفُسِهِمْ﴾ অর্থাৎ- যারা অবাধ্যতায় সীমালঙ্ঘনের মাধ্যমে অপরাধের ক্ষেত্রে নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছে। একমতে বলা হয়েছে, তারা কুফ্‌রী এবং অধিক পরিমাণে অবাধ্যতার মাধ্যমে নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছে। একমতে বলা হয়েছে, তারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছে এবং প্রত্যেক নিন্দনীয় কাজে সীমালঙ্ঘন করেছে। ﴿مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ﴾ অর্থাৎ- তার ক্ষমা থেকে।

﴿يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا﴾ অর্থাৎ- তাওবার মাধ্যমে কাফিরদের গুনাহসমূহ এবং তাওবাহ্ অথবা স্বেচ্ছায় মুসলিমদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করেন। জানা দরকার 'আলিম সম্প্রদায় মতানৈক্য করেছে এ আয়াতটি কি তাওবার সাথে শর্তযুক্ত যে, তাওবাহ্‌কারীদের গুনাহ ছাড়া কারো গুনাহ ক্ষমা করা হবে না, নাকি আয়াতটি মুত্বলাক্ব বা বাঁধনমুক্ত? তাফসীরকারদের একটি দল প্রথমটির দিকে গিয়েছেন।

হাফিয ইবনু কাসীর বলেন, এ আয়াতটি সমস্ত অবাধ্যদেরকে কুফ্‌র এবং অন্যান্য পাপ থেকে তাওবাহ্ প্রত্যাবর্তন এবং সংবাদ দেয়ার দিকে আহ্বান করছে যে, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করবেন যে ব্যক্তি গুনাহ থেকে তাওবাহ্ করে এবং ফিরে আসে। সে গুনাহ যা-ই হোক না কেন, যতই বেশি হোক না কেন, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়ে থাকে। এ আয়াতটিকে তাওবাহ্ ছাড়া 'আম্ অবস্থার

[৩৯২] সানাদ **দুর্বল** : তিরমিযী ৩২৩৭, আহমাদ ২৭৫৬৯, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৪১১, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ২৯৮২, শারহুস্ সুন্নাহ ৪১৮৭। কারণ এর সানাদে শাহ্‌র ইবনু হাওসাব দুর্বল রাবী।

উপর চাপিয়ে দেয়া বিশুদ্ধ হবে না। কেননা শির্‌ক এমন এক গুনাহ যে ব্যক্তি এর থেকে তাওবাহ্ করবে না তার গুনাহ ক্ষমা করা হবে না। এরপর ইবনু 'আব্বাস-এর হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিছু মুশরিক অধিক পরিমাণ হত্যা কাজ সংঘটিত করে অধিক পরিমাণ যিনা-ব্যভিচার করে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলো। অতঃপর তারা বলল, নিশ্চয়ই আপনি যা বলছেন এবং যে দিকে আহ্বান করছেন তা অবশ্যই ভাল। আপনি যদি আমাদেরকে অবহিত করেন যে, আমরা যা 'আমাল করেছি তার কাফ্‌ফারাহ্ আছে। তখন এ আয়াত (অর্থাৎ- "আর যারা আল্লাহর পথে অন্য উপাস্যকে আহ্বান করে না, হারাম পন্থায় কোন নাফ্‌সকে হত্যা করে না তবে ন্যায়সঙ্গত কারণে এবং ব্যভিচার করে না"- সূরাহ্ আল ফুরক্বান ২৫ : ৬৮) এবং এ আয়াত (অর্থাৎ- "হে নাবী! আপনি বলুন, হে বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর অবিচার করেছ তোমরা আল্লাহর রহমাত থেকে নিরাশ হয়ো না"- সূরাহ্ আয্ যুমার ৩৯ : ৫৩) অবতীর্ণ হয়। বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, নাসায়ী একে সংকলন করেছেন।

ইবনু কাসীর বলেন, প্রথম আয়াতটির উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর তা'আলার বাণী (অর্থাৎ- "তবে যে ব্যক্তি তাওবাহ্ করবে ঈমান আনবে, সৎকর্ম করবে"- সূরাহ্ আল ফুরক্বান ২৫ : ৭০)। এরপর তিনি তৃতীয় অনুচ্ছেদে আগত সাওবান-এর হাদীস এবং আসমা-এর হাদীস যার ব্যাখ্যাতে ইবনু কাসীর বলেন : এ সকল হাদীসসমূহ ঐ উদ্দেশের উপর প্রমাণ বহন করে যে, তিনি তাওবার মাধ্যমে সকল গুনাহ ক্ষমা করবেন। এমতাবস্থায় কোন বান্দা আল্লাহর রহমাত থেকে নিরাশ হতে পারে না যদিও তার গুনাহ বড় এবং অধিক হয়। কেননা রহমাত এবং তাওবার দরজা প্রশস্ত। অতঃপর ইবনু কাসীর ঐ সকল আয়াত ও হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছেন যা ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং তাওবার দিকে উৎসাহ প্রদান করে। জামাল বলেন, (৭২৪ পৃষ্ঠা) এ আয়াতটি প্রত্যেক ঐ কাফির ব্যক্তির ব্যাপারে ব্যাপক যে তাওবাহ্ করে এবং ঐ অবাধ্য মু'মিন ব্যক্তির ব্যাপারে যে তাওবাহ্ করে, অতঃপর তার তাওবাহ্ তার গুনাহকে মুছে দেয়। এ থেকে উদ্দেশ্য হল, ঐ ব্যাপারে সতর্ক করা যে, পাপীর জন্য এ ধারণা করা উচিত হবে না যে, শাস্তি থেকে তার পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস রাখবে সে আল্লাহর রহমাত থেকে নিরাশ, কেননা যে কোন অবাধ্য ব্যক্তি যখনই তাওবাহ্ করবে তার শাস্তি দূর হয়ে যাবে এবং সে ক্ষমা ও দয়াপ্রাপ্তদের আওতাভুক্ত হবে। সুতরাং ﴿إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا﴾ এ আয়াতের অর্থ হল যখন সে তাওবাহ্ করবে এবং তার তাওবাহ্ বিশুদ্ধ হবে তখন তার গুনাহসমূহ মুছে যাবে। আর যে ব্যক্তি তাওবার করার পূর্বে মারা যাবে সে এ ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে ন্যস্ত। তাকে তার গুনাহ্ পরিমাণ শাস্তি দিবেন এরপর নিজ কৃপা অনুযায়ী তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সুতরাং প্রত্যেকের ওপর আবশ্যক তাওবাহ্ করা। কেননা শাস্তির আশংকা বিদ্যমান। এরপর হতে পারে আল্লাহ তাকে শর্তহীনভাবে ক্ষমা করবেন আবার হতে পারে তাকে শাস্তি দেয়ার পর ক্ষমা করবেন।

আর ইবনুল ক্বইয়্যিম সূরাহ্ আয্ যুমার-এর আয়াতটি তাওবার সাথে শর্তযুক্ত হওয়ার প্রতি মতামত ব্যক্ত করেছেন। যেমন তিনি "আল জাওয়াব আল কাফী" গ্রন্থের ১৬ পৃষ্ঠাতে বলেছেন। মাদারিজুস সালিক্বীন-এ (১ম খণ্ডে ৩৯৪ পৃষ্ঠাতে) নিশ্চয়ই এ আয়াতটি তাওবাহ্‌কারীদের ব্যাপারে এবং আল্লাহর বাণী ﴿إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ﴾ "নিশ্চয়ই শির্‌কের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না।" তাওবাহ্‌কারী ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেউ ঐ দিকে গিয়েছেন যে, আয়াতটি মুত্বলাক্ব বা বাঁধনমুক্ত। 'আল্লামাহ্ আল কানূজী আল ভূপালী ফাতহুল বায়ানে (৮ম খণ্ডে ১৬৬ পৃষ্ঠাতে) বলেন, আর হাক্ব হল, আয়াতটি তাওবার সাথে শর্তযুক্ত নয়, বরং তা মুত্বলাক্ব বা বাঁধনমুক্ত। ইমাম শাওকানীও এ মত ব্যক্ত করেছেন। যেমন তিনি

ফাতহুল ক্বাদীরে বলেন, (৪র্থ খণ্ডে ৪৫৬,৪৫৭ পৃষ্ঠা) أَلِف এবং لام বহুবচনে পরিণত হয়েছে। أَلِف ও لام যে ذنوب শব্দের উপর প্রবেশ করেছে মূলত তা ذنوب শব্দের জাত বুঝানোর জন্য, যা ذنوب শব্দের এককসমূহের পরিব্যাপ্তকে আবশ্যক করছে। সুতরাং "তা" নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক গুনাহ যা-ই হোক না কেন ক্ষমা করবেন– এ কথাকে শক্তিশালী করছে। তবে কুরআনী ভাষ্য যা বর্ণনা করছে তা ছাড়া। আর তা হল (অর্থাৎ- "নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সাথে শির্‌ক করার গুনাহ ক্ষমা করেন না তবে এ ছাড়া অন্য যত গুনাহ আছে তা যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন"– সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৪৮। এ আয়াতে উল্লেখিত শির্‌ক ক্ষমা করেন না। এর অর্থ হলো শির্‌ক গুনাহ তাওবাহ্ ছাড়া ক্ষমা করেন না। অতঃপর তিনি প্রত্যেক গুনাহ ক্ষমা করার ব্যাপারে বান্দাদেরকে যে সংবাদ দিয়েছেন তাতে যথেষ্ট হননি, বরং একে তিনি তার جميعا উক্তি দ্বারা গুরুত্বারোপ করেছেন। শাওকানী বলেন, এ আয়াত এবং আল্লাহর ﴿إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ﴾ এ বাণীর সমন্বয় বিধান হল, শির্‌ক ছাড়া যত গুনাহ আছে সকল গুনাহ আল্লাহ যাকে চান তাকে ক্ষমা করেন। আর তা নিশ্চয়ই আমাদেরকে আল্লাহর দেয়া সংবাদ যে, তিনি সকল গুনাহ ক্ষমা করবেন– এ সংবাদটুকু আল্লাহ সকল গুনাহ ক্ষমা করার ইচ্ছা করেন উপর প্রমাণ বহন করছে। এ কথা বলা এর সম্ভব হওয়ার উপর ভিত্তি করছে। আর এটি আবশ্যক করছে যে, আল্লাহ তিনি প্রত্যেক মুসলিম অপরাধীকে ক্ষমা করবেন। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে দু' আয়াতের মাঝে মতবিরোধ অবশিষ্ট থাকল না। তিনি বলেন, যদি এই মহাশুভ সংবাদ তাওবার সাথে সংযুক্ত থাকত তাহলে তাওবার অধিক ক্ষেত্র থাকত না। কেননা মুসলিমদের ঐকমত্যে মুশরিক যে পরিমাণ শির্‌ক করে তা আল্লাহ তার তাওবাহ্ করার কারণে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ﴾ (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৪৮) সুতরাং ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তাওবাহ্ করা যদি শর্তযুক্ত হত তাহলে শির্‌কের ব্যাপারে আলাদা ভাষ্য আনার কোন প্রয়োজনীয়তা বা উপকারিতা থাকত না। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, নিশ্চয়ই আপনার প্রভু মানুষদেরকে তাদের অন্যায়ের ব্যাপারে ক্ষমাকারী।

ওয়াহিদী বলেন, তাফসীরকারকগণ বলেন, নিশ্চয়ই এ আয়াতটি এমন এক সম্প্রদায়ের ব্যাপারে যারা ভয় করেছিল যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাদের ঐ সকল গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে না যা তারা শির্‌ক, মানুষ হত্যা এবং নাবী ﷺ-এর শত্রুতা পোষণ করার মতো বড় বড় গুনাহ করেছে।

ওয়াহিদী আরো বলেন, আল্লাহর এ বাণী (অর্থাৎ- "আর তোমরা তোমাদের প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন কর এবং তার কাছে আত্মসমর্পণ কর তোমাদের কাছে শাস্তি আসার পূর্বে, অতঃপর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না"– সূরাহ্ আয্ যুমার ৩৯ : ৫৪) এসেছে। এতে এমন কিছু নেই যা তাওবার মাধ্যমে প্রথম আয়াতের গণ্ডিবদ্ধ হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করে। বরং এ আয়াতে যা আছে তার চূড়ান্ত পর্যায় হল, নিশ্চয়ই তিনি তাদেরকে ঐ মহা শুভসংবাদের মাধ্যমে শুভসংবাদ দিয়েছেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে কল্যাণের প্রতি এবং অকল্যাণকে ভয় করার প্রতি আহ্বান করেছেন।

﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ﴾ অর্থাৎ- দুনিয়ার শাস্তি। অর্থাৎ- হত্যা, বন্দী, কঠোরতা, ভয়, দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে শাস্তি। পরকালের শাস্তি উদ্দেশ্য নয়। 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, আমি বলব, আয়াতটি দু'টি উক্তির সম্ভাবনা রাখছে তবে আয়াতের বাচনভঙ্গি ইবনু কাসীর এবং তার সমর্থকগণ যা বলেছেন তাকে সমর্থন করে। পক্ষান্তরে ইমাম শাওকানী ঐ বাচনভঙ্গির অপব্যাখ্যাতে যা উল্লেখ করেছেন তাতে স্পষ্ট কৃত্রিমতা রয়েছে। তবে আমার কাছে প্রণিধানযোগ্য উক্তি হল মুসলিমদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করা তাওবার সাথে শর্তযুক্ত নয়, বরং তা তাওবাহ্ এবং স্বেচ্ছাধীন উভয়ভাবে ক্ষমা করা হবে।

(وَلَا يُبَالِيْ) অর্থাৎ- কাউকে তিনি পরোওয়া করেন না, কেননা আল্লাহর ওপর কোন কিছু আবশ্যক নয়। একমতে বলা হয়েছে, তিনি তার প্রশস্ততা করুণা থাকা এবং তার পরোওয়া না থাকার কারণে সকল গুনাহসমূহ ক্ষমা করতে তিনি কাউকে পরোওয়া করেন না। আহমাদ তার বর্ণনাতে একটু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন আর তা হল (إنه هو الغفور الرحيم) এ বর্ণনা থেকে যা স্পষ্ট হচ্ছে তা হল (ولا يبالى) উক্তি কুরআনের আওতাভুক্ত ছিল, এজন্য মাদারিক গ্রন্থকার এ আয়াতের অধীনে এবং নাবী ﷺ-এর ক্বিরাআতে (يغفر الذنوب جميعا ولا يبالى) অংশটুকু বলেছেন। ক্বারী বলেন, তা আরো সম্ভাবনা রাখছে যে, তা আয়াতের আওতাভুক্ত ছিল, অতঃপর তা রহিত করা হয়েছে এবং আয়াতের তাফসীরস্বরূপ নাবী ﷺ-এর তরফ থেকে অতিরিক্ত হওয়ারও সম্ভাবনা আছে।

٢٣٤٩ - [٢٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى: (إِلَّا اللَّمَمَ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنْ تَغْفِرِ اللّٰهُمَّ تَغْفِرْ جَمًّا وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمَّا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

২৩৪৯-[২৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাঃ আল্লাহর কালামের এ বাণী, *"ইল্লাল্লামামা"* অর্থাৎ- "সগীরাহ্ গুনাহ ছাড়া"। এক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ ﷺ **বলেছেন : হে আল্লাহ! যদি তুমি ক্ষমা করো, ক্ষমা করো বড় গুনাহ। কেননা এমন কোন বান্দা আছে কি, যে সগীরাহ্ গুনাহ করেনি।** (তিরমিযী; তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ গরীব)[৩৯৩]

ব্যাখ্যা : (فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى: (إِلَّا اللَّمَمَ এ বাণীটি (সূরাহ্ আন্ নাজ্‌ম ৫৩ : ৩২) ﴿الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَآئِرَ الْإِثْمِ﴾ এ বাণীর তাফসীরস্বরূপ। কাবীরাহ্ গুনাহ প্রত্যেক এমন গুনাহকে বলা হয় যে ব্যাপারে আল্লাহ্ জাহান্নামের ভয় দেখিয়েছেন অথবা যার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করেছেন অথবা যার কর্তার ব্যাপক দোষ বর্ণনা করা হয়েছে। আর কাবীরাহ্ গুনাহের বিশ্লেষণে বিদ্বানদের দীর্ঘ আলোচনা আছে। আর তারা যেমনিভাবে কাবীরাহ্ গুনাহের অর্থ এবং তার সারবস্তু সম্পর্কে মতানৈক্য করেছেন তেমনিভাবে তারা তার সংখ্যা সম্পর্কে মতানৈক্য করেছেন আর فواحش বলতে কাবীরাহ্ গুনাহসমূহ থেকে যা অশ্লীল যেমন যিনা অনুরূপ। একমতে বলা হয়েছে, তা প্রত্যেক এমন গুনাহ যাতে হুমকি রয়েছে অথবা বিশেষ করে যিনা। (إلا اللمم) সগীরাহ্ গুনাহসমূহ, কেননা তারা সগীরাহ্ গুনাহ থেকে বাঁচতে অক্ষম। আভিধানিক অর্থে اللمم এর মূল হল যা কম এবং ছোট, আর এ কারণে (ألمم بالمكان) যার অর্থ : স্থানটিতে তার অবস্থান কম হয়েছে। ألمم بالطعام অর্থাৎ- খাদ্য থেকে তার খাওয়া কম হয়েছে। আরো বলা হয়ে থাকে অবাধ্যতায় আপতিত না হয়ে অবাধ্যতার কাছাকাছি হওয়া।

(قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ) অর্থাৎ- মু'মিন ব্যক্তি সগীরাহ্ গুনাহ থেকে মুক্ত না এর সমর্থন, (إِنْ تَغْفِرْ اَللّٰهُمَّ تَغْفِرْ جَمًّا) অর্থাৎ- অনেক বড় (وأى عبد لك لا ألما), অর্থাৎ- কোন বান্দা নিষ্পাপ নয়। পংতিটি উমাইয়্যাহ্ বিন আবিস্ সাল্ত-এর জাহিলী যুগে যে 'ইবাদাতগুজার ছিল, পুনরুত্থানে বিশ্বাসী ছিল ইসলামী যুগ পেয়েছিল তবে ইসলাম গ্রহণ করেনি। তার কবিতা বিভিন্ন উপদেশাবলী ও বাস্তবতাকে শামিল করার দরুন নাবী ﷺ তার কবিতাকে ভালবাসতেন। নাবী ﷺ তার কবিতাংশকে উচ্চারণ করার দরুন তা হাদীসে পরিণত হয়েছে। ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهٗ﴾ (সূরাহ্ ইয়াসীন ৩৬ : ৬৯) আল্লাহর এ বাণীতে নাবী ﷺ-কে কবিতার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞারোপ করা হয়েছে আর তা দ্বারা উদ্দেশ্য কবিতা তৈরি করা আবৃত্তি করা

[৩৯৩] সহীহ : তিরমিযী ৩২৮৪, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৮০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০৭৪৬, সহীহ আল জামি' ১৭১৭।

নয়। আর এটিই বিশুদ্ধ। অর্থাৎ- আপনার ব্যাপার হল বড়, অনেক গুনাহসমূহ ক্ষমা করা, উপরন্তু ছোট গুনাহসমূহ ক্ষমা করা। কেননা ছোট গুনাহসমূহ থেকে কেউ মুক্ত থাকতে পারে না। আর নিশ্চয়ই তা পুণ্য কর্মের মাধ্যমে মোচন হয়ে যায়।

ইমাম ত্বীবী বলেন, হে আল্লাহ! আপনার মর্যাদা হল বড় বড় গুনাহ থেকে অনেক গুনাহ ক্ষমা করা। পক্ষান্তরে ছোট অপরাধসমূহ আপনার দিকে সম্বন্ধ করা হয় না, কেননা তা থেকে কেউ মুক্ত নয়, নিশ্চয়ই তা কাবীরাহ্ গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে মোচন হয়ে যায়।

٢٣٥٠ -[٢٨] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَقُوْلُ اللهُ تَعَالٰى يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ فَاسْأَلُوْنِي الْهُدٰى أَهْدِكُمْ وَكُلُّكُمْ فُقَرَاءُ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ فَاسْأَلُوْنِىْ أُرْزُقْكُمْ وَكُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّىْ ذُو قُدْرَةٍ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِىْ غَفَرْتُ لَهٗ وَلَا أُبَالِىْ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوْا عَلٰى أَتْقٰى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِىْ مَا زَادَ فِىْ مُلْكِىْ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوْا عَلٰى أَشْقٰى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِىْ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِىْ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ. وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوْا فِىْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ مَا بَلَغَتْ أُمْنِيَّتُهٗ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِىْ إِلَّا كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِالْبَحْرِ فَغَمَسَ فِيهِ إِبْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا ذٰلِكَ بِأَنِّىْ جَوَادٌ مَاجِدٌ أَفْعَلُ مَا أُرِيدُ عَطَائِىْ كَلَامٌ وَعَذَابِىْ كَلَامٌ إِنَّمَا أَمْرِىْ لِشَىْءٍ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ لَهٗ (كُنْ فَيَكُوْنُ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَهْ.

২৩৫০-[২৮] আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের সকলেই পথহারা, কিন্তু তারা ছাড়া যাদেরকে আমি পথ দেখিয়েছি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে পথের সন্ধান চাও, আমি তোমাদেরকে পথ দেখাব। তোমাদের সকলেই অভাবগ্রস্ত, তারা ছাড়া যাদেরকে আমি অভাবমুক্ত করেছি। অতএব তোমরা আমার কাছে চাও আমি তোমাদেরকে রিয্‌ক্ব দান করব। তোমাদের সকলেই পাপী, তারা ছাড়া যাদেরকে আমি নিরাপদে রেখেছি। অতঃপর তোমাদের যে বিশ্বাস স্থাপন করে, আমি ক্ষমা করে দেয়ার শক্তি রাখি, সে যেন আমার কাছে ক্ষমা চায় আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো, আর (এ ব্যাপারে) আমি কারো পরোয়া করি না। যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ পর্যন্ত, তোমাদের জীবিত ও মৃত তোমাদের কাঁচা ও শুকনো (শিশু ও বৃদ্ধ) সকলেই আমার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরহেজগার ব্যক্তির অন্তরের মতো অন্তর হয়ে যায়, তথাপিও তা আমার সাম্রাজ্যের একটি মাছির পালক পরিমাণও বাড়াতে পারবে না। আর যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ, জীবিত ও মৃত, কাঁচা ও শুকনো সকলেই আমার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হতভাগ্য ব্যক্তির অন্তরের মতো এক অন্তর হয়ে যায়, তাও আমার সাম্রাজ্যের একটি মাছির পালক পরিমাণও কমাতে পারবে না। তোমাদের প্রথম ও শেষ, জীবিত ও মৃত, কাঁচা ও শুকনো সকলেই যদি এক প্রান্তঃসীমায় জমা হয়, এরপর তোমাদের প্রত্যেকে তার

ইচ্ছানুযায়ী আমার কাছে চায় (প্রার্থনা করে)। আর আমি তোমাদের প্রত্যেক প্রার্থনাকারীকে (প্রত্যাশা অনুযায়ী) দান করি, তা আমার সাম্রাজ্যে কিছুমাত্র কমাতে পারবে না। যেমন তোমাদের কেউ সমুদ্রের কাছে গিয়ে যদি ওতে একটি সুঁই ডুবিয়ে ওঠায়। এটা এ কারণে যে, আমি বড় দাতা, প্রশস্ত দাতা; আমি যা ইচ্ছা তাই করি। আমার দান হলো, আমার কালাম মাত্র। আমার শাস্তি হলো, আমার হুকুম মাত্র। আর আমি কোন কিছু করতে চাইলে শুধু বলি, 'হয়ে যাও', তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়। (আহ্‌মাদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ্)[৩৯৪]

ব্যাখ্যা : (كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ) অর্থাৎ- তোমাদের প্রত্যেকেই হিদায়াতমুক্ত, অস্তিত্বগতভাবেই তার কোন হিদায়াত নেই। বরং হিদায়াত বান্দার রবের তরফ থেকে দয়া। আর এটি "নিশ্চয়ই ভূমিষ্ঠ সন্তান পথভ্রষ্টতার কারণ মুক্ত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে"– এ অর্থে প্রত্যেক ভূমিষ্ঠ সন্তান ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। এ হাদীসের পরিপন্থী নয়। আর হাদীসটিতে আছে, নিশ্চয়ই বান্দা প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আল্লাহকে বাদ দিয়ে কেউ কারো জন্য সামান্য কাজে আসবে না। সুতরাং বান্দার দায়িত্ব হল অন্যায়কে পরিত্যাগ করে আল্লাহর কাছে বিনয়ী হওয়া।

(إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ) অর্থাৎ- আর ধনী ব্যক্তিও প্রত্যেক মুহূর্তে আবিষ্কার এবং সাহায্য দানের মুখাপেক্ষী হওয়ার দরুন মুহূর্তের জন্যও আল্লাহ থেকে অমুখাপেক্ষী হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর আল্লাহ ধনী এবং তোমরা দরিদ্র।" (সূরাহ্ মুহাম্মাদ ৪৭ : ৩৮)

(إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ) অর্থাৎ- নাবী এবং ওয়ালীদের মধ্য থেকে আমি যাকে রক্ষা করেছি সে ছাড়া। আর এটি ঐ কথার উপর প্রমাণ বহন করছে যে, عافية বলতে গুনাহ থেকে নিরাপদে থাকা। আর গুনাহ থেকে নিরাপদে থাকা নিরাপত্তাসমূহের মাঝে সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ।

হাদীসটিতে কেবল ঐ ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য عافيت বলা হয়েছে যে, গুনাহ অস্তিত্বগত রোগ এবং তার সুস্থতা হল, গুনাহ থেকে ব্যক্তিকে আল্লাহ রক্ষা করা। অথবা কর্মের মাধ্যমে তোমাদের প্রত্যেকেই পাপী আর প্রত্যেকের পাপ তার স্থান অনুপাতে তবে ক্ষমা, রহমাত এবং তাওবার মাধ্যমে আমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছি সে ছাড়া।

(وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ) অর্থাৎ- তোমাদের যুবক এবং বৃদ্ধরা অথবা তোমাদের মাঝে জ্ঞানী এবং মূর্খ অথবা তোমাদের মাঝে আনুগত্যশীল এবং অবাধ্য। একমতে বলা হয়েছে, উল্লেখিত শব্দদ্বয় দ্বারা সমুদ্র এবং স্থল, অর্থাৎ- সমুদ্র এবং স্থলের অধিবাসী। অথবা সমুদ্র এবং স্থলে বৃক্ষ, পাথর, মাছ এবং সকল প্রাণী থেকে যা কিছু আছে সব যদি এক হয়ে যায়।

একমতে বলা হয়েছে, উল্লেখিত শব্দদ্বয় দ্বারা মানুষ এবং জিন উভয় উদ্দেশ্য হতে পারে আর তা ঐ অবস্থার উপর ভিত্তি করে যে, তিনি জিন্‌কে আগুন থেকে এবং মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর প্রথম অনুচ্ছেদে আবূ যার থেকে বর্ণিত হাদীসে যে جنكم وإنسكم বর্ণনা এসেছে তা একে সমর্থন করছে।

ইমাম ত্বীবী বলেন, উল্লেখিত শব্দদ্বয় পূর্ণাঙ্গ আয়ত্ব সম্পর্কে দু'টি ভাষ্য। যেমন (অর্থাৎ- "আর্দ্র, শুষ্ক সব কিছু আল্লাহর কিতাবে স্পষ্টভাবে লিখা আছে"– সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ৫৯) আল্লাহর এ বাণীতে গণ্ডিবদ্ধ।

(اجْتَمَعُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِيْ) উল্লেখিত বাক্যাংশে أشقى বলতে অভিশপ্ত ইবলীস।

---

[৩৯৪] সানাদ দুর্বল : তিরমিযী ২৪৯৫, ইবনু মাজাহ ৪২৫৭, য'ঈফ আল জামি' ৬৪৩৭, য'ঈফ আত্ তারগীব ১০০০।

(بِـأَنِّيْ جَـوَادٌ) অনেক দানকারী। আর আহমাদের ৫ম খণ্ডে ১৭৭ পৃষ্ঠাতে এবং তিরমিযীতে এর পরে (واجد) আছে। আর واجد বলতে ঐ সত্তা যিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, তিনি সাধারণ সর্বপ্রাপক কোন কিছু তার হাত ছাড়া হয় না।

(عَطَائِيْ كَلَامٌ وَعَذَابِيْ كَلَامٌ) অর্থাৎ- "আমার দান কথা বলা মাত্র, আমার শাস্তি কথা বলা মাত্র"– এ বাণীর ব্যাখ্যা।

ক্বাযী বলেন, অর্থাৎ- আমি শাস্তি অথবা দান হতে বান্দার নিকট যা পৌছাতে চাই সেক্ষেত্রে আমি ক্লান্তি এবং 'আমাল চর্চা করার মুখাপেক্ষী নই, বরং তা অর্জন ও পৌছানোর জন্য সে ব্যাপারে কেবল ইচ্ছা শক্তিই যথেষ্ট।

٢٣٥١ - [٢٩] وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَرَأَ ﴿هُوَ أَهْلُ التَّقْوٰى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ قَالَ: قَالَ رَبُّكُمْ أَنَا أَهْلٌ أَنْ أُتَّقٰى فَمَنِ اتَّقَانِيْ فَأَنَا أَهْلٌ أَنْ أَغْفِرَ لَهٗ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ.

২৩৫১-[২৯] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, একদিন তিনি (আল্লাহ তা'আলার) এ আয়াত পড়লেন, "*হুওয়া আহলুত্ তাক্বওয়া- ওয়া আহলুল মাগ্‌ফিরহ্*" (অর্থাৎ- আল্লাহ হলেন ভয়ের অধিকারী ও মাগফিরাত করার মালিক)। তখন তিনি (সাঃ) বলেন, তোমাদের রব বলেন, আমি লোকের ভয় করার অধিকারী। তাই যে আমাকে ভয় করল, আমি তাকে মাফ করারও অধিকারী। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও দারিমী)[৩৯৫]

ব্যাখ্যা : ﴿هُـوَ أَهْـلُ التَّـقْـوٰى﴾ অর্থাৎ- তার অবাধ্য হওয়া বর্জন এবং তার আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহভীরুগণ তাকে ভয় করার ক্ষেত্রে তিনিই একমাত্র যোগ্য। ﴿وَأَهْلُ الْمَغْفِـرَةِ﴾ অর্থাৎ- যে সকল গুনাহ মু'মিনদের থেকে ঘটেছে সে ব্যাপারে মু'মিনদেরকে ক্ষমাকরণে তিনিই একমাত্র যোগ্য এবং অবাধ্য তাওবাহ্‌কারীদের তাওবাহ্ গ্রহণেরও যোগ্য, আর তাদেরকে ক্ষমা করার যোগ্য একমাত্র তিনিই। এটি শাওকানীর উক্তি। আর ইমাম বায়যাবী বলেন, ﴿هُوَ أَهْلُ التَّـقْـوٰى﴾ অর্থাৎ- তার শাস্তিকে ভয় করার ক্ষেত্রে তিনিই উপযুক্ত। ﴿وَأَهْـلُ الْمَغْفِـرَةِ﴾ বান্দাদেরকে বিশেষ করে বান্দাদের থেকে যারা আল্লাহভীরু তাদেরকে ক্ষমা করণে তিনিই একমাত্র যোগ্য। ক্বাতাদাহ্ বলেন, তাকে ভয় করার মতো আর যে তার কাছে তাওবাহ্ করে এবং প্রত্যাবর্তন করে তিনি তাকে ক্ষমা করার যোগ্য।

(أنا أهل أن اتقى) আহমাদ, ইবনু মাজাহ (فلا يجعل معي إلها أخر) এ অংশটুকু বৃদ্ধি করেছেন। ইবনু মাজাহ অপর বর্ণনাতে আছে, (أن اتقى فلا يشرك بي غيرى)।

(فَأَنَا أَهْلٌ أَنْ أَغْفِرَ لَهٗ) অর্থাৎ- যে আমাকে ভয় করে চলবে তাকে। আহমাদ এবং ইবনু মাজাতে আছে, (فمن اتقى أن يجعل معي إلها أخر فأنا أهل أغفر له) ইবনু মাজার অপর বর্ণনাতে আছে, (وانا أهل لمن اتقى أن يشرك بي أن أغفر له) আর এটি আল্লাহর (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) এ বাণীকে শামিল করছে।

---

[৩৯৫] **য'ঈফ :** তিরমিযী ৩২২৮, ইবনু মাজাহ ৪২৯৯, আহমাদ ১২৪৪২, দারিমী ২৭৬৬, য'ঈফ আল জামি' ৪০৬১। কারণ এর সানাদে সুহায়ল ইবনু আবী হাযম একজন দুর্বল রাবী।

٢٣٥٢ -[٣٠] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ يَقُولُ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ» مِائَةَ مَرَّةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.

২৩৫২-[৩০] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একই মাজলিসে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ইসতিগফার একশ'বার গণনা করতাম। তিনি (ﷺ) বলতেন, "*রব্বিগ্‌ফিরলী ওয়াতুব্ 'আলাইয়্যা ইন্নাকা আন্‌তাত্ তাওওয়া-বুল গফূর*" (অর্থাৎ- হে রব! তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমার তাওবাহ্ কবূল করো। কেননা তুমি তাওবাহ্ কবূলকারী ও ক্ষমাকারী।)। (আহ্‌মাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[৩৯৬]

ব্যাখ্যা : (رَبِّ اغْفِرْ لِي) এটি যেন আল্লাহর ﴿وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ অর্থাৎ- "আপনি তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয়ই তিনি তাওবাহ্ গ্রহণকারী"– (সূরাহ্ আন্ নাস্‌র ১১০ : ৩)। এ বাণীর প্রতি 'আমাল করণার্থে এবং আল্লাহর ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾ অর্থাৎ- "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাহ্‌কারীদের ভালবাসেন।" (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২২২)

এ বাণী অবলম্বনার্থে বলছেন। হাদীসটি ঐ কথার উপর প্রমাণ বহন করছে যে, নাবী (ﷺ)-এর ক্ষমা প্রার্থনা করা দু'আ শব্দের মাধ্যমে ছিল। বিদ্বানগণ এটিকে (استغفر الله) উক্তিকারীর উক্তির উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা যদি সে ক্ষমা প্রার্থনার ক্ষেত্রে উদাসীন থাকে বা প্রস্তুত না থাকে তাহলে তার ক্ষমা প্রার্থনা মিথ্যায় পরিণত হবে যা দু'আর বিপরীত। কেননা কখনো দু'আতে সাড়া দেয়া হয় যখন তা সময়ের অনুকূলে হয় যদিও তা উদাসীনতার সাথে সম্পন্ন হয়। এভাবে বিদ্বানগণ উক্তি করেছেন। আর এটি ঐ অবস্থার উপর নির্ভর করছে যে, উক্তিকারীর উক্তি (استغفر الله) খবর বা সংবাদ এবং তা অনুসন্ধানমূলক হওয়াও জায়িয। আর বাহ্যিকভাবে তাই বুঝা যাচ্ছে। আর সহীহ হাদীসে নাবী (ﷺ)-এর উক্তি (أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ) বর্ণিত হয়েছে। হ্যাঁ, এ উক্তিকে নাবী (ﷺ) ছাড়া অন্যান্যদের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া হবে। লাম্'আহ্-তে এভাবে আছে।

(إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ) উভয় শব্দের মধ্যে আধিক্যতার অর্থের সমাবেশ আছে আর এটি আহমাদ এবং তিরমিযীর শব্দ এবং আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ এবং ইবনুস্ সুন্নীতে الغفور এর পরিবর্তে الرحيم শব্দ আছে। নাসায়ী ও ইবনু হিব্বান-এর এক বর্ণনাতেও এভাবে এসেছে।

٢٣٥٣ -[٣١] وَعَن بِلَال بْنِ يَسَارِ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ جَدِّيْ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ غُفِرَ لَهٗ وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ لَكِنَّهٗ عِنْدَ أَبِيْ دَاوُدَ هِلَالُ بْنُ يَسَارٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

২৩৫৩-[৩১] নাবী (ﷺ)-এর মুক্ত করা গোলাম বিলাল ইবনু ইয়াসার ইবনু যায়দ (রাঃ) বলেন, আমার পিতা আমার দাদার মাধ্যমে বলেন, আমার দাদা যায়দ বলেছেন, তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন।

[৩৯৬] সহীহ : আবূ দাউদ ১৫১৬, তিরমিযী ৩৪৩৪, ইবনু মাজাহ ৩৮১৪, আহমাদ ৪৭২৬, ইবনু হিব্বান ৯২৭, সহীহাহ্ ৫৫৬, সহীহ আল জামি' ৩৪৮৬।

যে ব্যক্তি বলল, *"আস্‌তাগ্‌ফিরুল্ল-হাল্লাযী লা- ইলা-হা ইল্লা- হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বইয়্যূম ওয়া আতূবু ইলায়হি"* (অর্থাৎ- আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, তিনি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা'বূদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী এবং তাঁর কাছে তাওবাহ্ করি।)। আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করবেন, যদিও সে যুদ্ধের ময়দান হতে পালিয়ে যেয়ে থাকে। (তিরমিযী, আবূ দাউদ। তবে আবূ দাউদ বলেন, বর্ণনাকারীর নাম হলো হিলাল ইবনু ইয়াসার। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব)[৩৯৭]

ব্যাখ্যা : (وَأَتُوبُ إِلَيْهِ) ক্বারী বলেন, ব্যক্তির উচিত এ বাক্যটি এভাবে উচ্চারণ না করা তবে যখন সে এ বাক্যের ক্ষেত্রে সত্যবাদী হবে তখন উচ্চারণ করবে। আরো উচিত হবে আল্লাহর সামনে মিথ্যাবাদী না সাজা। আর এজন্য বর্ণণা করা হয়েছে গুনাহের উপর অটল থেকে গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনাকারী নিজ প্রভুর সাথে ঠাট্টাকারীর ন্যায়।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) কিতাবুল আয্‌কার-এ রবী' বিন খয়সাম থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই রবী' বিন খায়সাম বলেন, তোমাদের কেউ যেন (استغفر الله) এবং (اتوب اليه) না বলে, কারণ যদি সে তা না করে তাহলে তা পাপের কাজ ও মিথ্যায় পরিণত হবে। বরং সে বলবে (اللهم اغفرلى وتب على) অর্থৎ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার ওপর তাওবাহ্ কবূল কর।

নাবাবী (রহঃ) বলেন, আর এটি যা তিনি তার (اللهم اغفرلى وتب على) উক্তি থেকে বলেছেন তা ভাল। পক্ষান্তরে (استغفر الله) অর্থাৎ- আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি- এ কথা বলার অপছন্দনীয়তা এবং তাকে মিথ্যা বলে আখ্যা দেয়ার ব্যাপারে আমরা একমত নই। কেননা (استغفر الله) এর অর্থ হল আমরা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি বা অনুসন্ধান করছি। এতে কোন মিথ্যার আশ্রয় নেই। এ ধরনের মত প্রত্যাখ্যানকরণে যে ব্যক্তি এ হাদীসটি বলবে, (استغفر الله الذى لا اله الا هو الخ) "আমি ঐ আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই যিনি ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই ..... শেষ পর্যন্ত") অর্থাৎ- বিলাল বিন ইয়াসার-এর ঐ হাদীস যার ব্যাখ্যাতে আমরা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছি। হাফিয বলেন, এ আলোচনা ছিল (استغفر الله الذى لا اله الا هو الحى القيوم) এ শব্দের ব্যাপারে। পক্ষান্তরে (اتوب اليه) এর ক্ষেত্রে তাই উদ্দেশ্য যা রবী'আহ্ উদ্দেশ্য করেছেন; অর্থাৎ, নিশ্চয়ই সে মিথ্যা বলল আর তা এভাবে যে, ব্যক্তি যখন (اتوب اليه) বলবে অথচ পৃকতপক্ষে সে তাওবাহ্ করবে না। রবী'আহ্-এর কথা প্রত্যাখ্যানকরণে রবী'আহ্-এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করাতে দৃষ্টি দেয়ার আছে। আর তা এজন্য যে উক্তিকারী (اتوب اليه) থেকে তাওবাহ্ করা এবং তাওবার শর্তসমূহ সম্পন্ন করা উদ্দেশ্য নেয়াও জায়িয আছে। আরো সম্ভাবনা আছে, রবী'আহ্ উভয় শব্দের সমষ্টিকে উদ্দেশ্য করেছেন বিশেষভাবে (استغفر الله)-কে উদ্দেশ্য করেননি। তখন তার সম্পূর্ণ কথা বিশুদ্ধ হবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞাত। এরপর হাফিয হালাবিয়াত থেকে সুবকী-এর কথা উল্লেখ করেছেন আর তা ২৩৫৮ নং হাদীসের ব্যাখ্যাতে উল্লেখ করা হয়েছে (من الزحف), অর্থাৎ- জিহাদ এবং যুদ্ধে শত্রুর সাক্ষাৎ থেকে। যদিও সে কাবারীহ্ গুনাহে লিপ্ত হয়ে থাকে। কেননা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালয়ন করা কাবীরাহ্ গুনাহ। এ ব্যাপারে আল্লাহ উল্লেখিত আয়াত দ্বারা ধমক দিয়েছেন- ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰهِ﴾ অর্থাৎ- "আর সেদিন যে ব্যক্তি পৃষ্ঠপদর্শন করে পলায়ন করবে যুদ্ধ কৌশল বা স্বীয় কেন্দ্রস্থলে স্থান করে নেয়া ব্যতীত সে আল্লাহর ক্রোধ অর্জন করবে"- (সূরাহ্ আল আনফাল ৮ : ১৬)।

---

[৩৯৭] **সহীহ লিগয়রিহী :** আবূ দাউদ ১৫১৭, তিরমিযী ৩৫৭৭, রিয়াযুস্ সলিহীন ১৮৮৩, সহীহ আত্ তারগীব ১৬২২।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٣٥٤ـ[٣٢] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ: يَا رَبِّ أَنّٰى لِي هٰذِهٖ؟ فَيَقُوْلُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

২৩৫৪-[৩২] আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাঁর কোন নেক বান্দার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন। এ অবস্থা দেখে সে (নেক বান্দা) বলবে, হে আমার রব! আমার এ মর্যাদা কিভাবে বৃদ্ধি হলো? তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার জন্য মাগফিরাত কামনা করার কারণে। (আহমাদ)[৩৯৮]

ব্যাখ্যা : (وَلَدِكَ لَكَ) শব্দটি ছেলে, মেয়ে উভয়ের উপর প্রয়োগ করা হয়। এখানে ولد দ্বারা মু'মিন সন্তান উদ্দেশ্য। আর এটি বিবাহের উপকারসমূহের একটি উপকার ও সর্বাপেক্ষা বড় উপকার এবং ঐ বস্তুসমূহের একটি যা পুণ্য এবং কর্ম থেকে মরণের পর মু'মিন ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়। যেমন হাদীসে এসেছে। ইমাম ত্বীবী বলেন, পূর্বোক্ত হাদীসটি এ প্রমাণ বহন করছে যে, ক্ষমা প্রার্থনা দ্বারা বড় বড় গুনাহ মুছে যায়।

٢٣٥٥ـ[٣٣] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَا الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْغَرِيقِ الْمُتَغَوِّثِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهٗ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ أَخٍ أَوْ صَدِيقٍ فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَيُدْخِلُ عَلٰى أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْاِسْتِغْفَارُ لَهُمْ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

২৩৫৫-[৩৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই মৃত ব্যক্তি হলো পানিতে পড়া ব্যক্তির মতো সাহায্যপ্রার্থী। সে তার পিতা-মাতা, ভাই-বন্ধুর দু'আ পৌঁছার প্রতীক্ষায় থাকে। তার কাছে যখন দু'আ পৌঁছে, তখন তার কাছে সারা দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল জিনিসের চেয়ে এ দু'আ বেশি প্রিয় হয়। আর আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াবাসীদের দু'আয় ক্বরবাসীদেরকে পাহাড় পরিমাণ রহ্মাত পৌঁছান এবং মৃত ব্যক্তিদের জন্য জীবিতদের পক্ষ থেকে হাদিয়্যাহ্ (উপহার) হলো তাদের জন্য ক্ষমা চাওয়া। (বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান)[৩৯৯]

ব্যাখ্যা : (الْمُتَغَوِّثِ) অর্থাৎ- সাহায্য প্রার্থনাকারী, মুক্তির আশায় সর্বোচ্চ আওয়াজে আহ্বানকারী।

(أَوْ صَدِيقٍ) আর এটা এমন কতিপয়ের সাথে নির্দিষ্ট যার কাছ থেকে সাহায্যের আশা করা যায় এবং অন্য অপেক্ষা যার কাছ থেকে অধিক দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনার আশা করা যায়। অন্যথায় হুকুম ব্যাপক। যেমন হাদীসের শেষে বলেছেন। অন্যান্য হাদীসসমূহে ولد এর উল্লেখ থাকার কারণে এ হাদীসে তা উল্লেখ করা হয়নি।

---

[৩৯৮] সহীহ : ইবনু মাজাহ ৩৬৬০, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৭৪০, আহমাদ ১০৬১০, সহীহাহ্ ১৫৯৮, সহীহ আল জামি' ১৬১৭।

[৩৯৯] মুনকার : শু'আবুল ঈমান ৭৫২৭, য'ঈফাহ্ ৭৯৯। কারণ এর সানাদে ইবনু আবী 'আইয়্যাশ একজন মাজহূল রাবী।

Contents

(أَمْثَالَ الْجِبَالِ) অর্থাৎ- ঐ দু'আকে যদি আকৃতি দেয়া হয় তাহলে তা দয়া ও ক্ষমার পাহাড়সদৃশ হবে।

٢٣٥٦ -[٣٤] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «طُوبٰى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَرَوَى النَّسَائِيُّ فِي «عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ».

২৩৫৬-[৩৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু বুস্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সৌভাগ্যবান হবে সে, যার 'আমালনামায় ইস্তিগ্‌ফার বা ক্ষমা চাওয়া বেশি পাওয়া যাবে। (ইবনু মাজাহ। আর ইমাম নাসায়ী তাঁর *'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ্‌* "একদিন ও একরাতের 'আমাল [কাজ]" কিতাবে বর্ণনা করেছেন।)[৪০০]

ব্যাখ্যা : (طُوبٰى) এটি الطيب থেকে একটি ক্রিয়া। আর তা জান্নাতের একটি নাম অথবা জান্নাতে একটি বৃক্ষ। একমতে বলা হয়েছে, আরাম এবং উত্তম জীবন-যাপন। ক্বারী বলেন, طوبى অর্থাৎ- উত্তম অবস্থা, সন্তোষজনক জীবন-যাপন অথবা সুউচ্চ জান্নাতে প্রসিদ্ধ বৃক্ষ।

(اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا) ত্বীবী বলেন, যদি বলা হয় (طوبى لمن استغفر كثيرا) অর্থাৎ- যে ব্যক্তি অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করবে তার জন্য طوبى। কথাটি এভাবে কেন বলা হয়নি? আর এভাবে পরিবর্তন করে কেন বলা হল? আমি বলব, এটি ঐ ব্যাপারেই একটি ইঙ্গিতসূচক বিষয় ফলে তা দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সাথে অর্জন হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করছে। কেননা ক্ষমা প্রার্থনাকারী যখন তার ক্ষমা প্রার্থনার ক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান না হবেন তখন তার ক্ষমা প্রার্থনা নিরর্থক হবে তখন সে তার 'আমাল নামাতে তার বিপক্ষে দলীল এবং তার প্রতিকূল হয় এমন বিষয় ছাড়া আর কিছুই পাবে না। ত্বারানী আওসাত গ্রন্থে যুবায়র বিন 'আও্ওয়াম থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার 'আমালনামা তাকে আনন্দ দিক সে যেন তার 'আমালনামাতে ক্ষমা প্রার্থনাকে বৃদ্ধি করে। হায়সামী বলেন, এর সানাদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য বায়হাক্বীও একে বর্ণনা করেছেন। মুনযিরী বলেন, এর সানাদে কোন দোষ নেই।

٢٣٥٧ -[٣٥] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوْا اسْتَبْشَرُوْا وَإِذَا أَسَاؤُوْا اسْتَغْفَرُوْا». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ

২৩৫৭-[৩৫] 'আয়িশাহ্‌ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলতেন, হে আল্লাহ! আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো যারা ভাল কাজ করে খুশী হয় ও মন্দ কাজ করে ক্ষমা চায়। (ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী- দা'ওয়াতুল কাবীর)[৪০১]

ব্যাখ্যা : (اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوْا) অর্থাৎ- ভাল বিদ্যা অর্জন করে ও ভাল 'আমাল করে।

(اسْتَبْشَرُوْا) অর্থাৎ- ভাল বিদ্যা ও ভাল 'আমালের তাওফীক্ব পেয়ে তারা আনন্দিত হয়।

আল্লাহ বলেন, ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا﴾

---

[৪০০] **সহীহ :** ইবনু মাজাহ ৩৮১৮, শু'আবুল ঈমান ৬৩৮, সহীহ আত্ তারগীব ১৬১৮, সহীহ আল জামি' ৩৯৩০।

[৪০১] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ ৩৮২০, আহমাদ ২৪৯৮০, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ২১১, শু'আবুল ঈমান ৬৫৯৬, য'ঈফ আল জামি' ১১৬৮। কারণ এর সানাদে 'আলী ইবনু যায়দ একজন দুর্বল রাবী।

অর্থাৎ- "(হে নাবী!) বলুন, তারা যেন আল্লাহর রহমাতে তথা কুরআন ও তার অনুগ্রহের প্রতি আনন্দিত হয়।" (সূরাহ্ ইউনুস ১০ : ৫৮)

(وَإِذَا أَسَاؤُوْا) আর বিদ্যা ও 'আমালে যখন ঘাটতি করে, অর্থাৎ- মন্দ বিদ্যা অর্জন ও মন্দ কাজ করে। (اِسْتَغْفَرُوْا) বাহ্যিকভাবে বিপরীতে যা বলা দরকার তা হল, (واذا اساؤا حزنوا) অর্থাৎ- যখন তারা মন্দ কর্ম করে চিন্তিত হয়। তা না বলে এ ধরনের বলার কারণ মূলত ঐ দিকে ইঙ্গিত করার জন্য যে, শুধুমাত্র চিন্তিত হওয়া কোন উপকারে আসে না। চিন্তা কেবল তখনই উপকারে আসে যখন পাপী ঐ পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করে যা গুনাহের উপর স্থায়ী হওয়াকে দূরীভূত করে। এভাবে মিরকাতে আছে।

ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন, যখন তারা ভাল কাজ করে আনন্দিত হয়। অর্থাৎ- যখন তারা নিষ্ঠার সাথে কোন ভাল কাজ করে, অতঃপর সে কাজে তাকে বদলা দেয়া হয়, ফলে সে জান্নাত লাভ করে আনন্দিত হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, ﴿وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ﴾ অর্থাৎ- ঐ জান্নাতের ব্যাপারে তোমরা খুশি হও যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে"- (সূরাহ্ ফুস্সিলাত ৪১ : ৩০)। এটি ইঙ্গিতসূচক বাণী।

(وَإِذَا أَسَاؤُوْا اِسْتَغْفَرُوْا) অর্থাৎ- তাদেরকে ধীরে ধীরে পাকড়াওয়ের মাধ্যমে কষ্ট দিবেন না। পক্ষান্তরে যারা নিজেদের মন্দ কর্মকে ভাল মনে করে তারা এক সময় ধ্বংস হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ বলেন, ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ﴾ অর্থাৎ- "যার কাছে তার মন্দ কর্মকে চাকচিক্য করে দেয়া হয়েছে, অতঃপর সে তা ভাল মনে করে তাহলে তার জানা উচিত আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন"- (সূরাহ্ আর ফা-ত্বির ৩৫ : ৮)।

নাবী ﷺ এমনটি করতেন জাতিকে শিক্ষা দেয়ার্থে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করার আবশ্যকীয়তার দিকে দিক নির্দেশনা দেয়ার্থে। অন্যথায় নাবী ﷺ সকল উত্তম ব্যক্তিদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

٢٣٥٨ -[٣٦] وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ حَدِيْثَيْنِ: أَحَدُهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَالْاٰخِرُ عَنْ نَفْسِهٖ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرٰى ذُنُوْبَهٗ كَأَنَّهٗ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرٰى ذُنُوْبَهٗ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلٰى انْفِهٖ فَقَالَ بِهٖ هٰكَذَا أَىْ بِيَدِهٖ فَذَبَّهٗ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «اَللهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِىْ ارْضٍ دَوِيَّةٍ مَهْلَكَةٍ مَعَهٗ رَاحِلَتُهٗ عَلَيْهَا طَعَامُهٗ وَشَرَابُهٗ فَوَضَعَ رَأْسَهٗ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهٗ فَطَلَبَهَا حَتّٰى إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ قَالَ: أَرْجِعُ إِلٰى مَكَانِى الَّذِىْ كُنْتُ فِيْهِ فَأَنَامُ حَتّٰى اَمُوْتَ فَوَضَعَ رَأْسَهٗ عَلٰى سَاعِدِهٖ لِيَمُوْتَ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا رَاحِلَتُهٗ عِنْدَهٗ عَلَيْهَا زَادُهٗ وَشَرَابُهٗ فَاللهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هٰذَا بِرَاحِلَتِهٖ وَزَادِهٖ». رَوٰى مُسْلِمٌ الْمَرْفُوْعَ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْهُ فَحَسْبُ وَرَوَى الْبُخَارِىُّ الْمَوْقُوْفَ عَلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَيْضًا.

২৩৫৮-[৩৬] হারিস ইবনু সুওয়াইদ (রহঃ) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ আমাকে দু'টো কথা বলেছেন- একটি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে, আর অপরটি তাঁর নিজের পক্ষ থেকে। তিনি বলেছেন,

Contents

মু'মিন নিজের গুনাহকে মনে করে সে যেন কোন পাহাড়ের নীচে বসে আছে, যা তার উপর ভেঙ্গে পড়ার আশঙ্কা করে। অপরদিকে গুনাহগার ব্যক্তি নিজের গুনাহকে দেখে একটি মাছির মতো, যা তার নাকের উপর বসল, আর তা সে হাত দিয়ে নাড়িয়ে তাড়িয়ে দিলো। এরপর তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাঁর মু'মিন বান্দার তাওবায় সে লোকের চেয়ে বেশি আনন্দিত হন, যে লোক কোন ধ্বংসকারী মরুভূমিতে পৌঁছেছে, আর তার সাথে তার বাহন রয়েছে, যার উপর তার খাদ্য ও পানীয় রয়েছে। সেখানে সে জমিনে মাথা রাখল ও কিছুক্ষণ ঘুমাল। অতঃপর জেগে দেখল তার বাহন পালিয়ে গেছে। সে তা খুঁজতে শুরু করল। অবশেষে গরম ও তৃষ্ণা এবং অপরাপর দুঃখ-বেদনা যা আল্লাহর মর্জি তাকে দুর্বল করে ফেলল। তখন সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, আমি যেখানে ছিলাম সেখানে গিয়ে (আমৃত্যু) শুয়ে থাকব। সুতরাং সে সেখানে গিয়ে নিজের বাহুর উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল, যাতে সে মৃত্যুবরণ করে। হঠাৎ এক সময় জেগে দেখে তার বাহন তার কাছে, বাহনের উপর তার খাদ্য-সামগ্রীও আছে। তখন সে তার বাহন ও খাদ্য-সামগ্রী ফেরত পাওয়ার আকস্মিকতায় যেরূপ খুশী হয়, আল্লাহ তাঁর মু'মিন বান্দার তাওবায় এর চেয়েও বেশি খুশী হয়। (ইমাম মুসলিম রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে শুধু মারফূ' অংশ এবং ইমাম বুখারী ইবনু মাস্'উদ রাঃ থেকে মাওকূফ ও মারফূ' উভয় অংশ বর্ণনা করেছেন)[৪০২]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرٰى ذُنُوبَهٗ) অর্থাৎ- মু'মিন ব্যক্তি তার গুনাহকে সে বড় ও ভারি মনে করে।

(كَأَنَّهٗ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ) "যেন সে এমন এক পাহাড়ের নীচে যা তার উপর ভেঙ্গে পরার আশংকা করে"। ইবনু আবী জামরাহ্ বলেন, ভয় করার কারণ হল, মু'মিন ব্যক্তির অন্তর আলোকিত। সুতরাং সে যখন তার নিজ থেকে এমন কিছু দেখতে পায় সে যার আশংকা করে যে আশংকার কারণে তার অন্তর আলোকিত হয় তখন সে বিষয়টি তার কাছে বড় মনে হয়। পাহাড়ের সাথে উপমা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে হিকমাত হল, পাহাড় ছাড়া অন্যান্য ধ্বংসযজ্ঞ বিষয় থেকে কখনো মুক্তি লাভের উপায় অর্জন হয় কিন্তু পাহাড়ের ক্ষেত্রে তা হয় না। পাহাড় যখন কোন ব্যক্তির ওপর পতিত হয় তখন স্বভাবত ব্যক্তি তা থেকে মুক্তি পায় না। সারাংশ হল মু'মিন ব্যক্তি তার ঈমানী শক্তির কারণে তার ওপর ভয় প্রাধান্য পায়। ফলে শাস্তির আশংকা থেকে সে নিরাপদে থাকে না। আর এটি হল মু'মিন ব্যক্তির অবস্থা। সর্বদা সে ভীত থাকে ও সতর্ক দৃষ্টি রাখে। সে তার ভাল কর্মকে ছোট মনে করে এবং ছোট পাপ কর্মের কারণে ভয় করে। ক্বারী বলেন, এটি এমন এক উপমা যার অবস্থাকে পাপের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ব্যক্তি মনে করে যখন সে পাহাড়ের নিচে থাকবে তখন তার ধ্বংস আছে, পাহাড়ী ধ্বংসের ব্যাপারে সে ভয় করে। সুতরাং হাদীসটি ঐ কথার উপর প্রমাণ বহন করছে যে, মু'মিন ব্যক্তি চূড়ান্ত ভয় এবং গুনাহ থেকে চূড়ান্ত সতর্কতার মাঝে অবস্থান করে।

(يَرٰى ذُنُوبَهٗ كَذُبَابٍ) ইসমা'ঈলী বর্ণনাতে আছে, (يرى ذنوبه كأنها ذباب)

(عَلٰى أَنْفِهٖ) অর্থাৎ- তার গুনাহ তার কাছে সহজ ব্যাপার, ফলে গুনাহের ব্যাপারে সে এ বিশ্বাসে পরোওয়া করে না যে, ঐ গুনাহের কারণে বড় ধরনের কোন ক্ষতি হতে পারে। যেমন মাছির ক্ষতি তার কাছে সহজ ব্যাপার।

(ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ) জামি'উল উসূল এবং তারগীবে এভাবেই এসেছে। বুখারীতে ইবনু মাস্'উদ-এর হাদীস মারফূ' হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু সংঘটিত হয়নি।

---

[৪০২] সহীহ : বুখারী ৬৩০৮, মুসলিম ২৭৪৪, সহীহ আত্ তারগীব ৩১৫৫।

(اَللّٰهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ) অর্থাৎ- বান্দা অবাধ্যতা থেকে আনুগত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে আনন্দিত হন।

ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন, পাপীর অবস্থার ধরনকে যখন চিন্তা করা হবে ঐ আংশিক ধরনের সাথে তখন তা ঐ দিকে ইঙ্গিত করবে যে, আশ্রয়স্থল হল তাওবাহ্ করা এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা। অর্থাৎ- তখনই দু' হাদীসে মারফূ ও মাওকূফ দু' হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন হবে। এটা বুখারীর শব্দ। মুসলিমে আছে, (لله اشد فرحا بتوبة عبده)।

(الْمُؤْمِنِ) এ শব্দটি মুসলিমের বৃদ্ধি, এটি বুখারীতে নেই। (نزل) এটা বুখারীর বৃদ্ধি, মুসলিমে নেই।

(فِي اَرْضٍ دَوِيَّةٍ مَهْلَكَةٍ) অর্থাৎ- دوية তৃণলতামুক্ত মরুভূমি। ইবনুল আসীর বলেন, الدو অর্থ মরুভূমি। আর ياء সম্বন্ধ করার জন্য এসেছে।

(فَأَنَامُ حَتّٰى اَمُوْتَ) অর্থাৎ- অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত আমার বাহন আমার কাছে ফিরে না আসে। আর জীবনের দিক অসম্ভব মনে করে এবং বাহন ফিরে আসা থেকে নিরাশ হয়ে ব্যক্তি যা উল্লেখ করেছে তা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছে। الذى كنت فيه فأنام থেকে শুরু করে হাদীসের শেষ পর্যন্ত মুসলিমের শব্দ এবং قال ارجع إلى مكانى فرجع فنام نومه ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده এ অংশটুকু বুখারীর। আর তিরমিযীতে আছে,

قال ارجع إلى مكانى الذى اضللتها فيه فأموت فيه فرجع إلى مكانه فغلبته عينه فاستيقظ فاذا راحلته عند راسه، عليها طعامه وشرابه وما يصلحه.

অর্থাৎ- লোকটি বলল, আমি আমার ঐ স্থানে ফিরে যাব যেখানে আমি ঐ বাহনটিকে হারিয়েছি, অতঃপর সেখানে মৃত্যুবরণ করব। এরপর লোকটি তার ঐ স্থানে ফিরে গেলে তার চক্ষু তার ওপর বিজয় লাভ করল। এরপর ঘুম থেকে জেগে হঠাৎ তার কাছে তার বাহন উপস্থিত পেল যার উপর তার খাদ্য, পানি এবং যা তার কল্যাণে আসে এমন কিছু রয়েছে। আহমাদেও এভাবে এসেছে। আর হাদীসটিতে আল্লাহর এ বাণীর দিকে ইঙ্গিত আছে- ﴿إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ﴾ অর্থাৎ- "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাহ্কারীদেরকে ভালবাসেন"- (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২২২)। আর নিশ্চয়ই তারা তাদের সম্মানিত, দয়াময়, করুণাশীল পালনকর্তার কাছে মহা স্থানে আছে।

সতর্কতা : মুসলিম বারা এর হাদীস থেকে এ হাদীসে মারফূ'- এর কারণস্বরূপ উল্লেখ করেছেন এবং তার হাদীসের শুরু হচ্ছে,

كيف تقولون فى رجل انفلتت عنه راحلته بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب وعليها له طعام وشراب فطلبها حتى شق عليه فذكر معناه.

অর্থাৎ- ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমরা কেমন বল? যাকে ছেড়ে তার বাহন তৃণলতাহীন ভূখণ্ডে পলায়ন করেছে। যেখানে কোন খাদ্য নেই, পানীয় বস্তু নেই, এমতাবস্থায় সেই বাহনের উপর আছে তার খাদ্য, তার পানীয় বস্তু। সুতরাং লোকটি তার বাহনের অনুসন্ধানে চলল। পরিশেষে লোকটির ওপর নিজ অবস্থা কঠিন আকার ধারণ করল, এরপর হাদীসটির বাকী অংশ অর্থগতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইবনু হিব্বান এ হাদীসটিকে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে সংক্ষিপ্তভাবে সংকলন করেছেন। সহাবীগণ রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে লোকটির আনন্দের কথা উল্লেখ করল, এমতাবস্থায় যে লোকটি তার হারানো বস্তু খুঁজে পায়। রসূলুল্লাহ (ﷺ)

বললেন, (لله اشد فرحا) অবশ্যই আল্লাহ এর অপেক্ষাও বেশি আনন্দিত হন। (আল হাদীস) হাফিয একে ফাত্‌হ-এ উল্লেখ করেছেন।

(رَوٰى مُسْلِمٌ الْمَرْفُوْعَ) অর্থাৎ- হাদীসে মারফূ'টি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

(وَرَوَى الْبُخَارِيُّ الْمَوْقُوْفَ عَلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَيْضًا) আর তা হল, ان المؤمن হাদীসটি শেষ পর্যন্ত।

সারাংশ নিশ্চয়ই মারফূ', হাদীসটি বুখারী, মুসলিমের ঐকমত্যে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে মাওকূফ হাদীসটি বুখারী এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

٢٣٥٩ ـ[٣٧] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُفَتَّنَ التَّوَّابَ».

২৩৫৯-[৩৭] 'আলী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ওই মু'মিন বান্দাকে ভালবাসেন, যে গুনাহ করে তাওবাহ্ করে।[৪০৩]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْمُفَتَّنَ التَّوَّابَ) অর্থাৎ- পাপে পরীক্ষিত ব্যক্তি।

(التَّوَّابَ) অর্থাৎ- অধিক তাওবাহ্‌কারী এবং আল্লাহ তাকে ভালবাসেন। আর তা কেবল তাওবার দৃষ্টিকোণ থেকে। নিহায়াহ্ গ্রন্থকার বলেন, ফিত্‌নাতে পতিত পরীক্ষিত ব্যক্তিকে আল্লাহ গুনাহের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন, এরপর পাপী তাওবাহ্ করলে, আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করলে আল্লাহ তার তাওবাহ্ গ্রহণ করেন। মানাবী বলেন, এটা এ কারণে যে, তা আল্লাহর ইচ্ছা বাস্তবায়ন, তাঁর মহত্ত্বের প্রকাশ ও তাঁর রহমাতের প্রশস্ততার স্থান।

ইবনুল কুইয়্যিম (রহঃ) বলেন, ফিত্‌নায় পতিত অধিক তাওবাহ্‌কারী ঐ ব্যক্তি যে ব্যক্তি গুনাহের ফিত্‌নাতে পতিত হওয়া মাত্রই তা থেকে তাওবাহ্ করে। কুরতুবী বলেন, এর অর্থ হল, যার থেকে বারংবার গুনাহ এবং তাওবাহ্ সংঘটিত হয়, যখনই সে গুনাহে পতিত হয় তখনই তাওবাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। ক্বারী বলেন, المفتن অর্থাৎ- পাপ, উদাসীনতা অথবা সার্বক্ষণিক আল্লাহর প্রতি অনুরাগী হওয়া থেকে ছিন্ন হওয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি অধিক হারে পরীক্ষিত হয়। এটা এ কারণে যে, যাতে সে অহংকার এবং প্রতারণার মাধ্যমে পরীক্ষিত না হয়। যা গুনাহসমূহের মাঝে সর্বাধিক গুনাহ এবং সর্বাধিক দোষ।

গুনাহে পুনরায় প্রত্যাবর্তন সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও তাওবাহ্ বিশুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে হাদীসটি স্পষ্ট। যে ব্যক্তি তাওবাহ্ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য পূর্বোক্ত গুনাহের দিকে প্রত্যাবর্তন না করাকে শর্ত করেছে এবং বলেছে যদি ব্যক্তি পূর্বোক্ত গুনাহের দিকে ফিরে যায় তাহলে তার তাওবাহ্ বাতিল। এ হাদীসটিতে তাদের উক্ত শর্ত প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তাওবাহ্ বিশুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে কি গুনাহের দিকে কখনো প্রত্যাবর্তন না করাকে শর্ত করা হবে? নাকি এটা কোন শর্ত না? অথঃপর বলেছেন, তাওবাহকারী যখন গুনাহের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে তখন স্পষ্ট হবে তার তাওবাহ্ বাতিল বিশুদ্ধ না। অধিকাংশগণ ঐ মতের উপরে যে, এটি কোন শর্ত না। তাওবার বিশুদ্ধতা কেবল গুনাহ থেকে সরে আসা, তার ব্যাপারে লজ্জিত হওয়া এবং বারংবার প্রত্যাবর্তন বর্জনের ব্যাপারে দৃঢ়তা প্রকাশ করার উপর নির্ভর করে। অতঃপর তাওবাহ্ যদি মানুষের অধিকারের ব্যাপারে হয় তাহলে কি সে অধিকারের ব্যাপারে দায়মুক্ত হতে হবে? এক্ষেত্রে বিশদ ব্যাখ্যা আছে। অচিরেই আল্লাহ

[৪০৩] মাওযূ' (জাল) : আহমাদ ৬০৫, শু'আবুল ঈমান ৬৭২০, য'ঈফাহ্ ৯৬, য'ঈফ আল জামি' ১৭০৫। কারণ এর সানাদে আবূ 'আবদুল্লাহ মাসলামাহ্ আর রাযী এর সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

চাহেতো তা উল্লেখ করব। অতঃপর তাওবাহ্ করাবস্থায় পূর্বের গুনাহের দিকে প্রত্যাবর্তন না করার উপর দৃঢ়তা ব্যক্ত করা সত্ত্বেও যদি প্রত্যাবর্তন করে তাহলে সে ঠিক ঐ ব্যক্তির মতো যে নতুনভাবে অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়েছে এবং তার পূর্বোক্ত তাওবাহ্ বাতিল হবে না। আর মাস্‌আলাটি মৌলিকতার উপর নির্ভরশীল। আর তা হল, নিশ্চয়ই বান্দা যখন কোন গুনাহ থেকে তাওবাহ্ করার পর ঐ গুনাহের দিকে আবারও প্রত্যাবর্তন করবে এমতাবস্থায় কি তার নিকট ঐ গুনাহের পাপ প্রত্যাবর্তন করবে যা থেকে সে তাওবাহ্ করেছিল? এরপর যদি সে ঐ গুনাহের দিকে প্রত্যাবর্তন করে তার উপর স্থির থেকে মারা যায় তাহলে কি সে প্রথম গুনাহ এবং পরবর্তী গুনাহের উপর উভয় গুনাহেরই শাস্তিযোগ্য হবে? নাকি পূর্বের গুনাহ পূর্ণাঙ্গভাবে বাতিল হয়ে যাবে । তাকে কেবল পরবর্তী গুনাহের শাস্তি দেয়া হবে? এ মৌলিকতার ক্ষেত্রে দু'টি উক্তি আছে। এরপর দু'টি উক্তিকে তিনি বিস্তারিতভাবে তার কিতাবের ১ম খণ্ডে ১৫২-১৫৬ পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। সুতরাং কেউ চাইলে তা অধ্যয়ন করতে পারে।

٢٣٦٠ - [٣٨] وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي الدُّنْيَا بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوْا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا﴾ الْاٰيَةَ» فَقَالَ رَجُلٌ: فَمَنْ أَشْرَكَ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ: «أَلَا وَمَنْ أَشْرَكَ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

২৩৬০-[৩৮] সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, *"ইয়া- 'ইবা-দিয়াল্লাযীনা আস্‌রফূ 'আলা- আন্‌ফুসিহিম, লা- তাক্বনাতূ ......"* (অর্থাৎ- হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর অবিচার করেছো, তোমরা আল্লাহর রহমাত হতে নিরাশ হয়ো না"- (সূরাহ্ আয্ যুমার ৩৯ : ৫৩)। এ আয়াতের পরিবর্তে সারা দুনিয়া হাসিল হওয়াকেও আমি পছন্দ করি না। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, যে ব্যক্তি শির্‌ক করেছে? নাবী (ﷺ) তখন কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। অতঃপর তিনবার করে বললেন, যে ব্যক্তি শির্‌ক করেছে তার ব্যাপারেও।[৪০৪]

ব্যাখ্যা : (مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي الدُّنْيَا بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ) "আমি পছন্দ করি না এ আয়াতের বিনিময়ে দুনিয়া আমার জন্য হাসিল হোক"। অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলার বাণী- "হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর অবিচার করেছ তোমরা আল্লাহর রহমাত থেকে নিরাশ হয়ো না"- (সূরাহ্ আয্ যুমার ৩৯ : ৫৩) এ আয়াতের পরিবর্তে সমগ্র দুনিয়াতে যা কিছু আছে তা যদি আমার অর্জিত হয় আর আমি তা দান-খয়রাত করি অথবা তা আমি উপভোগ করি তবুও তা আমার নিকট পছন্দনীয় ও প্রিয় নয়। কেননা এ আয়াতে সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আর এজন্যই নাবী (ﷺ) বিশেষভাবে এ আয়াতের কথা উল্লেখ করেছেন। নতুবা কুরআনের সকল আয়াতই এ রকম, অর্থাৎ- তাঁর বিনিময়ে দুনিয়া নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়া যায় না।

ইমাম শাওকানী বলেন : কুরআন কারীমের এ আয়াতটি সর্বাধিক আশাপ্রদ আয়াত। কেননা এতে সর্বাধিক শুভসংবাদ রয়েছে। প্রথমত আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে তার নিজের দিকে সম্বোধন করে বলেছেন : ﴿يَا عِبَادِيَ﴾ "হে আমার বান্দাগণ!" এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে মর্যাদাবান করেছেন।

[৪০৪] **য'ঈফ** : আহমাদ ২২৩৬২, য'ঈফাহ্ ৪৪০৯, য'ঈফ আল জামি' ৪৯৮০, শু'আবুল ঈমান ৬৭৩৫, মু'জামুল আওসাত লিত্ব ত্বারানী ১৮৯০। কারণ এর সানাদে আবূ 'আবদুর রহমান আল জাবালানী একজন মাজহূলুল হাল রাবী এবং ইবনু লাহই'আহ্ একজন দুর্বল রাবী।

এরপর বলেছেন যে, যারা অধিক বাড়াবাড়ি করেছে এবং অধিক পরিমাণ গুনাহতে লিপ্ত হয়েছে তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাদের তাঁর রহমাত থেকে নিরাশ হতে নিষেধ করেছেন। অতএব যারা গুনাহ করেছে তবে বাড়াবাড়ি করেনি তাদের প্রতি নিরাশ না হওয়ার বাণী আরো অধিক কার্যকর।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সকল প্রকারের গুনাহ ক্ষমা করবেন"– (সূরাহ্ আয্ যুমার ৩৯ : ৫৩)। এতে বুঝা গেল যে, গুনাহের ধরন যাই হোক না কেন আল্লাহ তা ক্ষমা করেন। তবে আল্লাহর বাণী : "আল্লাহ তা'আলা শির্ক গুনাহ ক্ষমা করেন না"– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৪৮)। এ শির্ক গুনাহকারী ব্যক্তি যদি তাওবাহ্ করে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ফিরে আসে তাহলে তিনি তাও ক্ষমা করেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : "নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল ও অতি দয়ালু"– (সূরাহ্ আয্ যুমার ৩৯ : ৫৩)।

(فَقَالَ رَجُلٌ: فَمَنْ أَشْرَكَ؟) "এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, যে ব্যক্তি শির্ক করেছে তাকে কি ক্ষমা করা হবে?" নাবী ﷺ কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বললেন : (أَلَا وَمَنْ أَشْرَكَ) "হ্যাঁ, যে শির্ক করেছে তাকেও তিনি ক্ষমা করবেন (যদি সে তাওবাহ্ করে)।

ইমাম ত্বীবী বলেন : শির্কে লিপ্ত ব্যক্তিও ﴿لَا تَقْنَطُوْا مِن رَّحْمَةِ اللّٰهِ﴾ "তোমরা আল্লাহর রহমাত থেকে নিরাশ হয়ো না"– (সূরাহ্ আয্ যুমার ৩৯ : ৫৩) এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

٢٣٦١ - [٣٩] وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَيَغْفِرُ لِعَبْدِهٖ مَا لَمْ يَقَعِ الْحِجَابُ». قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْحِجَابُ؟ قَالَ: «أَنْ تَمُوْتَ النَّفْسُ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ» رَوَى الْأَحَادِيْثَ الثَّلَاثَةَ أَحْمَدُ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَخِيْرَ فِيْ كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ.

২৩৬১-[৩৯] আবূ যার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাকে ক্ষমা করে দেন, যতক্ষণ পর্যন্ত (আল্লাহ ও তার বান্দার মধ্যে) পর্দা না পড়ে। সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! পর্দা কী? তিনি (ﷺ) বললেন, কোন ব্যক্তির মুশরিক হয়ে মৃত্যুবরণ করা।

উপরোক্ত তিনটি হাদীসই বর্ণনা করেছেন ইমাম আহ্‌মাদ, আর শেষ হাদীসটি ইমাম বায়হাক্বী বর্ণনা করেছেন *"কিতাবিল বা'সি ওয়ান্ নুশূর"*-এ।[৪০৫]

ব্যাখ্যা : (مَا لَمْ يَقَعِ الْحِجَابُ) "যতক্ষণ পর্যন্ত পর্দা না পড়ে"। অর্থাৎ- আল্লাহর রহমাত ও বান্দার মাঝে পর্দা না পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ক্ষমা করতে থাকেন। পর্দা পড়ে গেলে আর ক্ষমা করেন না।

(وَمَا الْحِجَابُ؟) "পর্দা কি?" অর্থাৎ- আল্লাহর রহমাত ও বান্দার মাঝে কিভাবে পর্দা পতিত হয় যাতে তার গুনাহ ক্ষমা করা বন্ধ হয়ে যায়।

(قَالَ: أَنْ تَمُوْتَ النَّفْسُ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ) "নাবী ﷺ বললেন : কোন ব্যক্তি যখন শির্কে লিপ্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে"। অর্থাৎ- শির্ক গুনাহ করার পর তাওবাহ্ না করেই মারা যায় তখন তার মাঝে এবং আল্লাহর রহমাতের মাঝে পর্দা পড়ে যায়, ফলে আল্লাহ তা'আলা তখন আর তার গুনাহ ক্ষমা করেন না।

---

[৪০৫] **য'ঈফ :** আহমাদ ২১৫২২, ইবনু হিব্বান ৬২৭, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ৭৬৬০। কারণ এর সানাদে 'উমার ইবনু নু'আয়ম এবং তার উস্তায উমামাহ্ ইবনু সালমান উভয়েই মাজহূল রাবী।

শির্কের অনুরূপ সকল প্রকার কুফ্রী গুনাহ, অর্থাৎ- বান্দা যদি কুফ্রীতে লিপ্ত হওয়ার পর তা থেকে তাওবাহ্ **না** করে মারা যায় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করবেন না।

٢٣٦٢ - [٤٠] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ لَقِيَ اللّٰهَ لَا يَعْدِلُ بِهٖ شَيْئًا فِي الدُّنْيَا ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلَ جِبَالٍ ذُنُوبٌ غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ

২৩৬২-[৪০] উক্ত রাবী (আবূ যার ﷺ) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কাউকেও আল্লাহর সমতুল্য মনে না করে মৃত্যুবরণ করবে, তার পাহাড় পরিমাণ গুনাহ থাকলেও আল্লাহ তাকে মাফ করে দিবেন। (বায়হাক্বী *"কিতাবিল বা'সি ওয়ান্ নুশূর"*-এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)[৪০৬]

ব্যাখ্যা : (مَنْ لَقِيَ اللّٰهَ لَا يَعْدِلُ بِهٖ شَيْئًا فِي الدُّنْيَا) "যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন কিছুকেই আল্লাহর সমতুল্য মনে না করে মৃত্যুবরণ করে"। অর্থাৎ- দুনিয়াতে থাকাবস্থায় আল্লাহর সাথে শির্ক না করে মারা যায়। ঈমান আনা আর না আনা দুনিয়ার ব্যাপার। কেননা মৃত্যুর পরে বাস্তবতার সম্মুখীন হওয়ার পরে সকলেই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, সে ঈমান কারো উপকারে আসবে না যদি সে দুনিয়াতে ঈমান না এনে থাকে।

(كَانَ عَلَيْهِ مِثْلَ جِبَالٍ ذُنُوبٌ غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ) "তার ওপর পাহাড় পরিমাণ গুনাহ থাকলেও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন"। অর্থাৎ- আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাঁর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। যেমন- আল্লাহ বলেন : ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ﴾ "শির্ক ব্যতীত অন্য গুনাহ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন"– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৪৮)।

ত্বারানীতে বর্ণিত, নাহ্ওয়াস ইবনু সাম্'আন ﷺ বর্ণিত হাদীসও অত্র হাদীসকে সমর্থন করে। তাতে আছে "যে ব্যক্তি শির্ক না করে মৃত্যুবরণ করবে তার জন্য আল্লাহর ক্ষমা বৈধ হয়ে যাবে"।

٢٣٦٣ - [٤١] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهٗ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ النَّهْرَانِيُّ وَهُوَ مَجْهُوْلٌ. وَفِيْ «شَرْحِ السُّنَّةِ» رَوٰى عَنْهُ مَوْقُوْفًا قَالَ: اَلنَّدَمُ تَوْبَةٌ، وَالتَّائِبُ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهٗ.

২৩৬৩-[৪১] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : গুনাহ হতে তাওবাহ্কারী ঐ ব্যক্তির মতো যার কোন গুনাহ নেই। (ইবনু মাজাহ। আর বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান-এ বলেন, নাহরানী এটা একাই বর্ণনা করেছেন, যদিও তিনি মাজহূল ব্যক্তি। আর শারহুস্ সুন্নাহ্'য় ইমাম বাগাবী এটাকে মাওকূফ ['আবদুল্লাহ-এর কথা] হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি ['আবদুল্লাহ] বলেছেন, "অনুশোচনাই হলো তাওবাহ্, আর তাওবাহ্কারী হলো ঐ ব্যক্তির মতো যার কোন গুনাহ নেই"।)[৪০৭]

---

[৪০৬] বায়হাক্বী : আল বা'সি ওয়ান্ নুশূর ৩১।

[৪০৭] **হাসান লিগয়রিহী :** ইবনু মাজাহ ৪২৫০, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ১০২৮১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০৫৬১, সহীহ আত্ তারগীব ৩১৪৫, সহীহ আল জামি' ৩০০৮, শারহুস্ সুন্নাহ ১৩০৭।

ব্যাখ্যা : (اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ) অর্থাৎ- বিশুদ্ধ তাওবাহ্‌। আর গুনাহের ব্যাপকতার ব্যবহার সকল প্রকার গুনাহকে অন্তর্ভুক্ত করছে। সুতরাং হাদীসটি ঐ কথার উপর প্রমাণ বহন করছে যে, তাওবাহ্‌ যে কোন গুনাহের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। আর হাদীসটির বাহ্যিকতা ঐ কথার উপর প্রমাণ বহন করছে যে, তাওবাহ্‌ যখন তার সকল শর্তসহ বিশুদ্ধতা লাভ করবে তখন তা গৃহীত হবে।

(كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهٗ) অর্থাৎ- ক্ষতি সাধন না হওয়ার ক্ষেত্রে বেগুনাহ ব্যক্তির মতো। সিনদী বলেন, এর বাহ্যিক দিক হল গুনাহকে তওবাহ্‌কারীর 'আমালনামা থেকে উঠিয়ে দেয়া হবে অথবা শাস্তি না হওয়ার ক্ষেত্রে গুনাহমুক্ত ব্যক্তির সাথে সাদৃশ্য। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

ইমাম ত্বীবী বলেন, এটা হল, আধিক্যতা স্বরূপ অপূর্ণাঙ্গকে পূর্ণাঙ্গের সাথে মিলিয়ে দেয়া অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। যেমন বলা হয়, যায়দ সিংহের মতো। কেননা কোন সন্দেহ নেই যে, তাওবাহ্‌কারী মুশরিক ব্যক্তি গুনাহমুক্ত নাবীর মতো না।

ইবনু হাজার আসক্বালানী এ কথার পেছনে ঐ কথা টেনেছেন যে, যার কোন গুনাহ নেই– এ কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যে ব্যক্তি গুনাহের সম্মুখীন হবে তবে গুনাহ থেকে তাকে সংরক্ষণ করা হবে। সুতরাং এ ধরনের তাশবীহ থেকে নাবী এবং মালায়িকাহ্‌ (ফেরেশতাগণ) বের হয়ে গেছে, এ ধরনের তাশবীহ বা সাদৃশ্য দ্বারা তারা উদ্দেশ্য না।

ক্বারী বলেন, সুতরাং মতানৈক্য শাব্দিক। যে ব্যক্তি গুনাহ্‌ করে তা থেকে তাওবাহ্‌ করবে এবং যে ব্যক্তি মূলত গুনাহ্‌ই করবে না এদের দু'জনের ক্ষেত্রে বিদ্বানগণ মতানৈক্য করেছেন যে, এদের দু'জনের মাঝে কে উত্তম? লাম্‌'আত গ্রন্থকার বলেন, এর দৃষ্টিকোণ বিভিন্ন ধরনের।

ইবনুল ক্বইয়্যিম মাদারিজুস্‌ সালিক্বীনের ১ম খণ্ডে ১৬৩ পৃষ্ঠাতে বলেন, অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়নি এমন আনুগত্যশীল ব্যক্তি কি ঐ অবাধ্য ব্যক্তি হতে উত্তম, যে আল্লাহর কাছে প্রকৃত তাওবাহ্‌ করেছে? মোটকথা এ তাওবাহ্‌কারী কি এ অবাধ্যতায় লিপ্ত না হওয়া ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম? এ ব্যাপারে মতানৈক্য করা হয়েছে। অতঃপর একদল অবাধ্যতায় লিপ্ত না হওয়া ব্যক্তিকে অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে বিশুদ্ধ তাওবাহ্‌কারী ব্যক্তির ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বিভিন্নভাবে তারা দলীল দিয়েছেন এরপর তা উল্লেখ করেছেন যার সীমা দশ পর্যন্ত পৌঁছেছে। এরপর ইবনুল ক্বইয়্যিম বলেন, একদল তাওবাহ্‌কারীকে প্রাধান্য দিয়েছেন যদিও এ দল প্রথম ব্যক্তির অধিক পুণ্যের অধিকারী হওয়াকে অস্বীকার করেনি। তারাও এ ব্যাপারে বিভিন্ন প্রমাণ স্বরূপ তা উল্লেখ করেছেন যার পরিমাণও দশ পর্যন্ত পৌঁছেছে। আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে বিধায় সে আলোচনা এখানে ছেড়ে দেয়া হল। মাস্‌আলাটি অতি সূক্ষ্ম ও মহৎ মাস্‌আলাহ্‌। সুতরাং ব্যক্তির উপর আবশ্যক মাদারিজ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করা যাতে এ ব্যাপারে তার নিকটে অন্য একটি মাস্‌আলাহ্‌ স্পষ্ট হয়ে যায়। সে ব্যাপারেও মতানৈক্যকারীরা মতানৈক্য করেছেন। আর তা হল বান্দা যখন গুনাহ থেকে তাওবাহ্‌ করবে তখন সে কি ঐ মর্যাদার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে গুনাহের পূর্বে যে মর্যাদার উপর ছিল, যে মর্যাদা থেকে তার গুনাহ তাকে নামিয়ে দিয়েছে? নাকি প্রত্যাবর্তন করবে না?

ইবনুল ক্বইয়্যিম মাদারিজুস্‌ সালিক্বীনে ১ম খণ্ডে ১৬১ পৃষ্ঠাতে বলেন, একদল বলেন, সে তার পূর্ব মর্যাদায় ফিরে যাবে। কেননা তাওবাহ্‌ তার গুনাহকে পূর্ণাঙ্গভাবে বাতিল করে দিবে এবং গুনাহকে এমন করে দিবে যেন গুনাহ ছিল না। মর্যাদার কারণে ব্যক্তির পূর্বের ঈমান ও সৎ 'আমালকে দাবী করা হবে। সুতরাং ব্যক্তি তাওবার কারণে পূর্বের মর্যাদায় ফিরে আসবে। তারা বলেন, কেননা তাওবাহ্‌ একটি মহা পুণ্য এবং সৎ 'আমাল। সুতরাং ব্যক্তির গুনাহ যখন ব্যক্তিকে তার মর্যাদা থেকে নামিয়ে দিয়েছিল এখন তাওবার কারণে

তার পুণ্য তাকে সে মর্যাদায় আরোহণ করাবে। আর এটা ঐ ব্যক্তির মতো যে ব্যক্তি কোন কূপে পতিত হল, এমতাবস্থায় তার একজন দয়ালু সাথী আছে সে তার কাছে একটি রশি ফেলল, ফলে কূপে পতিত ব্যক্তি সে রশি ধরে তার স্বস্থানে উঠে আসলো। এভাবে তাওবাহ্ হল সৎ 'আমাল যা এ সৎসাথী এবং দয়ালু ভাইয়ের মতো। একদল বলেন, সে তার পূর্বের অবস্থা ও মর্যাদায় ফিরে যেতে পারবে না, কেননা সে গুনাহতে থেমে ছিল না, সে গুনাহতে আরোহণ করছিল। সুতরাং গুনাহের কারণে সে নিম্নের দিকে যাবে। অতঃপর বান্দা যখন তাওবাহ্ করবে তখন ঐ গুনাহের পরিমাণ কমে যাবে, যা তাকে উন্নতির দিকে আরোহণে প্রস্তুত করবে। তারা বলেন, এর উদাহারণ হল একটি পথে একই ভ্রমণে ভ্রমণকারী দু'ব্যক্তির ন্যায় যাদের একজনের সামনে এমন কিছু জিনিস উপস্থিত হল যা তাকে পেছনের দিকে ফিরিয়ে দিল অথবা তাকে থামিয়ে দিল এমতাবস্থায় তার সাথী অবিরাম চলছেই। অতঃপর যখন এ ব্যক্তি তার সাথীর প্রত্যাবর্তন ও বিরতি কামনা করল এবং তার সাথীর পেছনে চলল, কিন্তু কোন মতেই তার সাথীকে পেল না। কেননা যখনই সে একধাপ ভ্রমণ করে তখন তার সাথী আরো একধাপ এগিয়ে যায়। তারা বলেন, প্রথম ব্যক্তি সে তার 'আমালসমূহ এবং ঈমানের শক্তিতে ভ্রমণ করে। যখন সে বেশি ভ্রমণ করে তখন তার শক্তিও বৃদ্ধি হয় এবং ঐ থামা ব্যক্তি যে ভ্রমণ থেকে বিরত ছিল তার থেমে থাকার কারণে তার ভ্রমণ ও ঈমানের শক্তি দুর্বল হয়ে যায়।

(تَوْبَةٌ) এর অর্থ হল, নিশ্চয়ই লজ্জিত হওয়া তাওবার একটি বড় অংশ এবং তাতে স্বভাবত তাওবার অবশিষ্ট অংশগুলোকে আবশ্যককারী। কেননা লজ্জিত ব্যক্তি স্বভাবত বর্তমানকালে গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে ভবিষ্যতে ঐ গুনাহতে প্রত্যাবর্তন না করার ব্যাপারে দৃঢ়তা ব্যক্ত করে আর এ অনুসারে তাওবাহ্ পূর্ণতা লাভ করে। তবে ঐ ফার্‌যসমূহের ক্ষেত্রে ছাড়া যা পূরণ করা আবশ্যক। তখন ফার্‌যসমূহের ক্ষেত্রে তাওবাহ্ ফার্‌যসমূহ আদায় করার মুখাপেক্ষী হবে। অন্যথায় বান্দার অধিকারসমূহের ক্ষেত্রে তাওবাহকারী বান্দার অধিকারসমূহ ফেরত দেয়ার এবং লজ্জিত হওয়ার মুখাপেক্ষী হবে। এ উক্তিটি সিনদী করেছেন।

ক্বারী বলেন, (النَّدَمُ تَوْبَةٌ) অর্থাৎ- তাওবার সর্বাধিক বড় রুকন হল লজ্জিত হওয়া। কেননা পাপ কাজ বর্জন করা এবং তার দিকে পুনরায় প্রত্যাবর্তন না করার ব্যাপারে দৃঢ়তা ব্যক্ত করার মাধ্যমে তাওবার অবশিষ্ট রুকনগুলোকে এর উপর ধার্য করা হয়। আর সম্ভব অনুযায়ী বান্দার অধিকারসমূহের ক্ষতিপূরণ দেয়া, ঠিক ঐ রুকন যেমন হাজ্জের রুকনসমূহের ক্ষেত্রে 'আরাফায় অবস্থান করা তবে তা পূর্ণাঙ্গভাবে বিপরীত। আর অবাধ্য কাজের ব্যাপারে লজ্জিত হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হল সেটি অবাধ্য কাজ, এ দৃষ্টিকোণ থেকে লজ্জিত হওয়া অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে না।

'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, আমি বলব, বিদ্বানগণ তাওবার সংজ্ঞার ক্ষেত্রে মতানৈক্য করেছেন। অতঃপর তাদের কেউ বলেছেন, নিশ্চয়ই তা হল লজ্জিত হওয়া। কেউ বলেন, নিশ্চয়ই তা হল পুনরায় অবাধ্যতায় জড়িত না হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়তা ব্যক্ত করা। কেউ বলেন, তা হল গুনাহ থেকে সরে আসা। তাদের কেউ আবার তাওবাকে তিনটি বিষয়ের মাঝে একত্র করেন আর তা হল তাওবার মাঝে পূর্ণাঙ্গ তাওবাহ্। হাফিয এবং অন্য কেউ বলেন, তাওবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে গুনাহ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে ব্যক্তি লজ্জিত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া কেননা লজ্জা গুনাহ থেকে সরে আসা এবং পুনরায় সে গুনাহতে লিপ্ত না হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়তা ব্যক্তকে আবশ্যক করে– এ বিষয় দু'টি লজ্জা থেকেই সৃষ্টি হয়। এ দু'টি লজ্জার সাথে কোন মৌলিক বিষয় না। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই হাদীসে এসেছে, (النَّدَمُ تَوْبَةٌ) আর এটি ইবনু মাস্‌'উদ-এর হাদীস কর্তৃক একটি হাসান হাদীস।

(وَالتَّائِبُ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ) অর্থাৎ- বান্দা যখন বিশুদ্ধ তাওবাহ্ করবে তখন সে গুনাহ থেকে ঐ দিনের ন্যায় বের হয়ে যায় যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল। ইমাম হাকিম তার কিতাবের ৪র্থ খণ্ডে ২৪৩ পৃষ্ঠাতে সংক্ষিপ্তভাবে একে সংকলন করেছেন, অর্থাৎ- (وَالتَّائِبُ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ) এ অংশটুকু ছাড়া।

(٣) بَابُ سَعَةِ رَحْمَةِ اللّٰهِ

অধ্যায়-৩ : আল্লাহ্ তা'আলার রহ্‌মাতের ব্যাপকতা

অত্র অধ্যায়ের অধিকাংশ হাদীস অবাধ্যতা থেকে তাওবাহ্ করা, আশা করার পরিণাম এবং ক্ষমা থেকে নিরাশ না হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদানকারী দয়াময় আল্লাহর রহমাতে সম্পর্কে। এটি ক্বারীর উক্তি। 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, কতিপয় কপিতে (আল্লাহর রহমাতের প্রশস্ততা সম্পর্কে অধ্যায়) এভাবে এসেছে এবং তাতে উল্লেখিত হাদীসের সাথে এর সামঞ্জস্যতা অস্পষ্ট নয়।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٣٦٤ -[١] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: لَمَّا قَضَى اللّٰهُ الْخَلْقَ كَتَبَ كِتَابًا فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي «وَفِي رِوَايَةٍ» غَلَبَتْ غَضَبِي. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৩৬৪-[১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা মাখলূক্বাত (সৃষ্টিজগত) সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নিলে একটি কিতাব লিখলেন, যা 'আর্‌শের উপর সংরক্ষিত আছে। এতে আছে, আমার রহ্‌মাত আমার রাগকে প্রশমিত করেছে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, আমার রাগের উপর (রহ্‌মাত) জয়ী হয়েছে। (বুখারী, মুসলিম)[৪০৮]

ব্যাখ্যা : (لَمَّا قَضَى اللّٰهُ الْخَلْقَ) অর্থাৎ- যখন তিনি সকল সৃষ্টিজীবকে সৃষ্টি করলেন। যেমন তার বাণী, فقضاهن سبع سماوات অর্থাৎ- তিনি এগুলোকে সৃষ্টি করলেন।

ক্বারী বলেন, (لَمَّا قَضَى اللّٰهُ الْخَلْقَ) অর্থাৎ- যখন আল্লাহ সকল সৃষ্টিজীবের সৃষ্টিকে নির্ধারণ করলেন, অস্তিত্বসমূহের প্রকাশ সম্পর্কে ফায়সালা দিলেন অথবা যখন আল্লাহ অঙ্গীকার গ্রহণের দিন সৃষ্টিজীবকে সৃষ্টি করলেন অথবা তাদেরকে সৃষ্টি করতে শুরু করলেন।

'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, আমি বলব, বুখারীর এক বর্ণনাতে তাওহীদ পর্বে আল্লাহর বাণী, ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ﴾ (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান ৩ : ২৮) এ অধ্যায়ে এসেছে, (لما خلق الله الخلق) অর্থাৎ- আল্লাহ যখন সকল সৃষ্টিজীবকে সৃষ্টি করলেন। এভাবে আহমাদ এবং মুসলিমের এক বর্ণনাতে এবং তিরমিযীতে এসেছে, (ان الله حين خلق الخلق) অর্থাৎ- নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন সকল সৃষ্টিজীবকে সৃষ্টি

[৪০৮] সহীহ : বুখারী ৭৪২২, মুসলিম ২৭৫১, আহমাদ ৭৫০০, শারহুস্ সুন্নাহ ৪১৭৮।

করলেন)। আর বুখারী ও মুসলিমের এক বর্ণনাতে আছে, (كتب فى كتاب) অর্থাৎ- লাওহে মাহফূযে মালায়িকাহ্-কে (ফেরেশতাগণকে) অথবা কলমকে লিখতে নির্দেশ দেয়ার মাধ্যমে। আর একে সমর্থন করছে 'উবায়দাহ্ বিন সামিত-এর (اول ما خلق الله القلم) অর্থাৎ- সর্বপ্রথম আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তা হল কলম। এ হাদীস, অর্থাৎ- 'আর্‌শ এবং পানি ছাড়া অন্য যা কিছু আছে তার দিকে সম্বন্ধ করে। এরপর আল্লাহ কলমকে বললেন, তুমি লিখ তখন কলম ক্বিয়ামাত পর্যন্ত যা হবে তা লিখতে শুরু করল। আরো সমর্থন করছে (جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة) অর্থাৎ- ক্বিয়ামাত পর্যন্ত যা হবে সে সম্পর্কে অথবা লেখা সম্পর্কে কলম শুকিয়ে গেছে। এ হাদীস তিরমিযী এবং ইবনু মাজাহতে (كتب بيده على نفسه) এসেছে। অর্থাৎ- তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতির দাবী অনুযায়ী নিজের ওপর তা আবশ্যক করে নিয়েছেন। এখানে আল্লাহ যে কিতাব শব্দের উল্লেখ করেছেন তা মূলত তাঁর সাহায্যার্থে নয়। কারণ তিনি তা ভুলে যায় না, কেননা এ সব থেকে তিনি পবিত্র। তার নিকট কোন কিছু গোপন নয়। আর তা কেবল শারী'আতের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে এমন সৃষ্টি দায়িত্বশীল মালায়িকাহ্'র কারণে। অতঃপর যদি বলা হয়, কলম প্রতিটি জিনিসকে লিখে রেখেছে এ সত্ত্বেও আলোচনাতে এ বিষয়টি নির্দিষ্ট করার কারণ কি? 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, আমি বলব, এতে যেই পূর্ণাঙ্গ আশা রয়েছে তা এবং নিশ্চয়ই তার রহমাতে প্রতিটি জিনিসকে পরিব্যাপৃত করে নিয়েছে তা প্রকাশ করার জন্য এ নির্দিষ্টতা। যা অন্যান্য বিষয়ের বিপরীত।

(فَهُوَ) অর্থাৎ- ঐ কিতাব যা লিখিত অর্থে ব্যবহৃত। একমতে বলা হয়েছে, তার বিদ্যা অথবা তার আলোচনা। (عِنْدَهٗ) অর্থাৎ- সাধারণ অর্থ তার নিকটে। তবে এখানে এর অর্থ তাঁর নিকটে তথা স্থান উদ্দেশ্য নয় বরং তাঁর মর্যাদা উদ্দেশ্য, কেননা তিনি শুরু বা প্রারম্ভের লক্ষণ থেকে পবিত্র।

(فَوْقَ عَرْشِهٖ) সকল সৃষ্টিজীব থেকে সুরক্ষিত, অনুভূতি থেকে দূরে। হাফিয বলেন, এখানে عند এর অর্থ 'স্থান' হবে না বরং তা সৃষ্টিজীব থেকে পূর্ণাঙ্গ গোপন হওয়ার দিকে ইঙ্গিত, তাদের অনুভূতিশক্তি থেকে দূরে। এতে বিষয়াবলীকে মর্যাদা দানের ব্যাপারে মহা সম্মানের ব্যাপারে সতর্কতা রয়েছে।

ইমাম খাত্ত্বাবী বলেন, الكتاب দ্বারা দু'টি বিষয়ের একটি উদ্দেশ্য আর তার একটি হল সম্পন্ন করা যা আল্লাহ সম্পন্ন করেছেন। যেমন তাঁর বাণী, ﴿كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ﴾ অর্থাৎ- "আল্লাহ সম্পন্ন করে দিয়েছেন বা রায় দিয়েছেন, অবশ্যই আমি এবং আমার রসূলগণ বিজয় লাভ করবে"- (সূরাহ্ আল মুজাদালাহ্ ৫৮ : ২১)। অর্থাৎ- ঐ বিষয়টি সম্পন্ন করে তিনি বলেছেন। আর রসূলের উক্তি (فوق العرش) এর অর্থ হল তার নিকটে আছে তার জ্ঞান, তিনি তা ভুলেন না এবং পরিবর্তনও করেন না। যেমন আল্লাহর বাণী, "কিতাবে রয়েছে আমার প্রভু পথভ্রষ্ট হন না এবং ভুলেও যান না"- (সূরাহ্ ত্ব-হা- ২০ : ৫২)। পক্ষান্তরে লাওহে মাহফূয, যাতে রয়েছে সৃষ্টির প্রকারসমূহের বর্ণনা, তাদের বিষয়াবলী, তাদের মৃত্যু নির্দিষ্ট সময়, তাদের রিযক্ব ও তাদের অবস্থাসমূহের বর্ণনা। আর (فَهُوَ عِنْدَهٗ فَوْقَ عَرْشِهٖ) এর অর্থ হল, তাঁর যিক্‌র ও তাঁর জ্ঞান এবং ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে এ প্রত্যেকটি বৈধ। একমতে বলা হয়েছে, আল্লাহ এর ক্ষেত্রে (عند) এর সুপরিচিত "স্থান" অর্থ নেয়া অসম্ভব। সুতরাং আল্লাহর ক্ষেত্রে (عند) এর অর্থ ঠিক সেভাবে গ্রহণ করতে হবে যেভাবে তার সাথে মানানসই বা এর অর্থ তাঁরই দিকে সোপর্দ করতে হবে। 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, এটা এমন এক বিষয় যে ব্যাপারে চুপ থাকা বাঞ্ছনীয়। সুতরাং এ খবর সম্পর্কে আমরা বলব, তবে এর ধরন বর্ণনা থেকে আমরা বিরত থাকব। কেননা তার মতো কোন কিছু নেই। সুতরাং উত্তম হল বরং সুনির্দিষ্ট হল, বিষয়টিকে তাঁর বাহ্যিকতার দিকে ঘুরিয়ে দেয়া এবং কোন ধরনের পরিবর্তন না করা।

(سَبَقَتْ غَضَبِىْ «وَفِىْ رِوَايَةٍ» غَلَبَتْ غَضَبِىْ) দ্বিতীয় বর্ণনাটি শুধু বুখারীর, তিনি এটা সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কিত অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। মুসলিমের শব্দ (تغلب) এভাবে বুখারীতে আল্লাহর বাণী, (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান ৩ : ২৮ আয়াত) ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ﴾ এ অধ্যায়ে এসেছে।

ক্বারী বলেন, (غَلَبَتْ غَضَبِىْ) অর্থাৎ- আমার রহমাত আমার রাগের উপর বিজয় লাভ করেছে। এর উদ্দেশ্য হল, আমার রহমাতের প্রভাবসমূহ আমার রাগের প্রভাবসমূহের উপর বিজয় লাভ করেছে, এটি এর পূর্ববর্তী অংশের ব্যাখ্যা। উদ্দেশ্য হল, রহমাতের প্রশস্ততা, তার আধিক্যতা এবং তা সমস্ত সৃষ্টিকে শামিল করে নেয়া এমনকি যেন তা অগ্রগামী ও বিজয়ী যেমন একজন ব্যক্তির স্বভাব বৈশিষ্ট্যের মাঝে যখন দয়ার পরিমাণ অধিক হয় তখন সে ক্ষেত্রে (غلب على فلان الكرم) অর্থাৎ- অমুকের উপর দয়ার দিক প্রাধান্য পেয়েছে– এ কথা বলা হয়। অন্যথায় আল্লাহর (رحمة) অর্থাৎ- দয়া, এবং (غضب) অর্থাৎ- রাগ। দু'টি আলাদা বৈশিষ্ট্য যা আল্লাহর পুণ্যদান ও শাস্তিদান ইচ্ছার দিকে প্রত্যাবর্তনশীল। আর তাঁর গুণসমূহের ব্যাপারে তাদের একটিকে অপরটির উপর বিজয় লাভের বর্ণনা করা হয় না। তা কেবল আধিক্যতার পদ্ধতিতে রূপকতার জন্য ব্যবহার করা হয়।

আর (سَبَقَتْ رَحْمَتِىْ) এর অর্থ ক্রোধের উপর রহমাতের আধিক্যতার জন্য পণ করা। যেমন বলা হয়, (تسابقتا فسبقت احداهما على الأخرى) ঘোড়া দু'টি প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হল, অতঃপর দু'টির একটি অপরটির উপর অগ্রগামী হল।

লাম্'আত গ্রন্থকার বলেন, ওটা এজন্য যে, কেননা আল্লাহর রহমাতের প্রভাবসমূহ তাঁর উদারতা এবং অনুগ্রহ সকল সৃষ্টিজীবকে ব্যাপক করে নিয়েছে আর তা সীমাবদ্ধ নয় যা غضب তথা ক্রোধের প্রভাবের বিপরীত। কেননা তা কিছু কারণবশত কতিপয় আদাম সন্তানের ওপর প্রকাশ পেয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, অর্থাৎ- "আর যদি তোমরা আল্লাহর নি'আমাতসমূহ গণনা কর তোমরা তা পরিসংখ্যান করতে পারবে না"– (সূরাহ্ আন্ নাহ্‌ল ১৬ : ১৮)। তিনি আরো বলেন, অর্থাৎ- "আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা তাকে পৌঁছিয়ে থাকি, এবং আমার রহমাত প্রতিটি জিনিসকে পরিব্যাপৃত করে নিয়েছে"– (সূরাহ্ আল আ'রাফ ৭ : ১৫৬)। আল্লাহর বাণী : "আর আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের অন্যায়ের কারণে পাকড়াও করতেন তাহলে জমিনের উপর কোন প্রাণী ছেড়ে দিতেন না"– (সূরাহ্ আন্ নাহ্‌ল ১৬ : ৬১)। সুতরাং তিনি তাঁর রহমাতকে তাদের মাঝে অবশিষ্ট রাখবেন এবং বাহ্যিকভাবে তাদেরকে দান করবেন ও তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন, এজন্য তাদেরকে দুনিয়াতে পাকড়াও করবেন না। সুতরাং এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর রহমাত তাঁর غضب এর উপর অগ্রগামী।

٢٣٦٥ -[٢] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ لِلّٰهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ فَبِهَا يَتَعَاطَفُوْنَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُوْنَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلٰى وَلَدِهَا وَأَخَّرَ اللّٰهُ تِسْعًا وَتِسْعِيْنَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৩৬৫-[২] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলার একশটি রহ্‌মাত রয়েছে, তন্মধ্যে মাত্র একটি রহ্‌মাত তিনি (দুনিয়ার) জিন্, মানুষ, পশু ও কীট-পতঙ্গের জন্যে অবতীর্ণ করেছেন। এই একটি রহ্‌মাত দিয়ে তারা পরস্পরকে স্নেহ-মমতা করে, এ রহমাত দিয়ে তারা পরস্পরকে দয়া করে। এর দ্বারাই বন্য প্রাণীরা এদের সন্তান-সন্ততিকে

ভালবাসে। আর অবশিষ্ট নিরানব্বইটি রহমাত আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী সময়ের জন্য রেখে দিয়েছেন। যা দিয়ে তিনি ক্বিয়ামাতের দিন তাঁর বান্দাদেরকে রহম করবেন। (বুখারী, মুসলিম)[৪০৭]

ব্যাখ্যা : হাদীসটির অনেক সানাদ এবং শব্দ রয়েছে তবে এখানে উল্লেখিত শব্দ মুসলিমের, তিনি একে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে 'আত্বার সানাদে তাওবার অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে (علاء) 'আলা-এর একটি বর্ণনাও আছে, যা তিনি আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন আর তা হল, (خلق الله مائة رحمة فوضع واحدة بين خلقه وخبأ عنده مائة الا واحدة) অর্থাৎ- আল্লাহ একশতটি রহমাত তৈরি করেছেন, অতঃপর একটি তার সৃষ্টির মাঝে স্থাপন করেছেন এবং তাঁর কাছে তিনি একশতটি গোপন রেখেছেন একটি ছাড়া। এভাবে মুসলিমে তাওবাহ্ অধ্যায়ে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে সা'ঈদ বিন মুসাইয়্যাব এর বর্ণনাতে আছে, (جعل الله مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وانزل فى الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية ان تصيبه) অর্থাৎ- আল্লাহ রহমাতকে একশতটি অংশে বিভক্ত করেছেন, অতঃপর তার কাছে তিনি ৯৯ টি অংশ অবশিষ্ট রেখেছেন জমিনে মাত্র একটি অংশ অবতীর্ণ করেছেন, অতঃপর ঐ একটি অংশের কারণে সৃষ্টিজীব একে অপরের প্রতি দয়া করে থাকে। এমনকি ঘোড়া তার খুরকে তার সন্তান থেকে দূরে রাখে এ আশংকায় যে, তা তার সন্তানের গায়ে লেগে যাবে।

আর বুখারীতে আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে সা'ঈদ মাক্ববূরীর সানাদে 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়ে আছে, (ان الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة فأمسك عنده تسعة و تسعين رحمة وأرسل فى خلقه كلهم رحمة واحد) অর্থাৎ- নিশ্চয়ই আল্লাহ যে দিন রহমাতেকে সৃষ্টি করেছেন সেদিন একশতটি রহমাত সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাঁর কাছে নিরানব্বইটি রহমাত মজুদ রেখেছেন এবং একটি রহমাত তাঁর প্রত্যেক সৃষ্টির মাঝে অবতীর্ণ করেছেন।

(أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً) এক বর্ণনাতে (وارسل فى خلقه كلهم رحمة واحدة) এসেছে। ক্বারী বলেন, রহমাত অবতীর্ণ করা এমন এক উপমা যা ঐ দিকে ইঙ্গিত করছে যে, তা স্বভাবজনিত বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং তা আসমানী বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত যা সৃষ্টির যোগ্যতা অনুযায়ী বণ্টিত।

(وَأَخَّرَ اللهُ) ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন, এ অংশটুকুকে (انزل منها رحمة) এর উপর সংযোজন করা হয়েছে এবং আল্লাহর পরকালীন রহমাতের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধির জন্য স্পষ্টকরণ স্বরূপ লুক্কায়িত বিষয়কে প্রকাশ করা হয়েছে। এক বর্ণনাতে আছে, فأمسك عنده আর সুলায়মান-এর হাদীসে আছে, وخبأ عنده

(يَوْمَ الْقِيَامَةِ) জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে এবং পরে। এতে মু'মিন বান্দাদের ওপর আল্লাহর প্রশস্ত অনুগ্রহের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। আরো ঐ দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি অনুগ্রহকারীদের মাঝে সর্বাধিক অনুগ্রহকারী। ইবনু আবী হামযাহ্ বলেন, হাদীসে মু'মিনদের ওপর আনন্দের প্রবিষ্টকরণ আছে। কেননা স্বভাবত নাফস্কে যা দান করা হয় সে ব্যাপারে নাফ্সের আনন্দ তখনই পূর্ণতা লাভ করবে যখন প্রতিশ্রুত বিষয়টি জানা থাকবে। হাদীসটিতে ঈমানের ব্যাপারে এবং আল্লাহর সঞ্চিত রহমাতের ক্ষেত্রে সুপ্রশস্ত আশার ব্যাপারে উৎসাহ রয়েছে।

[৪০৭] সহীহ : মুসলিম ২৭৫২, ইবনু মাজাহ ৪২৯৩, ইবনু হিব্বান ৬১৪৭, সহীহাহ্ ১৬৩৪, সহীহ আল জামি' ২১৭২।

٢٣٦٦ - [٣] وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ سَلْمَانَ نَحْوُهُ وَفِيْ اٰخِرِهٖ قَالَ: «فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بِهٰذِهِ الرَّحْمَةِ».

২৩৬৬-[৩] মুসলিম-এর এক বর্ণনায় সালমান ফারসী (রাঃ) হতে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে। এর শেষের দিকে আছে, তিনি (ﷺ) বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা ঐ সকল রহ্‌মাত দিয়ে তাকে পূর্ণতা দান করবেন।[৪১০]

ব্যাখ্যা : (فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا) অর্থাৎ- ক্বিয়ামতের দিন ঐ একটি রহমাতকে তিনি পূর্ণতা দান করবেন যা তিনি দুনিয়াতে অবতীর্ণ করেছেন।

(بِهٰذِهِ الرَّحْمَةِ) অর্থাৎ- যা তিনি পিছিয়ে রেখেছেন তা দিয়ে। পরিশেষে যা একশত রহমাতে পরিণত হবে, অতঃপর তা দ্বারা তাঁর মু'মিন বান্দাদের প্রতি তিনি দয়া করবেন।

٢٣٦٧ - [٤] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهٖ أَحَدٌ وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهٖ أَحَدٌ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৩৬৭-[৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আল্লাহর কাছে কি শাস্তি রয়েছে মু'মিন বান্দা যদি তা জানত, তাহলে কেউই তাঁর জান্নাতের আশা করত না। আর কাফির যদি জানত আল্লাহর কাছে কি দয়া রয়েছে, তাহলে কেউই তাঁর জান্নাত হতে নিরাশ হত না। (বুখারী, মুসলিম)[৪১১]

ব্যাখ্যা : (لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ) এক মতে বলা হয়েছে, মাজীর সিগাহ্ ছাড়া মুজারের বিশ্লেষণ হিকমাত হল, ঐ দিকে ইঙ্গিত করা যে, এ বিষয়ের জ্ঞান তার অর্জন হয়নি এবং অর্জন হবেও না, আর এ থেকে ভবিষ্যতে যখন বাধাগ্রস্ত হবে যখন অতীতে আরো ভালভাবে বাধাগ্রস্ত হবে।

(مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهٖ) অর্থাৎ- মু'মিনদের মধ্য থেকে কেউ জান্নাতের আশা করতো না। অর্থাৎ- কাফির দূরের কথা কোন মু'মিনই জান্নাতের আশা করত না। এ অংশে আল্লাহর শাস্তির আধিক্যতার বর্ণনা রয়েছে যাতে মু'মিন ব্যক্তি তাঁর আনুগত্যের কারণে বা তাঁর রহমাতের উপর নির্ভর করে ধোঁকায় না পড়ে ফলে নিজেকে নিরাপদ ভাববে অথচ আল্লাহর কৌশল থেকে একমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া কেউ নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারে না।

(مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهٖ أَحَدٌ) অর্থাৎ- কাফিরদের থেকে কেউ নিরাশ হত না, উপরন্তু মু'মিনদের থেকে কেউ। ত্বীবী বলেন, হাদীসটি আল্লাহ তা'আলার দয়া এবং কঠোরতা দু'টি গুণের বর্ণনা সম্পর্কে। অতঃপর আল্লাহর গুণাবলীর যেমন সীমাবদ্ধতা নেই, তাঁর গোপন করা গুণাবলী কেউ জানতে পারে না। এমনিভাবে তাঁর শাস্তি এবং তাঁর রহমাত, যদি ধরে নেয়া হয় নিশ্চয়ই মু'মিন ব্যক্তি তার গোপন করা কঠোরতা সম্বন্ধীয় গুণের ব্যাপারে অবহিত হয়েছে অবশ্যই তখন ঐ গুণ থেকে এমন কিছু প্রকাশ পাবে যা ঐ সমস্ত ধারণা থেকে নিরাশ করবে ফলে তাঁর জান্নাত সম্পর্কে কেউ লালায়িত হবে না।

---

[৪১০] সহীহ : মুসলিম ২৭৫৩, ইবনু হিব্বান ৬১৪৬, সহীহাহ্ ১৬৩৪, সহীহ আল জামি' ১৭৬৭।

[৪১১] সহীহ : মুসলিম ২৭৫৫, শু'আবুল ঈমান ৯৬৯, ইবনু হিব্বান ৬৫৬, সহীহ ৩৩৭৯, তিরমিযী ৩৫৪২।

হাদীসটির সারাংশ হল, নিশ্চয়ই বান্দার উচিত হবে সৌন্দর্যমণ্ডিত গুণাবলী গবেষণার মাধ্যমে এবং কঠোরতা গুণাবলী পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আশা এবং ভয়ের মাঝে থাকা। লামআত গ্রন্থকার বলেন, হাদীসটির বাচনভঙ্গি দয়া এবং ক্রোধ এ দু'টি গুণ বর্ণনার জন্য এবং এ দু'টির গোপনীয়তা পর্যন্ত কেউ পৌঁছতে না পারার বর্ণনা করা। ঐ সমস্ত মু'মিনগণ যারা আল্লাহর রহমাতের বাহ্যিক রূপ সম্পর্কে অবহিত তারা যদি জানত আল্লাহর কাছে কি পরিমাণ কঠোরতা আছে তাহলে তাদের কেউ জান্নাতের আশা করত না। এভাবে কাফিরদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। অর্থাৎ- তারা আল্লাহর দয়ার কথা বলতে পারলে তাঁর জান্নাত পাওয়া থেকে নিরাশ হত না। এটা আল্লাহর রহমাত তাঁর ক্রোধের উপর অগ্রগামী হওয়ার পরিপন্থী নয়।

٢٣٦٨ - [٥] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «اَلْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلٰى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهٖ وَالنَّارُ مِثْلُ ذٰلِكَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৩৬৮-[৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : জান্নাত তোমাদের কারো জন্য জুতার ফিতা হতেও বেশি কাছে, আর জাহান্নামও ঠিক অনুরূপ। (বুখারী)[৪১২]

ব্যাখ্যা : (اَلْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلٰى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهٖ) উল্লেখিত অংশে شراك বলতে জুতার ফিতা উদ্দেশ্য যা জুতার সামনে থাকে। একমতে বলা হয়েছে, তা হল, এমন এক ফিতা যাতে পায়ের আঙ্গুল প্রবেশ করে এবং তা প্রত্যেক ঐ ফিতার উপরও প্রয়োগ করা হয় যার দ্বারা পাকে জমিন থেকে রক্ষা করা হয়। ত্বীবী বলেন, 'আরবদের কর্তৃক জুতার ফিতার মাধ্যমে উদাহরণ পেশ করার কারণ হল পুণ্য এবং শাস্তি অর্জন বান্দার চেষ্টার মাধ্যমে হয় আর চেষ্টা পায়ের মাধ্যমে সম্পাদন হয়ে থাকে। প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে ভাল 'আমাল করবে তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সে জান্নাতের উপযুক্ত হবে, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে সে তার শাস্তির হুমকি অনুযায়ী জাহান্নামের উপযুক্ত হবে। আর আল্লাহ যা প্রতিশ্রুতি ও হুমকি দিয়েছেন তা সম্পন্ন হবে যেন সেগুলো অর্জন হয়ে গেছে।

(وَالنَّارُ مِثْلُ ذٰلِكَ) অর্থাৎ- তা তোমাদের কারো জুতার ফিতা অপেক্ষাও তার কাছাকাছি।

ক্বারী বলেন : উল্লেখিত বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত, অর্থাৎ- জুতার ফিতা অপেক্ষা কাছাকাছি হওয়ার দিক দিয়ে জাহান্নাম জান্নাতের মতো। সুতরাং অল্প কল্যাণ সম্পাদনের ব্যাপারে কেউ যেন বিমুখ না হয়। হয়ত অল্প কল্যাণই ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর রহমাতের কারণ হবে এবং অল্প অকল্যাণকর 'আমাল থেকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে ও যেন অমনোযোগী না হয়। হয়ত কখনো অল্প অকল্যাণকর কাজে আল্লাহর ক্রোধ থাকবে। কোন ব্যক্তি জান্নাতে ও জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হল, সৎ 'আমাল ও অসৎ 'আমাল আর তা ব্যক্তির জুতার ফিতা অপেক্ষাও অধিক নিকটবর্তী। কেননা 'আমাল তার পাশেই থাকে এবং তার মাধ্যমেই তা সম্পাদিত হয়। ইবনু বাত্তাল বলেন, হাদীসটিতে এ বর্ণনা রয়েছে যে, নিশ্চয়ই আনুগত্য জান্নাতে পৌঁছায় এবং অবাধ্যতা জাহান্নামের নিকটবর্তী করে। নিশ্চয়ই পাপ এবং পুণ্য কখনো অধিকতর হালকা হয়ে থাকে তখন ব্যক্তির উচিত হবে অল্প কল্যাণকর কাজ সম্পাদনের ব্যাপারে এবং অল্প অকল্যাণকর কাজ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে অবহেলা না করা। কেননা সে ঐ পুণ্য কর্মের ব্যাপারে জানে না যার কারণে আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং ঐ পাপের ব্যাপারেও সে জানে না যার দরুন আল্লাহ তার ওপর ক্রোধান্বিত হবেন।

[৪১২] সহীহ : বুখারী ৬৪৮৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৫০৪, শু'আবুল ঈমান ৯৭৬২, ইবনু হিব্বান ৬৬১, সহীহাহ্ ৩৬২৪, সহীহ আত্ তারগীব ৩৩৪৯, সহীহ আল জামি' ৩১১৫।

ইবনুল জাওযী বলেন, হাদীসটির অর্থ হল, নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ নিয়্যাত ও আনুগত্যমূলক কাজের মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করা সহজ। এভাবে প্রবৃত্তির অনুকূল এবং অবাধ্যকর কাজের মাধ্যমে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ।

٢٣٦٩ -[٦] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ لِأَهْلِهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلٰى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصٰى بَنِيهِ إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ ثُمَّ اذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوْا مَا أَمَرَهُمْ فَأَمَرَ اللهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ فَغَفَرَ لَهُ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৩৬৯-[৬] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : এমন এক ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনকে বলল, কোন সময় সে কোন ভাল কাজ করেনি। আর এক বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি নিজের ওপর অবিচার করেছে। মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে নিজের সন্তান-সন্ততিকে ওয়াসিয়্যাত করল, যখন সে মারা যাবে তাকে যেন পুড়ে ফেলা হয়। অতঃপর মৃতদেহের ছাইভস্মের অর্ধেক স্থলভাগে, আর অর্ধেক সমুদ্রে ছিটিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহর কসম! যদি তিনি (আল্লাহ) তাকে ধরতে পারেন তাহলে এমন শাস্তি দিবেন, যা দুনিয়ার কাউকেও কক্ষনো দেননি। সে মারা গেলে তার সন্তানেরা তার নির্দেশ মতই কাজ করল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সমুদ্রকে হুকুম করলেন, সমুদ্র তার মধ্যে যা ছাইভস্ম পড়েছিল সব একত্র করে দিলো। ঠিক এভাবে স্থলভাগকে নির্দেশ করলেন, স্থলভাগ তার মধ্যে যা ছাইভস্ম ছিল সব একত্র করে দিলো। পরিশেষে মহান আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন এরূপ কাজ করলে? (উত্তরে বললো) তোমার ভয়ে 'হে রব!' তুমি তো তা জানো। তার এ কথা শুনে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৪১৩]

ব্যাখ্যা : (قَالَ رَجُلٌ) অর্থাৎ- আমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের মাঝ থেকে। বুখারীতে আবূ সা'ঈদ-এর হাদীসে আছে, নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বে এক লোক ছিল, আল্লাহ তাকে প্রচুর সম্পদ দিয়েছিলেন।

বুখারীর অন্য বর্ণনাতে আছে, (ذكر رجلا فيمن سلف أو فيمن كان قبلكم) অর্থাৎ- রসূলুল্লাহ (ﷺ) এমন এক লোকের উল্লেখ করেছেন যে অতীত হয়ে গেছে অথবা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের মাঝে। ত্বাবারানীতে হুযায়ফাহ্ এবং আবূ মাস্'উদ (রাঃ)-এর হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, (انه كان من بني اسرائيل) নিশ্চয়ই লোকটি ছিল বানী ইসরাঈল গোত্রের। আর এ কারণেই বুখারী বানী ইসরাঈলের আলোচনায় আবূ সা'ঈদ, হুযায়ফাহ্ এবং আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর হাদীস উল্লেখ করেছেন। বলা হয়েছে, এ লোকটির নাম ছিল জুহায়নাহ্। সুহায়লী বর্ণনা করেন তার কাছে এসেছে লোকটির নাম হুনাদ।

(خَيْرًا قَطُّ) অর্থাৎ- ইসলামের পরে সৎ 'আমাল। মুসলিমের এক বর্ণনাতে এসেছে, (لم يعمل حسنة قط) সে কখনো ভাল কাজ করেনি। বাজী বলেন, স্পষ্ট যে, যে 'আমাল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পর্ক রাখে সেটাই প্রকৃত 'আমাল। যদিও রূপকভাবে 'আমালকে বিশ্বাসের উপর প্রয়োগ করা সম্ভব। এ লোকটি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথার ব্যাপকতা যে, কোন পুণ্যকাজ করেনি এ থেকে উদ্দেশ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে 'আমাল। হাদীসটিতে কুফ্‌রীর বিশ্বাস সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি, এ হাদীসটি কেবল ঈমানী বিশ্বাসের উপর

---

[৪১৩] সহীহ : বুখারী ৭৫০৬, মুসলিম ২৭৫৬, মুয়াত্ত্বা মালিক ৮২২, সহীহাহ্ ৩০৪৮।

প্রমাণ বহন করছে। তবে লোকটি তার শারী'আত থেকে কোন কিছুর উপর 'আমাল করেনি। অতঃপর লোকটির কাছে যখন মরণ উপস্থিত হল তখন সে নিজ বাড়াবাড়ির ব্যাপারে ভয় করল, অতঃপর সে তা পরিবারকে তার দেহ জালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিল।

'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন : আমি বলব, আহমাদ-এর এক বর্ণনাতে (দ্বিতীয় খণ্ডে ৩০৪ পৃষ্ঠা) এসেছে, তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের মাঝে এক লোক ছিল যে একমাত্র তাওহীদ তথা আল্লাহ একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া ছাড়া কোন ভাল 'আমাল করেনি।

(أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ) অর্থাৎ- অবাধ্যকর কাজে বাড়াবাড়ি করল। এটা মসলিমের শব্দ এবং বুখারীতে আছে, (كان رجل يسرف على نفسه) অর্থাৎ- লোকটি তার নিজের উপর বাড়াবাড়ি করত। বুখারীতে হুযায়ফার হাদীসে আছে, (انه كان يسيئ الظن بعمله) অর্থাৎ- লোকটি তার আমালের মাধ্যমে মন্দ ধারণা করত। বুখারী, মুসলিমে আবূ সা'ঈদ-এর হাদীসে এসেছে, (فإنه لم يبتئر عند الله خيرا فسرها قتادة لم يدخر) অর্থাৎ- সে আল্লাহর কাছে কোন ভাল কাজ করেনি। ক্বাতাদাহ্ এর ব্যাখ্যা করেছেন "সঞ্চয় করেনি" বুখারীতে হুযাইফার হাদীসের শেষে এসেছে। 'উক্ববাহ্ বিন 'আম্‌র (আবূ মাস্'ঊদ) বলেন, আমি তাঁকে (নাবী ﷺ) বলতে শুনেছি লোকটি ক্বব্‌র খুড়ব (অর্থাৎ- ক্বব্‌র খুঁড়ে মৃত ব্যক্তিরদের কাফন চুরি করত)।

(فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ) এখানে মৃত্যুকে তার নিকটবর্তী অবস্থার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কেননা ঐ অবস্থাতে তার কাছে যা উপস্থিত হয়েছে তা মৃত্যুর আলামাত উপস্থিত হয়েছে; স্বয়ং মৃত্যু না।

(أَوْصَى بَنِيهِ) এটা মুসলিমের শব্দ। বুখারীতে আছে, অতঃপর তার কাছে যখন মৃত্যু উপস্থিত হল সে তার সন্তানদেরকে বলল। বুখারীতে আবূ সাঈ'দ-এর হাদীসে আছে, অতঃপর তার কাছে যখন মৃত্যু উপস্থিত হল সে তার সন্তানদেরকে বলল, আমি তোমাদের কেমন পিতা ছিলাম? তারা বলল, ভাল পিতা। সে বলল, শেষ পর্যন্ত।

(إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ) এটা মুসলিমে আছে আর বুখারীতে আছে, فأحرقوه অর্থাৎ- الإحراق থেকে। এখানে বাচনভঙ্গির দাবী এভাবে বলা, আমি যখন মারা যাব তখন তোমরা আমাকে জ্বালিয়ে দিবে। তবে মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য এভাবে বলা হয়েছে।

(نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ) এবং বুখারীতে হুযায়ফার হাদীসের বানী ইসরাঈলের আলোচনার শুরুতে আছে, আমি যখন মারা যাব তখন তোমরা আমার জন্য অনেক লাকড়ি জমা করবে এবং তাতে আগুন জ্বালাবে এমনকি আগুন যখন আমার গোশ্‌তকে খেয়ে নিবে, আমার হাড্ডি পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, অতঃপর তা জ্বলে উঠবে তখন তোমারা তা নিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করবে এরপর এক বাতাসযুক্ত দিনের অপেক্ষা করবে (অর্থাৎ- প্রবল বায়ুর) অতঃপর তা দরিয়াতে নিক্ষেপ করবে। (আল হাদীস) আর রিক্বাক্ব অধ্যায়ে আবূ সাঈ'দ-এর হাদীসেও আছে, আমি যখন মারা যাব তখন তোমরা আমাকে জ্বালিয়ে দিবে এমনকি যখন আমি কয়লাতে পরিণত হব তখন আমাকে তোমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলবে। রাবীর সন্দেহ এক্ষেত্রে লোকটি فاسحقوني অথবা فاسهكوني বলেছে। অতঃপর যখন প্রবল বায়ু প্রবাহের দিন হবে তখন তোমরা তা তাতে নিক্ষেপ করবে এভাবে লোকটি তার সন্তানদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করল। বাজী বলেন, এটা দু'ভাবে হতে পারে। দু'টির একটি হল, আল্লাহর ধরা থেকে সে মুক্তি পাবে না। এ বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও পলায়নের মাধ্যমে যেমন ব্যক্তি সিংহের সামনে থেকে পলায়ন করে এ বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও যে, সে দৌড়িয়ে সিংহ থেকে পলায়ন করতে পারবে না তবে সে এটা তার চূড়ান্ত সম্ভব অনুযায়ী করে থাকে।

Contents

দ্বিতীয়টি হল, এটা স্রষ্টার ভয়ে করে থাকে এবং বিনয় ও এ আশায় করে থাকে যে, এটি তার প্রতি রহমাতের কারণ হবে এবং সম্ভবত এটি তার ধর্মে শারী'আতসম্মত ছিল।

(لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ) এ হাদীসটি জটিলতা সৃষ্টি করেছে, কেননা লোকটির কাজ এবং উক্তি পুনরুত্থান ও জীবিত করার উপর আল্লাহর ক্ষমতার ব্যাপারে স্পষ্ট সন্দেহ সৃষ্টি করছে। আর আল্লাহর ক্ষমতার ব্যাপারে সন্দেহ করা কুফ্‌র। আর লোকটি হাদীসের শেষে বলেছে তোমার ভয়ে এবং তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। অথচ কাফির ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না এবং তাকে ক্ষমাও করা হবে না। এখানে হাদীসটির ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মতানৈক্য করা হয়েছে। একমতে বলা হয়েছে, (قدر) শব্দটি তাশদীদ ছাড়া সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত এবং এ ব্যাপারে আল্লাহর বাণী, ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ অর্থাৎ- "আর আল্লাহ যার ওপর রিয্‌ক্বকে সংকীর্ণ করে দেন"- (সূরাহ্ আত্ ত্বলা-ক্ব ৬৫ : ৭)। অপর বাণী যা এ ধরনের বাণীসমূহের একটি। আর তা হল, অর্থাৎ- "আল্লাহ যদি তার ওপর সংকীর্ণ অবস্থা করেন এবং কাছ থেকে পূর্ণাঙ্গভাবে হিসাব নেন"- (সূরাহ্ আল আম্বিয়া ২১ : ৮৭)।

একমতে বলা হয়েছে, অর্থাৎ- যদি আল্লাহ তার ওপর শাস্তি আরোপ করার সিদ্ধান্ত নেন। এতে قدر শব্দটির راء বর্ণে তাশদীদ ও তাশদীদ ছাড়া উভয়ভাবে পড়া যায়। উভয় ক্ষেত্রে অর্থ এক, অভিন্ন, অর্থাৎ- আল্লাহ যদি তার ওপর শাস্তি ধার্য করেন তাহলে অবশ্যই তাকে শাস্তি দিবেন। তবে এটিও অর্থগতভাবে পূর্বের মতো যা মূলত বাচনভঙ্গির অনুকূল নয়। যদিও এটি আহমাদ-এর চতুর্থ খণ্ডে ৪৪৭ পৃষ্ঠাতে মু'আবিয়াহ্ বিন হুমায়দাহ্-এর হাদীসে এসেছে এবং ৫ম খণ্ডে ৩-৪ পৃষ্ঠাতে এসেছে, আর তা এভাবে, "অতঃপর তোমরা বাতাসের মাঝে আমাকে ছেড়ে দিবে যাতে আমি আল্লাহ থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারি তাঁর ধরা হতে মুক্তি পেতে পারি।" আর অদৃশ্য হওয়ার এ বর্ণনাটি ঐ কথার উপর প্রমাণ বহন করছে যে, তার উক্তি (لئن قدر الله عليه) তার বাহ্যিকতার উপর প্রমাণ বহন করছে এবং লোকটি তার নিজেকে জ্বালিয়ে দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহর ক্ষমতা প্রত্যাহারের উদ্দেশ্য করছে। এ সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ ﷺ লোকটির ক্ষমার ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং এমন একটি দিক অবশ্যই থাকা চাই যার মাধ্যমে লোকটি ঈমানদার হওয়ার ব্যাপারে উক্তি করা সম্ভব। অতঃপর একমতে বলা হয়েছে, লোকটির এ ধরনের নাসীহাত দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সন্তানেরা যদি আমার অংশগুলোকে স্থলে এবং জলে এমনভাবে ছড়িয়ে দেয় যে, তাতে সে অংশগুলো একত্র করার কোন পথ থাকবে না। এ ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনা থাকবে যে, লোকটি মনে করেছে তখন তাকে একত্র করা অসম্ভব আর ক্ষমতা অসম্ভবতার সাথে সম্পর্ক রাখে না। আর এ কারণেই লোকটি বলেছে যদি আল্লাহ তার ওপর ক্ষমতা খাটান, এতে ক্ষমতা অস্বীকার করা বা ক্ষমতার ব্যাপারে সন্দেহ করা আবশ্যক হচ্ছে না। সুতরাং এ কারণে কাফির হয়ে যাচ্ছে না, অতএব কিভাবে তাকে ক্ষমা করা হবে এ ধরনের কথা বলারও কোন সুযোগ নেই। লোকটি যা অস্বীকার করেছে তা হল সম্ভব বিষয়ের উপর ক্ষমতা। লোকটি অসম্ভব নয় এমন বিষয়কে অসম্ভব মনে করেছে যে ব্যাপারে তার কাছে কোন প্রমাণ সাব্যস্ত হয়নি যে, তা জরুরীভাবে দীনের সম্ভব বিষয়। প্রথমটিকে অস্বীকার করা হয়েছে দ্বিতীয়টিকে না। একমতে বলা হয়েছে, লোকটি ধারণা করেছিল যখন সে এ কাজ করবে তখন তাকে ছেড়ে দেয়া হবে, তাকে জীবিত করা হবে না এবং শাস্তিও দেয়া হবে না। পক্ষান্তরে তার لئن قدر الله এবং فلعلى اضل الله উক্তি উচ্চারণ করার কারণ হল, সে এ ব্যাপারে মূর্খ ছিল। তার ব্যাপারে মতানৈক্য করা হয়েছে এতে কি সে কাফির হয়ে যাবে নাকি হবে না? উত্তর- তার অবস্থান আল্লাহর সিফাত অস্বীকারকারীর বিপরীত।

ইমাম খাত্ত্বাবী বলেন, লোকটি পুনরুত্থানকে অস্বীকার করেনি, লোকটি কেবল অজ্ঞ ছিল ফলে সে ধারণা করল তার সাথে যদি এ আচরণ করা হয় তাহলে তাকে জীবিত করা হবে না এবং শাস্তিও দেয়া হবে না। সে কেবল আল্লাহর ভয়ে এটি করেছে– এ স্বীকৃতির মাধ্যমে ব্যক্তির ঈমান প্রকাশ পেয়েছে।

(فَأَمَرَ اللّٰهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ) অর্থাৎ- লোকটির অংশসমূহ থেকে। বুখারীর অন্য বর্ণনাতে আছে, অতঃপর আল্লাহ জমিনকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, তুমি তার থেকে যা তোমার মাঝে আছে তা একত্র কর, অতঃপর তাই করলে লোকটি সুপ্রতিষ্ঠিত হল। বুখারীতেই আবূ সা'ঈদ-এর হাদীসে আছে, অতঃপর আল্লাহ বললেন, হও তখনই লোকটির পুড়ে ফেলা অংশগুলো একত্রিত হয়ে মানবে রূপ নিল। হাফিয বলেন, আবূ 'আওয়ানাহ্-এর সহীহাতে সালমান ফারিসীর হাদীসে আছে, অতঃপর আল্লাহ তাকে বললেন, হও অতঃপর তা চোখের পলকের ন্যায় দ্রুত হয়ে গেল।

(ثُمَّ قَالَ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا؟) অর্থাৎ- অতঃপর আল্লাহ লোকটিকে বললেন, তুমি এটা কেন করেছ? অর্থাৎ- লোকটি উপদেশবাণী থেকে যা উল্লেখ করেছে তা। অন্য এক বর্ণনাতে আছে, তুমি যা করেছ সে ব্যাপারে কোন জিনিস তোমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে? (قال من خشيتك رب) বুখারীতে হুযায়ফার হাদীসে আছে, সে ব্যাপারে একমাত্র তোমার ভয়ই আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। (وانت اعلم) অর্থাৎ- আপনি অধিক জানেন যে, এটা কেবল আপনার ভয়ের জন্যই করেছি।

ইবনু 'আবদুল বার বলেন, এটা ঈমানের ব্যাপারে দলীল। কেননা ভয় মু'মিন ছাড়া কারো সৃষ্টি হয় না বরং বিদ্বান ব্যক্তিরই কেবল ভয় সৃষ্টি হয়। আল্লাহ বলেন, অর্থাৎ- "নিশ্চয়ই 'আলিমরাই কেবল আল্লাহকে ভয় করে"– (সূরাহ্ আল ফা-ত্বির ৩৫ : ২৮)। যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে না তার দ্বারা আল্লাহকে ভয় করা অসম্ভব। 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন : আমি বলব, ভয়-ভীতি ঈমানের আবশ্যকীয়তার অন্তর্ভুক্ত। আর ঐ ব্যক্তি এ কাজ যখন আল্লাহর ভয়ে করেছে, সুতরাং তখন ব্যক্তির ঈমানের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া আবশ্যক।

(فَغَفَرَ لَهُ) "আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।" লোকটিকে ক্ষমা করা হয়েছে কেবলমাত্র আল্লাহকে পূর্ণাঙ্গভাবে ভয় করার কারণে, কেননা ভয় করা সুউচ্চ স্থানের অন্তর্ভুক্ত এবং তা যখন তাওবার চূড়ান্ত স্তরের উপর প্রমাণ বহন করেছে যদিও তা মৃত্যুর আলামাত প্রকাশ পাওয়ার অবস্থায় অর্জন হয়েছে তথাপিও তা সমস্ত গুনাহসমূহ মোচনের কারণে পরিণত হয়েছে এবং সকল গুনাহ ক্ষমা হওয়ার মাধ্যমে হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, অর্থাৎ- "নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সাথে অংশীস্থাপন করার গুনাহ ক্ষমা করবেন না, এ ছাড়া অন্য যত গুনাহ আছে তা যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করবেন"– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ৪৮)। ইতোপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, আল্লাহর ভয় ঈমানের আবশ্যকতার অন্তর্ভুক্ত।

٢٣٧٠ -[٧] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سَبْيٌ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ قَدْ تَحَلَّبَ ثَدْيُهَا تَسْعٰى إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ: «أَتُرَوْنَ هٰذِهٖ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟» فَقُلْنَا: لَا وَهِيَ تَقْدِرُ عَلٰى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ فَقَالَ: «اَللّٰهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهٖ مِنْ هٰذِهٖ بِوَلَدِهَا». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৩৭০-[৭] 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী ﷺ-এর কাছে কিছু যুদ্ধবন্দী এলো। তখন দেখা গেল, একটি মহিলার বুকের দুধ ঝরে পড়ছে, আর সে শিশু সন্তানের সন্ধানে দৌড়াদৌড়ি করছে। হঠাৎ বন্দীদের মধ্যে একটি শিশু দেখতে পেল। তাকে কোলে উঠিয়ে নিয়ে সে দুধ পান

করাল। তখন নাবী ﷺ আমাদেরকে বললেন, তোমাদের কি মনে হয় এ মহিলাটি স্বীয় সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে? উত্তরে আমরা বললাম, না, হে আল্লাহর রসূল! কক্ষনো না। যদি সে নিক্ষেপ না করার সামর্থ্য রাখে। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, অবশ্যই এ মহিলার সন্তানের প্রতি মায়া-মমতার চেয়ে বান্দার ওপর আল্লাহ তা'আলার মায়া-মমতা অনেক বেশি। (বুখারী, মুসলিম)[৪১৪]

ব্যাখ্যা : (فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ) "বন্দীদের মাঝে একজন মহিলা দেখা গেল"। হাফিয মহিলাটির নাম উল্লেখ করেননি।

(قَدْ تَحَلَّبَ ثَدْيُهَا) অর্থাৎ- নিজ সন্তান সঙ্গে না থাকায় দুধের আধিক্যতার কারণে স্তনের দুধ বয়ে যাচ্ছিল। হাফিয বলেন, সন্তানকে দুধ পান করানোর জন্য প্রস্তুত।

(تَسْعٰى) শব্দটি (السعى) থেকে, অর্থাৎ- মহিলাটি তার সন্তানের অনুসন্ধানে দৌড়ে যাচ্ছিল। এক বর্ণনাতে আছে যা ابتغاء থেকে এসেছে অর্থ, অনুসন্ধান করা। 'ইয়ায বলেন, তা ধারণা মাত্র আর বুখারীর বর্ণনাতে السعى থেকে যে تسعى এসেছে তা সঠিক। তবে ইমাম নাবাবী (রহঃ) এভাবে পর্যালোচনা করেছেন যে, উভয় বর্ণনাই সঠিক, তাতে কোন সন্দেহ নেই, মোট কথা মহিলা দৌড়াচ্ছিল ও তার সন্তানকে অনুসন্ধান করছিল।

কুরতুবী বলেন, تسعى বর্ণনার উত্তমতা ও স্পষ্টতা কারো কাছে গোপন নয়। তবে تبتغى বর্ণনার একটি বিশেষ দিক আছে, তা হল মহিলাটি তার সন্তানকে অনুসন্ধান করছিল। এখানে কর্ম সম্পর্কে জানা থাকার কারণে তা বিলুপ্ত করে দেয়া হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনাকারী ভুল করছে না।

(أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا) "মহিলাটি শিশুকে স্বীয় পেটের সাথে মিলিয়ে নিন"। হাফিয বলেন, এখান থেকে কোন কিছুকে বিলুপ্ত করে দেয়া হয়েছে। ইসমা'ঈলী-এর বর্ণনা যা প্রমাণ করছে। আর তার শব্দ হল, মহিলাটি যখন বাচ্চা পেল তখন তাকে নিয়ে দুধ পান করালো। অতঃপর আরেকটি বাচ্চা পেল তাকে ধরে নিজ পেটের সাথে মিলিয়ে নিল। হাদীসটির বাচনভঙ্গি থেকে বুঝা গেল, নিশ্চয়ই মহিলাটি তার শিশুকে হারিয়ে ফেলেছিল এবং স্তনে দুধ জমা হওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অতঃপর যখন কোন শিশু পেয়েছিল হালকা হওয়ার জন্য তাকে দুধ পান করিয়েছিল, অতঃপর যখন নিজ সন্তান বাস্তবে পেয়েছিল তখন তাকে জড়িয়ে ধরেছিল এবং সন্তান পাওয়াতে আনন্দের কারণে এবং সন্তানের প্রতি চূড়ান্ত ভালোবাসার কারণে তাকে নিজ পেটের সাথে মিলিয়ে নিয়েছিল।

(وَهِيَ تَقْدِرُ عَلٰى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ) অর্থাৎ- স্বেচ্ছায় কখনো তাকে নিক্ষেপ করবে না। ক্বারী বলেন, এখানে واو বর্ণটি অবস্থা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আর একে এখানে ব্যবহারের উপকারিতা হল, মহিলাটি যদি নিরুপায় হয়ে যায় তাহলে সে তার সন্তানকে নিক্ষেপ করবে। তবে আল্লাহ নিরুপায় থেকে পবিত্র, সুতরাং তিনি কখনো তার বান্দাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন না।

(لله) এখানে শুরুতে যবর বিশিষ্ট লামটি তাকীদ তথা গুরুত্ব বুঝানের জন্য এসেছে, ইসমাঈলী বর্ণনাতে ক্বসম দ্বারা আরো স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। তাতে আছে, অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আল্লাহ আরো দয়ালু ..... শেষ পর্যন্ত। (بعباده من هذه بوالدها) অর্থাৎ- মু'মিনদের প্রতি অথবা মুত্বলাক্বভাবে সকলের প্রতি। হাফিয বলেন, এখানে العباد দ্বারা যেন ঐ ব্যক্তি উদ্দেশ্য যে ইসলামের উপর মারা গেছে। ইমাম আহমাদ, হাকিম সহীহ সানাদে আনাস থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা এই, আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু

[৪১৪] **সহীহ :** বুখারী ৫৯৯৯, মুসলিম ২৭৫৪, মু'জামুল আওসাত ৩০১১, শু'আবুল ঈমান ৬৭২৯।

বলেন, নাবী ﷺ সহাবীদের একটি দল এবং পথে একটি শিশুর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। অতঃপর মা যখন সম্প্রদায়কে দেখলেন তখন তার সন্তানের ব্যাপারে তিনি আশংকা করলেন অথবা সম্প্রদায়ে মাড়ানোর ব্যাপারে তিনি আশংকা করে দৌড়ে সামনের দিকে অগ্রসর হলেন এবং বলতে লাগলেন, হে আমার ছেলে! হে আমার ছেলে! এ বলে মহিলাটি দৌড়াল এবং সন্তানকে ধরল। এরপর সম্প্রদায় বলল, হে আমার রসূল! এ মা এমন নয় যে, সে তার ছেলেটিকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে। তখন আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, আল্লাহও তার বন্ধুকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন না। 'বন্ধু' শব্দ দ্বারা বিশ্লেষণ করাতে কাফির ব্যক্তি বেরিয়ে যাবে, এভাবে কাবীরাহ্ গুনাহে জড়িত হওয়ার পর তাওবাহ্ করেনি এমন ব্যক্তি থেকে যাদেরকে আল্লাহ জাহান্নামে প্রবেশ করানোর ইচ্ছা করেন। শায়খ আবূ মুহাম্মাদ আবূ হামযাহ্ বলেন, العباد শব্দটি ব্যাপক এবং এর অর্থ দ্বারা মু'মিনগণ নির্দিষ্ট। এর সমর্থনে আল্লাহর বাণী : অর্থাৎ- "আর আমার দয়া প্রতিটি জিনিসকে পরিব্যাপৃত করে নিয়েছে অচিরেই আমি সে দয়া ঐ সকল লোকদের জন্য লিখে রাখব যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে।" (সূরাহ্ আল আ'রাফ ৭ : ১৫৬)

অতএব রহমাতটি কার্যকারিতার দিক থেকে ব্যাপক, কিন্তু যার জন্য লিখা হয়েছে তার জন্য নির্দিষ্ট। অতঃপর ইবনু আবূ হামযাহ্ উল্লেখ করেন এ বাণী, অর্থাৎ- রহমাতের ব্যাপকতার সম্ভাবনা প্রাণীকুলের মাঝেও বিরাজ করছে। এ মতটিকে 'আয়নী প্রাধান্য দিয়েছেন যেমন তিনি বলেন, স্পষ্ট যে, রহমাত ঐ ব্যক্তির জন্য ব্যাপক যার হুকুম গত হয়ে গেছে। রহমাতের একটি অংশ যে কোন বান্দার জন্য এমনকি প্রাণীকুলের জন্য। আর তা আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)-এর এ হাদীস অনুযায়ী (وانزل فى الأرض جزءا واحدا الخ) অর্থাৎ- আর রহমাত থেকে একটি অংশ জমিনের মাঝে অবতীর্ণ করেছেন আর ঐ অংশের সৃষ্টিজীব একে অপরের প্রতি দয়া করে থাকে।

ইবনু আবূ হামযাহ্ বলেন, হাদীসটিতে এমন বিষয়ের মাধ্যমে উদাহরণ দেয়া হয়েছে, মূলত ঐ জিনিসের যথার্থ পরিচিতির জন্য ঐ উদাহরণ দ্বারা বুঝা যায় না। আর উদাহরণটি যার জন্য পেশ করা হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে আয়ত্ব করা যায় না। কেননা আল্লাহর রহমাত জ্ঞান দ্বারা অনুভব করা যায় না। এ সত্ত্বেও নাবী ﷺ উল্লেখিত মহিলার অবস্থার মাধ্যমে শ্রোতা ব্যক্তিদের উপমাটি পেশ করেছেন।

٢٣٧١ـ[٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَنْ يُنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهٗ» قَالُوْا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: «وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللّٰهُ مِنْهُ بِرَحْمَتِهٖ فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاغْدُوْا وَرُوْحُوْا وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوْا». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৩৭১-[৮] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কাউকেই তার 'আমাল ('ইবাদাত-বন্দেগী) মুক্তি দিতে পারবে না। সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনাকেও না। তিনি (ﷺ) বললেন, আমাকেও নয়। অবশ্য যদি আল্লাহ তা'আলা তাঁর রহ্মাত দিয়ে আমাকে ঢেকে নেন। তবুও তোমরা সঠিকভাবে 'আমাল করতে থাকবে ও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে। সকাল-সন্ধ্যায় ও রাতে কিছু 'আমাল করবে। সাবধান! তোমরা ('ইবাদাতে) মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে, মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে। তাতে তোমরা তোমাদের মঞ্জীলে মাকসূদে পৌঁছে যাবে। (বুখারী, মুসলিম)[৪১৫]

[৪১৫] সহীহ : বুখারী ৬৪৬৩, মুসলিম ২৮১৬, আহমাদ ১০২৫৬, সহীহ আল জামি' ৫২২৯, ইবনু মাজাহ ৪২০১, মু'জামুল আওসাত ৪২৭২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৫৬৩, শু'আবুল ঈমান ৯৬৭৪, সহীহ আত্ তারগীব ৩৫৯৮।

ব্যাখ্যা : (لَنْ يُنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ) আবূ দাউদ আত্ ত্বয়ালিসী এর বর্ণনাতে আছে, তোমাদের মাঝে এমন কেউ নেই যে, তার 'আমাল তাকে মুক্তি দিবে। বুখারী ও মুসলিম উভয়ের বর্ণনাতে আছে, তোমাদের কারো 'আমাল কখনো তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না। মুসলিমের বর্ণনাতে আছে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, তার 'আমাল তাকে মুক্তি দিবে। মুসলিমের অন্য বর্ণনাতে আছে, তোমাদের কেউ কখনো তার বিদ্যার মাধ্যমে মুক্তি পাবে না। এ হাদীস এবং অনুরূপ হাদীস আল্লাহর ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ أُورِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴾ [অর্থাৎ- "আর ঐ জান্নাত যার উত্তরাধিকারী তোমাদেরকে করা হয়েছে তা তোমাদের কর্মের বিনিময়ে"– (সূরাহ্ আয্ যুখরুফ ৪৩ : ৭২)] এ বাণীর কারণে জটিলতা সৃষ্টি করছে। এর উত্তরে বলা হয়েছে, আয়াতটি ঐ ব্যাপারে উৎসাহিত করছে যে, জান্নাতের মাঝে স্তরসমূহ 'আমালের বিনিময়ে অর্জন করা হবে। কেননা 'আমালের বিভিন্নতা অনুযায়ী জান্নাতের স্তরসমূহও বিভিন্ন হয়ে থাকে। হাদীসটি জান্নাতে প্রবেশের মৌলিকতা এবং তাতে স্থায়ী হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করছে। অতঃপর যদি কেউ বলে নিশ্চয়ই আল্লাহর [অর্থাৎ- "তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, তোমরা যে 'আমাল করতে তার বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ কর"– (সূরাহ্ আন্ নাহ্‌ল ১৬ : ৩২)] এ বাণীটি ঐ ব্যাপারে স্পষ্ট যে, জান্নাতে প্রবেশ করাও 'আমালের মাধ্যমে সাব্যস্ত। উত্তরে বলা হবে আল্লাহর বাণীটি সংক্ষিপ্ত হাদীস তাকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। 'উহ্য' বাক্যটি এভাবে হবে, তোমরা তোমাদের 'আমালের মাধ্যমে জান্নাতের স্তরসমূহে ও তার প্রাসাদসমূহে প্রবেশ কর, এর দ্বারা প্রবেশের মৌলিকতা উদ্দেশ্য নয়। হাদীসটি আয়াতের তাফসীরকারী হওয়াও সম্ভব। 'উহ্য' বাক্য হল, তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর রহমাতে ও তোমাদের প্রতি আল্লাহর কৃপার দরুন তোমাদের কর্মের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ কর। কেননা জান্নাতের স্তরসমূহের বিভক্তি তার রহমাত অনুসারে। এভাবে জান্নাতে প্রবেশের মৌলিকতাও তাঁর রহমাত অনুসারে যেমন আল্লাহর বাণী 'আমালকারীদেরকে উৎসাহিত করেছে, যার কারণে তারা তা অর্জন করেছে এবং বান্দাদের প্রতি তাঁর পুরস্কারসমূহ থেকে কোন কিছু তাঁর রহমাত ও কৃপা মুক্ত নয়। শুরুতেই আল্লাহ তাদেরকে তাদের সৃষ্টি করার মাধ্যমে অনুগ্রহ করেছেন, অতঃপর তাদেরকে রিয্‌ক্ব দেয়ার মাধ্যমে, এরপর তাদেরকে জ্ঞান দান করার মাধ্যমে। এটি হল হাদীসদ্বয় এবং অধ্যায়ের হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধনে ইবনু বাত্ত্বাল-এর কথার সারাংশ।

ক্বাযী 'ইয়ায বলেন, সমন্বয়ের দিক হল নিশ্চয়ই হাদীসটি আয়াতের মাঝে যা সংক্ষেপিত তার ব্যাখ্যা করেছে। আর নিশ্চয়ই 'আমালের তাওফীক্ব পাওয়া, আনুগত্যের দিক নির্দেশনা পাওয়া আল্লাহর রহমাতের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রতিটি ক্ষেত্রকে 'আমালকারী তার 'আমালের মাধ্যমে লাভ করতে পারেনি।

ইবনুল জাওযী বলেন, এ থেকে চারটি উত্তর অর্জন হচ্ছে।

প্রথমত 'আমাল করার তাওফীক্ব লাভ আল্লাহর রহমাতের অন্তর্ভুক্ত। যদি আল্লাহর পূর্বোক্ত রহমাত না থাকত তাহলে ঈমান এবং ঐ আনুগত্য অর্জন হত না যার মাধ্যমে মুক্তি অর্জন হয়।

দ্বিতীয়ত নিশ্চয়ই মুনীবের প্রতি বান্দার কল্যাণ হচ্ছে, বান্দার 'আমাল তার মুনীবকে লাভ করবে। সুতরাং তিনি প্রতিদানের মাধ্যমে বান্দার ওপর যাই নি'আমাত দান করেছেন তা তাঁর অনুগ্রহের আওতাভুক্ত।

তৃতীয়ত কতিপয় হাদীসে এসেছে, খোদ জান্নাতে প্রবেশ আল্লাহর রহমাতের মাধ্যমে এবং জান্নাতের স্তরসমূহের বিন্যাস 'আমালসমূহের মাধ্যমে।

চতুর্থত নিশ্চয়ই আনুগত্যের 'আমালসমূহ অল্প সময়, পক্ষান্তরে তার পুণ্য শেষ হওয়ার নয়। সুতরাং ঐ পুরস্কার যা বদলার ক্ষেত্রে শেষ হওয়ার না, তা 'আমালের মুক্বাবালাতে কৃপাপ্রদর্শনের ক্ষেত্রেও শেষ হওয়ার না।

কিরমানী বলেন, ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴾ আল্লাহর এ বাণীতে الباء অক্ষর কারণসূচক অর্থ বর্ণনার জন্য নয়, বরং সাথে অথবা সাথী অর্থ বুঝানোর জন্য, অর্থাৎ- তোমাদেরকে যে জান্নাতের অধিকারী করা হয়েছে সঙ্গ বা ঘনিষ্ঠতা স্বরূপ। অথবা মুক্বাবালার জন্য ব্যবহৃত। যেমন দিরহামের বিনিময়ে আমি বকরী দান করেছি এবং এ শেষটির ব্যাপারে শায়খ জামালুদ্দীন বিন হিশাম আল মুগনী গ্রন্থে দৃঢ়তা প্রকাশ করেছেন। অতঃপর তিনি ১ম খণ্ডে ৯৭ পৃষ্ঠাতে বলেন, الباء অক্ষর মুক্বাবালার জন্য ব্যবহার আর তা বিনিময়সমূহের উপর প্রবেশ করে যেমন (اشتريته بألف) অর্থাৎ- আমি তা এক হাজার এর বিনিময়ে ক্রয় করেছি এবং (كافأت احسانه بضعف) অর্থাৎ- আমি তার ইহসানের বিনিময় বহুগুণে দিয়েছি। 'আরবদের এ কথার সমর্থনে কুরআনের আয়াত ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴾ অর্থাৎ- "তোমরা যা করতে তার বিনিময় স্বরূপ জান্নাতে প্রবেশ কর"- (সূরাহ্ আন্ নাহ্ল ১৬ : ৩২)। আমরা এ الباء অক্ষরকে কারণসূচক الباء হিসেবে সাব্যস্ত করিনি, যেমন মু'তাযিলাহ্ সম্প্রদায় বলেছে (কেননা তারা বলে থাকে সৎ 'আমাল জান্নাতকে ওয়াজিব করার কারণ) যেমন সকল আহলুস্ সুন্নাহগণ বলে থাকেন কেউ কখনো তার 'আমালের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, কেননা দাতা কখনো বদলার ক্ষেত্রে বিনামূল্যেও কিছু দিয়ে থাকে যা السبب এর বিপরীত যা السبب তথা কারণ ছাড়া পাওয়া যায় না। তিনি বলেন, স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, باء এর দু'টি সম্ভাবনাময় অর্থের মতানৈক্যের কারণে দলীলসমূহের মাঝে সমন্বয় সাধনকরণে হাদীস ও আয়াতের মাঝে কোন বিরোধ নেই।

'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, আমি বলব, এ ব্যাপারে ইবনুল ক্বইয়্যিম পূর্বেই মত ব্যক্ত করেছেন। যেমন হাফিয বলেন, (مفتاح دار السعادة) কিতাব থেকে তার আলোচনা বর্ণনা করা হয়েছে।

হাফিয ইবনু হাজার আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন, আয়াত এবং হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধনে আমার কাছে আরেকটি দিক স্পষ্ট হচ্ছে আর তা হল হাদীসটিকে ঐ দিকে চাপিয়ে দেয়া যে 'আমাল, যেহেতু সেটা এমন 'আমাল যা জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে 'আমালকারীর কোন উপকারে আসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তা গ্রহণযোগ্য 'আমাল না হবে। আর তা যখন এমনই তখন গ্রহণের বিষয় আল্লাহর কাছে ন্যস্ত। আর তা কেবল আল্লাহ যার থেকে 'আমাল গ্রহণ করবেন তার জন্য আল্লাহর রহমাতের মাধ্যমে অর্জন হবে।

এ উত্তরটির সারাংশ হল, হাদীসটিতে গ্রহণযোগ্যতা মুক্ত 'আমালের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ নিষেধ করা হয়েছে পক্ষান্তরে আয়াতে গ্রহণযোগ্য 'আমালের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশের কথা বলা হয়েছে। আর 'আমালের গ্রহযোগ্যতা কেবল আল্লাহর তরফ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ হয়ে থাকে।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : আয়াতসমূহের অর্থ হল জান্নাতে প্রবেশ 'আমালসমূহের কারণে। আয়াতসমূহ ও হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন এভাবে যে, 'আমালসমূহের ক্ষেত্রে 'আমাল করার তাওফীক্ব লাভ, নিষ্ঠার প্রতি দিক নির্দেশনা এবং 'আমালসমূহের গ্রহণযোগ্যতা কেবল আল্লাহর রহমাত ও করুণাস্বরূপ। সুতরাং এ কথা বিশুদ্ধ যে, শুধুমাত্র 'আমালসমূহের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে না এটিই হাদীসের উদ্দেশ্য এবং এ কথাও বিশুদ্ধ যে ব্যক্তি 'আমালসমূহের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর তাও আল্লাহর রহমাতের অন্তর্ভুক্ত। তবে শেষ মতটিকে কিরমানী প্রত্যাখ্যান করেছেন কেননা তা স্পষ্ট বিরোধী।

তুরবিশতী বলেন, এ হাদীস থেকে 'আমাল করাকে নিষেধ করা এবং 'আমালের বিষয়কে শিথিলভাবে দেখা উদ্দেশ্য নয়। বরং বান্দাদেরকে ঐ ব্যাপারে অবহিত করা যে, 'আমাল কেবল আল্লাহর রহমাত ও তার কৃপার মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে আর এটা এ কারণে যে, যাতে তারা 'আমালের ব্যাপারে ধোঁকা খেয়ে 'আমালের উপর ভরসা করে বসে না থাকে। কেননা মানুষ স্পষ্ট উদাসীনতা ও বিপদের সম্মুখীন হয়ে ভুলে

যায়। তার পক্ষে অসৎ উদ্দেশ্য, বিশৃঙ্খলা নিয়্যাত, সূক্ষ্ম প্রবৃত্তি বা লোক দেখানো 'আমালের ময়লা থেকে মুক্ত থাকার সুযোগ কমই হয়ে থাকে। অতঃপর যদি তার 'আমাল সমস্ত কিছুর ময়লা থেকে নিরাপদও হয় তথাপিও তা আল্লাহর রহমাতের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। কেননা বান্দার 'আমালসমূহ থেকে সর্বাধিক আশাপূর্ণ 'আমাল আল্লাহর নি'আমাতসমূহ থেকে নি'আমাতস্বরূপ সর্বনিম্ন কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে পূর্ণ হয় না। সুতরাং যে 'আমালের সে দিক-নির্দেশনাই পায়নি আল্লাহর রহমাত ছাড়া সে 'আমালের মাধ্যমে তার সাহায্য প্রার্থনা করা কি সম্ভব?

ইমাম ত্বীবী বলেন, অর্থাৎ- শাস্তি থেকে মুক্তি এবং পুণ্যের মাধ্যমে সফল হওয়া আল্লাহর কৃপা ও রহমাতের মাধ্যমে হয়ে থাকে। 'আমাল আবশ্যকীয়ভাবে এগুলোতে কোন প্রভাব ফেলে না। বরং এর চূড়ান্ত পর্যায় হল 'আমালকারীর উপর করুণাপ্রদর্শন ও রহমাতকে তার নিকটবর্তী করার বিবেচনা করা হয়। আর এজন্যই (فسددوا الخ) অর্থাৎ- "তোমরা সঠিক পন্থা অবলম্বন কর" এ কথা বলেছেন।

সহাবীদেরকে সম্বোধন করা হলেও এর উদ্দেশ্য আদাম সন্তানের দল। মাযুরী বলেন, আহলুস্ সুন্নাহর মত হল, যে আল্লাহর আনুগত্য করবে আল্লাহ অনুগ্রহের মাধ্যমে তাকে সাওয়াব দান করবেন, পক্ষান্তরে যে তার অবাধ্য হবে তিনি ন্যায় ইনসাফস্বরূপ তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। আর আনুগত্যশীলকে শাস্তি দেয়া এবং অবাধ্যের প্রতি অনুগ্রহ করার ক্ষমতা আল্লাহর আছে। কেননা সমগ্র বিশ্বে তার মালিকত্বে, ইহকাল এবং পরকাল তাঁর কর্তৃত্বের মাঝে, উভয় জগতে তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন, সুতরাং তিনি যদি আনুগত্যশীলদেরকে শাস্তি দেন এবং তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করান তাহলে সেটা তার তরফ থেকে ইনসাফস্বরূপ হবে। পক্ষান্তরে যখন তিনি তাদেরকে সম্মানিত করবেন তাদের প্রতি অনুগ্রহ ও তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন তখন তা তার তরফ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ হবে। আর যদি তিনি কাফিরদেরকে অনুগ্রহ করেন এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান তাহলে তাঁর সে অধিকার আছে তবে তিনি সংবাদ দিয়েছেন আর তার সংবাদ সত্য যাতে কোন বৈপরীত্য নেই যে, তিনি এটা করবেন না বরং তিনি মু'মিনদেরকে ক্ষমা করবেন এবং তাদেরকে নিজ রহমাতে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং কাফিরদেরকে শাস্তি দিবেন এবং তাঁর তরফ থেকে ইনসাফস্বরূপ তাদেরকে জাহান্নামে স্থায়ী করবেন।

এ হাদীসটি মু'তাযিলাহ্ সম্প্রদায়ের কথাকে প্রত্যাখ্যান করছে। যেমন তারা বিবেকের মাধ্যমে বদলা সাব্যস্ত করে থাকে, 'আমালসমূহের পুণ্য আবশ্যক করে থাকে, সঠিকতর দিককে আবশ্যক করে থাকে, এ ব্যাপারে তাদের অনেক অপ্রকৃতিস্থতা ও দীর্ঘ ব্যাখ্যা আছে।

(وَلَا أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟) অর্থাৎ- মহাসম্মান থাকা সত্ত্বেও আপনার 'আমাল আপনাকে মুক্তি দিবে না। 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, আমি বলব, মুসলিমের এক বর্ণনাতে আছে, এক লোক বলল আপনাকেও না হে আল্লাহর রসূল? কিরমানী বলেন, যখন প্রত্যেক মানুষ আল্লাহর রহমাতে আচ্ছাদিত হওয়া ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না তখন আলোচনাতে রসূলকে খাস করার কারণ হল, রসূলুল্লাহ ﷺ জান্নাতে প্রবেশ করবেন– এ বিষয়টি যখন অকাট্য হওয়ার পরও তিনি যদি আল্লাহর রহমাত ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করতে না পারেন তাহলে তিনি ব্যতীত অন্যের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি আরো জটিল হওয়াই স্বাভাবিক। রাফি'ঈ বলেন, আনুগত্যের ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পারিশ্রমিক যেমন বড়, 'ইবাদাতে তার 'আমাল যেমন সঠিক তখন এদিকে দৃষ্টি দিয়েই বলা হয়েছে, আপনিও নন হে আল্লাহর রসূল? অর্থাৎ- মহামর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আপনার 'আমালও কি আপনাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না? তখন তিনি (ﷺ) বললেন, (ولا انا) আমিও না। কথাটি (ولا انت) তথা আপনিও না কথাটির অনুকূল। অর্থাৎ- যাকে তার 'আমাল মুক্তি দিবে

আমি তার অন্তর্ভুক্ত না। মুসলিমে এক বর্ণনাতে এ বর্ণনার দিকে ইঙ্গিত দেয়া আছে, যেমন- قال و لا إياى অর্থাৎ- তিনি বলেন, আমাকেও না।

(إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللّٰهُ) অর্থাৎ- তবে আল্লাহ যদি আমাকে আচ্ছাদিত করে নেন। মুসলিমের এক বর্ণনাতে আছে, الا ان يتدار كنى অর্থাৎ- তবে তিনি যদি আমাকে সংশোধন করে নেন।

(مِنْهُ بِرَحْمَتِهٖ) উভয়ের বর্ণনাতে আছে, بفضل ورحمته তথা তাঁর কৃপা ও তাঁর দয়ার মাধ্যমে। অর্থাৎ- তাঁর দয়া ও তাঁর ক্ষমার মাধ্যমে কথা বলা আছে। আবূ 'উবায়দ বলেন, التغمد দ্বারা আচ্ছাদিত করা উদ্দেশ্য। আমি মনে করি এটি غمد السيف তথা তরবারিকে আচ্ছাদিত করা– এ কথা থেকে এসেছে।

ক্বারী বলেন, التغمد এর অর্থ আড়াল করা, অর্থাৎ- তিনি আমাকে তার রহমাত দিয়ে আড়াল করবেন এবং আমাকে ঐভাবে সংরক্ষণ করবেন যেভাবে তরবারিকে কোষ বা খাপ দ্বারা সংরক্ষণ করা হয়।

শায়খ দেহলবী বলেন, পৃথকীকরণ এর অর্থ হল, আমার 'আমাল আমাকে মুক্তি দিতে পারবে না তবে আল্লাহ যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন আমার 'আমাল আমাকে মুক্তি এবং আমার মুক্তির ক্ষেত্রে তা কারণ হতে পারবে, 'আমাল ছাড়া তখন কোন কিছু মুক্তির কারণ হতে পারবে না। কেননা প্রকৃতপক্ষে 'আমাল মুক্তিলাভকে আবশ্যক করে দেয়ার মতো কোন কারণ না।

(فَسَدِّدُوْا) উক্তি দ্বারা তিনি 'আমালের ইতিবাচকের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, অর্থাৎ- তোমরা বিষয়টির সঠিক দিক অবলম্বন কর। আর এটিই হল 'আরবদের (سدد السهم اذا تحرى الهدف) যখন লক্ষ্যস্থলের ইচ্ছা করল তখন তিরটিকে সোজা করল বা ঠিক করল– এ উক্তির দিক থেকে সঠিক। অর্থাৎ- তোমরা কাজ সম্পাদন কর এবং সঠিক দিক অনুসন্ধান কর এবং 'আমালে বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা প্রদর্শন না করে মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর। সুতরাং বেশিও করবে না ও কমও করবে না। মুসলিমের এক বর্ণনাতে আছে, ولكن سددوا অর্থাৎ- তবে সঠিক দিক অবলম্বন কর। হাফিয বলেন, এ استدراك এর অর্থ হল, উল্লেখিত নেতিবাচক থেকে 'আমালের উপকারিতার নেতিবাচক বুঝা যায়, অতঃপর যেন বলা হয়েছে বরং 'আমালের উপকারিতা আছে আর তা হল, নিশ্চয়ই 'আমাল রহমাতের অস্তিত্বের ব্যাপারে আলামাত বা চিহ্ন যা 'আমালকারীকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। সুতরাং তোমরা 'আমাল কর এবং তোমাদের 'আমালের মাধ্যমে সঠিকতা উদ্দেশ্য কর আর তা হল নিষ্ঠা ও সুন্নাতের অনুসরণ যাতে তোমাদের 'আমাল গ্রহণ করা হয় এবং তোমাদের ওপর রহমাত বর্ষণ করা হয়। (وقاربوا) অর্থাৎ- তোমরা নৈকট্য অনুসন্ধান কর। আর তা হল কোন বিষয়ে মধ্যম পন্থাবলম্বন কর যাতে কোন বাড়াবাড়ি নেই, ঘাতটিও নেই। একমতে বলা হয়েছে, অর্থাৎ- তোমরা যদি কোন বিষয়কে পূর্ণাঙ্গভাবে অবলম্বন করতে সক্ষম না হও তাহলে পূর্ণাঙ্গের যা কাছাকাছি সে অনুপাতে 'আমাল কর। অর্থাৎ- তোমরা সোজাভাবে 'আমাল কর, অতঃপর যদি তোমরা তা করতে অক্ষম হয়ে যাও তাহলে তোমরা তার কাছাকাছি 'আমাল কর। হাফিয বলেন, তোমরা বাড়াবাড়ি করবে না, করলে তোমরা নিজেদেরকে 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে কষ্টে পতিত করবে। এটা এ কারণে যে, যাতে এ পরিস্থিতি তোমাদেরকে বিরক্তির দিকে ধাবমান না করে, পরিশেষে যা তোমাদের 'আমাল বর্জন ও বাড়াবাড়ি করার কারণ হয়।

(وَرُوْحُوْا) উল্লেখিত ক্রিয়াটি الروح থেকে এসেছে। আর তা দিনের দ্বিতীয় অর্ধেকের শুরু অংশে চলা। জাযারী বলেন : الغدو শব্দের অর্থ সকাল সকাল বের হওয়া আর الروح শব্দের অর্থ বিকাল বেলাতে প্রত্যাবর্তন করা। উদ্দেশ্য দিনের অংশসমূহে সময়ে সময়ে তোমরা 'আমাল কর।

(وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ) অর্থাৎ- রাতে চলা, উদ্দেশ্য রাতে 'আমাল করা। এখানে রাতের কিছু সময় বলা হয়েছে তার কারণ হল, সমস্ত রাত চলাচল কঠিন। অতএব এতে সমস্তকে বাদ দিয়ে স্বল্পতার দিকে এবং সহানুভূতির উপর উৎসাহ প্রদানের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। হাদীসটিতে شَيْءٌ-কে লক্ষ্য করে কথা বলা হয়েছে আর তার সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা গোপন আছে, অর্থাৎ- তোমরা তাতে 'আমাল কর অথবা তাতে তোমাদের 'আমালকে উদ্দেশ্য করা হয়। কারো মতে গোপনীয় অংশটুকু হল 'তবে রাতের কিছু অংশে'। একমতে বলা হয়েছে, অর্থাৎ- তোমরা সকাল সন্ধায় 'আমাল কর এবং রাত্রের কিছু অংশে অথবা অর্থটি এমন হবে 'তোমরা রাতের কিছু অংশের মাধ্যমে সাহায্য নাও'।

(والْقَصْدَ الْقَصْدَ) অর্থাৎ- তোমরা সমতাপূর্ণ মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর। জাযারী বলেন, তোমরা কাজে ও কথায় সমতাপূর্ণ মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর।

(تَبْلُغُوْا) অর্থাৎ- তোমরা ঐ স্তরে পৌঁছতে পারবে যা তোমাদের লক্ষ্য। হাদীসে 'ইবাদাতকারীকে মুসাফির তথা ভ্রমণকারীদের সাথে সাদৃশ্য দেয়ার কারণ হল 'ইবাদাতকারী ভ্রমণকারীর ন্যায় তার অবস্থানস্থলের দিকে ভ্রমণকারী। আর তা হল জান্নাত। যেন তিনি বলেছেন তোমরা ভ্রমণের মাধ্যমে সমস্ত সময়কে আয়ত্ত করিও না। বরং তোমরা প্রাণবন্ততার সময়সমূহকে সুযোগ হিসেবে কাজে লাগাও। আর তা হল দিনের শুরু, শেষ ও রাত্রের কিছু অংশ এবং এ দুয়ের মাঝে যা আছে তাতে তোমরা তোমাদের নিজেদের প্রতি রহম কর যাতে করে তা 'ইবাদাত ছেড়ে দিয়ে 'ইবাদাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণ না হয়। মহান আল্লাহ বলেন, অর্থাৎ- "তোমরা দিনের দু'প্রান্তে এবং রাতের একটি অংশে সলাত প্রতিষ্ঠা কর"– (সূরাহ্ হূদ ১১ : ১১৪)।

ইমাম ত্বীবী বলেন, প্রথমে বলা হয়েছে, নিশ্চয়ই 'আমাল আবশ্যকীয়ভাবে কাউকে মুক্তি দেয় না, এ বর্ণনার কারণ যাতে মানুষ 'আমালের উপর ভরসা করে বসে না থাকে। শেষে 'আমাল করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে যাতে করে মানুষ 'আমালের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি সমান, এর উপর ভিত্তি করে বাড়াবাড়ি না করে। বরং মুক্তির ক্ষেত্রে 'আমাল সর্বনিম্ন কার্যকরী হিসেবে গণ্য; যদিও তা মুক্তির পথ আবশ্যক না করে।

٢٣٧٢-[٩] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا يُدْخِلُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلَا يُجِيرُهُ مِنَ النَّارِ وَلَا أَنَا إِلَّا بِرَحْمَةِ اللّٰهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৩৭২-[৯] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের কাউকেই তার 'আমাল ('ইবাদাত-বন্দেগী) জান্নাতে পৌঁছাতে পারবে না এবং তাকে জাহান্নাম হতেও মুক্তি দিতে পারবে না, এমনকি আল্লাহর রহ্‌মাত ছাড়া আমাকেও নয়। (মুসলিম)[৪১৬]

ব্যাখ্যা : (إِلَّا بِرَحْمَةِ اللّٰهِ) অর্থাৎ- আল্লাহর রহমাতজনিত 'আমাল ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে না। অতএব পৃথককৃত অংশটুকু যার থেকে পৃথক করা হয়েছে তার জাতেরই অন্তর্ভুক্ত। অতএব জান্নাতে প্রবেশ করা কেবল কৃপার মাধ্যমেই সাব্যস্ত। আর জান্নাতের স্তরসমূহ ইনসাফের দাবী অনুযায়ী 'আমালকারীর 'আমাল অনুপাতে সাব্যস্ত। ইমাম আহমাদ একে তাঁর কিতাবের ৩য় খণ্ডের ৩৩৭ পৃষ্ঠাতে জাবির থেকে আবূ সুফ্ইয়ান কর্তৃক সানাদে (قاربوا وسددوا فإنه ليس احدكم ينجيه عمله. قالوا ولا اياك يا رسول الله. قال ولا اياى الا ان يتغمدنى الله برحمة) অর্থাৎ- "তোমরা 'আমালে মধ্যম পন্থা ও সোজা পন্থা অবলম্বন

[৪১৬] সহীহ : মুসলিম ২৮১৭, সহীহ আল জামি' ৭৬৬৭।

কর, কেননা তোমাদের মধ্যে কেউ এমন নেই যে, তার 'আমাল তাকে মুক্তি দিতে পারে। তারা বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনাকেও না? তিনি (ﷺ) বললেন, আমাকেও না তবে আল্লাহ যদি তাঁর রহমাতের মাধ্যমে আমাকে আচ্ছাদিত করে নেয় তবে আলাদা কথা।" এ শব্দের মাধ্যমে সংকলন করেছেন।

٢٣٧٣ - [١٠] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا وَكَانَ بَعْدَ الْقِصَاصِ: الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهَا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৩৭৩-[১০] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বান্দা যখন ইসলাম কবূল করে, তার ইসলাম খাঁটি হয়। (ইসলাম গ্রহণের কারণে) তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আল্লাহ তার পূর্বের সকল গুনাহ মিটিয়ে দেন। অতঃপর তার এক একটি নেক কাজের তার দশ গুণ হতে সাতশ' গুণ, বরং অনেক গুণ পর্যন্ত লেখা হয়। আর পাপ কাজের জন্য একগুণ মাত্র। তবে আল্লাহ যাকে (ইচ্ছা) এ পাপ কাজকে ছেড়ে যান। (বুখারী)[৪১৭]

ব্যাখ্যা : (إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ) "বান্দা যখন ইসলাম গ্রহণ করে"। এ হুকুমের মাঝে পুরুষ এবং মহিলা সকলে শামিল। এখানে প্রাধান্যের দিক বিবেচনায় (الْعَبْدُ) শব্দটিকে পুংলিঙ্গ শব্দের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন।

(فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ) এখানে حسن ক্রিয়ার سين বর্ণে পেশ দিয়ে হালকা উচ্চারণে। অর্থাৎ- বাহ্যিক ও গোপন সব মিলে তার ইসলাম উত্তমতায় পরিণত হল। سين বর্ণে তাশদীদ দিয়ে পড়াও সম্ভব যাতে তা (أَحْسَنُ أَحَدُكُمْ إِسْلَامِهِ) এ বর্ণনার অনুকূল হতে পারে। অর্থাৎ- উল্লেখিত বাহ্যিক ও গোপন সব মিলে তার ইসলামকে সুন্দর করল। 'আয়নী বলেন, 'ইসলাম সুন্দর হওয়া' এর উদ্দেশ্য হল, বাহ্যিক ও গোপন সব দিক দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করা। কেউ যখন পৃকতপক্ষে ইসলামে প্রবেশ করে তখন শারী'আতের পরিভাষায় বলা হয় অমুকের ইসলাম সুন্দর হয়েছে। অর্থাৎ- বিশ্বাস ও নিষ্ঠায়, মুনাফিক্ব না হয়ে বাহ্যিক ও গোপনে ইসলামে প্রবেশ করে তার ইসলাম উত্তমতায় পরিণত হয়েছে।

(كُلَّ سَيِّئَةٍ) "যা সে করেছে"। অর্থাৎ- সগীরাহ্, কাবীরাহ্ প্রত্যেক গুনাহ।

(كَانَ زَلَفَهَا) খাত্ত্বাবী এবং তিনি ছাড়াও অন্যান্যগণ বলেন, অর্থাৎ- ইসলামের পূর্বে যা করেছে। মুহকাম-এ আছে, أَزْلَفُ الشَّيئِ অর্থাৎ- সে তাকে নিকটবর্তী করল। আর তাশদীদ দ্বারা زلفه; সে যা আগে করেছে। জামি'তে আছে, اَلزلفه কল্যাণ, অকল্যাণ উভয় ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। মাশারিক্বে বলেন, زلف; তাশদীদবিহীন হালকা উচ্চারণে, অর্থাৎ- সে একত্রিত করল, উপার্জন করল– এটি দু'টি বিষয়কে শামিল করে। পক্ষান্তরে القربة শুধু কল্যাণের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

(وَكَانَ بَعْدَ) অর্থাৎ- ভালভাবে ইসলাম গ্রহণের পর অথবা গুনাহসমূহ মোচনের পর। بعد উক্তিটি মিশকাত, মাসাবীহ এর সকল কপিতে এসেছে। আর সহীহাতে যা আছে তা হল, وكان بعد ذلك এভাবে الجامع الصغير এর মাঝে এসেছে।

[৪১৭] সহীহ : বুখারী ৪১, সহীহ আল জামি' ৩৩৭।

(الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا) অর্থাৎ- পুণ্যের বদলা তার দশগুণ লেখা হবে। বাক্যটি নুতন যা قصاص এর ব্যাখ্যাস্বরূপ আর (الحسنة) এর মাঝে لام ব্যাপকতা বুঝানোর জন্য এসেছে যা (كتاب الإيمان)-এ বিগত হওয়া আবূ হুরায়রাহ্ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত ৪৪ নং হাদীসে كل حسنة বাণীর উপর প্রমাণ বহন করছে। (إلى سبع مائة ضعف) অর্থাৎ- সাতশত গুণ পর্যন্ত তার পরিসমাপ্তি। (إلى أضعاف كثيرة) অর্থাৎ- আল্লাহর তরফ থেকে তা অনুগ্রহ ও নি'আমাতস্বরূপ বহুগুণে সুবিস্তৃত। (والسيئة بمثلها) "গুনাহ তার সমপরিমাণ", অর্থাৎ- অধিক না করে সমতা ও রহমাতস্বরূপ। যেমন বলেছেন কেবল তার সমপরিমাণ বদলা তাকে দেয়া হবে।

(إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهَا) অর্থাৎ- তবে আল্লাহ যদি তাওবাহ্ গ্রহণের মাধ্যমে তার পাপ থেকে পাশ কাটিয়ে যান অথবা ক্ষমা করার মাধ্যমে যদিও সে তাওবাহ্ না করে। এতে আহলুস্ সুন্নাহ্'র দলীল আছে যে, বান্দা আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে যদি তিনি চান তাহলে তার পাপরাশিকে পাশ কাটিয়ে চলবেন, আর চাইলে তাকে পাকড়াও করবেন। আর কাবীরাহ্ গুনাহকারীদের জাহান্নামী হওয়ার বিষয় অকাট্যভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যেমন মু'তাযিলাহ্ সম্প্রদায় মনে করে থাকে। অতঃপর (إلى اضعاف كثيرة) এভাবে মিশকাতের সকল কপিতে এসেছে আর তা লেখক অথবা কপি তৈরিকারীর অতিরিক্ত এবং বিনা সন্দেহে তা ভুল, কেননা তা সহীহুল বুখারীতে নেই, সুনানে নাসায়ীতেও তা আসেনি এবং তা জামি'উস্ সগীর, মাসাবীহ এবং কান্‌য-এও (১ম খণ্ড ৬০ পৃষ্ঠাতে) তা আসেনি। ইমাম নাসায়ী তাঁর সুনানে কিতাবুল ঈমানে মাওসূলভাবে বর্ণনা করেছেন, হাসান বিন সুফ্‌ইয়ান তাঁর মুসনাদে, বাযযার বায়হাক্বী শু'আবে ও ইসমা'ঈলীতে। আর তা শব্দ 'আবদুল্লাহ বিন নাফি'-এর সানাদে তিনি মালিক থেকে, আর মালিক যায়দ বিন আসলাম থেকে আর তিনি 'আত্বা বিন ইয়াসার থেকে আর 'আত্বা আবূ সাঈ'দ আল খুদরী থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বান্দা যখন ইসলাম গ্রহণ করবে তখন আল্লাহ তার জন্য প্রত্যেক ঐ পুণ্য কাজ লেখবেন যা সে পূর্বে করেছে এবং তার থেকে প্রত্যেক ঐ গুনাহসমূহ মিটিয়ে দিবেন যা সে পূর্বে করেছে। এরপর যখনই সে ভাল 'আমাল করবে তখন তার সাওয়াব দশগুণ থেকে সাতশত গুণ লিখতে বলা হবে। পক্ষান্তরে পাপের বদলা সে পরিমাণেই লিখতে বলা হবে। তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলে তা আলাদা কথা। দারাকুত্বনী একে 'মালিকিল গারায়িব'-এ নয়টি সানাদ কর্তৃক বর্ণনা করেছেন।

আর মালিক থেকে ত্বলহাহ্ বিন ইয়াহ্ইয়া-এর সানাদে এর শব্দ হল, যে কোন বান্দা ইসলাম গ্রহণ করবে অতঃপর তার ইসলামকে সুন্দর করবে তাহলে আল্লাহ তার প্রত্যেক ঐ পুণ্য লিখবেন যা সে পূর্বে করেছিল এবং তার থেকে প্রত্যেক ঐ গুনাহ মিটিয়ে দিবেন যা সে পূর্বে করেছিল। নাসায়ীতেও অনুরূপ আছে, কিন্তু সেখানে زلف; নেই زلفها। আছে যা সকল বর্ণনাতে প্রমাণিত হয়েছে, যা বুখারীর বর্ণনা থেকে পড়ে গিয়েছে। আর তা হল ইসলামের পূর্বে পূর্বোক্ত পুণ্যসমূহের লিখনী। আর তাঁর উক্তি كتب الله অর্থাৎ- আল্লাহ লিখার নির্দেশ দিবেন। দারাকুত্বনীতে মালিক থেকে ইবনু শু'আয়ব-এর সানাদে আছে, আল্লাহ মালায়িকাহ্'কে (ফেরেশতাগণের উদ্দেশে) বলবেন, তোমরা লিখ।

এক মতে বলা হয়েছে, বুখারী একে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন এবং অন্যেরা যা বর্ণনা করেছে তিনি তা ইচ্ছাকৃতভাবে ফেলে দিয়েছেন। কেননা তা নীতিমালা অনুযায়ী জটিল। অতঃপর আল মাযিরী বলেন, এরপর ক্বাযী 'ইয়ায ও অন্যান্যগণ বলেন, কাফির ব্যক্তি কর্তৃক নৈকট্যলাভ বিশুদ্ধ হবে না। সুতরাং শির্‌কের যুগে তার সৎকাজের উপর ভিত্তি করে তাকে সাওয়াব দেয়া হবে না। কেননা নৈকট্যলাভকারী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শর্ত হল সে যার নৈকট্য লাভ করে তার সম্পর্কে তার জ্ঞাত থাকা। আর কাফির এ রকম না। সুতরাং

তার নৈকট্যলাভ আশা করা যায় না। আর নাবাবী একে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অতঃপর বলেছেন সঠিক ঐ মতটি যার উপর বিশ্লেষকগণ আছেন। বরং তাদের কতকে নকল করেছেন যাতে সকলের ঐকমত্য আছে যে, কাফির ব্যক্তি যখন আল্লাহর নৈকট্যলাভ করার জন্য সুন্দর কাজ করবে, যেমন- সদাক্বাহ্ করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখা, দাস মুক্ত করা ইত্যাদি। অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করবে ও ইসলামের উপর মারা যাবে তখন নিশ্চয়ই তার সাওয়াব তার জন্য লিখা হবে। এর দলীল, নাসায়ী, দারাকুত্বনী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে আবূ সাঈ'দ আল খুদরীর হাদীস এবং সহীহায়নে হাকীম ইবনে হিযাম-এর হাদীস, নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর রসূলকে বললেন, আপনি কি ঐ বিষয়াবলীর কথা ভেবেছেন? জাহিলী যুগে আমি যে পুণ্য কাজ করতাম, তাতে আমার কি কিছু চাওয়া-পাওয়ার আছে? তখন আল্লাহর রসূল তাকে বললেন, তুমি অতীতে যা পুণ্য কাজ করেছ তার উপরই তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছ।

কাফির অবস্থাতে ব্যক্তি থেকে যা প্রকাশ পেত যা ব্যক্তি ভাল হিসেবে ধারণা করত তার সাওয়াব ইসলামী যুগে আল্লাহ তার ভাল কাজের দিকে সম্বন্ধ করবেন। এ থেকে বাধাদানকারী কেউ নেই। যেমন সূচনালগ্নেই যদি কোন 'আমাল ছাড়াই তার ওপর অনুগ্রহ করতে পারেন যেমন অপরাগ ব্যক্তির ওপর ঐ সাওয়াবের মাধ্যমে যা সে সুস্থাবস্থায় করত। অতএব ব্যক্তি যা করেনি তার সাওয়াব তার জন্য লিপিবদ্ধ করা যদি সম্ভব হয় তাহলে সে শর্তপূরণ ছাড়াবস্থায় যা করেছে তার সাওয়াব তার জন্য লেখা সম্ভব হবে। আর ইবনু বাত্তাল আবূ সাঈ'দ-এর (নিজ ইচ্ছানুযায়ী বান্দার ওপর অনুগ্রহ করা আল্লাহর ক্ষমতার অধীন এ ব্যাপারে কারো কোন আপত্তি নেই।) এ হাদীস উল্লেখের পর বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ('আয়িশাহ্ রাঃ যখন রসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইবনু জাদ্'আন সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন সে যা কল্যাণকর কাজ করত তা কি তার উপকারে আসবে? এরপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে কোন দিন বলেনি হে আমার প্রভু! তুমি বিচারের দিন আমাকে ক্ষমা করে দিও) এ উক্তির দ্বারা অনেকে দলীল গ্রহণ করেছেন। অতএব এ উক্তিটি ঐ কথার উপর প্রমাণ বহন করছে যে, ইবনু জাদ্'আন যদি ইসলাম গ্রহণের পর কোন দিন বলত, হে আমার প্রভূ! তুমি বিচারের দিন আমার পাপ ক্ষমা করে দিও তাহলে সে কুফ্রী অবস্থায় যা করেছিল তা তার উপকারে আসত। 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, আমি বলব, যারা এ ধরনের উক্তি করেনি তারা হাকীম বিন হিযাম-এর হাদীসের কয়েক দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন।

১. (اسلمت على ما اسلفت من خير) এর অর্থ হল, নিশ্চয়ই তুমি তোমার ঐ কাজের মাধ্যমে সুন্দর স্বভাব অর্জন করেছ। ঐ স্বভাব কর্তৃক তুমি উপকৃত হবে। আনুগত্যের কাজে তোমার যে প্রশিক্ষণ লাভ হবে সে কারণে তুমি নতুন চেষ্টার মুখাপেক্ষী হবে না। অতএব তোমার ইসলাম গ্রহণের পর তার কারণে তোমার উপকৃত হওয়ার দ্বারা যে 'আমালগত হয়েছে সে সম্পর্কে আল্লাহর কৃপা কর্তৃক তোমাকে সাওয়াব দেয়া হবে।

২. তার মাধ্যমে তুমি ইসলামে উত্তম প্রশংসা অর্জন করেছ, সুতরাং তা ইসলামে তোমার ওপর স্থায়ী থাকবে।

৩. নিশ্চয়ই সে ইসলামে যে পুণ্যকর্মগুলো করেছে তাতে সাওয়াব বেশি দেয়া এবং পূর্বে তার যে সমস্ত প্রশংসিত কাজ অতিবাহিত হয়েছে তার সাওয়াব বেশি করে দেয়া অসম্ভব নয়। এটাও এসেছে যে, কাফির ব্যক্তি যখন ভাল কাজ করে ঐ কাজের কারণে তার থেকে শাস্তি হালকা করা হয়। সুতরাং ঐ ভাল কাজের দরুন তার সাওয়াবে বৃদ্ধি করে দেয়া অসম্ভব নয়।

৪. তোমাকে তোমার বিগত হওয়া কল্যাণকর কাজের বারাকাতে ইসলামের দিকে পথপ্রদর্শন করা হয়েছে, কেননা সূচনা শেষের উদাহরণ।

৫. নিশ্চয়ই ঐ কর্মসমূহের কারণেই তোমাকে প্রশস্ত রিয্‌ক্ব দান করা হয়েছে।

ইবনুল জাওযী বলেন, একমতে বলা হয়েছে, নিশ্চয়ই নাবী ﷺ উত্তর থেকে গোপন করেছেন কেননা হাকীম বিন হিযাম তাকে প্রশ্ন করল তাতে কি আমার কোন সাওয়াব আছে? তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কল্যাণ থেকে যা অতিবাহিত হয়েছে তুমি তার উপর ইসলাম গ্রহণ করেছ; আর মুক্তি হল কল্যাণকর কাজ এতে রসূলুল্লাহ ﷺ যেন উদ্দেশ্য করেছেন, নিশ্চয়ই তুমি ভাল কাজ করেছ আর ভাল কাজের কর্তার প্রশংসা করা হয় এবং দুনিয়াতে তার বদলা দেয়া হয় মুসলিম মারফূ' সূত্রে আনাস-এর হাদীস বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই কাফির ব্যক্তি যে সমস্ত ভাল কাজ করে তার উপর ভিত্তি করে তাকে রিয্‌ক্বের মাধ্যমে ইহজীবনে সাওয়াব দেয়া হয়। আর কারো কাছে গোপন না যে ব্যাখ্যাকারীগণ যে সকল উক্তির মাধ্যমে হাকীম বিন হিযাম-এর হাদীসের ব্যাখ্যা করেছে তাতে কৃত্রিমতা আছে, যা বাহ্যিকতার বিপরীত। সুতরাং প্রণিধানযোগ্য বিশ্বস্ত উক্তি হল, ওটা যে উক্তি ইমাম নাবাবীও তার অনুকূলকারীগণ করেছেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞাত।

٢٣٧٤ـ[١١] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ: فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهٗ عِنْدَهٗ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهٗ عِنْدَهٗ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلٰى أَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عِنْدَهٗ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهٗ سَيِّئَةً وَاحِدَةً». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৩৭৪-[১১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা সৎ-অসৎ চিহ্নিত করে রেখেছেন। যে ব্যক্তি সৎ কাজের সংকল্প করে, কিন্তু তা করেনি আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একটি পূর্ণ নেকী লিখে নেন। আর যদি সৎ কাজের সংকল্প করার পর তা বাস্তবভডন করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে এই একটি সৎ কাজের জন্য দশ গুণ হতে সাতশ' গুণ, বরং বহুগুণ পর্যন্ত সৎ কাজ হিসেবে লিখে রাখেন। আর যে ব্যক্তি অসৎ কাজের সংকল্প করে, কিন্তু বাস্তবে তা না করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একে একটি পূর্ণ নেক কাজ হিসেবে লিখে নেন। আর যদি অসৎ কাজের সংকল্প করার পর তা বাস্তবে করে, তাহলে আল্লাহ এর জন্য তার একটি মাত্র গুনাহ লিখে রাখেন। (বুখারী, মুসলিম)[৪১৮]

ব্যাখ্যা : (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ) আহমাদ ১ম খণ্ডে ৩১০ পৃষ্ঠাতে 'আবদুল্লাহ বিন 'আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন। তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। হাফিয বলেন, আমি এ হাদীসটি নাবী ﷺ থেকে ইবনু 'আব্বাস-এর শ্রবণ সম্পর্কে স্পষ্টতা কোন সানাদে দেখিনি।

বুখারী, মুসলিম এবং মুসনাদে (فيما يروى عن ربه عزوجل) এভাবে এসেছে। অর্থাৎ- এটি হাদীসে কুদসীর আওতাভুক্ত। অতঃপর এটি নাবী ﷺ তাঁর রব থেকে বিনা মধ্যস্থতায় বর্ণনা করেছেন বলে সম্ভাবনা রয়েছে এবং তা মালাকের (ফেরেশতার) মধ্যস্থতায় গ্রহণ করেছেন বলে সম্ভাবনা রয়েছে। হাফিয বলেন, এটিই প্রণিধানযোগ্য। কিরমানী বলেন, এটা মূলত ঐ কথা বর্ণনা করে দেয়ার জন্য যে, তা হাদীসে কুদ্‌সীসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

---

[৪১৮] সহীহ : বুখারী ৬৪৯১, মুসলিম ১৩১, আহমাদ ২৮২৭, শু'আবুল ঈমান ৩২৮, সহীহ আত্ তারগীব ১৭।

অথবা যাতে আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত স্পষ্ট সানাদ আছে তা বর্ণনা করে দেয়ার জন্য। যেমন তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ লিখে রেখেছেন এবং তা বর্ণনা করে দেয়ার জন্য হতে পারে বলে সম্ভাবনা আছে। তাতে এমন কিছু নেই যে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ এমন নন। কেননা নাবী ﷺ ওয়াহী ছাড়া কথা বলতেন না, তিনি যা বলতেন তা তাঁর কাছে ওয়াহী মারফতই অবতীর্ণ হত।

(إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ) বুখারীতে আছে, যা তিনি তার পরাক্রমশালী ও মর্যাদাবান প্রভূ থেকে বর্ণনা করেন নিশ্চয়ই তিনি বলেন, তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ লিখে রেখেছেন... শেষ পর্যন্ত। হাফিয বলেন, (ان الله كتب الخ) এটি আল্লাহ তা'আলার কথা হওয়ার সম্ভাবনা আছে তখন উহ্য বাক্য (রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ লিখে রেখেছেন) এরূপ হবে এবং তা নাবী ﷺ-এর উক্তি হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে যাতে তিনি আল্লাহর কাজ সম্পর্কে বর্ণনা করেন। তখন উহ্য বাক্য (ইবনু 'আব্বাস বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ লিখে রেখেছেন)। আহমাদ ১ম খণ্ডে ২৭৯ পৃষ্ঠাতে (عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه قال : قال رسول الله ان ربكم تبارك وتعالى رحيم من هم بحسنة) অর্থাৎ- রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর রব থেকে যা বর্ণনা করেন সে সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ইবনু 'আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু বারাকাতময়, সুউচ্চ যে পুণ্যের ইচ্ছা করেছে তার প্রতি দয়ালু) এ শব্দে এসেছে। বুখারীতে আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه থেকে عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يقول الله عزوجل اذا اراد عبدى ان يعمل অর্থাৎ- "রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। নিশ্চয়ই তিনি বলেন, পরাক্রমশালী ও মর্যাদাবান আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা যখন 'আমাল করার ইচ্ছা করবে" এ শব্দে এসেছে। মুসলিম-এর এক বর্ণনাতে আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, নাবী ﷺ বলেন, পরাক্রমশালী ও মর্যাদাবান আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা যখন ইচ্ছা করবে।

(كتب الخ) অর্থাৎ- ঘটনা অনুপাতে তিনি পাপ ও পুণ্যকে 'ইল্‌মে আযালীতে প্রমাণ করে রেখেছেন। অথবা كتب এর অর্থ হল আল্লাহ পাপ ও পুণ্য লাওহে মাহফূযে লিখে রাখার ব্যাপারে মালায়িকাহ্'র (ফেরেশতাগণের) নির্দেশ করেছেন অথবা পুণ্যসমূহ লিখে রেখেছেন, অর্থাৎ- পুণ্যের ব্যাপারটি ফায়সালা করে রেখেছেন, পুণ্য হিসেবে নির্ধারণ করে রেখেছেন। এভাবে পাপের বিষয়টিও পাপ হিসেবে নির্ধারণ করে রেখেছেন। অথবা উভয়কে লিখার মাধ্যমে সংরক্ষণ করতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে পাপ, পুণ্যকে বা তাদের খাতাগুলোকে ক্বিয়ামাতের দিন ওযন করা যায়। আর বুখারী, মুসলিমে এবং মুসনাদে ১ম খণ্ডে ৩৬১ পৃষ্ঠাতে এরপরে (ثم بين ذلك) আছে। অর্থাৎ- অতঃপর আল্লাহ তাঁর (كتب الحسنات والسيئات) এ উক্তি যা সংক্ষিপ্তভাবে বলেছেন তা তাঁর (فمن هم) এ উক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন।

(فَمَنْ هَمَّ) ত্বীবী বলেন, এখানে الفاء বর্ণটি বিশ্লেষণের জন্য, কেননা كتب الحسنات উক্তিটি অস্পষ্ট এ অংশ থেকে লিখনীর পদ্ধতি জানা যায়নি। আর الهم বলতে কাজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়া। সুতরাং همت بكذا অর্থাৎ- আমি হিম্মাতের সাথে ইচ্ছা করেছি আর তা অন্তরে হঠাৎ কোন কিছু জাগ্রত হয়ে চলে যাওয়ার উপর পর্যায়ের। আর মুসলিমে আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত হাদীস (من هم) এসেছে। বুখারীতে তাওহীদ পর্বে اذا اراد এসেছে। পক্ষান্তরে মুসলিমে اذا هم এসেছে। এ শব্দগুলো একই অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ- পুণ্য কাজের উপর তার ইচ্ছা দৃঢ় হল। এমন বর্ণনা এসেছে যা ঐ কথার উপর প্রমাণ বহন করে যে, সাধারণ ইচ্ছা যথেষ্ট নয়।

(كَتَبَهَا اللّٰهُ) অর্থাৎ- আল্লাহ তা নির্ধারণ করে ফায়সালা করে রেখেছেন অথবা বুখারীতে কিতাবুত্ তাওহীদে (اذا اراد عبدى ان يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها) অর্থাৎ- "আমার বান্দা যখন মন্দ কর্ম করার ইচ্ছা করবে তখন তার ওপর তোমরা ঐ পাপ কাজটি লিখবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার ওপর সে 'আমাল না করে।" আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় আল্লাহ হিফাযাতকারী মালায়িকাহ্-কে (ফেরেশতাদেরকে) তা লিখার ব্যাপারে নির্দেশ করেছেন। মুসলিমও এরূপ বর্ণনা করেছেন। আর তাতে ঐ ব্যাপারে দলীল আছে যে, মানুষের হৃদয়ে যা আছে মালাক সে ব্যাপারে অবগত। হয়ত আল্লাহ তাকে জানিয়ে দেয়ার মাধ্যমে অথবা তার কোন চিহ্ন তৈরির মাধ্যমে যার মাধ্যমে তা বুঝা যেতে পারে। প্রথমটিকে সমর্থন করেছেন। ইবনু আবিদ্ দুন্ইয়া আবূ 'ইমরান আল জাওনী থেকে যা বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ মালায়িকাহ্'কে ডাক দিয়ে বলেন, তুমি অমুকের জন্য এরূপ এরূপ লিখ তখন মালাক বলেন, হে আমার পালনকর্তা! নিশ্চয়ই সে তা 'আমাল করেনি। তখন আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই সে তার নিয়্যাত করেছে। একমতে বলা হয়েছে, বরং মন্দ কর্মের ইচ্ছার সময় মালাক পঁচা গন্ধ পেয়ে থাকে, পক্ষান্তরে ভালো কর্মের ইচ্ছার সময় ভালো গন্ধ পেয়ে থাকেন। ত্বাবারী এটিকে আবূ মা'শার আল মাদানী থেকে সংকলন করেছেন।

(عِنْدَهٗ) অর্থাৎ- আল্লাহর নিকট, এতে মর্যাদার দিকে ইঙ্গিত আছে।

(حَسَنَةً) আর এটা এ কারণে যে, 'আমাল নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল, আর মু'মিন ব্যক্তির নিয়্যাত তার 'আমাল অপেক্ষা উত্তম। নিয়্যাতের উপর নির্ভর করেই তার সাওয়াব দেয়া হয়, 'আমালের কারণে নয়। আর নিয়্যাত ছাড়া 'আমালের উপর সাওয়াব দেয়া হয় না। কিন্তু শুধু নিয়্যাতের কারণে পুণ্যের সাওয়াব বৃদ্ধি করা হয় না। এভাবে মিরকাতে এসেছে, তৃওফী বলেন : কেবল ইচ্ছার কারণে পুণ্য লিখা হয়, কেননা পুণ্যের ইচ্ছা 'আমালের কারণ। আর কল্যাণের ইচ্ছা করাও কল্যাণ, কেননা কল্যাণের ইচ্ছা করা অন্তরের 'আমালের অন্তর্গত। জটিল হয়ে পড়েছে যে, অন্তরের 'আমাল যখন পুণ্য অর্জনের ব্যাপারে বিবেচনা করা হবে তখন কি করে পাপ অর্জনের ব্যাপারে চিন্তা করা হবে না? উত্তর : কেননা যে পাপের ব্যাপারে ইচ্ছা সৃষ্টি হয়েছে ঐ পাপ বর্জন করা অর্জিত পাপকে মিটিয়ে দিবে। কেননা এতে পাপের ক্ষেত্রে তা বিবেচনা রহিত হয়ে যায় এবং প্রবৃত্তির বিরোধিতা করা হয়।

(كَامِلَةً) অর্থাৎ- তাতে কোন কমতি নেই। যদিও তা কেবল ইচ্ছা থেকে সৃষ্টি হয়। সুতরাং হাদীসে পুণ্যের ঘাতটির প্রতি ধারণাকে দূর করে দেয়ার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, কেননা ঐ পাপে ইচ্ছা কেবল ইচ্ছার মাধ্যমে সৃষ্ট এবং বহুগুণ সাওয়াব দেয়ার সম্ভাবনাকেও দূর করে দেয়ার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা তা কাজের সাওয়াবের মতো না। যে কাজে বহুগুণ সাওয়াব দেয়ার কথা আছে যার সর্বনিম্ন পরিমাণ দশগুণ।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, তিনি তার عنده উক্তি দ্বারা তার উক্তির প্রতি অধিক মনোযোগের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এবং كاملة উক্তি দ্বারা পুণ্যের মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন ও তার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। সুতরাং كمال দ্বারা মহা মর্যাদা উদ্দেশ্য দশগুণে গুণান্বিত করা উদ্দেশ্য নয়। যেমন তাদের কতকে ধারণা করেছে যে, كاملة ঐ কথার উপর প্রমাণ বহন করছে যে, পুণ্যের বদলা তার দশগুণ দেয়া হবে, কেননা এটিই হল পূর্ণাঙ্গ। এটি ঠিক নয়, কেননা এতে কল্যাণের ইচ্ছাকারী ও কর্তার মাঝে সমতা আবশ্যক হয়ে যাচ্ছে। অথচ বহুগুণ শুধু 'আমালকারীর সাথে নির্দিষ্ট। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি পুণ্য কাজ করবে তাকে সে পুণ্য কাজের দশগুণ সাওয়াব দেয়া হবে।" (সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ১৬)

বহুগুণ সাওয়াবের জন্য শর্ত হল কাজটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সম্পাদন হওয়া। পক্ষান্তরে নিয়্যাতকারীর ব্যাপারে কেবল পুণ্য লিপিবদ্ধের কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ হল, তার জন্য পুণ্য কর্মের সাওয়াবের মতো সাওয়াব লিখা। আর تضعيف বলতে বহুগুণ, অর্থাৎ- পুণ্যকর্মের মূল সাওয়াবের উপর অতিরিক্ত পরিমাণ।

হাফিয বলেন, হাদীসের বাহ্যিক দিক হল, শুধু পাপের ইচ্ছা বর্জনের কারণেই সাওয়াব অর্জন হয়। চাই পাপ বর্জনের ব্যাপারটি কোন প্রতিবন্ধকতার কারণে হোক বা প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই হোক। এ কথা বলারও দিক রয়েছে যে, প্রতিবন্ধক অনুপাতে পুণ্যের মর্যাদাও বিভিন্ন হয়ে থাকে। অতঃপর যে ব্যক্তি পুণ্য কাজের প্রতি ইচ্ছা করেছে তার ইচ্ছার অবশিষ্টতার সাথে সাথে তার প্রতিবন্ধকটি বাহ্যিক হয় তাহলে সে পুণ্য মহামর্যাদাকর। আর বিশেষ করে পুণ্য কাজের বিচ্যুতি ঘটার কারণে ব্যক্তির পুণ্যের সাথে যদি লজ্জা শামিল হয় এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি নিয়্যাত স্থির হয়, আর কল্যাণকর কাজের বর্জন যদি ইচ্ছাকারীর তরফ থেকে হয় তাহলে তা মহামর্যাদার কিছুটা নিম্নের পর্যায়ের। তবে পুণ্যকর কাজের ক্ষেত্রে যদি পুণ্যকর কাজ থেকে সম্পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে নেয়া উদ্দেশ্য হয় তাহলে আলাদা কথা। আর কল্যাণকর কাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া বিশেষ করে 'আমাল যদি কল্যাণের বিপরীতে সংঘটিত হয় উদাহরণস্বরূপ কেউ একটি দিরহাম দান করার ইচ্ছা করল, অতঃপর স্বচক্ষে তা অবাধ্য কাজে ব্যয় করল শেষ মতানুযায়ী যা প্রকাশ পাচ্ছে তা হল মূলত তার জন্য কোন পুণ্য লেখা হবে না। পক্ষান্তরে এর পূর্বের মতানুযায়ী পুণ্য লিখার বিষয়টি সম্ভাবনার উপর নির্ভরশীল।

(عَشْرَ حَسَنَاتٍ) "দশটি সাওয়াব"। আল্লাহ বলেন : "যে ব্যক্তি ভাল কাজ করবে তার জন্য সে ভাল কাজের দশগুণ সাওয়াব থাকবে"– (সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ১৬০)। আল্লাহ পুণ্যের বহুগুণ সাওয়াবের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার মাঝে এটা সর্বনিম্ন সংখ্যা। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি অতঃপর ব্যক্তি পুণ্যের প্রতি ইচ্ছা করে যদি 'আমাল করে আল্লাহ তার জন্য দশগুণ নেকি লেখবেন। আল্লাহ মূলত পুণ্যকাজের ইচ্ছাকারীর সাওয়াবকে দশগুণে গুনান্বিত করবেন। সুতরাং সব মিলে এগারো সংখ্যায় পরিণত হবে। অতঃপর নিশ্চয়ই এ ব্যাখ্যাটি এ হাদীসের বাহ্যিকতার বিপরীত।

(إِلٰى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ) অর্থাৎ- নিষ্ঠা, ইচ্ছার সততা, আন্তরিক উপস্থিতি, উপকার ছড়িয়ে পড়া, যেমন- সদাক্বায়ে জারিয়াহ্, উপকারী বিদ্যা, উত্তম সুন্নাত, উত্তম 'আমাল ইত্যাদি ক্ষেত্রে আধিক্যতা অনুপাতে।

(وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا) "যে ব্যক্তি পাপ করার ইচ্ছা করল, অতঃপর তা বাস্তবে করল না।" অর্থাৎ- পাপের উপর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর তদারকির কারণে ও তাঁর ভয়ে। যা বুখারীতে কিতাবুত্ তাওহীদে আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ-এর হাদীসে এসেছে। আর বান্দা যদি তা আমার কারণে বর্জন করে তাহলে তার জন্য একটি পুণ্য লিখ। আর মুসলিমে আছে, আর সে যদি তা বর্জন করে থাকে তাহলে তার জন্য একটি পুণ্য লিখ সে কেবল তা আমার কারণেই ছেড়ে দিয়েছে।

হাফিয বলেন, অবাধ্যতার ইচ্ছায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের কারণে পাকড়াও করা হবে না যখন ইচ্ছাকৃত বিষয়ের প্রতি 'আমাল না করা হবে। এটা করা হবে ইচ্ছা ও মধ্যস্ততার মাঝে পার্থক্য সাধনের জন্য। কতকে অন্তরে পতিত হওয়া বিষয়কে কয়েক প্রকারে বিভক্ত করেছেন যা তার থেকে প্রকাশ পায়। অবাধ্যতার ইচ্ছাসমূহের মাঝে যা। হঠাৎ জাগ্রত হয়ে মুহূর্তের মাঝে চলে যায়। এটা কুমন্ত্রণা বা ওয়াস্ওয়াসার অন্তর্ভুক্ত। আর ক্ষমা করে দেয়া হবে। এটা সিদ্ধান্তহীনতার নিম্নের পর্যায়ে। আর তা এর উপরে হল কোন বিষয়ে

সিদ্ধান্তহীনতায় থাকা, অতঃপর সে ব্যাপারে ইচ্ছা করা পুনরায় সে ইচ্ছা দূর হয়ে যাওয়াতে ঐ কাজ বর্জন করা। অতঃপর আবার ইচ্ছা করে আবার এভাবে বর্জন করা, তার ইচ্ছার উপর স্থির না হওয়া। এটিই হল, تردد বা সিদ্ধান্তহীনতা, এটিও ক্ষমা করে দেয়া হবে। এর উপর পর্যায় হল, ব্যক্তি অবাধ্যতার ইচ্ছার প্রতি ঝুঁকবে তা এড়িয়ে যাবে না তবে কাজের ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করবে না এটাই হল الهم (হাম্) এ ক্ষেত্রেও ক্ষমা করা হবে। এর উপর পর্যায় হল, ব্যক্তি মন্দের প্রতি ঝুঁকবে, তা এড়িয়ে চলবে না বরং সে মন্দ কাজের প্রতি দৃঢ় সংকল্প করবে এটাই হল العزم ('আয্‌ম), এটাই হল الهم এর চূড়ান্ত পর্যায়। العزم আবার দু' প্রকার প্রথম প্রকার হল : এটি কেবল অন্তরের 'আমালসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যেমন একত্ববাদ, নবূওয়্যাত ও পুনরুত্থানে সন্দেহ করা। এটি কুফ্‌র। এ কারণেই তাকে নিশ্চিতভাবে শাস্তি দেয়া হবে। এর নিম্নে হল ঐ অবাধ্যতা যা কুফ্‌র পর্যন্ত পৌঁছে না যেমন ঐ ব্যক্তি আল্লাহর বিদ্বেষ পোষণ করা জিনিসকে ভালবাসে, পক্ষান্তরে আল্লাহ যা ভালবাসেন তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, অন্যায়ভাবে মুসলিম ব্যক্তিকে কষ্ট দেয়া পছন্দ করে এ ব্যক্তি এর মাধ্যমে গুনাহ করবে। এর সাথে আরো শামিল হবে অহংকার, বড়াই, অবিচার, চক্রান্ত ও হিংসা।

দ্বিতীয় প্রকার : তা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 'আমালসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- যিনা, চুরি করা, আর এটি এমন যাতে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। অতঃপর এক দল মত পেশ করেছেন এ কারণে মূলত পাকড়াও করা হবে না। এটি ইমাম শাফি'ঈর ভাষ্য কর্তৃক বর্ণিত। খারীম বিন ফাতিক্ব-এর হাদীসে যা এসেছে তা একে সমর্থন করছে। যেখানে তিনি পুণ্য কাজের প্রতি ইচ্ছার কথা উল্লেখ সেখানে তিনি (খারীম) বলেছেন, আল্লাহ জানেন তিনি বান্দার অন্তরের পুণ্যের ব্যাপারে অবহিত করেছেন ও সে ব্যাপারে তাকে লালায়িত করেছেন, পক্ষান্তরে যেখানে পাপ কাজের প্রতি ইচ্ছার কথা বর্ণনা করেছেন সেখানে ইচ্ছাকে কোন শর্তের সাথে জোড়ে দেননি। বরং সেখানে বলেছেন, যে ব্যক্তি পাপ কাজের প্রতি ইচ্ছা করবে তার উপর কিছুই লিখা হবে না। স্থানটি কৃপা প্রদর্শনের স্থান, সুতরাং এ ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা প্রদর্শন মানানসই নয়। পাপ কাজের প্রতি দৃঢ় সংকল্পের কারণে ব্যক্তিকে শাস্তির মুখোমুখী করা হবে অনেক বিদ্বানগণ এ মত পোষণ করেছেন। ইবনুল মুবারক সুফ্ইয়ান সাওরীকে প্রশ্ন করল বান্দা যে পাপ কাজের প্রতি ইচ্ছা করে সে কারণে কি তাকে পাকড়াও করা হবে? উত্তরে তিনি বলেন, যখন বান্দা সে ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করবে। আর তাদের অনেকে আল্লাহর [অর্থাৎ- "তবে তোমাদের অন্তর যা অর্জন করেছে সে কারণে তোমাদেরকে পাকড়াও করা হবে"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২২৫)] এ বাণী দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছে আর তারা আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লা-হু আন্‌হু-এর (ان الله تجاوز لأمتي عما حدثت به انفسها مالم تعمل به او تتكلم) অর্থাৎ- "নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মাতের অন্তরে যা সৃষ্টি হয় তা থেকে তিনি পাশ কেটে চলেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঐ ব্যাপারে 'আমাল না করে অথবা কথা না বলে।" এ সহীহ মারফূ' হাদীসটিকে কুমন্ত্রণাসমূহের উপর চাপিয়ে দিয়েছে।

(كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً) "আল্লাহ একটি পাপ লিখবেন"। এটি বুখারীর বর্ণনা, মুসলিম আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লা-হু আন্‌হু-এর হাদীসে আছে (فاكتبوها له بمثلها) অর্থাৎ- তোমরা তার জন্য তার অনুরূপ পাপ লিখ। আর মুসলিমে আবূ যার-এর হাদীসে আছে (فجزاءه بمثلها او اغفرله) অর্থাৎ- তার বদলা তার অনুরূপ অথবা তাকে আমি ক্ষমা করে দিব।

মুসলিমে ইবনু 'আব্বাস-এর হাদীসের শেষে (او محاها الله) অথবা গুনাহ মুছতে পারে এমন পুণ্য 'আমাল দ্বারা তার গুনাহ মুছে দিবেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٣٧٥ ـ[١٢] عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ مَثَلَ الَّذِىْ يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعٌ ضَيِّقَةٌ قَدْ خَنَقَتْهُ ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً فَانْفَكَّتْ حَلْقَةٌ ثُمَّ عَمِلَ أُخْرٰى فَانْفَكَّتْ أُخْرٰى حَتّٰى تَخْرُجَ إِلَى الْأَرْضِ». رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ.

২৩৭৫-[১২] 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি অসৎ কাজ করার পর আবার সৎ কাজ করে, তার দৃষ্টান্ত হলো ঐ ব্যক্তির মতো, যার গায়ে সংকীর্ণ বর্ম রয়েছে এবং তা তার গলা কষে ধরেছে। অতঃপর সে কোন সৎ কাজ করল যাতে তার একটি গিরা খসে পড়ল। অতঃপর আর একটি সৎ কাজ করল এতে আর একটি গিরা খুলে গেল। পরিশেষে বর্মটি খুলে মাটিতে পড়ে গেল। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৪১৯]

ব্যাখ্যা : (كَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعٌ) এটি এমন একটি জামা যা বোতাম ও লোহা দ্বারা তৈরি। শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার্থে যা পরিধান করা হয়।

(حَتّٰى تَخْرُجَ إِلَى الْأَرْضِ) অর্থাৎ- পরিশেষে ঐ বর্মটি খুলে পড়ে যায়। ইমাম ত্বীবী বলেন, পরিশেষে সম্পূর্ণরূপে খুলে যায় এবং পরিধানকারী তার সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসে।

হাদীস থেকে উদ্দেশ্য হল, নিশ্চয়ই পাপ কাজ করা কর্তার অন্তরকে সংকীর্ণ করে, তাকে তার বিষয়ে পেরেশানী করে, তাকে সে বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি করে ফলে তার বিষয়াবলী তার কাছে সহজ হয় না, তার অন্তর কালো হয়ে যায়, তার ওপর তার রিয্ক্ব সংকীর্ণ হয়ে যায় ও তাকে মানুষের কাছে ঘৃণিত করে। আর যখন ভালো কাজ করে তখন ভালো কাজ তার মন্দ কর্মের পাপকে দূর করে। যেমন আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ অর্থাৎ- "নিশ্চয়ই ভালো কাজ পাপসমূহকে দূর করে"– (সূরাহ্ হূদ ১১ : ১১৫)। আর যখন পাপ দূর হয়ে যায় তখন তার অন্তর ও তার রিয্ক্ব প্রশস্ত হয়। তার অন্তর শান্তি পায়, তার বিষয়াবলী সহজ হয় এবং মানুষের অন্তরে সে প্রিয় হয়ে যায়। সুতরাং হাদীসটি আল্লাহর ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ এ বাণীর ব্যাখ্যা ও উপমা।

٢٣٧٦ ـ[١٣] وَعَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ: أَنَّهٗ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُصُّ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُوْلُ: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ﴾ قُلْتُ: وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ؟ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ الثَّانِيَةَ: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ﴾ فَقُلْتُ الثَّانِيَةَ: وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ؟ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ الثَّالِثَةَ: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ﴾ فَقُلْتُ الثَّالِثَةَ: وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ؟ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ: «وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِى الدَّرْدَاءِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

---

[৪১৯] সহীহ : আহমাদ ১৭৩০৭, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৭৮৩, শারহুস্ সুন্নাহ ৪১৪৯, সহীহাহ্ ২৮৫৪, সহীহ আত্ তারগীব ৩১৫৭, সহীহ আল জামি' ২১৯২।

২৩৭৬-[১৩] আবুদ্ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (ﷺ)-কে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দানকালে বলতে শুনেছেন, "যে ব্যক্তি (ক্বিয়ামাতের দিন হিসাব দেবার জন্য) নিজের রবের সামনে দাঁড়াতে ভয় করে তার জন্য দু'টি জান্নাত রয়েছে"– (সূরাহ্ আর্ রহমান ৫৫ : ৪৬)। বর্ণনাকারী (আবুদ্ দারদা) বলেন, আমি (এ কথা শুনে) জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! যদি সে যিনা করে অথবা চুরি করে, তারপরও কি (সে দু'টি জান্নাত পাবে)? তিনি (ﷺ) দ্বিতীয়বার বললাম, "যে ব্যক্তি (ক্বিয়ামাতের দিন) নিজের রবের সামনে দাঁড়াতে ভয় করে তার জন্য দু'টি জান্নাত রয়েছে"। আমি দ্বিতীয়বার বললাম, হে আল্লাহর রসূল! যদি সে যিনা করে অথবা চুরি করে, তারপরও কি? তিনি (ﷺ) তৃতীয়বারও বললেন, "যে ব্যক্তি (ক্বিয়ামাতের দিন) নিজের রবের সামনে দাঁড়াতে ভয় করে তার জন্য দু'টি জান্নাত রয়েছে"। আমি তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! সে ব্যক্তি যিনা করে অথবা চুরি করে, তারপরও কি? এবারও তিনি (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ, যদি আবুদ্ দারদার নাকও কাটা যায় (ধূলায়িত হয়)। (আহমাদ)[৪২০]

ব্যাখ্যা : ﴿وَلِمَنْ خَافَ﴾ অর্থাৎ- ভয়কারী এককসমূহ থেকে প্রত্যেকের জন্য অথবা তাদের সামষ্টিকের জন্য। অর্থাৎ- আলোচনা বণ্টন পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং দু' জান্নাতের একটি মানুষ জাতির ভয়কারীর জন্য। অন্যটি জিন্ জাতির ভয়কারীর জন্য। অতএব প্রত্যেক ভয়কারীর জন্য একটি করে জান্নাত। প্রথমটিই নির্ভরযোগ্য।

﴿مَقَامَ رَبِّهٖ﴾ আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়ানো বলতে ঐ অবস্থানস্থল বান্দারা যেখানে হিসাবের জন্য দাড়াবে অথবা ভয়কারী তার প্রভুর কাছে হিসাবের জন্য দাঁড়ানো। অর্থাৎ- যে ব্যক্তি ক্বিয়ামাতের দিন তার রবের সামনে দাঁড়ানোর ভয় করে তার জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, অর্থাৎ- "যেদিন মানুষ সকল জগতের পালনকর্তা আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে"– (সূরাহ্ আল মুতাফ্ফিফীন ৮৩ : ৬)। একমতে বলা হয়েছে, অর্থাৎ- সে তার ব্যাপারে তার রবের অবস্থানের ভয় করে। আর তা হল বান্দার অবস্থাসমূহের ব্যাপারে তার রবের পর্যবেক্ষণ এবং তার কর্ম ও উক্তিসমূহের ব্যাপারে অনুসন্ধান করা যে, সত্তা তার ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করছে কেননা তিনি তার (বান্দার) পর্যবেক্ষণ করেছেন। যেমন তাঁর বাণীতে আছে, ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ অর্থাৎ- "প্রত্যেক আত্মা যা উপার্জন করেছে সে ব্যাপারে প্রত্যেক আত্মার উপর যিনি পর্যবেক্ষণকারী তিনিই কি?" (সূরাহ্ আর্ র'দ ১৩ : ৩৩) এর সারাংশ হল المقام এর ব্যাখ্যাতে তিনটি সম্ভাবনা। প্রথমটি হল, নিশ্চয়ই তা স্থান সম্বন্ধীয় বিশেষ্য। দ্বিতীয়ত নিশ্চয়ই তা ক্রিয়ামূল। তার অধীনে দু'টি সম্ভাবনা আছে, একটি হল তা আল্লাহর সামনে সৃষ্টিজীবের দাঁড়ানো– এ অর্থে ব্যবহৃত। অথবা সৃষ্টিজীবের সামনে আল্লাহর অবস্থান– এ অর্থে ব্যবহৃত। তিনি مقام শব্দটিকে সম্মানপ্রদর্শন ও ভীতিপ্রদর্শন এর উদ্দেশে الرب শব্দের দিকে সম্বন্ধ করেছেন। একমতে বলা হয়েছে, অর্থাৎ- যে তার রবকে ভয় করে তার জন্য আধিক্যতাকে জড়িয়েছে এমন এক স্থান এটি। যেমন উক্তি তুমি তার থেকে বাঘের অবস্থান বা ভয় দূর করলে। মুজাহিদ ও নাখ্'ঈ বলেন, সেটা এমন এক লোক যে অবাধ্যতার ইচ্ছা করে, অতঃপর আল্লাহর স্মরণ হলে তাঁর ভয়ে ঐ পাপ ছেড়ে দেয়। এতে রয়েছে একই বিষয়ে দু'টি জান্নাত লাভের কারণের প্রতি ইঙ্গিত। আর তা শুধু ভয় নয় বরং আল্লাহ সম্পর্কে সৃষ্ট ভয়ে অবাধ্যতা বর্জন। আর ইবনু জারীর ইবনু 'আব্বাস থেকে এ আয়াত সম্পর্কে সংকলন করেন, নিশ্চয়ই তিনি বলেন, আল্লাহ ঐ সকল মু'মিনদেরকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যারা তাঁর অবস্থানকে ভয় করছে ও তাঁর ফার্‌য করা বিষয়সমূহ আদায় করেছে। ইবনু জারীর ইবনু

---

[৪২০] **সহীহ :** আহমাদ ২৭৫২৭, বায়হাক্বী : আল বা'সু ওয়ান্ নুশূর ২৮, শারহুস্ সুন্নাহ ৪১৮৯।

'আব্বাস থেকে আরো সংকলন করেন, ইবনু 'আব্বাস বলেন, প্রথমে ব্যক্তি ভয় করে, অতঃপর সে মুত্তাক্বী হয়; আর ভয়কারী বলতে যে আল্লাহর আনুগত্যে জড়িত হয় এবং অবাধ্যতাকে বর্জন করে।

﴿جَنَّتَانِ﴾ অর্থাৎ- অনেক শাখা পল্লব বিশিষ্ট দু'টি উদ্যান; কুরআনে স্পষ্ট উল্লেখিত দু'টি গুণের শেষ পর্যন্ত। নিশ্চয়ই জান্নাতসমূহ থেকে উল্লেখিত জান্নাতদ্বয় এদের পরে উল্লেখিত জান্নাতদ্বয় অপেক্ষা উঁচুমানের। এ কারণেই তিনি বলেছেন, এ ছাড়াও দু'টি উদ্যান আছে যা স্তর, নি'আমাত ও সম্মানে এদের নিম্নে। আর উল্লেখিত জান্নাতদ্বয়ের ক্ষেত্রে মতানৈক্য করা হয়েছে, প্রথমত একমতে বলা হয়েছে, আনুগত্যমূলক কাজের জন্য একটি জান্নাত এবং অপরটি অবাধ্যতা বর্জনের জন্য। একমতে বলা হয়েছে, একটি বিশ্বাসের জন্য অপরটি 'আমালের জন্য। একমতে বলা হয়েছে, একটি 'আমালের মাধ্যমে অপরটি অনুগ্রহস্বরূপ। স্পষ্ট যে, জান্নাত দু'টি স্বর্ণের হবে এদের পাত্র, এদের প্রাসাদ, এদের অলংকার এবং এদের মাঝে যা আছে সবকিছু স্বর্ণের। আর এদের অপেক্ষা নিম্নমানের দু'টি জান্নাত আছে যা রৌপ্যের। ইবনু কাসীরও এ মত পোষণ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, বিশুদ্ধ মত হল, নিশ্চয়ই এ আয়াতটি ব্যাপক। যেমন ইবনু 'আব্বাস ও অন্যান্যগণ আল্লাহর বাণী ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ﴾ (সূরাহ্ আর্ রহমা-ন ৫৫ : ৪৬) ক্বিয়ামাতের দিন পরাক্রমশালী ও মহা মর্যাদাবান আল্লাহর সামনে ﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى﴾ (সূরাহ্ আন্ না-যি'আ-ত ৭৯ : ৪০) আর সীমালঙ্ঘন করেনি, পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দেয়নি, নিশ্চয়ই পরকাল উত্তম ও স্থায়ী এ কথা জেনেছে, অতঃপর আল্লাহর ফারয করা বিষয়সমূহ আদায় করেছে এবং তার হারাম বিষয়সমূহ থেকে বিরত থেকেছে। তার জন্য ক্বিয়ামাতের দিন তার রবের কাছে দু'টি জান্নাত থাকবে। এর ব্যাখ্যায় বলেছেন। যেমন ইমাম বুখারী (তার সানাদে) আবূ মূসা আল আশ্'আরী থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেন স্বর্ণের এবং রৌপ্যের দু'টি জান্নাত এবং তাদের পাত্র ও তাদের মাঝে যা কিছু আছে সব কিছু রৌপ্যের।

(قُلْتُ: وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ؟ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ) অর্থাৎ- যদিও যিনা ও চুরি করে থাকে তথাপিও ভয়কারীর জন্য দু'টি জান্নাত। ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, যদিও এ ভয়ের পূর্বে তার কর্তৃক যিনা ও চুরির মতো কোন পাপ পূর্বে হয়ে থাকে এবং পরে বলাও বিশুদ্ধ হবে, যদি এ ভয় সত্ত্বেও কর্মদ্বয় করে থাকে। আর ভয়ের পরবর্তী দিক হল, এ ভয় তোমার গুনাহের কাজ এবং এদের অনুরূপ কাজ একত্র হওয়া।

একমতে বলা হয়েছে, অর্থাৎ- যে ব্যক্তি তার অবাধ্যতার ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে তা ছেড়ে দিবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দু'টি বাগান দান করবেন যদিও কোন সময় সে চুরি, যিনা করে থাকে এবং তাওবাহ্ করে থাকে এ ক্ষেত্রে তার চুরি ও যিনা ঐ যিনা এবং চুরি ছাড়া অন্য কোন অবাধ্যতার কারণে তার আল্লাহর ভয়ের পুণ্যকে বাতিল করবে না।

(وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرْدَاءِ) অর্থাৎ- যদিও অপমানের কারণে আবুদ্ দারদার নাক মাটির সাথে লেগে যায়। ক্বারী বলেন, হাদীসটির বাহ্যিক দিক হল, নিশ্চয়ই (مَنْ) শব্দটি তার ব্যাপকতার উপর আছে। হাদীসে ভয়কারী বলতে মু'মিন উদ্দেশ্য। এ ধরনের একটি হাদীস বুখারী, মুসলিম আবূ যার থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেন, যে কোন বান্দা لا اله الا الله বলবে, অতঃপর এর উপরই মারা যাবে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যদিও সে যিনা করে এবং চুরি করে তথাপিও কি? অতঃপর তৃতীয়বার অথবা চতুর্থবার বললেন, আবূ যার-এর নাক ধূলায় ধূসরিত হলেও। (আল হাদীস)

'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, আমি বলব, ইমাম আহমাদ অনুরূপ হাদীস তার কিতাবের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৪৪২ পৃষ্ঠাতে আবুদ্ দারদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি (لا اله الا الله وحده لا شريك له) পাঠ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি বলেন, আমি বললাম, যদিও সে যিনা

করে এবং চুরি করে তথাপিও? তিনি (ﷺ) বললেন, যদিও সে যিনা করে এবং চুরি করে। অতঃপর তৃতীয়বার বললেন, আবুদ্ দারদার নাক ধূলায় ধূসরিত হলেও। তিনি বলেন, এরপর আমি বের হলাম যাতে এ ব্যাপারে মানুষের মাঝে ঘোষণা দিতে পারি। তিনি বললেন, অতঃপর 'উমার আমার সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি আমাকে বললেন, তুমি ফিরে যাও কেননা মানুষ যদি এ ব্যাপারে জানে তাহলে এর উপর তারা ভরসা করে নিবে। সুতরাং আমি সেখান থেকে ফিরে গিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ ব্যাপারে জানালে তিনি বললেন, 'উমার সত্য বলেছে। হাদীসটি হাফিয ইবনু কাসীর তার তাফসীর গ্রন্থে এনেছেন এবং ইমাম আহমাদ-এর দিকে কোন সম্বন্ধ করেননি বরং একে ইবনু জারীর ও নাসায়ীর দিকে সম্বন্ধ করেছেন। আর তিনি বলেন, এটিকে আবুদ্ দারদার ব্যাপারে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, তার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি তার রবের অবস্থানের ভয় করল, যিনা করেনি, চুরি করেনি, হাদীসটিকে ইমাম হায়সামী তাঁর "মাজমা'উয্ যাওয়ায়িদ" গ্রন্থে ৭ম খণ্ডে ১১৮ পৃষ্ঠাতে ইমাম আহমাদ ও ত্ববারানীর দিকে সম্বন্ধ করেছেন এবং তিনি বলেছেন আহমাদ-এর রাবীগণ সহীহ।

٢٣٧٧ - [١٤] وَعَنْ عَامِرٍ الرَّامِ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ يَعْنِيْ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ كِسَاءٌ وَفِيْ يَدِهِ شَيْءٌ قَدِ الْتَفَّ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَرَرْتُ بِغَيْضَةِ شَجَرٍ فَسَمِعْتُ فِيهَا أَصْوَاتَ فِرَاخِ طَائِرٍ فَأَخَذْتُهُنَّ فَوَضَعْتُهُنَّ فِيْ كِسَائِيْ فَجَاءَتْ أُمُّهُنَّ فَاسْتَدَارَتْ عَلَى رَأْسِيْ فَكَشَفْتُ لَهَا عَنْهُنَّ فَوَقَعَتْ عَلَيْهِنَّ فَلَفَفْتُهُنَّ بِكِسَائِيْ فَهُنَّ أُولَاءِ مَعِيْ قَالَ: «ضَعْهُنَّ» فَوَضَعْتُهُنَّ وَأَبَتْ أُمُّهُنَّ إِلَّا لُزُوْمَهُنَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَتَعْجَبُوْنَ لِرُحْمِ أُمِّ الْفِرَاخِ فِرَاخَهَا؟ فَوَالَّذِيْ بَعَثَنِيْ بِالْحَقِّ: اَللّٰهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ أُمِّ الْفِرَاخِ بِفِرَاخِهَا ارْجِعْ بِهِنَّ حَتّٰى تَضَعَهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُنَّ وَأُمُّهُنَّ مَعَهُنَّ». فَرَجَعَ بِهِنَّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

২৩৭৭-[১৪] 'আমির্ আর্ রম رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা নাবী ﷺ-এর কাছে ছিলাম। তখন জনৈক ব্যক্তি আসলো, যার গায়ে একটি চাদর জাতীয় জিনিস জড়ানো ছিল, আর তার হাতে কোন কিছু ছিল। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি বনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময়ে পাখির বাচ্চার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি বাচ্চাগুলোকে আমার চাদরে রাখলাম। হঠাৎ এদের মা এসে আমার মাথার উপর ঘুরতে লাগল। অবস্থাদৃষ্টে আমি তার জন্য বাচ্চাগুলোকে উন্মুক্ত করলাম, এমন সময় মা পাখিটি ওদের মধ্যে এসে মিলে গেল। তখন আমি এদের সকলকে আমার চাদরে জড়িয়ে ফেললাম। এগুলো এখনো আমার সাথে। তিনি (ﷺ) বললেন, এদেরকে ছেড়ে দাও। আমি সাথে সাথে ছেড়ে দিলাম, কিন্তু তাদের মা বাচ্চাদের ছেড়ে গেল না। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বাচ্চাদের ওপর তাদের মায়ের মমত্ববোধ দেখে তোমরা কী আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ? সেই সত্তার কসম, যিনি আমাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন, বাচ্চাগুলোর ওপর তাদের মায়ের দয়ার চেয়েও অবশ্যই আল্লাহ তার বান্দাদের ওপর বেশি দয়াবান। এগুলোকে নিয়ে যাও এবং যেখান থেকে নিয়ে এসেছ যথাস্থানে তাদের মায়ের সাথে রেখে এসো। তাই সে (বাচ্চাগুলো) নিয়ে গেল। (আবূ দাঊদ)[৪২১]

[৪২১] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ৩০৮৯, শু'আবুল ঈমান ৬৭২৮। কারণ এর সানাদে তিনজন রাবী মাজহূল রয়েছে। যথা- আবূ মানযূর, তার চাচা, তার চাচা 'আমির আর্ রম।

ব্যাখ্যা : (فَكَشَفْتُ لَهَا عَنْهُنَّ) "আমি তার জন্য বাচ্চাগুলোকে উন্মুক্ত করলাম"। অর্থাৎ- বাচ্চার মা যাতে বাচ্চাগুলো দেখতে পারে সেজন্য কাপড় কিছুটা সরিয়ে বাচ্চাগুলোর চেহারা তাদের মায়ের সামনে প্রকাশ করলাম।

(فَوَقَعَتْ) "মা তাতে পতিত হলো"। অর্থাৎ- বাচ্চাগুলোর মা বাচ্চার সাথে গিয়ে মিলিত হলো।

(فَلَفَفْتُهُنَّ) অতঃপর আমি সবগুলো জড়িয়ে নিলাম। অর্থাৎ- বাচ্চার মা সহ বাচ্চাগুলোকে কাপড় দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে এসেছি।

(ارْجِعْ بِهِنَّ حَتّٰى تَضَعَهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُنَّ) "তুমি সেগুলো যেখান থেকে নিয়ে এসেছ সেখানে নিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে আসো"। বাচ্চাগুলোকে মা সহ সে স্থানে ফিরিয়ে দিতে বললেন যেখান থেকে তা নিয়ে এসেছে। এজন্য যে, ঐ স্থানটি ঐ পাখীর পরিচিত এবং ঐ জায়গার প্রতি তাদের ভালোবাসা আছে, তাই সেখানে ফিরিয়ে দিতে বললেন।

হাদীসের শিক্ষা : ১. অনর্থক পশু-পাখীকে কষ্ট দেয়া অবৈধ।

২. মানুষ যেমন স্বীয় আবাসস্থলকে ভালোবাসে, তদ্রূপ পাখীও তাদের আবাসস্থলকে ভালোবাসে।

৩. পশু-পাখীর প্রতি দয়া করা একটি উত্তম গুণ।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٣٧٨ ـ[١٥] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ بَعْضِ غَزَوَاتِهٖ فَمَرَّ بِقَوْمٍ فَقَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ؟» قَالُوا: نَحْنُ الْمُسْلِمُوْنَ وَامْرَأَةٌ تَحْضِبُ بِقِدْرِهَا وَمَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَإِذَا ارْتَفَعَ وَهَجٌ تَنَحَّتْ بِهٖ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَتْ: بِأَبِىْ أَنْتَ وَأُمِّىْ أَلَيْسَ اللهُ أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ؟ قَالَ: «بَلٰى» قَالَتْ: أَلَيْسَ اللهُ أَرْحَمَ بِعِبَادِهٖ مِنَ الْأُمِّ وَلَدَهَا؟ قَالَ: «بَلٰى» قَالَتْ: إِنَّ الْأُمَّ لَا تُلْقِىْ وَلَدَهَا فِى النَّارِ فَأَكَبَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَبْكِىْ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهٗ إِلَيْهَا فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ مِنْ عِبَادِهٖ إِلَّا الْمَارِدَ الْمُتَمَرِّدَ الَّذِىْ يَتَمَرَّدُ عَلَى اللهِ وَأَبٰى أَنْ يَقُوْلَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

২৩৭৮-[১৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক যুদ্ধে নাবী ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তিনি একদল লোকের পাশ দিয়ে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন্ জাতি? তারা উত্তরে বলল, আমরা মুসলিম। জনৈকা মহিলা তখন তার পাতিলের নীচে আগুন ধরাচ্ছিল, তার সাথে ছিল তারই একটি শিশু সন্তান। হঠাৎ আগুনের একটি ফুলকি উপরের দিকে জ্বলে উঠলে তখনই সে তার সন্তানকে দূরে সরিয়ে দিলো। অতঃপর নাবী ﷺ-এর কাছে মহিলাটি এসে বলল, আপনিই কী আল্লাহর রসূল? তিনি (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ। তখন সে বলল, আপনার জন্য আমার মাতাপিতা কুরবান হোক। বলুন! আল্লাহ তা'আলা কি সবচেয়ে বড় দয়ালু নন? তিনি (ﷺ) বললেন, অবশ্যই। মহিলাটি বলল, তবে আল্লাহ তা'আলা কি তাঁর বান্দাদের ওপর সন্তানের প্রতি মায়ের দয়ার চেয়ে বড় দয়ালু নন? তিনি (ﷺ) বললেন, অবশ্যই। তখন মহিলাটি বলল, মা তো কক্ষনো তার সন্তানকে আগুনে ফেলতে পারে না। মহিলার এ কথা

শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ নীচের দিকে মাথা নুইয়ে কাঁদতে লাগলেন। তারপর তিনি (ﷺ) মাথা উঠিয়ে মহিলার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে একান্ত অবাধ্য ছাড়া কাউকেও 'আযাব (শাস্তি) দেন না- যে আল্লাহর সাথে অবাধ্যতা করে ও যারা *"লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ"* (অর্থাৎ- আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা'বূদ নেই) বলতেও অস্বীকার করে। (ইবনু মাজাহ)[৪২২]

ব্যাখ্যা : (فَقَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ؟» قَالُوا: نَحْنُ الْمُسْلِمُونَ) যেন তারা ধারণা করেছে অথবা আশংকা করেছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে অমুসলিম ধারণা করেছেন। ইবনু হাজার ত্বীবীর অনুসরণার্থে বলেন, বাহ্যিক দিক হল, উত্তরে বলা, আমরা মুযার গোত্রের অথবা আমরা কুরায়শী গোত্রের অথবা আমরা ত্বই গোত্রের, অতঃপর তারা বাহ্যিকতা থেকে দূরে সরে পড়েছে এবং তারা সীমাবদ্ধভাবে সংবাদ প্রদান করেছে, অর্থাৎ- আমরা এমন সম্প্রদায় যে, আমরা ইসলামকে অতিক্রম করব না। ধারণাস্বরূপ যে, রসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে অমুসলিম ধারণা করেছেন। ক্বারী বলেন, এটা কৃতিমতা। তিনি বলেন, তার উক্তি من القوم অর্থাৎ- তোমরা অথবা তারা কাফির শত্রুদের অন্তর্ভুক্ত নাকি মুসলিম প্রিয় লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

(إِنَّ اللّٰهَ لَا يُعَذِّبُ مِنْ عِبَادِهٖ) অর্থাৎ- তার সকল বান্দাদের মধ্য থেকে। সুতরাং এখানে সম্বন্ধ ব্যাপকতা বুঝানোর জন্য। ইমাম সিন্দী (রহঃ) বলেন, তাঁর উক্তি لا يعذب অর্থাৎ- স্থায়ীভাবে শাস্তি দিবেন না। বাহ্যিক দিক হল, এরা ছাড়া কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। যেহেতু আলোচনা জাহান্নামে প্রবেশ করানো নিয়ে স্থায়ী হওয়া সম্পর্কে নয়। আর আল্লাহ সর্বাধিক ভাল জানেন। সামষ্টিকভাবে অবাধ্যতা কদর্যতা ও অশ্লীলতাকে বৃদ্ধি করে। আর তা অবাধ্য ব্যক্তির তুচ্ছতা, অবাধ্যতার মাধ্যমে যিনি অবাধ্য করেন তাঁর বড়ত্ব, অবাধ্যতার ক্ষেত্রে তাঁর দয়ার আধিক্যতার পরিমাণ অনুযায়ী হয়ে থাকে। সুতরাং ঐ কারণে তার বদলাও বড় আঁকড়ে দেন। অর্থাৎ- তা অবাধ্য বান্দার পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য করে এবং নিশ্চয়ই সে কোন জিনিস সৃষ্ট ও কোন জিনিস তার নির্ধারণ সে দিক লক্ষ করে। আকাশ জমিনের স্রষ্টার বড়ত্বের প্রতি লক্ষ্য করে যার নির্দেশে আকাশসমূহ প্রতিষ্ঠিত। তার নি'আমাতসমূহ ও দয়ার আধিক্যতার প্রতি লক্ষ্য করে যা সর্বনিম্ন অবাধ্যতাকে বড় করে তোলে পরিশেষে তা পাহাড়, সমুদ্রকে ছাড়িয়ে যায় এবং তা এমন এক বাস্তব অবস্থায় রূপ নেয় যার বদলা জাহান্নামের চিরস্থায়ী হওয়াকে আবশ্যক করে। যদি সম্মানিত, ক্ষমাশীল, অতি ক্ষমাশীল, দয়ালু সত্তার দয়া না হত তাহলে এ অবাধ্যের পরিস্থিতি কি হত যে পাথরসমূহের সাথে সাদৃশ্য যা সৃষ্টির মাঝে সর্বাধিক হীনতর। সুতরাং আল্লাহ এ সকল কিছু থেকে সুউচ্চ। আর এ সমস্ত কিছুর বাস্তবতা অদৃশ্যের জান্তা ছাড়া কেউ জানে না। অতঃপর হাদীসের বাহ্যিক দিক দাবী করছে যে, নবূওয়াতের অস্বীকারকারী তাওহীদী কালিমাহ্ যথার্থভাবে স্বীকার করে না। আর এটিই এখানে উদ্দেশ্য।

(أَنْ يَقُولَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ) "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই- এ কথা বলতে যে অস্বীকার করে" এ বাণীটুকু ঐ সন্তানের স্থানে হবে, যে তার মাকে বলে তুমি আমার মা না আমার মা অন্য কেউ; এমতাবস্থায় সে মাতার অবাধ্য হয় এবং মাকে কুকুর ও শুকরের আকৃতির সাথে পরিকল্পনা করে। এ মুহূর্তে কোন সন্দেহ নেই যে, মা তার থেকে এমন আচরণের কারণে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়, তার ব্যাপারে সক্ষম হলে, তাকে শাস্তি দেয়। সারাংশ হল, নিশ্চয়ই কাফির ব্যক্তি দাসত্ব থেকে বহির্ভূত। সে আল্লাহর বান্দার নামে নামকরণ থেকে বহির্ভূত। আর এ কারণেই তাকে শাস্তি দেয়া হবে। আর আল্লাহ মূলত এমন নন যে, তাদের প্রতি অবিচার করবেন কিন্তু তারা নিজেরাই নিজের প্রতি অবিচার করে।

---

[৪২২] মাওযূ' : ইবনু মাজাহ ৪২৯৭, য'ঈফ আল জামি' ১৬৭৬, য'ঈফাহ্ ৩১০৯। কারণ এর সানাদে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ইবনু হাফস্ একজন দুর্বল রাবী আর ইসমা'ঈল ইবনু ইয়াহ্ইয়া একজন মিথ্যুক রাবী।

٢٣٧٩ـ[١٦] وَعَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَلْتَمِسُ مَرْضَاةَ اللهِ فَلَا يَزَالُ بِذٰلِكَ فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِجِبْرِيلَ: إِنَّ فُلَانًا عَبْدِيْ يَلْتَمِسُ أَنْ يُرْضِيَنِيْ أَلَا وَإِنَّ رَحْمَتِيْ عَلَيْهِ فَيَقُولُ جِبْرِيلُ: رَحْمَةُ اللهِ عَلٰى فُلَانٍ وَيَقُولُهَا حَمَلَةُ الْعَرْشِ وَيَقُوْلُهَا مَنْ حَوْلَهُمْ حَتّٰى يَقُولُهَا أَهْلُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ ثُمَّ تَهْبِطُ لَهٗ إِلَى الْأَرْضِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

২৩৭৯-[১৬] সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি (ﷺ) বলেছেন : বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায় আর সাধ্যাতীত চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। তাই আল্লাহ তা'আলা জিবরীলকে বলেন, আমার অমুক বান্দা আমাকে সন্তুষ্ট করতে চায়। জেনে রাখো, তার প্রতি আমার রহ্মাত আছে। তখন জিবরীল বলেন, অমুকের প্রতি আল্লাহর রহ্মাত আছে, এ কথা বলতে থাকেন 'আর্‌শ বহনকারী মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্তাগণ), তাদের আশেপাশের মালায়িকাহ্-ও। অবশেষে সপ্ত আকাশের অধিবাসীগণও অনুরূপ কথা বলেন। অতঃপর তার জন্য রহ্মাত জমিনের দিকে নেমে আসতে থাকে। (আহ্‌মাদ)[৪২৩]

ব্যাখ্যা : (مَرْضَاةَ اللهِ) "আল্লাহর সন্তুষ্টি"। অর্থাৎ- বিভিন্ন প্রকার আনুগত্যের মাধ্যমে তার সন্তুষ্টি। (عَبْدِيْ) অর্থাৎ- মু'মিন ব্যক্তি (وَإِنَّ رَحْمَتِيْ) অর্থাৎ- আমার পরিপূর্ণ রহমাত।

(ثُمَّ تَهْبِطُ لَهٗ إِلَى الْأَرْضِ) অর্থাৎ- জমিনবাসীর প্রতি রহমাত অবতীর্ণ হয়। ক্বারী বলেন, তার প্রতি আল্লাহর ভালবাসা, অতঃপর জমিনে তার জন্য গ্রহণযোগ্যতা স্থাপন করা হয়। ইমাম ত্বীবী বলেন, এ হাদীসটি এবং ভালবাসার হাদীসটি কাছাকাছি।

ইমাম ত্বীবী ভালোবাসার হাদীস দ্বারা আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে মারফূ' সূত্রে বুখারী, মুসলিমে বর্ণিত হাদীস উদ্দেশ্য করেছেন। আর তা হল, নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন তখন জিবরীলকে আহ্বান করে বলেন, নিশ্চয়ই আমি অমুককে ভালোবাসি, সুতরাং তুমিও তাকে ভালোবাস। অতঃপর জিবরীল তাকে ভালোবাসেন এরপর আকাশে ঘোষণা করে দেয়া হয় নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুককে ভালোবাসেন। সুতরাং তোমরা তাকে ভালোবাস। অতঃপর আকাশবাসীরা তাকে ভালোবাসে, এরপর জমিনে তার জন্য গ্রহণযোগ্যতা স্থাপন করা হয়।

٢٣٨٠ـ[١٧] وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ قَالَ: كُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ.

২৩৮০-[১৭] উসামাহ্ ইবনু যায়দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি (ﷺ) আল্লাহ তা'আলার এ কালাম, *"ফামিন্‌হুম যা-লিমুন লিনাফ্‌সিহী, ওয়া মিন্‌হুম মুক্বতাসিদুন্, ওয়া মিন্‌হুম সা-বিকুন বিল্ খইর-ত"* (অর্থাৎ- বান্দাদের মধ্যে কেউ নিজের প্রতি যুল্‌ম করে, তাদের মধ্যে কেউ ভালো মন্দ উভয়ই করে, আবার কেউ কল্যাণের দিকে অগ্রবর্তী হয়।)– (সূরাহ্ আল ফা-ত্বির ৩৫ : ৩২)। এরা সকলেই জান্নাতে যাবে। (ইমাম বায়হাক্বী তাঁর "কিতাবুল বা'সি ওয়ান্ নুশূর" কিতাবে বর্ণনা করেছেন)[৪২৪]

---

[৪২৩] হাসান : আহমাদ ২২৪০১।

[৪২৪] সহীহ : তিরমিযী ৩২২৫, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৪১০, বায়হাক্বী : আল বা'সু ওয়ান্ নুশূর ৫৯।

ব্যাখ্যা : ﴿وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ﴾ অধিকাংশ অবস্থায় এবং অধিকাংশ সময়ে 'আমাল করে।

﴿وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ অর্থাৎ- "আমালের বিষয়ের প্রতি মানুষকে শিক্ষা এবং দিক-নির্দেশনা দেয়।" একমতে বলা হয়েছে, নিজের প্রতি অবিচারকারী বলতে কতক ওয়াজিব কাজে বাড়াবাড়িকারী, কতক হারাম কাজে জড়িত। আর "মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী" বলতে যে ব্যক্তি ওয়াজিবসমূহকে আদায় করে, হারামসমূহকে বর্জন করে, কখনো কতক মুস্তাহাব বিষয়কে বর্জন করে এবং কতক মাকরূহ বিষয় সম্পাদন করে। আর "কল্যাণে অগ্রগামী" বলতে ওয়াজিব ও মুস্তাহাব কাজ সম্পাদনকারী এবং হারাম, মাকরূহ ও কতক বৈধ কাজ বর্জনকারী। এক মতে বলা হয়েছে, অবিচারকারী বলতে যে সৎ 'আমাল ও অসৎ 'আমালকে মিশিয়ে দেয়। নাসাফী বলেন, এ ব্যাখ্যাটি কুরআনের অনুকূল, কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর মুহাজিরদের থেকে যারা অগ্রগামী প্রথম"– (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ : ১০০)। এরপর বলেন, "আর অন্যরা তাদের গুনাহসমূহের ব্যাপারে স্বীকৃতি দিল"– (সূরাহ্ আত্ তাওবাঃ : ১০২)। অতঃপর বলেন, "আর অন্যরা আল্লাহর নির্দেশ পালনে বিলম্বকারী"– (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ১০৬)।

একমতে বলা হয়েছে, "নিজের প্রতি অবিচার করা" বলতে নাফসের উপর অবিচার করাকে সমর্থন করা, নাফস্‌কে কেবল প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা এবং নাফসের জন্য যা কল্যাণকর তা নষ্ট করা। সুতরাং অধিক আনুগত্যকে বর্জনকারী বর্জন পরিমাণ সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিবেচনায় নিজের প্রতি অবিচারকারী, আল্লাহ তার ওপর যা আবশ্যক করেছেন যদিও সে তা সম্পাদন করে থাকে এবং যা থেকে আল্লাহ তাকে নিষেধ করেছেন যদিও তা বর্জন করে থাকে। আর (مقتصد) বা মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী বলতে যে ব্যক্তি ধর্মের বিষয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে, বাড়াবাড়ি ও শিথিলতার দিকে ধাবমান হয় না। পক্ষান্তরে "অগ্রগামী" বলতে ঐ ব্যক্তি যে ধর্মের বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে অন্যের অগ্রগামী হয়েছে আর এ ব্যক্তিই তিন ব্যক্তির মাঝে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এ তিন ব্যক্তির তাফসীরে আরো অনেক উক্তি আছে, সা'লাবী ও অন্যান্যগণ যা উল্লেখ করেছেন।

(قَالَ: كُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ) সর্বনামটি তিন ব্যক্তির দিকে প্রত্যাবর্তনশীল। হাদীসটি হাফিয ইবনু কাসীর ত্ববারানীর রিওয়ায়াতে এ অর্থে উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ- "তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তাদের প্রত্যেকেই এ উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত।"

শাওকানী একে ফাতহুল ক্বদীরে (৪র্থ খণ্ডে ৩৪১ পৃষ্ঠাতে) উল্লেখ করেছেন এবং তিনি এটিকে ত্ববারানী ও ইবনু মারদুওয়াইহি-এর দিকে সম্বন্ধ করেছেন। আর বায়হাক্বী (তাদের প্রত্যেকে এ উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের প্রত্যেকে জান্নাতে যাবে।) এ অর্থে উল্লেখ করেছেন।

ইবনু কাসীর বলেন, 'আলী বিন আবূ ত্বলহাহ্ ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর ক্ষেত্রে 'আবদুল্লাহ বিন 'আব্বাস থেকে বলেন, তারা মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মাত। তাদেরকে আল্লাহ প্রত্যেক এমন কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছেন যা তিনি অবতীর্ণ করেছেন। অতঃপর তাদের মাঝে যে অবিচারকারী তাকে তিনি ক্ষমা করবেন এবং তাদের মাঝে যে মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী তার হিসাব সহজভাবে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের মাঝে যে কল্যাণে অগ্রগামী সে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। বিশুদ্ধ কথা হল নিজের প্রতি অবিচারকারী এ উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত। এটাই ইবনু জারীর এর নির্বাচন। যেমন তা আয়াতের বাহ্যিক দিক। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনেক হাদীস এসেছে। আর তা এমন

সানাদে যার কতক কতককে শক্তিশালী করে। অতঃপর তিনি তা উল্লেখ করেছেন। তার থেকে একটি হল, উসামাহ্ বিন যায়দ-এর হাদীস যার ব্যাখ্যায় আমরা রত আছি। আরো একটি হল, নাবী ﷺ থেকে আবূ সাঈ'দ-এর হাদীস। নিশ্চয়ই তিনি

﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾

এ আয়াতের ব্যাপারে বলেন, এরা প্রত্যেকে একই স্তরের এবং তাদের প্রত্যেকে জান্নাতে যাবে। একে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু জারীর এবং ইবনু আবী হাতিম সংকলন করেছেন, প্রত্যেকের সানাদে এমন বর্ণনাকারী আছে যাদের নাম উল্লেখ করা হয়নি। ইবনু কাসীর বলেন, (بمنزلة واحدة) উক্তির অর্থ হল, অর্থাৎ- নিশ্চয়ই তারা এ উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত এবং তারা জান্নাতের অধিবাসী। যদিও জান্নাতে স্তরসমূহের ক্ষেত্রে তাদের মাঝে পার্থক্য আছে। সেগুলো থেকে আরো একটি হাদীস হল, আবুদ্ দারদা-এর হাদীস, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾

সুতরাং যারা কল্যাণে অগ্রগামী তারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে, পক্ষান্তরে যারা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছে তারা ঐ সকল লোক যাদের সহজ হিসাব নেয়া হবে। আর যারা নিজেদের ওপর অবিচার করেছে তারা ঐ সকল লোক হাশরের মাঠে যাদের দীর্ঘ সময় হিসাব নেয়া হবে। অতঃপর আল্লাহ যাদেরকে তার রহমাতের মাধ্যমে সংশোধন করেছেন তারাই বলে থাকে [অর্থাৎ- "সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের থেকে চিন্তা দূর করেছেন, নিশ্চয়ই আমাদের প্রভু অত্যন্ত ক্ষমাশীল, বড়ই কৃতজ্ঞ"– (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৩৪)] আয়াতের শেষ পর্যন্ত। আহমাদ, ইবনু জারীর, ইবনু আবী হাতিম, ইবনুল মুনযির, ত্বারানী এবং ইবনু মারদুওয়াইহি একে সংকলন করেছেন, আর বায়হাক্বী একে (البعث) কিতাবে সংকলন করেছেন। এ হাদীসগুলোর কতক কতককে শক্তিশালী করে এবং এ হাদীসগুলোর দিকে প্রত্যাবর্তন করা ওয়াজিব। আর এগুলোর মাধ্যমে ঐ ব্যক্তির উক্তিকে প্রতিহত করা দরকার যে ব্যক্তি "নিজের প্রতি অবিচারকারী" উক্তিকে কাফিরের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। আর অধ্যায়টিতে 'উমার, 'উসমান, 'আলী, 'আয়িশাহ্, ইবনু মাস্'ঊদ ও অন্যান্যগণ থেকে অনেক আসার আছে।

হাফিয ইবনু কাসীর এবং শাওকানী তাদের তাফসীরদ্বয়ে এ সকল আসার উল্লেখ করেছেন এবং এগুলোর প্রত্যেকটি আয়াতের তাফসীরে জমহূর যে মত পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করছে। নিশ্চয়ই তিনটি স্তর বলতে তারা উদ্দেশ্য করেছে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের থেকে যাদেরকে নির্বাচন করেছেন। আর তারাই হল এ উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত ঈমানের অধিকারী, তাদের প্রত্যেকেই মুক্তি পাবে, জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(٤) بَابُ مَا يَقُوْلُ عِنْدَ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ وَالْمَنَامِ

অধ্যায়-৪ : সকাল সন্ধ্যা ও শয্যা গ্রহণকালে যা বলবে

الصباح বা সকাল হলো– ফাজ্‌র উদিত হওয়া থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত। আর সন্ধ্যা সূর্য অস্ত হওয়া থেকে। যেমনটি রাগিব (রহঃ) বর্ণনা করেছেন।

নাফি' ইবনু আয্‌রাক্ব (রহঃ) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর কাছে এসে বললেন : আপনি কুরআনুল কারীমে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত পেয়েছেন কি? তিনি বললেন : হ্যাঁ। অতঃপর তিলাওয়াত করলেন : ﴿فَسُبْحَانَ اللهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ﴾ তিনি বলেন, এর দ্বারা মাগরিব ও 'ইশার সলাত উদ্দেশ্য। ﴿وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ﴾-এর দ্বারা ফাজ্‌রের সলাত উদ্দেশ্য, ﴿وَعَشِيًّا﴾-এর দ্বারা 'আস্‌রের সলাত এবং ﴿وَحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ﴾-এর দ্বারা যুহরের সলাত উদ্দেশ্য। (সূরাহ্ আর্ রূম ৩০ : ১৭-১৮)

আর এ হলো সহাবায়ে কিরামদের صباح (সকাল) مساء (সন্ধ্যা)-এর ব্যাখ্যা। আর মুজাহিদ (রহঃ) হতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে যে, সূর্য অস্ত যাওয়ার পর ব্যতীত المساء বা সন্ধ্যা হবে না। অতএব উক্ত সময়ের যিক্‌রগুলো (أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ) এরূপ হবে। 'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহঃ) এ অধ্যায়ের অধীনে উল্লেখিত যিক্‌র-আযকার সম্পর্কে বলেন : আমি জানি যে, নিশ্চয় এ অধ্যায়টি অত্যন্ত ব্যাপক, এ অধ্যায়ের তুলনায় ব্যাপক কোন অধ্যায় কিতাবটি (মিশকাতুল মাসাবীহ)-তে নেই। আর আমি এ ব্যাপকতার মাঝেও সংক্ষিপ্তকরণের ক্ষেত্রে কিছু আলোচনা করব ইন্‌শা-আল্ল-হ। সুতরাং যে তার সমস্ত 'আমাল (অধ্যায়ে উল্লেখিত সমস্ত যিক্‌র-আযকার) করতে সক্ষম হবে এটা তার জন্য নি'আমাত, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অনুগ্রহ এবং তার জন্য সুখবর। আর যে সমস্ত যিক্‌র-আযকার করতে অক্ষম, সে যেন সংক্ষিপ্তাকারে হলেও এ যিক্‌র-আযকারগুলো করে, এমনকি একটি যিক্‌র হলেও। অতঃপর 'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহঃ) সকাল-সন্ধ্যা, ইশরাক্ব, সূর্য উদিত হওয়ার আগে এবং অস্ত যাওয়ার পরের যিক্‌র, তাসবীহ ও দু'আর নির্দেশ সংক্রান্ত কুরআনুল কারীমের আয়াতে কারীমাগুলো উল্লেখ করলেন।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٣٨١ - [١] عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمْسٰى قَالَ: «أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ»

وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ أَيْضًا: «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «رَبِّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৩৮১-[১] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সন্ধ্যার সময় বলতেন, *"আম্সায়না- ওয়া আম্সাল মুল্কু লিল্লা-হি ওয়াল হাম্দুলিল্লা-হি ওয়ালা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্দাহূ লা- শারীকা লাহূ লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্দু ওয়াহুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর, আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মিন খয়রি হা-যিহিল লায়লাতি ওয়া খয়রি মা- ফীহা- ওয়া আ'উযুবিকা মিন শার্‌রিহা- ওয়া শার্‌রি মা- ফীহা- আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল কাসালি ওয়াল হারামি ওয়াসূয়িল কিবারি ওয়া ফিত্নাতিদ্ দুন্ইয়া- ওয়া 'আযা-বিল ক্ববৃরি"* (অর্থাৎ- আমরা সন্ধ্যায় প্রবেশ করলাম এবং সন্ধ্যায় প্রবেশ করল সাম্রাজ্যসমূহ আল্লাহর উদ্দেশে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক, তার কোন শারীক নেই। তাঁরই সাম্রাজ্য। তাঁরই সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এ রাতের কল্যাণ চাই এবং এতে যা আছে তার কল্যাণ। আর আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে রাতের অকল্যাণ হতে আর এতে যা আছে তার অকল্যাণ হতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই, অলসতা, বার্ধক্য ও বার্ধক্যের অপকারিতা এবং দুনিয়ার বিপদাপদ ও ক্ববরের 'আযাব হতে।)। আর যখন ভোর হতো তখনও তিনি (সাঃ) এরূপ বলতেন। তিনি (সাঃ) বলতেন, *"আস্বাহনা- ওয়া আস্বাহাল মুল্কু লিল্লা-হি"* (অর্থাৎ- আমরা ভোরে প্রবেশ করলাম, ভোরে প্রবেশ করল সাম্রাজ্যসমূহ আল্লাহর উদ্দেশে)। আর এক বর্ণনায় রয়েছে, *"রব্বি ইন্নী আ'উযুবিকা মিন 'আযা-বিন ফিন্না-রি ওয়া 'আযা-বিন ফিল ক্ববৃরি"* (অর্থাৎ- হে রব! আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে জাহান্নামের 'আযাব ও ক্ববরের শাস্তি হতে)। (মুসলিম)[৪২৫]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটিতে রুবূবিয়্যাতের দিকে দাসত্ব ও মুখাপেক্ষিতার প্রকাশ ঘটেছে। নিশ্চয়ই প্রত্যেকটি বিষয়ের ভাল ও মন্দ আল্লাহ তা'আলার হাতেই রয়েছে। আর বান্দার হাতে তার কিছুই নেই এবং এখানে মুসলিম মিল্লাতের জন্য দু'আ করার আদব জানার ব্যাপারেও শিক্ষা রয়েছে।

٢٣٨٢ - [٢] وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ: «اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا». وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৩৮২-[২] হুযায়ফাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) রাতে ঘুমানোর সময় গালের নীচে হাত রাখতেন আর বলতেন, *"আল্ল-হুম্মা বিস্মিকা আমূতু ওয়া আহ্ইয়া-"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে মৃত্যুবরণ করি ও তোমার নামেই জীবিত হই)। আবার তিনি (সাঃ) ঘুম থেকে জেগে বলতেন, *"আলহাম্দু লিল্লা-হিল্লাযী আহ্ইয়া-না- বা'দা মা- আমা-তানা- ওয়া ইলায়হিন্ নুশূর"* (অর্থাৎ- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর আবার জীবিত করলেন এবং তাঁরই দিকে আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন)। (বুখারী)[৪২৬]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ খাত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন : উল্লেখিত দু'আয় (...أَحْيَانَا) অর্থাৎ- "মৃত্যুর পর জীবিত করলেন" এটি মাজায, কেননা ঘুমের সময় জীবন আলাদা হয় না। কিন্তু ঘুমের সময় নড়াচড়া বন্ধ ও শক্তি

[৪২৫] সহীহ : মুসলিম ২৭২৩, তিরমিযী ৩৩৯০, আবূ দাউদ ৫০৭১, আহমাদ ৪১৯২, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ১৮।
[৪২৬] সহীহ : বুখারী ৬৩১৪, আহমাদ ২৩২৮৬।

দূরীভূত হয়, যা মৃত্যুরই নামান্তর। অতঃপর তিনি বলেন : (بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا) অর্থাৎ- ঘুমের পরবর্তীতে তিনি আমাদের ওপর শক্তি ও চলাফেরার ক্ষমতা ফিরিয়ে দিলে, এগুলো (নড়াচড়া ও চলাফেরার শক্তি) দূর হয়ে যাওয়ার পর। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) মুত্বলাক্বভাবে (সাধারণভাবে) ঘুমের উপর মৃত্যু উল্লেখ করার হিক্বমাত সম্পর্কে বলেন যে, নিশ্চয় মানুষের উপকৃত হওয়াটা জীবিত থাকার সাথে সম্পৃক্ত, আর তা হলো আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করা, তাঁর আনুগত্য করা, তাঁর রাগ ও শাস্তি থেকে বেঁচে থাকা। সুতরাং যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন এ সকল উপকার তার থেকে দূর হয়ে যায় এবং জীবনের কোন অংশই সে গ্রহণ করতে পারে না, কাজেই তা তো মৃত্যুর মতই।

অতএব নাবী ﷺ-এর কথা (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ) অর্থাৎ- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। এটা নি'আমাতের কৃতজ্ঞতা, যা জীবিত থাকার উপকারগুলো দূর হওয়ার পর ফিরিয়ে পাবার কৃতজ্ঞতা।

٢٣٨٣ - [٣] وَمُسْلِمٌ عَنِ الْبَرَاءِ.

২৩৮৩-[৩] আর ইমাম মুসলিম বারা رضي الله عنه হতে (বর্ণনা করেন)।[৪২৭]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ক্বারী (রহঃ) বলেন : আলোচ্য হাদীসটি মুত্তাফাক্ব আলায়হি তথা বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনা। তবে সহাবীদের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। আমি বলব, (মির্'আত প্রণেতা) মুহাদ্দিসীনাদের পরিভাষা অনুযায়ী তা মুত্তাফাক্ব আলায়হি-এর নয়। কারণ মুত্তাফাক্ব আলায়হি তথা বুখারী ও মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁরা (اتحاد الصحابي) বা সহাবীদের ঐকমত্য হওয়া শর্ত করেছেন।

٢٣٨٤ - [٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلٰى فِرَاشِه فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهٗ بِدَاخِلَةِ إِزَارِه فَإِنَّهٗ لَا يَدْرِىْ مَا خَلَفَهٗ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِكَ رَبِّىْ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ أَرْفَعُهٗ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِه عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ». وَفِىْ رِوَايَةٍ: «ثُمَّ لْيَضْطَجِعْ عَلٰى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ لْيَقُلْ: بِاسْمِكَ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَفِىْ رِوَايَةٍ: «فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ ثَوْبِه ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لَهَا».

২৩৮৪-[৪] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ বিছানায় ঘুমানোর সময় যেন নিজের পরিধেয় বস্ত্রের ভিতর দিক দিয়ে বিছানা ঝেড়ে নেয়। কেননা সে জানে না, তারপর বিছানায় কি এসে পড়েছে। অতঃপর সে যেন এ দু'আ পড়ে, *"বিস্‌মিকা রব্বী ওয়া য'তু জাম্বী ওয়াবিকা আর্‌ফা'উহু ইন্ আম্‌সাকতা নাফসী ফার্‌হাম্‌হা- ওয়া ইন্ আর্‌সাল্‌তাহা- ফাহ্‌ফায্‌হা- বিমা- তাহ্‌ফাযু বিহী 'ইবা-দাকাস্ স-লিহীন"* (অর্থাৎ- হে রব! তোমার নামে আমার দেহ রাখলাম এবং তোমার নামেই আবার তা উঠাব। যদি তুমি আমার আত্মাকে (মৃত্যু হতে) ফিরিয়ে রাখো, তবে তুমি আমার আত্মার উপর দয়া করো। আর যদি একে ছেড়ে দাও, তাহলে এর রক্ষা করো, যা দিয়ে তুমি তোমার নেক বান্দাদেরকে রক্ষা করে থাকো।)। অন্য এক বর্ণনায় আছে, অতঃপর সে যেন নিজের ডান পাশে ঘুমায়, তারপর বলে, *"বিস্‌মিকা"* (অর্থাৎ- তোমারই নামে)। (বুখারী, মুসলিম)[৪২৮]

---

[৪২৭] সহীহ : মুসলিম ২৭১০।

[৪২৮] সহীহ : বুখারী ৬৩২০, ৭৩৯৩, মুসলিম ২৭১৪, আবূ দাউদ ৫০৫০, আহমাদ ৭৯৩৮, দারিমী ২৭২৬, ইবনু হিব্বান ৫৫৩৪।

অন্য আর এক বর্ণনায় আছে, "তারপর সে যেন পরিধেয় বস্ত্রের ভিতরের দিক দিয়ে (বিছানা) তিনবার ঝেড়ে নেয়, আর তুমি যদি আমার আত্মাকে রেখে দাও, তবে ক্ষমা করে দিও।"

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ক্বারী (রহঃ) বলেন : তদানীন্তন সময়ে 'আরবদের নিকট লুঙ্গি বা চাদর ছাড়া অন্য কোন কাপড় ছিল না বিধায় বিছানা ঝাড়া বা পরিষ্কার করার সাথে পরিধেয় বস্ত্রকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আর এটাই সহজ ছিল এবং এতে আবরু খুলে যাওয়ার সম্ভাবনাও এতে কম থাকে। 'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহঃ) বলেন : বিছানায় যাওয়ার পূর্বে তা ঝাড়া মুস্তাহাব। কেননা তাতে সাপ, বিচ্ছু বা অন্য কোন কষ্টদায়ক বস্তু থাকতে পারে যা সে জানে না, কাজেই বিছানা ঝাড়াটা জরুরী। আর পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা হাত আবৃত থাকবে যাতে বিছানায় খারাপ কিছু থাকলেও তা দ্বারা অনিষ্ট সাধিত না হয়।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য হাদীসটি আল্লাহ তা'আলার কথারই সমর্থক।

﴿اللّٰهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرٰى إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾

অর্থাৎ- "আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রাণ হরণ করেন তার মৃত্যুর সময়, আর যে মরে না তার নিদ্রাকালে..... ।" (সূরাহ্ আয্ যুমার ৩৯ : ৪২)

٢٣٨٥ -[٥] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَوٰى إِلٰى فِرَاشِه نَامَ عَلٰى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ: «اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِيْ إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ». وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَهُنَّ ثُمَّ مَاتَ تَحْتَ لَيْلَتِه مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ»

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِرَجُلٍ: «يَا فُلَانُ إِذَا أَوَيْتَ إِلٰى فِرَاشِكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلٰى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ: اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ إِلٰى قَوْلِه: أَرْسَلْتَ» وَقَالَ: «فَإِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৩৮৫-[৫] বারা ইবনু 'আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিছানায় ডান কাত হয়ে ঘুমাতেন। অতঃপর তিনি (সাঃ) বলতেন, "*আল্ল-হুম্মা আস্লামতু নাফ্সী ইলায়কা ওয়া ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজ্হী ইলায়কা ওয়া ফাওওয়ায্তু আম্রী ইলায়কা ওয়া আলজা'তু যহরী ইলায়কা রগ্বাতান ওয়া রহ্বাতান ইলায়কা লা- মালজাআ ওয়ালা- মানজা- মিন্কা ইল্লা- ইলায়কা আ-মান্তু বিকিতা-বিকাল্লাযী আন্যাল্তা ওয়া নাবিয়্যিকাল্লাযী আর্সাল্তা*" (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম, তোমার দিকে চেয়ে থাকলাম, আমার কাজ তোমার ওপর সমর্পণ করলাম এবং ভয়ে ও আগ্রহ ভরে তোমার সাহায্যের উপর ভরসা করলাম। তুমি ছাড়া আর কারো কাছে আশ্রয় ও মুক্তি পাওয়ার কোন স্থান নেই। যে কিতাব তুমি অবতীর্ণ করেছ ও যে নাবী তুমি পাঠিয়েছ, সম্পূর্ণরূপে আমি এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করি।)। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এ দু'আ পড়বে তারপর ঐ রাতেই মারা যাবে, সে ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করবে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, বর্ণনাকারী (বারা রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে বললেন, হে অমুক! তুমি বিছানায় ঘুমানোর সময় সলাতের ওযূর মতো ওযূ করবে এবং ডান কাত হয়ে ঘুমাবে, অতঃপর বলবে, *"আল্ল-হুম্মা আস্‌লামতু নাফ্‌সী ইলায়কা.....আর্‌সাল্‌তা"* (অর্থাৎ- 'হে আল্লাহ! আমি আমার নিজেকে আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম ...... পাঠিয়েছ' পর্যন্ত।) অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যদি তুমি এ রাতেই মৃত্যুবরণ করো, তাহলে ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করবে। আর যদি ভোরে (জীবিত) ওঠো, তাহলে কল্যাণের উপর উঠবে। (বুখারী, মুসলিম)[৪২৯]

ব্যাখ্যা : তিরমিযীতে রাফি' ইবনু খাদীজ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, (ইমাম আত্ তিরমিযী উক্ত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন) যদি ঐ রাতে সে মারা যায় তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আহমাদ-এর অপর বর্ণনায় আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত শব্দের পরিবর্তে রয়েছে সে ফিতরাতের উপর মৃত্যুবরণ করবে, তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করা হবে।

'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহঃ) বলেন : আলোচ্য হাদীসে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত রয়েছে যা পালন করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়।

১. ঘুমানোর সময় উযূ করা। যদি সে উযূ অবস্থায় থাকে তবে সে উযূই তার যথেষ্ট। কেননা রাতে মৃত্যুর আশংকায় পবিত্র অবস্থায় ঘুমানো উদ্দেশ্য, যাতে সত্য স্বপ্ন দেখা যায় এবং ঘুমন্ত অবস্থায় শায়ত্বনের খেলনা হওয়া থেকে বেঁচে থাকা যায়।

২. ডান কাতে ঘুমানো। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি কাজ ডান দিক থেকে করা ভালবাসতেন।

৩. ঘুমানোর সময় আল্লাহর যিক্‌র করা, যাতে যিক্‌রই তাঁর শেষ 'আমাল হয়।

٢٣٨٦ - [٦] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَوٰى إِلٰى فِرَاشِه قَالَ: «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاٰوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَه وَلَا مُؤْوِيَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৩৮৬-[৬] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিছানায় ঘুমানোর সময় বলতেন, *"আলহাম্‌দু লিল্লা-হিল্লাযী আত্ব'আমানা- ওয়া সাক্বা-না- ওয়া কাফা-না- ওয়াআ-ওয়া-না- ফাকাম মিম্মান্ লা-কা-ফিয়া লাহূ ওয়ালা- মু'বিয়া"* (অর্থাৎ- প্রশংসা শুধুমাত্র আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন, পান করালেন, আমাদের প্রয়োজন পূরণ করলেন এবং আমাদেরকে আশ্রয় দিলেন। অথচ এমন অনেক লোক আছে যাদের না আছে কেউ প্রয়োজন মিটাবার আর না আছে কোন আশ্রয়দাতা।)। (মুসলিম)[৪৩০]

ব্যাখ্যা : বলা যায় যে, ঘুমানোর সময় খাদ্য, পানীয় ও পূর্ণতার উপর আল্লাহর প্রশংসা করার উদ্দেশ্য এই যে, নিশ্চয় ঘুম পরিতৃপ্ত হওয়ারই একটি অংশ, কেননা ঘুমের মাধ্যমে ব্যস্ততা থেকে অবসর এবং অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

---

[৪২৯] **সহীহ :** বুখারী ২৪৭, ৭৪৮৮, ৬৩১৫, মুসলিম ২৭১০, তিরমিযী ৩৫৭৪, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৬৫২৬, আহমাদ ১৮৫১৫, শু'আবুল ঈমান ৪৩৮১, ইবনু হিব্বান ৫৫৩৬, সহীহাহ্ ২৮৮৯, সহীহ আত্ তারগীব ৬০৩, সহীহ আল জামি' ২৭৬।

[৪৩০] **সহীহ :** মুসলিম ২৭১৫, আবূ দাউদ ৫০৫৩, তিরমিযী ৩৩৯৬, আহমাদ ১২৫৫২, ইবনু হিব্বান ৫৫৪০, শামায়িলে তিরমিযী ২১৯, সহীহ আল জামি' ৪৬৮৯।

٢٣٨٧ - [٧] وَعَن عَلِيٍّ: أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيقٌ فَلَمْ تُصَادِفْهُ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِعَائِشَةَ فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ قَالَ: فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا نَقُومُ فَقَالَ: عَلَى مَكَانِكُمَا فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حَتّٰى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمِهِ عَلٰى بَطْنِي فَقَالَ: «أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلٰى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضْجَعَكُمَا فَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبِّرَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمَا مِنْ خَادِمٍ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৩৮৭-[৭] 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন ফাত্বিমাহ্ (রাঃ) (আটার) চাক্কি পিষতে পিষতে তার হাতের কষ্ট অনুভূত হওয়ার অভিযোগ স্বরূপ নাবী (সাঃ)-এর কাছে আসলেন। তিনি (ফাত্বিমাহ্ (রাঃ)) জানতে পেরেছিলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে যুদ্ধবন্দী গোলাম এসেছে। কিন্তু তিনি ((রাঃ)) রসূলের দেখা না পেয়ে মা 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর কাছে এ কথা বললেন। তিনি ((সাঃ)) যখন ফিরে আসলেন 'আয়িশাহ্ ফাত্বিমার কথা তাঁকে জানালেন। 'আলী (রাঃ) বলেন, অতঃপর খবর পেয়ে তিনি ((সাঃ)) যখন আমাদের এখানে আসলেন, তখন আমরা বিছানায় শুয়ে পড়ছিলাম। তাঁকে দেখে আমরা উঠতে চাইলে তিনি ((সাঃ)) বললেন, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় থাকো। অতঃপর তিনি ((সাঃ)) আমাদের কাছে এসে আমার ও ফাত্বিমার মাঝে বসে গেলেন। এমনকি আমি আমার পেটে নাবী (সাঃ)-এর পায়ের শীতলতা অনুভব করলাম। তারপর তিনি ((সাঃ)) বললেন, তোমরা যা আমার কাছে চেয়েছ এর (গোলামের) চেয়ে অনেক উত্তম এমন কথা আমি কি তোমাদেরকে বলে দেবো না? আর তা হলো যখন তোমরা ঘুমাবে তখন তেত্রিশবার *'সুব্হা-নাল্ল-হ'*, তেত্রিশবার *'আলহাম্‌দুলিল্লা-হ'* এবং চৌত্রিশবার *'আল্ল-হু আকবার'* পড়বে। এটা তোমাদের জন্য খাদিম (গোলাম) হতে অনেক উত্তম হবে। (বুখারী, মুসলিম)[৪৩১]

ব্যাখ্যা : অপর বর্ণনায় 'আল্লামাহ্ 'আবদুর রহমান মুবারকপূরী (রহঃ) বলেন : অপর বর্ণনায় আত্ তাকবীর *"আল্ল-হু আকবার"* ৩৩ বার উল্লেখ রয়েছে, আবার অপর বর্ণনায় *"সুব্হা-নাল্ল-হ"* ৩৪ বার রয়েছে। আবার অন্য বর্ণনায় *"আলহাম্‌দু লিল্লা-হ"* ৩৪ বার রয়েছে। তবে অধিকাংশ বর্ণনার ঐকমত্যে *"আল্ল-হু আকবার"* ৩৪ বার বলাই অগ্রগণ্য।

'আল্লামাহ্ ইবনুল বাত্ত্বাল (রহঃ) বলেন : ঘুমের সময় এ ধরনের যিক্র করা বা সম্ভব মতো উল্লেখিত সমস্ত যিক্র করা তাঁর উম্মাতের জন্য যথেষ্ট হবে, আর এ মর্মে নাবী (সাঃ) ইঙ্গিত দিয়েছেন। আর এর অর্থ হলো এটি মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়।

'আল্লামাহ্ 'ইয়ায (রহঃ) বলেন : অবস্থা ও সময়ভেদে নাবী (সাঃ) থেকে বিভিন্ন যিক্র বর্ণিত হয়েছে। আর এ প্রতিটি তাসবীহ বা যিক্র উল্লেখিত সময়ে পড়লেই হবে।

আলোচ্য হাদীস থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, তরকারী পাকানো, রুটি বানানো বা বাড়ীর কাজে সক্ষম মহিলার বাবার বাড়ীতে থাকা অবস্থায় যদি তার খাদেম না থাকে তবে স্বামীর উপর তার জন্য খাদেম নিয়োগ দেয়া আবশ্যক নয়। কেননা ফাত্বিমাহ্ (রাঃ) খাদিম চাওয়ার পরও নাবী (সাঃ) এ মর্মে 'আলী (রাঃ) তার খিদমাত করার কোন খাদিম নিয়োগের নির্দেশ দেননি।

---

[৪৩১] সহীহ : বুখারী ৫৩৬১, মুসলিম ২৭২৭, আবূ দাউদ ৫০৬২, আহমাদ ১১৪১, ইবনু হিব্বান ৬৯২১, সহীহ আত্ তারগীব ৬০৪।

Contents

٢٣٨٨ - [٨] وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ: «أَلَا أَدُلُّكِ عَلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ خَادِمٍ؟ تُسَبِّحِينَ اللّٰهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدِينَ اللّٰهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرِينَ اللّٰهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَعِنْدَ مَنَامِكِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৩৮৮-[৮] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন ফাত্বিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে একজন খাদিম চাইতে আসলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি কি তোমাকে এমন পথ দেখাবো না, যা তোমার জন্য খাদিমের চেয়ে অনেক উত্তম হবে? তা হলো প্রত্যেক সলাতের সময় ও ঘুমানোর সময় পড়বে তেত্রিশবার *'সুব্হা-নাল্ল-হ'*, তেত্রিশবার *'আলহাম্দুলিল্লা-হ'* ও চৌত্রিশবার *'আল্ল-হু আকবার'* । (মুসলিম)[৪৩২]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে এ মর্মে দলীল রয়েছে যে, যে ব্যক্তি ঘুমানোর সময় অধ্যবসার সাথে এ যিক্র করবে, তাকে ক্লান্তি ধরবে না। কেননা এখানে ফাত্বিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কাজের কষ্টের কথা বললেন, আর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে এটা পূর্ণ করতে বললেন। ইমাম ইবনু তায়মিয়্যাহ্ (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 'আল্লামাহ্ হাফিয আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন : এতে লক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, আর এখানে কষ্ট দূর হওয়ার ব্যাপারটি নির্দিষ্ট করা হয়নি। বরং যে সেটার (উল্লেখিত দু'আ) প্রতি যত্নবান হবে, কাজের আধিক্যের কারণে তার কষ্ট না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর কাজ তার ওপর কঠিন হবে না, যদিও তাতে কষ্ট সাধিত হয়।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٣٨٩ - [٩] عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ: «اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ». وَإِذَا أَمْسٰى قَالَ: «اَللّٰهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

২৩৮৯-[৯] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সকালে ঘুম থেকে উঠে বলতেন, *"আল্ল-হুম্মা বিকা আস্বাহ্না-, ওয়াবিকা আম্সায়না-, ওয়াবিকা নাহ্ইয়া-, ওয়াবিকা নামূতু, ওয়া ইলায়কাল মাসীর"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমরা তোমারই সাহায্যে সকালে [ঘুম থেকে] উঠি, তোমারই সাহায্যে আমরা সন্ধ্যায় পৌছি। তোমারই নামে আমরা জীবিত হই [ঘুম থেকে উঠি] ও তোমারই নামে আমরা মৃত্যুবরণ করি [ঘুমাতে যাই]। আর তোমার কাছেই আমরা ফিরে যাব।)। সন্ধ্যার সময় তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেন, *"আল্ল-হুম্মা বিকা আমসায়না-, ওয়াবিকা আস্বাহনা-, ওয়াবিকা নাহ্ইয়া-, ওয়াবিকা নামূতু ওয়া ইলায়কান্ নুশূর"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমরা তোমারই সাহায্যে সন্ধ্যা বেলায় এসে পৌছি, তোমারই সাহায্যে সকালে উঠি। তোমারই নামে আমরা জীবিত হই, তোমারই নামে আমরা মৃত্যুবরণ করি। আর তোমারই দিকে আমরা পুনঃএকত্রিত হব।)। (তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[৪৩৩]

---

[৪৩২] **সহীহ :** মুসলিম ২৭২৮।

[৪৩৩] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৫০২৭, তিরমিযী ৩৩৯১, ইবনু মাজাহ ৩৮৬৮, সহীহ আদাবুল মুফরাদ ১১৯৯/৯১৫, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ২০, সহীহাহ্ ২৬৩, সহীহ আল জামি' ৩৫৩।

Contents

ব্যাখ্যা : আত্ তিরমিযী'র অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, নাবী ﷺ তার সহাবীগণকে এটা বলা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, যখন তোমাদের কেউ ভোরে ঘুম থেকে উঠবে সে যেন (এ দু'আ) বলবে।

ইবনু মাজার বর্ণনায় রয়েছে যে, নাবী ﷺ বলেন : যখন তোমরা সকাল করবে তখন এ দু'আ বলো।

٢٣٩٠ـ[١٠] وعنهُ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مُرْنِيْ بِشَيْءٍ أَقُوْلُهُ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ قَالَ: «قُلِ اللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ قُلْهُ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ

২৩৯০-[১০] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বাক্র সিদ্দীক্ব রাঃ বলেছেন, একদিন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে একটি দু'আ বলে দিন যা আমি সকাল-সন্ধ্যায় পড়তে পারি। তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি পড়বে, "*আল্ল-হুম্মা 'আ-লিমাল গয়বি ওয়াশ্‌শাহা-দাতি, ফা-ত্বিরস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি, রব্বা কুল্লি শাইয়িন, ওয়া মালীকাহূ আশ্‌হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লা- আন্‌তা, আ'উযুবিকা মিন্ শার্‌রি নাফ্‌সী, ওয়ামিন শার্‌রিশ্ শায়ত্ব-নি, ওয়া শির্‌কিহী*" (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! যিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী, আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, প্রত্যেক জিনিসের প্রতিপালক ও মালিক– আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন ইলাহ নেই, আমি তোমার কাছে আমার মনের মন্দ হতে, শায়ত্বনের মন্দ ও তাঁর শির্‌ক হতে আশ্রয় চাই।) তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি এ দু'আ সকালে-সন্ধ্যায় ও ঘুমানোর সময় পড়বে।" (তিরমিযী, আবূ দাউদ ও দারিমী)[৪৩৪]

ব্যাখ্যা : নিশ্চয় আলোচ্য হাদীসটি আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ-এর বর্ণনায় সরাসরি নাবী ﷺ থেকে বর্ণিত এবং তিনি (আবূ হুরায়রাহ্) আবূ বাক্র রাঃ-এর জিজ্ঞাসার সময় উপস্থিত ছিলেন। কতিপয় অনুলিপিতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। তবে কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, আবূ বাক্র রাঃ বললেন : হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আমি বললাম, (قُلْتُ) 'ছাড়া' এ কথাটি উল্লেখ করা। জামি' আল মাখরাজাইনেও অনুরূপ রয়েছে, 'আল্লামাহ্ বাগাবী (রহঃ) মাসাবীহতেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। নাবাবী (রহঃ) "আল আযকার"-এ, আল জায্‌রী "জামি' আল উসূল"-এ, 'আল্লামাহ্ শাওকানী (রহঃ) "তুহফাতুয্ যাকিরীন"-এ অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٣٩١ـ[١١] وَعَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيْ يَقُولُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُوْلُ فِيْ صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَضُرَّهُ شَيْءٌ». فَكَانَ أَبَانُ قَدْ أَصَابَهُ طَرَفُ فَالَجٍ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَبَانُ: مَا تَنْظُرُ إِلَيَّ؟ أَمَا إِنَّ الْحَدِيثَ كَمَا حَدَّثْتُكَ وَلٰكِنِّيْ لَمْ أَقُلْهُ يَوْمَئِذٍ لِيُمْضِيَ اللهُ عَلَيَّ قَدَرَهُ. رَوَاهُ

[৪৩৪] সহীহ : তিরমিযী ৩৩৯২, আবূ দাউদ ৫০৬৭, আহমাদ ৬৩, দারিমী ২৭৩১, ইবনু হিব্বান ৯৬২, সহীহ আদাবুল মুফরাদ ১২০২/৯১৭।

التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو دَاوُدَ وَفِيْ رِوَايَتِهٖ: «لَمْ تُصِبْهُ فُجَاءَةُ بَلَاءٍ حَتّٰى يُصْبِحَ وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصْبِحُ لَمْ تُصِبْهُ فُجَاءَةُ بَلَاءٍ حَتّٰى يُمْسِيَ».

২৩৯১-[১১] আবান ইবনু 'উসমান (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে বান্দা প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার করে পড়বে, *"বিসমিল্লা-হিল্লাযী লা- ইয়াযুর্‌রু মা'আইস্‌মিহী শায়উন ফিল আর্‌যি ওয়ালা- ফিস্‌সামা-য়ি, ওয়া হুওয়াস্‌ সামী'উল 'আলিম"* (অর্থাৎ- আল্লাহর নামে শুরু করছি, যে নামের সাথে আসমান ও জমিনে কোন কিছুই কোন ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সব শুনেন ও জানেন)– কোন কিছু তাকে ক্ষতি করতে পারে না। বর্ণনাকারী বলেন, আবান (রহিমাহুল্লাহ) পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত ছিলেন। এজন্য যারা হাদীস শুনছিলেন তারা তাঁর দিকে তাকাচ্ছিল। আবান (রহিমাহুল্লাহ) তখন বললেন, আমার দিকে কী দেখছ? নিশ্চয়ই হাদীস যা আমি বর্ণনা করছি তাই, তবে যেদিন আমি এ রোগে আক্রান্ত হয়েছি সেদিন এ দু'আ পড়িনি। এ কারণে আল্লাহ আমার ভাগ্যে যা লিখে রেখেছিলেন তা কার্যকরী হয়েছে। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ। কিন্তু আবূ দাঊদ-এর অপর বর্ণনায় রয়েছে, সে রাতে তাঁর ওপর কোন আকস্মিক বিপদাপদ ঘটবে না যে পর্যন্ত না ভোর হয়, আর যে তা ভোরে বলবে তার ওপর কোন আকস্মিক বিপদাপদ সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না সন্ধ্যা উপনীত হয়।)[৪৩৫]

ব্যাখ্যা : আল বুখারী (রহঃ) আল আদাবুল মুফরাদে এ শব্দে উল্লেখ করেছেন যে, যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় তিন তিনবার করে (بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ) এ দু'আ পড়বে, ঐ দিন এবং রাতে কোন কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না। আলোচ্য হাদীসে এ মর্মে দলীল রয়েছে যে, নিশ্চয় এ (দু'আয় উল্লেখিত) শব্দগুলো তা পাঠকারী থেকে সকল ক্ষতি প্রতিহত করবে, রাত ও দিনে তার উপর কোন ক্ষতি পৌঁছবে না, যখন সে তা রাত ও দিনের প্রথমভাগে পড়বে।

আবূ দাঊদ-এর অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, লোকটি তার (আবান) নিকট হাদীস শুনার পর তার দিকে তাকাতে লাগল। অতঃপর তিনি (আবান) বললেন, আমার দিকে তাকাচ্ছ কেন? আল্লাহর কসম! আমি 'উসমান (রাঃ)-এর উপর মিথ্যা বলছি না এবং 'উসমান (রাঃ) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর মিথ্যা বলেননি.....।

٢٣٩٢ -[١٢] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ إِذَا أَمْسٰى: «أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَمِنْ سُوْءِ الْكِبَرِ أَوِ الْكُفْرِ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «مِنْ سُوْءِ الْكِبَرِ وَالْكِبْرِ رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ». وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذٰلِكَ أَيْضًا: «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَفِيْ رِوَايَتِهٖ لَمْ يُذْكَرْ: «مِنْ سُوْءِ الْكُفْرِ».

---

[৪৩৫] **সহীহ :** তিরমিযী ৩৩৮৮, আবূ দাঊদ ৫০৮৮, ইবনু মাজাহ ৩৮৬৯, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৮৯৫, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ২৩, সহীহ আত্ তারগীব ৬৫৫, সহীহ আল জামি' ৫৭৪৫।

২৩৯২-[১২] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) সন্ধ্যা হলে বলতেন, "*আম্সায়না- ওয়া আম্সাল মুলকু লিল্লা-হি ওয়ালহাম্দু লিল্লা-হি লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্দাহূ লা- শারীকা লাহূ লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্দু ওয়াহুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর, রব্বী আস্আলুকা খয়রা মা- ফী হা-যিহিল লায়লাতি ওয়া খয়রা মা- বা'দাহা- ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন্ শার্‌রি মা- ফী হা-যিহিল লায়লাতি ওয়াশার্‌রি মা- বা'দাহা- রব্বি আ'ঊযুবিকা মিনাল কাসালি ওয়ামিন্ সূয়িল কিবারি আউইল কুফ্রি*" (অর্থাৎ- আমরা সন্ধ্যায় এসে পৌঁছলাম এবং সমগ্র সাম্রাজ্য সন্ধ্যায় এসে পৌঁছল আল্লাহর উদ্দেশে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শারীক নেই। তাঁরই রাজত্ব ও শাসন, তাঁরই জন্য সব প্রশংসা। আর তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আমি তোমার কাছে চাই এ রাতে যা কল্যাণ আছে তা হতে, এরপরে যা আছে তার কল্যাণ হতে। আর আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই এ রাতে যা অকল্যাণ রয়েছে তা হতে। এরপরে যা অকল্যাণ রয়েছে তা হতেও। হে রব! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই অলসতা হতে ও বার্ধক্যের অকল্যাণ হতে; অথবা বলেছেন, কুফ্রীর অনিষ্টতা হতে।)। আর অপর এক বর্ণনায় আছে, বার্ধক্যের অকল্যাণ ও দাম্ভিকতা হতে। হে পরওয়ারদিগার! আমি তোমার কাছে জাহান্নাম ও ক্বরের শাস্তি হতে আশ্রয় চাই। আর তিনি (সাঃ) যখন সকালে উঠতেন তখনও এ দু'আ পড়তেন। তিনি (সাঃ) পড়তেন, "*আস্বাহনা- ওয়া আস্বাহাল মুলকু লিল্লা-হি*" (অর্থাৎ- আমরা সকালে এসে উপনীত হলাম। আর সমগ্র সাম্রাজ্যও আল্লাহর উদ্দেশে এসে উপনীত হলো।) (আবূ দাঊদ ও তিরমিযী; তবে ইমাম তির্মিযীর বর্ণনায় مِنْ سُوْءِ الْكُفْرِ বাক্যটির উল্লেখ নেই)[৪৩৬]

ব্যাখ্যা : (أَوِ الْكُفْرِ) এখানে রাবীর সন্দেহ রয়েছে যে, নাবী (সাঃ) অহংকারের অনিষ্টতা বলেছেন, না-কি কুফ্রীর অনিষ্টতার কথা বলেছেন। জামি' আল উসূলে (والْكُفْرِ) উল্লেখ রয়েছে, অর্থাৎ- أَوِ -এর পরিবর্তে واو রয়েছে। অর্থাৎ- سُوْءِ الْكِبَرِ যাতে কুফ্রী রয়েছে তার অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাই। 'আল্লামাহ্ ক্বারী (রহঃ) বলেন : কুফ্র, তার পাপ ও তার অশুভ পরিণতি থেকে আশ্রয় চাই।

٢٣٩٣ -[١٣] وَعَنْ بَعْضِ بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهَا فَيَقُولُ: «قُولِيْ حِينَ تُصْبِحِينَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ مَا شَآءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا فَإِنَّهٗ مَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ حُفِظَ حَتّٰى يُمْسِيَ وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِيْ حُفِظَ حَتّٰى يُصْبِحَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

২৩৯৩-[১৩] নাবী (সাঃ)-এর কোন কন্যা হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) তাঁকে শিখাতেন এভাবে, যখন তুমি ভোরে বিছানা হতে উঠবে তখন বলবে, "*সুব্হা-নাল্ল-হি ওয়া বিহামদিহী, ওয়ালা- ক্যুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হি, মা-শা-আল্ল-হু কা-না, ওয়ামা-লাম ইয়াশা'লাম ইয়াকুন, আ'লামু আন্নাল্ল-হা 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর, ওয়া আন্নাল্ল-হা ক্বদ আহা-ত্বা বিকুল্লি শাইয়িন 'ইল্মা-*" (অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলার প্রশংসার সাথে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আল্লাহর শক্তি-সামর্থ্য ছাড়া কারো কোন শক্তি নেই। আল্লাহ যা চান তাই হয়, যা তিনি চান না তা হয় না। আমি জানি, আল্লাহ সমস্ত জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। আর সব জিনিসই আল্লাহ তার জ্ঞানের মাধ্যমে ঘিরে রেখেছেন।)। যে ভোরে উঠে এ দু'আ পড়বে সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত সে (আল্লাহর)

[৪৩৬] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৫০৭১, তিরমিযী ৩৩৯০, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ১৮।

হিফাযাতে থাকবে। আর যে সন্ধ্যা হবার পর এ দু'আ পড়বে সে সকাল হওয়া (ঘুম হতে ওঠা) পর্যন্ত হিফাযাতে থাকবে। (আবূ দাঊদ)[৪৩৭]

ব্যাখ্যা : হাফিয আস্‌ক্বালানী (রহঃ) আত্ তাক্বরীব গ্রন্থে বলেন : তার নামের উপর হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা থেমে থাকবে না। নাবী ﷺ-এর কন্যাগণ সকলেই সহাবী ছিলেন, কাজেই নামের অজ্ঞতায় কোন ক্ষতি নেই। এ হাদীসটি নাসায়ী তার আল কুবরা গ্রন্থে এবং ইবনু সিনাইও বর্ণনা করেছেন। প্রত্যেকেই বানী হাশিম-এর দাস 'আবদুল হামিদ (রহঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁর মা থেকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি নাবী ﷺ-এর কোন এক কন্যার খিদমাত করতেন (খাদিমাহ্ ছিলেন)। অতএব নিশ্চয় নাবী ﷺ-এর কন্যা তাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ﷺ তাকে সেটা (উল্লেখিত দু'আ) শিক্ষা দিতেন.....।

٢٣٩٤ - [١٤] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: ﴿فَسُبْحَانَ اللهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ﴾ إِلٰى قَوْلِهٖ: ﴿وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ﴾ أَدْرَكَ مَا فَاتَهٗ فِيْ يَوْمِهٖ ذٰلِكَ وَمَنْ قَالَهُنَّ حِيْنَ يُمْسِيْ أَدْرَكَ مَا فَاتَهٗ فِيْ لَيْلَتِهٖ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

২৩৯৪-[১৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ভোরে (ঘুম হতে) উঠে এ আয়াতটি পড়বে, "*ফাসুব্‌হা-নাল্ল-হি হীনা তুম্‌সূনা ওয়াহীনা তুসবিহূন, ওয়া লাহুল হাম্‌দু ফিস্‌সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি, ওয়া 'আশিয়্যাও ওয়াহীনা তুয্‌হিরূন..... ওয়াকাযা-লিকা তুখরাজূন*" (অর্থাৎ- অতএব আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর তোমরা সন্ধ্যায় ও সকালে এবং আসমান ও জমিনে প্রশংসা একমাত্র তারই জন্য, আর বিকালে ও দুপুরে উপনীত হও..... এভাবে বের হবে" পর্যন্ত"- (সূরাহ্ আর্ রূম ৩০ : ১৭-১৯)। সে লাভ করবে ঐদিন যা তার ছুটে গেছে। আর যখন এ দু'আ সন্ধ্যায় পড়বে তখন সে লাভ করবে যা তার ঐ রাতে ছুটে গেছে। (আবূ দাঊদ)[৪৩৮]

ব্যাখ্যা : নাফি' ইবনু আল আর্‌যাক্ব ইবনু 'আব্বাস রাঃ-কে বললেন : আপনি কুরআনুল কারীমে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত পেয়েছেন কি? উত্তরে তিনি বললেন : হ্যাঁ এবং এ দু'টি আয়াত তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন : এ আয়াত পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ও তার সময়কে একত্র করেছে।

﴿وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ﴾ এটি الإخراج মাসদার হতে মাজহূলের সিগাহ্। এটি রাবী কর্তৃক সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, আর এটি সূরাহ্ আর্ রূম-এর আয়াত। ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾ অর্থাৎ- তিনি মৃত থেকে জীবন বের করেন। যেমন ডিম থেকে পাখি, শুক্রবিন্দু থেকে প্রাণী, বীজ থেকে উদ্ভিত, কাফির থেকে মু'মিন, গাফিল থেকে যিক্‌রকারী, মূর্খ থেকে জ্ঞানী, অসৎ থেকে সৎ। ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ﴾ অর্থাৎ- তোমাদের ক্ববর থেকে জীবিত বের করবেন হিসাব, শাস্তি এবং নি'আমাতের (জান্নাত) জন্য।

---

[৪৩৭] **য'ঈফ** : আবূ দাঊদ ৫০৭৫, য'ঈফ আত্ তারগীব ৩৮৮, য'ঈফ আল জামি' ৪১২১, শারহুস্ সুন্নাহ ১৩২৭। কারণ এর সানাদে সালিম আল ফাররা আর 'আবদুল হামীদ দু'জন মাসতূর রাবী ।

[৪৩৮] **খুবই দুর্বল** : আবূ দাঊদ ৫০৭৬, য'ঈফ আত্ তারগীব ৩৮০, য'ঈফ আল জামি' ৫৭৩৩। কারণ এর সানাদে সা'ঈদ বিন বাশীর মাজহূল রাবী আর মুহাম্মাদ বিন 'আবদুর রহমান বিন বায়লামানী মাজহূল রাবী ।

٢٣٩٥ ـ[١٥] وَعَنْ أَبِيْ عَيَّاشٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ لَهٗ عَدْلُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَكُتِبَ لَهٗ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ فِيْ حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتّٰى يُمْسِيَ وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسٰى كَانَ لَهٗ مِثْلُ ذٰلِكَ حَتّٰى يُصْبِحَ». [قَالَ حَمَّاد بن سَلَمَة]: فَرَأٰى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَبَا عَيَّاشٍ يُحَدِّثُ عَنْكَ بِكَذَا وَكَذَا. قَالَ: «صَدَقَ أَبُو عَيَّاشٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

২৩৯৫-[১৫] আবূ 'আইয়্যাশ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ভোরে (ঘুম থেকে) উঠে বলবে, *"লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা- শারীকা লাহূ লাহুল মুলকু, ওয়ালাহুল হাম্‌দু ওয়াহুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর"* (অর্থাৎ- আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শারীক নেই। সাম্রাজ্য তাঁরই, প্রশংসাও তাঁর এবং তিনি সকল জিনিসের উপর সবচেয়ে শক্তিশালী।)। তার জন্য এ দু'আ ইসমা'ঈল বংশীয় একটি চাকর মুক্ত করার সমতুল্য হবে এবং তার জন্য দশটি সাওয়াব লিখা হবে ও তার দশটি গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, আর তার দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়া হবে এবং (সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত) সে শায়ত্বন হতে হিফাযাতে থাকবে। আর যদি সে ব্যক্তি এ দু'আ সন্ধ্যায় পড়ে তাহলে আবার সকালে (ঘুম হতে) ওঠার পূর্ব পর্যন্ত অনুরূপ সাওয়াব ও মর্যাদা পেতে থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্বপ্নে দেখল এবং বলল, হে আল্লাহর রসূল! আবূ 'আইয়্যাশ আপনার নাম করে এসব কথা বলে। উত্তরে তিনি (ﷺ) বলেন, আবূ 'আইয়্যাশ সত্য কথা বলছে। (আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ)[৪৩৯]

ব্যাখ্যা : ইবনুস্ সিনায় রয়েছে, লোকটি বলল যে, নাবী ﷺ আমার হাত ধরলেন এবং বললেন, আবূ 'আইয়্যাশ সত্য বলেছে, আবূ 'আইয়্যাশ সত্য বলেছে, আবূ 'আইয়্যাশ সত্য বলেছে। (فَرَأٰى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ অর্থাৎ- এক লোক রসূল ﷺ-কে স্বপ্নে দেখল) এটি উল্লেখ করা হয়েছে তা জাহির করার জন্য স্বপ্নের স্থায়িত্ব বুঝানো ও অন্তরের প্রশান্তির জন্য। সেটার (স্বপ্নের) বিশুদ্ধতার উপর দলীল গ্রহণের জন্য নয়। কারণ এ মর্মে সকলের ঐকমত্য রয়েছে যে, স্বপ্নের মাধ্যমে হুকুম এবং হাদীস কোনটি সাব্যস্ত হবে না। কারণ ঘুমন্ত ব্যক্তি মুখস্থ করতে পারবে না। সুতরাং সে তার শ্রবণের বিপরীত বর্ণনা করবে।

٢٣٩٦ ـ[١٦] وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهٗ أَسَرَّ إِلَيْهِ فَقَالَ: «إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَ أَحَدًا اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذٰلِكَ ثُمَّ مِتَّ فِيْ لَيْلَتِكَ كُتِبَ لَكَ جَوَازٌ مِنْهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

[৪৩৯] সহীহ : আবূ দাঊদ ৫০৭৭, ইবনু মাজাহ ৩৮৬৭, আহমাদ ১৬৫৮৩, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯২৯০, সহীহ আত্ তারগীব ৬৫৬, সহীহ আল জামি' ৬৪১৮।

২৩৯৬-[১৬] হারিস ইবনু মুসলিম আত্ তামীমী (রহঃ) তাঁর পিতা হতে, তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। একদিন তিনি (ﷺ) মৃদুস্বরে বললেন, তুমি মাগরিবের সলাত আদায় শেষে কারো সাথে কথা বলার আগে সাতবার পড়বে, "*আল্ল-হুম্মা আজিরনী মিনান্‌না-র*" (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো)। তুমি এ দু'আ পড়ার পর ঐ রাতে মারা গেলে, তোমার জন্য জাহান্নাম হতে ছাড়পত্র লেখা হবে। একইভাবে তুমি ফাজ্‌রের সলাত আদায়ের পর এ দু'আ পড়বে, তারপর তুমি ঐ দিন মারা গেলে, তোমাকে জাহান্নাম হতে ছাড়পত্র লেখা হবে। (আবূ দাঊদ)[৪৪০]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ মানাবী (রহঃ) "ফায়যুল ক্বদীর" গ্রন্থে (১ম খণ্ড, ৩৯৩ পৃষ্ঠা) বলেন : ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) বলেন যে, এখানে সমষ্টিগত দলীল গ্রহণ করা যায় যে, নিশ্চয় সলাত : তারপর নাফ্‌ল সলাত থাকুক অথবা না থাকুক। প্রথমত যে সলাতের শেষে নাফ্‌ল সলাত (নিয়মিত সুন্নাত) থাকে, যেমন- যুহর, মাগরিব ও 'ইশা- সেসব সলাতে নাফ্‌ল সলাতের পূর্বে হাদীসে উল্লেখিত যিক্‌রসহ অন্যান্য যিক্‌র-আযকারে ব্যস্ত থাকবে। অতঃপর নাফ্‌ল সলাত আদায় করবে? না-কি এর বিপরীত করবে। (অর্থাৎ- নাফ্‌ল সলাত আদায় করার পর যিক্‌র-আযকার করবে) এ ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। জমহূর 'উলামাগণ প্রথম মত গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ- ফার্‌য সলাতের পর যিক্‌র-আযকার করতে হবে। অতঃপর নাফ্‌ল সলাত আদায় করতে হবে। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) দ্বিতীয় মত গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ- ফার্‌য সলাতের পর পরই নাফ্‌ল সলাত আদায় করতে হবে। অতঃপর যিক্‌র-আযকার করতে হবে। তবে নাফ্‌ল সলাতের পূর্বে যিক্‌র-আযকার করাই প্রাধান্য পাবে। কারণ একাধিক সহীহ হাদীসে ফার্‌য সলাতের পর সেটা (যিক্‌র-আযকার) নির্ধারিত রয়েছে। হাম্বালী মাযহাবে কেউ কেউ মনে করেন যে, এখানে সলাতের পর বলতে সালামের পূর্বে বুঝানো হয়েছে। এ মর্মেও একাধিক হাদীস বর্ণিত রয়েছে। দ্বিতীয়ত যে সকল সলাতে নাফ্‌ল সলাত (নিয়মিত সুন্নাত) নেই, সে সকল সলাতে ইমাম এবং মুক্তাদী সকলেই ফার্‌য সলাতের পর যিক্‌র-আযকারে ব্যস্ত থাকবে। আর এর জন্য কোন স্থান নির্ধারিত নেই, বরং যদি তারা চায় সেখান থেকে চলে যেতে পারে, অথবা তাতে (সলাতের স্থানে) অবস্থান করে যিক্‌র করতে পারে।

٢٣٩٧ ـ[١٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَعُ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ حِينَ يُمْسِىْ وَحِينَ يُصْبِحُ: «اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ دِيـنِىْ وَدُنْيَاىَ وَأَهْلِىْ وَمَالِىْ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِىْ وَاٰمِنْ رَوْعَاتِىْ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ مِنْ بَيْنِ يَدِىْ وَمِنْ خَلْفِىْ وَعَنْ يَمِينِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ وَمِنْ فَوْقِىْ وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ». [قَالَ وَكِيعٌ] يَعْنِى الْخَسْفَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

২৩৯৭-[১৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কক্ষনো সকাল-সন্ধ্যায় এ দু'আটি না পড়ে ছাড়েননি। (দু'আটি হলো) "*আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল 'আ-ফিয়াতা ফিদ্ দুন্‌ইয়া- ওয়াল আ-খিরাতি, আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল 'আফ্‌ওয়া, ওয়াল 'আ-ফিয়াতা ফী দীনী ওয়া দুন্‌ইয়া-ইয়া ওয়া আহ্‌লী, ওয়ামা-লী। আল্ল-হুমাস্‌তুর 'আওর-তী, ওয়া আ-মিন রও'আ-তী। আল্ল-হুম্মাহ্ ফায্‌নী, মিন বায়নি ইয়াদী ওয়ামিন খলফী, ওয়া 'আন ইয়ামীনী, ওয়া 'আন শিমা-লী, ওয়ামিন ফাওক্বী। ওয়া আ'উযু বি'আযামাতিকা আন উগ্‌তা-লা মিন তাহতী*" (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও

---

[৪৪০] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ৫০৭৯, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ১২৪, য'ঈফাহ্ ১৬২৪। কারণ এর সানাদে আল হারিস ইবনু মুসলিম একজন মাজহূল রাবী।

আখিরাতের নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আমার দীন, দুনিয়া, পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ সম্পর্কে নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ! তুমি আমার দোষ-ত্রুটিগুলো গোপন রাখো এবং ভীতিকর বিষয় হতে আমাকে নিরাপদ রাখো। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার সামনের দিক হতে, পেছনের দিক হতে, আমার ডান দিক হতে, আমার বাম দিক হতে, আমার উপর হতে আমাকে হিফাযাত করো। হে আল্লাহ! আমি মাটিতে ধসে যাওয়া হতে তোমার মর্যাদার কাছে আশ্রয় চাই।)। ওয়াকী' (রহঃ) বলেন, অর্থাৎ- 'ভূমিধ্বস হতে'। (আবূ দাঊদ)[৪৪১]

ব্যাখ্যা : ওয়াকী' (রহঃ)-এর কথা (يَعْنِي الْخَسْفَ) সকল অনুলিপিতে অনুরূপ রয়েছে, হাকিম এবং আল মুসনাদে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ্ এবং ইবনু হিব্বানে রয়েছে, ওয়াকী' (হাদীসের রাবী) বলেন : (يَعْنِي الْخَسْفَ)। আর ইবনুস্ সিনায় রয়েছে যে, (জুবায়র, অর্থাৎ- ইবনু সুলায়মান ইবনু জুবায়র ইবনু মুত্'ইম ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসের রাবী) (وهو الخسف)। 'উবাদাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : ওয়াকী' (রহঃ)-এর উস্তায ও জুবায়র রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ছাত্র) আমি জানি না এটি, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা নাকি জুবায়র রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কথা। অর্থাৎ- তিনি তা বর্ণনা করেছেন? না-কি নিজের পক্ষ হতে বলেছেন।

হাফিয আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন : ওয়াকী' (রহঃ) এটি (يَعْنِي الْخَسْفَ) মুখস্থ করেননি, বরং তিনি নিজের পক্ষ হতে বলেছেন।

٢٣٩٨ -[١٨] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: اَللّٰهُمَّ أَصْبَحْنَا نُشْهِدُكَ وَنُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ إِلَّا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا أَصَابَهُ فِي يَوْمِهِ ذٰلِكَ مِنْ ذَنْبٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

২৩৯৮-[১৮] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি ভোরে (ঘুম থেকে) উঠে বলবে, "*আল্ল-হুম্মা আস্বাহ্না- নুশ্হিদুকা, ওয়া নুশ্হিদু হামালাতা 'আর্শিকা, ওয়া মালা-য়িকাতাকা, ওয়া জামী'আ খল্ক্বিকা, আন্নাকা আন্তাল্ল-হু, লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু আন্তা ওয়াহ্দাকা, লা-শারীকা লাকা, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান 'আব্দুকা ওয়া রসূলুকা*" (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি ভোরে তোমাকে এবং তোমার 'আর্শের বহনকারীদেরকে, তোমার মালায়িকাহ্-কে [ফেরেশতাগণকে], তোমার সমস্ত সৃষ্টিকে। নিশ্চয়ই তুমিই আল্লাহ! তুমি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কোন মা'বূদ নেই। তুমি একক, তোমার কোন শারীক নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার বান্দা ও রসূল।)। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ঐ দিনে তার যে গুনাহ হবে তাকে ক্ষমা করে দেবেন। আর সে যদি এ দু'আ সন্ধ্যায় পড়ে তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে ঐ রাতে যে গুনাহ সংঘটিত হবে তা ক্ষমা করে দেবেন। (তিরমিযী, আবূ দাঊদ; ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে গরীব বলেন)[৪৪২]

---

[৪৪১] **সহীহ** : আবূ দাঊদ ৫১৭৪, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯২৭৮, ইবনু মাজাহ ৩৮৭১, আহমাদ ৪৭৮৫, ইবনু হিব্বান ৯৬১, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ১২০০/৯১৬, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ২৭।

[৪৪২] **য'ঈফ** : আবূ দাঊদ ৫০৭৮, তিরমিযী ৩০৫১, য'ঈফাহ্ ১০৪১, য'ঈফ আল জামি' ৫৭২৯। কারণ এর সানাদে 'আবদুর রহমান ইবনু 'আবদুল মাজীদ একজন মাজহূল রাবী। আর আনাস (রাযিঃ) হতে মাকহূল-এর শ্রবণ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম বুখারী (রহঃ) এটিকে নাকচ করেছেন।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করবেন তবে কাবীরাহ্ গুনাহ তা থেকে আলাদা হবে। অর্থাৎ- কাবীরাহ গুনাহ ব্যতীত আল্লাহ সকল গুনাহ ক্ষমা করবেন। আর বান্দার অধিকারের সাথে সম্পর্কে গুনাহটাও কাবীরাহ্ গুনাহের অনুরূপ। তবে এখানে দিন বা রাতের সমস্ত গুনাহের কথা উল্লেখ রয়েছে। এ মর্মে উৎসাহিত করার জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা শির্‌ক ব্যতীত সকল গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করতে পারেন।

٢٣٩٩-[١٩] وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ إِذَا أَمْسٰى وَإِذَا أَصْبَحَ ثَلَاثًا رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

২৩৯৯-[১৯] সাওবান رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে কোন মুসলিম বান্দা সন্ধ্যার সময় ও ভোরে উঠে তিনবার বলবে, "*রযীতু বিল্লা-হি রব্বান, ওয়াবিল ইসলা-মি দীনান ওয়াবি মুহাম্মাদিন নাবিয়্যান*" (অর্থাৎ- আমি আল্লাহকে প্রতিপালক, ইসলামকে দীন ও মুহাম্মাদ ﷺ-কে নাবী হিসেবে পেয়ে খুশি হয়েছি)– নিশ্চয়ই এ দু'আ ক্বিয়ামাতের দিন তাকে খুশী করানো আল্লাহর জন্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। (আহ্‌মাদ, তিরমিযী)[৪৪৩]

ব্যাখ্যা : আত্ তিরমিযী'র শব্দে আবূ সালামাহ্ رضي الله عنه-এর বর্ণনায় রয়েছে, তিনি সাওবান رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় বলবে– (رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا) অর্থাৎ- রব বা প্রতিপালক হিসেবে আল্লাহ পেয়ে, দীন হিসেবে ইসলামকে পেয়ে এবং নাবী হিসেবে মুহাম্মাদ ﷺ-কে পেয়ে সন্তুষ্ট রয়েছি। তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকাও আল্লাহ তা'আলার উপর কর্তব্য, আর আবী সালামাহ্ (রহঃ)-এর বর্ণিত হাদীসে নাবী ﷺ-এর খাদিম থেকে বর্ণিত রয়েছে, সেখানে (وبمحمد رسولًا) বা রসূল হিসেবে মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি) নাবী'র পরিবর্তে রসূল বলা হয়েছে। 'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহঃ) 'আল আয্‌কার'-এ দু'টি হাদীস উল্লেখ করার পর বলেন : উভয় বর্ণনার মাঝে সমন্বয় করা মানুষের জন্য মুস্তাহাব।

অতএব মুহাম্মাদ ﷺ-এর ক্ষেত্রে (نبيًا رسولًا) (নাবিয়্যান রসূলান) বলতে হবে। তবে যদি এ দু'টোর একটি বলেন অর্থাৎ- نبيًا অথবা رسولًا তাহলে আলোচ্য হাদীসের উপর 'আমাল হবে। কারো মতে (نبيًا ورسولًا) বলা বিশুদ্ধ হবে। কারণ উভয় হাদীসের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে 'আমালে দু'টি গুণ সাব্যস্ত করাই হলো মূল উদ্দেশ্য।

٢٤٠٠-[٢٠] وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ: «اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ أَوْ تَبْعَثُ عِبَادَكَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২৪০০-[২০] হুযায়ফাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ যখন ঘুমাতে ইচ্ছা করতেন তখন হাত মাথার নীচে রাখতেন, অতঃপর বলতেন, "*আল্ল-হুম্মা ক্বিনী 'আযা-বাকা ইয়াওমা তাজ্‌মা'উ 'ইবা-দাকা, আও তাব্'আসু 'ইবা-দাকা*" [অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমাকে তোমার শাস্তি হতে বাঁচিয়ে রেখ, যেদিন তুমি

---

[৪৪৩] **য'ঈফ :** তিরমিযী ৩৩৮৯, য'ঈফ আল জামি' ৫৭৩৫, য'ঈফাহ্ ৫০২০। কারণ এর সানাদে সা'ঈদ ইবনুল মারযাবানী একজন দুর্বল রাবী।

তোমার বান্দাদেরকে পুনঃএকত্র করবে; অথবা (বলেছেন) যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে ক্ববর হতে উঠাবে।]। (তিরমিযী)[888]

ব্যাখ্যা : (يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ أَوْ تَبْعَثُ عِبَادَكَ) অর্থাৎ- ক্বিয়ামাতের দিন, এখানে أَوْ বা অথবা এর ব্যবহার রাবীর সংশয়ের জন্য। রাবী সংশয় প্রকাশ করছেন যে, নাবী ﷺ تَجْمَعُ বলেছেন? নাকি تَبْعَثُ বলেছেন?

অবশ্য আহমাদে ইবনু মাস্'উদ-এর বর্ণনায় কোন সংশয় ছাড়াই تَجْمَعُ উল্লেখ রয়েছে, আর হাফসাহ্ رضي الله عنها কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাবীর সংশয় ছাড়াই تَبْعَثُ উল্লেখ রয়েছে।

সুতরাং যে শব্দেই উল্লেখিত দু'আ বলবে সেটাই তার জন্য বৈধ হবে। আর ঘুম যখন মৃত্যুর মতো আর জাগ্রত হওয়া পুনরায় জীবিত হওয়ার মতো, তখন এ দু'আ উল্লেখিত অবস্থায় পড়তে হবে। তবে এ দু'আ তিনবার বলা মুস্তাহাব। যেমন- হাফসাহ্ رضي الله عنها বর্ণিত হাদীস অচিরেই আসবে।

٢٤٠١ -[٢١] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنِ الْبَرَاءِ.

২৪০১-[২১] ইমাম আহ্মাদ (রহঃ) বারা رضي الله عنه হতে বর্ণনা করেছেন।[885]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটি ইমাম আত্ তিরমিযী (রহঃ) তাঁর সুনান এবং আশ্ শামা-য়িল গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, 'আল্লামাহ্ বাগাবী (রহঃ) তার শারহে সুন্নাহ্'য় (৫ম খণ্ড, ৯৭ পৃঃ) ইমাম নাসায়ী (রহঃ) তাঁর 'আল ইয়ামু ওয়াল লায়লা' গ্রন্থে এবং ইবনু হিব্বান (রহঃ) তাঁর 'সহীহাহ্' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং তার সানাদ সহীহ।

٢٤٠٢ -[٢٢] وَعَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ: «اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ». ثَلَاثَ مَرَّاتٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

২৪০২-[২২] হাফ্সাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমানোর ইচ্ছা করলে ডান হাত গালের নীচে রাখতেন, অতঃপর তিনি (ﷺ) তিনবার বলতেন, *"আল্ল-হুম্মা ক্বিনী 'আযা-বাকা ইয়াওমা তাব্'আসু 'ইবা-দাকা"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি যেদিন তোমার বান্দাদেরকে ক্ববর হতে উঠাবে, তোমার 'আযাব হতে আমাকে রক্ষা করবে)। (আবূ দাউদ)[886]

ব্যাখ্যা : (قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ) অর্থাৎ- এক্ষেত্রে প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির জন্য জানা উচিত হলো, ঘুমকে আল্লাহ মাধ্যম বানিয়েছেন মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কথা স্মরণ করার জন্য, যা মৃত্যুর পরে সংঘটিত হবে।

কোন কোন বর্ণনায় (مَرَّاتٍ) "একবার" এর পরিবর্তে مِرَارٍ "একাধিকবার" বলার কথা উল্লেখ রয়েছে।

---

[888] সহীহ : তিরমিযী ৩৩৯৮, সহীহ আল জামি' ৪৭৯০।

[885] সহীহ : আহমাদ ১৮৫৫২, ইবনু হিব্বান ৫৫২২, সহীহ আদাবুল মুফরাদ ১২১৫/৯২৫, সহীহাহ্ ২৭৫৪, সহীহ আল জামি' ৪৭৯০।

[886] সহীহ : তবে (ثلاث مرات) অংশটুকু ব্যতীত। আবূ দাউদ ৫০৪৫, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৩৯৪, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ৩৬, সহীহাহ্ ২৭৫৪, সহীহ আল জামি' ৪৬৫৬।

Contents

٢٤٠٣ - [٢٣] وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ مَضْجَعِهِ: «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَأْثَمَ اَللّٰهُمَّ لَا يُهْزَمُ جُنْدُكَ وَلَا يُخْلَفُ وَعْدُكَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

২৪০৩-[২৩] 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমানোর সময় বলতেন, *"আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিওয়াজ্‌হিকাল কারীম, ওয়া কালিমা-তিকা তা-ম্মা-তি মিন্ শার্‌রি মা- আন্‌তা আ-খিযুন বিনা-সিয়াতিহী, আল্ল-হুম্মা আন্‌তা তাকশিফুল মাগ্‌রামা, ওয়াল মা'সামা। আল্ল-হুম্মা লা- ইউহযামু জুনদুকা, ওয়ালা- ইউখ্‌লাফু ওয়া'দুকা ওয়ালা- ইয়ান্‌ফা'উ যালজাদ্দি মিন্‌কাল জাদ্দু। সুব্‌হা-নাকা, ওয়াবিহাম্‌দিকা"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তোমার অধীনে যা আছে আমি তার অনিষ্ট হতে তোমার মহান সত্তার ও তোমার পূর্ণ কালামের স্মরণ করে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! তুমিই ঋণগ্রস্ততা ও গুনাহের ভার দূর করে দাও। হে আল্লাহ! তোমার দল পরাভূত হয় না, কক্ষনো তোমার ওয়া'দা ভঙ্গ হয় না এবং কোন সম্পদশালীর সম্পদ তাকে তোমা হতে রক্ষা করতে পারে না। তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি।)। (আবূ দাঊদ)[৪৪৭]

ব্যাখ্যা : (إِنِّيْ أَعُوْذُ بِوَجْهِكَ) অর্থাৎ- আপনার সত্তার সাথে, এখানে وجه বা চেহারা বলতে সত্তাকে বুঝানো হয়েছে। যেমন- আল্লাহ তা'আলার কথা- "তার চেহারা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংসশীল"- (সূরাহ্ আল ক্বাসাস ২৮ : ৮৮)।

٢٤٠٤ - [٢٤] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ حِيْنَ يَأْوِيْ إِلٰى فِرَاشِهِ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوْبَهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ أَوْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ أَوْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ أَوْ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

২৪০৪-[২৪] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি বিছানায় ঘুমানোর সময় তিনবার পড়বে, *"আস্‌তাগফিরুল্ল-হাল্লাযী লা- ইলা-হা ইল্লা- হুওয়াল হাইয়্যুল কুইয়্যূম ওয়া আতূবু ইলায়হি"* (অর্থাৎ- আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, যিনি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কোন মা'বূদ নেই, যিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী, তার কাছে আমি তাওবাহ্ করি।)- এ দু'আয় আল্লাহ তার গুনাহগুলো মাফ করে দেবেন যদিও তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনা অথবা বালুর স্তূপ অথবা গাছের পাতার সংখ্যা অথবা দুনিয়ার দিনগুলোর সংখ্যার চেয়েও বেশি হয়। (তিরমিযী; তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব)[৪৪৮]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত যিক্‌র তিনবার পাঠ করার মাধ্যমে পাঠক বা যিক্‌রকারীর গুনাহ মাফের ব্যাপারে বড় ফাযীলাত ও মাহাত্ম্য রয়েছে। যদি অগণিতবার এটি পাঠ করা হয়, তবে আল্লাহর অনুগ্রহ অত্যন্ত প্রশস্ত, আর তাকে সে অনুযায়ী অনেক সাওয়াব দিবেন।

---

[৪৪৭] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ৫০৫২, মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্ববারানী ৯৯৮, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৪০৫। আবূ ইসহাক্ব একজন মুদাল্লিস রাবী।

[৪৪৮] **য'ঈফ :** তিরমিযী ৩৩৯৭, আহমাদ ১১০৭৪, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ৪০, য'ঈফ আত্ তারগীব ৩৪৯, য'ঈফ আল জামি' ৫৭২৮। কারণ 'আবদুল্লাহ ইবনু ওয়ালীদ আল ওয়ায্ যফী একজন দুর্বল রাবী আর 'আতিয়্যাহ্ দুর্বল রাবী। আবার কেউ কেউ তাকে মাতরূকও বলেছেন।

٢٤٠٥ ـ[٢٥] وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ بِقِرَاءَةِ سُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلَّا وَكَّلَ اللهُ بِهِ مَلَكًا فَلَا يَقْرَبُهُ شَيْءٌ يُؤْذِيهِ حَتّٰى يَهُبَّ مَتٰى هَبَّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২৪০৫-[২৫] শাদ্দাদ ইবনু আওস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে কোন মুসলিম কুরআন মাজীদের যে কোন একটি সূরাহ্ পড়ে বিছানায় যাবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য অবশ্যই একজন মালাক (ফেরেশতা) নিয়োজিত করে দেবেন। অতঃপর কোন ক্ষতিকারক জিনিস তার কাছে পৌঁছতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ঘুম থেকে সে জেগে ওঠে। (তিরমিযী)[৪৪৯]

ব্যাখ্যা : (بِقِرَاءَةِ...) নাবী (ﷺ)-এর কথা। (بِقِرَاءَةِ) মিশকাতের অধিকাংশ অনুলিপিতে অনুরূপ রয়েছে, মাসাবীহতেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে, আর মিশকাতের কতিপয় অনুলিপিতে (يقرأ) অর্থাৎ- মুজারি দ্বারা রয়েছে এবং আত্ তিরমিযীতে অনুরূপ রয়েছে। আর জামি'উল উসূলে (فيقرأ) অর্থাৎ- 'ফা' বৃদ্ধিতে মুজারি'র সিগাহ্'র মাধ্যমে রয়েছে।

٢٤٠٦ ـ[٢٦] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «خَلَّتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ أَلَا وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ يُسَبِّحُ اللهَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا وَيكَبِّرهُ عَشْرًا» قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَعْقِدُهَا بِيَدِهٖ قَالَ: «فَتِلْكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ فِي اللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ وَإِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ يُسَبِّحُهُ وَيُكَبِّرُهُ وَيَحْمَدُهُ مِائَةً فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِائَةِ سَيِّئَةٍ؟» قَالُوا: وَكَيْفَ لَا نُحْصِيهَا؟ قَالَ: «يَأْتِيْ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِيْ صَلَاتِهٖ فَيَقُولُ: اُذْكُرْ كَذَا اُذْكُرْ كَذَا حَتّٰى يَنْفَتِلَ فَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ وَيَأْتِيهِ فِيْ مَضْجَعِهٖ فَلَا يَزَالُ يُنَوِّمُهُ حَتّٰى يَنَامَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ دَاوُدَ قَالَ: «خَصْلَتَانِ أَوْ خَلَّتَانِ لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ». وَكَذَا فِيْ رِوَايَتِهٖ بَعْدَ قَوْلِهٖ: «وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ» قَالَ: «وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ» وَيَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَيُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ. وَفِيْ أَكْثَرِ نُسَخِ الْمَصَابِيْحِ عَنْ: عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ.

২৪০৬-[২৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ইবনুল 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে কোন মুসলিম দু'টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, সে নিঃসন্দেহে জান্নাতে যাবে। জেনে রাখো, এ বিষয় দু'টো সহজ, কিন্তু এর 'আমালকারী কম। (তা হলো) প্রত্যেক সলাত আদায়ের পর পড়বে 'সুব্হা-

[৪৪৯] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৪০৭, য'ঈফ আত্ তারগীব ৩৪৫, য'ঈফ আল জামি' ৫২১৮, আহমাদ ১৭১৩৩। কারণ এর সানাদে رجل (ব্যক্তি) একজন মাজহূল রাবী।

নাল্ল-হ' দশবার, *'আল হাম্‌দুলিল্লা-হ'* দশবার, *'আল্ল-হু আকবার'* দশবার। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ দু'আ পড়ার সময় হাতে গুণতে দেখেছি। তিনি (ﷺ) বলেন, এ দু'আ মুখে (পাঁচ বেলায়) একশ' পঞ্চাশবার ক্বিয়ামাতে মীযানের (পাল্লায়) এক হাজার পাঁচশ'বার। আর যখন বিছানায় যাবে, *'সুব্‌হা-নাল্ল-হ'* ও *'আলহাম্‌দুলিল্লা-হ'* *'আল্লা-হু আকবার'* (তিনটি দু'আ মিলিয়ে) একশ'বার পড়বে। এ দু'আ মুখে একশ'বার বটে; কিন্তু মীযানে একহাজার বার। অতঃপর তিনি (ﷺ) বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ একদিন এক রাতে দু' হাজার পাঁচশ' গুনাহ করে? সহাবীগণ বললেন, আমরা কেন এ দু'টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে পারব না? তিনি (ﷺ) বললেন, এজন্য পারবে না যে, তোমাদের কারো কারো কাছে সলাত আদায় অবস্থায় শায়ত্বন এসে বলে, ঐ বিষয় চিন্তা করো, ঐ বিষয় স্মরণ করো। এভাবে (শায়ত্বনের) ওয়াস্‌ওয়াসা চলতে থাকে সলাত শেষ করা পর্যন্ত । অতঃপর সে হয়ত তা (পরিপূর্ণ) না করেই উঠে যায়। এভাবে শায়ত্বন তার ঘুমানোর সময় এসে তাকে ঘুম পাড়াতে থাকবে, যতক্ষণ না সে তা (আদায় না) করে ঘুমিয়ে পড়ে। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী)

আবূ দাউদ-এর আর এক বর্ণনায় আছে, "যে কোন মুসলিম দু'টি বিষয়ে লক্ষ্য করবে।" এভাবে তার বর্ণনায় আছে, "মীযানের পাল্লায় একহাজার পাঁচশ"–এ শব্দের পর আছে, তিনি (ﷺ) বলেছেন : যখন সে ঘুমাতে যায় তখন পড়বে, *'আল্ল-হু আকবার'* চৌত্রিশবার *'আলহাম্‌দুলিল্লা-হ'* তেত্রিশবার ও *'সুব্‌হা-নাল্ল-হ'* তেত্রিশবার।[৪৫০]

ব্যাখ্যা : পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের প্রতি ওয়াক্তে (১০ বার *"সুব্‌হা-নাল্ল-হ"*, ১০ বার *"আলহাম্‌দুলিল্লা-হ"*, ১০ বার *"আল্ল-হু আকবার"*) ৩০ বার, যা পাঁচ ওয়াক্ত মিলে ৩০ × ৫ = ১৫০ বার। অর্থাৎ- রাত ও দিনে প্রতি ওয়াক্তের ৩০ বার মিলে নেকী অর্জিত হয় ১৫০, আর এ সংখ্যানুপাতে প্রতিটি হবে তার দশগুণ, কিতাবুল্লাহ ও নাবী ﷺ-এর সুন্নাহয় তা ওয়া'দা রয়েছে।

(وَإِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ) আত্ তিরমিযীতে রয়েছে যে, যখন তুমি বিছানা গ্রহণ করবে তখন *"সুব্‌হা-নাল্ল-হ"*, *"আল্ল-হু আকবার"* ও *"আলহাম্‌দু লিল্লা-হ"* বলবে। এটি দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের বিবরণ।

(يُسَبِّحُهُ وَيُكَبِّرُهُ وَيَحْمَدُهُ مِائَةً) অর্থাৎ- ১০০ বার, *"সুব্‌হা-নাল্ল-হ"* ৩৩ বার, *"আল্ল-হু আকবার"* ৩৪ বার এবং *"আলহাম্‌দু লিল্লা-হ"* ৩৩ বার। এর সম্মিলিত সংখ্যা হলো ১০০ বার, আর এর উপর প্রমাণ করে নাসায়ী'র বর্ণনা।

٢٤٠٧ - [٢٧] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ غَنَّامٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ: اَللّٰهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ فَقَدْ أَدّٰى شُكْرَ يَوْمِهٖ وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ حِيْنَ يُمْسِيْ فَقَدْ أَدّٰى شُكْرَ لَيْلَتِهٖ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

২৪০৭-[২৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু গন্নাম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ভোরে (ঘুম থেকে) উঠে এ দু'আ পড়বে, *"আল্ল-হুম্মা মা- আস্‌বাহা বী মিন্ নি'মাতিন, আও বিআহাদিম মিন খলক্বিকা, ফামিন্‌কা ওয়াহ্‌দাকা লা- শারীকা লাকা, ফালাকাল হাম্‌দু ওয়ালাকাশ্ শুকরু"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! ভোরে আমার ওপর ও তোমার অন্য যে কোন সৃষ্টির ওপর যে নি'আমাত পৌছেছে তা

[৪৫০] **সহীহ :** আবূ দাউদ ৫০৬৫, তিরমিযী ৩৪১০, নাসায়ী ১৩৪৮, সহীহ আদাবুল মুফরাদ ১২১৬/৯২৬, সহীহ আত্ তারগীব ৬০৬, সহীহ আল জামি' ৩২৩০।

একা তোমার পক্ষ থেকেই, এতে তোমার কোন শারীক নেই। সুতরাং তোমারই প্রশংসা ও তোমারই কৃতজ্ঞতা।)– সে ব্যক্তি তার ঐ দিনের কৃতজ্ঞতা আদায় করল। আর যে সন্ধ্যায় এ দু'আ পড়ল, সে তার ঐ রাতের কৃতজ্ঞতা আদায় করল। (আবূ দাঊদ)[৪৫১]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ শাওকানী (রহঃ) বলেন : আলোচ্য হাদীসে এ সকল সহজ শব্দগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার প্রতি আবশ্যকীয় কৃতজ্ঞতা আদায় করার বড় ফাযীলাত ও মাহাত্ম্য রয়েছে। নিশ্চয় কেউ যদি সকালে উল্লেখিত দু'আ পাঠ করে, তবে সে উক্ত দিনের শুকরিয়া আদায় করল। আর সন্ধ্যায় সেটা পাঠকারী রাতের শুকরিয়া আদায় করল। আল্লাহ তা'আলা বলেন : "যদি তোমরা আল্লাহর নি'আমাত গণনা করো, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না"– (সূরাহ্ ইবরা-হীম ১৪ : ৩৪)। যখন তাঁর নি'আমাত গণনা করা সম্ভব হবে না, তখন বান্দা উক্ত নি'আমাতের উপর শুকরিয়াই বা কিভাবে পরিমাপ করবে? অতএব 'ইল্‌মের খুনি বা সাগর হতে সংগৃহীত এ মহা ফায়িদার জন্য প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য।

٢٤٠٨ -[٢٨] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَوٰى إِلٰى فِرَاشِهٖ: «اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِيْ شَرٍّ أَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهٖ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَاغْنِنِيْ مِنَ الْفَقْرِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مَعَ اخْتِلَافٍ يَسِيْرٍ.

২৪০৮-[২৮] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি (ﷺ) বিছানায় ঘুমানোর সময় বলতেন, "*আল্ল-হুম্মা রব্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া রব্বাল আর্‌যি ওয়া রব্বা কুল্লি শাইয়িন, ফালিকুল হাব্বি ওয়ান্ নাওয়া- মুনযিলাত্ তাওরা-তি, ওয়াল ইঞ্জীলি ওয়াল কুরআ-নি। আ'উযুবিকা মিন শার্‌রি কুল্লি যী শার্‌রি। আন্‌তা আ-খিযুন বিনা-সিয়াতিহী, আন্‌তাল আও্ওয়ালু, ফালায়সা ক্ববলাকা শায়উন, ওয়া আন্‌তাল আ-খিরু, ফালায়সা বা'দাকা শায়উন, ওয়া আন্‌তায্ যা-হিরু, ফালায়সা ফাওক্বকা শাইউন। ওয়া আন্‌তাল বা-ত্বিনু, ফালায়সা দূনাকা শায়উন, ইক্বযি 'আন্নিদ্দায়না, ওয়া আগ্‌নিনী মিনাল ফাক্বরি*" (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! যিনি আসমানের রব, জমিনের রব, তথা প্রতিটি জিনিসের রব, শস্যবীজ ও খেজুর দানা ফেড়ে গাছ-পালা উৎপাদনকারী; তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআন অবতীর্ণকারী, আমি তোমার কাছে এমন প্রতিটি অনিষ্টকারীর অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাই যা তোমার অধিকারে রয়েছে। তুমিই প্রথম– তোমার আগে কেউ ছিল না। তুমিই শেষ– তোমার পরে আর কেউ থাকবে না। তুমি প্রকাশ্য– তোমার চেয়ে প্রকাশ্য আর কিছু নেই। তুমি অন্তর্যামী– তোমার চেয়ে গোপনীয়তা আর কিছু নেই। তুমি আমাকে ঋণমুক্ত করে দাও এবং দারিদ্র্যতা হতে বাঁচিয়ে রেখ [স্বচ্ছলতা দাও])। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ; কিছু ভিন্নতাসহ মুসলিমেও)[৪৫২]

---

[৪৫১] **য'ঈফ** : আবূ দাঊদ ৫০৭৩, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ২৬, য'ঈফ আত্ তারগীব ৩৮৫, য'ঈফ আল জামি' ৫৭৩০, ইবনু হিব্বান ৮৬১। কারণ 'আবদুল্লাহ বিন 'আনবাসাহ্ মাজহূলুল হাল ।

[৪৫২] **সহীহ** : আবূ দাঊদ ৫০৫১, তিরমিযী ৩৪০০, ইবনু মাজাহ ৩৮৭৩, আহমাদ ৮৯৬০, সহীহ আদাবুল মুফরাদ ১২১২/৯২৩, সহীহ আল জামি' ৪৪২৪।

Contents

ব্যাখ্যা : সহীহ মুসলিম ও ইবনুস্ সুন্নী সুহায়ল রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ সলিহ আমাদের নির্দেশ দিতেন, যখন আমাদের কেউ ঘুমাতে ইচ্ছা করবে, সে তার ডান কাতের উপর শয়ন করবে, অতঃপর বলবে : (اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ...) আর তিনি (সুহায়ল) এটা আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে, আর হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী এবং মুসলিমে সুহায়ল (রহঃ) থেকে, তিনি তার বাবা থেকে, তার বাবা আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করেছেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আসমান ও জমিনের প্রতিপালক। অর্থাৎ- উভয়ের মালিক এবং উভয়ের অধিবাসীদের পরিচালনাকারী এবং তারপরই তাঁর (আল্লাহর) কথা (لفالق الحب والنوى) উল্লেখ করলেন, স্রষ্টা ও রাজত্বের অর্থ প্রকাশ করার জন্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন : তিনি মৃত থেকে জীবন বের করেন এবং জীবিত থেকে মৃত বের করেন। (لفالق الحب والنوى) -এর অর্থ হলো : তিনি প্রাণীগুলোকে শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেন, বীজ থেকে দানা বের করেন এবং জীবন থেকে মৃত বের করেন। অর্থাৎ- এ সকল প্রাণী সৃষ্টি করেন।

'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহঃ) বলেন, উল্লেখ্য হাদীসে দীন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : আল্লাহ তা'আলার হাক্বসমূহ ও বান্দার যাবতীয় অধিকার।

٢٤٠٩ - [٢٩] وَعَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ الْأَنْمَارِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «بِسْمِ اللّٰهِ وَضَعْتُ جَنْبِي لِلّٰهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَاخْسَأْ شَيْطَانِيْ وَفُكَّ رِهَانِيْ وَاجْعَلْنِيْ فِي النَّدِيِّ الْأَعْلٰى». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

২৪০৯-[২৯] আবুল আয্‌হার আল আন্‌মারী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রাতে বিছানায় ঘুমানোর সময় বলতেন, *"বিস্‌মিল্লা-হি ওয়াযা'তু যাম্বী লিল্লা-হি, আল্ল-হুম্মাগ্‌ফির্‌লী যাম্বী ওয়াখ্‌সা' শায়ত্ব-নী ওয়া ফুক্কা রিহা-নী, ওয়াজ্‌'আল্‌নী ফিন্‌ নাদিয়্যিল আ'লা-"* (অর্থাৎ- আল্লাহর নামে, আল্লাহর উদ্দেশে আমি পার্শ্ব রাখলাম। হে আল্লাহ! তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা করো। আমার কাছ থেকে শায়ত্বনকে তাড়িয়ে দাও। আমার ঘাড়কে মুক্ত করো এবং আমাকে উচ্চাসনে সমাসীন করো।)। (আবূ দাঊদ)[৪৫৩]

ব্যাখ্যা : এ দু'আ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সমন্বয় করে। অর্থাৎ- এ দু'আতে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ রয়েছে। সুতরাং ঘুমানোর সময় এ দু'আর প্রতি যত্নবান হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তা শার'ঈ দু'আগুলোর অন্তর্ভুক্ত এবং তার নিকট এটির প্রাধান্যও রয়েছে।

٢٤١٠ - [٣٠] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَفَانِيْ وَاٰوَانِيْ وَأَطْعَمَنِيْ وَسَقَانِيْ وَالَّذِيْ مَنَّ عَلَيَّ فَأَفْضَلَ وَالَّذِيْ أَعْطَانِيْ فَأَجْزَلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ اَللّٰهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ وَإِلٰهَ كُلِّ شَيْءٍ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

---

[৪৫৩] **সহীহ** : আবূ দাঊদ ৫০৫৪, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৭৫৮, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ২০১২, সহীহ আল জামি' ৪৬৪৯।

২৪১০-[৩০] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) রাতে ঘুমানোর সময় বলতেন, *"আলহাম্‌দু লিল্লা-হিল্লাযী কাফা-নী, ওয়াআ-ওয়া-নী, ওয়া আত্ব'আমানী, ওয়া সাক্বা-নী, ওয়াল্লাযী মান্না 'আলাইয়্যা ফাআফ্‌যালা ওয়াল্লাযী আ'ত্বা-নী ফাআজ্‌যালা, আলহাম্‌দুলিল্লা-হি 'আলা- কুল্লি হা-ল, আল্ল-হুম্মা রব্বা কুল্লি শাইয়িন ওয়া মালীকাহূ, ওয়া ইলা-হা কুল্লি শাইয়িন আ'উযুবিকা মিনান্‌না-র"* (অর্থাৎ- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমার প্রয়োজন পূরণ করলেন, আমাকে রাতে আশ্রয় দিলেন, আমাকে খাওয়ালেন, আমাকে পান করালেন, যিনি আমার প্রতি দয়াপ্রদর্শন করলেন, অনেক অনুগ্রহ করলেন, যিনি আমাকে দান করলেন এবং যথেষ্ট দান করলেন। তাই সকল অবস্থায় আল্লাহর শুকর। হে আল্লাহ! যিনি প্রতিটি বস্তুর প্রতিপালক ও এর অধিকারী এবং প্রত্যেক বস্তুর উপাস্য। আমি তোমার কাছে জাহান্নামের আগুন হতে আশ্রয় চাই। (আবূ দাঊদ)[৪৫৪]

ব্যাখ্যা : (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَفَانِىْ) অর্থাৎ- মহান আল্লাহ আমার প্রতি সৃষ্টিজীবের অনিষ্টতা প্রতিহত করেন। আর আমার প্রতি তিনি শক্তিদানে যথেষ্ট এবং তিনি আমার প্রয়োজন পূর্ণ করেন। আর সৃষ্টিজীবের প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে মুক্ত করেন।

(وَاٰوَانِىْ) অর্থাৎ- তিনি আমাকে হতদরিদ্র থেকে আশ্রয় দিলেন, তিনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন ঠাণ্ডা ও গরম হতে বাঁচিয়ে এবং তাতে আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করেছেন।

(اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ) অর্থাৎ- সকল অবস্থাতেই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই।

ইবনুস্ সুন্নাহ্‌র অপর বর্ণনায় রয়েছে, (اللهم فلك الحمد على كل حال) অর্থাৎ- হে আল্লাহ তা'আলা! প্রতিটি অবস্থাতেই আপনার জন্যই প্রশংসা।

٢٤١١ -[٣١] وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: شَكَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ مِنَ الْأَرَقِ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ: اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ وَرَبَّ الْأَرَضِينَ وَمَا أَقَلَّتْ وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ كُنْ لِّيْ جَارًا مِّنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا أَنْ يَّفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَبْغِيَ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهٗ بِالْقَوِيِّ وَالْحَكَمُ بْنُ ظُهَيْرٍ الرَّاوِيْ قَدْ تَرَكَ حَدِيثَهٗ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ.

২৪১১-[৩১] বুরায়দাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (রাঃ) নাবী (সাঃ)-এর কাছে অভিযোগ করলেন, হে আল্লাহর রসূল! (স্বপ্নের কারণে) রাতে আমি ঘুমাতে পারি না। (এ কথা শুনে) আল্লাহর নাবী (সাঃ) বললেন, তুমি বিছানায় ঘুমাতে গেলে এ দু'আ পড়বে, *"আল্ল-হুম্মা রব্বাস্ সামা-ওয়া-তিস্ সাব্'ই, ওয়ামা- আযল্লাত, ওয়া রব্বাল আর্‌যীনা ওয়ামা- আক্বল্লাত, ওয়া রব্বাশ্ শায়া-ত্বীনি ওয়ামা- আযল্লাত, কুন্নী জা-রম্ মিন্ শার্‌রি খলক্বিকা কুল্লিহিম জামী'আন আই ইয়াফ্‌রুত্বা 'আলাইয়্যা আহাদুম্ মিন্‌হুম আও আই ইয়াব্‌গিয়া 'আয্‌যা জা-রুকা ওয়া জাল্লা সানা-উকা, ওয়ালা- ইলা-হা গইরুকা, লা- ইলা-হা ইল্লা- আন্‌তা"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! সাত আকাশের এবং এ সাত আকাশ যাকে ছায়া দিয়েছে তার রব! আর জমিনসমূহ ও তা যাকে ধারণ করেছে তার রব! সকল শায়ত্বন ও তারা যাদেরকে পথভ্রষ্ট

[৪৫৪] সানাদ সহীহ : আবূ দাঊদ ৫০৫৮, আহমাদ ৫৯৮৩, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৩৯৯।

করেছে তাদের রব! তুমি আমাকে নিরাপত্তা দান কর, তোমার সকল সৃষ্টির অনিষ্ট হতে; তাদের কেউ যে আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করুক অথবা আমার ওপর অবিচার করুক তুমি আমাকে নিরাপত্তা দান করো। বিজয়ী সে যাকে তুমি নিরাপত্তা দান করেছ। মহান প্রশংসা তোমার, তুমি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা'বূদ নেই, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই)। (তিরমিযী; তিনি বলেন, এ হাদীসের সানাদ দুর্বল। কোন কোন হাদীস বিশারদ এর রাবী হাকাম ইবনু যুহায়র-কে মাতরূক বা পরিত্যাজ্য বলেছেন।)[৪৫৫]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহঃ) বলেন : এর সানাদ য'ঈফ। মুনযিরী (রহঃ) বলেন : এ হাদীসের সানাদে দুর্বলতা রয়েছে। ত্ববারানী আল আওসাত গ্রন্থে খালিদ ইবনু ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে হাদীস বর্ণনা করেন– নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি তোমাকে কিছু বাক্য শিক্ষা দেবো কি, যা তুমি ঘুমানোর সময় বলবে, তাহলে বলো– (اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ...) 'আল্লামাহ্ মুনযিরী (রহঃ) বলেন : এটির সানাদ জাইয়্যিদ ('আমালযোগ্য)।

'আল্লামাহ্ আল হায়সামী (রহঃ) বলেন : এ হাদীসের রাবীগুলো বিশুদ্ধ, তবে 'আবদুর রহমান ইবনুস্ সাবিত ছাড়া, কারণ তিনি খালিদ ইবনু ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীসটি শুনেননি।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٤١٢ -[٣٢] وَعَنْ أَبِيْ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذَا الْيَوْمِ فَتْحَهٗ وَنَصْرَهٗ وَنُوْرَهٗ وَبَرَكَتَهٗ وَهُدَاهُ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ وَمِنْ شَرِّ مَا بَعْدَهٗ» ثُمَّ إِذَا أَمْسٰى فَلْيَقُلْ مِثْلَ ذٰلِكَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

২৪১২-[৩২] আবূ মালিক আল আশ্'আরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ভোরে ঘুম থেকে উঠে তখন যেন বলে, "*আস্‌বাহনা- ওয়া আস্‌বাহাল মুল্‌কু লিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামীন। আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা খয়রা হা-যাল ইয়াওমি ফাত্‌হাহূ ওয়া নাস্‌রাহূ, ওয়া নূরাহূ, ওয়া বারাকাতাহূ, ওয়া হুদা-হু। ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন্ শার্‌রি মা- ফীহি, ওয়া মিন্ শার্‌রি মা- বা'দাহূ। সুম্মা ইযা- আম্‌সা-, ফাল্‌ইয়াকুল মিস্‌লা যা-লিকা*" (অর্থাৎ- আমরা ভোরে এসে উপনীত হলাম আর আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের উদ্দেশে রাজ্যও ভোরে এসে উপনীত হলো। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এ দিনের কল্যাণ চাই, এর সফলতা ও সাহায্য, এর জ্যোতি, এর বারাকাত ও এর হিদায়াত এবং এতে যা অকল্যাণ রয়েছে তা হতে তোমার কাছে আশ্রয় চাই এবং এর পরে যে অকল্যাণ রয়েছে তা হতে আশ্রয় চাই।)। অতঃপর সে সন্ধ্যায় উপনীত হলেও যেন অনুরূপ দু'আ করে। (আবূ দাঊদ)[৪৫৬]

---

[৪৫৫] **য'ঈফ :** তিরমিযী ৩৫২৩, মু'জামুল আওসাত লিত্ব ত্ববারানী ১৪৬, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ৪৮, য'ঈফাহ্ ২৪০৩, য'ঈফ আল জামি' ৪০৮। কারণ এর সানাদে হাকাম ইবনু যুহায়র একজন মাতরূক রাবী। ইবন মা'ঈন তাকে মিথ্যার অপবাদ দিয়েছেন।

[৪৫৬] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৫০৮৪, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৩৪৫৩, য'ঈফাহ্ ৫৬০৬, য'ঈফ আল জামি' ৩৫২। কারণ হাদীসটি মুরসাল।

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : এখানে (فَتْحَهُ) বা তার বিজয় এবং তারপরের অংশ তার কথা (خير هذا اليوم)-এর বর্ণনা।

এখানে فتح শব্দের অর্থ হলো বিজয় অর্জন করা, তা সন্ধির মাধ্যমে অথবা সম্মুখ যুদ্ধের মাধ্যমে হতে পারে। আর النصر-এর অর্থ হলো শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় এবং সাহায্য, আর এটাই শব্দ দু'টির মৌলিক অর্থ।

(وَمِنْ شَرِّ مَا بَعْدَهُ) মিশকাতের অধিকাংশ অনুলিপিতে অনুরূপ শব্দ রয়েছে। তবে কতিপয় অনুলিপিতে (وَمِنْ شَرِّ مَا بَعْدَهُ) উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ- (مِنْ) -এর উল্লেখ ছাড়া, আবূ দাউদেও অনুরূপ রয়েছে।

٢٤١٣ـ[٣٣] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِىْ: يَا أَبَتِ أَسْمَعُكَ تَقُولُ كُلَّ غَدَاةٍ: «اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَدَنِىْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ سَمْعِىْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَصَرِىْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ» تُكَرِّرُهَا ثَلَاثًا حِينَ تُصْبِحُ وَثَلَاثًا حِيْنَ تُمْسِىْ فَقَالَ: يَا بُنَىَّ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُو بِهِنَّ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْتَنَّ بِسُنَّتِهٖ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

২৪১৩-[৩৩] 'আবদুর রহ্মান ইবনু আবূ বাক্রাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বললাম, হে আমার পিতা! আপনাকে প্রতিদিন ভোরে বলতে শুনি, *"আল্ল-হুম্মা 'আ-ফিনী ফী বাদানী, আল্ল-হুম্মা 'আ-ফিনী ফী সাম্'ঈ, আল্ল-হুম্মা 'আ-ফিনী ফী বাসারী লা- ইলা-হা ইল্লা- আন্তা"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমাকে শারীরিকভাবে নিরাপত্তায় রাখো, আমাকে শ্রবণশক্তিতে নিরাপত্তায় রাখো। হে আল্লাহ! আমাকে দৃষ্টিশক্তিতে নিরাপদে রাখো। তুমি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা'বূদ নেই।) –এ দু'আ ভোরে তিনবার ও বিকালে তিনবার বলেন। তখন তার পিতা বললেন, হে বৎস! আমি এ বাক্যগুলো দিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-কে দু'আ করতে শুনেছি। অতএব আমি তাঁর সুন্নাত পালন করাকে পছন্দ করি। (আবূ দাউদ)[৪৫৭]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত যিক্‌রে শরীর উল্লেখ করার পর আলাদাভাবে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ এ দু'টি তো শরীরের সাথে সম্পৃক্ত, (অতএব আলাদাভাবে তা উল্লেখ করার কারণ কি?)

এর কারণ হলো : শ্রবণশক্তিটি নাবী ﷺ-এর ওপর নাযিলকৃত আয়াতে কারীমা দ্বারা পাওয়া যায়। আর চক্ষু এটিও আল্লাহর আয়াতে পাওয়া যায়, যা দিগন্তের ন্যায় প্রমাণিত। অতএব এ দু'টি কুরআনুল কারীমে পাওয়ার কারণেই একত্র করে উল্লেখ করা হয়েছে (وتكررها); আবূ দাউদ, মুসনাদে আহমাদ, আল আদাবুল মুফরাদে (تعيدها) উল্লেখ রয়েছে। 'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহঃ) তাঁর "আয্কার" ও 'আল্লামাহ্ শাওকানী (রহঃ) তাঁর "তুহফাতু আয্ যাকিরীন"-এ অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

٢٤١٤ـ[٣٤] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ أَوْفٰى قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ: «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالْكِبْرِيَاءُ وَالْعَظَمَةُ لِلّٰهِ وَالْخَلْقُ وَالْأَمْرُ وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا سَكَنَ فِيهِمَا لِلّٰهِ اَللّٰهُمَّ

[৪৫৭] হাসান : আবূ দাউদ ৫০৯০, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯১৮৪, সহীহ আদাবুল মুফরাদ ৭০১/৫৪২, আল জামি' আস্ সগীর ১২১০।

اجْعَلْ أَوَّلَ هٰذَا النَّهَارِ صَلَاحًا وَأَوْسَطَهُ نَجَاحًا وَاٰخِرَهُ فَلَاحًا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ». ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي كِتَابِ الْأَذْكَارِ بِرِوَايَةِ ابْنِ السُّنِّيِّ.

২৪১৪-[৩৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ভোরে ঘুম হতে উঠে বলতেন, "*আস্‌বাহনা- ওয়া আস্‌বাহাল মুলকু লিল্লা-হি ওয়াল হাম্‌দুলিল্লা-হি ওয়াল কিব্‌রিয়া-উ ওয়াল 'আযামাতু লিল্লা-হি ওয়াল খল্‌কু ওয়াল আম্‌রু ওয়াল্ লায়লু ওয়ান্ নাহা-রু ওয়ামা- সাকানা ফীহিমা- লিল্লা-হি আল্ল-হুম্মাজ্‌'আল আও্ওয়ালা হা-যান্ নাহা-রি সলা-হান ওয়া আওসাত্বাহূ নাজা-হান ওয়া আ-খিরাহূ ফালা-হান ইয়া- আর্‌হামার্ র-হিমীন*" (অর্থাৎ- আমরা ভোরে এসে উপনীত হলাম, আর ভোরে এসে উপনীত হলো আল্লাহরই উদ্দেশে আল্লাহর রাজ্য। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই। আল্লাহরই জন্য সব অহংকার ও সম্মান। সমগ্র সৃষ্টি ও কর্তৃত্ব, রাত ও দিন এবং এতে যা বসবাস করে সবই আল্লাহর। হে আল্লাহ! তুমি এ দিনের প্রথমাংশকে কল্যাণকর করো, মধ্যাংশকে সাফল্যের ওয়াসীলাহ্ করো, আর শেষাংশকে সাফল্যময় করো। হে সর্বাধিক রহমকারী।" (নাবাবী কিতাবুল আয্‌কার– ইবনুস্ সুন্নী'র বর্ণনার দ্বারা)[৪৫৮]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ক্বারী (রহঃ) বলেন, আর এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ﴾ ﴿أُولٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ﴾

অর্থাৎ- "ঈমানদারগণ সফল হয়েছেন। অতঃপর তিনি বলেন : তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা শীতল ছায়াময় জান্নাতের উত্তরাধিকার লাভ করবে।" (সূরাহ্ আল মু'মিনূন ২৩ : ১, ১০, ১১)

আর উল্লেখিত দু'আর শেষে (يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ) "ইয়া- আর্‌হামার্ র-হিমীন" উল্লেখ প্রসঙ্গে 'আল্লামাহ্ আল ক্বারী (রহঃ) বলেন : উল্লেখিত দু'আ এ বাক্য দ্বারা এজন্যই শেষ করা হয়েছে, কারণ এটি দ্রুত দু'আ কবূলের কারণ। যেমনটি হাদীসে এসেছে এবং ইমাম হাকিম (রহঃ) তাঁর মুসতাদরাকে আবী 'উমামাহ্ (রাঃ) থেকে মারফূ'ভাবে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি সহীহ বলেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার জন্যই রাজত্ব। যে ব্যক্তি বলবে : "*ইয়া- আর্‌হামার্ র-হিমীন*"। অতঃপর এটা তিনবার বলবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন– নিশ্চয় দয়াবানদের দয়াবান তোমার সামনে আগমন করেছে, অতএব তুমি চাও।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো : এখানে তিন সংখ্যাটি নির্ধারণ করা হয়েছে এ কারণে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি এটা তিনবার বলে সে তার অন্তর ও কামনা রবের নিকট উপস্থিত করে।

٢٤١٥ \- [٣٥] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزٰى قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا أَصْبَحَ: «أَصْبَحْنَا عَلٰى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَعَلٰى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلٰى مِلَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ

২৪১৫-[৩৫] 'আবদুর রহ্‌মান ইবনু আব্‌যা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ভোরে উঠে বলতেন, "*আস্‌বাহনা- 'আলা- ফিত্বরাতিল ইস্‌লা-মি ওয়া কালিমাতিল ইখ্‌লা-সি ওয়া 'আলা- দীনি নাবিয়্যিনা- মুহাম্মাদিন (ﷺ) ওয়া 'আলা- মিল্লাতি আবীনা- ইব্‌রা-হীমা হানীফাওঁ ওয়ামা- কা-না মিনাল*

---

[৪৫৮] **খুবই দুর্বল :** য'ঈফাহ্ ২০৪৮। কারণ এর সানাদে আবুল ওয়ারাক্বা একজন মাতরূক রাবী।

মুশরিকীন" (অর্থাৎ- আমরা ইসলামের ফিত্বরাতের উপর ও কালিমায়ে তাওহীদের সাথে ভোরে ঘুম থেকে উঠলাম এবং আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর দীনের উপর ও ইব্‌রাহীম 'আলায়হিস্ সালাম-এর মিল্লাতের উপর, আর তিনি মুশরিক ছিলেন না।)। (আহ্‌মাদ ও দারিমী)[৪৫৯]

ব্যাখ্যা : এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন : "আপনি একনিষ্ঠভাবে নিজকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠা রাখুন। এটাই আল্লাহ তা'আলার প্রকৃতি যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন"– (সূরাহ্ আর্ রূম ৩০ : ৩০) এবং নাবী ﷺ-এর হাদীস প্রতিটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে প্রকৃতির উপর (كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ)। আল মুসনাদে রয়েছে– (على كلمة الإخلاص) অর্থাৎ- একনিষ্ঠ তাওহীদ, আর তা হলো *"লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ"* এবং (عَلٰى دِيـنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ) এটি তাঁর পূর্ববর্তীদের থেকে খাস। কারণ সকল নাবী-রসূলগণের মিল্লাতের নামকরণটি ইসলামই করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার কথা : "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার নিকট একনিষ্ঠ ধর্ম হলো ইসলাম"– (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান ৩ : ১৯) এবং ইব্‌রাহীম 'আলায়হিস্ সালাম-এর কথা, "বিশ্ব প্রতিপালকের জন্যই ইসলাম কবূল করলাম (মুসলিম হলাম)"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৩১) এবং সন্তানদের প্রতি ইয়া'কূব 'আলায়হিস্ সালাম-এর ওয়াসিয়্যাত, "তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৩২)। উল্লেখ্য যে, এটি তিনি (নাবী ﷺ) অন্যদের শিক্ষা দেয়ার জন্য বলেছেন।

(٥) بَابُ الدَّعْوَاتِ فِي الْأَوْقَاتِ

অধ্যায়-৫ : বিভিন্ন সময়ের পঠিতব্য দু'আ

বিভিন্ন সময়ে পাঠ করার জন্য আলাদাভাবে ভিন্ন ভিন্ন দু'আ রয়েছে, শারী'আত কর্তৃক যা নির্ধারিত। আর এখানে সময় হলো কাজের জন্য নির্ধারিত কাল বা সময়। যেমন- সলাত, যাকাত ও হাজ্জের সময়। এছাড়াও অবস্থাভেদে বিভিন্ন দু'আ শারী'আত কর্তৃক নির্ধারিত। অর্থাৎ- বিভিন্ন অবস্থার জন্য নির্ধারিত বিভিন্ন দু'আগুলো শারী'আত কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে। যেমন- রাগের অবস্থা ও যুদ্ধের জন্য শত্রুর মুখোমুখি সারিবদ্ধ অবস্থা এবং আরো অনুরূপ অনেক অবস্থা রয়েছে। এছাড়াও নির্দিষ্ট সময়গুলোতে পঠিতব্য দু'আগুলো বর্ণিত রয়েছে, শারী'আত যা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٤١٦ ـ [١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهٗ قَالَ: بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهٗ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِيْ ذٰلِكَ لَمْ يَضُرَّهٗ شَيْطَانٌ أَبَدًا». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

[৪৫৯] সহীহ : আহমাদ ১৫৩৬০, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৬৫৪০, দারিমী ২৭৩০, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ২৬, সহীহাহ্ ২৯৮৯।

Contents

২৪১৬-[১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ তার স্ত্রীর সাথে সহবাসের ইচ্ছা পোষণ করলে সে যেন বলে, *"বিস্‌মিল্লা-হি আল্ল-হুম্মা জান্নিব্‌নাশ্‌ শায়ত্ব-না ওয়া জান্নিবিশ্‌ শায়ত্ব-না মা- রযাক্বতানা-"* (অর্থাৎ- মহান আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে শায়ত্বন হতে দূরে রাখো এবং আমাদের জন্য তুমি যা নির্ধারিত করে রেখেছ শায়ত্বনকেও তা হতে দূরে রাখো।)। এ মিলনের ফলে তাদের জন্য যদি কোন সন্তান দেয়া হয় তাহলে কক্ষনো শায়ত্বন তার কোন ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। (বুখারী, মুসলিম)[৪৬০]

ব্যাখ্যা : মুসনাদে আহমাদ-এর বর্ণনায় (১ম খণ্ড, ২১৭ পৃঃ) রয়েছে যে, শায়ত্বন উক্ত সন্তানের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তাঁর অপর বর্ণনায় (১ম খণ্ড, ২৮৭ পৃঃ), মুসলিম ও ইবনু মাজাহ্'র বর্ণনায় রয়েছে যে, শায়ত্বন তার (সন্তানের) ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না অথবা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর অনুরূপ বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে।

আলোচ্য হাদীসে কয়েকটি উপকারিতাও রয়েছে যে, গুরুত্বপূর্ণ অবস্থাতে যেমন সহবাসেও আল্লাহর নাম নেয়া, দু'আ করা মুস্তাহাব. এবং এতে এটাও রয়েছে যে, আল্লাহর যিক্‌র, শায়ত্বনের কুমন্ত্রণা থেকে প্রার্থনা করা, তাঁর (আল্লাহ তা'আলার) নামের সাথে বারাকাত কামনা করা এবং যাবতীয় অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় কামনা করা জরুরী। আর এখানে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, এ দু'আ পাঠ উক্ত কাজ সহজ করবে এবং তার ওপর সাহায্য করবে। এছাড়া এ হাদীসে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, শায়ত্বন মানুষের সাথে সবসময় লেগে থাকে। একমাত্র আল্লাহর স্মরণই তার থেকে মুক্ত করতে পারে।

٢٤١٧-[٢] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْكَرْبِ: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৪১৭-[২] উক্ত রাবী ('আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, বিপদের সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতেন, *"লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু 'আযীমুল হালীম, লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু রব্বুল 'আর্‌শিল 'আযীম; লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু রব্বুস্‌ সামা-ওয়া-তি, ওয়া রব্বুল আর্‌যি রব্বুল 'আর্‌শিল কারীম"* (অর্থাৎ- মহান ধৈর্যশীল আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা'বূদ নেই। মহান 'আর্‌শের মালিক আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা'বূদ নেই। আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা'বূদ নেই, যিনি সমগ্র আকাশমণ্ডলীর রব, মহান 'আর্‌শের রব।)। (বুখারী, মুসলিম)[৪৬১]

ব্যাখ্যা : সহীহুল বুখারীর অপর বর্ণনায় রয়েছে, নাবী (সাঃ) দুঃশ্চিন্তার সময় দু'আ করতেন। সহীহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় রয়েছে, নাবী (সাঃ) এ শব্দগুলোর দ্বারা দু'আ করতেন এবং এগুলো চিন্তার সময় বলতেন। অপর বর্ণনায় রয়েছে, যখন তিনি ((সাঃ)) গুরুত্বপূর্ণ কাজের ইচ্ছা করতেন, তখন এ দু'আ পড়তেন। 'আল্লামাহ্ ত্ববারানী (রহঃ) বলেন : (কতিপয় বর্ণনায়) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর কথা, (يدعوا)

---

[৪৬০] সহীহ : বুখারী ৬৩৮৮, ৭৩৯৬, মুসলিম ১৪৩৪, আবূ দাউদ ২১৬১, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১৭১৫২, তিরমিযী ১০৯২, দারিমী ২২৫৮, ইবনু হিব্বান ৯৮৩, ইবনু মাজাহ ১৯১৯, সহীহাহ্ ২০১২।

[৪৬১] সহীহ : বুখারী ৬৩৪৬, মুসলিম ২৭৩০, আহমাদ ২০১২, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১০৭৭২, সহীহ আল জামি' ৪৯৪০, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ১১৮।

তিনি (ﷺ) দু'আ করতেন। এর অর্থ হলো : *লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ, সুব্হা-নাল্ল-হ* বলতেন, যাতে পূর্ণাঙ্গ কোন দু'আ নয়।

এতে দু'টি বিষয় হতে পারে :

১. দু'আ করার পূর্বে নাবী ﷺ এ সকল যিক্রগুলো করতেন, এরপর ইচ্ছামত দু'আ করতেন। যেরূপ মুসনাদ আবী 'আওয়ানাহ্ হতে বর্ণিত রয়েছে এবং হাদীসের শেষে রয়েছে যে, এরপর তিনি দু'আ করতেন। 'আব্দ ইবনু হুমায়দীর বর্ণনায় রয়েছে, নাবী ﷺ গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজের ইচ্ছা করলে প্রাধান্যযোগ্য যিক্রগুলো করতেন। এরপর দু'আ করতেন।

২. যে বিষয়ের উত্তর ইবনু 'উআয়নাহ্ রাঃ দিয়েছেন যে, নাবী ﷺ 'আরাফায় অধিক যে দু'আ পড়তেন তা হলো : *"লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্দাহূ লা- শারীকা লাহূ"*। 'আল্লামাহ্ সুফ্ইয়ান (রহঃ) বলেন : এটা যিক্র, এতে কোন দু'আ নেই। কিন্তু নাবী ﷺ বলেছেন : আমার প্রার্থনার ব্যস্ততা থেকে আমার যিক্রের জন্য যা দেয়া হয় তা প্রার্থনাকারীদের যা দেয়া হয় তার চেয়ে উত্তম।

হাফিয আসক্বালানী (রহঃ) বলেন : ছয়টি অগ্রগণ্য। কেননা সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস রাঃ-এর বর্ণিত হাদীসে মাছওয়ালার (ইউনুস আলায়হিস সালাম-এর) দু'আর ব্যাপারে বর্ণনা রয়েছে। তিনি যখন মাছের পেটে ছিলেন তখন দু'আ করেছিলেন– *"লা- ইলা-হা ইল্লা -আন্তা সুব্হা-নাকা ইন্নী কুন্তু মিনায্ যোয়ালিমীন"*।

٢٤١٨ -[٣] وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ». فَقَالُوا لِلرَّجُلِ: لَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ بِمَجْنُونٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৪১৮-[৩] সুলায়মান ইবনু সুরাদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী ﷺ-এর সামনে দু' ব্যক্তি পরস্পরকে গাল-মন্দ বলতে লাগল, আমরা তখন তাঁর পাশে বসা ছিলাম। তন্মধ্যে একজন তার সাথীকে খুব রাগতস্বরে গাল-মন্দ করছিল। এতে তার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এটা দেখে নাবী ﷺ বললেন, আমি এমন একটি কালাম (বাক্য) জানি, যদি সে তা পড়ে তাহলে তার রাগ চলে যাবে। সেটা হলো *"আ'উযুবিল্লা-হি মিনাশ্ শায়ত্ব-নির রজীম"* (অর্থাৎ- আমি আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শায়ত্বন হতে আশ্রয় চাই)। তখন সহাবীগণ লোকটিকে বললেন, নাবী ﷺ কি বলছেন, তুমি কী শুনছ না? লোকটি বলল, নিশ্চয়ই আমি ভূতগ্রস্ত (পাগল) নই। (বুখারী, মুসলিম)[৪৬২]

ব্যাখ্যা : বুখারী'র বর্ণনা রয়েছে, যদি কেউ *"আ'উযুবিল্লা-হি মিনাশ্ শায়ত্ব-নির রজীম"* বলে তাহলে যে রাগ তাকে পেয়ে বসেছে তা দূরীভূত হবে। যেমন- সহীহুল বুখারী'র অপর বর্ণনাতেও রয়েছে।

মু'আয কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, নিশ্চয় আমি (নাবী ﷺ) এমন কতগুলো কালিমাহ্ শিক্ষা দিব যদি কেউ তা রাগের সময় বলে, তবে তার রাগ দূরীভূত হয়ে যাবে। আর সে শব্দগুলো হলো : (اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ) অর্থাৎ- *"আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাশ্ শায়ত্ব-নির রজীম"*।

---

[৪৬২] সহীহ : বুখারী ৬১১৫, মুসলিম ২৬১০, আবূ দাউদ ৪৭৮১, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৫৩৮২, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৬৪৮৮, ইবনু হিব্বান ৫৬৯২, সহীহ আত্ তারগীব ২৭৫৪।

Contents

এ হাদীসটি আল্লাহ তা'আলার কথারই উৎস : "আর যদি শায়ত্বনের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহ তা'আলার শরণাপন্ন হও। তিনি শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী।" (সূরাহ্ আল আ'রাফ ৭ : ২০০)

নাবী ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল : ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে নাসীহাত করুন। তিনি (ﷺ) বললেন : "রাগ করো না।" কথাটি তিনবার ফিরিয়ে বললেন। নাবী ﷺ অন্য কোন নাসীহাত না করে শুধু রাগ বারণ করতে বললেন বার বার। আর এটাই এ মর্মে দলীল যে, রাগ একটি বড় বিপর্যয় যা তার থেকে প্রকাশ পায়।

'আল্লামাহ্ শাওকানী (রহঃ) বলেন : এ হাদীসে এই বিষয়ে দলীল রয়েছে যে, রাগ, গালি এগুলো শায়ত্বনের কাজ। আর এ কারণে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া রাগ বিদূরিত করে। আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে বিনা কারণে রাগ করে তার জানা উচিত যে, নিশ্চয় শায়ত্বন তার সাথে খেলায় মেতেছে।

٢٤١٩ -[٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَسَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّهٗ رَأَى شَيْطَانًا». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৪১৯-[৪] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা যখন মোরগের আওয়াজ শুনবে, আল্লাহর কাছে তার অনুগ্রহ প্রত্যাশা করবে। কারণ মোরগ মালাক (ফেরেশ্‌তা) দেখেছে। আর তোমরা যখন গাধার চিৎকার শুনবে, তখন বিতাড়িত শায়ত্বন হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে, কারণ সে শায়ত্বন দেখেছে। (বুখারী, মুসলিম)[৪৬৩]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস থেকে এটি গ্রহণ করা যায় যে, সৎকর্মশীল বান্দাদের নিকট তাদের বারাকাতের মাধ্যমে দু'আ করা মুস্তাহাব। সহীহ ইবনু হিব্বান, আবূ দাউদ এবং আহমাদ-এর বর্ণনায় যায়দ ইবনু খালিদ কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, তোমরা মোরগকে গালি দিও না। কেননা সে সলাতের দিকে ডাকে।

অপর বর্ণনায় রয়েছে, সলাতের জন্য (মানুষদের) জাগ্রত করে। এ হাদীসে এই মর্মে প্রমাণ রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মোরগ-এর জন্য সৃষ্টি করেছেন উপলব্ধি। এর মাধ্যমে সে পবিত্র আত্মার অস্তিত্ব পায়। অনুরূপ গাধা বা কুকুরের জন্য সৃষ্টি করেছেন উপলব্ধি, যার দ্বারা সে অনিষ্ট আত্মার অস্তিত্ব পায়। আর সৎকর্মশীলদের উপস্থিতিতে রহমাত নাযিল হয় এবং নাফরমানদের উপস্থিতিতে গযব নাযিল হয়।

٢٤٢٠ -[٥] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوٰى عَلٰى بَعِيرِهٖ خَارِجًا إِلَى السَّفَرِ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: ﴿سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ﴾

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ لَنَا بُعْدَهٗ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ

[৪৬৩] সহীহ : বুখারী ৩৩০৩, মুসলিম ২৭২৯, আবূ দাউদ ৫১০২, তিরমিযী ৩৪৫৯, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৮০৫, সহীহাহ্ ৩১৮৩।

وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ. وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ: «آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৪২০-[৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সফরে বের হবার সময় উটের উপর ধীর-স্থিরতার সাথে বসার পর তিনবার *"আল্ল-হু আকবার"* বলতেন। তারপর বলতেন, *"সুব্‌হা-নাল্লাযী সাখ্‌খারা লানা- হা-যা- ওয়ামা- কুন্না লাহূ মুক্বরিনীন। ওয়া ইন্না- ইলা- রব্বিনা লামুন্ ক্ব-লিবূন। আল্ল-হুম্মা ইন্না- নাস্‌আলুকা ফী সাফারিনা- হা-যাল বির্‌রা ওয়াত্‌তাক্বওয়া-, ওয়া মিনাল 'আমালি মা-তার্‌যা-। আল্ল-হুম্মা হাওবিন 'আলায়না- সাফারানা- হা-যা- ওয়াত্‌বি লানা- বু'দাহু। আল্ল-হুম্মা আন্‌তাস্ স-হিবু ফিস্‌সাফারি ওয়াল খলীফাতু ফিল আহ্‌লি। আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন ওয়া'সা-য়িস্ সাফারি ওয়া কা-বাতিল মান্‌যরি ওয়াসূয়িল মুন্‌ক্বলাবি ফিল মা-লি ওয়াল আহ্‌লি।"* (অর্থাৎ- ওই সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি যিনি একে আমাদের অধীন করেছেন, অথচ আমরা তাকে অধীন করতে পারতাম না এবং আমরা আমাদের প্রভুর দিকে ফিরে আসি। হে আল্লাহ! আমরা আমাদের এ ভ্রমণে তোমার কাছে পুণ্য ও সংযম চাই এবং এমন কাজ যা তুমি পছন্দ করো। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য এ ভ্রমণকে সহজ করো এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দাও। হে আল্লাহ! তুমিই ভ্রমণে আমাদের সঙ্গী এবং পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদে আমাদের প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ভ্রমণের কষ্ট, খারাপ দৃশ্য ও ধন-সম্পদে অশুভ পরিবর্তন থেকে আশ্রয় চাই।)। তিনি (সাঃ) সফর থেকে ফিরে এসেও এ দু'আগুলো পড়তেন এবং এর মধ্যে বেশি বেশি বলতেন, *"আ-য়িবূনা তা-য়িবূনা 'আ-বিদূনা লিরব্বিনা- হা-মিদূন"* (অর্থাৎ- আমরা প্রত্যাবর্তন করলাম তাওবাহ্‌কারী, 'ইবাদাতকারী এবং আমাদের মহান রবের প্রশংসাকারীরূপে)। (মুসলিম)[৪৬৪]

ব্যাখ্যা : তিরমিযী এবং দারিমীতে রয়েছে যে, নাবী (সাঃ) যখন কোন সফরে বের হতেন তখন তিনি সওয়ারীতে আরোহণ করতেন এবং তিনবার *"আল্ল-হু আকবার"* বলতেন। সম্ভবত এতে হিকমাহ্ রয়েছে যে, উঁচু স্থানে এক ধরনের সম্মান রয়েছে যা তার সৃষ্টিকর্তার মাহাত্ম্যকে উপস্থিত করতে চায়। আর এর সমর্থনে হাদীসও রয়েছে যে, মুসাফির ব্যক্তি যখন উঁচু স্থানে উঠবে তখন তাকবীর দিবে এবং যখন নিচে অবতরণ করবে তখন *"সুব্‌হা-নাল্ল-হ"* বলবে। আর সওয়ার হওয়ার সময় এ দু'আটি পড়া সুন্নাত। আর তা সফর কিংবা অন্য কোন ক্ষেত্রে যে কোন সওয়ারীতে আরোহণের ব্যাপারে হতে পারে। আলোচ্য হাদীস থেকে এ মর্মে দলীল পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক সফরের শুরুতে উল্লেখিত যিক্‌র করা মুস্তাহাব এবং এ মর্মে অনেক যিক্‌র-আযকার বর্ণিত হয়েছে।

٢٤٢١ - [٦] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৪২১-[৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু সারজিস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন সফরে রওনা হতেন, তখন সফরের কষ্ট, প্রত্যাবর্তনের অনিষ্ট, কল্যাণের পর অকল্যাণ, মাযলূমের দু'আ ও পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের ব্যাপারে খারাপ দৃশ্য দেখা হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন। (মুসলিম)[৪৬৫]

---

[৪৬৪] সহীহ : মুসলিম ১৩৪২, আবূ দাউদ ২৫৯৯, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ৯২৩২, আহমাদ ৬৩৭৪, ইবনু হিব্বান ২৬৯৬, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ১৭৪।

[৪৬৫] সহীহ : মুসলিম ১৩৪৩, নাসায়ী ৫৫০০, ইবনু মাজাহ ৩৮৮৮, মুসান্নাফ আবদুর রায্‌যাক্ব ৯২৩১, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৬০৭, আহমাদ ২০৭৭১, দারিমী ২৭১৪।

ব্যাখ্যা : (وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ) অর্থাৎ- আমি তোমার নিকট যুল্‌ম করা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। কেননা মাযলূমের দু'আ আল্লাহর নিকট সরাসরি পৌঁছে যায় এবং মাযলূমের দু'আ ও আল্লাহ্ তা'আলার মাঝে কোন আবরণ থাকে না।

'আল্লামাহ্ বাজী (রহঃ) বলেন : আল্লাহ তা'আলার কাছে কু-দৃষ্টি থেকে আশ্রয় চাওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : পরিবার-পরিজন ও সম্পত্তির প্রতি যে কুদৃষ্টি দেয়া হয় (পরিবারে ক্ষতি সাধন, সম্পদ হরণ, চুরি ইত্যাদি) তা।

٢٤٢٢-[٧] وَعَن خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا فَقَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتّٰى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذٰلِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৪২২-[৭] খাওলাহ্ বিনতু হাকীম (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন জায়গায় অবতরণ করে বলে, *"আ'উযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্ তা-ম্মা-তি মিন্ শার্‌রি মা- খলাক্ব"* (অর্থাৎ- আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালামসমূহের মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্ট সকল কিছুর অনিষ্টতা হতে আশ্রয় চাই)। তাহলে তাকে কোন জিনিস অনিষ্ট করতে পারবে না তার ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত। (মুসলিম)[৪৬৬]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ আল ক্বারী (রহঃ) বলেন : আলোচ্য হাদীস জাহিলী জামানার লোকদের মাঝে যে রেওয়াজ ছিল তা প্রত্যাখ্যান বা বাতিল করছে। যখন তারা কোন স্থানে অবতরণ করত তখন বলত : আমরা এ উপত্যকার নেতার আশ্রয় চাই এবং তারা বড় বড় জিন্‌দের আশ্রয় নিত। আর এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন : "অনেক মানুষ অনেক জিনের নিকট আশ্রয় নিত। ফলে তারা জিন্‌দের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত"– (সূরাহ্ আল জিন্ ৭২ : ৬)।

٢٤٢٣-[٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي الْبَارِحَةَ قَالَ: «أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৪২৩-[৮] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! গত রাতে আমি বিচ্ছুর দংশনে আক্রান্ত হয়েছি। এটা শুনে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি যদি সন্ধ্যার পর বলতে, *"আ'উযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্ তা-ম্মা-তি মিন্ শার্‌রি মা- খলাক্ব"* (অর্থাৎ- আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালামসমূহের মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্ট সকল কিছুর অনিষ্টতা হতে আশ্রয় চাই)– তাহলে তোমাকে তা ক্ষতিসাধন করতে পারত না। (মুসলিম)[৪৬৭]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ইবনুস্ সুন্নী (রহঃ) (তিনবার) বৃদ্ধি করেছেন, অর্থাৎ- যে এ দু'আটি তিনবার বলবে সাপ-বিচ্ছু তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

---

[৪৬৬] সহীহ : মুসলিম ২৭০৮, তিরমিযী ৩৪৩৭, ইবনু মাজাহ ৩৫৪৭, মুয়াত্ত্বা মালিক ৩৫৮৪, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৪০৯, আহমাদ ২৭১২২, ইবনু খুযায়মাহ্ ২৫৬৬, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৬০৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০৩২২, ইবনু হিব্বান ২৭০০, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ১৮০, সহীহাহ্ ৩৯৮০, সহীহ আত্ তারগীব ৩১৩০, সহীহ আল জামি' ৮০৫।

[৪৬৭] সহীহ : মুসলিম ২৭০৯, ইবনু হিব্বান ১০২০, সহীহ আত্ তারগীব ৬৫২, মুয়াত্ত্বা মালিক ৩৫০১, সহীহ আল জামি' ১৩১৮।

٢٤٢٤ - [٩] وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَأَسْحَرَ يَقُولُ: «سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا وَرَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৪২৪-[৯] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নাবী ﷺ সফরে থাকতেন ভোর হলে বলতেন, *"সামি'আ সা-মি'উন বিহাম্‌দিল্লা-হি ওয়া হুস্‌নি বিলা-য়িহী 'আলায়না- ওয়া রব্বানা- স-হিব্‌না- ওয়া আফ্‌যিল 'আলায়না- 'আ-য়িযান বিল্লা-হি মিনান্ না-র"* (অর্থাৎ- সর্বশ্রোতা শ্রবণ করুক, আমরা আল্লাহর প্রশংসা করছি, আমাদের প্রতি তাঁর মহা অবদানের স্বীকৃতি ঘোষণা করছি। হে আমাদের রব! তুমি আমাদের সাথী হও ও আমাদের প্রতি দয়া করো। আমরা আল্লাহর কাছে জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় চাই।)। (মুসলিম)[৪৬৮]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ তুরবিশতী (রহঃ) বলেন : এখানে بـلاء (পরীক্ষা) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নি'আমাত। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের পরীক্ষা করেন কোন ক্ষতি দিয়ে যাতে তারা ধৈর্য ধারণ করে। আত্মমর্যাদা বা সম্মান দিয়ে পরীক্ষা করেন যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : "আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে"– (সূরাহ্ আল আম্বিয়া- ২১ : ৩৫)।

٢٤٢٥ - [١٠] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهٗ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৪২৫-[১০] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন যুদ্ধ, হাজ্জ বা 'উমরাহ্ হতে ফিরে আসতেন, তখন প্রতিটি উঁচু স্থানে তিনি (ﷺ) তিনবার করে তাকবীর দিতেন। আর বলতেন, *"লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা- শারীকা লাহূ লাহুল মুল্‌কু ওয়ালাহুল হাম্‌দু ওয়াহুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর। আ-য়িবূনা, তা-য়িবূনা 'আ-বিদূনা 'সা-জিদূনা লিরব্বিনা- হা-মিদূনা। সদাক্বল্ল-হু ওয়া'দাহূ, ওয়া নাসারা 'আব্‌দাহূ ওয়া হাযামাল আহযা-বা ওয়াহ্‌দাহূ।"* (অর্থাৎ- আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শারীক নেই। সাম্রাজ্য তাঁরই, তাঁরই প্রশংসা। তিনি সব জিনিসের উপরই ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তন করছি তাওবাহ্‌কারী, 'ইবাদাতকারী, সাজদাহ্‌কারী এবং আমাদের রবের প্রশংসাকারী হিসেবে। আল্লাহ তার ওয়া'দাকে সত্যে রূপান্তরিত করেছেন। তিনি তার বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং শত্রুর সমন্বিত শক্তিকে একাই পরাজিত করেছেন।)। (বুখারী, মুসলিম)[৪৬৯]

ব্যাখ্যা : এখানে اَلْأَحْزَابُ 'আহযাব'-এর শব্দের বিষয়ে উলামাগণের মাঝে ইখতিলাফ রয়েছে। কারো মতে কুরায়শ কাফিররা ও 'আরবদের মধ্য যারা তাদের সহযোগী এবং ইয়াহূদীরা, যারা খন্দাক যুদ্ধে একত্রিত হয়েছিল তারাই আহযাব বা বহুজাতিক বাহিনী। আর তাদের ব্যাপারেই সূরাহ্ আল আহ্‌যাব নাযিল হয়েছে।

---

[৪৬৮] সহীহ : মুসলিম ২৭১৮, আবূ দাউদ ৫০৮৬, ইবনু খুযায়মাহ্ ২৫৭১, সহীহাহ্ ২৬৩৮।

[৪৬৯] সহীহ : বুখারী ১৭৯৭, ৬৩৮৫, মুসলিম ১৩৪৪, আবূ দাউদ ২৭৭০, মুয়াত্ত্বা মালিক ১৫৯৫, সহীহ আল জামি' ৪৭৬৯।

কারো মতে এটি 'আম্ বা ব্যাপক। অর্থাৎ- আহ্‌যাব যুদ্ধের সমস্ত দিনগুলো ও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল রাষ্ট্র এবং এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সমস্ত কুফার সৈন্যরা সকলেই আহ্‌যাবের অন্তর্ভুক্ত।

'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহঃ) বলেন : প্রথম মতটি প্রসিদ্ধ। 'আল্লামাহ্ ক্বারী (রহঃ) বলেন : নাবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একত্রিত কাফিরেরা ছিল বারো হাজার (১২,০০০)। তারা মাক্কাহ্ হতে মাদীনায় আগমন করল এবং মাদীনার চারপাশে তারা একত্রিত হলো : আর এ অবস্থায় প্রায় এক মাস অতিবাহিত হলো, কিন্তু শুধু তীর-ধনুক আর পাথর নিক্ষেপ ব্যতীত তাদের মাঝে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হলো না।

তাদের এ ধারণা ছিল যে, মুসলিমগণ তাদের মুকাবিলা করতে পারবে না বিধায় তারা (মুসলিমগণ) পরাজিত হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা শীতের রাতে তাদের ওপর তীব্র বাতাস পাঠালেন, ফলে তাদের চেহারায় ধূলা হানা দিলো, তাদের বাতিগুলো নিভে গেল, তাদের তাঁবুর খুঁটিগুলো উপড়ে গেল ও তাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে হয়ে গেল। অন্যদিকে আল্লাহ তা'আলা এক হাজার মালাক (ফেরেশ্‌তা) পাঠালেন। অতঃপর তারা (ফেরেশ্‌তাগণ) তাদের বিপরীত প্রান্ত দিয়ে তাকবীর ধ্বনি তুলল এবং ঘোড়া হাকিয়ে দিলো এবং তাদের অন্তরে ভয় হানা দিলো। ফলশ্রুতিতে কাফিরেরা পরাজিত হলো ও পলায়ন করল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার বাণী নাযিল হলো : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর দেয়া নি'আমাতের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল। অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঞ্ঝা বায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম যাদেরকে তোমরা দেখতে না। তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন"– (সূরাহ্ আল আহ্‌যা-ব ৩৩ : ৯)।

٢٤٢٦ - [١١] وَعَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفٰى قَالَ: دَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ: «اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اَللّٰهُمَّ اهْزِمِ الْأَحْزَابَ اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৪২৬-[১১] 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ আওফা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আহযাব যুদ্ধের সময় মুশরিকদের জন্য বদ্দু'আ করে বলেছিলেন, *"আল্ল-হুম্মা মুনযিলাল কিতা-বি, সারী'আল হিসা-বি, আল্ল-হুম্মা আহযিমিল আহযা-বা, আল্ল-হুম্মা আহ্‌যিম্‌হুম, ওয়া যাল্‌জিল্‌হুম"* (অর্থাৎ- হে কিতাব নাযিলকারী ও তড়িৎ বিচার ফায়সালাকারী [হিসাব গ্রহণকারী] আল্লাহ! হে আল্লাহ! তুমি শত্রুর সম্মিলিত শক্তিকে পরাজিত করো। হে আল্লাহ! তাদেরকে তুমি পরাজিত করো এবং তাদেরকে পর্যদস্ত-বিচলিত করে দাও।)। (বুখারী, মুসলিম)[৪৭০]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ আসক্বালানী (রহঃ) বলেন : উল্লেখিত দু'আয় তিনটি নি'আমাতের মাহাত্ম্যের উপর সতর্কবাণী রয়েছে।

১. আল্লাহর কিতাব নাযিল হওয়ার মাধ্যমে পরকালীন নি'আমাত অর্জন হয়েছে। ২. মেঘ চলমানের কারণে দুনিয়াবী নি'আমাত অর্জন হয়েছে। আর তা হলো : জীবিকা। ৩. বহুজাতিক বাহিনী পরাজিত হওয়ার মাধ্যমে দু'টি নি'আমাতের (মাক্কাহ্-মাদীনাহ্) সুরক্ষা নিশ্চিত হয়েছে।

---

[৪৭০] **সহীহ :** বুখারী ২৯৩৩, ৪১১৫, ৬৩৯২, ৭৪৮৯, মুসলিম ১৭৪২, আবূ দাউদ ২৬৩১, তিরমিযী ১৬৭৮, ইবনু মাজাহ ২৭৯৬, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ৯৫১৬, আহমাদ ১৯১০৭, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৬৮৩৩, সহীহ আল জামি' ২৭৫০।

'আল্লামাহ্ কুসতুলানী বলেন : উল্লেখিত দু'আয় তাদের বিরুদ্ধে ধ্বংসের দু'আ না করে তাদের ওপর লাঞ্ছনা ও কম্পন কামনা করা হয়েছে। এর কারণ হলো : মাদীনাহ্ তাদের আত্মার জন্য ছিল নিরাপদ। এছাড়া রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এমন আকাঙ্ক্ষাও হতে পারে যে, তারা (কাফিররা) তাওবাহ্ করতে পারে এবং ইসলামে প্রবেশ করতে পারে। আর ধ্বংসের দু'আ করলে তাদের মৃত্যু ছিল অবধারিত। আর এটাই ছিল মুখ্য ও সঠিক উদ্দেশ্য। আর 'আল্লামাহ্ ইসমা'ঈলী (রহঃ)-এর অপর বর্ণনায় অন্যভাবে রয়েছে। সেখানে দু'আতে কিছু বর্ধিত রয়েছে। অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আপনি আমাদের প্রতিপালক এবং তাদেরও প্রতিপালক, আমরা আপনার দাস এবং তারাও আপনার দাস, আমাদেরকে ও তাদেরকে করুণা করেছেন আপনার স্বহস্তে। অতএব (আজ) তাদেরকে লাঞ্ছিত করুন এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন।

٢٤٢٧-[١٢] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ: نَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلٰى أَبِىْ فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ أُتِىَ بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهٗ وَيُلْقِى النَّوٰى بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطٰى وَفِىْ رِوَايَةٍ: فَجَعَلَ يُلْقِى النَّوٰى عَلٰى ظَهْرِ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى ثُمَّ أُتِىَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهٗ فَقَالَ أَبِىْ وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهٖ: اُدْعُ اللهَ لَنَا فَقَالَ: «اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৪২৭-[১২] 'আবদুল্লাহ ইবনু বুস্র রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আমার পিতার কাছে আসলেন। আমরা তাঁর সামনে কিছু খাদ্য ও হায়স (খেজুর, পনির ও ঘি মিশ্রিত এক জাতীয় মিষ্টান্ন) দিলাম। এর থেকে তিনি (ﷺ) কিছু খেলেন, তারপর তাঁর কাছে আরও কিছু খেজুর আনা হলো। তিনি (ﷺ) তা খেতে লাগলেন। তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল দিয়ে তিনি (ﷺ) খেজুরের মধ্যখান দিয়ে বিচি বের করতে লাগলেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তর্জনী ও মধ্যমা আঙুলের পিঠের দিক দিয়ে বিচি ফেলতে থাকলেন। অতঃপর তাঁর কাছে কিছু পানীয় আনা হলে তিনি (ﷺ) তা পান করলেন। [তিনি (ﷺ) সেখান থেকে রওনা হলো] আমার পিতা তাঁর আরোহীর লাগাম ধরে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। তিনি (ﷺ) তখন বললেন, *"আল্ল-হুম্মা বা-রিক লাহুম ফীমা- রযাক্বতাহুম ওয়াগ্‌ফির লাহুম, ওয়ার্‌হাম্‌হুম"* (অথাৎ- হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে যা দান করেছো তাতে বারাকাত দাও এবং তাদেরকে ক্ষমা করো ও তাদের ওপর অনুগ্রহ করো)। (মুসলিম)[৪৭১]

ব্যাখ্যা : ক্বাযী 'ইয়ায বলেন : হায়স এমন সব খেজুরগুলোকে বলা হয় যার বিচি বের করে দুধের সাথে মিশ্রিত করা হয়।

(أُدْعُ اللهَ لَنَا) এখান থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, মেযবানের জন্য মেহমানদের নিকট দু'আ চাওয়া উচিত এবং সম্মানিত ব্যক্তির নিকট দু'আ চাওয়া ও মেহমানদের কাছে জীবিকার প্রশস্ততা, মাগফিরাত ও রহমাতের দু'আ চাওয়া মুস্তাহাব। আর নাবী ﷺ-এর দু'আয় দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সন্নিবেশিত করেছেন।

[৪৭১] সহীহ : মুসলিম ২০৪২, আবূ দাউদ ৩৭২৯, তিরমিযী ৩৫৭৬, আহমাদ ১৭৬৭৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৪৫৯৮, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ১৯২।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٤٢٨ -[١٣] عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: «اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

২৪২৮-[১৩] ত্বলহাহ্ ইবনু 'উবায়দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) নতুন চাঁদ দেখে বলতেন, "*আল্ল-হুম্মা আহিল্লাহূ 'আলায়না- বিল আম্‌নি ওয়াল ঈমা-নি, ওয়াস্‌সালা-মাতি ওয়াল ইসলা-মি রব্বী ওয়া রব্বুকাল্ল-হু*" (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি চাঁদকে উদয় করো নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের উপর। [হে চাঁদ!] আমার রব ও তোমার রব এক আল্লাহ।)। (তিরমিযী; তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব)[৪৭২]

ব্যাখ্যা : চন্দ্র মাসের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাতের চাঁদকে الْهِلَالَ "আল হিলাল" বলা হয়। এর পরবর্তী রাতের চন্দ্রকে القمر "আল ক্বামার" বলা হয়। 'আল ক্বামূস'-এ রয়েছে "আল হিলাল" হলো চন্দ্রের উজ্জ্বলতা অথবা দু'রাত থেকে তিন রাত অথবা সাত রাত পর্যন্ত এবং মাসের শেষের দু'রাত যথাক্রমে ২৬ ও ২৭তম রাত। এ ব্যতীত অন্যান্য রাতের চন্দ্রগুলোকে আল ক্বামার বলা হয়। এ হাদীসে এ মর্মে সতর্কবাণী রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিদর্শনমালা প্রকাশ পাওয়ার সময় ও কোন অবস্থার পরিবর্তনে দু'আ করা মুস্তাহাব। তাতে মস্তক অবনমিত হবে প্রতিপালকের দিকে, কখনোই প্রতিপালিতের দিকে নয়। আর এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করতে হবে উদ্ভাবকের উদ্ভাবনের দিকে, উদ্ভাবিত বস্তুর দিকে নয়।

'আল্লামাহ্ শাওকানী (রহঃ) বলেন : এ হাদীস থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, নতুন চাঁদ দেখার সময় দু'আ করা শারী'আতসম্মত। যার উপর এ হাদীস সম্পৃক্ত রয়েছে।

٢٤٢٩ -[١٤] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَا مِنْ رَجُلٍ رَأَى مُبْتَلًى فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِيْ عَلٰى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا إِلَّا لَمْ يُصِبْهُ ذٰلِكَ الْبَلَاءُ كَائِنًا مَا كَانَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২৪২৯-[১৪] 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব ও আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়েই বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্ত লোককে দেখে বলবে, "*আলহাম্‌দু লিল্লা-হিল্লাযী 'আ-ফা-নী মিম্মাব্ তালা-কা বিহী ওয়া ফায্‌যালানী 'আলা- কাসীরিম্ মিম্মান্ খলাক্বা তাফ্‌যীলা*" (অর্থাৎ- আল্লাহর কৃতজ্ঞতা, যিনি তোমাকে এতে পতিত করেছেন, তা হতে আমাকে নিরাপদে রেখেছেন। আর আমাকে তাঁর সৃষ্টির বহু জিনিস হতে বেশি মর্যাদা দান করেছেন।)। সে যেখানেই থাকুক না কেন তার ওপর এ বিপদ কক্ষনো পতিত হবে না। (তিরমিযী)[৪৭৩]

---

[৪৭২] সহীহ : তিরমিযী ৩৪৫১, আহমাদ ১৩৯৭, দারিমী ১৭৩০, সহীহাহ্ ১৮১৬, সহীহ আল জামি' ৪৭২৬। তবে আহমাদ এবং দারিমীর সানাদটি দুর্বল।

[৪৭৩] হাসান : তিরমিযী ৩৪৩১, ৩৪৩২, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৭৩৬, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ২২৯, সহীহাহ্ ৬০২, সহীহ আত্ তারগীব ৩৩৯২, সহীহ আল জামি' ৬২৪৮।

ব্যাখ্যা : নিশ্চয় সুস্থ থাকা বিপদগ্রস্ত থাকার চেয়ে অধিক প্রশস্ত। কেননা অসুস্থতা একটি অস্বস্তিকর বিষয় ও ফিত্‌নাহ্, আর ঐ সময় তা পরীক্ষাও বটে। আর দৃঢ় মু'মিন বা ঈমানদার দুর্বল ঈমানদারদের তুলনায় আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। যেমন- বর্ণিত রয়েছে,

আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখবে তখন আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করতে হবে এবং এ দু'আটি মনে মনে বলতে হবে। বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে শুনানো যাবে না।

٢٤٣٠ - [١٥] وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ الرَّاوِيُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

২৪৩০-[১৫] ইবনু মাজাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি গরীব এবং তার রাবী 'আম্‌র ইবনু দীনার সবল নয়।[৪৭৪]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের সানাদে 'আম্‌র ইবনু দীনার রয়েছেন এবং উক্ত হাদীসটি তৃবারানী তাঁর 'আল আওসাত' গ্রন্থে আবূ হুরায়রাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের শব্দে বর্ণনা করেছেন।

'আল্লামাহ্ আল হায়সামী (রহঃ) বলেন : এতে যাকারিয়্যা ইবনু ইয়াহ্ইয়া ইবনু আইয়ূব আয্ যারীর রয়েছেন। আমি তাকে চিনি না। আর অন্য রাবীগুলো নির্ভরযোগ্য রয়েছেন।

٢٤٣١ - [١٦] وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَبَنٰى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَفِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ: «مَنْ قَالَ فِيْ سُوقٍ جَامِعٍ يُبَاعُ فِيهِ» بَدَلَ «مَنْ دَخَلَ السُّوْقَ».

২৪৩১-[১৬] 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে লোক বাজারে প্রবেশ করে এ দু'আ পড়ে, "*লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা- শারীকা লাহূ লাহুল মুল্‌কু ওয়ালাহুল হাম্‌দু ইউহ্‌য়ী ওয়া ইউমীতু, ওয়াহুওয়া হায়য়ুন, লা- ইয়ামূতু, বিয়াদিহিল খয়রু, ওয়াহুয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন কৃদীর*" (অর্থাৎ- আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা'বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শারীক নেই, তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা, তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দান করেন, তিনি চিরঞ্জীব, কক্ষনো মৃত্যুবরণ করবেন না। তাঁর হাতেই কল্যাণ এবং তিনি সমস্ত জিনিসের উপর ক্ষমতাশীল।)। আল্লাহ তা'আলা তার জন্য দশ লক্ষ সাওয়াব লিখবেন, দশ লক্ষ গুনাহ মিটিয়ে দেন, এছাড়া তার জন্য দশ লক্ষ মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন এবং জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর তৈরি করবেন। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ; কিন্তু তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব। আর শারহুস্ সুন্নাহ্য় 'বাজার' শব্দের স্থলে 'বড় বাজার' রয়েছে যেখানে ক্রয়-বিক্রয় হয়।)[৪৭৫]

---

[৪৭৪] **সহীহ :** ইবনু মাজাহ ৩৮৯২, মু'জামুল আওসাত লিত্ব তৃবারানী ৫৩২৪।

[৪৭৫] **হাসান :** তিরমিযী ৩৪২৮, ইবনু মাজাহ ২২৩৫, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৯৭৪, আল কালিমুত্ব তৃইয়্যিব ২৩০, সহীহ আত্ তারগীব ১৬৯৪, সহীহ আল জামি' ৬২৩১।

Contents

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : বাজারের সঙ্গে যিক্‌র বা দু'আ নির্দিষ্ট করার কারণ হলো : বাজার আল্লাহর যিক্‌র হতে উদাসীন থাকার জায়গা ও ব্যবসায়িক ব্যস্ততার জায়গা। সুতরাং তা শায়ত্বনের রাজত্বের ও তার সৈন্য সমাগমের স্থান। কাজেই সেখানে আল্লাহর যিক্‌রকারী শায়ত্বনের সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করে এবং তার সৈন্যদের পরাভূত করে। অতএব সে উল্লেখিত সাওয়াবের উপযুক্ত।

٢٤٣٢-[١٧] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَدْعُو يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ فَقَالَ: «أَيُّ شَيْءٍ تَمَامُ النِّعْمَةِ؟» قَالَ: دَعْوَةٌ أَرْجُو بِهَا خَيْرًا فَقَالَ: «إِنَّ مِنْ تَمَامِ النِّعْمَةِ دُخُولَ الْجَنَّةِ وَالْفَوْزَ مِنَ النَّارِ». وَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: «يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» فَقَالَ: «قَدِ اسْتُجِيبَ لَكَ فَسَلْ». وَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا وَهُوَ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الصَّبْرَ فَقَالَ: «سَأَلْتَ اللهَ الْبَلَاءَ فَاسْأَلْهُ الْعَافِيَةَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২৪৩২-[১৭] মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) এক লোককে দু'আ করতে শুনলেন, লোকটি বলছেন : *"আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা তামা-মান্ নি'মাহ্"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পূর্ণ নি'আমাত চাই)। তিনি (ﷺ) বললেন, পূর্ণ নি'আমাত কি? সে বললো, এই দু'আ দিয়ে আমি সম্পদ প্রাপ্তির (অধিক উত্তম বস্তু) আশা করি। তিনি (ﷺ) বললেন, পূর্ণ নি'আমাত তো হলো জান্নাতে প্রবেশ করা ও জাহান্নাম হতে মুক্তি লাভ করা (দুনিয়াপ্রাপ্তি উদ্দেশ্য নয়)। তিনি (ﷺ) আর এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, *"ইয়া- যাল জালা-লি ওয়াল ইক্‌র-ম"* (অর্থাৎ- হে মহত্ব ও মর্যাদার অধিকারী)। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, তোমার দু'আ কবূল করা হবে, তুমি দু'আ করো। নাবী (ﷺ) আর এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, সে বলছে, *"আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাস্ সব্‌রা"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ধৈর্যধারণের শক্তি চাই)। তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি তো আল্লাহর কাছে বিপদ চাইলে, বরং তুমি তাঁর কাছে নিরাপত্তা প্রত্যাশা করো। (তিরমিযী)[৪৭৬]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ক্বারী (রহঃ) বলেন : সর্বোপরি কথা হলো লোকটি নি'আমাত দ্বারা দুনিয়ার নি'আমাত উদ্দেশ্য করেছে। যা আবশ্যকীয়ভাবে ধ্বংসশীল। আর দু'আর মাঝে তার পূর্ণতা, অর্থাৎ- পূর্ণ নি'আমাত চাচ্ছে। নাবী (ﷺ) তা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং প্রমাণ দিলেন যে, আখিরাতের স্থায়ী নি'আমাত ছাড়া কোন (পূর্ণ) নি'আমাত নেই।

٢٤٣٣-[١٨] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ: سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِيْ مَجْلِسِهٖ ذٰلِكَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ.

২৪৩৩-[১৮] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মাজলিসে (বৈঠকে) বসে অনর্থক কথা বলল, আর বৈঠক হতে ওঠার আগে বলে, *"সুব্‌হা-নাকা আল্ল-হুম্মা ওয়া বিহাম্‌দিকা, আশ্‌হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লা- আন্‌তা আস্‌তাগ্‌ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলায়কা"* (অর্থাৎ- হে

---

[৪৭৬] **য'ঈফ :** তিরমিযী ৩৫২৭, আহমাদ ২২০৫৬, য'ঈফাহ্ ৪৫২০। কারণ এর সানাদে 'আবুল ওয়ারদ একজন দুর্বল রাবী।

আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পাক-পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কোন মা'বূদ নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই এবং তোমার কাছে তাওবাহ্ করছি।)। তাহলে ঐ মাজলিসে সে যা (ত্রুটি-বিচ্যুতি) করেছে আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করে দেবেন। (তিরমিযী, বায়হাক্বী- দা'ওয়াতুল কাবীর)[৪৭৭]

ব্যাখ্যা : (سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ...) এটা আল্লাহ তা'আলার বাণী : "আপনি আপনার পালনকর্তার সপ্রশংসা পবিত্রতা ঘোষণা করুন, যখন আপনি দণ্ডায়মান হন।" (সূরাহ্ আত্ তূর ৫২ : ৪৮)

'আত্বা (রহঃ) বলেন : প্রতিটি বৈঠকে, অর্থাৎ- যে কোন বৈঠক (ভাল কাজের) শেষে এ দু'আটি পাঠ করতে হয়। মুসতাদরাক আল হাকিম-এ রয়েছে– কোন দল কোন বৈঠকে বসল, অতঃপর সেখানে দীর্ঘ সময় কথা বলল। এরপর কতক লোক দাঁড়ানোর পূর্বেই এ দু'আটি (*সুবহা-নাকা আল্ল-হুম্মা ওয়া বিহাম্দিকা, আশ্হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লা- আন্তা আস্তাগফিরুকা, ওয়া আতূবু ইলাইক*) একজন বলল।

٢٤٣٤ـ[١٩] وَعَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ أُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ: بِسْمِ اللهِ فَلَمَّا اسْتَوٰى عَلٰى ظَهْرِهَا قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ثُمَّ قَالَ: ﴿سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ﴾

ثُمَّ قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ثَلَاثًا وَاللهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا سُبْحَانَكَ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ ضَحِكَ فَقِيْلَ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهٖ إِذَا قَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ يَقُوْلُ: يَعْلَمُ أَنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ غَيْرِىْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ.

২৪৩৪-[১৯] 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আরোহণ করার জন্য তাঁর কাছে একটি আরোহী আনা হলো। তিনি রিকাবে পা রেখে বললেন, "*বিসমিল্লা-হ*" (অর্থাৎ- আল্লাহর নামে)। যখন এর পিঠে আরোহিত হলেন তখন বললেন, "*আলহাম্দুলিল্লা-হ*" (অর্থাৎ- আল্লাহর প্রশংসা)। এরপর বললেন, "*সুব্হা-নাল্লাযী সাখ্খারা লানা- হা-যা- ওয়ামা- কুন্না- লাহূ মুক্বরিনীন, ওয়া ইন্না- ইলা- রব্বিনা- লামুনক্বলিবূন*" (অর্থাৎ- প্রশংসা আল্লাহর, যিনি [আরোহণের জন্য] এটাকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন)। তারপর তিনি তিনবার বললেন, "*আলহাম্দুলিল্লা-হ*", তিনবার বললেন, "*ওয়াল্ল-হু আকবার*"; এরপর বললেন, "*সুব্হা-নাকা ইন্নী যলাম্তু নাফসী, ফাগ্ফির্লী, ফাইন্নাহূ লা- ইয়াগ্ফিরুয্ যুনূবা ইল্লা- আন্তা*" (অর্থাৎ- তোমার পবিত্রতা, আমি আমার ওপর যুল্ম করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও)। অতঃপর তিনি হেসে ফেললেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আমীরুল মু'মিনীন! কি কারণে আপনি হাসলেন? তিনি জবাবে বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দেখেছি, আমি যেভাবে করলাম, তিনি ঐভাবে করলেন অর্থাৎ- হাসলেন।

---

[৪৭৭] **সহীহ :** তিরমিযী ৩৪৩৩, আহমাদ ১৯৮১২, দারিমী ২৭০০, মুসতাদ্রাক লিল হাকিম ১৯৭১, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ২২৩, সহীহ আত্ তারগীব ১৫১৬, সহীহ আল জামি' ৬১৯২।

তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, কি কারণে আপনি হাসলেন, হে আল্লাহর রসূল! তিনি (ﷺ) বললেন, আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন যখন সে বলে, *"রব্বিগ্ ফিরলী যুনূবী"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা করো)। আল্লাহ বলেন, সে বিশ্বাস করে আমি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে অপরাধসমূহ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। (আহমাদ, তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[৪৭৮]

ব্যাখ্যা : মিশকাতের সকল অনুলিপিতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে এবং মাসাবীহ, শারহ আস্ সুন্নাহ ও মুস্তাদরাকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। সহীহ ইবনু হিব্বানেও অনুরূপ রয়েছে।

তবে আবূ দাউদ-এর বর্ণনায় এভাবে রয়েছে– অতঃপর তিনি *আল হাম্‌দুলিল্লা-হ* তিনবার বললেন, এরপর *আল্ল-হু আকবার* তিনবার বললেন। অতঃপর তিনি *সুব্‌হা-নাকা.....* (উল্লেখিত দু'আ) পড়লেন। আহমাদ, ইবনুস্ সুন্নী ও আল হাকিম-এর বর্ণনায় কিছু বর্ধিত রয়েছে। তা হলো : তিনি *"লা- ইলা-হা ইল্লা- আন্‌তা"* একবার পড়লেন।

٢٤٣٥ -[٢٠] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا وَدَّعَ رَجُلًا أَخَذَ بِيَدِهٖ فَلَا يَدَعُهَا حَتّٰى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ يَدَعُ يَدَ النَّبِيِّ ﷺ وَيَقُولُ: «أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَاٰخِرَ عَمَلِكَ» وَفِيْ رِوَايَةٍ «خَوَاتِيمَ عَمَلِكَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَفِيْ رِوَايَتِهِمَا لَمْ يُذْكَرْ: «وَاٰخِرَ عَمَلِكَ».

২৪৩৫-[২০] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ যখন কোন লোককে বিদায় দিতেন তার হাত ধরে রাখতেন, তা ছাড়তেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি নিজে নাবী ﷺ-এর হাত ছেড়ে না দিতেন। আর হাত ছেড়ে দেবার সময় নাবী ﷺ বলতেন, *"আস্‌তাও দি'উল্ল-হা দীনাকা ওয়া আমা-নাতাকা ওয়া আ-খিরা 'আমালিকা"* (অর্থাৎ- তোমার দীন, তোমার আমানাত, তোমার শেষ 'আমালকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করলাম)। (তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ; কিন্তু শেষ দু'জনের বর্ণনায় 'সর্বশেষ কাজ' শব্দের উল্লেখ নেই)[৪৭৯]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ খাত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন : এখানে أَمَانَة (আমানাত) দ্বারা মুসাফির ব্যক্তি পরিবার-পরিজন, যাদের সে রেখে এসেছে এবং সম্পদ উদ্দেশ্য। যেগুলোর দেখভাল ও সংরক্ষণ করে তার কোন প্রতিনিধি। আর কারো মতে সমস্ত দায়িত্বই আমানাত। যার ব্যাখ্যায় আল্লাহ তা'আলার বাণী : "আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এ আমানাত (দায়িত্ব) পেশ করেছিলাম, অতঃপর তারা এটা বহন করতে অস্বীকার করল এবং এতে ভীত হলো : কিন্তু মানুষ তা বহন করল। নিশ্চয় সে যালিম অজ্ঞ"– (সূরাহ্ আল আহ্‌যা-ব ৩৩ : ৭২)।

٢٤٣٦ -[٢١] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْخَطْمِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَوْدِعَ الْجَيْشَ قَالَ: «أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

---

[৪৭৮] সহীহ : আবূ দাউদ ২৬০২, তিরমিযী ৩৪৪৬, ইবনু হিব্বান ২৬৯৮, সহীহ আল জামি' ২০৬৯, আহমাদ ৭৫৩, আল কালিমুত্ব তুইয়্যিব ১৭৩।

[৪৭৯] সহীহ : আবূ দাউদ ২৬০০, তিরমিযী ৩৪৪২, ইবনু মাজাহ ২৮২৬, আহমাদ ৪৯৫৭, ইবনু খুযায়মাহ্ ২৫৩১, আল কালিমুত্ব তুইয়্যিব ৯৬৯, সহীহাহ্ ১৪, সহীহ আল জামি' ৯৫৭।

২৪৩৬-[২১] 'আবদুল্লাহ আল খত্বমী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সৈন্যবাহিনীকে বিদায় দেবার সময় বলতেন, "*আস্‌তাও দি'উল্ল-হা দীনাকুম ওয়া আমা-নাতাকুম ওয়া খওয়া-তীমা আ'মা-লিকুম*" (অর্থাৎ- তোমাদের দীন, তোমাদের আমানাত ও তোমাদের শেষ আ'মাল আল্লাহর হাতে সমর্পণ করলাম)। (আবূ দাঊদ)[৪৮০]

ব্যাখ্যা : 'আবদুল্লাহ আল খত্বমী (রাঃ), তিনি আবূ মূসা 'আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু যায়দ ইবনু হুসায়ন ইবনু 'আম্‌র ইবনুল হারিস ইবনু খত্বমাহ্ আল আওসী আনসারী, তিনি ছোট সহাবী ছিলেন, তিনি ছোট অবস্থায় হুদায়বিয়ায় উপস্থিত হয়েছিলেন। অনুরূপ বর্ণনা আত্ তাহযীবে রয়েছে। 'আল্লামাহ্ আল খাযরাজী (রহঃ) বলেন : তিনি ১৭ বছর বয়সে হুদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি উষ্ট্রির যুদ্ধ ও সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে 'আলী (রাঃ)-এর পক্ষ নিয়েছিলেন। ইবনুয্ যুবায়র (রাঃ)-এর সময় কূফার গভর্নর ছিলেন।

٢٤٣٧ - [٢٢] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أُرِيدُ سَفَرًا فَزَوِّدْنِيْ فَقَالَ: «زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوٰى». قَالَ: زِدْنِيْ قَالَ: «وَغَفَرَ ذَنْبَكَ» قَالَ: زِدْنِيْ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ قَالَ: «وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

২৪৩৭-[২২] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নাবী (সাঃ)-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি সফরের ইচ্ছা করেছি, আমাকে কিছু পাথেয় (উপদেশ) দিন। তিনি (সাঃ) বললেন, আল্লাহ তোমাকে তাক্বওয়া অবলম্বনের পাথেয় দান করুন (ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বাঁচান)। লোকটি বললো, আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি (সাঃ) বলেন, আল্লাহ তোমার গুনাহ মাফ করুন। লোকটি আবার বললো, আমার মাতাপিতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি (সাঃ) বললেন, তুমি যেখানেই থাকো আল্লাহ যেন তোমার জন্য কল্যাণকর কাজ করা সহজ করে দেন। (তিরমিযী; তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব)[৪৮১]

ব্যাখ্যা : قَالَ: «وَغَفَرَ ذَنْبَكَ» এ কথা বলার উদ্দেশ্য হল– তাক্বওয়ার বিশুদ্ধতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তার ওপর অটল থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ) অর্থাৎ- দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ তোমার জন্য সহজ করুন।

মানাবী (রহঃ) বলেন : এ হাদীসে মুসাফির ব্যক্তিকে বিদায় জানানোর বিধান বা দলীল বর্ণিত হয়েছে। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য মুস্তাহাব হল, কোন মুসাফির ব্যক্তিকে বিদায় দেয়ার সময় এ দু'আ পাঠ করা। মোটকথা আলোচ্য হাদীসে প্রমাণিত হয় যে, মুসাফিরের জন্য এ দু'আগুলো পাঠ করা শার'ঈভাবে স্বীকৃত।

٢٤٣٨ - [٢٣] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أُرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ فَأَوْصِنِيْ قَالَ: «عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ». قَالَ: فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ: «اَللّٰهُمَّ اطْوِ لَهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

---

[৪৮০] সহীহ : আবূ দাঊদ ২৬০১, সহীহাহ্ ১৬০৫, সহীহ আল জামি' ৪৬৫৭।

[৪৮১] হাসান সহীহ : তিরমিযী ৩৪৪৪, ইবনু খুযায়মাহ্ ২৫৩২, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ২৪৭৭, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৪৫৬, আল কালিমুত্ ত্বইয়্যিব ১৭১, সহীহ আল জামি' ৩৫৭৯।

২৪৩৮-[২৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি সফরে যাবার ইচ্ছা পোষণ করছি। আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি (সাঃ) বললেন, তুমি সবসময় আল্লাহর ভয় মনে পোষণ করবে এবং (পথিমধ্যে) প্রতিটি উঁচু জায়গায় অবশ্যই *"আল্ল-হু আকবার"* বলবে। সে লোকটি যখন চলে গেল তখন তিনি (সাঃ) বললেন, *"আল্ল-হুম্মা আত্বিলাহুল বু'দা ওয়া হাওবিন্ 'আলায়হিস্ সাফার"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! লোকটির সফরের দূরত্ব কমিয়ে দাও এবং তার জন্য সফর সহজ করে দাও)। (তিরমিযী)[৪৮২]

ব্যাখ্যা : (عَلَيْكَ) এটি ইস্‌মে ফে'ল, এটি خُذْ বা গ্রহণ করো– এ অর্থে ব্যবহার হয়। এর অর্থ হলো : তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতিতে অটল থাকা, তাক্বওয়ার সকল স্তরের উপর সর্বদা অটুট থাকা। নিশ্চয় এটি একটি নির্দেশ, যা আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের প্রতি করেছেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন : "বস্তুতঃ আমি নির্দেশ দিয়েছি তোমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থধারীদেরকে এবং তোমাদেরকে যে, তোমরা সবাই আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো"– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১৩১)।

(اَللّٰهُمَّ اطْوِ لَهُ الْبُعْدَ) অর্থাৎ- তিনি তাঁর সফরের দূরত্বকে নিকটবর্তী করে দেন। এ ব্যাপারে ইমাম জাযারী (রহঃ) বলেন : আল্লাহ তা'আলা তার সফরকে সহজ ও নিকটবর্তী করে দেন যাতে সফর দীর্ঘ না হয়। আর মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন : অর্থগতভাবে ও উপলব্ধিগতভাবে সফরকে নিকটবর্তী করার মাধ্যমে সফরের কষ্টকে দূরীভূত করেন।

(وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ) অর্থাৎ- একই কথা আবার বলার মাধ্যমে নির্দিষ্টতাকে আরো বেশী প্রশস্ততা করা।

٢٤٣٩ ـ[٢٤] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ فَأَقْبَلَ اللَّيْلُ قَالَ: «يَا أَرْضُ رَبِّيْ وَرَبُّكِ اللّٰهُ أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيكِ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكِ وَشَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكِ وَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدَ وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

২৪৩৯-[২৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সফরে বের হবার সময় রাত হয়ে গেলে বলতেন, *"ইয়া- আর্‌যু রব্বী ওয়া রব্বুকিল্লা-হু আ'উযুবিল্লা-হি মিন শার্‌রিকি ওয়া শার্‌রি মা- ফীকি ওয়া শার্‌রি মা- খুলিক্বা ফীকি ওয়া শার্‌রি মা- ইয়াদিব্বু 'আলায়কি ওয়া আ'উযুবিল্লা-হি মিন্ আসাদিন ওয়া আস্‌ওয়াদা ওয়া মিনাল হাইয়্যাতি ওয়াল 'আক্বরাবি ওয়ামিন্ শার্‌রি সা-কিনিল বালাদি ওয়ামিন্ ওয়া-লিদিন ওয়ামা- ওয়া-লিদ"* (অর্থাৎ- হে জমিন! আমার প্রতিপালক ও তোমার প্রতিপালক আল্লাহ। সুতরাং আমি তোমার অনিষ্ট হতে, তোমার মধ্যে যা আছে তার অনিষ্ট হতে, তোমার মধ্যে যা সৃষ্টি করা হয়েছে এর অনিষ্ট হতে এবং যা তোমার ওপর চলাফেরা করে তার অনিষ্ট হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আমি আল্লাহর কাছে আরো আশ্রয় চাই সিংহ, বাঘ, কালো সাপ ও সাপ-বিচ্ছু হতে, শহরের অধিবাসী ও পিতা-পুত্র হতে।)। (আবূ দাঊদ)[৪৮৩]

---

[৪৮২] **হাসান** : তিরমিযী ৩৪৪৫, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ১৭২।

[৪৮৩] **য'ঈফ** : আবূ দাঊদ ২৬০৩, আহমাদ ৬১৬১, ইবনু খুযায়মাহ্ ২৫৭২, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৬৩৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০৩২১, রিয়াযুস্ সলিহীন ৯৯০, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ১৮১, য'ঈফাহ্ ৪৮৩৭। কারণ এর সানাদে যুবায়র ইবনু আল ওয়ালীদ একজন মাজহূল রাবী।

ব্যাখ্যা : (إِذَا سَافَرَ...) আহমাদ এবং হাকিম-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, যখন নাবী ﷺ যুদ্ধ করতেন অথবা ভ্রমণ করতেন। অতঃপর রাত আসলে তিনি বলতেন। এখানে (يَا أَرْضُ) বলে জমিনকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তিনি তাকে প্রশস্ততার ভিত্তিতে এবং খাস করার উদ্দেশে আহ্বান করেছেন।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) এটা উল্লেখ করেছেন। কারো মতে (مِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ)-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : মানুষ, এখানে তাদের নাম উল্লেখ করার কারণ হলো : বেশীরভাগ ভূ-খণ্ডে তারা বসবাস করে। অথবা তারা শহর নির্মাণ করে এবং তারা সেটা দেশ বানিয়ে নেয়। আবার কারো মতে তারা জিন্, যারা জমিনে বাস করে।

٢٤٤٠ -[٢٥] وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا غَزَا قَالَ: «اَللّٰهُمَّ أَنْتَ عَضُدِيْ وَنَصِيْرِيْ بِكَ أَحُوْلُ وَبِكَ أَصُوْلُ وَبِكَ أُقَاتِلُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ

২৪৪০-[২৫] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধে বের হবার সময় বলতেন, *"আল্ল-হুম্মা আন্‌তা 'আযুদী ওয়া নাসীরী বিকা আহূলু ওয়াবিকা আসূলু ওয়াবিকা উক্বাতিলু"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি আমার শক্তি-বল। তুমি আমার সাহায্যকারী। তোমার সাহায্যেই আমি শত্রুর ষড়যন্ত্র পর্যুদস্ত করি। তোমার সাহায্যেই আমি আক্রমণে অগ্রসর হই এবং তোমারই সাহায্যে আমি যুদ্ধ পরিচলনা করি।)। (তিরমিযী ও আবূ দাঊদ)[৪৮৪]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে এ মর্মে দলীল রয়েছে যে, যুদ্ধের সময় এ দু'আ এবং এর সমার্থক অনুরূপ দু'আ পাঠ করা শার'ঈভাবে প্রমাণিত।

٢٤٤١ -[٢٦] وَعَنْ أَبِيْ مُوسٰى: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ: «اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ

২৪৪১-[২৬] আবূ মূসা আল আশ্'আরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ যখন কোন দলের ব্যাপারে ভয় করতেন, তখন বলতেন, *"আল্ল-হুম্মা ইন্না- নাজ্'আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়ানা'উযুবিকা মিন্ শুরূরিহিম"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের মোকাবেলা করলাম [তুমিই তাদের প্রতিহত কর] এবং তাদের অনিষ্টতা হতে তোমার কাছে আশ্রয় নিলাম)। (আহমাদ ও আবূ দাঊদ)[৪৮৫]

ব্যাখ্যা : (كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا) অর্থাৎ- কোন সম্প্রদায়ের অনিষ্টতা নিয়ে আশঙ্কা করতেন।

(اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ) অর্থাৎ- বুকে সাহস ও শত্রুর মুকাবিলায় শক্তি সঞ্চার করা। যাতে করে যুদ্ধের ময়দানে শত্রুকে সাহসের সাথে মুকাবিলা করতে পারে।

(وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ) অর্থাৎ- তাদের মুকাবিলায় বুকে শক্তি দাও, আর শত্রুদের চক্রান্ত মুকাবিলা করার তাওফীক দাও। আমি আশ্রয় চাচ্ছি তাদের চক্রান্তের অনিষ্টতা থেকে।

অতএব অত্র হাদীসের দলীল রয়েছে যে, শত্রুর ভয়ে এ দু'আ পড়া শার'ঈভাবে প্রমাণিত।

---

[৪৮৪] সহীহ : আবূ দাঊদ ২৬৩২, তিরমিযী ৩৫৮৪, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৪৭৬, সহীহ আল জামি' ৪৭৫৭।

[৪৮৫] সহীহ : আবূ দাঊদ ১৫৩৭, আহমাদ ১৯৭২০, মু'জামুল আওসাত ২৫৩১, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ২৬২৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০৩২৫, ইবনু হিব্বান ৪৭৬৫, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ১২৫, সহীহ আল জামি' ৪৭০৬।

٢٤٤٢ -[٢٧] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: «بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَهْ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: مَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ بَيْتِيْ قَطُّ إِلَّا رَفَعَ طَرْفَهٗ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ.

২৪৪২-[২৭] উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘর হতে বের হবার সময় বলতেন, *"বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্ল-হি, আল্ল-হুম্মা ইন্না- না'উযুবিকা মিন্ আন্ নাযিল্লা আও নাযিল্লা আও নায্লিমা আও নুয্লামা আও নাজ্হালা আও ইউজ্হালা 'আলায়না-"* (অর্থাৎ- আল্লাহর নামে, আমি আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা করলাম। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই পদস্খলিত হওয়া, বিপথগামী হওয়া, উৎপীড়ন করা, উৎপীড়িত হওয়া, অজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং কারো অজ্ঞতা প্রকাশের পাত্র হওয়া হতে।)। (আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী; তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ)

আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহর অন্য বর্ণনায় আছে, উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখনই ঘর হতে বের হতেন, তখন আকাশের দিকে মাথা উঠিয়ে বলতেন, *"আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা আন্ আযিল্লা আও উযল্লা, আও আয্লিমা আও উয্লামা, আও আজ্হালা আও ইউজ্হালা 'আলাইয়্যা"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই বিপথগামী হওয়া, বিপথগামী করা, উৎপীড়ন করা, উৎপীড়িত হওয়া, অজ্ঞতা প্রকাশ করা বা অজ্ঞতা প্রকাশের পাত্র হওয়া হতে।)।[৪৮৬]

ব্যাখ্যা : (اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نَضِلَّ) অর্থাৎ- খারাপ বা পাপাচার পতিত হওয়া থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন : ইচ্ছা ছাড়াই সত্য পথ হতে বিচ্যুত হওয়া। অথবা ইচ্ছা ছাড়াই পাপ কাজে লিপ্ত হওয়া।

(أَوْ نَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا) অর্থাৎ- আল্লাহর হাক্ব বা বান্দার হাক্বের ব্যাপারে কোন অন্যায় করা। অথবা, মানুষের উপায়ে কোন কষ্টদায়ক বস্তু চালিয়ে দেয়া।

ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন : ইচ্ছা ছাড়াই কোন পাপ কাজ পতিত হওয়া থেকে আশ্রয় চাওয়া। অথবা, মানুষের সাথে লেনদেন বা চলাফেরায় কষ্ট দেয়া বা তাদের উপর অত্যাচার করা।

নাসায়ী'র শব্দে রয়েছে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন বাড়ী থেকে বের হতেন, বলতেন, (بسم الله رب أعوذ بك من أن أزل، أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي) অর্থাৎ- আল্লাহর নামে শুরু করছি– হে আমার প্রতিপালক! আপনার নিকট লাঞ্ছনা, গোমরাহ্ হওয়া অথবা অত্যাচার করা, অত্যাচারিত হওয়া, অজ্ঞ হওয়া ও আমার ওপর অজ্ঞতার আরোপ থেকে আশ্রয় চাই। অনুরূপ বর্ণনা করেছেন- হাকিম (১ম খণ্ড, ৫১৯ পৃঃ), আহমাদ (৩য় খণ্ড, ৩১৮, ৩৩২ পৃঃ)।

---

[৪৮৬] **সহীহ :** তিরমিযী ৩৪২৭, আবূ দাউদ ৫০৯৪, সহীহ আল জামি' ৪৭০৬, ৪৭০৮, আহমাদ ২৬৬১৬, সহীহাহ্ ৩১৬৩।

٢٤٤٣ - [٢٨] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ يُقَالُ لَهُ حِينَئِذٍ هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ فَيَتَنَحّٰى لَهُ الشَّيْطَانُ وَيَقُولُ شَيْطَانٌ اٰخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ إِلٰى قَوْلِهٖ: «الشَّيْطَانُ».

২৪৪৩-[২৮] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কোন ব্যক্তি ঘর হতে বের হবার সময় যখন বলে, *"বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্ল-হি, লা- হাওলা ওয়ালা- ক্যুওয়াতা ইল্লা-বিল্লা-হি"* (অর্থাৎ- আল্লাহর নামে বের হলাম, আল্লাহর ওপর ভরসা করলাম, আল্লাহ ছাড়া কোন উপায় নেই, ক্ষমতা নেই)– তখন তাকে বলা হয়, পথ পেলে, উপায়-উপকরণ পেলে এবং নিরাপদ থাকলে। সুতরাং শায়ত্বন তার কাছ হতে দূর হয়ে যায় এবং অন্য এক শায়ত্বন এই শায়ত্বনকে বলে, যে ব্যক্তিকে পথ দেখানো হয়েছে, উপায়-উপকরণ দেয়া হয়েছে এবং রক্ষা করা হয়েছে– তাকে তুমি কি করতে পারবে? (আবূ দাঊদ; আর তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে 'শায়ত্বন বিদূরিত হয়ে যায়' পর্যন্ত)[৪৮৭]

ব্যাখ্যা : যখন বান্দা আল্লাহর কাছে সাহায্য চায় তার বারাকাতপূর্ণ নামের সাথে তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে হিদায়াত দেন, সঠিক পথ দেখান এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কর্মগুলোতে সাহায্য করেন। বান্দা যখন আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা রাখবে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট। অতএব তিনি তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে তিনি তার জন্য যথেষ্ট"– (সূরাহ্ আত্ব ত্বলা-ক্ব ৬৫ : ৩)। আর যে *"লা- হাওলা ওয়ালা- ক্যুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ"* পড়বে আল্লাহ তাকে শায়ত্বনের অনিষ্টতা থেকে মুক্ত করবেন।

٢٤٤٤ - [٢٩] وَعَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ثُمَّ لِيُسَلِّمْ عَلٰى اَهْلِهٖ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

২৪৪৪-[২৯] আবূ মালিক আল আশ্'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যখন কোন ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করবে সে যেন বলে, *"আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা খয়রল মাওলিজি ওয়া খয়রল মাখর-জি বিস্মিল্লা-হি ওয়ালাজ্না- ওয়া 'আলাল্ল-হি রব্বিনা- তাওয়াক্কালনা-"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ঘরে প্রবেশ ও ঘর হতে বের হওয়ার কল্যাণ চাই। তোমার নামেই আমি প্রবেশ করি (ও বের হই)। হে আমাদের রব! আল্লাহর নামে ভরসা করলাম।)। অতঃপর সে যেন নিজ পরিবারের লোকদেরকে সালাম দেয়। (আবূ দাঊদ)[৪৮৮]

---

[৪৮৭] সহীহ : আবূ দাঊদ ৫০৯৫, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর, সহীহ আত্ তারগীব ১৬০৫, সহীহ আল জামি' ৪৯৯, তিরমিযী ৩৪২৬, ইবনু হিব্বান ৮২২।

[৪৮৮] য'ঈফ : আবূ দাঊদ ৫০৯৬, য'ঈফাহ্ ৫৮৩২, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ৬২, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৪৮০, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৩৪৫২। হাদীসটি মুরসাল এবং মুনক্বতি'। কারণ শুরাইহ এবং আবূ মালিক (রাঃ)-এর মাঝে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

ব্যাখ্যা : মিরকাতে ইমাম সুয়ূত্বী (রহঃ) ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে আল্লাহ তা'আলার কথার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন, তার শিক্ষার জন্য। হে পালনকর্তা! আমাকে দাখিল করুন সত্যরূপে এবং আমাকে বের করুন সত্যরূপে।

এখানে আয়াতে কারীমা সব ধরনের প্রবেশ ও বের হওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করবে। যদিও আয়াতটি মাক্কাহ্ বিজয়ের দিনে নাযিল হয়েছে। কেননা শিক্ষা তো 'আম্ শব্দ দ্বারা সাব্যস্ত হয়, নির্দিষ্ট কোন কারণে নয়।

٢٤٤٥ - [٣٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

২৪৪৫-[৩০] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি বিয়ে করলে নাবী (সাঃ) তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলতেন, *"বা-রকাল্ল-হ লাকা ওয়া বা-রকা 'আলায়কুমা- ওয়া জামা'আ বায়নাকুমা- ফী খায়রিন"* (অর্থাৎ- আল্লাহ তোমাকে বারাকাত দিন, তোমাদের উভয়ের ওপর বারাকাতময় করুন এবং তোমাদেরকে [সর্বদা] কল্যাণের সাথে একত্রিত রাখুন)। (আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[৪৮৯]

ব্যাখ্যা : নব দুলালের জন্য সুখী জীবন ও অধিক সন্তানের দু'আকারী– এ কথাগুলো জাহিলী জামানার লোকেরা বলত। নাবী (সাঃ) তা প্রত্যাখ্যান করলেন। যেমন- বাক্বী ইবনু মিখলাদ বর্ণনা করেছেন গালিব (রহঃ)-এর সূত্রে, তিনি হাসান (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বানু তামীম গোত্রের এক লোক থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমরা জাহিলী যুগে নব বিবাহিত দুলালের প্রতি সুখী-জীবন ও অধিক সন্তান জন্মের দু'আ করতাম, যখন ইসলাম আসলো নাবী (সাঃ) আমাদের শিক্ষা দিলেন। তিনি ((সাঃ)) বললেন : তোমরা বলো– (بارك الله لكم وبارك فيكم وبارك عليكم) অর্থাৎ- আল্লাহ তোমাদের জন্য বারাকাত দান করুন, তোমাদের মাঝে বারাকাত দান করুন, তোমাদের ওপর বারাকাত দান করুন। (নাসায়ী, ত্বারানী)

ইবনুস্ সুন্নীর অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, 'আক্বীল ইবনু আবী ত্বলিব বাস্রাহ্ গমন করলেন। অতঃপর এক নারীকে বিয়ে করলেন। অতঃপর তারা তাকে সুখী জীবন ও অধিক সন্তানের দু'আ করল। তিনি বললেন, এরূপ বলো না, তোমরা তাই বলো যা নাবী (সাঃ) বলেছেন, (اللهم بارك لهم وبارك عليهم) "হে আল্লাহ! তাদেরকে বারাকাত দান করো ও তাদের ওপর বারাকাত নাযিল করো।"

٢٤٤٦ - [٣١] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَوِ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيرًا فليأخُذْ بِذَرْوَةِ سَنَامِهِ وليَقُلْ مِثْلَ ذٰلِكَ». وَفِي رِوَايَةٍ فِي الْمَرْأَةِ وَالْخَادِمِ: «ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

২৪৪৬-[৩১] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতার মাধ্যমে দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, নাবী (সাঃ) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোন মহিলাকে বিয়ে অথবা কোন চাকর ক্রয় করে তখন সে যেন বলে, *"আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা খয়রহা- ওয়া খয়রা মা- জাবালতাহা- 'আলায়হি ওয়া*

[৪৮৯] সহীহ : আবূ দাউদ ২১৩০, তিরমিযী ১০৯১, ইবনু মাজাহ ১৯০৫, আহমাদ ৮৯৫৭, দারিমী ২২২০, মুসতাদ্রাক লিল হাকিম ২৭৪৫, সহীহ আল জামি' ৪৭২৯, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ২০৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৮৪১।

আ'উযুবিকা মিন্ শার্‌রিহা- ওয়া শার্‌রি মা- জাবালতাহা- 'আলায়হি" (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তার কল্যাণ এবং তাকে যে সৎ চরিত্রের সাথে সৃষ্টি করেছো তার কল্যাণ চাই। আর তোমার কাছে আমি তার অনিষ্ট ও তাকে যে খারাপ স্বভাবের সাথে সৃষ্টি করেছো তা হতে আশ্রয় চাই।)। আর যখন কোন ব্যক্তি উট ক্রয় করে, তখন যেন ঠোঁটের চূড়া ধরে আগের মতো দু'আ পড়ে। অন্য এক বর্ণনায় মহিলা ও চাকর সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তখন সে যেন তার সামনের চুল ধরে বারাকাতের জন্য দু'আ করে। (আবূ দাঊদ ও ইবনু মাজাহ)[৪৯০]

ব্যাখ্যা : ইবনু মাজাহ্, ইবনুস্ সুন্নী ও হাকিম-এর বর্ণনায় রয়েছে, সে যেন তার কপাল ধারণ করে। অতঃপর দু'আ বলবে। এখানে কপাল দ্বারা মাথার অগ্রভাগের চুল উদ্দেশ্য, যেমন "আস্ সিহাহ"-তে বর্ণিত রয়েছে। তবে মোদ্দা কথা হলো– এর দ্বারা মাথার অগ্রভাগ উদ্দেশ্য, চাই তাতে চুল থাকুক বা না থাকুক। ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) (بِـذَرْوَةِ سَنَامِهِ) উল্লেখের পর বলেন : আবূ সা'ঈদ অর্থাৎ- সা'ঈদ ইবনু 'আবদিল্লাহ, (যিনি তার একজন উস্তায ছিলেন) তিনি এ হাদীসের বর্ণনায় কিছু বর্ধিত করেছেন যে, অতঃপর সে যেন তার কপাল ধারণ করে। অতঃপর নারী ও খাদিমের জন্য বারাকাতের দু'আ করবে। এ হাদীসে দলীল রয়েছে যে, বিবাহ, খাদিম কিংবা কোন পশু ক্রয়ের সময় এ দু'আ পড়া শার'ঈভাবে প্রমাণিত-সুন্নাত।

٢٤٤٧ ـ [٣٢] وَعَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهٗ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

২৪৪৭-[৩২] আবূ বাক্‌রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : বিপদগ্রস্ত লোকের দু'আ হলো, *"আল্ল-হুম্মা রহ্‌মাতাকা আরজূ ফালা- তাকিল্‌নী ইলা- নাফ্‌সী ত্বর্‌ফাতা 'আয়নিন, ওয়া আস্‌লিহ্ লী শা'নী কুল্লা-হূ, লা- ইলা-হা ইল্লা- আন্‌তা"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার রহ্‌মাত প্রত্যাশা করি। তুমি আমাকে আমার নিজের ওপর ক্ষণিকের জন্যও ছেড়ে দিও না। বরং তুমি নিজে আমার সকল বিষয়াদি সংশোধন করে দাও। তুমি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কোন মা'বূদ নেই।)। (আবূ দাঊদ)[৪৯১]

ব্যাখ্যা : (لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ) এ দু'আর শেষে *"লা- ইলা-হা ইল্লা- আন্‌তা"* এর উল্লেখ করা। এটাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। কেননা তা একক মা'বূদের ফায়দা দেয়। অর্থাৎ- 'ইবাদাতের যোগ্য মাত্র একজনই এটা জানিয়ে দেয়।

'আল্লামাহ্ মানাবী (রহঃ) বলেন : আল্লাহ তা'আলার হাজির-নাজির ও স্বাক্ষর শব্দ দ্বারা এটি শেষ করার দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, নিশ্চয় এ দু'আ চিন্তিত ব্যক্তির উপকার করবে এবং চিন্তা দূর করবে। আর যে ব্যক্তি তাওহীদের সাক্ষ্য দিবে সে পার্থিব জীবনে চিন্তা দূর হওয়ার মাধ্যমে মুক্ত হয়ে যাবে এবং আখিরাতে রহমাত ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে।

٢٤٤٨ ـ [٣٣] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: هُمُوْمٌ لَزِمَتْنِيْ وَدُيُوْنٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ: «أَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلَامًا إِذَا قُلْتَهٗ أَذْهَبَ اللّٰهُ هَمَّكَ وَقَضٰى عَنْكَ دَيْنَكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: بَلٰى قَالَ: «قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ

---

[৪৯০] হাসান : আবূ দাঊদ ২১৬০, ইবনু মাজাহ ২২৫২, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ২০৮, সহীহ আল জামি' ৩৪১।

[৪৯১] হাসান : আবূ দাঊদ ৫০৯০, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯১৫৪, ইবনু হিব্বান ৯৭০, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ১২১, সহীহ আত্ তারগীব ১৮২৩, সহীহ আল জামি' ৩৩৮৮।

وَإِذَا أَمْسَيْتَ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ. قَالَ: فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ فَأَذْهَبَ اللّٰهُ هَمِّيْ وَقَضٰى عَنِّيْ دَيْنِيْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

২৪৪৮-[৩৩] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি বড় দুশ্চিন্তায় আছি, আমার ঘাড়ে ঋণ চেপে আছে। (এ কথা শুনে) তিনি (সা.) বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি কালাম (বাক্য) বলে দেবো না, যা পড়লে আল্লাহ তোমার চিন্তা দূর করবেন ও ঋণ পরিশোধ করবেন। সে বললো, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলুন, হে আল্লাহর রসূল! তখন তিনি (সা.) বললেন, তুমি সকাল-সন্ধ্যায় পড়বে, *"আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল হাম্মি, ওয়াল হুয্‌নি, ওয়া আ'ঊযুবিকা মিনাল 'আজ্‌যি, ওয়াল কাসালি ওয়া আ'ঊযুবিকা মিনাল বুখ্‌লি, ওয়াল জুব্‌নি, ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন্ গলাবাতিদ্ দায়নি ওয়া ক্বহ্‌রির রিজা-ল"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুশ্চিন্তা হতে মুক্তি চাই। আশ্রয় চাই অপারগতা ও অলসতা এবং কৃপণতা ও কাপুরুষতা হতে এবং ঋণের বোঝা ও মানুষের কঠোরতা হতে।)। সে বললো, পরিশেষে আমি তা-ই করলাম। আর আল্লাহ আমার দুশ্চিন্তা মুক্ত করে দিলেন এবং ঋণও পরিশোধ করে দিলেন। (আবূ দাঊদ)[৪৯২]

ব্যাখ্যা : আবূ সা'ঈদ (রাঃ) বলেন : নাবী (সা.) কোন একদিন মাসজিদে প্রবেশ করলেন, দেখলেন আনসারী একজন লোক; যাকে আবূ উমামাহ্ বলা হত। নাবী (সা.) বললেন : হে আবূ উমামাহ্! তোমার কি হয়েছে যে, আমি তোমাকে অসময়ে মাসজিদে দেখতে পাচ্ছি? তিনি বললেন : চিন্তা এবং ঋণ আমায় বাধ্য করছে। অর্থাৎ- অসময়ে মাসজিদে আমার বসে থাকার কারণ হলো চিন্তা এবং ঋণ। সুতরাং আমি আমার প্রতিপালকের কাছে তারই ঘরে বসে মুক্তি চাই। এটা স্পষ্ট যে, নিশ্চয় হাদীসটি আবূ উমামার বর্ণনা এবং তার অনুরূপ কথা। তিনি বলেন, আমি তাই করলাম। অর্থাৎ- রসূল (সা.)-এর কথা মতো এ দু'আ পড়লাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাকে চিন্তা মুক্ত করলেন এবং আমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করলেন।

٢٤٤٩ -[٣٤] وَعَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ جَاءَهُ مُكَاتَبٌ فَقَالَ: إِنِّيْ عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِيْ فَأَعِنِّيْ قَالَ: أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ كَبِيرٍ دَيْنًا أَدَّاهُ اللّٰهُ عَنْكَ. قُلْ: «اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ

وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ جَابِرٍ: «إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلَابِ» فِيْ بَابِ «تَغْطِيَةِ الْأَوَانِيْ» إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى.

২৪৪৯-[৩৪] 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন তাঁর কাছে একজন মুকাতাব (চুক্তিবদ্ধ দাস) এসে বললো, আমি আমার কিতাবাতের (মুনিবের সাথে সম্পদের লিখিত চুক্তিপত্রের) মূল্য পরিশোধ করতে পারছি না, আমাকে সাহায্য করুন। উত্তরে তিনি ('আলী (রাঃ)) বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কিছু কালাম (বাক্য) শিখিয়ে দেবো, যা রসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে শিখিয়েছেন? (এ দু'আর মাধ্যমে) যদি

[৪৯২] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ১৫৫৫, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৩০৫, য'ঈফ আত্ তারগীব ১১৪১। কারণ এর সানাদে গস্‌সান ইবনু 'আওফ একজন দুর্বল রাবী।

তোমার ওপর বড় পাহাড়সম ঋণের বোঝাও থাকে, আল্লাহ তা পরিশোধ করে দেবেন। তুমি পড়বে, "*আল্ল-হুম্মাকফিনী বিহালা-লিকা 'আন্ হারা-মিকা, ওয়া আগ্নিনী বিফায্লিকা 'আম্মান্ সিওয়াক*" (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হালাল [জিনিসের] সাহায্যে হারাম থেকে বাঁচিয়ে রাখো এবং তুমি তোমার রহ্মাতের মাধ্যমে আমাকে পরমুখাপেক্ষী হতে রক্ষা করো।)। (তিরমিযী, বায়হাক্বী- দা'ওয়াতুল কাবীর)[৪৯৩]

আর জাবির (রাঃ)-এর (إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلَابِ) "যখন তোমরা কুকুরের আওয়াজ শুনতে পাবে" বর্ণিত হাদীসটি تَغْطِيَةِ الْأَوَانِيْ "পাত্র ঢেকে রাখা" অনুচ্ছেদে আমরা উল্লেখ করব ইন্শা-আল্ল-হ।

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : মুকাতাব গোলাম সম্পদ চাইল আর নাবী (ﷺ) তাকে দু'আ শিক্ষা দিলেন। কেননা তাকে সাহায্য করার মতো কোন সম্পদ নাবী (ﷺ)-এর কাছে ছিল না। কাজেই নাবী (ﷺ) তাকে সর্বোত্তম কিছু দিয়ে ফিরিয়ে দিলেন, 'আমাল ফিরে দিলেন, আল্লাহ তা'আলা কথার ভিত্তিতে "ভাল কথা বলা ও ক্ষমা করা সদাক্বাহ্ অপেক্ষা উত্তম"। (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৬৩)

অথবা তাকে সঠিক পথ দেখালেন। এটি এদিকে ইঙ্গিত করে যে, নিশ্চয় উত্তম ও অধিক বিশুদ্ধ বিষয় হলো তা (মালিকের পাওনা) আদায় করার জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া এবং অন্যের ওপর নির্ভর না করা। আর আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٤٥٠ـ[٣٥] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا أَوْ صَلّٰى تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلِمَاتِ فَقَالَ: «إِنْ تُكُلِّمَ بِخَيْرٍ كَانَ طَابَعًا عَلَيْهِنَّ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنْ تُكُلِّمَ بِشَرٍّ كَانَ كَفَّارَةً لَهٗ: سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

২৪৫০-[৩৫] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন কোন মাজলিসে (বৈঠকে) বসতেন অথবা সলাত আদায় করতেন, তখন কিছু কালাম (বাক্য) পড়তেন। একদিন আমি ঐ সব কালাম সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি (ﷺ) বললেন, (মাজলিসে) যদি কল্যাণকামী আলোচনা হয় তবে তা তার জন্য ক্বিয়ামাত পর্যন্ত 'মুহর' হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি (মাজলিসে) অকল্যাণকর আলোচনা হয় তবে তা তার জন্য কাফ্ফারার মধ্যে গণ্য হবে। কালামটি হলো, "*সুব্হা-নাকা আল্ল-হুম্মা ওয়া বিহাম্দিকা, লা- ইলা-হা ইল্লা- আন্তা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলায়কা*" (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তুমি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন মা'বূদ নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই ও তাওবাহ্ করি।)। (নাসায়ী)[৪৯৪]

---

[৪৯৩] হাসান : তিরমিযী ৩৫৬৩, আহমাদ ১৩১৯, মুসতাদ্রাক লিল হাকিম ১৯৭৩, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ১৪৪, সহীহাহ্ ২৬৬, সহীহ আত্ তারগীব ১৮২০, সহীহ আল জামি' ২৬২৫।

[৪৯৪] সহীহ : নাসায়ী ১৩৪৪, আহমাদ ২৪৪৮১, বায়হাক্বী-এর শু'আবুল ঈমান ৬২০, সহীহাহ্ ৩১৬৪, সহীহ আত্ তারগীব ১৫১৮।

ব্যাখ্যা : (كَانَ كَفَّارَةً لَهُ) অর্থাৎ- বৈঠকে যে আপত্তিকর, ভুল, অনিষ্টতা ভুল কথা বলেছে। অর্থাৎ- উক্ত বৈঠকে যে পাপ অর্জিত হয়েছে তার ক্ষমা হবে এ দু'আ বলার মাধ্যমে। অতএব কোন বৈঠক অর্থাৎ- যে কোন বৈঠক শেষে মানুষের জন্য মুস্তাহাব হবে উল্লেখিত দু'আ "*সুব্হা-নাকা.....*" পাঠ করা।

٢٤٥١ -[٣٦] وَعَنْ قَتَادَةَ: بَلَغَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: «هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ اٰمَنْتُ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُوْلُ: «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

৩৪৫১-[৩৬] ক্বাতাদাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর কাছে বিশ্বস্তসূত্রে খবর এসেছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ নতুন চাঁদ দেখে এ বাক্যটি তিনবার বলতেন, "*হিলা-লু খয়রিন ওয়া রুশ্দিন হিলা-লু খয়রিন ওয়া রুশদিন হিলা-লু খয়রিন ওয়া রুশদিন আ-মানতু বিল্লাযী খলাক্বক*" (অর্থাৎ- কল্যাণ ও হিদায়াতের চাঁদ, কল্যাণ ও হিদায়াতের চাঁদ, কল্যাণ ও হিদায়াতের চাঁদ। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তার ওপর আমি ঈমান আনলাম।)। অতঃপর তিনি (ﷺ) বলতেন, "*আলহাম্দু লিল্লা-হিল্লাযী যাহাবা বিশাহ্রি কাযা- ওয়াজা-আ বিশাহ্রি কাযা-*" (অর্থাৎ- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি [বিগত] মাস শেষ করলেন এবং এই মাস আনলেন)। (আবূ দাউদ)[৪৯৫]

ব্যাখ্যা : চাঁদ আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদাতের সাথে ক্বিয়ামের সঠিক নির্দেশনা দেয় এবং তা হাজ্জ, সিয়াম ও অন্যান্য 'ইবাদাতের সময় নির্ণয়ক। যেমন- আল্লাহ তা'আলার কথা : "তারা আপনাকে চাঁদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস.....।" (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৮৯)

আবূ সা'ঈদ আল খুদরীর অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, যখন নাবী ﷺ নতুন চাঁদ দেখতেন, তখন বলতেন : «هِلَالُ خَيْرٌ وَرُشْدٌ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ» "চাঁদ কল্যাণকর ও সঠিক পথের দিশা।" এটি তিনবার বলতেন।

«اٰمَنْتُ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ» "আমি ঈমান এনেছি ঐ সত্তার প্রতি যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন", তিনবার বলতেন। অতঃপর বলতেন : «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَاءَ بِالشَّهْرِ وَذَهَبَ بِالشَّهْرِ» সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি (নতুন) মাস নিয়ে এলেন এবং (বিগত) মাস নিয়ে গেলেন।

٢٤٥٢ -[٣٧] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَثُرَ هَمُّهُ فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ وَفِيْ قَبْضَتِكَ نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهٖ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَلْهَمْتَ عِبَادَكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهٖ فِيْ مَكْنُوْنِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ وَجَلَاءَ هَمِّيْ وَغَمِّيْ مَا قَالَهَا عَبْدٌ قَطُّ إِلَّا أَذْهَبَ اللهُ غَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ فَرَجًا». رَوَاهُ رَزِيْنٌ

---

[৪৯৫] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ৫০৯২, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৭৩৫৩, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৭৪৯, য'ঈফাহ্ ৩৫০৬, য'ঈফ আল জামি' ৪৪০৭। কারণ হাদীসটি মুরসাল।

২৪৫২-[৩৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে বেশি চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে সে যেন বলে, *"আল্ল-হুম্মা ইন্নী 'আব্দুকা, ওয়াব্নু 'আব্দিকা ওয়াব্নু আমাতিকা, ওয়াফী ক্বব্যাতিকা, না-সিয়াতী বিয়াদিকা মা-যিন ফী হুক্মুকা 'আদ্লুন ফিয়্যা ক্বয-উকা আস্আলুকা বিকুল্লি ইস্মিন, হুওয়া লাকা সাম্মায়তা বিহী নাফ্সাকা, আও আন্যালতাহূ ফী কিতা-বিকা, আও 'আল্লামতাহূ আহাদাম্ মিন্ খলক্বিকা, আও আলহাম্তা 'ইবা-দাকা, আউইস্তা'সার্তা বিহী ফী মাক্নূনিল গয়বি 'ইন্দাক আন্ তাজ্'আলাল কুর্আ-না রবী'আ ক্বলবী ওয়াজালা-আ হাম্মী ওয়া গম্মী"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা, তোমার বান্দার পুত্র, তোমার দাসীর পুত্র। আমি তোমার হাতের মুঠে, আমার অদৃষ্ট তোমার হাতে। তোমার হুকুম আমার ওপর কার্যকর, তোমার আদেশ আমার পক্ষে ন্যায়। আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার সেসব নামের ওয়াসীলায় যাতে তুমি নিজেকে অভিহিত করেছো, অথবা তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করেছো অথবা তুমি তোমার সৃষ্টির কাউকেও তা শিক্ষা দিয়েছো, অথবা তুমি তোমার বান্দাদের ওপর ইলহাম করেছো (অদৃশ্য অবস্থায় থেকে অন্তরে কথা বসিয়ে দেয়া) অথবা তুমি গায়বের পর্দায় তা তোমার কাছে অদৃশ্য রেখেছো– তুমি কুরআনকে আমার অন্তরের বসন্তকাল স্বরূপ চিন্তা-ফিকির দূর করার উপায় স্বরূপ গঠন করো।)। যে বান্দা যখনই তা পড়বে আল্লাহ তার চিন্তা-ভাবনা দূর করে দেবেন এবং তার পরিবর্তে মনে নিশ্চিন্ততা (প্রশান্তি) দান করবেন। (রযীন)[৪৯৬]

ব্যাখ্যা : এখানে দলীল রয়েছে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার ৯৯টি নাম ছাড়াও আরো অনেক নাম রয়েছে। আর এ নামগুলোর মাঝে কতকগুলো বান্দার জানা এবং কতকগুলোর ব্যাপারে বান্দা অজানা। আর আল্লাহর নামগুলোর মাধ্যমে ওয়াসীলাহ্ নেয়া বৈধ।

٢٤٥٣ ـ[٣٨] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৪৫৩-[৩৮] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন উপরের দিকে উঠতাম, *'আল্ল-হু আকবার'* ও যখন নীচের দিকে নামতাম *'সুব্হা-নাল্ল-হ'* বলতাম। (বুখারী)[৪৯৭]

ব্যাখ্যা : উঁচু স্থানে আরোহণের সময় 'আল্ল-হু আকবার' বলার সম্পর্ক হলো, উঁচু স্থান অন্তরের জন্য অতি প্রিয়, যাতে অহংকার দানা বাধে। সুতরাং তিনি নির্দেশ দিলেন, যে ব্যক্তি উঁচু ভূমি অতিক্রম করবে সে আল্লাহ তা'আলার বড়ত্বকে স্মরণ করবে। তিনি সবকিছু থেকে বড়। যাতে সে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। অতঃপর তিনি তাকে তার অনুগ্রহ বৃদ্ধি করে দিবেন। আর নিচে নামার সাথে *সুব্হা-নাল্ল-হ* বলার সম্পর্ক হলো : নিম্ন জায়গাটা সংকীর্ণ স্থান।

কাজেই তার জন্য তিনি তাসবীহ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন, কেননা তা (তাসবীহ) প্রশস্ততার কারণ। যেমন- ইউনুস (আলায়হিস সালাম)-এর ঘটনা বর্ণিত রয়েছে, যখন তিনি অন্ধকারে তাসবীহ পড়তেন, অতঃপর তিনি দুঃশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেলেন। আল্লাহ তা'আলার কথা : "যদি তিনি আল্লাহর তাসবীহ পাঠ না করতেন তবে তাকে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতে হত।" (সূরাহ্ আস্ স-ফ্ফা-ত ৩৭ : ১৪৩-১৪৪)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে মাছের পেটের অন্ধকার থেকে পরিত্রাণ দিলেন। আর নাবী (ﷺ)-এর তাসবীহের বাস্তবায়ন করতেন, যাতে তিনি তাঁর অনিষ্টতা থেকে মুক্তি পান এবং তাকে শত্রু পেয়ে বসা থেকে মুক্তি পান।

[৪৯৬] সহীহ : মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১০৩৫২, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ১২৪, সহীহ আত্ তারগীব ১৮২২।
[৪৯৭] সহীহ : বুখারী ২৯৯৩, দারিমী ২৭১৬, ইবনু খুযায়মাহ্ ২৫৬২, মু'জামুল আওসাত লিত্ব ত্বাবারানী ৫০৪২।

٢٤٥٤ -[٣٩] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا كَرَبَهٗ أَمْرٌ يَقُوْلُ: «يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَلَيْسَ بِمَحْفُوْظٍ.

৩৪৫৪-[৩৯] আনাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ কোন বিষয়ে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লে বলতেন, *"ইয়া- হাইয়্যু, ইয়া ক্বইয়ূমু বিরহ্‌মাতিকা আসতাগীস"* (অর্থাৎ- হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী! তোমার রহ্‌মাতের সাথে আমি প্রার্থনা করছি)। (তিরমিযী; তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব ও গায়রে মাহফূয)[৪৯৮]

ব্যাখ্যা : ইবনু আল ক্বইয়্যিম তাঁর "আত্ব ত্বিব্বীন্ নাবাবী"তে এ রোগ প্রতিহতের ক্ষেত্রে তার কথার প্রভাবের ব্যাপারে বলেন : (يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ) কেননা জীবনটা তার আবশ্যকীয় সমস্ত পরিপূর্ণ গুণাবলীর জিম্মাদার। আর চিরঞ্জীবির গুণটা সমস্ত কর্মের গুণাবলীর জিম্মাদার। এজন্য আল্লাহ তা'আলার মহিমান্বিত নাম, যে নামেই তাকে ডাকা হোক না কেন, তিনি তাতে সাড়া দেন। যখন যে নামের মাধ্যমে যা-ই চাওয়া হবে তিনি তা দিবেন। তিনি ও তার নাম চিরঞ্জীব ও চিরপ্রতিষ্ঠিত। পূর্ণ জীবনে সকল ধরনের অসুস্থতা ও যন্ত্রণাকে প্রতিহত করে। আর এজন্য যখন জান্নাতবাসীদের জীবন পূর্ণতা লাভ করবে তখন তাদের চিন্তা, দুঃশ্চিন্তা বা কোন ধরনের বিপদ স্পর্শ করবে না।

٢٤٥٥ -[٤٠] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قُلْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ مِنْ شَيْءٍ نَقُوْلُهٗ؟ فَقَدْ بَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ قَالَ: «نَعَمْ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَاٰمِنْ رَوْعَاتِنَا» قَالَ: فَضَرَبَ اللّٰهُ وُجُوهَ أَعْدَائِهٖ بِالرِّيْحِ وَهَزَمَ اللّٰهُ بِالرِّيْحِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

২৪৫৫-[৪০] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খন্দাক যুদ্ধের দিন বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদেরকে কি কিছু বলবেন? আমাদের প্রাণ তো ওষ্ঠাগত। তিনি () বললেন, হ্যাঁ আছে। তোমরা বল, *"আল্ল-হুম্মাস্‌তুর 'আওর-তিনা- ওয়া আ-মিন রও'আ-তিনা-"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে দোষ-ত্রুটিগুলো ঢেকে রাখো, আমাদের ভয়-ভীতি নিরাপত্তায় পরিণত করো। বর্ণনাকারী (আবূ সা'ঈদ আল খুদরী) বলেন, অতএব আল্লাহ তা'আলা তার শত্রুদের ঝড়-ঝঞ্ঝা হাওয়া দিয়ে দমন করলেন এবং এ ঝড়-ঝঞ্ঝা হাওয়া দিয়েই তাদেরকে পরাজিত করলেন। (আহমাদ)[৪৯৯]

ব্যাখ্যা : আহ্‌যা-ব যুদ্ধের দিন মাদীনায়, খন্দাক খননের কারণ হলো : যখন নাবী -এর কাছে খবর পৌঁছল যে, মাক্কাহ্‌বাসীরা যুদ্ধে প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং তারা 'আরবের মুশরিক ও আহলে কিতাব (ইয়াহূদী-নাসারা)-দের একত্রিত করছে, যাদের মুকাবিলা করার সামর্থ্য মুসলিমদের নেই। অতঃপর সহাবায়ে কিরামগণ পরামর্শ করলেন এবং সালমান আল ফারিসী খন্দাক খননের পরামর্শ দিলেন, যা তিনি তার নিজ দেশ থেকে জেনেছেন। আর শত্রুদের ধারণা ছিল যে, তারা (মুসলিমরা) মাদীনার চারপাশে তাদের মুকাবিলা করতে পারবে না, বিধায় তারা তাদের স্ত্রী-সন্তানদের ওপর নিরাপত্তা চাইবে। অতঃপর তিনি ও তার সাথীগণ ১০ দিনের অধিক সময় ধরে খন্দাক খনন করলেন। আর তারা সে খননের কাজে দেখতে পেতেন কষ্ট, ক্ষুধা ও অক্ষমতা, আর এজন্যই তারা নাবী -কে বলছিলেন, আমাদের কিছু বলবেন? উল্লেখ্য যে, খন্দাকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ৫ম হিজরীর শাওওয়াল মাসে।

---

[৪৯৮] **হাসান :** তিরমিযী ৩৫২৪, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ১১৯, সহীহাহ্ ৩১৮২, সহীহ আল জামি' ৪৭৭৭।

[৪৯৯] **য'ঈফ :** আহমাদ ১০৯৯৬, য'ঈফ আল জামি' ৪১১৮। কারণ এর সানাদে রুবাইহ একজন দুর্বল রাবী।

٢٤٥٦ ـ[٤١] وَعَن بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ قَالَ: «بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ السُّوقِ وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُصِيبَ فِيهَا صَفْقَةً خَاسِرَةً». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيْرِ.

২৪৫৬-[৪১] বুরায়দাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) কোন বাজারে প্রবেশ করলে বলতেন, *"বিস্‌মিল্লা-হি, আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা খয়রা হা-যিহিস্ সূক্বি ওয়া খয়রা মা- ফীহা-, ওয়া আ'উযুবিকা মিন্ শার্‌রিহা- ওয়া শার্‌রি মা- ফীহা-। আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা আন্ উসীবা ফীহা- সফ্‌ক্বতান খ-সিরাতান"* (অর্থাৎ- আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে বাজারের কল্যাণ এবং এতে যা আছে তার কল্যাণ চাই। আমি আশ্রয় চাই এর অকল্যাণ হতে এবং এতে যা আছে তার অকল্যাণ হতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই, এতে যেন কোন ক্ষয়-ক্ষতি ও ক্রয়-বিক্রয়ের ফাঁদে না পড়ি।)। (বায়হাক্বী- দা'ওয়াতুল কাবীর)[৫০০]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ আল মানাবী (রহঃ) বলেন : নিশ্চয় (বাজারে গমনকারী ব্যক্তি) সে বাজারের কল্যাণ চাইবে এবং তার অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে তার অন্তর থেকে উদাসীনতা দূর করার জন্য। সুতরাং সে এ বাক্যগুলো পড়বে উদাসীন অবস্থা থেকে বের হওয়ার জন্য। অতএব যে বাজারে প্রবেশ করবে তার জন্য এ কথাগুলো (উল্লেখিত দু'আ) মুখস্থ করা মুস্তাহাব। যখন এতে প্রবেশকারীগণ এ কালিমাগুলো বলবে তখন অন্তরে যে উদাসীনতা ভর করবে তা দূর হয়ে যাবে।

(٦) بَابُ الْإِسْتِعَاذَةِ

অধ্যায়-৬ : আশ্রয় প্রার্থনা করা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٤٥٧ ـ[١] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৪৫৭-[১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তোমরা বিপদাপদে কষ্ট-ক্লিষ্ট ও দুর্ভাগ্যের আক্রমণ, ভাগ্যের অনিষ্টতা এবং বিপদগ্রস্তে শত্রুর উপহাস থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো। (বুখারী ও মুসলিম)[৫০১]

---

[৫০০] য'ঈফ : মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৯৭৭, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৩০০, য'ঈফ আল জামি' ৪৩৯১, মু'জামুল আওসাত লিত্ব ত্ববারানী ৫৫৩৪, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ২৩১। কারণ এর সানাদে আবূ 'আমর একজন মাজহূল রাবী।

[৫০১] সহীহ : বুখারী ৬৬১৬, মুসলিম ২৭০৭, সহীহ আল জামি' ২৯৬৮, সহীহাহ্ ১৫৪১।

ব্যাখ্যা : এখানে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়ার আদেশ করার দ্বারা এর বৈধতা সাব্যস্ত হয়। বিপদ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া তাক্বদীর (ভাগ্যের)-এর বিশ্বাসে পরিপন্থী নয়। আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া ও দু'আ করাও ভাগ্যের বহিঃপ্রকাশ। যেমন কোন ব্যক্তির বিপদে পতিত হলো আর তার ভাগ্যে লেখা ছিল– যে এর থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করবে তাই সে দু'আ করল এবং মুক্তি লাভ করল। আর আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া ও দু'আ করার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি বান্দার প্রয়োজন ও ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব প্রকাশ পায় (যা আল্লাহর কাম্য)।

অত্র হাদীসে যে বিষয় বা অবস্থাসমূহ থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে সেগুলোর প্রথমটি হলো বিপদের কষ্ট। এখানে এমন বিপদের অবস্থা থেকে আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে– যে অবস্থায় বান্দাকে পরীক্ষা করা হয় এবং মৃত্যু কামনা করার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ- এমন অবস্থা যখন মৃত্যু ও ঐ কঠিন অবস্থার মধ্যে যে কোন একটিকে বেছে নিতে বলা হয়, তাহলে সে ব্যক্তি ঐ কঠিন অবস্থা থেকে বাঁচতে মৃত্যুকে বেছে নেবে। কেউ কেউ বলেছেন : কঠিন বিপদ দ্বারা এমন বিপদ বুঝানো হয়েছে যা সহ্য করার কিংবা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ব্যক্তির নেই। কারো মতে এর দ্বারা স্বল্প অর্থ সম্পদ ও অধিক পরিবার-পরিজন বুঝানো হয়েছে।

মূলত এটি একটি ব্যাপক অবস্থা। এর মধ্যে সকল বিপদই অন্তর্ভুক্ত। রসূল ﷺ এর থেকে আশ্রয় চেয়েছেন এজন্য যে, এ অবস্থা ব্যক্তিকে দীনের অনেক বিষয় পালনে অপারগ করে এবং বিপদ সহ্য করতে বাধা দেয়। ফলে সে বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে না পেরে গুনাহে লিপ্ত হয়।

দুর্ভাগ্যের আক্রমণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো খারাপ। ইমাম আশ্ শাওকানী (রহঃ) বলেন, দুর্ভাগ্যের আক্রমণ হলো পার্থিব বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হওয়া ও সংকীর্ণ জীবন-যাপন করা। নিজের শরীরের, পরিবারের কিংবা সম্পদের অনিষ্ট সাধিত হওয়া। এটা কখনো পরকালীন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্তও হয়। পার্থিব জীবনে কৃত গুনাহের কারণেও এরূপ শাস্তি দেয়া হতে পারে। রসূল ﷺ এর থেকে আশ্রয় চেয়েছেন এজন্য যে, এটি বিপদ-আপদ বা পরীক্ষার সর্বশেষ অবস্থা। এক্ষেত্রে যাকে পরীক্ষা করা হয় সে সাধারণত ধৈর্য ধারণ করতে পারে না। কারো কারো মতে, (وَدَرَكِ الشَّقَاءِ) বলতে জাহান্নামের একটি স্তরকে বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ হলো দুর্ভাগ্যবানদের আবাসস্থল; জাহান্নামের এমন স্তর যেখানে দুর্ভাগ্যবানরা বসবাস করবে।

আশ্রয় চাওয়া তৃতীয় বিষয়টি হলো, ব্যক্তির ভাগ্যে নির্ধারিত এমন বিষয় যা তাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে। এটা হতে পারে তার দীনের পার্থিব, ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা অর্থনৈতিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। রসূল ﷺ কর্তৃক ভাগ্যের খারাপী থেকে আশ্রয় চাওয়া দ্বারা ভাগ্যের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রমাণ হয় না। কেননা ভাগ্যের খারাপ দিকগুলো থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়ার বিষয়টিও আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যের অন্তর্ভুক্ত। এজন্যই আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য এটিকে বৈধ করেছেন। একই প্রেক্ষিতে বিত্‌রের সলাতের কুনূতে পড়া হয় (وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتُ) "এবং তোমার নির্ধারিত ভাগ্যের খারাপ দিক থেকে আমাকে রক্ষা করো"।

বান্দার ক্ষেত্রে ভাগ্য (ক্বাযা) দু' ভাগে বিভক্ত; ভাল ও মন্দ। আর আল্লাহ মন্দ ভাগ্য থেকে আশ্রয় চাইতে বলেছেন। এটি ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। তাই ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাসী মু'মিন ব্যক্তি ভাগ্যের মন্দ দিক থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে কোন নিষেধ নেই। কারণ ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস সম্পর্কিত হাদীস দ্বারা ভাগ্যের দু'টো দিকের প্রতি বিশ্বাসের কথাই বলা হয়েছে।

অপরদিকে রসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক ভাগ্যের মন্দ দিক থেকে আশ্রয় চাওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় বুঝা যায় যে, আমাদের ঈমান ও আশ্রয় চাওয়া উভয়টিই শারী'আত প্রণেতা রসূল ﷺ-এর আদেশের অধীন। 'আল্লামাহ্ সিন্দী (রহঃ) বলেন, এখানে ভাগ্য পরিবর্তন দ্বারা অস্থায়ী ভাগ্য উদ্দেশ্য করা হয়েছে; চিরস্থায়ী ভাগ্য নয়। চতুর্থ বিষয় হলো, শত্রুর হাসা বা খুশি হতে আশ্রয় চাওয়া। এখানে শত্রু দ্বারা দীনের এবং দীনের সাথে সম্পৃক্ত দুনিয়ার শত্রু বুঝানো হয়েছে। শত্রুর আনন্দ থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে এজন্য যে, শত্রুর আনন্দ মানবমনে কঠিন প্রভাব বিস্তার করে।

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অন্ত্যমিলযুক্ত বাক্য রচনা করা মাকরূহ নয়।

٢٤٥٨ -[٢] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৪৫৮-[২] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলতেন : "*আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হুয্‌নি ওয়াল 'আজ্‌যি ওয়াল কাসালি ওয়াল জুব্‌নি ওয়াল বুখ্‌লি, ওয়া যলা'ইদ্ দায়নি ওয়া গলাবাতির্ রিজা-ল*" (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুশ্চিন্তা, শোক-তাপ, অক্ষমতা-অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, ঋণের বোঝা ও মানুষের জোর-জবরদস্তি হতে আশ্রয় চাই)। (বুখারী ও মুসলিম)[৫০২]

ব্যাখ্যা : (اَلْعَجْزُ) বা অক্ষমতা বলতে ইমাম নাবাবী (রহঃ) কল্যাণকর কাজ করার ক্ষমতা না থাকাকে বুঝিয়েছেন। (اَلْكَسَلُ) বা অলসতা দ্বারা মূলত কল্যাণকর কাজ করতে উদ্দীপনা অনুভব না করা এবং তা করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা করতে আগ্রহ না থাকা। (اَلْجُبْنُ) বা কাপুরুষতা দ্বারা সাহসহীনতা বুঝানো হয়েছে। কারো মতে এর দ্বারা প্রাণভয়ে যুদ্ধে যেতে না চাওয়া কিংবা আবশ্যক অধিকার আদায় থেকে নিজের জীবন ও সম্পদকে বিরত রাখা। (اَلْبُخْلُ) বা কৃপণতা দ্বারা দানশীলতার বিপরীত স্বভাবকে বুঝানো হয়েছে। শারী'আতের দৃষ্টিতে কৃপণতা বলতে আবশ্যক দান না করাকে বুঝায়।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, নাবী ﷺ কাপুরুষতা ও কৃপণতা থেকে আশ্রয় চেয়েছেন এজন্য যে, এগুলো ইসলামের ওয়াজিব কাজগুলো আদায় করতে, আল্লাহর হাক্বসমূহ পালন করতে, অন্যায় দূরীকরণে, আল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠোর হতে অক্ষম করে। সাহসিকতার দ্বারা ব্যক্তি 'ইবাদাতসমূহ সঠিকভাবে পালন করতে পারে, মাযলূমকে সহযোগিতা করতে ও জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং কৃপণতা থেকে নিরাপদ থাকলে ব্যক্তি আর্থিক হাক্বসমূহ আদায় করতে পারে এবং আল্লাহর পথে খরচ করতে, দানশীল হতে ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনে উদ্দীপ্ত হয়। নিজের নয় এমন জিনিসের প্রতি লোভ করা থেকে বিরত হয়।

(ضَلَعُ الدَّيْنِ) বা ঋণের বোঝা দ্বারা ঋণের ভারে জর্জরিত হওয়া এবং এর কাঠিন্যকে বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা মূলত এমন অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে যখন কোন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের জন্য কিছুই পায় না; বিশেষ করে মানুষের কাছে সাহায্যের আবেদন করার পরও। এজন্যই পূর্ববর্তী অনেক পণ্ডিত বলেছেন, (ما دخل هم الدين قلبًا إلا أذهب من العقل ما لا يعود إليه) অর্থাৎ- "ঋণের দুশ্চিন্তা ঋণী ব্যক্তির অন্তরে প্রবেশ করে জ্ঞান-বুদ্ধির এমন কিছু দূর করে দেয় যা তার নিকট আর ফেরত আসে না।"

[৫০২] সহীহ : ৬৩৬৯, মুসলিম ২৭০৬, নাসায়ী ৫৪৪৯, তিরমিযী ৩৪৮৪, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯১৪১, আহমাদ ১০৫২, মু'জামুল আওসাত লিত্ব ত্ববারানী ১২৯, সহীহ আল জামি' ১২৮৯।

Contents

٢٤٥٩ - [٣] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ. وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِيْ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৪৫৯-[৩] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলতেন : "*আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল কাসালি ওয়াল হারামি ওয়াল মাগ্‌রামি ওয়াল মা'সামি, আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন্ 'আযা-বিন্ না-রি ওয়া ফিত্‌নাতিন্ না-রি ওয়া ওয়া ফিতনাতিল ক্ববরি 'আযা-বিল ক্ববরি ওয়ামিন্ শার্‌রি ফিত্‌নাতিল গিনা-, ওয়ামিন্ শার্‌রি ফিত্‌নাতিল ফাক্বরি ওয়ামিন্ শার্‌রি ফিত্‌নাতিল মাসীহিদ্ দাজ্জা-লি, আল্ল-হুম্মাগ্‌সিল খত্বা-ইয়া-ইয়া বিমা-য়িস্ সালজি ওয়াল বারাদি ওয়া নাক্বি ক্বলবী কামা- ইউনাক্কাস্ সাওবুল আব্‌য়াযু মিনাদ্দানাসি ওয়াবা-'ইদ্ বায়নী ওয়াবায়না খত্বা-ইয়া-ইয়া কামা- বা'আদ্‌তা বায়নাল মাশরিক্বি ওয়াল মাগ্‌রিব*" (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অলসতা, বার্ধক্য, ঋণ ও গুনাহ থেকে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জাহান্নামের আগুন, জাহান্নামের পরীক্ষা, ক্ববরের পরীক্ষা ও শাস্তি হতে, স্বচ্ছলতার পরীক্ষার মন্দাভাব ও দারিদ্র্যের পরীক্ষার মন্দাভাব হতে এবং মাসীহুদ (কানা) দাজ্জালের পরীক্ষার অনিষ্টতা হতে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহসমূহ বরফের ও শিলার পানি দিয়ে ধুয়ে দাও। আমার অন্তরকে পরিষ্কার করে দাও যেভাবে সাদা কাপড়, ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয় এবং আমার ও আমার গুনাহের মধ্যে এমন ব্যবধান তৈরি করে দাও যেমনভাবে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে রেখেছো।)। (বুখারী ও মুসলিম)[৫০৩]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের (اَلْهَرَمِ) "আল হারাম" বলতে বার্ধক্যকে বুঝানো হয়েছে। যখন মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ক্রমশ লোপ পেতে থাকে, আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজকর্ম পালনে অক্ষমতা আসে, কিছু 'ইবাদাত পালনে অলসতা আসে, ইন্দ্রিয় শক্তি দুর্বল হতে থাকে। এমতাবস্থায় ইন্দ্রিয় শক্তির সুস্থতা ও সঠিক বুঝ ক্ষমতা থাকাসহ দীর্ঘ বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকার প্রতি এ হাদীসে দু'আ করতে বলা হয়েছে।

এখানে আগুনের শাস্তি দ্বারা এর ফিত্‌নাহ্ থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে। 'আল্লামাহ্ ক্বারী বলেছেন : এর অর্থ হলো আমি জাহান্নামী বা আগুনের অধিবাসী হওয়া থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। (فِتْنَةِ النَّارِ) বা আগুনের ফিত্‌নাহ্ দ্বারা এমন ফিতনাহ্ বা পরীক্ষাকে বুঝানো হয়েছে যা আগুনের শাস্তির দিকে নিয়ে যায়। এর দ্বারা জাহান্নামের প্রহরীদের প্রশ্নকেও বুঝানো হতে পারে, যার কথা ৬৭ নং সূরার ৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে। ফিত্‌নাহ্ দ্বারা মূলত পরীক্ষা, কাঙ্ক্ষিত বহু অর্জনে গাফলতি, দীন থেকে প্রত্যাবর্তন করার জন্য বাধ্য করা; বিভ্রান্তি, গুনাহ, কুফ্‌র, 'আযাব ইত্যাদি বুঝানো হয়। ক্ববরের ফিত্‌নাহ্ বলতে ক্ববরে নিয়োজিত দু'জন মালাকের (ফেরেশ্‌তার) করা প্রশ্নের উত্তরে বেদিশা হয়ে যাওয়া।

ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, শায়ত্বন মৃত ব্যক্তিকে তার ক্ববরে কুমন্ত্রণা দেয় যাতে করে সে মালায়িকাহ্'র (ফেরেশতাগণের) করা প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে না পারে।

---

[৫০৩] **সহীহ :** বুখারী ৬৩৭৫, মুসলিম ৫৮৯, নাসায়ী ৫৪৭৭, আহমাদ ২৫৭২৭।

ধনীর ফিতনার অনিষ্টতা হচ্ছে অহংকার, অবাধ্যতা, হারাম পন্থায় সম্পদ উপার্জন ও গুনাহের কাজে তা খরচ করা, সম্পদের ও সম্মানের অহংকার করা, সম্পদের যে ফার্‌য ও নাফ্‌ল হাক্ব রয়েছে তা হাক্বদারকে প্রদান করতে কৃপণতা করা।

দারিদ্র্যতার ফিতনার অনিষ্টতা হচ্ছে বিরক্ত হওয়া, অধৈর্য হওয়া, প্রয়োজনে হারাম কিংবা এর সদৃশ কোন কর্মে পতিত হওয়া। ক্বারীর মতে, এটা হচ্ছে ধনীদের হিংসা করা, তাদের ধন-সম্পদ কামনা করা, আল্লাহ তার জন্য যা বণ্টন করেছেন তাতে অসন্তুষ্ট হওয়া ইত্যাদি সহ এমন সকল কর্ম যার শেষ পরিণতি প্রশংসনীয় নয়।

٢٤٦٠ -[٤] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِىْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৪৬০-[৪] যায়দ ইবনু আরক্বম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলতেন : "*আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল 'আজ্‌যি ওয়াল কাসালি ওয়াল জুব্‌নি ওয়াল বুখলি ওয়াল হারামি ওয়া 'আযা-বিল ক্ববরি, 'আল্ল-হুম্মা আ-তি নাফ্‌সী তাক্বওয়া-হা- ওয়াযাক্কিহা- আন্‌তা খয়রু মিন্ যাক্কা-হা- আন্‌তা ওয়ালিয়্যুহা- ওয়ামাও লা- হা-, আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন্ 'ইল্‌মিন লা- ইয়ান্‌ফা'উ ওয়ামিন্ ক্বলবিন লা- ইয়াখ্‌শা'উ ওয়ামিন্ নাফ্‌সিন লা- তাশ্‌বা'উ ওয়ামিন্ দা'ওয়াতিন্ লা- ইউস্‌তাজা-বু লাহা-*" (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, বার্ধক্য ও ক্ববরের 'আযাব হতে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! তুমি আমার আত্মাকে সংযমী করো ও একে পবিত্র করো। তুমিই শ্রেষ্ঠ পুতঃপবিত্রকারী, তুমি তার অভিভাবক ও রব। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ঐ জ্ঞান লাভ হতে আশ্রয় চাই, যে জ্ঞান (আত্মার) কোন উপকারে আসে না, ঐ অন্তর হতে মুক্তি চাই যে অন্তর তোমার ভয়ে ভীত হয় না। ঐ মন হতে আশ্রয় চাই যে মন তৃপ্তি লাভ করে না এবং ঐ দু'আ হতে, যে দু'আ কবূল করা হয় না।)। (মুসলিম)[৫০৪]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে (اَلْجُبْنُ) "জুব্‌ন" বা কাপুরুষতা বলতে মূলত আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক শার'ঈ বড় বড় ও কষ্টসাধ্য কাজ যেমন ফাতাওয়া ও নেতৃত্ব দেয়ার মতপর্যায়ের শার'ঈ জ্ঞান অর্জন করার যোগ্যতাকে বুঝানো হয়েছে। তবে কারো যদি মেধা, বুঝ-ব্যবস্থা, মুখস্থশক্তি কম থাকে কিংবা দৈনন্দিন জীবিকা অর্জনের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় তাহলে তার ক্ষেত্রে ঐ পর্যায়ে না পৌঁছতে পারাটা কাপুরুষতা বলে গণ্য হবে না। আর এখানে (اَلْبُخْلُ) "বুখ্‌ল" বা কৃপণতা বলতে মানুষের দীনী কোন বিষয়ে মানুষ কিছু জানতে চাইলে তা তাদেরকে না জানানোকে বুঝানো হয়েছে।

ক্ববরের 'আযাব বলতে ক্ববর সংকীর্ণ হওয়া, অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া, নিঃসঙ্গতা, হাতুড়ির পিটুনি, সাপ-বিচ্ছুর দংশন ও এ জাতীয় অন্যান্য শাস্তিকে বুঝানো হয়েছে। তবে এখানে ক্ববরের আযাব থেকে আশ্রয়

---

[৫০৪] সহীহ : মুসলিম ২৭২২, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯১২৪, সহীহাহ্ ৪০০৫, সহীহ আল জামি' ১২৮৬, সহীহ আত্ তারগীব ১২৩।

চাওয়ার দ্বারা যেসব কাজ ক্বরের 'আযাবের কারণ। যেমন- চোগলখোরী, একের কথা অপরের কাছে বলা (নেতিবাচক অর্থে), প্রসাব থেকে যথাযথভাবে পবিত্র না হওয়া ইত্যাদি থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

আত্মার তাক্বওয়া বা সংযম দ্বারা মূলত সকল বর্জনীয় কথা ও কর্ম থেকে আত্মাকে সংরক্ষিত রাখাকে বুঝানো হয়েছে। আর অন্তরকে পবিত্র করার দ্বারা একে সকল গুনাহ থেকে পবিত্র করা, সকল দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত করা এবং অন্তরকে ঈমানের আলোয় পূর্ণভাবে আলোকিত করে পবিত্র করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ওলী বলতে ব্যবস্থাপক, সংস্কারক, সৌন্দর্যকারক বা সাহায্যকারী বুঝানো হয়েছে। মাওলা অর্থও একই।

অত্র হাদীসে এমন জ্ঞান যা উপকারে আসে না সে জ্ঞান থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর সে জ্ঞান হলো ঐ জ্ঞান যে জ্ঞান অনুযায়ী বাস্তব কর্ম সম্পাদিত হয় না। অর্থাৎ- 'আমালে পরিণত হয় না, যা মানুষকে শিক্ষা দেয়া হয় না, যে জ্ঞানের বারাকাত আমার অন্তরে প্রবেশ করে না; যে জ্ঞান আমার কর্ম, কথা, খারাপ চরিত্রকে পরিবর্তন করে আল্লাহর দিকে ধাবিত করে না এবং চরিত্রকে সভ্য ও মার্জিত করে না।

ঐ জ্ঞান দ্বারা এটাও বুঝানো হতে পারে, যে জ্ঞান অর্জনের কোন প্রয়োজন দীনে নেই কিংবা যে জ্ঞান অর্জনে শারী'আত অনুমতি দেয় না।

এমন অন্তর থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে, যে অন্তর আল্লাহকে ভয় করে না, আল্লাহর স্মরণে বা তাঁর কালাম তথা কথা শুনে ভীত হয় না। এ অন্তর হলো কঠোর অন্তর। ক্বারী বলেন : এ অন্তর হলো ঐ অন্তর যা আল্লাহর যিক্‌রের মাধ্যমে প্রশান্ত হয় না।

এমন আত্মা থেকেও আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে, যে আত্মা তার প্রতি আল্লাহর দেয়া রিয্‌ক-এর প্রতি সন্তুষ্টি হতে পারে না। অর্থ-সম্পদের অধিক লোভ থেকে যে মুক্ত হতে পারে না। এমন ব্যক্তি, যে বেশি বেশি খায় এবং বেশি খাওয়ার কারণে বেশি বেশি ঘুমায়, অলস থাকে, শায়ত্বনী কুমন্ত্রণা অন্তরে উদিত হয়, অন্তরের ব্যাধি সৃষ্টি হয় যা ক্রমশ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়। ইবনুল মালিক বলেন : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দুনিয়ার সকল সম্পদের প্রতি লোভ (যা দেখে তাই সংগ্রহ করতে চায়) এবং দুনিয়ার বিভিন্ন পদ পদবী অর্জনের লোভ। এখানে ঐসব অন্তর থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে যেগুলোর পেটের ক্ষুধার চেয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষুধা (চোখের ক্ষুধা) বেশি।

এমন দু'আ থেকেও আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে যে দু'আ কবূল হয় না এজন্য যে, ঐ দু'আর মধ্যে গুনাহ থাকে অথবা সত্যের অনুকূলে থাকে না। তবে এখানে সাধারণভাবে সকল দু'আ কবূল না হওয়ার কথাই বলা হয়েছে।

ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন : নাবী ﷺ যে জ্ঞান উপকারে আসে না সে জ্ঞান থেকে আশ্রয় চেয়েছেন এজন্য যে, ঐ জ্ঞান জ্ঞানীর জন্য বিপদের কারণ হবে এবং তার বিরুদ্ধে দলীল হিসেবে দাঁড়াবে। যে অন্তর আল্লাহর ভয়ে ভীত হয় না তা থেকে আশ্রয় চেয়েছেন এজন্য যে, এ অন্তর হয় কঠিন ও শক্ত। কোন ওয়াজ, নাসীহাত, ভয়-ভীতি, আশার বাণী কোন কিছুই এ অন্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

যে আত্মা পরিতৃপ্ত হয় না না থেকে আশ্রয় চেয়েছেন এজন্য যে, এ আত্মা সামান্য তুচ্ছ বস্তু অর্জনেও কুকুরের মতো ঝাঁপিয়ে পরে এবং হারাম অর্থ-সম্পদ অর্জনে দুঃসাহস দেখায়, আল্লাহ তা'আলার দেয়া রিয্‌ক্বে তুষ্ট থাকে না, সে দুনিয়ার পরিশ্রমে সর্বদা ডুবে থাকে এবং আখিরাতের শাস্তিতে নিমজ্জিত থাকবে।

নাবী ﷺ যে দু'আ কবূল হয় না তা থেকে আশ্রয় চেয়েছেন এজন্য যে, আল্লাহ এমন রব যিনি দানকারী, প্রশস্ত হাতের অধিকারী এবং বান্দার উপকার সাধনকারী। বান্দা যখন তাঁর কাছে দু'আ করে আর সে দু'আ যদি কবূল না হয় তাহলে ঐ দু'আকারীর জন্য ধ্বংস ছাড়া আর কোন পথ নেই। কারণ সে এমন সত্তার নিকট থেকে খালি হাতে বিতাড়িত হয়েছে যে ছাড়া আর কারো কাছ থেকে কল্যাণ আশা করা যায় না এবং সে ছাড়া কারো কাছ থেকে অনিষ্টের প্রতিরোধ আশা করা যায় না। হে আল্লাহ! আমরাও তোমার কাছে ঐসব জিনিস ও বিষয় থেকে আশ্রয় চাই যেগুলো থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চেয়েছেন রসূলুল্লাহ ﷺ।

٢٤٦١ - [٥] وَعَنْ عَبْدِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৪৬১-[৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'আগুলোর মধ্যে এটাও ছিল, *"আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন্ যাওয়া-লি নি'মাতিকা ওয়া তাহাওউলি 'আ-ফিয়াতিকা ওয়া ফুজা-আতি নিক্বমাতিকা ওয়া জামী'ই সাখাত্বিকা"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই [আমার ওপর] তোমার নি'আমাতের ঘাটতি, [আমার ওপর হতে] তোমার নিরাপত্তার ধারাবাহিকতা, [আমার ওপর] তোমার শাস্তির অকস্মাৎ আক্রমণ এবং তোমার সমস্ত অসন্তুষ্ট হতে।)। (মুসলিম)[৫০৫]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে বান্দার ওপর আল্লাহর দেয়া দীনী ও পার্থিব অনুগ্রহ যেগুলো আখিরাতের কাজের জন্য উপকারী এবং সেগুলোর পরিবর্তে ভাল কিছু দেয়া ছাড়া তা উঠিয়ে নেয়া থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ অনুগ্রহ প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য হতে পারে। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর অনুগ্রহ চলে যাওয়া থেকে আশ্রয় চেয়েছেন এজন্য যে, এরূপ অবস্থা তখনই হয় যখন বান্দা নি'আমাতের শুকরিয়া আদায় করে না এবং যে কাজ করলে নি'আমাত আসে তার চর্চা করে না। (এটা খুবই খারাপ অবস্থা।)

(تَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ)-এর অর্থ হলো– কান, চোখসহ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুস্থতা চলে গিয়ে সেগুলো অসুস্থ হয়ে যাওয়া।

হঠাৎ শাস্তি বলতে এমন অবস্থায় শাস্তি আসা যে, যার ওপর শাস্তি আসছে সে শাস্তি আসার পূর্বে জানছে না যে, তার ওপর শাস্তি আসছে। এখানে শাস্তি বলতে সাধারণভাবে আল্লাহর অসন্তোষ ও শাস্তি বুঝানো হলেও বিশেষভাবে "হঠাৎ শাস্তি" শব্দের উল্লেখের মাধ্যমে এটা বুঝানো হচ্ছে যে, ধীরে ধীরে শাস্তি আসার থেকে হঠাৎ শাস্তি চলে আসা বেশি বিপজ্জনক।

নাবী ﷺ হঠাৎ শাস্তি থেকে এজন্য আশ্রয় চেয়েছেন যে, শাস্তি হঠাৎ চলে আসলে সে ব্যক্তি তাওবাহ্ করার কোন সুযোগ পায় না। আল্লাহ যখন কোন বান্দা থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চান তখন তিনি ঐ বান্দার ওপর এমন শাস্তি দেন যা প্রতিরোধ করার কোন ক্ষমতা কারো থাকে না। এমনকি সারা দুনিয়ার সমস্ত সৃষ্টি মিলে চেষ্টা করলেও তা প্রতিরোধ করতে পারবে না। যেমন কথা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহর রাগ থেকে আশ্রয় চাওয়ার মাধ্যমে ঐ সমস্ত কাজ থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে যেগুলো আল্লাহর রাগের কারণ হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর রাগের প্রভাব থেকে আশ্রয় চাওয়া।

---

[৫০৫] সহীহ : মুসলিম ২৭৩৯, আবূ দাউদ ১৫৪৫, মু'জামুল আওসাত লিত্ব ত্ববারানী ৩৫৮৮, মুসতাদ্রাক লিল হাকিম ১৯৪৬, শু'আবুল ঈমান ৪২২৪, সহীহ আল জামি' ১২৯১।

নাবী ﷺ আল্লাহর রাগ থেকে এজন্য আশ্রয় চেয়েছেন যে, আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা'আলা যখন কোন বান্দার ওপর রাগান্বিত হন তখন ঐ বান্দার ধ্বংস অনিবার্য। যদিও তা কোন তুচ্ছ বিষয়ে অথবা কোন ছোট কারণে হয়ে থাকে।

٢٤٦٢ - [٦] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৪৬২-[৬] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এভাবে দু'আ করতেন, "*আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন শার্‌রি মা- 'আমিলতু ওয়ামিন্ শার্‌রি মা-লাম আ'মাল*" (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই যা আমি করেছি এবং যা আমি করিনি তার অনিষ্টতা বা অপকারিতা হতে)। (মুসলিম)[৫০৬]

ব্যাখ্যা : ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন, যেসব জিনিস থেকে রসূল ﷺ-কে মুক্ত রাখা হয়েছে সেসব জিনিস থেকে আশ্রয় চাওয়ার কারণ হলো, এর দ্বারা তিনি বুঝাচ্ছেন যে, আল্লাহকে যেন ভয় করা হয়, তাঁর মহত্ব ঘোষণা করা হয়, তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী হয়, তাকে যেন অনুসরণ করা হয় এবং আল্লাহর নিকট কিভাবে, কোন্ দু'আ করতে হয় তা বর্ণনা করা।

ইমাম শাওকানীও বলেছেন : নাবী ﷺ এ দু'আগুলো এজন্য বলেছেন যে, তিনি তাঁর উম্মাতকে দু'আ শিক্ষা দিচ্ছেন। তাছাড়া তার সমস্ত 'আমালের মধ্যেই ভাল রয়েছে; কোন খারাপ নেই।

হাদীসে ব্যক্তির কৃতকর্মের মধ্য থেকে যেসব কাজ থেকে আল্লাহর নিকট মাফ চাওয়া প্রয়োজন হয় সেগুলো থেকে আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে।

তারপর আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক যেসব কাজ ভবিষ্যতে করা হবে তার অনিষ্ট থেকেও আশ্রয় চাওয়া হচ্ছে। যাতে করে ভবিষ্যতে করা হবে এমন খারাপ কাজ থেকে আল্লাহ হিফাযাত করেন। কারণ ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন ছাড়া কেউ নিজেকে আল্লাহর কৌশল থেকে নিরাপদ মনে করে না। তাই প্রত্যেকের উচিত অতীত ও ভবিষ্যতের খারাপ কাজ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া। ইমাম সিন্দী (রহঃ) বলেন : "কৃতকর্মের খারাপী থেকে" বলতে অতীতে যেসব গুনাহের কাজ করা হয়েছে এবং যেসব সাওয়াবের কাজ বর্জন করেছে তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

٢٤٦٣ - [٧] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ: «اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِيْ أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوْتُوْنَ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৪৬৩-[৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ (দু'আ) বলতেন, "*আল্ল-হুম্মা লাকা আস্‌লাম্‌তু, ওয়াবিকা আ-মান্‌তু, ওয়া 'আলায়কা তাওয়াক্কালতু, ওয়া ইলায়কা আনাব্‌তু, ওয়াবিকা খ-সম্‌তু, আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বি'ইয্‌যাতিকা লা- ইলা-হা ইল্লা- আন্‌তা, আন্*

[৫০৬] **সহীহ :** মুসলিম ২৭১৬, আবূ দাউদ ১৫৫০, নাসায়ী ৫৫২৭, মুসলিম ২৫৭৮৪, ইবনু হিব্বান ১০৩১, সহীহ আল **জামি'** ১২৯৩।

তুযিল্লানী। আন্‌তাল হাইয়্যুল্লাযী লা- ইয়ামূতু, ওয়াল জিন্নু ওয়াল ইন্‌সু ইয়ামূতূনা" (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমারই কাছে সমর্পণ করলাম, তোমারই ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম, তোমারই ওপর ভরসা করলাম এবং তোমারই দিকে নিজকে ফিরালাম এবং তোমারই সাহায্যে [শত্রুর সাথে] লড়লাম। হে আল্লাহ! আমি পথভ্রষ্টতা হতে তোমার মর্যাদার আশ্রয় গ্রহণ করছি। তুমি ছাড়া সত্য আর কোন মা'বূদ নেই, তুমি চিরঞ্জীব, তুমি মৃত্যুবরণ করবে না, আর মানুষ আর জিন্ মৃত্যুবরণ করবে।)। (বুখারী ও মুসলিম)[৫০৭]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে আল্লাহ কর্তৃক পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। এর অর্থ হলো দীনের সরল, সঠিক পথ তথা হিদায়াতের পথ থেকে ও ভ্রষ্ট হওয়া থেকে আশ্রয় চাওয়া হচ্ছে। ইমাম ক্বারী বলেন : এ দু'আর অর্থ হলো "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হিদায়াত দেয়ার পর এবং তোমার বিধি-বিধান ও সিদ্ধান্তসমূহের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের তাওফীক্ব দেয়ার পর তা থেকে ভ্রষ্ট হওয়া থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" এদিকেই ইশারা দেয়া হয়েছে কুরআনে বর্ণিত নিম্নোক্ত দু'আতে। আল্লাহ বলেন :

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾

"হে আমাদের রব! তুমি আমাদের হিদায়াত দেয়ার পর আমাদের অন্তরকে বক্র করে দিও না।"
(সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান ৩ : ৮)

"জিন্ ও মানুষ মৃত্যুবরণ করবে"– এ কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, এ দু' জাতিই শারী'আতের বিধান পালনে দায়িত্বপ্রাপ্ত। অনেকে এর দ্বারা দলীল পেশ করেন যে, মালাক (ফেরেশ্‌তা) মারা যাবেন না। তবে এখানে মালায়িকাহ্‌র (ফেরেশ্‌তাদের) কথা পৃথকভাবে উল্লেখ না করা হলেও আল্লাহর বাণী "আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংসশীল"– (সূরাহ্ আল ক্বাসাস ২৮ : ২৮৮) দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মালায়িকাহ্‌ও (ফেরেশ্‌তাগণও) মারা যাবেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٤٦٤ـ[٨] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْأَرْبَعِ: مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وابْنُ مَاجَةَ.

২৪৬৪-[৮] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) (দু'আ) বলতেন, *"আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল আর্‌বা'ই : মিন্ 'ইলমিন লা- ইয়ান্‌ফা'উ মিন্ ক্বলবিন লা- ইয়াখশা'উ ওয়ামিন্ নাফ্‌সিন লা- তাশবা'উ ওয়ামিন দু'আ-য়িন লা- ইউসমা'উ"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি চারটি বিষয়ে তোমার কাছে আশ্রয় চাই : যে জ্ঞান কোন উপকারে আসে না, যে অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হয় না, যে আত্মা তৃপ্ত হয় না এবং যে দু'আ কবূল হয় না।)। (আহমাদ, আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[৫০৮]

---

[৫০৭] সহীহ : বুখারী ৭৩৮৩, মুসলিম ২৭১৭, আহমাদ ২৭৪৮, সহীহ আল জামি' ১৩০৯।

[৫০৮] সহীহ : আবূ দাউদ ১৫৪৮, নাসায়ী ৫৪৬৭, ইবনু মাজাহ ৩৮৩৭, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯১২৬, আহমাদ ৮৪৮৮, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৯৫৮।

ব্যাখ্যা : 'জ্ঞান উপকারে না আসা' অর্থ হচ্ছে যে, জ্ঞান নিজের বা অপরের উপকারে আসে না; ঐ জ্ঞান অনুযায়ী 'আমালের মাধ্যমে দুনিয়ায়ও সে উপকৃত হতে পারে না আর আখিরাতেও ঐ জ্ঞান অনুযায়ী 'আমালের সাওয়াব দ্বারা উপকৃত হবে না। আর অনুপকারী জ্ঞান হলো ঐ জ্ঞান যা আল্লাহর উদ্দেশে অর্জিত হয় না এবং যে জ্ঞানের সাথে তাক্বওয়া সম্পৃক্ত থাকে না, সে জ্ঞান।

দুনিয়ার প্রতি লোভী অন্তর কখনো পরিতৃপ্ত হয় না। তবে জ্ঞান অর্জন ও উত্তম কাজের প্রতি আগ্রহ প্রশংসিত। এজন্যই আল্লাহ দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন, ﴿وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا﴾ "বলো, হে রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও"– (সূরাহ্ ত্ব-হা- ২০ : ১১৪)।

জ্ঞানের দাবী হলো, তা থেকে উপকৃত হতে হবে। যদি ঐ জ্ঞান দ্বারা উপকৃত না হওয়া যায় তাহলে ঐ জ্ঞান জ্ঞানীর জন্য বিপদের কারণ হবে। তাই তা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া উচিত। অন্তরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এ উদ্দেশে যে, তা তার স্রষ্টার ভয়ে ভীত হবে, তার জন্যে প্রসারিত হবে এবং আলো বিচ্ছুরণ ঘটাবে। যদি কোন অন্তর এরূপ না করে তাহলে বুঝতে হবে ঐ অন্তর কঠোর হয়ে গেছে। তাই প্রত্যেকের উচিত এমন অন্তর থেকে আশ্রয় চাওয়া।

আত্মাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এজন্যে যে, তা প্রতারণাপূর্ণ এ দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে স্থায়ী বাসস্থান (জান্নাত)-এর দিকে ধাবিত হবে। যখন এ আত্মা দুনিয়ার প্রতি লোভী হয় এবং অতৃপ্ত হয় তখন ঐ আত্মা মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রুতে রূপান্তরিত হয়। তখন এ জাতীয় আত্মা থেকে আশ্রয় চাওয়া কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

আর যখন কোন দু'আকারীর দু'আ কবূল করা হয় না তখন প্রমাণিত হয় যে, তার জ্ঞান ও 'আমাল দ্বারা সে উপকৃত হতে পারেনি এবং তার অন্তর আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়নি এবং পরিতৃপ্তও হয়নি।

٢٤٦٥ -[٩] وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو. وَالنَّسَائِيُّ عَنْهُمَا.

২৪৬৫-[৯] তিরমিযী 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে এবং নাসায়ী উভয় হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[৫০৯]

٢٤٦٦ -[١٠] وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَسُوْءِ الْعُمُرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

২৪৬৬-[১০] 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচটি বিষয় হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন : ভীরুতা, কৃপণতা, বয়সের অনিষ্টতা, অন্তরের কুমন্ত্রণা ও ক্ববরের 'আযাব। (আবূ দাউদ ও নাসায়ী)[৫১০]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে যে পাঁচটি বিষয় থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর তিনটি সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা হয়েছে। এখানে বাড়তি দু'টির প্রথমটি হলো বয়সের অনিষ্টতা। এখানে বয়সের অনিষ্টতা বলতে বৃদ্ধাবস্থা বা বৃদ্ধাবস্থার শেষ স্তরের কথা বলা হচ্ছে যখন ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তির বুদ্ধি-বিবেচনা লোপ পায়, বুঝ-ব্যবস্থা হ্রাস পায়, শারীরিক শক্তি কমে, তখন সে শিশুর মতো আচরণ করে। এ বয়সটির জীবন

---

[৫০৯] **সহীহ :** নাসায়ী ৫৪৪২, তিরমিযী ৩৪২৯, সহীহ আল জামি' ১৩০৮, ১২৮৬।

[৫১০] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৫৩৯, নাসায়ী ৫৪৮১, আহমাদ ১৪৫, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৯৪৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ১০২৪, সহীহ আল জামি' ৪৫৩৩।

কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। এ বয়স থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা এজন্যও বলা হতে পারে যে, তখন ঐ ব্যক্তির পক্ষে 'আমালে সালিহ করা সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি তা হলো অন্তরের ফিত্‌নাহ্। অন্তরের ফিত্‌নাহ্ বলতে শায়ত্বন যার দ্বারা ব্যক্তির অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় তা বুঝানো হয়েছে। কারো মতে এর দ্বারা অন্তরের কাঠিন্যতা, কঠোরতা, দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা ইত্যাদি বুঝাচ্ছে। কারো মতে অন্তরের মৃত্যু, ভ্রান্তি, হিংসা, খারাপ চরিত্র, বাতিল 'আক্বীদাহ্ পোষণ, সত্য গ্রহণে বাধা দেয়া, দুনিয়ার প্রতি আসক্তি ও আখিরাত থেকে দূরে থাকা ইত্যাদি বুঝানো হচ্ছে।

٢٤٦٧-[١١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ: «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَعُوْذُ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

২৪৬৭-[১১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) (দু'আয়) বলতেন : *"আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল ফাক্বরি, ওয়াল ক্বিল্লাতি ওয়ায্ যিল্লাতি ওয়া মিন্ আন্ আয্‌লিমা আও উয্‌লামা"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অস্বচ্ছলতা, স্বল্পতা, অপমান-অপদস্ত হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং আমি অত্যাচারী অথবা অত্যাচারিত হওয়া হতেও তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। (আবূ দাউদ ও নাসায়ী)[৫১১]

ব্যাখ্যা : (الْفَقْرِ) "আল ফাক্‌র" বা দরিদ্রতা বলতে এখানে সম্পদহীনতা বা সম্পদের স্বল্পতাকে বুঝানো হচ্ছে। সম্পদ না থাকলে বা কম থাকলে ধৈর্য ধারণ করতে না পারা এক ধরনের ফিত্‌নাহ্। তাই এ থেকে আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে। তবে কারো মতে এখানে অন্তরের দারিদ্র্যতাকে বুঝানো হয়েছে। সম্পদশালী ব্যক্তি যখন সম্পদের প্রতি লোভী হয়ে আরো বেশি অর্থ-সম্পদ অর্জনে ঝাপিয়ে পড়ে তখন সে মূলত ধনী হলেও অন্তরের দিক থেকে ফকীর।

(الْقِلَّةِ) "আল ক্বিল্লাহ্" বা স্বল্পতা দ্বারা এখানে সম্পদের এমন স্বল্পতা বুঝানো হয়েছে যতটুকু সম্পদ না থাকায় সে সঠিকভাবে 'ইবাদাত পালন করতে পারে না। কারো মতে এর দ্বারা ধৈর্যের স্বল্পতা বা সাহায্যকারীর স্বল্পতা বুঝাচ্ছে। কারো কারো মতে, এর দ্বারা সৎ কাজের সুযোগের ও উত্তম স্বভাবের স্বল্পতা বুঝানো হচ্ছে।

(الذِّلَّةِ) "আয্ যিল্লাহ্" বা অপমান হতে আশ্রয় চাওয়া অর্থাৎ মানুষের চোখে অপমানিত ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের শিকার হওয়া থেকে আশ্রয় চাওয়া। কারো কারো মতে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে গুনাহের কারণে যে অপমানের সম্মুখীন হতে হয় তা।

উল্লেখ্য যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বাণী "হে আল্লাহ! আমাকে মিসকীন হিসেবে বাঁচিয়ে রাখুন"– এর সাথে অত্র হাদীসে দারিদ্র্যতা থেকে আশ্রয় চাওয়ার কোন বিরোধ নেই। কারণ ঐ হাদীসে মিসকীন বলতে বিনয়, নম্রতা, অহংকারী না হওয়াকে বুঝানো হয়েছে; ফকীর হওয়াকে নয়।

এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার জন্য মূল গ্রন্থ "মির্'আত"-এ সংশ্লিষ্ট হাদীসের আলোচনা দেখুন।

---

[৫১১] সহীহ : আবূ দাউদ ১৫৪৪, নাসায়ী ৫৪৬১, আহমাদ ৮০৫৩, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৯৮৩, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৩৫১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩১৫০।

অত্যাচার করা বলতে যে কোন ধরনের অত্যাচার (যুল্‌ম) হোক তা নিজের ওপর কিংবা অপরের ওপর। আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে নিজের ওপর যে যুল্‌ম করা হয় তাও এর অন্তর্ভুক্ত। যুল্‌ম বলতে মূলত কোন বস্তুকে ঐ বস্তুর জন্যে নির্ধারিত স্থানে না রাখা অথবা অন্য কারো অধিকার লঙ্ঘন করা। নিজে অত্যাচারিত হওয়া বলতে অন্য কারো দ্বারা যুল্‌মের শিকার হওয়া। (অত্যাচার করা যেমন অন্যায় অত্যাচারিত হওয়াও ঠিক তেমনই অন্যায়।)

٢٤٦٨ـ[١٢] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْأَخْلَاقِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

২৪৬৮-[১২] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ (দু'আয়) বলতেন, *"আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাশ্ শিক্বা-কি, ওয়ান্ নিফা-ক্বি ওয়া সূয়িল আখলা-ক্ব"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি সত্যের বিরুদ্ধাচরণ, মুনাফিক্বী ও চরিত্রহীনতা হতে তোমার কাছে আশ্রয় চাই)। (আবূ দাউদ ও নাসায়ী)[৫১২]

ব্যাখ্যা : (شِقَاقِ) 'শিক্বা-ক্ব' বলতে এখানে সত্যের বিরোধিতা করাকে বুঝানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾

"কিন্তু কাফিরগণ ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতায় ডুবে আছে।" (সূরাহ্ সাদ ৩৮ : ০২)

(النِّفَاقِ) "আন্ নিফাক্ব" অর্থ অন্তরে কুফ্‌রকে গোপন রেখে বাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রকাশ করা। এখানে 'নিফাক্ব' বলতে বেশি বেশি মিথ্যা কথা বলা, আমানাতের খিয়ানাত করা, ওয়া'দা ভঙ্গ করা, ঝগড়ার সময় গালি-গালাজ করাকেও বুঝানো হতে পারে।

"চরিত্রের অসাধুতা" (سُوْءِ الْأَخْلَاقِ) দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে উদারতা ও চেহারার প্রফুল্লতার বিপরীত কিছু। ইবনুল মালিক-এর মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সত্যানুসারীদের কষ্ট দেয়া, পরিবার ও নিকটাত্মীয়দের কষ্ট দেয়া, তাদের ক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে কঠোর আচরণ করা এবং তাদের থেকে কোন ভুল বা পাপ প্রকাশিত হলে তা ক্ষমাসুন্দর চোখে না দেখা।

উল্লেখ্য যে, অত্র হাদীসে উল্লিখিত প্রথম দু'টি বিষয়ও তৃতীয় বিষয়টির অন্তর্ভুক্ত মনে হলেও তৃতীয় বিষয়টি দ্বারা গোপন গুণাবলী বুঝানো হচ্ছে আর প্রথম দু'টি প্রকাশ্য খারাপ গুণ।

٢٤٦٩ـ[١٣] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

২৪৬৯-[১৩] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ (দু'আয়) বলতেন : *"আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা, মিনাল জূ'ই ফাইন্নাহূ বি'সায্ যজী'উ, ওয়া আ'উযুবিকা মিনাল খিয়া-নাতি ফাইন্নাহা- বি'সাতিল বিত্বা-নাহ্"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অভুক্ত হতে আশ্রয়

[৫১২] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ১৫৪৬, নাসায়ী ৫৪৭১, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৩৪৯, য'ঈফ আল জামি' ১১৯৮, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৬১৩। কারণ এর সানাদে যুবারাহ্ একজন মাজহূল (অজ্ঞাত) রাবী।

চাই, কেননা তা মানুষের কতই না খারাপ নিদ্রা-সাথী এবং তোমার কাছে আশ্রয় চাই বিশ্বাসঘাতকতা হতে, কেননা বিশ্বাসঘাতকতা কতই না মন্দ অদৃশ্য স্বভাব।)। (আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ)[৫১৩]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের প্রথমে ক্ষুধা থেকে আশ্রয় চাওয়া অর্থ হচ্ছে পেটে খাবার না থাকার কারণে প্রাণীরা যে কষ্ট অনুভব করে সে কষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া। এর থেকে আশ্রয় চাওয়া হচ্ছে এ জন্যে যে, ব্যক্তির শরীরের উপর ক্ষুধার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ক্ষুধাহীনতা ব্যক্তিকে বাহ্যিকভাবে ও অভ্যন্তরীণভাবে শক্তিশালী করে এবং ক্ষুধা আল্লাহর আনুগত্যমূলক ও কল্যাণ কাজ থেকে বিরত রাখে। ক্ষুধাকে ঘুমের মন্দ সাথী বলা হয়েছে এজন্য যে, এটি ব্যক্তিকে 'ইবাদাত পালনে বাধা দেয়, মস্তিষ্ককে বিশৃঙ্খল করে, বিভ্রান্তিমূলক চিন্তা ও বাতিল ধ্যান-ধারণার উদ্রেক ঘটায় এবং সর্বোপরি রাতে ঘুমাতে দেয় না।

খিয়ানাত হলো আমানাতের বিপরীত। ইমাম ত্বীবী বলেন : খিয়ানাত হলো গোপনে অঙ্গীকার ভঙ্গের মাধ্যমে সত্যের বিরোধিতা করা। বাহ্যিকভাবে এটি সমস্ত শার'ঈ দায়িত্বকে শামিল করে। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন। (দেখুন : সূরাহ্ আল আহ্যা-ব ৩৩ : ৭২, সূরাহ্ আল আন্ফাল ৮ : ২৭)

যখন মানুষ থেকে খিয়ানাতকে আড়াল রাখা হয়, প্রকাশ করা হয় না। তখন তাকে (بِطَانَةٌ) "বিত্বা-নাহ্" বলে। ইমাম ত্বীবী বলেন, "বিত্বা-নাহ্" হলো প্রকাশ্যের বিপরীত।

٢٤٧٠ ـ [١٤] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ: «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَالْجُنُوْنِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

২৪৭০-[১৪] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দু'আয়) বলতেন : "*আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল বারাসি, ওয়াল জুযা-মি, ওয়াল জুনূনি, ওয়ামিন্ সাইয়্যিয়িল আস্ক্বা-ম*" (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি শ্বেতরোগ, কুষ্ঠরোগ, উম্মাদনা ও কঠিন রোগসমূহ হতে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি)। (আবূ দাউদ ও নাসায়ী)[৫১৪]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে খারাপ রোগ দ্বারা সকল নিকৃষ্ট রোগকে বুঝানো হয়েছে। সেসব রোগ থেকে মানুষ পলায়ন করে। যেমন- শোথ (স্ফীতিরোগ), পক্ষাঘাত, যক্ষ্মা বা দীর্ঘ কোন রোগ।

হাদীসে উল্লিখিত তিনটি রোগ যদিও শেষোক্ত নিকৃষ্ট রোগের অন্তর্ভুক্ত তারপরও ঐ রোগগুলো শুধু 'আরবদের নিকট নয়, বরং সকল মানুষের নিকট নিকৃষ্ট রোগ হিসেবে পরিচিত বিধায় সেগুলোর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সকল রোগ থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়নি, বরং ঐ সকল রোগ থেকে আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে যেগুলো নিকৃষ্ট। তাছাড়া এ নিকৃষ্ট রোগগুলো হলে কাছের সাথীও ছেড়ে চলে যায়। যেমন- কোন ব্যক্তি পাগল হলে তার সাথীকে সে হত্যাও করে ফেলতে পারে। সে ভয়ে সে তাকে ছেড়ে চলে যেতে পারে। তাই এ ধরনের রোগ থেকে আশ্রয় চাওয়ার দু'আ শিখানো হয়েছে।

٢٤٧١ ـ [١٥] وَعَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ: «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

[৫১৩] হাসান : আবূ দাউদ ১৫৪৭, নাসায়ী ৫৪৬৮, ইবনু মাজাহ ৩৩৫৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ১০২৯, সহীহ আল জামি' ১২৮৩।

[৫১৪] সহীহ : আবূ দাউদ ১৫৫৪, নাসায়ী ৫৪৯৩, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯১২৯, আহমাদ ১৩০০৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ১০৯৭, সহীহ আল জামি' ১২৮১।

Contents

২৪৭১-[১৫] কুত্ববাহ্ ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (দু'আ) বলতেন, *"আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন্ মুন্‌কারা-তিল আখলা-ক্বি, ওয়াল আ'মা-লি, ওয়াল আহ্ওয়া-য়ি"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে মন্দ স্বভাব, অসৎ কাজ ও খারাপ আশা-আকাঙ্ক্ষা হতে আশ্রয় চাই)। (তিরমিযী)[৫১৫]

ব্যাখ্যা : "মুনকার" বলা হয় ঐ কথা ও কাজকে শারী'আতের দৃষ্টিতে যার কোন ভাল গুণ নেই অথবা শারী'আতের দৃষ্টিতে যার খারাপ দিক স্পষ্ট। "আখলাক্ব" বলতে অপ্রকাশ্য কর্মকে বুঝায়। যেমন- বিদ্বেষ, হিংসা, ঘৃণা, কৃপণতা, কাপুরুষতা বা এ জাতীয় কোন কর্মকাণ্ড। মন্দ চরিত্র থেকে আশ্রয় চাওয়া হচ্ছে এজন্যে যে, এগুলো সকল খারাপকে টেনে আনে এবং সকল ভালকে দূরে ঠেলে দেয়।

মন্দ কাজ বলতে সকল সগীরাহ্ ও কাবীরাহ্ গুনাহের কাজ। যেমন- হত্যা, ব্যভিচার; মদপান, চুরি ইত্যাদি বুঝানো হচ্ছে।

মন্দ আকাঙ্ক্ষা বা মন্দ প্রবৃত্তি বলতে কুরআন ও সুন্নাহ বর্জিত যে কোন ভ্রান্ত 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাসকে বুঝানো হচ্ছে। যেমন- জাবারিয়্যাহ্, ক্বদারিয়্যাহ্, খারিজী, শী'আ বা তাদের মতো অন্যান্য প্রবৃত্তির অনুসারীদের 'আক্বীদাহ্। এগুলো থেকে আশ্রয় চাইতে বলা হচ্ছে।

٢٤٧٢ -[١٦] وَعَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ عَلِّمْنِيْ تَعْوِيذًا أَتَعَوَّذُ بِهِ قَالَ: «قُلِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ وَمِنْ شَرِّ بَصَرِيْ وَشَرِّ لِسَانِيْ وَشَرِّ قَلْبِيْ وَشَرِّ مَنِيِّيْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

২৪৭২-[১৬] শুতায়র ইবনু শাকাল ইবনু হুমায়দ (রহঃ) তাঁর পিতা শাকাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি একদিন বললাম, হে আল্লাহর নাবী! আমাকে এমন একটি দু'আ শিখিয়ে দিন, যা দিয়ে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে পারি। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, পড়- *"আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন্ শার্‌রি সাম্'ঈ, ওয়ামিন্ শার্‌রি বাসারী, ওয়া শার্‌রি লিসা-নী ওয়া শার্‌রি ক্বলবী ওয়া শার্‌রি মানিয়্যি"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই– আমার কানের [মন্দ শোনার] অনিষ্টতা, চোখের [দেখার] অনিষ্টতা, আমার মুখের [বলার] অনিষ্টতা, আমার ক্বলবের [অন্তরের চিন্তা-ভাবনার] অনিষ্টতা ও বীর্যের [যিনা-ব্যভিচারের] অনিষ্টতা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য।)। (আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)[৫১৬]

ব্যাখ্যা : দু'আটির ব্যাখ্যা এরূপ হতে পারে যে, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই আমার কানের অনিষ্টতা থেকে যাতে আমি এমন কিছু না শুনি যা শুনা অপছন্দনীয়। যেমন- মিথ্যা কথা, অপবাদ, গীবাত সহ যে কোন অবাধ্যতামূলক (গুনাহের) কথা। আবার যা শুনা উচিত। যেমন- সত্য কথা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ ইত্যাদি শোনা থেকে যেন বঞ্চিত না হই।

চোখের অনিষ্টতা বলতে অপছন্দনীয় কিছু দেখা। যেমন- হারাম কিছু দেখা। মুখের অনিষ্টতা বলতে অনুপকারী কিছু বলা, কারণ বেশিরভাগ ভুল মুখের দ্বারাই সংঘটিত হয়। উপরোক্ত অঙ্গসমূহের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা এজন্যে বলা হয়েছে যে, এগুলো হচ্ছে সকল স্বাদ ও যৌন আসক্তির উৎস মূল।

---

[৫১৫] **সহীহ :** তিরমিযী ৩৫৯১, সহীহ আল জামি' ১২৯৮।

[৫১৬] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৫৫১, তিরমিযী ৩৪৯২, নাসায়ী ৫৪৫৫, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৪৫, আহমাদ ১৫৫৪১, সহীহ আল জামি' ১২৯২, ৪৩৯৯।

অন্তরে অনিষ্টতা বলতে কোন ভ্রান্ত বিশ্বাস লালন করা বা হিংসা, বিদ্বেষ, দুনিয়ার প্রতি আসক্তি, সৃষ্টিকে ভয় করা, জীবিকা বন্ধ হওয়ার ভয় ইত্যাদি বুঝায়।

বীর্যের অনিষ্টতা বলতে যিনার প্রাথমিক স্তরসমূহ যেমন দেখা, স্পর্শ, চুমু দেয়া, একসাথে পথ চলা ইত্যাদির কোনটিতে সম্পৃক্ত হওয়া এবং এর মাধ্যমে ক্রমশ যিনা পর্যন্ত পৌঁছা।

বিশেষ করে উপর্যুক্ত জিনিসগুলো থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে এজন্য যে, এগুলো সকল অনিষ্টের মূল বা কর্মসূচি।

٢٤٧٣ -[١٧] وَعَنْ أَبِي الْيَسَرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو: «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّيْ وَمِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فِيْ سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ فِيْ رِوَايَةٍ أُخْرٰى «الْغَمِّ».

২৪৭৩-[১৭] আবুল ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এভাবে দু'আ করতেন, *"আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল হাদ্‌মি ওয়া আ'উযুবিকা মিনাত্ তারাদ্‌দী ওয়ামিনাল গরাক্বি ওয়াল হারক্বি ওয়াল হারামি ওয়া আ'উযুবিকা মিন্ আন্ ইয়াতাখব্বাত্বানিশ্ শায়ত্ব-নু 'ইন্‌দাল মাওতি ওয়া আ'উযুবিকা মিন্ আন্ আমূতু ফী সাবীলিকা মুদবিরান ওয়া আ'উযুবিকা মিন্ আন্ আমূতা লাদীগা-"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই [আমার ওপর] কিছু ধসে পড়া হতে। হে আল্লাহ! উপর হতে পড়া, পানিতে ডুবা, আগুনে পোড়া ও বার্ধক্য হতেও আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই। আরো আশ্রয় চাই তোমার কাছে মৃত্যুর সময় শায়ত্বনের প্ররোচনায় নিমজ্জিত হওয়া হতে। আর তোমার পথ হতে পৃষ্ঠপ্রদর্শনরত [জিহাদের ময়দান হতে পিছ পা] অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা হতেও আশ্রয় চাই। আরো আশ্রয় চাই দংশিত হয়ে মৃত্যুবরণ করা হতে।)। (আবূ দাউদ, নাসায়ী; নাসায়ীর অপর এক বর্ণনায় আরো রয়েছে "এবং শোক" হতে)[৫১৭]

ব্যাখ্যা : (هَدْمِ) "হাদ্‌ম" অর্থ হচ্ছে কোন কিছু যেমন বিল্ডিং ভেঙ্গে পড়া। (تَرَدِّيْ) "তারদ্দী" অর্থ হচ্ছে কোন উঁচু স্থান হতে নিচে পতিত হওয়া। যেমন উঁচু পাহাড় বা সুউচ্চ ছাদ থেকে নিচে পড়া। এর দ্বারা কূপের মধ্যে পড়ে যাওয়াও বুঝায়।

নাবী (সাঃ) অত্র হাদীসে উল্লিখিত প্রথম চারটি বিষয় থেকে আশ্রয় চেয়েছেন এজন্য যে, এগুলো ব্যক্তির উপর হঠাৎ করে চলে আসে। এমতাবস্থায় হয়তো ঐ ব্যক্তি ওয়াসিয়্যাত, দান কিছুই করার সুযোগ পায় না।

শায়ত্বনের গোমরাহী বলতে শায়ত্বন কর্তৃক দীনী ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিভ্রাট তৈরি করা। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, শায়ত্বন কারো মৃত্যুর সময় ঐ ব্যক্তিকে ফিতনায় ফেলার চেষ্টা করে, তার জন্য যা খারাপ তাকে তার সামনে ভাল হিসেবে এবং তার জন্যে ভালকে খারাপ হিসেবে উপস্থাপন করে। খাত্ত্বাবীর মতে শায়ত্বন কারো মৃত্যুর সময় তাকে পথভ্রষ্ট করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে। ঐ ব্যক্তি যেন তাওবাহ্ না করতে

[৫১৭] সহীহ : আবূ দাউদ ১৫৫২, নাসায়ী ৫৫৩৩, আহমাদ ১৫৫২৩, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৩৮১, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৯৪৮, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৩০৯।

পারে এবং সংশোধন না হতে পারে সে চেষ্টা করে। তাকে আল্লাহর রহমাত থেকে নিরাশ করে অথবা মৃত্যুকে তার নিকট অপ্রিয় করে তোলে, দুনিয়ার জীবনের প্রতি বিতশ্রুদ্ধ হয়। দুনিয়া ছেড়ে আখিরাতের পানে চলে যাওয়ার আল্লাহর সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারে না। ফলে তার জীবনটি শেষ হয় খারাপভাবে এবং আল্লাহর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটে এমতাবস্থায় যে, আল্লাহ তার ওপর অসন্তুষ্ট থাকেন।

যুদ্ধের ময়দানে কাফিরদের সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় সেখান থেকে পিঠ ফিরিয়ে পালিয়ে যাওয়া হারাম। তাই এরূপ হারাম কাজ থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। এখানে হাক্ব থেকে মুখ ফিরানোও উদ্দেশ্য হতে পারে।

দংশিত হওয়া বলতে সাপ, বিচ্ছু বা এ জাতীয় যেসব প্রাণীর দংশনে বিষ থাকে সেসব প্রাণীর দংশনে মৃত্যু হওয়া থেকেও আশ্রয় চাওয়া উচিত। কারণ এরূপ হঠাৎ মৃত্যু কাম্য নয়।

٢٤٧٤ ـ[١٨] وَعَنْ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِسْتَعِيذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ طَمَعٍ يَهْدِىْ إِلٰى طَبَعٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ.

২৪৭৪-[১৮] মু'আয রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা আল্লাহর কাছে লোভ-লালসা হতে আশ্রয় চাও, যে লোভ-লালসা মানুষকে দোষ-ত্রুটির দিকে এগিয়ে দেয়। (আহমাদ, বায়হাক্বী- দা'ওয়াতুল কাবীর)[৫১৮]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে লালসা বলতে কোন জিনিসের প্রতি প্রচণ্ড ঝোঁক, আগ্রহ, লোভকে বুঝানো হয়েছে। এর থেকে আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে এজন্যে যে, এ লালসা ব্যক্তিকে ক্রমশ প্রবৃত্তির অনুসরণ, দোষ-ত্রুটি, গুনাহের কাজ, গোপন খারাপ কাজের দিকে নিয়ে যায়। যেমন- দুনিয়ার বিনয়ী হওয়া, মানুষকে শুনানোর জন্যে ও দেখানোর জন্যে কাজ করা ইত্যাদি যা মানুষ তার প্রবৃত্তির লোভের বশবর্তী হয়ে করে। এজন্যই বলা হয়, (الطمع فساد الدين والورع صلاحه)

অর্থাৎ- "লালসা দীনকে ধ্বংস করে আর পরহেজগারিতা দীনকে সংরক্ষণ করে।"

٢٤٧٥ ـ[١٩] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ اسْتَعِيذِىْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ هٰذَا فَإِنَّ هٰذَا هُوَ الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২৪৭৫-[১৯] 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্হা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদিন চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলেন, "হে 'আয়িশাহ্! আল্লাহর কাছে এর অনিষ্টতা হতে আশ্রয় চাও। কারণ এটা হলো সেই *গ-সিক্ব* বা অস্তগামী যখন তা অন্ধকার হয়ে যায়।" (তিরমিযী)[৫১৯]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে (غَاسِقٌ) "গ-সিক্ব" তথা অন্ধকারাচ্ছন্ন চাঁদ থেকে আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। "গ-সিক্ব" বলতে দু'টি জিনিস বুঝানো হতে পারে। প্রথমত চন্দ্র গ্রহণের সময়, চন্দ্র যখন নিস্প্রভ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায় সে সময়, দ্বিতীয়ত চন্দ্র ডুবে গেলে, পৃথিবী যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায় সে সময়।

---

[৫১৮] **য'ঈফ** : আহমাদ ২২০২১, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১৭৯, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৯৫৬, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৩৩৭, য'ঈফাহ্ ১৩৭৩, য'ঈফ আল জামি' ৮১৫। কারণ এর সানাদে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির আল আস্‌লামী একজন দুর্বল রাবী।

[৫১৯] **হাসান সহীহ** : তিরমিযী ৩৩৬৬, আহমাদ ২৫৮০২, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ৩৯৮৯, সহীহ আল জামি' ৭৯১৬।

Contents

এখানে যে গা-সিক্ব থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে তা থেকেই সূরাহ্ আল ফালাক্ব-এর তৃতীয় আয়াতে আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে। সেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾

"(আমি আশ্রয় চাই) রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট হতে, যখন তা গভীর হয়।" (সূরাহ্ আল ফালাক্ব ১১৩ : ৩)

এখানে মূলত গ-সিক্ব বলতে অন্ধকার রাতকে বুঝানো হয়েছে। অন্ধকার রাত থেকে আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ এজন্য দেয়া হয়েছে যে, ঐ সময় যাদু করা হয়, রোগ-বিপদ ছড়িয়ে পড়ে। এখানে ঐ অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে।

٢٤٧٦ - [٢٠] وَعَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي: «يَا حُصَيْنُ كَمْ تَعْبُدُ الْيَوْمَ إِلْهًا؟» قَالَ أَبِي: سَبْعَةً: سِتًّا فِي الْأَرْضِ وَوَاحِدًا فِي السَّمَاءِ قَالَ: «فَأَيُّهُمْ تَعُدُّ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ؟» قَالَ: الَّذِي فِي السَّمَاءِ قَالَ: «يَا حُصَيْنُ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَسْلَمْتَ عَلَّمْتُكَ كَلِمَتَيْنِ تَنْفَعَانِكَ» قَالَ: فَلَمَّا أَسْلَمَ حُصَيْنٌ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلِّمْنِي الْكَلِمَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَعَدتَنِيْ فَقَالَ: «قُلْ اَللّٰهُمَّ أَلْهِمْنِيْ رُشْدِيْ وَأَعِذْنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২৪৭৬-[২০] 'ইমরান ইবনু হুসায়ন (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নাবী (ﷺ) আমার পিতা হুসায়নকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখন কতজন মা'বূদের পূজা করছো? আমার পিতা বললেন, সাতজনের–তন্মধ্যে ছয়জন মাটিতে আর একজন আকাশে। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, আশা-নিরাশার ও ভয়-ভীতির সময় কাকে মানো (কোন্ মা'বূদকে ডাকো)? আমার পিতা বললেন, যিনি আকাশে আছেন তাকে মানি। তখন তিনি (ﷺ) বলেন, তবে শুন হুসায়ন! যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ করো, আমি তোমাকে দু'টি কালিমা শিখাবো, যা তোমার উপকারে (পরকালীন মুক্তি) আসবে। বর্ণনাকারী ('ইমরান (রাঃ)) বলেন, আমার পিতা হুসায়ন ইসলাম গ্রহণ করার পর বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে ঐ কালিমা দু'টি শিখিয়ে দিন, যার কথা আপনি আমাকে ওয়া'দা দিয়েছিলেন। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি (সেই আসমানের মা'বূদকে) বলো, "*আল্ল-হুম্মা আলহিম্নী রুশ্দী, ওয়া আ'ইয্নী মিন শার্রি নাফ্সী*" (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে সত্য পথের সন্ধান দাও এবং আমার নাফ্সের অপকারিতা হতে রক্ষা করো)। (তিরমিযী)[৫২০]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে রসূলুল্লাহ (ﷺ) সহাবী 'ইমরান ইবনু হুসায়ন (রাঃ)-কে যে ছোট দু'আটি শিক্ষা দিয়েছেন তার প্রথম অংশের (الرُّشْدِ) "রুশ্দ" বলতে মূলত সত্যের পথকে শক্তভাবে ধরে তার উপর দৃঢ় থাকা। 'আল্লামাহ্ ক্বারী বলেন : প্রথম অংশের অর্থ হলো : হে আল্লাহ! আপনি আমাকে রুশ্দ তথা সততার অনুসরণ করার তাওফীক্ব দান করুন।

দু'আটির দ্বিতীয় অংশের অর্থ হলো, 'হে আল্লাহ! অন্তরের অনিষ্ট বা অপকারিতা থেকে আমাকে রক্ষা করো', নিশ্চয়ই অন্তরই হচ্ছে সকল অনিষ্টের মূল বা উৎস। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন : এ হাদীসটি

[৫২০] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৪৮৩, মু'জামুল আওসাত লিত্ব ত্ববারানী ১৯৮৫, রিয়াযুস্ সলিহীন ১৪৯৫, য'ঈফ আল জামি' ৪০৯৮। কারণ এর সানাদে শাবীব একজন দুর্বল রাবী। আর হাসান বাসরী এবং 'ইমরান ইবনু হুসায়ন-এর মাঝে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। কারণ হাসান 'ইমরান ইবনু হুসায়ন (রাযিঃ)-কে পাননি।

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর "জাওয়ামি'উল কালিম" (স্বল্প কথায় বেশি অর্থবোধক বাক্য)-এর অন্যতম। এ ছোট দু'আটিতে তিনি রুশ্‌দ তথা সত্য পথের নির্দেশনা চেয়েছেন। যার মাধ্যমে সকল ভ্রান্তি, পথভ্রষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকা যায় এবং তিনি অন্তর থেকে উৎসারিত অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চেয়েছেন। যার মাধ্যমে অধিকাংশ আল্লাহদ্রোহী কাজ সংঘটিত হয়। আর অধিকাংশ আল্লাহদ্রোহী কাজ খারাপ কাজের আদেশদাতা অন্তর (النفس الأمارة بالسوء) "আন নাফ্‌সুল আম্মারাহ্ বিস্‌সূয়ি" এর দ্বারা প্ররোচনা লাভ করে।

٢٤٧٧ - [٢١] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهٗ «وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو يُعَلِّمُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهٖ وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِي صَكٍّ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهٖ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَهٰذَا لَفْظُهٗ

২৪৭৭-[২১] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ঘুমের মধ্যে ভয় পায় সে যেন বলে, "*আ'উযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্ তা-ম্মা-তি মিন্ গাযাবিহী ওয়া 'ইক্বাবিহী ওয়া শার্‌রি 'ইবা-দিহী ওয়ামিন্ হামাযা-তিশ্ শায়া-ত্বীনি ওয়া আন্ ইয়াহ্‌যুরূন*" (অর্থাৎ- আমি আল্লাহর পূর্ণ বাক্যসমূহের মাধ্যমে আশ্রয় চাই, আল্লাহর ক্রোধ ও তার শাস্তি হতে, তাঁর বান্দাদের অপকারিতা হতে এবং শায়ত্বনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হতে। আর তারা যেন আমার কাছে উপস্থিত হতে না পারে।)। এতে শায়ত্বনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তার ক্ষতি করতে পারবে না। বর্ণনাকারী বলেন : 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র তাঁর সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হতেন তাদেরকে এই দু'আ শিখিয়ে দিতেন, আর যারা অপ্রাপ্তবয়স্ক এ দু'আ কাগজে লিখে তাদের গলায় লটকিয়ে দিতেন। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী; হাদীসটি তিরমিযীর ভাষ্য)[৫২১]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর নামসহ রক্ষাকবচ শিশুদের গলায় ঝুলানো জায়িয। তবে এ ব্যাপারে আরো কথা রয়েছে। প্রথম কথা হচ্ছে যেসব রক্ষাকবচ ও তাবীয জাহিলী যুগের কুসংস্কার হিসেবে ঝুলানো হয় সেগুলো হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন মতানৈক্য নেই। তবে যেসব তাবীযে আল্লাহর নাম, তাঁর গুণাবলী, কুরআনের আয়াত এবং হাদীসে বর্ণিত দু'আসমূহ থাকে তা ঝুলানোর ক্ষেত্রে 'আলিমগণ মতানৈক্য করেছেন। শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল ওয়াহ্‌হাব (রহঃ)-এর নাতি 'আল্লামাহ্ শায়খ 'আবদুর রহমান ইবনু হাসান (রহঃ) তার "ফাতহুল মাজীদ শারহি কিতাবুত্ তাওহীদ" গ্রন্থে বলেছেন,

"জেনে রাখো! সহাবী, তাবি'ঈ ও তাদের পরবর্তী 'আলিমগণ কুরআন এবং আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সমেত তাবীয ঝুলানো বৈধ হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন। তাদের একদলের মত হচ্ছে এরূপ তাবীয জায়িয। যারা এ মত দিয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র ইবনুল 'আস رضي الله عنه। এ মতের পক্ষের দলীল হলো ইবনু মাস্‌'উদ رضي الله عنه বর্ণিত হাদীস, যেখানে তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, (إن الرقى والتولة والتمائم شرك)

অর্থাৎ- "নিশ্চয় ঝাড়ফুঁক, তাবীয-কবয শির্‌ক।" (আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ্, ইবনু হিব্বান, হাকিম)

---

[৫২১] হাসান : তবে মাওকূফ অংশটুকু ছাড়া। তিরমিযী ৩৫২৮, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৩৫৪৭, আবূ দাঊদ ৩৮৯৩, আল কালিমুত্ তৃইয়্যিব ৪৯, সহীহ আল জামি' ৭০১।

তাদের মতে এ হাদীসে উল্লিখিত তাবীয বলতে শির্কযুক্ত তাবীয উদ্দেশ্য, যা হারাম।

অপরপক্ষের মত হলো, এরূপ তাবীয ঝুলানোও জায়িয নয়। এ মতের অন্যতম হলেন ইবনু মাস্'ঊদ, ইবনু 'আব্বাস, হুযায়ফাহ্, 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির ইবনু 'উকায়ম (রাযিয়াল্লাহু আনহু), তাবি'ঈদের একটি বিশাল দল, ইমাম আহমাদ এবং পরবর্তী 'উলামায়ে কিরাম (রহঃ)। তারা উপরোক্ত হাদীসও এ অর্থ প্রকাশ করে এমন অন্যান্য হাদীস (যেমন- ইবনু হিব্বানে বর্ণিত 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির-এর হাদীস, আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ ও হাকিমে বর্ণিত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উকায়ম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস) দ্বারা দলীল পেশ করেন।

শায়খ 'আবদুর রহমান ইবনু হাসান বলেন : তিনটি কারণে এ শেষোক্ত মতটিই বিশুদ্ধ।

[এক] হাদীসে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা ব্যাপকার্থক ('আম)। এ নিষেধাজ্ঞার কোন বিশেষ (খাস) হুকম নেই।

[দুই] অন্যায়ের পথ বন্ধ করা। কারণ এ পথ খুলে রাখলে এ শর্ত না মেনে অন্যকিছু মানুষ ঝুলাবে যা বৈধ নয়।

[তিন] যদি কেউ এগুলো ঝুলায়ও তাহলে তাকে ঐ জিনিসকে অপমান করতে হয় যেমন সে ঐ তাবীযসহ বাথরুম, প্রসাবখানাসহ এরূপ অপবিত্র স্থানে যায়। যার মাধ্যমে সে প্রকারন্তরে আল্লাহর নাম ও কুরআনকে অপমানিত করে।

লেখক বলেন : ঐ উপরোক্ত তিনটি কারণের সাথে কেউ কেউ চতুর্থ একটি কারণ যুক্ত করেছেন যে, কুরআনের আয়াত যদি কেউ তাবীয হিসেবে ঝুলায় তাহলে সে মূলত আল্লাহর আয়াত নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করল এবং কুরআন যে বিধান নিয়ে এসেছে তার বিপরীত কাজ করল।

আল্লাহ তা'আলা কুরআন অবতীর্ণ করেছেন মানবজাতির হিদায়াতের জন্য, সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী হিসেবে এবং মানুষের অন্তরের ব্যাধি দূর করার জন্য। এ কুরআন মুত্তাক্বীদের জন্য স্মরণিকাও বটে। কুরআন এজন্য অবতীর্ণ হয়নি যে, এ কুরআনকে মানুষ তাবীয-ক্বয হিসেবে ব্যবহার করবে। আর কিছু ব্যবসায়ী এর দ্বারা অর্থ উপার্জন করবে। ক্বরস্থানে এটি পাঠ করা হবে এবং এ জাতীয় অন্যান্য কাজ করা হবে যেগুলো কুরআনের সম্মানের/মর্যাদার বিরোধী। 'উলামায়ে কিরাম তাবীয ঝুলানোর পক্ষে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসের জবাবে কিছু কথা বলেছেন :

[এক] এ হাদীসটির সানাদ য'ঈফ। কারণ এ সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব নামক ব্যক্তি রয়েছেন; যিনি মুদাল্লাস। যদিও এ সানাদকে ইমাম তিরমিযী হাসান এবং ইমাম হাকিম সহীহ বলেছেন।

[দুই] এ হাদীস যদি সহীহ হিসেবে ধরেও নেই তাহলে এর দ্বারা দলীল সাব্যস্ত হয় না। কারণ এ হাদীসে এ প্রমাণ নেই যে, ঐ কাজ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দেখেছেন এবং সমর্থন করেছেন।

[তিন] এটি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ব্যক্তিগত 'আমাল। তার এ একক 'আমালের মাধ্যমে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস ও প্রধান সহাবীগণের 'আমালকে বর্জন করা যাবে না; যারা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর 'আমাল অনুসরণ করেননি।

ইমাম শাওকানী "তুহফাতুয্ যাকিরীন" গ্রন্থে (পৃঃ ৮৯) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, তাবীয ঝুলানো বৈধ হওয়ার বিপক্ষে যে দলীল বর্ণিত হয়েছে তার বিপরীতে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

উপরোক্ত জবাবগুলো ছাড়াও লেখক বেশকিছু জবাব-যুক্তি-মত উল্লেখ করে শেষে বলেছেন : যদিও কিছু 'আলিম আল্লাহর নাম ও কুরআনের আয়াতওয়ালা তাবীয ঝুলানো জায়িয বলেছেন তারপরও ইখলাসের

Contents

দাবী ও অধিক উত্তম হলো সকল রকমের তাবীজ বর্জন করা। কারণ হাদীসে ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) লোক হিসাব ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করবে বলে যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা ঝাড়ফুঁক করেনি এবং করায়নি। অথচ ঝাড়ফুঁক ইসলামে জায়িয। যে ব্যাপারে হাদীস এবং আসার বর্ণিত হয়েছে। সঠিক মত সম্পর্কে আল্লাহই অধিক জানেন।

٢٤٧٨ - [٢٢] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ اللهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ: اَللّٰهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ: اَللّٰهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

২৪৭৮-[২২] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি তিনবার আল্লাহর কাছে জান্নাতের প্রত্যাশা করে; জান্নাত বলবে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। আর যে ব্যক্তি তিনবার জাহান্নাম থেকে মুক্তি কামনা করবে; জাহান্নাম বলবে, হে আল্লাহ! তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও। (তিরমিযী ও নাসায়ী)[৫২২]

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট জান্নাত কামনা করল, অর্থাৎ- সততা, নিশ্চিত বিশ্বাস ও উত্তম নিয়্যাত সহকারে তিনবার আল্লাহর নিকট জান্নাতে প্রবেশ করতে চাইল। জান্নাত চাওয়ার জন্য এভাবে দু'আ করতে পারে (اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ) *"আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্ আলুকাল জান্নাহ্"*। অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জান্নাত চাই। অথবা বলতে পারে, (اَللّٰهُمَّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ) *"আল্ল-হুম্মা আদ্খিল্নিল জান্নাহ্"*। অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে কোন দু'আ তিনবার করে বলা উত্তম ও দু'আর আদবের অন্তর্ভুক্ত। এ হাদীস দ্বারা আরো প্রমাণ হয় যে, জড়বস্তুও কথা বলতে পারে। তবে এখানে কারো মতে, জান্নাত বলতে জান্নাতের অধিবাসী যেমন- হূর, শিশু, রক্ষীগণকে বুঝানো হয়েছে।

জাহান্নাম থেকে আশ্রয় বা পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য এ দু'আ পড়া যেতে পারে, (اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ) *"আল্ল-হুম্মা আজিরনী মিনান্না-র"*। অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আগুন থেকে রক্ষা কর। আগুন থেকে রক্ষা করা অর্থ হচ্ছে এতে প্রবেশ করা ও স্থায়ী হওয়া থেকে রক্ষা করা। এ হাদীসে বেশি বেশি জান্নাত চাওয়ার প্রতি এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٤٧٩ - [٢٣] عَنِ الْقَعْقَاعِ: أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ قَالَ: لَوْلَا كَلِمَاتٌ أَقُوْلُهُنَّ لَجَعَلَتْنِيْ يَهُوْدُ حِمَارًا فَقِيلَ لَهُ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: أَعُوْذُ بِوَجْهِ اللهِ الْعَظِيمِ الَّذِيْ لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِيْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ وَبِأَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنٰى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ. رَوَاهُ مَالِكٌ

[৫২২] সহীহ : তিরমিযী ৫৫২১, নাসায়ী ৫৫২১, সহীহ ইবনু হিব্বান ১০৩৪, সহীহ আল জামি' ৬২৭৫।

২৪৭৯-[২৩] ক্বা'ক্বা' (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কা'ব আল আহবার বলেছেন, যদি আমি এ বাক্যগুলো না বলতাম, তবে ইয়াহূদীরা নিশ্চয়ই আমাকে গাধা বানিয়ে ফেলতো। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, সে বাক্যগুলো কি? তিনি বলেন, *"আ'উযু বিওয়াজ্ হিল্লা-হিল 'আযীম আল্লাযী লায়সা শাইউন আ'যমা মিন্হু, ওয়াবিকালিমা-তিল্লা-হিত্ তা-ম্মা-তিল্লাতি লা- ইউজা-বিযুহুন্না বার্রুন ওয়ালা- ফা-জিরুন, ওয়াবি আস্মা-য়িল্লা-হিল হুস্না-, মা- 'আলিম্তু মিন্হা-, ওয়ামা- লাম্ আ'লাম মিন্ শার্রি মা- খলাক্বা ওয়া যারাআ ওয়া ওয়া বারাআ"* (অর্থাৎ- আমি মহান আল্লাহর সত্তার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তাঁর অপেক্ষা মহান আর কেউ নেই এবং আমি আল্লাহর পূর্ণ বাক্যসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি যা অতিক্রম করার শক্তি ভালো-মন্দ কোন লোকের নেই। আমি আরো আশ্রয় চাচ্ছি আল্লাহর *'আস্মা-য়ি হুসনা-'* বা উত্তম নামসমূহের, যা আমি জানি আর যা আমি জানি না তাঁর সৃষ্টির অনিষ্টতা হতে যাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন ও পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন।)। (মালিক)[৫২৩]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে কা'ব আল আহবার-এর উক্তি ইয়াহূদীরা আমাকে গাধা বানাবে বলে তিনি ইয়াহূদী কর্তৃক অপমানিত হওয়ার কথা বুঝিয়েছেন। কারণ গাধার সাথে কাউকে তুলনা করা মানে তাকে অপমানিত করা। তাছাড়া এর ব্যাখ্যা এমনও হতে পারে যে, ইয়াহূদীরা আমাকে যাদু করে সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত করত। এমনকি যাদুর প্রভাবে আমি গাধার মতো আচরণ করতাম (এমন আচরণ যে কিছুই বুঝতে পারছি না)। বিভিন্ন বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায় যে, ইয়াহূদীরা যাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিল।

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যাদু সত্য। যখন কাউকে যাদু করা হয় তখন তার খেয়াল, বুদ্ধি-বিবেচনা নষ্ট হয়ে যায়, মাথার মধ্যে খারাপ, ভ্রষ্ট চিন্তা আসে।

এ হাদীসে বর্ণিত দু'আটি যাদুর হাত থেকে বাঁচার জন্য ও অপমানিত হওয়ার থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

٢٤٨٠ -[٢٤] وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ: كَانَ أَبِيْ يَقُوْلُ فِيْ دُبُرِ الصَّلَاةِ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ فَكُنْتُ أَقُوْلُهُنَّ فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ عَمَّنْ أَخَذْتَ هٰذَا؟ قُلْتُ: عَنْكَ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُهُنَّ فِيْ دُبُرِ الصَّلَاةِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ إِلَّا أَنَّهٗ لَمْ يَذْكُرْ فِيْ دُبُرِ الصَّلَاةِ. وَرَوٰى أَحْمَدُ لَفْظَ الْحَدِيْثِ وَعِنْدَهٗ: فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ.

২৪৮০-[২৪] মুসলিম ইবনু আবূ বাক্রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আবূ বাক্রাহ্ সলাত আদায় শেষে বলতেন, *"আল্ল-হুম্মা ইন্ আ'উযুবিকা মিনাল কুফ্রি ওয়াল ফাক্বরি ওয়া 'আযা-বিল ক্বব্রি"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কুফ্রী, পরমুখাপেক্ষিতা ও ক্ববর 'আযাব হতে আশ্রয় চাই)। আর আমিও তাই বলতাম। একবার তিনি আমাকে বললেন, হে বৎস! তুমি এটা (দু'আটি) কার থেকে গ্রহণ করেছো? আমি বললাম, আপনার কাছে থেকেই তো। তখন তিনি বললেন, তবে শুন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) এ বাক্য সলাত শেষ হবার পর বলতেন। (তিরমিযী; নাসায়ী 'সলাত শেষে' শব্দ ছাড়া, আহমাদ শুধু দু'আটি বর্ণনা করেছেন, তবে তাঁর বর্ণনায় রয়েছে 'প্রতিটি সলাত শেষে')[৫২৪]

---

[৫২৩] **সহীহ :** মুয়াত্ত্বা মালিক ৩৫০২।
[৫২৪] **সানাদ সহীহ :** নাসায়ী ৫৪৬৫, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৩৪৫, ইরওয়া ৮৬০।

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে কুফ্‌র বলতে সকল প্রকার কুফ্‌রকে (ছোট বা বড়, প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য) বুঝানো হচ্ছে। ফাক্‌র বা দারিদ্র্য বলতে এমন দারিদ্র্য যার মধ্যে কোন কল্যাণ বা পরহেজগারিতা নেই। এ জন্যই বর্ণিত হয়েছে, (كاد الفقر أن يكون كفرًا) অর্থাৎ- দারিদ্র্য কুফ্‌রীর দিকে নিয়ে যায়। হাদীসটি আবূ না'ঈম তার "আল হুলিয়্যাহ্" গ্রন্থে এবং ইমাম বায়হাক্বী তার "শু'আবুল ঈমান" গ্রন্থে আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির সানাদ য'ঈফ। 'আল্লামাহ্ সান্'আনী বলেন, এ মর্মে আবূ সা'ঈদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, দারিদ্র্য ব্যক্তিকে কুফ্‌রীতে পতিত হওয়ার নিকটবর্তী করে দেয়। কারণ দারিদ্র্য আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করায় এবং আল্লাহ প্রদত্ত রিয্‌ক্বের প্রতি অসন্তুষ্ট করে। এভাবে ক্রমশ তা কুফ্‌রীর দিকে নিয়ে যায়– না'উযুবিল্লাহ।

'আল্লামাহ্ ক্বারী বলেন, এখানে দারিদ্র্যের ফিত্‌নাহ্ থেকে অথবা অন্তরের দারিদ্র্যতা; যা আল্লাহর অনুগ্রহকে অস্বীকার করার দিকে ব্যক্তিকে নিয়ে যায়; তা থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এখানে দারিদ্র্যকে কুফ্‌রীর সাথে একত্রে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এ হতে পারে যে, দারিদ্র্যের ফলে দরিদ্র ব্যক্তি তার প্রতি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বণ্টনের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারে না এবং আল্লাহ তাকে যে নি'আমাত (অনুগ্রহ) দিয়েছেন তার জন্যে তাঁর শুকরিয়া আদায় করে না। ফলে তার এ দারিদ্র্যতা তাকে ক্রমশ কুফ্‌রীর দিকে নিয়ে যায়। এক সময় সে আল্লাহকে অস্বীকার করে বসে– না'উযুবিল্লাহ।

অত্র হাদীসে উল্লিখিত দু'আটি প্রত্যেক ফারয বা নাফ্‌ল সলাতের সালাম ফিরানোর পূর্বে বা পরে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তেন।

٢٤٨١ - [٢٥] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتَعْدِلُ الْكُفْرَ بِالدَّيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». وَفِيْ رِوَايَةٍ «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ». قَالَ رَجُلٌ: وَيُعْدَلَانِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

২৪৮১-[২৫] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, "*আ'উযুবিল্লা-হি মিনাল কুফ্‌রি ওয়াদ্‌দায়নি*" (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কুফ্‌রী ও ঋণ হতে আশ্রয় চাই)। এটা শুনে জনৈক ব্যক্তি বলে উঠলো, হে আল্লাহ রসূল! আপনি ঋণকে কুফ্‌রীর সমান মনে করেছেন? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ। অন্য এক বর্ণনায় আছে, "*আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল কুফ্‌রি ওয়াল ফাক্বরি*" (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কুফ্‌রী ও পরমুখাপেক্ষিতা হতে আশ্রয় চাই)। তখন এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসূল! এ দু'টো কি সমান (এক বিষয়)? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ। (নাসায়ী)[৫২৫]

ব্যাখ্যা : প্রশ্নকারী ব্যক্তি স্পষ্টভাবে বুঝতে চেয়েছেন যে, কুফ্‌রী ও ঋণকে কেন একসাথে উল্লেখ করা হলো? এ দু'টোর মধ্যে কি সমান অনিষ্ট বিরাজমান যা দু'টিকে সমান করেছে? ঋণের দায় কি এতই কঠিন যে, সেটা কুফ্‌রীর সমান হলো? তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কৌতুহল দূর করে উত্তর বুঝিয়ে দিলেন, হ্যাঁ। ঋণ ঋণী ব্যক্তির জন্য কুফ্‌রীর মতো জান্নাতে প্রবেশের পথে স্থায়ী বাধা যতক্ষণ না ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি তা ঋণদাতাকে

---

[৫২৫] **য'ঈফ :** নাসায়ী ৫৪৭৩, ৫৪৭৪, ৫৪৮৫, আহমাদ ১১৩৩, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৯৫০, সহীহ ইবনু হিব্বান ১০২৫, য'ঈফ আত্ তারগীব ১১২১। কারণ এর সানাদে দাররাজ আবুস্ সাম্‌হ আবুল হায়সাম থেকে বর্ণনায় দুর্বল রাবী।

পরিশোধ না করে। (অর্থাৎ- ঋণী ব্যক্তি যতক্ষণ না ঋণদাতাকে ঋণ পরিশোধ না করবে ততক্ষণ ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।)

ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি কাফির ও মুনাফিক্বের মতো। কারণ যখন ব্যক্তির ওপর ঋণের বোঝা থাকে তখন সে মিথ্যা বলে এবং ওয়া'দা দিলে তা ভঙ্গ করে। এগুলো মুনাফিক্বের বৈশিষ্ট্য ও নিফাক্বের চিহ্ন। আর দরিদ্র ব্যক্তি (ফকীর) কখন অধৈর্য হয়ে যায়। ফলে তার দারিদ্র্যই তাকে কুফ্রীর দিকে নিয়ে যায়। এর এটা ঋণী ব্যক্তির থেকেও খারাপ অবস্থা।

(٧) بَابُ جَامِعِ الدُّعَاءِ

অধ্যায়-৭ : মৌলিক দু'আসমূহ

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٤٨٢ - [١] عَنْ أَبِىْ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهٗ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰذَا الدُّعَاءِ: «اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ خَطِيْئَتِىْ وَجَهْلِىْ وَإِسْرَافِىْ فِىْ أَمْرِىْ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ جِدِّىْ وَهَزْلِىْ وَخَطَئِىْ وَعَمْدِىْ وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ بِهٖ أَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৪৮২-[১] আবূ মূসা আল আশ্'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) কোন কোন সময় এরূপ দু'আ করতেন, "*আল্ল-হুম্মাগ্ ফিরলী খত্বীআতী ওয়া জাহ্লী ওয়া ইস্‌রা-ফী ফী আম্‌রী ওয়ামা- আন্‌তা আ'লামু বিহী মিন্নী, আল্ল-হুম্মাগ্ ফিরলী জিদ্দী ওয়া হায্‌লী ওয়া খত্বায়ি ওয়া 'আম্‌দী ওয়া কুল্লু যা-লিকা 'ইন্‌দী, আল্ল-হুম্মাগ্ ফিরলী মা- ক্বদ্দাম্‌তু ওয়ামা- আখখার্‌তু ওয়ামা- আস্‌রার্‌তু ওয়ামা- আ'লান্‌তু ওয়ামা- আন্‌তা বিহী আ'লামু বিহী মিন্নী আন্‌তাল মুক্বদ্দিমু ওয়া আন্‌তাল মুআখখিরু ওয়া আন্‌তা 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর*" (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহসমূহ মাফ করো, আমার অজ্ঞতা ও আমার কাজে সীমালঙ্ঘন, আর যা তুমি আমার চেয়েও বেশি জানো। হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ মাফ করো যা আমার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, খামখেয়ালী করা, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় করা আর যা সবগুলোই আমার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমার পূর্বের ও পরের গুনাহ, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুনাহ মাফ করে দাও, আর যা তুমি আমার চেয়েও বেশি জানো। তুমিই আগে বাড়াও, তুমিই পেছনে হটাও এবং প্রত্যেকটি ব্যাপারেই তুমি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।)। (বুখারী ও মুসলিম)[৫২৬]

---

[৫২৬] **সহীহ :** বুখারী ৬৩৯৮, মুসলিম ২৭১৯, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৩৯২, মু'জামুল আওসাত লিত্ব ত্বারানী ৬৫৫২, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ১৯৪, সহীহ আল জামি' ১২৬৪।

ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লিখিত দু'আটি রসূলুল্লাহ ﷺ কখন পড়তেন তার নিশ্চিত কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন বর্ণনায় যা পাওয়া যায় তার সারমর্ম হলো, তিনি (ﷺ) এ দু'আটি সলাতের শেষ বৈঠকে পড়তেন। তবে সালামের পূর্বে না পরে পড়তেন তাও নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। পূর্বে বা পরে যে কোন সময়ে পড়ার সম্ভাবনার কথাই হাদীসের বর্ণনায় পাওয়া যায়।

রসূলুল্লাহ ﷺ সম্পূর্ণ মা'সূম তথা নিষ্পাপ এবং তার আগের এবং পরের সকল গুনাহ থেকে তাকে মুক্ত বা ক্ষমাপ্রাপ্ত ঘোষণার পরেও তিনি এরূপ দু'আ কেন করতেন? এর উত্তরে বলা যায়, প্রথমত তিনি আল্লাহর প্রতি বিনয় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করণার্থে এরূপ দু'আ করতেন। দ্বিতীয়ত তিনি এর মাধ্যমে তার দ্বারা কৃত অনিচ্ছাকৃত ভুল বা অলসতা থেকে মাফ চাইতেন। তৃতীয়ত তিনি নবূওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে কৃতকর্মের প্রতি ইশারা করেছেন। চতুর্থত তিনি শুধু তার উম্মাতকে শিক্ষা দেয়ার জন্য এ দু'আ করেছিলেন। মূলকথা হলো তিনি এ দু'আ আল্লাহর প্রতি বিনয় প্রকাশ করণার্থেই করেছিলেন। কারণ দু'আও 'ইবাদাত। ইমাম নাবাবী (রহঃ) এরূপ মত পোষণ করেছেন।

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা সকল রকমের গুনাহ পূর্বের এবং পরের গোপন ও প্রকাশ্য জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যেভাবেই সংঘটিত হোক না কেন তা ক্ষমা করার জন্য ক্ষমার ডালি নিয়ে সকল গুনাহকে ঘিরে রেখেছেন। অর্থাৎ- কোন গুনাহই আল্লাহর ক্ষমার আওতার বাইরে নয়।

٢٤٨٣ - [٢] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ دِيْنِي الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِيْ وَأَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيهَا مَعَاشِيْ وَأَصْلِحْ لِيْ اٰخِرَتِي الَّتِيْ فِيهَا مَعَادِيْ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৪৮৩-[২] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ (দু'আ) বলতেন, "*আল্ল-হুম্মা আস্‌লিহ লী দীনিল্লাযী হুওয়া 'ইস্‌মাতু আম্‌রী ওয়া আস্‌লিহ লী দুন্‌ইয়া- ইয়াল্লাতী ফীহা- মা'আ-শী ওয়া আস্‌লিহ লী আ-খিরাতিল্লাতী ফীহা- মা'আ-দী ওয়াজ্‌'আলিল হায়া-তা যিয়া-দাতান লী ফী কুল্লি খয়রিন ওয়াজ্‌'আলিল মাওতা রা-হাতান লী মিন কুল্লি শার্‌রিন*" (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য আমার দীন [ধর্ম]-কে ঠিক করে দাও, যা ঠিক করে দেবে আমার কার্যাবলী। তুমি ঠিক করে দাও আমার দুনিয়া [ইহকাল], যাতে রয়েছে আমার জীবন। তুমি ঠিক করে দাও আমার আখিরাত [পরকাল], যেখানে আমি [অবশ্যই] ফিরে যাবো। আমার হায়াত [আয়ুষ্কাল] প্রত্যেক কল্যাণকর কাজের জন্য বাড়িয়ে দাও, আর আমার মৃত্যুকে আমার জন্য প্রত্যেক অকল্যাণ হতে শান্তিস্বরূপ কর।)। (মুসলিম)[৫২৭]

ব্যাখ্যা : আমার দীনকে ঠিক করে দাও যাতে তা আমাকে জাহান্নামের আগুন ও আল্লাহর অসন্তোষ থেকে আমাকে রক্ষা করে। ইমাম মানাবী বলেন, যার দীন-ধর্ম ঠিক থাকে না তার সমস্ত কর্মই নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সে দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংসের মুখোমুখি ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আমার ইহকালকে ঠিক করে দাও যাতে রয়েছে আমার জীবনোপকরণ। এর অর্থ হলো আমার প্রয়োজনীয় বিষয় ও দ্রব্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে এবং হালাল উপায়ে প্রদান করে আমার ইহকালকে ঠিক করে দাও। এর অর্থ এও হতে পারে যে, দুনিয়ায় আমার প্রয়োজনীয় বিষয়াদিতে বিদ্যমান সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করো।

---

[৫২৭] **সহীহ :** মুসলিম ২৭২০, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ২৪৫, সহীহ আদাবুল মুফরাদ ৫১৯/৬৬৮, সহীহ আল জামি' ১২৬৩।

'ইবাদাত করার তাওফীক্ব (শক্তি), আনুগত্যে ইখলাস ও সুন্দর সম্মতির মাধ্যমে আমার আখিরাতকে ঠিক করে দাও। অর্থাৎ- আমার প্রত্যাবর্তনস্থল তথা আখিরাতের স্বার্থে তোমার আনুগত্য করার তাওফীক্ব আমাকে দান করো।

ইখলাস, আনুগত্য ও 'ইবাদাতে অধিক কল্যাণ অর্জনে আমার জীবনকে ব্যাপৃত রাখো। অর্থাৎ- যে কাজ তুমি ভালোবাস ও পছন্দ করো সে কাজ আমার জীবনকে ব্যস্ত রাখো আর যে কাজ তুমি অপছন্দ করো তা থেকে আমাকে দূরে রাখো।

আমার মৃত্যুকে আমার পক্ষে প্রত্যেক অকল্যাণ হতে শান্তিস্বরূপ করো। এর অর্থ হলো, আমার মৃত্যুর সময় আমাকে সঠিক বিশ্বাস, সাক্ষ্য ও তাওবার উপরে রাখো। যাতে করে আমার মৃত্যু দুনিয়ার কষ্ট থেকে পরিত্রাণের ও চূড়ান্ত প্রশান্তি অর্জনের উপায় হয়।

ইমাম শাওকানী (রহঃ) তাঁর "তুহফাতুয যাকিরীন" গ্রন্থে (পৃঃ ২৮৪) এ হাদীস সম্পর্কে লিখেছেন :

এ হাদীসটি ব্যাপক অর্থবোধক একটি হাদীস। কারণ এর মধ্যে দীন ও দুনিয়া উপকারিতার সকল দিক আলোচিত হয়েছে। দীনের সঠিক বুঝ ও 'আমাল হলো বান্দার সকল সম্পদের মূল এবং তার উদ্দিষ্ট লক্ষ্য। অত্র হাদীসে দুনিয়াকে জীবনোপকরণের ক্ষেত্র হিসেবে উল্লেখ করে আখিরাতের উপকারিতা অর্জনের দু'আ করা হয়েছে যে, আখিরাতই হচ্ছে চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তনস্থল। দীনের সঠিকতার প্রার্থনা এজন্যই করা হয়েছে যে, আল্লাহ যখন কারো দীনকে ঠিক করে দেন তখন তার আখিরাতকেও ঠিক করে দেন। এখানে প্রত্যেক ভাল কাজে জীবনকে বৃদ্ধি করে দেয়ার দু'আ করা হয়েছে এজন্য যে, যার জীবনকে আল্লাহ অধিক কল্যাণ দ্বারা সমৃদ্ধ করেন তার জীবন কল্যাণ ও সফলতায় ভরপুর হয়। আর মৃত্যুকে সকল অকল্যাণ থেকে পরিত্রাণের উপায় করার অর্থ হলো মৃত্যুর মাধ্যমেই অকল্যাণের দরজা বন্ধ হয়। এর মধ্যে বান্দার জন্যে অনেক কল্যাণ রয়েছে। তবে এ জন্যে সরাসরি মৃত্যু কামনা না করে, বরং এ দু'আ করা উচিত যা রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন,

(اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّيْ، وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّيْ)

অর্থাৎ- "হে আল্লাহ! আমাকে ততক্ষণ জীবিত রাখো যতক্ষণ পর্যন্ত জীবন আমার জন্য কল্যাণকর। আর আমাকে মৃত্যু দান করো যখন আমার জন্য মৃত্যু কল্যাণকর।" (সহীহ মুসলিম হাঃ ২৬৮০)

এ দু'আটি সবকিছুকে শামিল করে। আর এ কথা সবারই জানা যে, যার সারাটা জীবন শুধু অকল্যাণে ভরপুর তার জন্য জীবিত থাকার চেয়ে মৃত্যুই উত্তম ও প্রশান্তিদায়ক।

٢٤٨٤ ـ [٣] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ: «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৪৮৪-[৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'ঊদ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ (দু'আয়) বলতেন, "*আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকাল হুদা- ওয়াত্তুক্বা- ওয়াল 'আফা-ফা ওয়াল গিনা-*" (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হিদায়াত [সঠিক পথ], তাক্বওয়া [পরহেযগারিতা], হারাম থেকে বেঁচে থাকা ও অমুখাপেক্ষিতা প্রত্যাশা করি)। (মুসলিম)[৫২৮]

---

[৫২৮] সহীহ : মুসলিম ২৭২১, তিরমিযী ৩৪৮৯, ইবনু মাজাহ ৩৮৩২, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯১৯২, আহমাদ ৩৯৫০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৯০০, সহীহ আল জামি' ১২৭৫।

ব্যাখ্যা : হাদীসে (الْهُدٰى) "হুদা-" বলতে হিদায়াত এবং (التُّقٰى) "তুক্বা-" বলতে তাক্বওয়া বুঝানো হয়েছে। (الْعَفَافَ) "আফাফ" বলতে গুনাহ ও অনুচিত কর্ম থেকে বিরত থাকাকে বুঝানো হয়েছে। (الْغِنٰى) "গিনা-" বলতে মূলত অন্তরের ধনাঢ্যতা বা প্রাচুর্যতা বুঝানো হয়েছে; সম্পদের ধনাঢ্যতা নয়। অন্তরের প্রাচুর্যতা এমন সম্পদ থেকে ব্যক্তিকে আড়ালে রাখে যে সম্পদ ব্যক্তিকে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে এবং আল্লাহ তা'আলা থেকে ভিন্ন কাজে অন্তরকে ব্যস্ত রাখে। তবে প্রশংসিত ধনাঢ্যতা হলো ঐ ধনাঢ্যতা যা ব্যক্তিকে দুনিয়ামুখী হওয়া ও দুনিয়ার প্রতি বেশি গুরুত্ব প্রদান থেকে বিরত রাখে।

তিনি বলেন, সাধারাণত 'হুদা-' ও 'তুক্বা' বলতে দুনিয়ার জীবনোপকরণ, আখিরাতের উপকরণ ও চরিত্রের মহৎ দিকসমূহ যা অর্জন করা উচিত তার সন্ধান পাওয়া এবং শির্‌ক, অবাধ্যতা ও চরিত্রের খারাপ দিকসমূহ যা বর্জন করা উচিত তা বর্জনে করাকে বুঝায়।

٢٤٨٥ -[٤] وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «قُلِ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ وَسَدِّدْنِيْ وَاذْكُرْ بِالْهُدٰى هِدَايَتَكَ الطَّرِيْقَ وَبِالسَّدَادِ سَدَادَ السَّهْمِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৪৮৫-[৪] 'আলী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি (দু'আ) বল, "*আল্ল-হুম্মাহ্‌দিনী ওয়া সাদ্দিদ্‌নী ওয়ায্‌কুর বিলহুদা- হিদা-য়াতাকাত্ব ত্বরীক্বা ওয়াবিস্ সাদা-দি সাদা-দাস্ সাহ্‌মি*" (অর্থাৎ- 'হে আল্লাহ! আমাকে হিদায়াতের পথ দেখাও এবং আমাকে সরল-সোজা রাখো।' আর 'হিদায়াত' বলতে মনে করবে তুমি আল্লাহর পথ, আর 'সোজা' বলতে খেয়াল করবে তীরের মতো সোজা।)। (মুসলিম)[৫২৯]

ব্যাখ্যা : "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হিদায়াত দান করো" এর অর্থ হলো কল্যাণকর কাজে আমাকে পথ দেখাও। এর অর্থ এও হতে পারে সিরাতে মুস্তাক্বীম-এর দিকে হিদায়াতের উপর আমাকে দৃঢ় রাখো অথবা আমাকে কামালিয়্যাত তথা পূর্ণ মু'মিন হওয়ার পথে অতিরিক্ত যোগ্যতা ও গুণাবলী দান করো।

"আমাকে সোজা রাখো" এর অর্থ হলো আমার সকল কর্মে দৃঢ়তার সাথে সঠিক পথ অবলম্বনকারী বানাও। ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন, এর মধ্যেই আল্লাহর ঐ কথার অর্থ পাওয়া যায় যেখানে আল্লাহ বলেছেন, ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾ অর্থাৎ- "সুতরাং তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছ তাতে স্থির থাকো"– (সূরাহ্ হূদ ১১ : ১১২)।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ "আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করো"– (সূরাহ্ আল ফাতিহাহ্ ১ : ৫)। অর্থাৎ- আমাকে এমন হিদায়াত দান করো যাতে করে আমি বাড়াবাড়ি বা সীমালঙ্ঘন এবং অতিরিক্ত শৈথিল্য বা অলসতা এ দু'টির কোন্‌টির দিকে ঝুঁকে না পড়ি।

٢٤٨٦ -[٥] وَعَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: «اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৪৮৬-[৫] আবূ মালিক আল আশ্‌'জা'ঈ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তার পিতা বলেন, যখন কোন লোক ইসলাম গ্রহণ করতেন, নাবী ﷺ তাকে প্রথম সলাত শিক্ষা দিতেন।

[৫২৯] সহীহ : মুসলিম ২৭২৫, আহমাদ ১৩২১, সহীহ আল জামি' ৪৪০১।

তারপর তাকে এ পূর্ণ বাক্যগুলো পড়ে দু'আ করতে আদেশ করতেন, *"আল্ল-হুম্মাগ্ফিরলী, ওয়ারহাম্‌নী, ওয়াহ্‌দিনী, ওয়া 'আ-ফিনী, ওয়ার্‌যুক্বনী"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো, আমাকে দয়া করো, আমাকে পথ দেখাও, আমাকে শান্তিতে রাখো এবং আমাকে রিয্‌ক্ব দান করো)। (মুসলিম)[৫৩০]

ব্যাখ্যা : কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে নাবী ﷺ সর্বপ্রথম তাকে সলাতের শর্ত ও রুকনসমূহ শিক্ষা দিতেন অথবা যে সলাত তার তৎকালে উপস্থিত সে সলাত শিক্ষা দিতেন কারণ তখন সলাত আদায় করা তার জন্য ফার্‌যে আইন। অতঃপর তাকে হাদীসে উল্লিখিত শব্দগুলো শিক্ষা দিতেন এজন্য যে, এ শব্দসমূহ দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত কল্যাণকে ধারণ করে। সে শব্দসমূহ হলো, হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহসমূহ মুছে দেয়ার মাধ্যমে আমাকে ক্ষমা করো, আমার দোষ-ত্রুটিসমূহ ঢেকে রাখার মাধ্যমে আমার ওপর দয়া করো, আমাকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথে পরিচালিত করো অথবা সরল প্রশস্ত পথের উপর আমাকে দৃঢ় রাখো, সমস্ত বিপদ ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে আমাকে মুক্ত রাখো এবং আমাকে হালাল রিয্‌ক্ব (জীবিকা) দান করো।

٢٤٨٧ -[٦] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ «اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৪৮৭-[৬] আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ অধিকাংশ সময়ই এ দু'আ করতেন, *"আল্ল-হুম্মা আ-তিনা- ফিদ্দুন্‌ইয়া- হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আ-খিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াক্বিনা- 'আযা-বান্না-র"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়ায় এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করো। আর জাহান্নামের 'আযাব [শাস্তি] হতে বাঁচাও)। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৩১]

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ এ দু'আটি এজন্যে সবচেয়ে বেশি পড়তেন যে, এ দু'আটি ব্যাপক অর্থবোধক ও কুরআন থেকে চয়নকৃত। দু'আটির শুরু বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্ন শব্দে এসেছে। কোথাও *"আল্ল-হুম্মা আ-তিনা-"*, কোথাও *"আল্ল-হুম্মা রব্বানা- আ-তিনা-"*, কোথাও *"রব্বানা- আ-তিনা-"* শব্দে এসেছে। সবগুলো বর্ণনাই সহীহ।

অত্র হাদীসে মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়ায় হাসানাহ্ বলতে এবং মৃত্যুর পরে আখিরাতে হাসানাহ্ বলতে কী বুঝানো হয়েছে তা নিয়ে মুফাস্‌সির ও 'আলিমগণের বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। নিম্নে মতসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো : কারো মতে, দুনিয়ায় হাসানাহ্ বলতে দুনিয়ায় ব্যক্তির ইচ্ছা ও স্বভাব অনুযায়ী জীবনোপকরণ, স্বচ্ছলতা, সুস্থতা, সুন্দরী মহিলা; এছাড়াও তার মন হালাল যা চায় ও তার চোখ হালাল যা কিছুর স্বাদ নিতে চায় তা। আর আখিরাতে হাসানাহ্ বলতে ঐসব কিছুকে বুঝানো হচ্ছে যা কোন মাধ্যমে বা মাধ্যম ছাড়াই ব্যক্তি পাবে তা। কারো মতে দুনিয়ায় হাসানাহ্ বলতে নেক্‌কার স্ত্রী ও আখিরাতে হাসানাহ বলতে জান্নাতী হূর এবং জাহান্নামের আগুনের 'আযাব বলতে খারাপ নারীকে বুঝানো হয়েছে।

হাসান বাস্‌রী (রহঃ)-এর মতে, দুনিয়াতে হাসানাহ্ বলতে উপকারী জ্ঞান, 'ইবাদাত, পবিত্র রিয্‌ক্ব এবং আখিরাতে হাসানাহ্ বলতে জান্নাত বুঝানো হয়েছে। ক্বাতাদাহ্'র মতে, এর দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতে সুস্থতা ও নিরাপত্তা বুঝানো হয়েছে।

---

[৫৩০] সহীহ : মুসলিম ২৬৯৭, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ৮৪৮।

[৫৩১] সহীহ : বুখারী ৬৩৮৯, মুসলিম ২৬৯০, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৩০২, আহমাদ ১৩১৬৩, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ২৮০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৯৩৮।

সুদ্দী ও মুকাতিল-এর মতে, দুনিয়ার হাসানাহ্ দ্বারা প্রশস্ত হালাল রিয্‌ক্ব (জীবিকা), সৎ 'আমাল এবং আখিরাতের হাসানাহ্ দ্বারা ক্ষমা ও সাওয়াব উদ্দেশ্য। 'আত্বিয়্যাহ্-এর মতে আখিরাতের হাসানাহ দ্বারা হিসাব সহজকরণ ও জান্নাতে প্রবেশকে বুঝানো হয়েছে। কারো মতে দুনিয়ার হাসানাহ্ হলো, সুস্থতা, ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানো ও চারিত্রিক নিষ্কলুষতা এবং আখিরাতের হাসানাহ্ হলো পরকালে আল্লাহর নিকট থেকে সাওয়াব ও রহমাতপ্রাপ্তি।

হাফিয ইবনু কাসীর (রহঃ) তাঁর তাফসীরে বলেন, এ দু'আটির মধ্যে দুনিয়ার সকল কল্যাণকেও একত্র করা হয়েছে এবং সকল মন্দকে দূর করা হয়েছে। এখানে 'দুনিয়ার হাসানাহ্' শব্দ ঐ সবকিছুকেই শামিল করে যা দুনিয়ার কাঙ্ক্ষিত বিষয় ও বস্তু। যেমন- সুস্থতা বা সুস্বাস্থ্য, প্রশস্ত ঘর, সুন্দরী স্ত্রী, সৎকর্মশীল সন্তান, প্রশস্ত রিয্‌ক্ব, উপকারী জ্ঞান, সৎ 'আমাল, হালকা বাহন, উত্তম প্রশংসা ইত্যাদি। এর কোনটিই দুনিয়ার হাসানার বাইরে নয়। অপরদিকে আখিরাতের হাসানাহ্ বলতে যা বুঝাচ্ছে তার সর্বোচ্চ হচ্ছে জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ। এছাড়াও যা বুঝাচ্ছে তা হলো, খোলা মাঠে সর্বাধিক ভীতিপ্রদ চিৎকার থেকে নিরাপদ থাকা, হিসাব সহজ করা এবং আখিরাতের উত্তম কর্মসমূহ ও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি। জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষার অর্থ হলো তা থেকে রক্ষাকারী কাজ। যেমন- হারাম ও গুনাহের কাজ থেকে দূরে থাকা এবং হারাম ও সন্দেহপূর্ণ বিষয়াবলী বর্জন করা।

ইমাম কুরতুবী বলেন, বেশিরভাগ 'আলিমের মতে দুনিয়া ও আখিরাতের হাসানাহ্ বলতে এ দু' স্থানের নি'আমাতসমূহ বুঝানো হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, 'আল্লামাহ্ ক্বারী (রহঃ) বলেন, সম্ভবত নাবী ﷺ এজন্য এ দু'আটি সর্বাধিক পড়তেন যে, এটি ছিল একটি ব্যাপক দু'আ; যা দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণকে শামিল করেছে। আর দু'আর শেষাংশে জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় চাওয়ার দু'আ করা হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ঐ আগুন থেকে রক্ষা করো এবং যেসব বিষয় আগুনের নিকটবর্তী করে তা থেকেও আমাদের রক্ষা করো।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٤٨٨ - [٧] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُوْ يَقُوْلُ: «رَبِّ أَعِنِّيْ وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ وَانْصُرْنِيْ وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَامْكُرْ لِيْ وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِيْ وَيَسِّرِ الْهُدٰى لِيْ وَانْصُرْنِيْ عَلٰى مَنْ بَغٰى عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِيْ لَكَ شَاكِرًا لَكَ ذَاكِرًا لَكَ رَاهِبًا لَكَ مِطْوَاعًا لَكَ مُخْبِتًا إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيْبًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ وَاغْسِلْ حَوْبَتِيْ وَأَجِبْ دَعْوَتِيْ وَثَبِّتْ حُجَّتِيْ وَسَدِّدْ لِسَانِيْ وَاهْدِ قَلْبِيْ وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِيْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

২৪৮৮-[৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ দু'আ করতেন, *"রব্বি আ'ইন্নী ওয়ালা- তু'ইন্ 'আলাইয়্যা ওয়ান্‌সুর্‌নী ওয়ালা- তান্‌সুর 'আলাইয়্যা ওয়াম্‌কুর্‌লী ওয়ালা- তাম্‌কুর 'আলাইয়্যা ওয়াহ্‌দিনী ওয়া ইয়াস্‌সিরিল হুদা- লী ওয়ান্‌সুর্‌নী 'আলা- মান্ বাগা- 'আলাইয়্যা রব্বিজ্'আলনী লাকা শা-কিরান লাকা যা-কিরান লাকা র-হিবান লাকা মিত্বওয়া-'আন লাকা মুখবিতান ইলায়কা আওওয়া-হান মুনীবান রব্বি তাক্বব্বাল তাওবাতী ওয়াগ্‌সিল হাওবাতী ওয়াআজিব্ দা'ওয়াতী ওয়া*

সাব্বিত্ হুজ্জাতী ওয়া সাদ্দিদ্ লিসা-নী ওয়াহ্দি ক্বলবী ওয়াস্লুল সাখীমাতা সদ্‌রী" (অর্থাৎ- হে রব! আমাকে সাহায্য করো, আমার বিপক্ষে সাহায্য করো না। আমাকে সহযোগিতা করো আমার বিরুদ্ধে সহযোগিতা করো না। আমার পক্ষে উপায়-উপকরণ উদ্ভাবন করো, আমার বিরুদ্ধে উপায়-উপকরণ উদ্ভাবন করো না। আমাকে পথ দেখাও, আমার জন্য পথ সহজ করে দাও। যে আমার ওপর জবরদস্তি করে, তার ওপর আমাকে বিজয়ী করো। হে রব! আমাকে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ বানাও। আমাকে তোমার যিক্‌রকারী করো, তোমার ভয়ে আমাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করো। তোমার প্রতি অনুগত করো, তোমারই প্রতি বিনম্র করো। [অনুতপ্তের জন্য] তোমার কাছে মনের দুঃখ জানাতে শিখাও, তোমার প্রতি আমাকে ঝুকাও। হে রব! তুমি আমার তাওবাহ্ কবূল করো, আমার গুনাহ ধুয়ে দাও। আমার ডাকে সাড়া দাও, আমার ঈমান দৃঢ় করো, আমার মুখ ঠিক রাখো, আমার অন্তরকে হিদায়াত দান করো এবং আমার অন্তরের কলুষতা দূরীভূত করো।)। (তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[৫৩২]

ব্যাখ্যা : দীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রে অন্তর, শায়ত্বন, জিন্, মানুষ যে কারো পক্ষ থেকে আসা শত্রুতার মুকাবেলায় আমাকে সাহায্য করো। নিজের বিরুদ্ধে আল্লাহ কর্তৃক কৌশল উদ্ভাবন অর্থ হলো কোন ব্যক্তি হয়তো বাহ্যিকভাবে দেখবে যে, সে আল্লাহর নি'আমাত পাচ্ছে, দীর্ঘ জীবন, সুস্থতা ইত্যাদি পাচ্ছে। সে মনে করবে এগুলো তার ভাল কর্মের বিনিময়ে পাচ্ছে। মূলত সর্বদা তা নয়। সে যদিও ধারণা করছে যে, তার 'ইবাদাত কবূল হয়েছে। বাস্তবে তার 'ইবাদাতে রিয়া (লোক দেখানো), সুম্'আহ (লোক শুনানো) ইত্যাদি থাকার কারণে তা আল্লাহর নিকট কবূল হয়নি। এর মাধ্যমে সে আল্লাহর কৌশলের শিকার হচ্ছে।

অন্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা সর্বদা প্রকাশ করতে হয়। আল্লাহর নি'আমাতসমূহের কৃতজ্ঞতা জানানো জরুরী। সাথে সাথে গুনাহের কাজ, আল্লাহর রাগ ও অসন্তোষ থেকে সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকা উচিত। কৃতজ্ঞতা তিনভাবে প্রকাশ করা যায়–

[এক] অন্তরের মাধ্যমে, আর তা হলো মনে মনে এ কথা জানা যে, আমার ওপর আসা সকল নি'আমাত আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। [দুই] কর্মের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা; আর তা হলো আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী প্রতিটি নি'আমাত তার যথাযথ স্থানে রাখা। [তিন] মুখের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পর আল্লাহর প্রশংসাসূচক কথা মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

(مِطْوَاعًا) "মিত্বওয়া-'আন" অর্থ হলো আল্লাহর আদেশের বেশি বেশি আনুগত্য করা, তার আদেশসমূহ যথাযথভাবে পালন করা আর নিষেধ থেকে দূরে থাকা।

(مُخْبِتًا) "মুখ্‌বিতান" অর্থ হলো চরম বিনয়ী, বিনম্র ও ভীত হওয়া। এ শব্দটি কুরআনে এসেছে সূরাহ্ আল হাজ্জ ২২ : ৩৫ আয়াতে। মুনীব অর্থ হলো তাওবাহ্কারী, অবাধ্যতা থেকে আনুগত্যে ফিরে আসা, গাফলতি ছেড়ে আল্লাহর স্মরণে ফিরে আসা। কুরআনে ইব্‌রাহীম 'আলায়হিস্ সালাম-কে মুনীব বলে আখ্যায়িত করা হয়– (দ্রঃ সূরাহ্ হূদ ১১ : ৭৫)। আমার ঈমান দৃঢ় রাখো দুনিয়া ও আখিরাতে আমার শত্রুর বিরুদ্ধে এবং ক্বরে সওয়াল-জবাবে। সত্য বলার ক্ষেত্রে আমার মুখকে ঠিক রাখো এবং আমার অন্তরকে সিরাতে মুস্তাক্বীমের প্রতি পরিচালিত করো।

---

[৫৩২] সহীহ : আবূ দাউদ ১৫১০, তিরমিযী ৩৫৫১, ইবনু মাজাহ ৩৮৩০, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৩৯০, আহমাদ ১৯৯৭, সহীহ আল জামি' ৩৪৮৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৯৪৭, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ১৯৫, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৯১০।

٢٤٨٩ - [٨] وَعَنْ أَبِىْ بَكْرٍ قَالَ: قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ بَكٰى فَقَالَ: «سَلُوا اللّٰهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِيْنِ خَيْرًا مِّنَ الْعَافِيَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ إِسْنَادًا.

২৪৮৯-[৮] আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদিন মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেললেন, অতঃপর বললেন : তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং শান্তি চাও। কেননা ঈমান আনার পর কাউকেও শান্তির চেয়ে উত্তম আর কিছু দেয়া হয় না। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ; ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান তবে সানাদ হিসেবে গরীব)[৫৩৩]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এজন্যে কাঁদলেন যে, তিনি জানতে পেরেছিলেন তার উম্মাত বিভিন্ন ফিত্‌নাহ্, মনোবৃত্তি পূরণ, সম্পদ জমা করার লোভ ও সম্মান-মর্যাদা, খ্যাতি অর্জনের ভুল পথে পতিত হবে। তাই তিনি ফিত্‌নাহ্ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও শান্তি কামনা করতে আদেশ দিয়েছেন।

(الْعَفْوَ) "আফ্‌ওয়া" অর্থ হচ্ছে গুনাহ থেকে বাঁচা, গুনাহের ক্ষমা পাওয়া ও গুনাহের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া। (الْعَافِيَةَ) "আ-ফিয়াহ্" অর্থ হলো দীনের ক্ষেত্রে সকল ফিতনাহ্, পরীক্ষা থেকে এবং শারীরিকভাবে সকল রোগ ও ক্লান্তি থেকে নিরাপদ থাকা।

'আ-ফিয়াহ্' অর্থ এও হয় যে, আল্লাহ স্বয়ং বান্দার পক্ষ থেকে সকল বিপদ, বালা-মুসীবাত, রোগ-শোককে প্রতিরোধ করবেন। এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, দুনিয়ার সকল কাজ সঠিকভাবে করতে পারা এবং দুনিয়ার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকা। এ দু'আটি অন্যতম ব্যাপক দু'আ। অনেক দু'আতেই 'আ-ফিয়াহ্ বা চাওয়ার কথা বলা হয়েছে। যার মাধ্যমে বুঝা যায়, প্রত্যেক বান্দার উচিত আল্লাহর কাছে বেশি বেশি 'আ-ফিয়াহ্ (চাওয়া)। এ দু'আতে অনেক ফায়দা রয়েছে।

٢٤٩٠ - [٩] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «سَلْ رَبَّكَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ» ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِيْ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ لَهٗ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَقَالَ لَهٗ مِثْلَ ذٰلِكَ قَالَ: «فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ إِسْنَادًا.

২৪৯০-[৯] আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈক ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! কোন্ দু'আ সর্বোত্তম? উত্তরে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমার রবের কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করো। অতঃপর সেই ব্যক্তি আবার দ্বিতীয় দিন এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! কোন্ দু'আ সর্বোত্তম? তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে আগের মতো বললেন। আবার সেই ব্যক্তি তৃতীয় দিন আসলো (একই প্রশ্ন করলে), তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আগের মতই উত্তর দিলেন। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

---

[৫৩৩] হাসান সহীহ : তিরমিযী ৩৫৫৮, ইবনু মাজাহ ৩৮৪৯, সহীহ আল জামি' ৩৬৩২, সহীহ আত্ তারগীব ৩৩৮৭, ইরওয়া ৯১৭।

বললেন, দুনিয়া ও আখিরাতে যখন শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করলে, তখন মুক্তি লাভ করলে। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ; ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান তবে সানাদের দিক দিয়ে তা গরীব)[৫৩৪]

ব্যাখ্যা : (الْعَافِيَةَ) "আ-ফিয়াহ্"-এর চেয়ে যে দু'আ করা হয় সে দু'আ সকল দু'আর মধ্যে শ্রেষ্ঠ দু'আ। কারণ এ দু'আর মধ্যে সকল কল্যাণ ও উপকারিতা অর্জন ও সকল অনিষ্ট ও খারাপী বর্জনের কামনা রয়েছে। জাযারী তাঁর নিহায়াহ্ গ্রন্থে বলেছেন, 'আ-ফিয়াহ্ হলো সকল রোগ ও বিপদ থেকে নিরাপদ থেকে সুস্থ থাকা। (الْمُعَافَاةَ) "মু'আ-ফা-হ্" অর্থ হলো অন্যান্য মানুষের অনিষ্টতা থেকে নিজেকে রক্ষা করা, অন্যের থেকে নিজেকে অমুখাপেক্ষী রাখা, অন্যরা যেন আমার থেকে কষ্ট না পায় এবং আমিও যেন অন্যদের থেকে কষ্ট না পাই এমন অবস্থা। লুম্'আত গ্রন্থকার বলেন, এখানে 'আ-ফিয়াহ্ বলতে রসূল ﷺ সকল প্রকাশ্য ও গোপন বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার কথা বুঝিয়েছেন।

এ হাদীস স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, 'আ-ফিয়াহ্ চেয়ে দু'আ করা সর্বোত্তম দু'আ। বিশেষ করে প্রশ্নকারী ব্যক্তি তিনদিন সর্বোত্তম দু'আ কোন্‌টি তা জিজ্ঞেস করলে নাবী ﷺ প্রতিবারই এ দু'আটির কথা বলেছেন। বারবার এ দু'আটিকে সর্বোত্তম দু'আ হিসেবে বলাই প্রমাণ করে এটি সর্বোত্তম দু'আ। তাছাড়া হাদীসের শেষাংশে "যখন তোমাকে 'আ-ফিয়াহ্ দেয়া হলো তখন তুমি সফলতা লাভ করলে" এ বক্তব্য দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, 'আ-ফিয়াহ্ চেয়ে যে দু'আ করা হয় সে দু'আ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণকে শামিল করে।

٢٤٩١ -[١٠] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ الْخَطْمِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ دُعَائِهِ: «اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِيْ حُبُّهُ عِنْدَكَ اَللّٰهُمَّ مَا رَزَقْتَنِيْ مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِيْ فِيْمَا تُحِبُّ اَللّٰهُمَّ مَا زَوَيْتَ عَنِّيْ مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِيْ فِيْمَا تُحِبُّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২৪৯১-[১০] 'আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ আল খত্বমী رضي الله عنه রসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন। তিনি (ﷺ) দু'আ করার সময় বলতেন, *"আল্ল-হুম্মার্ যুক্বনী হুব্বাকা ওয়াহুব্বা মান্ ইয়ান্‌ফা'উনী হুব্বুহূ 'ইন্‌দাকা, আল্ল-হুম্মা মা- রযাক্বতানী মিম্মা- উহিব্বু ফাজ্'আলহু ক্যুওয়াতান লী ফীমা- তুহিব্বু, আল্ল-হুম্মা যাওয়াইতা 'আন্নী মিম্মা- উহিব্বু ফাজ্'আল্‌হু ফারা-গান লী ফীমা- তুহিব্বু"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার ভালোবাসা এবং যার ভালোবাসা তোমার কাছে আমার জন্য কল্যাণকর হবে মনে করো তার ভালোবাসা আমাকে দান করো। হে আল্লাহ! আমি ভালোবাসি এমন যা তুমি আমাকে দিয়েছো, একে তুমি আমার অনুকূল করে দাও যা তুমি তার জন্য ভালোবাসো। হে আল্লাহ! আমি যা ভালোবাসি তার যতখানি তুমি আমার কাছ হতে দূরে রেখেছো, তাকে তুমি যা আমার পক্ষে ভালোবাসো তা করার জন্য সুযোগ-সুবিধা দান করো।)। (তিরমিযী)[৫৩৫]

ব্যাখ্যা : হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার ভালবাসা দান করো। কারণ কোন সৌভাগ্য, স্বাদ, নি'আমাত অনুগ্রহ কোন কিছুই কোন মু'মিন বান্দার নিকট আল্লাহর ভালবাসার থেকে অধিক প্রিয় হতে পারে

[৫৩৪] **য'ঈফ** : তিরমিযী ৩৫১২, ইবনু মাজাহ ৩৮৪৮, য'ঈফ আল জামি' ২৪৯০, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৯৭৭, য'ঈফাহ্ ২৪৫১, আহমাদ ১২২৯১। কারণ এর সানাদে সালামাহ্ ইবনু ওয়ারদান একজন দুর্বল রাবী।

[৫৩৫] **য'ঈফ** : তিরমিযী ৩৪৯১, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৫৯২, য'ঈফ আল জামি' ১১৭২। কারণ সুফ্ইয়ান বিন ওয়াকি'ঈ দুর্বল রাবী।

Contents

না। তাই সবকিছুর ঊর্ধ্বে আল্লাহর ভালবাসা। আল্লাহর ভালবাসাই মু'মিনের একান্ত কাম্য বিষয়। তোমার নিকট যার ভালবাসা আমার জন্য উপকারে আসবে তার ভালবাসা আমাকে দান করো। যেমন- মালাক (ফেরেশ্‌তা), নাবীগণ, আল্লাহর বন্ধু ও মুত্তাক্বীদের ভালবাসা।

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে দান করেছ এমন যা কিছু আমি ভালবাসী, যেমন- শারীরিক সুস্থতা ও শক্তি-সামর্থ্য, পার্থিব ভোগের সামগ্রী, সম্পত্তি, সম্মান, খ্যাতি, সন্তান-অবসর ও অন্যান্য সমস্ত নি'আমাত। এগুলোকে তুমি যা ভালবাস যেমন তোমার আনুগত্য ও 'ইবাদাত ইত্যাদির জন্য আমার পক্ষে অবলম্বনস্বরূপ করো। (অর্থাৎ- এসব পার্থিব নি'আমাতকে ব্যবহার করে আমি যেন তোমার 'ইবাদাত ও আনুগত্যমূলক কাজ যথাযথভাবে করতে পারি সে তাওফীক্ব দাও।)

হে আল্লাহ! তুমি আমার থেকে যা দূরে রেখেছ বা আমাকে দাওনি অথচ আমি তা ভালবাসি; তুমি সেগুলোকে আমার অবসরে তোমার আনুগত্য, 'ইবাদাত, যিক্‌র-আযকার করার উপায় হিসেবে গ্রহণ করো, যা করা তুমি ভালবাস।

٢٤٩٢ - [١١] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَلَّمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْمُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتّٰى يَدْعُوَ بِهٰؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ لِأَصْحَابِهِ: «اَللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيْبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلٰى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلٰى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِيْ دِيْنِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

২৪৯২-[১১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন মাজলিস (বৈঠক) হতে খুব কমই উঠতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি (সাঃ) তার সহাবীগণের জন্য এ দু'আ না করতেন- "*আল্ল-হুম্মাক্বসিম লানা- মিন্ খশ্‌ইয়াতিকা মা- তাহূলু বিহী বায়নানা- ওয়া বায়না মা'আ-সীকা ওয়ামিন্ ত্ব-'আতিকা মা- তুবাল্লিগুনা- বিহী জান্নাতাকা ওয়ামিনাল ইয়াক্বীনি মা- তুহাওবিনু বিহী 'আলায়না- মুসীবা-তিদ্ দুন্‌ইয়া- ওয়া মাত্তি'না- বিআস্‌মা-'ইনা- ওয়া আব্‌স-রিনা- ওয়া ক্যুওয়াতিনা- মা- আহ্ইয়াইতানা- ওয়াজ্'আলহুল ওয়া-রিসা মিন্না- ওয়াজ্'আল সা'রানা- 'আলা- মান্ যলাম্‌না- ওয়ান্‌সুর্‌না- 'আলা- মান 'আ-দা-না ওয়ালা- তাজ্'আল মুসীবাতানা- ফী দীনিনা- ওয়ালা- তাজ্'আলিদ্ দুন্‌ইয়া- আকবারা হাম্মিনা- ওয়ালা- মাব্‌লাগা 'ইলমিনা- ওয়ালা- তুসাল্লিত্ব 'আলায়না- মান্ লা- ইয়ার্‌হামুনা-*" (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি আমাদের মধ্যে ঐ পরিমাণ তোমার ভীতি-সঞ্চার করো যা দিয়ে তুমি আমাদের মাঝে ও তোমার নাফরমানীর মধ্যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে। তোমার 'ইবাদাত-আনুগত্যের ঐ পরিমাণ আমাদেরকে দান করো, যা দিয়ে তুমি আমাদেরকে তোমার জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং তোমার ওপর ঈমানের ঐ পরিমাণ দান করো যা দিয়ে তুমি দুনিয়ার বিপদাপদ সহজ করে দেবে। হে আল্লাহ! আমাদের উপকার সাধন করো আমাদের কানের মাধ্যমে, আমাদের চোখের মাধ্যমে ও আমাদের শক্তির মাধ্যমে, যতক্ষণ না তুমি আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখো। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের উত্তরাধিকারী জারী রাখো। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের প্রতিশোধ-প্রতিরোধকে সীমাবদ্ধ রাখো তাদের ওপর, যারা আমাদের ওপর যুল্‌ম [অত্যাচার-অবিচার] করেছে এবং আমাদের সাহায্য-

সহযোগিতা করো তাদের বিরুদ্ধে, যারা আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে। হে আল্লাহ! আমাদের দীন সম্পর্কে আমাদেরকে কোন বিপদে ফেলো না এবং দুনিয়াকে আমাদের মৌলিক চিন্তার বিষয় ও জ্ঞানের পরিসীমা করো না। হে আল্লাহ! যারা আমাদের ওপর দয়া প্রদর্শন করবে না, তাদেরকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দিও না।)। (তিরমিযী; তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব)[৫৩৬]

ব্যাখ্যা : বলা হয়, অন্তর যখন আল্লাহর ভয়ে পরিপূর্ণ থাকে তখন শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর অবাধ্যমূলক কাজ থেকে বিরত থাকে। আল্লাহর ভয়ের অনুপাতে গুনাহের কাজ থেকেও বিরত থাকা বাড়ে-কমে। যখন ভয় একেবারে কমে যায় এবং চরম গাফলতিতে অন্তর নিমজ্জিত হয় তখন তা ব্যক্তির দুর্ভাগ্যের চিহ্ন প্রকাশ করে। এজন্যই বিদ্বানগণ বলেছেন যে, আল্লাহর অবাধ্যতামূলক কাজ মূলত কুফ্রীর দূত যেমনভাবে চুম্বন হচ্ছে যৌনমিলনের দূত, গান হচ্ছে যিনার (ব্যভিচার) দূত, দৃষ্টি হচ্ছে যৌন উত্তেজনার দূত, রোগ হচ্ছে মৃত্যুর দূত। দুনিয়া ও আখিরাতে এবং ব্যক্তির শরীর ও বুদ্ধি-বিবেচনাশক্তির উপর গুনাহের খুবই খারাপ ও ক্ষতিকারক প্রভাব রয়েছে, যে প্রভাব আল্লাহ ছাড়া কেউ গণনা করতে পারবে না।

এখানে দুনিয়ার মুসীবাত বা বিপদাপদসমূহ বলতে, রোগ-বালাই, আঘাত, সম্পদ বিনষ্ট হওয়া, সন্তান মারা যাওয়া ইত্যাদি বুঝাচ্ছে। যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে নিশ্চিতভাবে জানবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়ায় যে বিপদাপদ দিচ্ছেন তার বিনিময়ে আখিরাতে তাকে সাওয়াব দান করবেন, তার গুনাহসমূহ মাফ করবেন এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। তাই কোন বিপদাপদে তার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও হতাশ না হয়ে বরং শেষ পর্যন্ত এর বিনিময়ে সাওয়াব পাওয়ার কারণে তার খুশি হওয়া উচিত।

এ দু'আর শেষ অংশে বলা হয়েছে– "তুমি দুনিয়াকে আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি চিন্তার কারণ বানাবেন না"। এর অর্থ হলো, পার্থিব সম্পত্তি ও সম্মান অর্জনকে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় চিন্তার কারণ বানিও না, বরং আখিরাতকেই আমাদের চিন্তার সবচেয়ে বড় কারণ বানাও।

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দুনিয়ার জীবনে স্বাভাবিকভাবে জীবন-যাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ অর্জনের যতটুকু চিন্তা না করলেই নয় ততটুকু করা অন্যায় নয় বরং অনুমোদিত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মুস্তাহাব বা ওয়াজিবও।

হাদীসের সর্বশেষ অংশে অত্যাচারী বা কাফিরদের অধীনস্ত না বানাতে দু'আ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কাফির ও যালিমদেরকে আমাদের ওপর শাসক বা বিচারক নিয়োগ করো না। কেননা যালিমরা অধীনস্তদের ওপর রহম বা দয়া করে না।

٢٤٩٣ - [١٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ وَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِسْنَادًا.

২৪৯৩-[১২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) (দু'আ) বলতেন, "*আল্লা-হুম্মান্ ফা'নী বিমা- 'আল্লামতানী ওয়া 'আল্লিমনী মা- ইয়ানফা'উনী ওয়া যিদ্নী 'ইলমা-, আলহাম্দু লিল্লা-হি 'আলা- কুল্লি হা-লিন্ ওয়া আ'উযুবিল্লা-হি মিন হা-লি আহলিন্না-র*" (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমাদেরকে যা

[৫৩৬] হাসান : তিরমিযী ৩৫০২, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ২২৬, সহীহ আল জামি' ১২৬৮।

শিক্ষা দিয়েছো তা আমাদের উপকারে লাগাও এবং আমাদের উপকারে আসে এমন শিক্ষা দান করো, আর আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করো। প্রত্যেক অবস্থায়ই আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি জাহান্নামীদের অবস্থা হতে এবং আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।)। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ; ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটির সানাদ গরীব)[৫৩৭]

ব্যাখ্যা : 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এমন জ্ঞান দান করো যা আমার উপকার করবে'। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, উপকারী জ্ঞান ছাড়া অন্য কোন জ্ঞান চাওয়া যাবে না। আর উপকারী জ্ঞান হলো দীনের জ্ঞান এবং দুনিয়ার ততটুকু জ্ঞান যতটুকু দীনের উপকারে আসবে। এ দু'টি ছাড়া বাকী সব জ্ঞান ঐ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হবে যে জ্ঞান অর্জনকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾

"তারা যা শিক্ষা করত তা তাদের ক্ষতি সাধন করত এবং কোন উপকারে আসত না।"

(সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১০২)

এ আয়াতে যাদুবিদ্যা শিক্ষা করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ এ বিদ্যা তো আখিরাতে তাদের উপকারে আসবেই না বরং তাদের ক্ষতি করবে। যদিও এ জ্ঞান দুনিয়ায় তাদেরকে উপকার করবে কিন্তু এ উপকার শারী'আতের দৃষ্টিতে কোন উপকারই নয়।

হাদীসে জ্ঞান বৃদ্ধির দু'আ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তার অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী 'আমাল করবে তাকে আল্লাহ এমন জ্ঞান দিবেন যা সে জানে না। এর দ্বারা আরো বুঝা যায় যে, জ্ঞান হলো 'আমালের মাধ্যম। একটি অপরটির পরিপূরক।

এ দু'আ দ্বারা আরো একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল জ্ঞান বৃদ্ধি করার দু'আ ছাড়া অন্য কোন কিছু বৃদ্ধির বা অতিরিক্ত চাইতে দু'আ করতে শিক্ষা দেননি। শুধু জ্ঞানই অতিরিক্ত বা বেশি চাওয়া মুস্তাহাব। (তাই সকল জিনিসের উপর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত)।

দুঃখ-কষ্টসহ সকল অবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা এ জন্য করতে হবে যে, আল্লাহ এর চেয়ে কঠিন বিপদ বা কষ্ট দেননি। কখনো কখনো কষ্ট-দুর্দশার শেষ পরিণতি হয় সুখকর ও আনন্দময়। তখন ঐ ব্যাপারে প্রশংসা করা বাঞ্ছনীয় হয়। যেমন- মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَعَسٰى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾

"সম্ভবত তোমরা এমন কিছুকে অপছন্দ করো যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।"

(সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২১৬)

ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেছেন, এমন কোন দুঃখ-কষ্ট নেই যার অপর পাশে আল্লাহর অনুগ্রহ নেই। তাই ঐসব অনুগ্রহের কথা ভেবেই আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আর জাহান্নামীদের অবস্থা থেকে আশ্রয় চাওয়ার অর্থ হলো, দুনিয়ায় কুফ্‌রী ও ফাসিক্বী থেকে বেঁচে থাকা এবং আখিরাতে 'আযাব বা শাস্তি থেকে বেঁচে থাকা।

---

[৫৩৭] **সহীহ :** তবে (الحمد لله.......النار) অংশটুকু ব্যতীত। তিরমিযী ৩৫৯৯, ইবনু মাজাহ ৩৮৩৩, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৩৯৩, শু'আবুল ঈমান ৪০৬৬, সহীহাহ্ ৩১৫১, য'ঈফ আল জামি' ১১৮৩।

٢٤٩٤ - [١٣] وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ سُمِعَ عِنْدَ وَجْهِهِ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ يَوْمًا فَمَكَثْنَا سَاعَةً فَسُرِّيَ عَنْهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: «اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا». ثُمَّ قَالَ: «أُنْزِلَ عَلَيَّ عَشْرُ اٰيَاتٍ مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ» ثُمَّ قَرَأَ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ﴾ حَتّٰى خَتَمَ عَشْرَ اٰيَاتٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ.

২৪৯৪-[১৩] 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর যখন ওয়াহী অবতীর্ণ হতো তাঁর মুখে মৌমাছির গুন্ গুন্ শব্দের মতো আওয়াজ শোনা যেতে। এভাবে একদিন তাঁর ওপর ওয়াহী নাযিল করা হলো। আমরা কিছু সময় তাঁর কাছে অপেক্ষা করলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বাভাবিক হয়ে ক্বিবলার দিকে ফিরলেন এবং হাত উঠিয়ে বললেন, "*আল্ল-হুম্মা যিদ্‌না- ওয়ালা- তান্‌ক্বুস্‌না- ওয়া আক্‌রিম্‌না- ওয়ালা- তুহিন্না- ওয়া আ'ত্বিনা- ওয়ালা- তাহ্‌রিম্‌না- ওয়া আ-সির্‌না- ওয়ালা- তু'সির 'আলায়না- ওয়া আর্‌যিনা- ওয়ার্‌যা 'আন্না-*" (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমাদের জন্য [তোমার দান] বাড়িয়ে দাও, কম করো না। আমাদেরকে সম্মানিত করো, অপমানিত করো না। আমাদেরকে দান করো, বঞ্চিত করো না। আমাদেরকে ক্ষমতা দাও, কাউকেও আমাদের বিপক্ষে ক্ষমতা দিও না। তুমি আমাদেরকে খুশী করো, আমাদের প্রতিও তুমি খুশী থাকো।)। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এখন আমার ওপর দশটি আয়াত নাযিল হলো, যে ব্যক্তি এ আয়াত বাস্তবায়ন করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিলাওয়াত করতে লাগলেন, (সূরা মু'মিনূন-এর শুরু হতে) "*ক্বদ আফলাহাল মু'মিনূন*" (অর্থাৎ- মু'মিনগণ কৃতকার্য হয়েছে)– এভাবে দশটি আয়াত (তিলাওয়াত) শেষ করলেন। (আহমাদ ও তিরমিযী)[৫৩৮]

ব্যাখ্যা : (دَوِيٌّ) "দাভিয়্যু" বলতে মূলত এমন আওয়াজকে বুঝায় যে আওয়াজ বুঝা যায় না। এটা ছিল জিবরীল 'আলায়হিস সালাম-এর আওয়াজ। তিনি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট ওয়াহী পৌঁছে দিতেন এবং এমতাবস্থায় রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আশে-পাশে উপস্থিত সহাবীগণ ঐ আওয়াজের কিছুই বুঝতে পারতেন না।

তুমি আমাদের সম্মানিত করো। এর অর্থ হলো তুমি দুনিয়ায় আমাদের প্রয়োজন পূরণ ও আখিরাতে আমাদের স্থান উচ্চে উঠানোর মাধ্যমে আমাদেরকে সম্মানিত করো।

তুমি আমাদেরকে সন্তুষ্ট করো। অর্থাৎ- আমাদের পক্ষে এবং বিপক্ষে যা নির্ধারণ করেছ তার প্রতি ধৈর্য ধারণ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের শক্তি, আনুগত্য বজায় রাখা ও আমাদের জন্য যা বণ্টন করে দিয়েছ তার প্রতি তুষ্ট হওয়ার মাধ্যমে আমাদেরকে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট রাখো।

আমাদের সাধ্য অনুযায়ী যে সামান্য ও তুচ্ছ চেষ্টা ও আনুগত্য করি তার প্রতি তুমি সন্তুষ্ট থাকো এবং আমাদের খারাপ কাজের জন্য আমাদেরকে পাকড়াও করো না।

শেষে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যে ব্যক্তি এ সূরাহ্ আল মু'মিনূন-এর প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে এবং এগুলোর বিধিবিধানের উপর স্থায়ীভাবে 'আমাল করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

[৫৩৮] **য'ঈফ :** তিরমিযী ৩১৭৩, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৬০৩৮, আহমাদ ২২৩, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৯৬১, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ২৪০, য'ঈফাহ্ ১২৪২, য'ঈফ আল জামি' ১২০৮। কারণ এর সানাদে ইউনুস ইবনু সুলায়ম একজন মাজহূল রাবী।

Contents

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٤٩٥ -[١٤] عَن عثمَانَ بنِ حُنَيفٍ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَنِيْ فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ». قَالَ: فَادْعُهُ قَالَ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ الْوُضُوءَ وَيَدْعُو بِهٰذَا الدُّعَاءِ: «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ إِنِّيْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلٰى رَبِّيْ لِيَقْضِيَ لِيْ فِيْ حَاجَتِيْ هٰذِهٖ اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

২৪৯৫-[১৪] 'উসমান ইবনু হুনায়ফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক দৃষ্টিহীন ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে আরোগ্য (দৃষ্টিশক্তি) দান করেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি চাইলে আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করবো। কিন্তু তুমি যদি চাও ধৈর্যধারণ করতে পারো, আর এটাই তোমার জন্য উত্তম হবে। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমার জন্য দু'আ করুন। বর্ণনাকারী ('উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লোকটিকে উত্তমরূপে উযূ করতে ও এ দু'আ পড়তে বললেন, "*আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা ওয়া আতাওয়াজ্জাহু ইলায়কা বিনাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন নাবিয়্যির্ রহমাতি ইন্নী তাওয়াজ্জাহ্তু বিকা ইলা- রব্বী লিইয়াক্বযিয়া লী ফী হা-জাতী হা-যিহী আল্ল-হুম্মা ফাশাফ্ফি'হু ফিয়্যা*" (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তোমার নাবী মুহাম্মাদ, যিনি রহ্‌মাতের নাবী। তাঁর ওয়াসীলায় আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি ও তোমার দিকে ফিরছি। হে নাবী! আমি আপনার ওয়াসীলায় আমার রবের দিকে ফিরছি, তিনি যেন আমার এ প্রয়োজন পূরণ করেন। হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্যে তাঁর সুপারিশ কবূল করো।)। (তিরমিযী; তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ গরীব)[৫৩৯]

ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লিখিত ব্যক্তির চোখের অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্ন অবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। নাসায়ী'র বর্ণনায় "অন্ধ ব্যক্তি", মুসনাদে আহমাদ-এর বর্ণনায় "এমন ব্যক্তি যার চোখের দৃষ্টি চলে গিয়েছে", ত্ববারানী ও ইবনুস্ সুন্নীর বর্ণনা মতে "রোগগ্রস্ত ব্যক্তি" এমন অভিধায় ব্যক্তিকে বর্ণনা করা হয়েছে। এ ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে তার চোখের সমস্যা দূর করার নিমিত্তে আল্লাহর নিকট দু'আ করার জন্য আবেদন জানালে তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি চাইলে দু'আ করতে পারো কিংবা তুমি চাইলে ধৈর্য ধারণ করতে পারো, আর ধৈর্য ধারণ করাটাই তোমার জন্য উত্তম হবে। দু'আ না করাটা তার জন্য উত্তম হবে– এমন কথা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এজন্য বললেন যে, অন্য হাদীসে কুদ্সীতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

«إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر عوضته منهما الجنة»

---

[৫৩৯] **সহীহ :** তিরমিযী ৩৫৭৮, আহমাদ ১৭২৪০, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১১৮০, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ১২১৯, সহীহ আল জামি' ১১৭৯।

"আমার কোন বান্দাকে যখন তার দু' চোখ দ্বারা পরীক্ষা করি, অর্থাৎ- অন্ধ করি, অতঃপর সে এ বিপদে ধৈর্য ধারণ করে তাহলে তাকে আমি ঐ দু' চোখের বিনিময়ে জান্নাত দান করি।"

তারপর লোকটি ধৈর্য ধারণ না করে তার জন্য দু'আ করতে বললেন। আহ্মাদ, ইবনু মাজাহ্ ও হাকিম-এর বর্ণনা মতে, এরপর নাবী ﷺ তাকে উত্তমরূপে উযূ করে দু' রাক্'আত নাফ্ল সলাত আদায় করে হাদীসে উল্লিখিত দু'আটি পড়তে বললেন। এ হচ্ছে হাদীসের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

এ হাদীস দ্বারা অনেকে দলীল পেশ করতে চান যে, নাবী, সৎ ব্যক্তি বা মৃত কোন ব্যক্তির সত্তাকে ওয়াসীলাহ্ করে অল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া বৈধ। অথচ তাদের এ দাবী সার্বিক বিবেচনায় অসত্য। কারণ নাবী বা সৎ ব্যক্তিগণ জীবিত থাকা অবস্থায় তাদের ওয়াসীলায় দু'আ করা বৈধ হলেও তাদের মৃত্যুর পর তাদের ওয়াসীলাহ্ ব্যবহার করা বৈধ নয়। যেমন- 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু নাবী ﷺ-এর মৃত্যুর পর বৃষ্টির জন্য তাঁর চাচা 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ওয়াসীলায় দু'আ চেয়েছেন; নাবী ﷺ-এর ওয়াসীলায় নয়। যদি মৃত ব্যক্তির ওয়াসীলায় দু'আ করা বৈধ হত তাহলে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু নাবী ﷺ-এর ওয়াসীলায় দু'আ চাইতেন। তাছাড়া গুহায় আটকে পড়া তিন ব্যক্তি তাদের নিজ নিজ 'আমালের ওয়াসীলাহ্ করে দু'আ করে মুক্তি পেয়েছিলেন। তারা অন্য কোন ব্যক্তির বা কারো 'আমালের ওয়াসীলাহ্ করে দু'আ করেননি।

উপরোক্ত দু'টি দলীল ছাড়াও আরো দলীল, যুক্তি ও বিশ্লেষণ লেখক মূল গ্রন্থে আলোচনা করেছেন যার সার কথা হলো নাবী ﷺ-এর ইন্তিকালের পর তার ওয়াসীলাহ্ ব্যবহার করে দু'আ করা বৈধ নয়। বিস্তারিত জানতে মূল গ্রন্থ দেখুন।

٢٤٩٦ ـ [١٥] وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُدَ يَقُوْلُ: «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِيْ يُبَلِّغُنِيْ حُبَّكَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِيْ وَمَالِيْ وَأَهْلِيْ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ». قَالَ: وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا ذَكَرَ دَاوُدَ يُحَدِّثُ عَنْهُ يَقُوْلُ: «كَانَ أَعْبَدَ الْبَشَرِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

২৪৯৬-[১৫] আবুদ্ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : দাউদ আলায়হিস্ সালাম-এর দু'আ ছিল এটা, তিনি (আলায়হিস্ সালাম) বলতেন, "*আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা হুব্বাকা ওয়াহুব্বা মান্ ইউহিব্বুকা ওয়াল 'আমালাল্লাযী ইউবাল্লিগুনী হুব্বাকা, আল্ল-হুম্মাজ্'আল হুব্বাকা আহাব্বা ইলাইয়্যা মিন্ নাফ্সী ওয়ামা-লী ওয়া আহ্লী ওয়ামিনাল মা-য়িল বা-রিদ*" (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার ভালোবাসা প্রত্যাশা করি, আর যে তোমাকে ভালোবাসে, তার ভালোবাসা চাই এবং আমি ঐ কাজের শক্তি চাই, যে শক্তি আমাকে তোমার ভালোবাসার দিকে নিয়ে যাবে। হে আল্লাহ! তোমার ভালোবাসাকে আমার কাছে আমার জীবন, আমার ধন-সম্পদ, আমার পরিবার-পরিজন ও ঠাণ্ডা পানির চেয়েও বেশি পছন্দনীয় করে তোলো।) বর্ণনাকারী (আবুদ্ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তখন দাউদ আলায়হিস্ সালাম-কে স্মরণ করতেন, তাঁর ঘটনা বর্ণনা করতেন। তিনি (ﷺ) বলতেন, দাউদ আলায়হিস্ সালাম তাঁর যুগের সর্বাধিক 'ইবাদাতগুজার ছিলেন। (তিরমিযী; তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব)[৫৪০]

[৫৪০] **য'ঈফ :** তিরমিযী ৩৪৯০, রিয়াযুস্ সলিহীন ১৪৯৮, য'ঈফাহ্ ১১২৫, য'ঈফ আল জামি' ৪১৫৩। কেননা এর সানাদে 'আবদুল্লাহ ইবনু রবী'আহ্ আদ্ দিমাশ্কী একজন মাজহূল রাবী।

ব্যাখ্যা : ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন, দাউদ আলায়হিস সালাম তার সমসাময়িক যুগের মানুষদের মধ্যে সর্বাধিক 'ইবাদাতকারী ব্যক্তি ছিলেন। তবে ক্বারী বলেন, তিনি শুধু তার যুগেরই নন বরং সকল যুগের সর্বাধিক 'ইবাদাতকারী ব্যক্তি ছিলেন। তবে কারো কারো মতে, তিনি সর্বাধিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী ব্যক্তি ছিলেন।

যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُوْدَ شُكْرًا﴾

"হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তোমরা কাজ করতে থাকো"- (সূরাহ্ সাবা ৩৪ : ১৩)। অর্থাৎ- আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছ এবং এ ক্ষেত্রে তোমার সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখো।

٢٤٩٧ -[١٦] وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ صَلَاةً فَأَوْجَزَ فِيهَا فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ: لَقَدْ خَفَّفْتَ وَأَوْجَزْتَ الصَّلَاةَ فَقَالَ أَمَا عَلَيَّ ذٰلِكَ لَقَدْ دَعَوْتُ فِيهَا بِدَعَوَاتٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا قَامَ تَبِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ هُوَ أَبِيْ غَيْرَ أَنَّهُ كَنّٰى عَنْ نَفْسِهِ فَسَأَلَهُ عَنِ الدُّعَاءِ ثُمَّ جَاءَ فَأَخْبَرَ بِهِ الْقَوْمَ: «اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِيْ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِيْ وَتَوَفَّنِيْ إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِيْ اَللّٰهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضٰى وَالْغَضَبِ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنٰى وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضٰى بَعْدَ الْقَضَاءِ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلٰى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلٰى لِقَائِكَ فِيْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مَهْدِيِّينَ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

২৪৯৭-[১৬] 'আত্বা ইবনুস্ সায়িব (রহঃ) তার পিতা সায়িব হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন সহাবী 'আম্মার ইবনু ইয়াসির আমাদেরকে এক সলাত আদায় করালেন। এতে তিনি (সূরাহ্-ক্বিরাআত) সংক্ষেপ করলেন। তখন সলাত আদায়কারীদের মধ্যে একজন বলে উঠলো, আপনি এত তাড়াতাড়ি সলাত আদায় করালেন ও সংক্ষেপ করলেন। তিনি বললেন, এতে আমার অসুবিধা হবে না। কেননা এতে আমি যেসব দু'আ পড়েছি তা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে শুনেছি। অতঃপর জনৈক ব্যক্তি তার অনুকরণ করলো। 'আত্বা বলেন, তিনি হলেন আমারই পিতা সায়িব, তবে তিনি নিজের নাম প্রকাশ না করে ইশারায় বললেন। তিনি 'আম্মারকে দু'আটির বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন এবং পরে এসে লোকদেরকে তা জানালেন। দু'আটি হলো, "*আল্ল-হুম্মা বি'ইল্‌মিকাল গয়বা ওয়া ক্বুদ্‌রতিকা 'আলাল খলক্বি আহ্‌য়িনী মা- 'আলিম্‌তাল হায়া-তা খয়রল লী, আল্ল-হুম্মা ওয়া আস্‌আলুকা খশ্‌ইয়াতাকা ফিল গয়বি ওয়াশ্ শাহা-দাতি ওয়া আস্‌আলুকা কালিমাতাল হাক্বি ফির্‌রিযা- ওয়াল গযাবি ওয়া আস্‌আলুকাল ক্বস্‌দা ফিল ফাক্বরি ওয়াল গিনা- ওয়া আস্‌আলুকা না'ঈমাল লা- ইয়ান্‌ফাদু ওয়া আস্‌আলুকা ক্বুর্‌রতা 'আয়নিল লা- তান্‌ক্বত্বি'উ ওয়া আস্‌আলুকার্ রিযা- বা'দাল ক্বযা-য়ি ওয়া আস্‌আলুকা বার্‌দাল 'আয়শি বা'দাল মাওতি ওয়া আস্‌আলুকা লায্‌যাতান্ নাযারি ইলা- ওয়াজ্‌হিকা ওয়াশ্ শাওক্বা ইলা- লিক্বা-য়িকা ফী গয়রি যর্‌রা-আ মুযির্‌রতিন ওয়ালা- ফিত্‌নাতিন মুযিল্লাতিন, আল্ল-হুম্মা যায়ইয়ানা- বিযীনাতিল ঈমা-নি ওয়াজ্'আলনা- হুদা-তান মাহদীয়্যিন*" (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার গায়বের 'ইল্‌ম ও সৃষ্টির উপর তোমার ক্ষমতা রাখার দোহাই দিয়ে বলছি, **তুমি** আমাকে ততদিন জীবিত রাখবে, যতদিন আমার জীবন আমার জন্য কল্যাণকর বলে মনে করবে। **আর**

আমাকে মৃত্যুদান করবে, যখন তুমি মৃত্যুকে আমার জন্য কল্যাণকর বলে মনে করবে। হে আল্লাহ! আমি গোপনে ও প্রকাশ্যে যেন তোমাকে ভয় করি, তোমার কাছে সন্তুষ্ট ও অসন্তুষ্ট অবস্থায় সত্য বলার সাহস চাই। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে স্বচ্ছলতা ও অভাবে মধ্যপন্থা অবলম্বনের তাওফীক চাই। তোমার নিকট চাই এমন নি'আমাত যা কক্ষনো নিঃশেষ হবে না। আমি তোমার কাছে আরো চাই চোখ জুড়াবার বিষয়, যা কক্ষনো বন্ধ হবে না। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার হুকুমের উপর পরিতুষ্ট থাকতে চাই। তোমার কাছে চাই মৃত্যুর পরের উত্তম জীবন। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে (জান্নাতে) তোমার প্রতি দৃষ্টি দেবার স্বাদ গ্রহণ করতে চাই এবং ক্ষতিকর কষ্ট ও পথভ্রষ্টকারীর ফাসাদে পড়া ছাড়া তোমার সাক্ষাতের আশা-আকাঙ্ক্ষা করি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ঈমানের বলে বলীয়ান করো আর হিদায়াতপ্রাপ্ত ও হিদায়াত প্রদর্শনকারী করো।)। (নাসায়ী)[৫৪১]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে উল্লিখিত দু'আর মধ্যে আল্লাহর বেশ কিছু গুণের কথা উল্লেখ রয়েছে। যার ওয়াসীলায় দু'আ করা হয়েছে। তাই এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর গুণাবলী দ্বারা তাঁর নিকট ওয়াসীলা করে দু'আ করা বৈধ।

হাদীসের উল্লিখিত দু'আয় যে চোখ জুড়াবার বিষয় কামনা করা হয়েছে এর দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে তা নিয়ে একাধিক মত রয়েছে। কারো মতে এখানে সন্তানাদির কথা বুঝানো হয়েছে, যার প্রসঙ্গ কুরআনের এ দু'আয় বর্ণিত হয়েছে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করো যারা হবে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর।" (সূরাহ্ আল ফুরক্বা-ন ২৫ : ৭৪)

কারো মতে এর দ্বারা নিয়মিত সলাত আদায় করা ও তা সংরক্ষণ করাকে বলা হয়েছে। যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, «وجعلت قرة عيني في الصلاة» "এবং সলাতে আমার চোখ জুড়াবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।" কারো মতে এর দ্বারা জান্নাতের নি'আমাত বুঝানো হয়েছে যা কখনো শেষ হবে না। কারো মতে এর দ্বারা সর্বদা আল্লাহর যিক্র করা, তাকে পূর্ণভাবে ভালোবাসা বুঝানো হচ্ছে।

এ দু'আয় পরকালে আল্লাহকে দেখার কামনা করার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, আখিরাতে নির্বাচিত কিছু মানুষ আল্লাহকে দেখতে পারবে। আর এটাই আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের 'আক্বীদাহ্।

٢٤٩٨ -[١٧] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِيْ دُبُرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ: «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَرِزْقًا طَيِّبًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعْوَاتِ الْكَبِيْرِ.

২৪৯৮-[১৭] উম্মু সালামাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ ফাজ্‌রের সলাত আদায় করে বলতেন, "*আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা 'ইলমান না-ফি'আন ওয়া 'আমালান মুতাক্বব্বালান ওয়া রিয্ক্বন ত্বইয়্যিবা-*" (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে উপকারী জ্ঞান, কবূলযোগ্য 'আমাল ও হালাল রিয্ক্ব চাই)। (আহমাদ, ইবনু মাজাহ ও বায়হাক্বী- দা'ওয়াতুল কাবীর)[৫৪২]

---

[৫৪১] **সহীহ :** নাসায়ী ১৩০৫, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৩৪৬, আহমাদ ১৮৩২৫, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৯২৩, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ২৫১, সহীহ ইবনু হিব্বান ১৯৭১, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ১০৬, সহীহ আল জামি' ১৩০১।

[৫৪২] **সহীহ :** ইবনু মাজাহ ৯২৫, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯২৬৫, আহমাদ ২৬৫২১, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ১১৯, শু'আবুল ঈমান ১৬৪৫।

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ ফাজ্‌রের সলাতের সালাম ফিরানোর পরে এ দু'আ করতেন যে, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী জ্ঞান; যে জ্ঞান অনুযায়ী করা 'আমাল আখিরাতে আমার পক্ষে দলীল হবে; বিপক্ষে নয়, এমন জ্ঞান কামনা করছি এবং এমন 'আমাল করার শক্তি চাচ্ছি যে, 'আমাল ইখলাসপূর্ণ হবে এবং তোমার নিকট গ্রহণযোগ্য হবে এবং হালাল রিয্‌ক্ব চাই, যে রিয্‌ক্ব শক্তি যোগাবে এবং তোমার আনুগত্যমূলক কাজে সহায়ক হবে।

ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন : জ্ঞানকে উপকারের সাথে, রিয্‌ক্বকে হালাল হওয়ার সাথে এবং 'আমালকে মাকবূল হওয়ার সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে এজন্য যে, যে জ্ঞান উপকারে আসে না সে জ্ঞান আখিরাতের কোন কাজে আসবে না। কখনো কখনো এ অনুপকারী জ্ঞান দুর্ভাগ্যের কারণ হয়। এজন্যই নাবী ﷺ অনুপকারী জ্ঞান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চেয়েছেন। আর প্রত্যেক হালাল নয় এমন রিয্‌ক্ব শাস্তির মুখোমুখি করবে এবং আল্লাহর নিকট মাকবূল নয় এমন 'আমাল করে শুধু আত্মাকেই কষ্ট দেয়া হয়, শেষ পর্যন্ত তা উপকারে আসে না।

এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, ফার্‌য সলাতের সালামের পরে দু'আ করা শারী'আহ্ সম্মত।

٢٤٩٩ ـ[١٨] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: دُعَاءٌ حَفِظْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا أَدَعُهُ: «اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ أُعْظِمُ شُكْرَكَ وَأُكْثِرُ ذِكْرَكَ وَأَتَّبِعُ نُصْحَكَ وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২৪৯৯-[১৮] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ হতে একটি দু'আ মুখস্থ করেছি, যা আমি কক্ষনো পরিত্যাগ করি না– (দু'আটি হলো) *"আল্ল-হুম্মাজ্ 'আল্‌নী উ'যিমু শুক্‌রাকা ওয়া উক্‌সিরু যিক্‌রাকা ওয়া আত্তাবি'উ নুস্‌হাকা ওয়া আহ্‌ফাযু ওয়াসিয়্যাতাকা"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এমন তাওফীক দাও, যাতে আমি তোমার শুকর-গুজার হতে পারি, বেশি বেশি তোমার যিক্‌র [স্মরণ] করতে পারি, তোমার নাসীহাত [উপদেশ] পালন করতে পারি এবং তোমার হুকুম রক্ষা করতে পারি।)। (তিরমিযী)[৫৪৩]

ব্যাখ্যা : হে আল্লাহ! তোমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের কারণে আমাকে মহান করো। অর্থাৎ- বেশি বেশি তোমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের এবং সর্বদা তোমাকে স্মরণে রাখার তাওফীক্ব দান করো। তোমার প্রদত্ত অগণিত নি'আমাতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারীর উপর যেসব কাজ করা আবশ্যক সেসব কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করার তাওফীক্ব দাও।

তোমার নাসীহাতের অনুসরণ করার তাওফীক্ব দাও। অর্থাৎ- তোমার সন্তুষ্টির নিকটবর্তী করে দেয় এমন কাজ যথাযথভাবে করা এবং তোমার অসন্তোষ সৃষ্টি করে এমন সবকিছু থেকে দূরে থাকার তাওফীক্ব দাও। নাসীহাত বলতে মূলত আন্তরিকতা ও বিশুদ্ধতা এবং কারো জন্য কল্যাণ কামনা করাকে বুঝায়।

তোমার ওয়াসিয়্যাতসমূহ সংরক্ষণ তথা আদেশসমূহ প্রতিপালন ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ বর্জন যেন আমি করতে পারি সে তাওফীক্ব দাও।

তাছাড়া নিম্নোক্ত আয়াতে যা বলা হয়ে তা পালনের তাওফীক্ব দাও। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[৫৪৩] **য'ঈফ :** তিরমিযী ৩৬০৪, আহমাদ ৮১০১, য'ঈফ আল জামি' ১১৬৬। কারণ এর সানাদে ফারায ইবনু ফুযালাহ্ একজন দুর্বল রাবী। আর আবূ সা'ঈদ আল হিম্‌সী একজন মতভেদপূর্ণ রাবী।

﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ﴾

"তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে।" (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১৩১)

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষের জন্য একটিই ওয়াসিয়্যাত। আর তা হলো তাক্বওয়া অথবা সকল সময়ে সকল কাজ-কর্মে আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা এবং তার বণ্টন ব্যবস্থার (তাক্বদীরের) উপর সন্তুষ্ট থাকা।

ইমাম ত্বীবী বলেন, নাসীহাত হলো কারো জন্য কল্যাণ কামনা করা। এর দ্বারা বান্দার হাক্বকে বুঝানো হচ্ছে। অপরদিকে ওয়াসিয়্যাত দ্বারা আল্লাহর হাক্বের অন্তর্ভুক্ত আদেশ পালন এবং নিষেধ বর্জন করাকে বুঝায়। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

٢٥٠٠-[١٩] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْأَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضٰى بِالْقَدَرِ».

২৫০০-[১৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (দু'আয়) বলতেন, *"আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকাস্ সিহ্হাতা ওয়াল 'ইফ্ফাতা ওয়াল আমা-নাতা ওয়া হুস্নাল খুলুক্বি ওয়ার্ রিযা- বিল ক্বদার"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সুস্বাস্থ্য, পবিত্রতা, আমানাতদারী, উত্তম চরিত্র এবং তাক্বদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকার তাওফীক্ব কামনা করছি)।[৫৪৪]

ব্যাখ্যা : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সকল রোগ-ব্যাধি থেকে শারীরিক সুস্থতা চাই অথবা সর্বাবস্থায় সুস্থ থাকা, সঠিক কথা বলা এবং সঠিক কাজ করার তাওফীক্ব চাই।

অত্র হাদীসে সংযম অর্থ হচ্ছে অবৈধ সকল কিছু পরিত্যাগ করা ও তা থেকে বিরত থাকা। মানাবী বলেন, এখানে সকল হারাম ও মাকরূহ এবং মুরুয়াহ্'র (শিষ্টাচারিতা বা আমানাতদারিতার) ঘাটতি তৈরি করে এমন সকল বস্তু ও বিষয় থেকে সংযম চাই।

এখানে (الأمانة) "আমা-নাহ্" বলতে ব্যক্তির কাছে থাকা আল্লাহ ও জনগণ; উভয়ের আমানাত সংরক্ষণের কথা বুঝানো হয়েছে।

(حُسنَ الْخلق) "হুসনুল খুলুক্ব" বা সচ্চরিত্র বলতে সৃষ্টির সাথে সহৃদয় আচরণ ও তাদের দেয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করা। ক্বারী বলেন, এর উদ্দেশ্য হলো, মুসলিমদের সাথে সদাচরণ করা। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যের প্রতি সন্তুষ্ট না থাকলে বান্দা 'ইবাদাত করার সময়ে মনোযোগী হতে পারবে না। কারণ 'ইবাদাতের সময় তার মাথায় বারবার চিন্তা আসবে যে, এটি কেন সে পেল না? ঐ কাজটি কেন এমন হলো? ইত্যাদি। তাই সে যদি তার পাওয়া না পাওয়া আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত– এমন বিশ্বাস রাখে এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে তাহলে সে 'ইবাদাতে মশগুল থাকতে পারবে।

---

[৫৪৪] **য'ঈফ :** মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববরানী ৬০, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ২৫৯, শু'আবুল ঈমান ৮১৮১, য'ঈফ আল আদাবুল মুফরাদ ৪৭/৩০৭, য'ঈফ আল জামি' ১১৯১। কারণ 'আবদুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আন্'উম আর 'আবদুর রহমান বিন রাফি' দু'জন দুর্বল রাবী।

٢٥٠١ ـ[٢٠] وَعَنْ أُمِّ مَعْبِدٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِيْ مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِيْ مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِيْ مِنَ الْكَذِبِ وَعَيْنِيْ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ». رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيْرِ.

২৫০১-[২০] উম্মু মা'বাদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, [তিনি (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) দু'আ করতেন] "*আল্ল-হুম্মা ত্বহ্হির ক্বলবী মিনান্ নিফা-ক্বি ওয়া 'আমালী মিনার্ রিয়া-য়ি ওয়া লিসা-নী মিনাল কাযিবি ওয়া 'আয়নী মিনাল খিয়া-নাতি ফাইন্নাকা তা'লামু খ-য়িনাতাল আ'ইউনি ওয়ামা-তুখফিস্ সুদূর*" (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরকে মুনাফিক্বী হতে, আমার কাজকে লোক দেখানো হতে, আমার জবানকে মিথ্যা বলা হতে এবং [আমার] চোখকে খিয়ানাত করা হতে পাক-পবিত্র করো। তুমি অবশ্যই জানো চোখ যা খিয়ানাত করে এবং অন্তরসমূহ যা গোপন করে। (বায়হাক্বী- দা'ওয়াতুল কাবীর)[৫৪৫]

ব্যাখ্যা : নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) দু'আ শিক্ষা দিচ্ছেন এভাবে যে, হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে নিফাক্ব তথা কপটতা থেকে পবিত্র করো। এখানে নিফাক্ব বলতে অন্তরে এক আর বাহিরে আরেক এমন বৈপরীত্যকে বুঝানো হয়েছে। এ দু'আর অর্থ হলো, হে আল্লাহ! তুমি দীনের ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জন ও মুসলিমদের মাঝে প্রকাশ্য ও গোপন; সকল কাজে সমানভাবে করার মাধ্যমে আমার অন্তরকে কপটতা থেকে পবিত্র করো। উল্লেখ্য যে, নাবী (সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মা'সূম তথা নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও এমন দু'আ করেছেন এজন্য যে, তিনি এর মাধ্যমে তার উম্মাতকে শেখাতে চেয়েছেন যে, তারা কিভাবে আল্লাহর নিকট দু'আ করবে। আমার 'আমালকে রিয়া থেকে পবিত্র করো। রিয়া হলো মানুষ দেখুক, শুনুক এবং প্রশংসা করুক– এমন মানসিক অবস্থা নিয়ে কোন কাজ করা। এর থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে প্রতিটি 'আমাল পূর্ণ ইখলাসের সাথে সম্পাদন করা।

হাদীসে মিথ্যা কথা বলতে মিথ্যা কথার সাথে সাথে এ রকম যে কোন কাজ যেমন গীবাত, চোগলখোরী ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে মুখের দ্বারা যে গুনাহ করা হয় তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, এটি আল্লাহর নিকট এবং সৃষ্টির নিকট সকল পাপের মধ্যে অন্যতম বড় নিকৃষ্ট পাপ।

চোখকে খিয়ানাত থেকে পবিত্র করো। এর অর্থ হলো, চোখ দিয়ে আমি যেন এমন কিছু না দেখি যা দেখা আমার জন্য বৈধ নয়। আর চোখ দ্বারা যেসব ফাসাদ সৃষ্টি হয় তা যে সৃষ্টি না করি এবং তুমি আমার অন্তর যা গোপন করে, অর্থাৎ- শায়ত্বনের কুমন্ত্রণা, খিয়ানাত ইত্যাদি থেকে আমাকে পবিত্র করো।

٢٥٠٢ ـ[٢١] وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَادَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَدْ خَفَتَ فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «هَلْ كُنْتَ تَدْعُو اللّٰهَ بِشَيْءٍ أَوْ تَسْأَلُهٗ إِيَّاهُ؟». قَالَ: نَعَمْ كُنْتُ أَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِيْ بِهٖ فِي الْاٰخِرَةِ فَعَجِّلْهُ لِيْ فِي الدُّنْيَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «سُبْحَانَ اللّٰهِ لَا تُطِيقُهٗ وَلَا تَسْتَطِيعُهٗ أَفَلَا قُلْتَ: اَللّٰهُمَّ ﴿اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾». قَالَ: فَدَعَا اللّٰهَ بِهٖ فَشَفَاهُ اللّٰهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[৫৪৫] **য'ঈফ :** আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ২৫৮, য'ঈফ আল জামি' ১২০৯। কারণ 'আবদুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আন্'উম আর ফারাজ বিন ফুযালাহ্ দু'জন দুর্বল রাবী ।

২৫০২-[২১] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) একজন রোগীকে দেখতে গেলেন, যে পাখির বাচ্চার মতো শুকিয়ে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আল্লাহর কাছে কোন বিষয়ে দু'আ করেছিলে অথবা তা তাঁর কাছে কামনা করেছিলে? উত্তরে সে বললো, হ্যাঁ, আমি বলতাম, "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আখিরাতে যে শাস্তি দিবে তা আগেই দুনিয়াতে দিয়ে দাও। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, সুব্হা-নাল্ল-হ! আখিরাতের শাস্তি তুমি দুনিয়াতে সহ্য করতে পারবে না এবং আখিরাতেও সহ্য করতে পারবে না। তুমি এভাবে বলনি কেন– *"আল্ল-হুম্মা আ-তিনা- ফিদ্দুন্ইয়া- হাসানাতওঁ ওয়াফিল আ-খিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াক্বিনা- 'আযা-বান্না-র"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়াতে ও আখিরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের 'আযাব থেকে রক্ষা কর)। বর্ণনাকারী (আনাস (রাঃ)) বলেন, পরে ঐ ব্যক্তি এভাবে দু'আ করলো এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে আরোগ্য দান করলেন। (মুসলিম)[৫৪৬]

ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লিখিত অসুস্থ ব্যক্তি প্রথমে যে দু'আ করেছিলেন সেটি যথার্থ ছিল না বিধায় রসূল (সাঃ) তার দু'আ পরিবর্তন করে *"আল্ল-হুম্মা আ-তিনা ফিদ্দুন্ইয়া হাসানাহ্.....'আযা-বান্ নার"* দু'আটি তাকে বলতে বলেছেন। এর অর্থ হলো, ঐ ব্যক্তি যদি এ দু'আটি বলত তাহলে আল্লাহ ঐ ব্যক্তির পাপরাশি ক্ষমা করে দিতেন এবং রোগ থেকে আরোগ্য দান করতেন। এরপর ঐ ব্যক্তি এ দু'আটি বললে আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করেন।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : এ হাদীসে আখিরাতের শাস্তি দুনিয়ায় পাওয়ার কিংবা শাস্তি প্রাপ্তিতে তাড়াহুড়া করতে নিষেধ করা হয়েছে। হাদীসে *"আল্ল-হুম্মা আ-তিনা ফিদ্দুন্ইয়া হাসানাহ্.....'আযা-বান্ নার"* দু'আটির ফাযীলাত প্রমাণিত হয়েছে।

এ হাদীস দ্বারা আরো প্রমাণিত হয় যে, আশ্চর্য হওয়ার পর আশ্চর্য প্রকাশক অভিব্যক্তি হিসেবে "সুব্হা-নাল্ল-হ" বলা জায়িয। রোগীকে দেখতে যাওয়া, তার সেবা করা ও তার জন্য দু'আ করা মুস্তাহাব কাজ হিসেবে এবং রোগ-বিপদ কামনা করা মাকরূহ কাজ হিসেবে পরিগণিত হবে। হাদীসে উল্লিখিত দুনিয়ায় হাসানাহ্ বলতে 'ইবাদাত ও সুস্থতাকে বুঝানো হয়েছে এবং আখিরাতে হাসানাহ্ বলতে জান্নাত ও ক্ষমাকে বুঝানো হয়েছে। তবে কারো মতে হাসানাহ্ বলতে দুনিয়া ও আখিরাতের নি'আমাতরাজিকে বুঝানো হয়েছে।

٢٥٠٣ ـ[٢٢] وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْبَغِيْ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهٗ». قَالُوْا: وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهٗ؟ قَالَ: «يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيمَانِ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

২৫০৩-[২২] হুযায়ফাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : মু'মিনের কাম্য নয় সে নিজেকে লাঞ্ছিত করা। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! নিজেকে লাঞ্ছিত করে কিভাবে? তিনি ((সাঃ)) বললেন, এমন বিপদাপদ কামনা করা যা সহ্য করা সাধ্যাতীত। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান; ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব)[৫৪৭]

---

[৫৪৬] সহীহ : মুসলিম ২৬৮৮, তিরমিযী ৩৪৮৭, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৩৪০, আহমাদ ১২০৪৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৯৪১।
[৫৪৭] সহীহ : তিরমিযী ২২৫৪, ইবনু মাজাহ ৪০১৬, আহমাদ ২৩৪৪৪, সহীহাহ্ ৬১৩।

ব্যাখ্যা : এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোনভাবেই নিজেকে অপমানের মুখে ঠেলে দেয়া জায়িয নয়। আর নিজেকে অপমানের মুখে ঠেলে দেয়ার অন্যতম পদ্ধতি হচ্ছে, নিজের বিরুদ্ধে দু'আ করা অথবা এমন কোন্ কাজ করা যা তার অপমানের কারণ হবে। যে শাস্তি বা বিপদ সহ্য করার ক্ষমতা নিজের নেই তা কামনা করার মাধ্যমে নিজেকে অপমানিত করা উচিত নয়। কারণ ঐ ব্যক্তি ঐ সময় তা আর সহ্য করতে পারবে না।

٢٥٠٤ - [٢٣] وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: عَلَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ: «قُلْ: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَرِيرَتِيْ خَيْرًا مِنْ عَلَانِيَتِيْ وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِيْ صَالِحَةً اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِي النَّاسَ مِنَ الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ غَيْرِ الضَّالِّ وَلَا الْمُضِلِّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২৫০৪-[২৩] 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এ দু'আটি শিখিয়েছেন, তিনি বলেছেন : তুমি বল, *"আল্ল-হুম্মাজ্'আল সারীরতী খয়রান মিন্ 'আলা-নিয়াতী ওয়াজ্'আল 'আলা-নিয়াতী স-লিহাতান, আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মিন্ স-লিহি মা- তু'তিন্না-সা মিনাল আহ্লি ওয়াল মা-লি ওয়াল ওয়ালাদি গয়রিয্ য-ল্লি ওয়ালা-ল মুযিল্লি"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি আমার ভিতরকে বাহির হতে উত্তম করো এবং আমার বাহিরকে মার্জিত করো। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ভালো চাই যা তুমি মানুষকে দিয়েছো- পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, যারা পথভ্রষ্ট বা পথভ্রষ্টকারী নয়।) (তিরমিযী)[৫৪৮]

ব্যাখ্যা : প্রথমে ভিতরকে বাহিরের চেয়ে উত্তম বানানোর দু'আ করা হয়েছে। পরক্ষণেই ভিতরকে সৎ বানানোর দু'আ করা হয়েছে। ব্যক্তির ভিতর তার বাহির থেকে উত্তম হওয়া সত্ত্বেও অসৎ হতে পারে। তাই ভিতরকে বাহির থেকে উত্তম বানানোর। দু'আ করার সাথে সাথে ভিতরকেও শুধু বাহিরের তুলনায় উত্তম নয়, বরং স্বতন্ত্রভাবে সৎ বানানোর দু'আ করতে বলা হয়েছে।

[৫৪৮] **য'ঈফ :** তিরমিযী ৩৫৮৬, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৮২৪, য'ঈফ আল জামি' ৪০৯৭। কারণ 'আবদুর বিন ইসহাক্ব আল কূফী একজন দুর্বল রাবী।

(١١) كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

পর্ব-১১ : হাজ্জ

مناسك শব্দটি বহুবচন, এর একবচন منسك। ইবনু জারীর বলেন : 'আরাবী منسك ঐ স্থানকে বলা হয় যেখানে লোকজন কল্যাণের উদ্দেশে একত্রিত হয়। হাজ্জের কার্যসমূহকে مناسك এজন্যই বলা হয়ে থাকে যে, হাজ্জের কাজ সম্পাদনের জন্য লোকজন একই জায়গায় বারবার একত্রিত হয়।

الحج-এর শাব্দিক অর্থ হলো 'কোন কিছুকে উদ্দেশ্য করা'। ইসলামী শারী'আতের পরিভাষায় নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে, নির্দিষ্ট কাজের মাধ্যমে, কা'বাহ্ ঘরের সম্মানের উদ্দেশে তা যিয়ারত করাকে হাজ্জ বলে।

কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা হাজ্জ ফারয হওয়া প্রমাণিত। এর অস্বীকারকারী কাফির এতে কোন দ্বিমত নেই। জীবনে তা শর্তসাপেক্ষে মাত্র একবারই ফারয।

হাজ্জ ফারয হওয়ামাত্রই তা সম্পাদন করা ওয়াজিব না-কি তা বিলম্বে পালন করার অবকাশ রয়েছে– এ বিষয়ে 'উলামাহ্গণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম মালিক, আহমাদ, আবূ ইউসুফ এবং মুযানী-এর মতে তা ফারয হওয়ামাত্রই আদায় করা ওয়াজিব, বিলম্ব করার অবকাশ নেই। পক্ষান্তরে ইমাম শাফি'ঈ, সাওরী, আওযা'ঈ ও মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান এর মতে তা বিলম্বে আদায় করার অবকাশ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মতে উযর ব্যতীত বিলম্বকারী গুনাহগার হবে।

উত্তম কথা হলো এই যে, যথাসম্ভব দ্রুত হাজ্জ সম্পাদন করা উচিত। কেননা মৃত্যু কখন আসবে তা কেউ জানে না, তাই ফারয হওয়ার পরে তা বিলম্বে আদায় করতে গিয়ে তা আদায় করার পূর্বেই মৃত্যু উপস্থিত হলে, আর তার পক্ষ থেকে তা আদায় করা না হলে নিশ্চিত গুনাহের মধ্যে নিপতিত হতে হবে। আর তা দ্রুত আদায় করা মধ্যেই তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার একমাত্র উপায়। হাজ্জ কখন ফারয হয়েছে তা নিয়েও 'আলিমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। তবে প্রসিদ্ধ অভিমত হলো নবম হিজরী সালে হাজ্জ ফারয করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٥٠٥ ـ [١] عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوْا» فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ فَسَكَتَ حَتّٰى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ: «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ» ثُمَّ قَالَ: ذَرُوْنِىْ مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلٰى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَدَعُوْهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৫০৫-[১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দানকালে বললেন, হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর হাজ্জ ফার্‌য করেছেন, সুতরাং তোমরা হাজ্জ পালন করবে। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! এটা (হাজ্জ পালন) কি প্রত্যেক বছরই? তিনি (ﷺ) চুপ থাকলেন। লোকটি এভাবে তিনবার জিজ্ঞেস করলো। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, আমি যদি হ্যাঁ বলতাম, তবে তা (হাজ্জ প্রতি বছর) ফার্‌য হয়ে যেতো, যা তোমরা (প্রতি বছর হাজ্জ পালন করতে) পারতে না। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, যে ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে কিছু বলিনি সে ব্যাপারটি সেভাবে থাকতে দাও। কেননা তোমাদের পূর্বের লোকেরা বেশি বেশি প্রশ্ন করে ও তাদের নাবীদের সাথে মতবিরোধ করার কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তাই আমি যখন তোমাদেরকে কোন বিষয়ে নির্দেশ করবো তা যথাসাধ্য পালন করবে এবং যে বিষয়ে নিষেধ করবো তা পরিত্যাগ করবে। (মুসলিম)[৫৪২]

ব্যাখ্যা : (فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوْا) "তোমাদের ওপর হাজ্জ ফার্‌য করা হয়েছে। অতএব তোমরা হাজ্জ সম্পাদন করো।" এ কথা শ্রবণ করে একব্যক্তি প্রশ্ন করল– (أَكُلَّ عَامٍ) প্রত্যেক বৎসরই কি?

অর্থাৎ- আপনি কি আমাদেরকে প্রত্যেক বৎসরই হাজ্জ সম্পাদন করতে আদেশ দিচ্ছেন?

(لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ) "আমি হ্যাঁ বললেই তা প্রতি বৎসরের জন্যই ওয়াজিব হয়ে যেত।

ইমাম সিন্দী বলেন : এটা অসম্ভব নয় যে, হাজ্জ প্রতি বৎসর ওয়াজিব করা বা না করার বিষয় নাবী (ﷺ)-এর উপর ন্যস্ত ছিল। তাই তিনি (ﷺ) হ্যাঁ বললেই তা প্রতি বৎসরের জন্যই ওয়াজিব হয়ে যেত। কেননা আল্লাহর পক্ষে তাঁর নাবীকে কোন ব্যাপারে সাধারণভাবে নির্দেশ দেয়ার পর তার ব্যাখ্যার বিষয়টি তার ওপর ন্যস্ত করা বৈধ।

(ذَرُوْنِيْ مَا تَرَكْتُكُمْ) "যে বিষয়ের উপর আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দিয়েছি তোমরাও সে বিষয়ে আমাকে ছেড়ে দাও।" অর্থাৎ- আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে হয়েছে শারী'আতের নিয়মাবলী বর্ণনা করা এবং তা লোকদের নিকট পৌঁছানোর জন্য। অতএব শারী'আতের বিধান আমি তোমাদের নিকট অবশ্যই বর্ণনা করব, সে বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করার কোন প্রয়োজন নেই।

(فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ) "তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতগণ অধিক প্রশ্ন করার কারণে ধ্বংস হয়েছে।"

ইমাম বাগাবী শারহে সুন্নাতে উল্লেখ করেছেন যে, প্রশ্ন দু' ধরনের। যথা–

(১) ধর্মীয় কোন বিষয়ে প্রয়োজনের খাতিরে শিখার উদ্দেশে প্রশ্ন করা, আর এ ধরনের প্রশ্ন করা বৈধ। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন : "যারা জানে তোমরা তাদের নিকট জিজ্ঞেস করো"– (সূরাহ্ আন্ নাহ্‌ল ১৬ : ৪৫ আয়াত, সূরাহ্ আল আম্বিয়া ২১ : ৬ আয়াত)। সহাবীগণের প্রশ্নাবলী এ ধরনেরই ছিল।

(২) হতবুদ্ধি ও বিহবল করার জন্য অনর্থক প্রশ্ন করা। আর এ ধরনের প্রশ্ন করতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ অধিক ভাল জানেন।

(إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوْهُ) "যখন আমি তোমাদেরকে কোন বিষয়ে নিষেধ করি তা পরিত্যাগ করো।"

---

[৫৪২] **সহীহ :** মুসলিম ১৩৩৭, নাসায়ী ২৬১৯, আহমাদ ১০৬০৭, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৫০৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৭০৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৬১৫, ইরওয়া ৯৮০।

যেহেতু নিষিদ্ধ বস্তু পরিত্যাগ করতে সকলেই সক্ষম তাই বলা হয়নি যে, সক্ষম হলে তা পরিত্যাগ করো। পক্ষান্তরে আদিষ্ট কোন বিষয় কার্যকর করতে সক্ষমতার প্রয়োজন রয়েছে। তাই সেক্ষেত্রে বলা হয়েছে "আমি যে বিষয়ে আদেশ করি সাধ্যমত তা পালন করো।"

٢٥٠٦ ـ [٢] وَعَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِيْ سَبِيلِ اللهِ». قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجٌّ مَبْرُوْرٌ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫০৬-[২] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ 'আমাল সর্বোত্তম? তিনি (ﷺ) বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, তারপরে কোন্ 'আমাল? তিনি (ﷺ) বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। আবারও জিজ্ঞেস করা হলো, এরপর কোন্‌টি? তিনি (ﷺ) বললেন, 'হাজ্জে মাব্‌রূর' অর্থাৎ- কবূলযোগ্য হাজ্জ। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৪৩]

ব্যাখ্যা : (ثُمَّ مَاذَا؟) "অতঃপর কোন 'আমাল উত্তম।" অর্থাৎ- আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পর কোন কাজ উত্তম?" (الْجِهَادُ فِيْ سَبِيلِ اللهِ) "আল্লাহর পথে জিহাদ করা"। অর্থাৎ- আল্লাহর বিধানকে বিজয়ী করার জন্য কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা সর্বোত্তম 'আমাল।

(حَجٌّ مَبْرُوْرٌ) "কবূলযোগ্য হাজ্জ"। অর্থাৎ- আল্লাহর নিকট গৃহীত হাজ্জ। হাজ্জ কবূল হওয়ার আলামাত হলো : হাজ্জ থেকে ফিরে আসার পর তার অবস্থা পূর্বের চাইতে ভাল হওয়া এবং গুনাহের কাজে পুনরায় লিপ্ত না হওয়া। ইমাম কুরতুবী বলেন : মাকবূল-এর বিভিন্ন অর্থ করা হয়ে থাকে যার সাওমর্ম প্রায় একই, অতএব মাকবূল হাজ্জ বলতে তাই বুঝায় যে হাজ্জে তার সকল নিয়মাবলী যথার্থ পালিত হয়েছে এবং হাজ্জ সম্পাদনকারী ব্যক্তি তার ওপর করণীয় কার্যসমূহ পূর্ণাঙ্গভাবে সম্পাদন করেছে তাই হাজ্জে মাবরূর তথা মাকবূল হাজ্জ। অত্র হাদীসে জিহাদকে হাজ্জের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে অথচ জিহাদ হলো ফার্‌যে কিফায়াহ্ আর হাজ্জ হলো ফার্‌যে 'আইন। এর কারণ এই যে, জিহাদের উপকারিতা ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে সমস্ত মুসলিম সমাজে প্রভাব ফেলে, পক্ষান্তরে হাজ্জের উপকারিতা শুধুমাত্র ব্যক্তির জন্যই প্রযোজ্য। তাছাড়া জিহাদের মধ্যে প্রাণ বিসর্জন দেয়ার বিষয়টি সংযুক্ত যা হাজ্জের মধ্যে নেই। তাই জিহাদের গুরুত্ব হাজ্জের তুলনায় অধিক। এজন্যই অত্র হাদীসে জিহাদকে আগে উল্লেখ করা হয়েছে লোকদেরকে ঐ কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য।

٢٥٠٧ ـ [٣] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫০৭-[৩] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে লোক আল্লাহরই (সন্তুষ্টির) জন্য হাজ্জ করেছে এবং অশ্লীল কথাবার্তা বলেনি বা অশ্লীল কাজকর্ম করেনি। সে লোক হাজ্জ হতে এমনভাবে বাড়ী (নিস্পাপ হয়ে) ফিরবে যেন সেদিনই তার মা তাকে প্রসব করেছে। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৪৪]

---

[৫৪৩] সহীহ : বুখারী ২৬, মুসলিম ৮৩, তিরমিযী ১৬৫৮, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১৯৩৫২, আহমাদ ৭৫৯০, দারিমী ২৪৩৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৮৪৮৩, শু'আবুল ঈমান ৩৭৯৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৫৯৮। তবে দারিমীর সানাদটি দুর্বল।

[৫৪৪] সহীহ : বুখারী ১৫২১, মুসলিম ১৩৫০, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১২৬৪০, আহমাদ ৭১৩৬, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৫১৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০৩৮৪, শু'আবুল ঈমান ৩৭৯৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৬৯৪।

ব্যাখ্যা : (فَلَمْ يَرْفُثْ) "আর সে অশ্লীল কথা বলেনি"। হাফিয ইবনু হাজার বলেন : الرفث শব্দের অর্থ সহবাস করা। সহবাসের প্রতি ইঙ্গিত করা এবং অশ্লীল কথাকেও الرفث বলা হয়। وَلَمْ يَرْفُثْ আর ফাসিক্বী না করে। কামূসের লেখক বলেন : الرفث শব্দের অর্থ– আল্লাহর নির্দেশ পরিত্যাগ করা, তার অবাধ্য হওয়া এবং সঠিক ও সত্য পথ থেকে বেরিয়ে যাওয়া। رَجَعَ প্রত্যাবর্তন করল। অর্থাৎ- সে পরিণত হলো, অথবা গুনাহ্ থেকে ফিরে এলো অথবা হাজ্জ সম্পাদন করে সে ফিরে এলো।

(كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ) "সেদিনের ন্যায় যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল"। অর্থাৎ- হাজ্জ সম্পাদনকারী ব্যক্তি হাজ্জের কার্য সম্পাদন করে জন্মদিনের ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে গেল। এ হাদীস থেকে বুঝা যায় হাজ্জ সম্পাদনকারীর কাবীরাহ্ ও সগীরাহ্ সকল প্রকার গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

٢٥٠٨ - [٤] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهٗ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫০৮-[৪] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক 'উমরাহ্ হতে অপর 'উমরাহ্ পর্যন্ত সময়ের জন্য (গুনাহের) কাফ্‌ফারাহ্ স্বরূপ আর কবূলযোগ্য হাজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত আর কিছু নয়। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৪৫]

ব্যাখ্যা : (كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا) "দু' উমরাহ্-এর মাঝের গুনাহ মোচনকারী"। হাদীসের এ অংশটুকুতে 'উমরাহ্-এর ফাযীলাত বুঝানো হয়েছে। আর তা হলো এক 'উমরাহ্ থেকে অপর 'উমরাহ্-এর মাঝখানে কোন গুনাহের কাজ হয়ে থাকলে 'উমরাহ্-এর কারণে তা মোচন হয়ে যাবে। ইবনু 'আবদুল বার বলেন : এখানে গুনাহ দ্বারা সগীরাহ্ গুনাহ উদ্দেশ্য। হাফিয ইবনু হাজার বলেন : এ হাদীসটি বেশী বেশী 'উমরাহ্ করা মুস্তাহাব হওয়ার দলীল।

(الْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ) 'মাকবূল হাজ্জ"। ইবনুল 'আরাবী বলেন : যে হাজ্জের পরে গুনাহের কাজ করা হয়নি তাই হাজ্জে মাব্‌রূর তথা মাকবূল হাজ্জ।

'আলিমগণ বলেন : হাজ্জে মাব্‌রূর-এর শর্ত হলো হাজ্জে ব্যয়কৃত মাল হালাল পন্থায় অর্জিত হতে হবে। হারাম পন্থায় অর্জিত মাল দ্বারা সম্পাদিত হাজ্জ হাজ্জে মাব্‌রূর নয়। যদিও এ হাজ্জ দ্বারা তার ওপর নির্ধারিত ফারয হাজ্জ সম্পাদন হয়েছে বলে গণ্য কিন্তু এ হাজ্জ দ্বারা তার কোন সাওয়াব অর্জিত হবে না। এটাই ইমাম আবূ হানীফাহ্, মালিক ও শাফি'ঈর অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম আহমাদ বলেন : হারাম মাল দ্বারা সম্পাদিত হাজ্জের মাধ্যমে তার ওপর নির্ধারিত ফারয হাজ্জ সম্পাদন হবে না।

(لَيْسَ لَهٗ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ) "জান্নাতই তার একমাত্র প্রতিদান"। ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তার শুধুমাত্র আংশিক গুনাহ ক্ষমা হবে না বরং অবশ্য সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٢٥٠٩ - [٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ عُمْرَةً فِيْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

---

[৫৪৫] সহীহ : বুখারী ১৭৭৩, মুসলিম ১৩৪৯, নাসায়ী ২৬২৯, তিরমিযী ৯৩৩, ইবনু মাজাহ ২৮৮৮, মুয়াত্ত্বা মালিক ১২৫৭, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১২৬৩৯, আহমাদ ৯৯৪৮, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৫১৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৭২৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৬৯৬, সহীহ আল জামি' ৪১৩৬।

২৫০৯-[৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : রমাযান মাসে 'উমরাহ্ পালন (সাওয়াবের দিক দিয়ে) হাজ্জের সমতুল্য। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৪৬]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً) "রমাযান মাসে 'উমরাহ্ হাজ্জের সমতুল্য"। অর্থাৎ- রমাযান মাসে সম্পাদিত 'উমরাহ্-এর সাওয়াব হাজ্জের সাওয়াবের সমতুল্য। এর অর্থ এ নয় যে, রমাযান মাসে 'উমরাহ্ পালন করলে তার ওপর ফার্য হাজ্জ পালন হয়ে যাবে। কেননা বস্তুকে কোন বস্তুর সাথে তুলনা করার অর্থ এ নয় যে, এ বস্তুটি সর্বাংশে তুল্য বস্তুর সমান বরং এক বস্তুর সাথে অন্য বস্তুর কোন দিক দিয়ে মিল থাকলেই তাকে ঐ বস্তুর সাথে তুলনা করা যায়। যদিও সব দিক দিয়ে তার সমতুল্য নয়। এ হাদীস বর্ণনার কারণ এই যে, নাবী (সাঃ) যখন বিদায় হাজ্জ থেকে ফিরে এলেন তখন তিনি উম্মু সিনান আল আনসারী এক মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের সাথে হাজ্জ সম্পাদন করতে তোমাকে কিসে বাধা প্রদান করল? জবাবে উক্ত মহিলা বলল যে, আমাদের মাত্র দু'টি উট আছে। একটির বাহনে তার স্বামী ও তার ছেলে হাজ্জ গমন করেছিলেন। আরেকটি উট তিনি রেখে গেলেন যার দ্বারা আমরা পানি সরবরাহ করেছি। আর অন্য কোন বাহন না থাকায় আমি আপনাদের সাথে হাজ্জে যেতে পারিনি। তখন নাবী (সাঃ) বললেন : যখন রমাযান মাস আসবে তখন তুমি 'উমরাহ্ করবে। কেননা রমাযান মাসে 'উমরাহ্ সম্পাদন করা হাজ্জ সম্পাদনের সমান সাওয়াব। বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে, রমাযান মাসে 'উমরাহ্ সমপাদন করা আমার সাথে হাজ্জ সম্পাদন করার সমান সাওয়াব।

বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, উক্ত মহিলা নাবী (সাঃ)-এর সাথে হাজ্জ সম্পাদন করতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন তা করতে পারলেন না তখন নাবী (সাঃ) বললেন : রমাযান মাসে 'উমরাহ্ সম্পাদন করলে আমার সাথে হাজ্জ সম্পাদন করার মতো সাওয়াব অর্জিত হবে।

ইবনুল জাওযী বলেন : অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, সময়ের মর্যাদার কারণে কার্যের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় যেমন মনোযোগ সহকারে ও ইখলাসের সাথে 'আমাল করার কারণে কাজের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

যেহেতু নাবী (সাঃ) সকল 'উমরাহ্ সম্পাদন করেছেন যিলক্বদ মাসে, তাই 'আলিমগণ এ বিষয়ে সন্দেহে পতিত হয়েছেন যে, রমাযান মাসে 'উমরাহ্ পালন উত্তম না-কি হাজ্জের মাসসমূহে 'উমরাহ্ পালন করা উত্তম? অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, রমাযান মাসে 'উমরাহ্ পালন করা উত্তম। হাফিয ইবনু হাজার বলেন : নাবী (সাঃ) ব্যতীত অন্য যে কোন লোকের জন্য রমাযান মাসে 'উমরাহ্ পালন করা উত্তম। পক্ষান্তরে নাবী (সাঃ) স্বয়ং যা করেছেন তার জন্য তাই উত্তম। কেননা জাহিলী যুগের লোকেরা মনে করত যে, হাজ্জের মাসসমূহে 'উমরাহ্ করা বৈধ নয়। তাই নাবী (সাঃ) হাজ্জের মাসে 'উমরাহ্ পালন করে দেখিয়ে দিলেন যে, হাজ্জের মাসে 'উমরাহ্ পালন করা বৈধ।

অত্র হাদীসে রমাযান মাসে 'উমরাহ্ পালন করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এতে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, একাধিকবার 'উমরাহ্ করা বৈধ তথা মুস্তাহাব, আর এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন ইমাম আবূ হানীফাহ্ এবং ইমাম শাফি'ঈ।

ইমাম মালিক বৎসরে একাধিক 'উমরাহ্ করা মাকরূহ মনে করেন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল দশদিনের কমে 'উমরাহ্ করা মাকরূহ্ মনে করেন।

---

[৫৪৬] সহীহ : বুখারী ১৭৮২, মুসলিম ১২৫৬, ইবনু মাজাহ ২৯৯৪, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১৩০২৮, আহমাদ ২৮০৮, মু'জামুল আওসাত লিত্ব ত্ববারানী ৪৪২৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৭০০, ইরওয়া ৮৬৯, ১৫৮৭, সহীহ আল জামি' ৪০৯৭।

Contents

٢٥١٠ - [٦] وَعَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ؟» قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «رَسُوْلُ اللهِ» فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَلِهٰذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৫১০-[৬] উক্ত রাবী ('আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (হাজ্জের সফরে) 'রওহা' নামক জায়গায় এক আরোহী দলের সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি () জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? তারা বললো, 'আমরা মুসলিম'। অতঃপর তারা জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কে?' তিনি বললেন, (আমি) আল্লাহর রসূল! তখন একজন মহিলা একটি শিশুকে উঠিয়ে ধরলেন এবং বললেন, (হে আল্লাহর রসূল!) এর কি হাজ্জ হবে? তিনি () বললেন, হ্যাঁ, তবে সাওয়াব হবে তোমার। (মুসলিম)[৫৪৭]

ব্যাখ্যা : (أَلِهٰذَا حَجٌّ) "এ শিশুটির হাজ্জ হবে কি?" অর্থাৎ- এ শিশুটি যদি হাজ্জ পালন করে তাহলে সে হাজ্জের সাওয়াব পাবে কি? (قَالَ: نَعَمْ) "তিনি বললেন : হ্যাঁ (وَلَكِ أَجْرٌ) "তোমারও সাওয়াব হবে"। ইমাম নাবাবী বলেন : এর অর্থ হলো ঐ শিশুকে বহন করার জন্য এবং তাকে ঐ সমস্ত কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য তিনি সাওয়াব পাবেন যে সমস্ত কাজ থেকে ইহরামধারী ব্যক্তি বিরত থাকেন।

অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, শিশুকে সাথে নিয়ে হাজ্জ করা বিধিসম্মত। এতে 'উলামাহ্‌গণের মাঝে কোন বিরোধ নেই। এতে এটাও জানা গেল যে, শিশু ছোট হোক বা বড় হোক তার হাজ্জ বিশুদ্ধ। তবে শিশুর পক্ষ থেকে এ হাজ্জটি নাফ্‌ল হাজ্জ বলে গণ্য হবে। বালেগ হওয়ার পর হাজ্জ ফার্‌য হওয়ার শর্তসমূহ পাওয়া গেলে তাকে পুনরায় হাজ্জ করতে হবে।

কোন শিশু হাজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধার পর 'আরাফাতে অবস্থান করার পূর্বে বালেগ হলে তার বিধান কি? এ নিয়ে 'উলামাহ্‌গণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম মালিক-এর মতে ইহরাম বাঁধার পর 'আরাফাতে অবস্থানের পূর্বে শিশু বালেগ হলে অনুরূপভাবে গোলামকে আযাদ করা হলে তারা ঐ অবস্থায় হাজ্জের কাজ সম্পাদন করবে। তবে তাদের উভয়কে পুনরায় ফার্‌য হাজ্জ সম্পাদন করতে হবে।

ইমাম আবূ হানীফার মতে তারা যদি নতুন করে ইহরাম বেঁধে হাজ্জের বাকী কাজ সম্পন্ন করে তাহলে এটিই তাদের জন্য ফার্‌য হাজ্জ বলে গণ্য হবে।

ইমাম শাফি'ঈর মতে শিশু ইহরাম বাঁধার পর 'আরাফাতে অবস্থানের পূর্বে বালেগ হলে অনুরূপভাবে গোলাম ইহরাম বাঁধার পর তাকে আযাদ করা হলে ঐ ইহরামেই তারা 'আরাফাতে অবস্থানসহ হাজ্জের বাকী কাজ সম্পাদন করলে এ হাজ্জই তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। তাদের পুনরায় ফার্‌য হাজ্জ করতে হবে না।

٢٥١١ - [٧] وَعَنْهُ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلٰى عِبَادِهٖ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» وَذٰلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

[৫৪৭] সহীহ : মুসলিম ১৩৩৬, আবূ দাউদ ১৭৩৬, নাসায়ী ২৬৪৫, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১৪৮৭৮, আহমাদ ১৮৯৮, ইরওয়া ৯৮৫।

২৫১১-[৭] উক্ত রাবী ('আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার খাস্‘আম গোত্রের এক মহিলা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! বান্দাদের ওপর আল্লাহ তা'আলার ফার্‌য করা হাজ্জ আমার পিতার ওপরও বর্তেছে, কিন্তু আমার পিতা অতিশয় বৃদ্ধ, যিনি সওয়ারীর উপরে বসে থাকতে পারে না। তাই আমি কি তার পক্ষ হতে হাজ্জ আদায় করতে পারি? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ, পারো। এটা বিদায় হাজ্জের ঘটনা। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৫৮]

ব্যাখ্যা : (أَفَأَحُجُّ عَنْهُ) "আমি কি তার পক্ষ থেকে হাজ্জ সম্পাদন করব?" অর্থাৎ- আমার জন্য কি এটা বৈধ হবে যে, ঐ বৃদ্ধের পক্ষ হতে তার পরিবর্তে আমি তার হাজ্জের কাজ সম্পাদন করব। (قَالَ: نَعَمْ) "তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : হ্যাঁ।" অর্থাৎ- তুমি তার পক্ষ থেকে হাজ্জ সম্পাদন করলে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে।

অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, পুরুষের পক্ষ হতে কোন মহিলা অনুরূপভাবে মহিলার পক্ষ থেকে কোন পুরুষ হাজ্জ করলে তা বৈধ ও বিশুদ্ধ। ইবনু বাত্তাল বলেন : এতে কোন মতভেদ নেই যে, পুরুষের পক্ষ থেকে মহিলার এবং মহিলার পক্ষ থেকে পুরুষের হাজ্জ করা বৈধ। তবে হাসান বাসরীর মতে পুরুষের পক্ষ থেকে মহিলার হাজ্জ সম্পাদন করা বৈধ নয়। কেননা হাজ্জে মহিলার জন্য এমন পোষাক পরিধান করা বৈধ যা পুরুষের জন্য বৈধ নয়। অতএব পুরুষের পক্ষ থেকে পুরুষকেই হাজ্জ করতে হবে। অত্র হাদীস তার এ মত প্রত্যাখ্যান করে। অত্র হাদীস আরো প্রমাণ করে যে, অপারগ ব্যক্তির ওপর হাজ্জের অন্যান্য শর্ত পাওয়া গেলে এবং তার পক্ষ থেকে হাজ্জ সম্পাদন করার লোক পাওয়া গেলে তাকে হাজ্জ পালন করতে অর্থাৎ- অন্য লোক দিয়ে তার পক্ষ থেকে হাজ্জ করাতে হবে। ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও ইমাম শাফি'ঈর অভিমত এটাই।

পক্ষান্তরে ইমাম মালিক-এর মতে স্বয়ং হাজ্জ সম্পাদনে সক্ষম না হলে তার পক্ষ থেকে অন্যকে দিয়ে হাজ্জ করানো ফার্‌য নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন : ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ "যে ব্যক্তি তাতে পৌঁছতে সক্ষম"– (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান ৩ : ৯৭)। আর অপারগ ব্যক্তি সক্ষম নয়। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত খাস্‘আমিয়াহ্ মহিলার হাদীসটি ইমাম মালিক-এর এ মতকে প্রত্যাখ্যান করে।

তবে এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই যে, কোন ব্যক্তির ওপর সুস্থ অবস্থায় হাজ্জ ফার্‌য হওয়ার পর যদি তিনি অসুস্থ হন যার ফলে তিনি স্বয়ং হাজ্জ সম্পাদন করতে অক্ষম হন তাহলে তার পক্ষ থেকে অবশ্যই হাজ্জ সম্পাদন করতে হবে।

٢٥١٢ ـ[٨] وَعَنْهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِيْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَاقْضِ دَيْنَ اللهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ». (مُتَّفقٌ عَلَيْهِ)

২৫১২-[৮] উক্ত রাবী ('আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! আমার বোন হাজ্জ পালন করার জন্য মানৎ করেছিলেন; কিন্তু (তা আদায় করার আগেই) তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমার

[৫৫৮] **সহীহ :** বুখারী ১৫১৩, মুসলিম ১৩৩৫, আবূ দাউদ ১৮০৯, আহমাদ ৩৩৭৫, দারিমী ১৮৭৫, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ৩০৩৬, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৭২২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৯৯৬, ইরওয়া ২৬২।

Contents

বোনের কোন ঋণ থাকলে তুমি তা পরিশোধ করতে কিনা? সে বললো, হ্যাঁ আদায় করতাম। তিনি (ﷺ) বললেন, তবে তুমি আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করো; কেননা তা আদায় করা অধিক উপযোগী। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৪৯]

ব্যাখ্যা : (لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ) "তার ওপর কারো পাওনা থাকলে তা কি তুমি আদায় করতে?" (قَالَ: نَعَمْ) "লোকটি বলল : হ্যাঁ।" (قَالَ: فَاقْضِ دَيْنَ اللهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ) "নাবী ﷺ বললেন, তুমি (তার পক্ষ থেকে) আল্লাহর পাওনা পরিশোধ করো। কেননা তা পরিশোধ করার ক্ষেত্রে অধিক হাক্বদার।" অত্র হাদীসে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কোন ব্যক্তির যিম্মাতে আল্লাহর কোন হাক্ব থাকাবস্থায় সে মারা গেলে যেমন হাজ্জ, কাফ্‌ফারাহ্ অথবা মানৎ তার পক্ষ থেকে তা আদায় করা ওয়াজিব। এতে এ প্রমাণও পাওয়া যায় হাজ্জের মানৎ করে তা আদায় না করে কেউ মারা গেলে তার পক্ষ থেকে ওয়ারিস বা অন্য কেউ হাজ্জ সম্পাদন করলে তা যথেষ্ট হবে। এতে এটাও জানা যায় যে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করার বিষয়টি সমাজে প্রচলিত ছিল। এজন্যই মানুষের প্রাপ্যের সাথে আল্লাহর প্রাপ্যকে তুলনা করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তি ওয়াসিয়্যাত না করা সত্ত্বেও তার পক্ষ থেকে হাজ্জ করা বিধিসম্মত, অত্র হাদীসে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে সকল প্রকার আর্থিক পাওনা মৃতের পক্ষ থেকে পরিশোধ করা বৈধ। হাফিয ইবনু হাজার বলেন : কোন ব্যক্তির ওপর হাজ্জ ফার্‌য হওয়ার পর হাজ্জ সম্পাদন করার পূর্বে মারা গেলে তার রেখে যাওয়া সম্পদ বণ্টনের পূর্বেই তার মাল দ্বারা হাজ্জ করানো ওয়াজিব যেমনটি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সম্পদ বণ্টনের পূর্বে তার মাল থেকে ঋণ পরিশোধ করা ওয়াজিব।

٢٥١٣ - [٩] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اكْتُتِبْتُ فِيْ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَأَتِيْ حَاجَّةً قَالَ: «اذْهَبْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫১৩-[৯] উক্ত রাবী ('আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন পুরুষ যেন কক্ষনো কোন স্ত্রীলোকের সাথে এক জায়গায় নির্জনে একত্র না হয়, আর কোন স্ত্রীলোক যেন কক্ষনো আপন কোন মাহরাম ব্যতীত একাকিনী সফর না করে। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! অমুক অমুক যুদ্ধে আমার নাম লেখানো হয়েছে। আর আমার স্ত্রী একাকিনী হাজ্জের উদ্দেশে বের হয়েছে। তিনি (ﷺ) বললেন, যাও তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে হাজ্জ করো। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৫০]

ব্যাখ্যা : "মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া কোন মহিলা পর-পুরুষের সাথে মিলিত হবে না এবং সফরও করবে না"। অত্র হাদীসে স্বামীর কথা উল্লেখ নেই। আবূ সা'ঈদ আল খুদরী رضي الله عنه-এর বরাতে বুখারী, মুসলিমে স্বামীর কথা উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ- স্বামী অথবা মাহরাম ছাড়া কোন মহিলা পর-পুরুষের সাথে মিলিত হবে না এবং সফর করবে না। মাহরাম বলা হয় এমন পুরুষকে উক্ত মহিলার জন্য যাকে বিবাহ করা চিরস্থায়ীভাবে

---

[৫৪৯] **সহীহ :** বুখারী ৬৬৯৯, মুসলিম ১১৪৮, নাসায়ী ২৬৩২, আহমাদ ২১৪০, দারিমী ২৩৭৭, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ৩০৪১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৮৫৩।

[৫৫০] **সহীহ :** বুখারী ৩০০৬, মুসলিম ১৩৪১, আহমাদ ১৯৩৪, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৫২৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০১৩৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৭৫৭।

হারাম, যেমন- ছেলে, বাবা, ভাই, চাচা, মামা, দাদা, নানা ইত্যাদি। অত্র হাদীসটি প্রমাণ করে যে, স্বামী অথবা মাহরাম ছাড়া কোন মহিলার জন্য সফর করা হারাম। এ হাদীসে কোন দূরত্ব অথবা সময়ের কথা উল্লেখ নেই। কোন হাদীসে তিনদিন, কোন হাদীসে দু'দিন, কোন হাদীসে একদিন, কোন হাদীসে তিন মাইলের অধিক সফর না করার উল্লেখ রয়েছে। উল্লিখিত সকল বর্ণনার দিকে লক্ষ্য করলে প্রতীয়মান হয় যে, কোন মহিলার পক্ষে স্বামী অথবা মাহ্রাম ব্যতীত তিন মাইলের অধিক ভ্রমণ করা বৈধ নয়।

(اِذْهَبْ فَاحْجُجْ مَعَ اِمْرَأَتِكَ) "তুমি গিয়ে তোমার স্ত্রীর সাথে হাজ্জ সম্পাদন করো"। হাদীসের এ অংশ প্রমাণ করে যে, স্বামী অথবা মাহরাম ব্যতীত কোন মহিলার জন্য হাজ্জের সফর বৈধ নয় যদি এর দূরত্ব তিন মাইলের বেশী হয়। দারাকুত্বনী ইবনু 'আব্বাস -এর সূত্রে নাবী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী বলেছেন : কোন মহিলা মাহরাম ব্যতীত কখনো হাজ্জ করবে না। অতএব যারা বলেন যে, হাজ্জের সফরের জন্য মাহ্রাম শর্ত নয়– এটা তাদের মনগড়া উক্তি। যা গ্রহণযোগ্য নয়।

অত্র হাদীস এও প্রমাণ করে যে, কোন মহিলার ওপর হাজ্জ ফার্‌য হলে তাকে হাজ্জ করতে বাধা দেয়া স্বামীর জন্য বৈধ নয় যদি তার সাথে মাহরাম ব্যক্তি সফর করে।

٢٥١٤ -[١٠] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اِسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْجِهَادِ. فَقَالَ: «جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫১৪-[১০] 'আয়িশাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি নাবী -এর নিকট জিহাদে যাবার জন্য অনুমতি চাইলাম, তিনি () বললেন, তোমাদের জিহাদ হলো হাজ্জ। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৫১]

ব্যাখ্যা : (جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ) "তোমাদের জিহাদ হলো হাজ্জ"। অর্থাৎ- তোমাদের ওপর জিহাদ করা ফার্‌য নয়। সক্ষম হলে, অর্থাৎ- হাজ্জের শর্তসমূহ পূর্ণ হলে তোমার ওপর হাজ্জ করা ফার্‌য। অত্র হাদীসে হাজ্জকে জিহাদ বলা হয়েছে। এজন্য যে, হাজ্জ সম্পাদন করার জন্য নাফ্সের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হয়। তাছাড়া জিহাদে, যেমন- সফরের কষ্ট স্বীকার করতে হয় অনুরূপভাবে হাজ্জের জন্য সফরের কষ্ট এবং শারীরিক কষ্ট স্বীকার করতে, আর পরিবার-পরিজন ও স্বীয় মাতৃভূমি ত্যাগ করে কষ্ট সহ্য করতে হয়। আর এ কাজগুলো জিহাদের মধ্যেও করতে হয়।

ইবনু বাত্ত্বাল বলেন : 'আয়িশাহ্ বর্ণিত হাদীস প্রমাণ করে যে, মহিলাদের ওপর জিহাদ ফার্‌য নয় বরং তারা আল্লাহ তা'আলার বাণী : ﴿اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا﴾ (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৪১ আয়াত)-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এটি সর্বসম্মত বিষয়। তবে (جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ) -এর অর্থ এ নয় যে, তারা নফল জিহাদও করতে পারবে না। বরং হাদীসের মর্ম হলো মহিলাদের জন্য জিহাদের চাইতে হাজ্জ উত্তম। তাদের উপর জিহাদ এ জন্য ফার্‌য নয় যে, মহিলাদের পুরুষদের থেকে পৃথক থাকা এবং তাদের থেকে পর্দা করা জরুরী। অথচ জিহাদ এর বিপরীত। তাই তাদের উপর জিহাদ ফার্‌য নয়।

٢٥١٥ -[١١] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

---

[৫৫১] সহীহ : বুখারী ২৮৭৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৭৮০৩, সহীহ আল জামি' ৩১০২, ইরওয়া ৯৮১।

২৫১৫-[১১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : কোন মহিলা কোন মাহরাম ব্যতীত একদিন ও এক রাতের পথও সফর করবে না। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৫২]

ব্যাখ্যা : (لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ) "কোন মহিলা সফর করবে না"। চাই সে সফর হাজ্জের জন্য হোক অথবা অন্য কোন কারণে হোক। আর সফর মটর গাড়ীতে হোক, উড়োজাহাজে হোক অথবা রেলগাড়ীতেই হোক, যে কোন পন্থায়ই হোক। মাহরাম ব্যতীত মহিলার জন্য সকল প্রকার সফরই হারাম। আর মহিলা যুবতীই হোক আর বৃদ্ধাই হোক সবার ক্ষেত্রে একই হুকুম প্রযোজ্য।

'উলামাহ্গণের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, কোন মহিলা যখন সম্পদশালী হয় এবং তার যদি মাহরাম বা স্বামী না থাকে তাহলে তার ওপর কি হাজ্জ ফারয? সঠিক কথা এই যে, কোন মহিলার পক্ষেই কোন সফরের জন্য মাহরাম অথবা স্বামী ব্যতীত সফর করা বৈধ নয়। অতএব যে মহিলার স্বামী বা মাহরাম নেই এ উযর থাকার কারণে তার উওপর হাজ্জ ফারয নয়।

٢٥١٦ - [١٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَقَّتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ: الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتٰى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُوْنَهُنَّ فَمُهَلُّهٗ مِنْ أَهْلِهٖ وَكَذَاكَ وَكَذَاكَ حَتّٰى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫১৬-[১২] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মাদীনাবাসীদের জন্যে 'যুল্‌হুলায়ফাহ্'-কে, শাম বা সিরিয়াবাসীদের জন্য 'জুহফাহ্'-কে আর নাজ্‌দবাসীদের জন্য 'কৃরনুল মানাযিল'-কে এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালাম্‌লাম্'-কে মীকাত নির্দিষ্ট করেছেন। এসব স্থানগুলো এ সকল স্থানের লোকজনের জন্য আর অন্য স্থানের লোকেরা যখন এ স্থান দিয়ে আসবে তাদের জন্য, যারা হাজ্জ বা 'উমরার ইচ্ছা করে। আর যারা এ সীমার ভিতরে অবস্থান করবে, তাদের ইহ্‌রামের স্থান হবে তাদের ঘর– এভাবে ক্রমান্বয়ে কাছাকাছি লোকেরা স্বীয় বাড়ি হতে এমনকি মাক্কাবাসীরা ইহরাম বাঁধবে মাক্কাহ্ হতেই। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৫৩]

ব্যাখ্যা : যুল্‌হুলায়ফাহ্ : মাদীনার নিকটবর্তী একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ইমাম নাবাবীর মতে মাসজিদে নাবাবী হতে এর দূরত্ব ছয় মাইল। ইবনু হায্‌ম-এর মতে এর দূরত্ব মাদীনাহ্ হতে চার মাইল। এখানে "বী'রে 'আলী" নামক একটি কূপ রয়েছে। বর্তমানে এ স্থানটি আব্‌ ইয়ারে 'আলী নামে পরিচিত। এটিই মাদীনাহ্বাসীদের মীকাত।

জুহ্‌ফাহ্ : মাক্কাহ্ হতে উত্তর-পশ্চিম দিকে ১২০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থান। মরক্কো, মিসর ও সিরিয়ার অধিবাসীগণের এটি মীকাত। বর্তমানে উক্ত স্থানটি চেনার বিশেষ কোন নিদর্শন না থাকার কারণে লোকজন রাবেগ নামক স্থান থেকে ইহরাম বেঁধে থাকেন।

কৃরনুল মানাযিল : মাক্কাহ্ হতে ৪২ মাইল পূর্বে একটি পাহাড়ী এলাকার নাম। এটি নাজ্‌দবাসীদের মীকাত।

---

[৫৫২] সহীহ : বুখারী ১০৮৮, মুসলিম ১৩৩৯, তিরমিযী ১১৭০, আহমাদ ৭২২২, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৫২৬, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৬১৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৪১০।

[৫৫৩] সহীহ : বুখারী ১৫২৬, মুসলিম ১১৮১, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৫৯০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৯২২।

ইয়ালাম্‌লাম্ : মাক্কাহ্ থেকে ৩০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটি পাহাড়। এটি ইয়ামানবাসীদের মীকাত। পাকভারত উপমহাদেশের সমুদ্রপথে গমনকারী যাত্রীগণও ইয়ামানে উপনীত হয়ে এ ইয়ালাম্‌লাম পাহাড়ের দক্ষিণে অবস্থানকালে ইহ্‌রাম বাঁধেন।

(هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ) উক্ত বর্ণিত মীকাত তাদের জন্য যাদের জন্য তা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদেরও জন্য এগুলো মীকাত যারা এর অধিবাসী নয় অথচ এ পথেই তারা অতিক্রম করে। যেমন- একজন বাংলাদেশী যিনি মাদীনাতে অবস্থান করছেন তিনি যদি হাজ্জ করতে চান তাহলে তার মীকাত যুল্‌হুলায়ফাহ্। অথচ তার প্রকৃত মীকাত উড়োজাহাজে ক্বর্‌নুল মানাযিল আর সমুদ্র পথে ইয়ালাম্‌লাম্।

(لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) "যে ব্যক্তি হাজ্জ অথবা 'উমরাহ্ করতে চায়"। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হাজ্জ অথবা 'উমরাতে গমনেচ্ছু ব্যক্তির জন্য ইহরাম না বেঁধে মীকাত অতিক্রম করা বৈধ নয়। তবে কোন ব্যক্তি যদি হাজ্জ অথবা 'উমরাহ্ করার ইচ্ছা ব্যতিরেকে সফরে গমন করে তার জন্য ইহ্‌রাম ছাড়াই এ মীকাতগুলো অতিক্রম করা বৈধ। তবে এ বিষয়ে 'উলামাহ্‌গণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

(১) ইমাম যুহরী, হাসান বাসরী, ইমাম শাফি'ঈ-এর একটি ক্বওল, ইবনু ওয়াহ্‌ব-এর বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম মালিক এবং দাউদ ইবনু 'আলী ও তাদের অনুসারীদের মতে ইহ্‌রাম ব্যতীত মাক্কাতে প্রবেশে কোন ক্ষতি নেই।

(২) 'আত্বা ইবনু আবী রবাহ, লায়স ইবনু সা'দ, সাওরী, আবূ হানীফাহ্ এবং তার অনুসারীবৃন্দ, বিশুদ্ধ বর্ণনানুযায়ী ইমাম মালিক, শাফি'ঈ-এর প্রসিদ্ধ মত, আহমাদ, আবূ সাওর প্রমুখদের মতে মীকাতের বাইরে অবস্থানকারীদের জন্য ইহরাম ব্যতিরেকে মাক্কাতে প্রবেশ করা বৈধ নয়।

কেউ যদি ইহরাম ছাড়াই প্রবেশ করে তবে খারাপ কাজ করল তবে এজন্য ইমাম শাফি'ঈর মতে কোন প্রকার কাফ্‌ফারা নেই। আর ইমাম আবূ হানীফার মতে কাফ্‌ফারাহ্ স্বরূপ হাজ্জ অথবা 'উমরাহ্ করতে হবে।

(فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ) আর যে ব্যক্তি মীকাতের অভ্যন্তরের অধিবাসী স্বীয় আবাসই তার ইহ্‌রাম বাঁধার স্থান। অর্থাৎ- তাকে মীকাতের বাইরে যেয়ে ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে না বরং স্বীয় আবাসস্থল থেকেই ইহ্‌রাম বাঁধবে।

(وَأَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ) আর মাক্কাবাসীগণ মাক্কাহ্ থেকেই ইহরাম বাঁধবে। এ বিধান হাজ্জের জন্য খাস।

মাক্কাহ্‌বাসী যদি 'উমরাহ্ করতে চায় তবে হারাম এলাকার বাইরে গিয়ে ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে। যেমনটি নাবী ﷺ 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে তান্'ঈমে প্রেরণ করেছিলেন 'উমরাহ্-এর ইহ্‌রাম বাঁধার জন্য।

মীকাতে যাওয়াব পূর্বেই ইহরাম বাঁধা যাবে কি-না? এ বিষয়ে 'উলামাগণের মাঝে ভিন্নমত রয়েছে।

ইবনু হায্‌ম বলেন : কারো জন্য বৈধ নয় যে, মীকাতে পৌছার পূর্বেই হাজ্জ অথবা 'উমরার জন্য ইহরাম বাঁধবে। কেউ যদি মীকাতে পৌছার পূর্বেই ইহরাম বাঁধে। অতঃপর মীকাত অতিক্রম করে তবে তার হাজ্জ বা 'উমরাহ্ কোনটাই হবে না। তবে মীকাতে পৌছার পর যদি নতুন করে ইহরামের নিয়্যাত করে তাহলে তার ইহরাম বিশুদ্ধ হবে।

জমহূর 'উলামাহ্‌গণের মতে মীকাতে পৌছাবার পূর্বেই ইহরাম বাঁধলে তা বৈধ হবে বরং হানাফী এবং শাফি'ঈ উলামাহ্‌গণের মীকাতে পৌছার পূর্বে ইহরাম বাঁধা উত্তম। ইমাম মালিক-এর মতে মীকাতে পৌছাবার পূর্বে ইহরাম বাঁধা মাকরূহ। আর এ অভিমতটিই অধিক সঠিক। আল্লাহই ভাল জানেন।

Contents

٢٥١٧ ـ [١٣] وَعَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَالطَّرِيقُ الْاٰخَرُ الْجُحْفَةُ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৫১৭-[১৩] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : মাদীনাবাসীদের মীকাত হলো 'যুল্‌হুলায়ফাহ্'। অন্য পথে (সিরিয়ার পথে) প্রবেশ করলে 'জুহফাহ্', ইরাক্ববাসীদের মীকাত হলো 'যা-তু 'ইর্‌ক্ব' এবং নাজ্‌দবাসীদের মীকাত হলো 'ক্বরনুল মানাযিল' এবং ইয়ামানবাসীদের মীকাত হলো 'ইয়ালাম্‌লাম্। (মুসলিম)[৫৫৪]

ব্যাখ্যা : (وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ) 'ইরাক্ববাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান যাতু 'ইর্‌ক্ব। যাতু 'ইর্‌ক্ব মাক্কাহ্ হতে ৪৮ মাইল দূরে অবস্থিত যা তিহামা ও নাজদের মধ্যবর্তী জায়গায় অবস্থিত। এটা 'ইর্‌ক্ব ও ইরানবাসীদের মীকাত। অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, 'ইরাক্ববাসীদের মীকাত যাতু 'ইর্‌ক্ব। এর স্বপক্ষে 'আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে আহমাদ, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, ত্বহাবী ও দারাকুত্বনীতে সহীহ সানাদে হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

٢٥١٨ ـ [١٤] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِيْ كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَةً مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَّمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫১৮-[১৪] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) মোট চারবার 'উমরাহ্ পালন করেছেন। হাজ্জের সাথে 'উমরাহ্ ছাড়া প্রত্যেকটি 'উমরাহ্ পালন করেছেন যিল্‌ক্ব'দাহ্ মাসে। এক 'উমরাহ্ করেছেন হুদায়বিয়াহ্ নামক স্থান হতে যিল্‌ক্ব'দাহ্ মাসে (আগমনকারী বৎসরে), আর এক 'উমরাহ্ করেছেন জি'রানাহ্ নামক স্থান থেকে, যেখানে তিনি (ﷺ) হুনায়ন যুদ্ধেলব্ধ গনীমাতের মাল বণ্টন করেছিলেন যিল্‌ক্ব'দাহ্ মাসে। আর এক 'উমরাহ্ তিনি পালন করেছেন (দশম হিজরীতে তাঁর বিদায়) হাজ্জের মাসে। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৫৫]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, নাবী (ﷺ) হিজরতের পর চারটি 'উমরাহ্ করেছেন। এর সবগুলোই যিলক্বদ মাসে করেছেন। বিদায় হাজ্জের 'উমরাহ্‌টি যদিও যিলহাজ্জ মাসে করেছেন তথাপি তার জন্য ইহরাম বাঁধা হয় যিলক্বদ মাসেই। তাই বলা হয়ে থাকে যে, এ চারটি 'উমরাই তিনি যিলক্বদ মাসে করেছেন। এর কারণ এই যে, জাহিলী যুগের লোকেরা মনে করত যে, হাজ্জের মাসসমূহে (শা'বান, যিলক্বদ, যিলহাজ্জ) 'উমরাহ্ করা সবচাইতে গর্হিত কাজ। তাই নাবী (ﷺ) চারটি 'উমরাহ্ হাজ্জের মাসে সম্পাদন করেছেন যাতে বুঝতে পারা যায় যে, জাহিলী যুগের লোকেরা যা বলত তা বাতিল।

---

[৫৫৪] **সহীহ :** মুসলিম ১১৮২।

[৫৫৫] **সহীহ :** বুখারী ৪১৪৮, মুসলিম ১২৫৩, আবূ দাঊদ ১৯৯৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৭৩৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৭৬৪।

Contents

বারা ও ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'বার 'উমরাহ্ করেছেন। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'টি 'উমরাহ্ করেছেন যিলক্বদ মাসে এবং একটি 'উমরাহ্ করেছেন শাও্ওয়াল মাসে।

'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাজ্জের পূর্বে যিলক্বদ মাসে তিনটি 'উমরাহ্ করেছেন।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত অত্র হাদীস এবং যে সমস্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি দু'বার 'উমরাহ্ করেছেন এর সমন্বয় এই যে, তারা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাজ্জের সাথে 'উমরাহ্ গণ্য করেননি। আর তা ছিল যিলহাজ্জ মাসে। অনুরূপভাবে হুদায়বিয়ার 'উমরাকেও তারা গণ্য করেননি। এজন্য যে, তা পূর্ণতা পায়নি মুশরিকদের বাধা দেয়ার কারণে। আর যারা বলেছেন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিনবার 'উমরাহ্ করেছেন তারা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাজ্জের সাথে 'উমরাহ্টি গণ্য করেননি তা যিলহাজ্জ মাসে হাজ্জের সাথে হওয়ার কারণে, যেমনটি 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণনায় এসেছে। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত শাও্ওয়াল মাসের 'উমরার সমন্বয় এই যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা শুরু করেছিলেন শাও্ওয়াল মাসের শেষের দিকে আর তা সমাপ্তি ঘটেছে যিলক্বদ মাসে।

٢٥١٩ - [١٥] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ مَرَّتَيْنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৫১৯-[১৫] বারা ইবনু 'আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (দশম হিজরীতে তাঁর বিদায়) হাজ্জ পালন করার আগে যিল্ক্ব'দাহ্ মাসে দু'বার 'উমরাহ্ করেছিলেন। (বুখারী)[৫৫৬]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ কুসতুলানী বলেন : বারা ইবনু 'আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বক্তব্য প্রমাণ করে না যে, অন্য 'উমরাহ্ পালন করেননি। অথবা বারা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হুদায়বিয়ার 'উমরাহ্কে গণ্য করেননি এজন্য যে, তা পূর্ণতা পায়নি। তেমনিভাবে হাজ্জের সাথের 'উমরাহ্টিও গণ্য করেননি এজন্য যে, তা হাজ্জের কার্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এবং ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বক্তব্য নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যিলক্বদ মাস ছাড়া 'উমরাহ্ করেননি। এটি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাজ্জের সাথের 'উমরাহ্-এর বিরোধী নয়। কেননা এ 'উমরাটি শুরু হয়েছিল যিলক্বদ মাসে শেষ হয়েছে যিলহাজ্জ মাসে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٥٢٠ - [١٦] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ». فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِيْ كُلِّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «لَوْ قُلْتُهَا: نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوْا بِهَا وَلَمْ تَسْتَطِيْعُوْا وَالْحَجُّ مَرَّةٌ فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ.

২৫২০-[১৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : হে মানবজাতি! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর হাজ্জ ফার্য করেছেন। এটা শুনে আক্বরা' ইবনু হাবিস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এটা (হাজ্জ) কি প্রতি বছর? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যদি আমি বলতাম

[৫৫৬] সহীহ : বুখারী ১৭৮১।

হ্যাঁ, তবে তা (প্রত্যেক বছর) ফারয হয়ে যেতো। আর যদি ফারয হয়ে যেতো, তোমরা তা সম্পাদন করতে না এবং করতে সমর্থও হতে না। হাজ্জ (জীবনে ফারয) একবারই। যে বেশী করলো সে নাফ্‌ল করলো। (আহমাদ, নাসায়ী, ও দারিমী)[৫৫৭]

ব্যাখ্যা : (أَفِيْ كُلِّ عَامٍ) প্রতি বৎসরই হাজ্জ করা কি ফারয? যেমন সওম এবং যাকাত প্রতি বৎসরই ফারয।

(لَوْ قُلْتُهَا: نَعَمْ لَوَجَبَتْ) আমি যদি বলতাম, হ্যাঁ, তবে তা প্রতি বৎসরের জন্যই ফারয হয়ে যেত। উল্লেখ্য যে, হাদীসটি মুসনাদ আহমাদে আট জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোন স্থানেই (لَوْ قُلْتُهَا: نَعَمْ) -এ শব্দে বর্ণিত হয়নি। বরং প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে (১ম খণ্ড, ২৫৫ ও ২৯০-২৯১ পৃঃ) (لَوْ قُلْتُهَا: لَوَجَبَتْ) শব্দে বর্ণিত হয়েছে। সপ্তম স্থানে (১ম খণ্ড, ৩৭১ পৃঃ) ও অষ্টম স্থানে (১ম খণ্ড, ৩৭২ পৃঃ) (لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ) শব্দে, তৃতীয় স্থানে (১ম খণ্ড, ২৯২ পৃঃ) পঞ্চম স্থানে (১ম খণ্ড, ৩২৩ পৃঃ) ও ৬ষ্ঠ স্থানে (১ম খণ্ড, ৩০১ পৃঃ) (لو قلت: كل عام لكان) শব্দে বর্ণিত হয়েছে। অতএব এটি স্পষ্ট যে, মিশকাতের বর্ণনা (لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ) শব্দটি সংকলক কর্তৃক ভুল হয়েছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

(وَالْحَجُّ مَرَّةٌ) "হাজ্জ মাত্র একবার", অর্থাৎ- হাজ্জ জীবনে মাত্র একবারই ফারয। যে ব্যক্তি এর বেশী করবে তা নাফ্‌ল।

٢٥٢١ -[١٧] وَعَنْ عَلِيٍّ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَذٰلِكَ أَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ: ﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا﴾

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَفِي اسْنَادِهٖ مَقَالٌ وَهِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ مَجْهُولٌ وَالْحَارِثُ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ.

২৫২১-[১৭] 'আলী ؓ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি 'বায়তুল্লাহ' পৌঁছার পথের খরচের মালিক হয়েছে অথচ হাজ্জ পালন করেনি সে ইয়াহূদী বা খ্রীস্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করুক এতে কিছু যায় আসে না। আর এটা এ কারণে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মানুষের জন্য বায়তুল্লাহর হাজ্জ পালন করা ফারয, যে ব্যক্তি ওখানে পৌঁছার সামর্থ্য লাভ করেছে।"

(তিরমিযী; তিনি বলেছেন, এটি গরীব। এর সানাদে কথা আছে। এর এক রাবী হিলাল ইবনু 'আবদুল্লাহ মাজহূল বা অপরিচিত এবং অপর রাবী হারিস য'ঈফ বা দুর্বল।)[৫৫৮]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে হাজ্জ সম্পাদনে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি হাজ্জ পালন করে না তাকে ইয়াহূদী ও নাসারার সাথে তুলনা করার কারণ এই যে, ইয়াহূদী এবং নাসারাগণ আহলে কিতাব। কিন্তু তারা

[৫৫৭] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৭২১, নাসায়ী ২৬২০, দারিমী ১৭৮৮, আহমাদ ২৩০৪, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ৩১৫৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৬১৭।

[৫৫৮] **য'ঈফ :** তিরমিযী ৮১২, শু'আবুল ঈমান ৩৬৯২, য'ঈফ আত্ তারগীব ৭৫৩। কারণ এর সানাদে হিলাল ইবনু 'আবদুল্লাহ একজন মাজহূল রাবী আর হারিস আল আ'ওয়ার একজন দুর্বল রাবী।

আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব তাওরাত, ইঞ্জীলের বিধান মেনে চলে না। অনুরূপ যে ব্যক্তি হাজ্জ করল না সে আল্লাহর কিতাব কুরআনের বিধান অমান্য করল। আল্লাহর কিতাব অমান্য করার ক্ষেত্রে সে ইয়াহূদী ও নাসারাদের সাথে সাদৃশ্য হলো। তাই হাজ্জ পরিত্যাগকারীকে ইয়াহূদী ও নাসারাদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। অতএব হাদীসের অর্থ এই যে, হাজ্জের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হাজ্জ পালন না করে মৃত্যুবরণ করা আর ইয়াহূদী ও নাসারা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা উভয়ই সমান। কারণ উভয়েই আল্লাহর নি'আমাত অস্বীকারকারী এবং তাঁর নির্দেশ অমান্যকারী।

٢٥٢٢ - [١٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَا صَرُوْرَةَ فِي الْإِسْلَامِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

২৫২২-[১৮] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : (সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও) হাজ্জ পালন না করে থাকা ইসলামে নেই। (আবূ দাঊদ)[৫৫৯]

ব্যাখ্যা : (صَرُوْرَةٌ) শব্দের অর্থ আবদ্ধ রাখা বা বিরত থাকা। হাদীসে (صَرُوْرَةٌ) শব্দের তিনটি ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে।

(১) যে ব্যক্তি হাজ্জ সম্পাদন করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে। অর্থাৎ- কোন মুসলিমের জন্য সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হাজ্জ সম্পাদন করা থেকে বিরত থাকবেন। সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যে হাজ্জ করল না সে নিজের উপর থেকে কল্যাণকে বিরত রাখল।

(২) যে ব্যক্তি বিবাহ করা থেকে বিরত থেকে নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করল। অর্থাৎ- ইসলামে বিবাহ থেকে বিরত থাকার বিধান নেই।

(৩) হারামে (মাক্কার সম্মানিত এলকা) যে ব্যক্তি হত্যা করবে তাকেও হত্যা করা হবে। জাহিলী যুগে কেউ অপরাধ করলে সে অপরাধের দায় থেকে বাঁচার জন্য হারামে আশ্রয় নিত। ইসলাম এ ধরনের কৌশল গ্রহণ করা বাতিল করে দিয়েছে। অতএব কেউ যদি হারাম শরীফে হত্যা করে অথবা হত্যা করার পর হারাম শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করে তাকে রেহাই দেয়া হবে না।

٢٥٢٣ - [١٩] وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيُعَجِّلْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ

২৫২৩-[১৯] উক্ত রাবী ('আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি হাজ্জ পালনের ইচ্ছা পোষণ করেছে সে যেন তাড়াতাড়ি হাজ্জ পালন করে। (আবূ দাঊদ ও দারিমী)[৫৬০]

ব্যাখ্যা : (فَلْيُعَجِّلْ) "সে যেন তা দ্রুত আদায় করে"।

ইমাম ত্বীবী বলেন : (تفعيل) শব্দটি (استفعال) এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ- (تعجل) শব্দটি (استعجال) এর অর্থে এসেছে। যারা বলেন : হাজ্জ ফার্‌য হওয়া মাত্রই তা দ্রুত আদায় করতে হবে, বিলম্ব করার অবকাশ নেই, অত্র হাদীসটি তাদের পক্ষে দলীল।

---

[৫৫৯] য'ঈফ : আবূ দাঊদ ১৭২৯, আহমাদ ২৮৪৪, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১১৫৯৫, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৬৪৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৭৬৮, য'ঈফাহ্ ৬৮৫, য'ঈফ আল জামি' ৬২৯৬। কারণ এর সানাদে 'উমার ইবনু 'আত্বা একজন দুর্বল রাবী।

[৫৬০] হাসান : আবূ দাঊদ ১৭৩২, ইবনু মাজাহ ২৮৮৩, আহমাদ ১৯৭৪, দারিমী ১৪২৫, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৬৪৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৬৯৪, ইরওয়া ৬০০৩, সহীহ আল জামি' ৬০০৩।

Contents

٢٥٢٤ -[٢٠] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

২৫২৪-[২০] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‘উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হাজ্জ ও 'উমরাহ্ সাথে সাথে করো। কারণ এ দু'টি দারিদ্র্য ও গুনাহ এমনভাবে দূর করে, যেমনভাবে হাঁপর লোহা ও সোনা-রূপার ময়লা দূর করে। কবূলযোগ্য হাজ্জের সাওয়াব জান্নাত ব্যতীত আর কিছু নয়। (তিরমিযী ও নাসায়ী)[৫৬১]

ব্যাখ্যা : (تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ) "হাজ্জের সাথে 'উমরাহ্ আদায় করো"।

(متابعة) অর্থাৎ- ধারাবাহিকভাবে একটির পরে আরেকটি কাজ করাকে (متابعة) বলা হয়। অতএব হাদীসের অর্থ দাঁড়ায় তোমরা হাজ্জ সম্পাদনের সাথে সাথে 'উমরাহ্ করো। অথবা 'উমরাহ্ করার সাথে সাথে হাজ্জও সম্পাদন করো।

٢٥٢٥ -[٢١] وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ عَنْ عُمَرَ إِلَى قَوْلِهِ: «خَبَثَ الْحَدِيدِ»

২৫২৫-[২১] কিন্তু আহমাদ ও ইবনু মাজাহ 'উমার (রাঃ) হতে "লোহার ময়লা" পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।[৫৬২]

٢٥٢٦ -[٢٢] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ؟ قَالَ: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ

২৫২৬-[২২] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! কিসে (কোন বস্তুতে) হাজ্জ ফারয করে? তিনি (ﷺ) বললেন, পথ খরচ ও বাহনে। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[৫৬৩]

ব্যাখ্যা : (مَا يُوجِبُ الْحَجَّ) "কিসে হাজ্জ ওয়াজিব করে?" অর্থাৎ- হাজ্জ ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত কি? উত্তরে নাবী ﷺ বললেন : (الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ) "পাথেয় ও বাহন"। অর্থাৎ- যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌছবার এবং সেখান থেকে ফিরে আসার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী ও যাতায়াতের খরচের মালিক হবে তার ওপর হাজ্জ ফারয।

উল্লেখ্য যে, এখানে অন্যান্য শর্তসমূহের মধ্য থেকে মাত্র দু'টি উল্লেখ করার কারণ এই যে, এ দু'টি শর্ত অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তবে জেনে রাখা দরকার যে, হাজ্জ ফারয হওয়ার শর্ত পাঁচটি। যথা–

(১) মুসলিম হওয়া, (২) বোধশক্তি সম্পন্ন হওয়া, (৩) বালেগ হওয়া, (৪) আযাদ হওয়া, (৫) মাক্কায় যাতায়াতে সক্ষম হওয়া। এ বিষয়ে 'আলিমদের মাঝে কোন দ্বিমত নেই।

---

[৫৬১] **হাসান সহীহ :** নাসায়ী ২৬৩১, তিরমিযী ৮১০, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১২৬৩৮, আহমাদ ৩৬৬৯, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৫১২, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১০৪০৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৬৯৩, সহীহ আত্ তারগীব ১১০৫।

[৫৬২] **সহীহ :** ইবনু মাজাহ ২৮৮৭, আহমাদ ১৬৭, শু'আবুল ঈমান ৩৮০১, সহীহাহ্ ১২০০, সহীহ আল জামি' ২৮৯৯।

[৫৬৩] **খুবই দুর্বল :** তিরমিযী ৮১৩, ইবনু মাজাহ ২৮৯৬, ইরওয়া ৯৮৮, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১৫৭০৩, য'ঈফ আত্ তারগীব ৭১৫। কারণ এর সানাদে ইব্রাহীম ইবনু ইয়াযীদ একজন দুর্বল রাবী।

ইবনু কুদামাহ্ বলেন : উপর্যুক্ত শর্তসমূহ তিনভাগে বিভক্ত। যথা–

(১) ওয়াজিব ও বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত, আর তা হলো মুসলিম ও বোধশক্তি সম্পন্ন হওয়া। অতএব কাফির এবং পাগলের ওপর হাজ্জ ফার্‌য নয়। তারা হাজ্জ করলে তা বিশুদ্ধ হবে না।

(২) ওয়াজিবও যথেষ্ট হওয়ার শর্ত। আর তা হচ্ছে বালেগ ও আযাদ হওয়া। তা বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত নয়। অতএব শিশু অথবা গোলাম যদি হাজ্জ করে তাহলে তাদের হাজ্জ বিশুদ্ধ হবে কিন্তু তাদের হাজ্জ ফার্‌য হিসেবে যথেষ্ট নয়। বরং শিশু বালেগ হলে এবং গোলাম আযাদ হলে তাকে পুনরায় ইসলামের ফার্‌য হাজ্জ সম্পাদন করতে হবে অন্যান্য শর্ত পাওয়া গেলে।

(৩) শুধুমাত্র ওয়াজিব হওয়ার শর্ত। আর তা হলো সক্ষম হওয়া। অতএব সক্ষম নয় এমন ব্যক্তি যদি পাথেয় ও বাহন ব্যতীতই কষ্ট করে হাজ্জ পালন করে তাহলে তার হাজ্জ বিশুদ্ধ এবং তা ফার্‌য হিসেবে যথেষ্ট। অর্থাৎ- উক্ত ব্যক্তি যদি পরবর্তীতে সক্ষমতা অর্জন করে তাকে আর পুনরায় হাজ্জ করতে হবে না।

٢٥٢٧ -[٢٣] وَعَنْهُ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَا الْحَاجُّ؟ فَقَالَ: «اَلشَّعِثُ التَّفِلُ». فَقَامَ اٰخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «اَلْعَجُّ وَالثَّجُّ». فَقَامَ اٰخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: «زَادٌ وَرَاحِلَةٌ» رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ. وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ فِيْ سُنَنِهٖ إِلَّا أَنَّهٗ لَمْ يَذْكُرِ الْفَصْلَ الْأَخِيْرَ.

২৫২৭-[২৩] উক্ত রাবী ('আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হাজী কে? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যে লোকের (ইহ্‌রাম বাঁধার জন্য) অগোছালো চুল এবং সুগন্ধিহীন শরীর। এরপর অপর ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! কোন্ হাজ্জ উত্তম? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'লাব্বায়কা' বলার সাথে আওয়াজ সুউচ্চ করা এবং (কুরবানীর) রক্ত প্রবাহিত করা। তারপর অপর (তৃতীয়) ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! কুরআনে বর্ণিত 'সাবীল' (সামর্থ্য রাখে)-এর অর্থ কি? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, পথের খরচ ও বাহন। [ইমাম বাগাবী (রহঃ) শারহুস্ সুন্নাহ-তে এবং ইবনু মাজাহ তাঁর সুনানে বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি শেষের অংশ বর্ণনা করেননি।][৫৬৪]

ব্যাখ্যা : (مَا الْحَاجُّ) "হাজ্জ আদায়কারী কে?" অর্থাৎ- পরিপূর্ণ হাজ্জ সম্পাদনকারীর গুণাবলী কি? (اَلشَّعِثُ التَّفِلُ) "সৌন্দর্য ও সুগন্ধি বর্জনকারী। অর্থাৎ- হাজ্জ সম্পাদনকারী সফরের কারণে ধূলিমলিন হবে এবং সুগন্ধি বর্জন করার কারণে তার থেকে অপছন্দনীয় দুর্গন্ধ বের হবে।

(أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ) "কোন্ হাজ্জ উত্তম"। অর্থাৎ- কোন প্রকারের হাজ্জে অধিক সাওয়াব অর্জন হয়। (اَلْعَجُّ وَالثَّجُّ) "উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়াহ্ পাঠ এবং রক্ত প্রবাহিত করা"। সুতরাং যে হাজ্জে তালবিয়াহ্ বেশী পরিমাণে পাঠ করা হয় এবং কুরবানী করা হয় সে হাজ্জই অধিক সাওয়াবের অধিকারী। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে হাজ্জের যাবতীয় কাজ, এর রুকনসমূহ, মুস্তাহাবসমূহ পরিপূর্ণভাবে আদায় করা হয় সে হাজ্জই উত্তম হাজ্জ।

---

[৫৬৪] হাসান লিগয়রিহী : তিরমিযী ২৯৯৮, ইবনু মাজাহ ২৮৯৬, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১৫৭০৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৬৩৭, শারহুস্ সুন্নাহ ১৮৪৭, সহীহ আল জামি' ১১০১, সহীহ আত্ তারগীব ১১৩১।

٢٥٢٨ -[٢٤] وَعَنْ أَبِىْ رَزِيْنٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ أَبِىْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَا يَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

২৫২৮-[২৪] আবূ রযীন আল 'উক্বায়লী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি একবার নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতা অতিশয় বৃদ্ধ, হাজ্জ ও 'উমরাহ্ করার সামর্থ্য রাখে, না বাহনে বসতে পারেন না। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হাজ্জ ও 'উমরাহ্ করে দাও। [তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ী; ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ][৫৬৫]

ব্যাখ্যা : (حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ) "তোমার বাবার পক্ষ থেকে হাজ্জ সম্পাদন করো" হাদীসের এ অংশটুকু প্রমাণ করে যে, অপারগ পিতার পক্ষ থেকে পুত্রের জন্য হাজ্জ করা বৈধ।

ইমাম তুবারী বলেন : এ হাদীসটি সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, যিনি স্বয়ং হাজ্জ করতে সক্ষম নন এমন জীবিত ব্যক্তির পক্ষ হতে অন্য ব্যক্তির হাজ্জ করা বৈধ। আর তা অন্যান্য শারীরিক 'ইবাদাত তথা সলাত ও সিয়ামের মতো নয়। ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ আল্লাহ তা'আলার এ বাণী দ্বারা সকল 'ইবাদাত উদ্দেশ্য নয়।

(وَاعْتَمِرْ) "আর (তার পক্ষ থেকে) 'উমরাহ্ করো"। যারা বলেন 'উমরাহ্ করা ওয়াজিব হাদীসের এ অংশটুকু তাদের পক্ষে দলীল। এ মতের স্বপক্ষে একদল আহলুল হাদীস এবং ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আহমাদ-এর প্রসিদ্ধ মত এটাই। ইমাম ইসহাক্ব, সাওরী এবং মুযানী এ মতের প্রবক্তা। 'আল্লামাহ্ সিনদী বলেন : অন্যের পক্ষ থেকে হাজ্জ ও 'উমরাহ্ করা তা সম্পাদনকারীর ওপর ওয়াজিব নয় বিদায়। অত্র হাদীসে (اعْتَمِرْ) আদেশসূচক শব্দটি ওয়াজিব বুঝায় না বরং তা মুস্তাহাব বুঝায়। অতএব অত্র হাদীস দ্বারা 'উমরাহ্ ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় না।

'আল্লামাহ্ শানক্বীত্বী বলেন : অত্র হাদীসে (اعْتَمِرْ) নির্দেশসূচক শব্দটি আবূ রযীন-এর প্রশ্নের জওয়াবে বলা হয়েছে। আর উসূলবিদদের নিকট এটি সাব্যস্ত যে, প্রশ্নের জওয়াবে নির্দেশসূচক শব্দ দ্বারা ওয়াজিব বুঝায় না বরং তা দ্বারা বৈধতা বুঝায়। ইমাম আবূ হানীফাহ্ এবং ইমাম মালিক-এর মতে 'উমরাহ্ করা ওয়াজিব নয়।

এদের স্বপক্ষে দলীল : ইমাম তিরমিযী, বায়হাক্বী ও আহমাদে জাবির কর্তৃক বর্ণিত হাদীস যাতে রয়েছে (أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: لا وأن تعتمر خير لك) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলা হলো আমাকে অবহিত করুন যে, 'উমরাহ্ কি ওয়াজিব? উত্তরে তিনি বললেন : না। তবে 'উমরাহ্ করা তোমার জন্য কল্যাণকর। কিন্তু হাদীসটি য'ঈফ। কেননা এর সানাদে হাজ্জাজ ইবনু আর্‌তাহ্ নামক রাবী রয়েছে যিনি য'ঈফ। এ হাদীসের সমর্থনে আরো হাদীস রয়েছে। তাই ইমাম শাওকানী বলেন : হাদীসটি হাসান লিগয়রিহী এর পর্যায়ভুক্ত যা জমহূর 'উলামাহ্‌গণের নিকট দলীল হিসেবে গণ্য। 'উমরাহ্ ওয়াজিব কি-না? এ বিষয়ে উভয় ধরনের দলীল থাকার কারণে সকল যুগের 'আলিমগণের মাঝে দ্বিমত রয়েছে।

---

[৫৬৫] সহীহ : আবূ দাউদ ১৮১০, নাসায়ী ২৬২১, তিরমিযী ৯৩০, ইবনু মাজাহ ২৯০৬, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১৫০০৭, আহমাদ ১৬১৮৪, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ৩০৪০।

(১) 'উমরাহ্ ওয়াজিব : এ মতের পক্ষে রয়েছেন 'উমার, ইবনু 'আব্বাস, যায়দ ইবনু সাবিত ও ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুম, সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যিব, সা'ঈদ ইবনু জুবায়র, 'আত্বা, তাউস, মুজাহিদ, হাসান বাসরী, ইবনু সীরীন ও শা'বী প্রমুখ। সাওরী, ইসহাক্ব, শাফি'ঈ ও আহমাদ এ মতের প্রবক্তা

(২) 'উমরাহ্ ওয়াজিব নয় : ইবনু মাস'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে তা বর্ণিত আছে। এ মতের পক্ষে রয়েছেন– ইমাম মালিক, আবূ সাওর ও আবূ হানীফাহ্। ইমাম শাফি'ঈ ও আহমাদ থেকেও একটি বর্ণনা এরূপ পাওয়া যায়। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ্ এ মত গ্রহণ করেছেন।

'আল্লামাহ শান্ক্বীত্বী তিনটি কারণে ওয়াজিব হওয়ার মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

(১) অধিকাংশ উসূলবিদগণ ঐ হাদীসকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে হাদীস বারায়াতে আস্লিয়াহ্ (মূল হুকুম) থেকে অন্য হুকুমের দিকে ধাবিত করে।

(২) একদল উসূলবিদ ঐ হাদীসকে প্রাধান্য দিয়েছেন যা ওয়াজিব বুঝায় ঐ হাদীসের উপর যা ওয়াজিব বুঝায় না।

(৩) যারা ওয়াজিব বলেছেন তাদের মতানুসারে যদি তা ওয়াজিব হিসেবে পালন করা হয় তাহলে জিম্মা থেকে তা নেমে গেল। পক্ষান্তরে যারা ওয়াজিব বলেনি তাদের মতানুসারে যদি তা আদায় না করা হয় আর যদি তা ওয়াজিব হয়ে থাকে তাহলে তা জিম্মাতেই থেকে গেল। অতএব ওয়াজিব হিসেবে তা আদায় করাই শ্রেয়। আল্লাহই অধিক অবগত আছেন।

٢٥٢٩ -[٢٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِيْ أَوْ قَرِيبٌ لِيْ قَالَ: «أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

২৫২৯-[২৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, আমি শুব্রুমাহ্'র পক্ষ হতে (হাজ্জ পালনের উদ্দেশে) উপস্থিত হয়েছি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, শুব্রুমাহ্ কে? সে বললো, আমার ভাই অথবা বললো, আমার নিকটাত্মীয়। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নিজের হাজ্জ করেছো কি? সে বললো, জি না। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তবে (প্রথমে) নিজের হাজ্জ করো। পরে শুব্রুমাহ্'র পক্ষ হতে হাজ্জ করবে। (শাফি'ঈ, আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ্)[৫৬৬]

ব্যাখ্যা : (حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ) "আগে তোমার নিজের হাজ্জ করো এরপর শুবরুমার পক্ষ থেকে হাজ্জ করো"। দারাকুত্বনী, ইবনু হিব্বান এবং ইবনু মাজাহ্তে আছে, (فاجعل هذه عن نفسك) "এটি তোমার নিজের পক্ষ থেকে আদায় করো, এরপর শুব্রুমার পক্ষ থেকে হাজ্জ করো"। সিন্দী বলেন : অত্র হাদীস থেকে জানা গেল যে, যিনি নিজে হাজ্জ করেননি তিনি যদি অন্যের পক্ষ থেকে হাজ্জের ইহরাম বাঁধেন তাহলে তা অব্যাহত রাখা জরুরী নয় বরং সে ইহরামকে নিজের হাজ্জের জন্য পরিবর্তন করা ওয়াজিব।

[৫৬৬] সহীহ : আবূ দাউদ ১৮১১, ইবনু মাজাহ ২৯০৩, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ৩০৩৯, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১২৪১৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৯৮৮, ইরওয়া ৯৯৪।

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যিনি নিজের হাজ্জ সম্পাদন করেননি তার জন্য অন্যের পক্ষ থেকে হাজ্জ করা জায়িয নয়। তিনি নিজের হাজ্জ পালন করতে সক্ষম হোন অথবা না হোন।

ইমাম শাফি'ঈর অভমত এটাই। ইমাম আওযা'ঈ এবং ইসহাক্ব এ মতের প্রবক্তা। ইমাম আহমাদ থেকেও এ মতের পক্ষে একটি বর্ণনা রয়েছে।

পক্ষান্তরে ইমাম মালিক ও আবূ হানীফার মতে নিজের হাজ্জ না করেও অন্যের পক্ষ থেকে হাজ্জ করা বৈধ। হাসান বাসরী, 'আত্বা ও সাওরী– এ মতের প্রবক্তা।

٢٥٣٠ - [٢٦] وَعَنْهُ قَالَ: وَقَّتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

২৫৩০-[২৬] উক্ত রাবী ('আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ পূর্বদিকের অধীবাসীদের ('ইরাক্বীদের) জন্যে 'আক্বীক্ব নামক স্থানকে (ইহরাম বাঁধার জন্য) মীকাত নির্ধারণ করেছেন। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)[৫৬৭]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ ত্বরারী বলেন : 'আক্বীক্ব যাতু 'ইর্ক্ব-এর নিকটবর্তী একটি উপত্যকার নাম। 'আরব দেশে অনেক জায়গা যা 'আক্বীক্ব নামে পরিচিত। মূলত পানি প্রবাহের কারণে সে সমস্ত স্থান নালার মতো প্রশস্ত হয়ে যায় ঐ স্থানকে 'আক্বীক্ব বলা হয়। আযহারী বলেন : 'আরব দেশে এরূপ চারটি 'আক্বীক্ব রয়েছে। 'আল্লামাহ্ আলক্বারী বলেন : হাদীসে উল্লেখিত 'আক্বীক্ব যাতু 'ইর্ক্ব বরাবর পূর্ব প্রান্তে একটি জায়গার নাম। এটাও বলা হয়ে থাকে যে, তা যাতু 'ইর্ক্ব এর সীমানার মধ্যে অবস্থিত।

(أَهْلِ الْمَشْرِقِ) দ্বারা উদ্দেশ্য যাদের আবাস মাক্কার হারাম শরীফের বাইরে পূর্ব দিকে অবস্থিত। আর তারা হলো 'ইরাক্ববাসী। হাদীসের মর্মার্থ এই যে, নাবী ﷺ পূর্ব এলাকার বাসিন্দাদের জন্য 'আক্বীক্ব নামক জায়গাকে মীকাত সাব্যস্ত করেছেন।

٢٥٣١ - [٢٧] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

২৫৩১-[২৭] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ 'ইরাক্ববাসীদের জন্য "যাতু 'ইর্ক্ব"-কে মীকাত নির্ধারণ করেছেন। (আবূ দাউদ ও নাসায়ী)[৫৬৮]

ব্যাখ্যা : যাতু 'ইর্ক্ব এর পরিচয় পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এটি মাক্কাহ্ থেকে পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি স্থান। যাতু 'ইর্ক্ব এবং 'আক্বীক্ব দু'টি কাছাকাছি স্থান। তবে 'আক্বীক্বের অবস্থান যাতু 'ইর্ক্ব-এর পূর্বে।

ইবনুল মালিক বলেন : মনে হয় নাবী ﷺ পূর্ব এলাকাবাসীর জন্য নাবী ﷺ দু'টি মীকাত নির্ধারণ করেছেন।

একটি 'আক্বীক্ব আরেকটি যাতু 'ইর্ক্ব। অতএব যে ব্যক্তি যাতু 'ইর্ক্ব-এ পৌছবার আগেই 'আক্বীক্ব থেকে ইহরাম পরিধান করে এটি তার জন্য উত্তম। আর যে ব্যক্তি 'আক্বীক্ব অতিক্রম করে যাতু 'ইর্ক্ব-এ ইহরাম পরিধান করে এটি তার জন্য বৈধ। ইমাম শাফি'ঈ বলেন : 'আক্বীক্ব থেকেই ইহরাম বাঁধা উচিত।

---

[৫৬৭] **মুনকার :** আবূ দাউদ ১৭৪০, তিরমিযী ৮৩২, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১৪০৬৯, আহমাদ ৩২০৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৯১৮, ইরওয়া ১০০২। কারণ এর সানাদে ইয়াযীদ ইবনু আবী যিয়াদ একজন দুর্বল রাবী।

[৫৬৮] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৭৩৯, ইরওয়া ৯৯৯।

٢٥٣٢ -[٢٨] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصٰى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَأَخَّرَ أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ

২৫৩২-[২৮] উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মাসজিদে আক্বসা থেকে মাসজিদে হারামের দিকে হাজ্জ বা 'উমরার ইহ্‌রাম বাঁধবে তার পূর্বের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। অথবা তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তার জন্যে জান্নাত অবধারিত হবে। (আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[৫৬৯]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে ঐ ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইহরাম যতদূর থেকে বাঁধা হয় সাওয়াব তত বেশী। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেন : এ হাদীস দ্বারা তারা দলীল পেশ করে থাকেন যারা বলেন যে, মীকাতের পূর্বে ইহরাম বাঁধাতে ফাযীলাত বেশী। তবে এখানে এ কথা বলার অবকাশ রয়েছে যে, এটা বায়তুল মাক্বদিসের জন্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা অন্য স্থানের জন্য নেই। কেননা দূরত্বের কারণেই যদি সাওয়াব বেশী হত তাহলে বায়তুল মাকদিসের চাইতেও আরো কোন দূরবর্তী স্থানের উল্লেখ করাই উত্তম ছিল।

ইমাম খাত্ত্বাবী বলেন : এ হাদীস প্রমাণ করে মীকাতের পূর্বে ইহরাম বাঁধা বৈধ। আর একাধিক সহাবী মীকাতে পৌঁছবার আগেই ইহরাম বেঁধেছেন। তবে একদল 'আলিম তা মাকরূহ বলেছেন। এমনকি 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) 'ইমরান ইবনুল হুসায়ন (রাযিয়াল্লাহু আন্হু)-কে বাসরাহ্ থেকে ইহরাম বাঁধার বিষয়ের প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। হাসান বাসরী, 'আত্বা ইবনু আবী রবাহ এবং মালিক ইবনু আনাস তা মাকরূহ মনে করতেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٥٣٣ -[٢٩] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّوْنَ فَلَا يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ: نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالٰى: ﴿وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى﴾. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৫৩৩-[২৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামানবাসীরা হাজ্জ পালন করতো অথচ পথের খরচ সঙ্গে নিত না। আর বলতো, আমরা আল্লাহর ওপর ভরসাকারী। কিন্তু মাক্কায় পৌঁছে মানুষের কাছে ভিক্ষা চাইতো, তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন, "*ওয়াতাযাওয়াদূ ফাইন্না খয়রায্ যা-দিত্ তাক্বওয়া-*" অর্থাৎ- তোমরা পথের খরচ সাথে নাও, উত্তম পাথেয় তো তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি (অর্থাৎ- অন্যের নিকট ভিক্ষা না করা)। (বুখারী)[৫৭০]

---

[৫৬৯] **য'ঈফ** : আবূ দাউদ ১৭৪১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৯২৬, য'ঈফাহ্ ২১১, য'ঈফ আল জামি' ৫৪৯৩। কারণ হাদীসটি মুয্‌ত্বরিব এবং এর সানাদে হাকীমাহ্ একজন মাজহূল রাবী। ইমাম বুখারী (রহঃ)-ও হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন ।

[৫৭০] **সহীহ** : বুখারী ১৫২৩, আবূ দাউদ ১৭৩০।

ব্যাখ্যা : (تَـزَوَّدُوْا) "তোমরা পাথেয় গ্রহণ করো"। অর্থাৎ- পাথেয় হিসেবে তোমরা খাদ্য সামগ্রী সাথে নিয়ে নাও এবং অন্যের নিকট খাবার চাওয়া হতে বিরত থাকো। (فَإِنَّ خَيْرَ الـزَّادِ التَّقْوٰى) "কেননা উত্তম পাথেয় হলো তাক্বওয়া"। অর্থাৎ- সওয়াল (চাওয়া) করা থেকে বিরত থাকা। ইমাম শাওকানী বলেন : এ আয়াতে এ সংবাদ প্রদান করা হয়েছে যে, উত্তম পাথেয় হলো নিষিদ্ধ কাজ হতে বেঁচে থাকা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে পাথেয় সহ বের হওয়ার জন্য যে নির্দেশ দিয়েছেন তোমরা সে নির্দেশ পালনে আল্লাহকে ভয় করো। কেননা আল্লাহকে ভয় করাই হচ্ছে উত্তম পাথেয়। এও বলা হয়ে থাকে যে, আয়াতের মর্মার্থ হলো : উত্তম পাথেয়, তাই যা দ্বারা মুসাফির নিজেকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করে এবং মানুষের নিকট হাত পাতা ও তাদের নিকট সওয়াল করার প্রয়োজন থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে।

٢٥٣٤ - [٣٠] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

২৫৩৪-[৩০] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! মহিলাদের ওপর কি জিহাদ ফার্‌য? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ, তাদের ওপর এমন জিহাদ ফার্‌য যাতে সশস্ত্র যুদ্ধ নেই- আর তা হলো হাজ্জ ও 'উমরাহ্। (ইবনু মাজাহ্)[৫৭১]

ব্যাখ্যা : (عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ) "মহিলাদের ওপর এমন জিহাদ ফার্‌য যাতে মারামারি নেই। বরং তাতে রয়েছে পরিশ্রম এবং খাদ্য বহন, দেশ ও পরিবার-পরিজন ত্যাগ ও সফরের কষ্ট।"

আর তা হলো (اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ) "হাজ্জ এবং 'উমরাহ্"। 'আল্লামাহ্ সিন্দী বলেন : হাজ্জ এবং 'উমরাহ্ পালনে জিহাদের মতই সফর ও দেশ ত্যাগের কষ্ট বিদ্যমান রয়েছে। তবে শত্রুর সাথে লড়াই করার ক্ষমতা মহিলাদের নেই। অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, মহিলাদের ওপর জিহাদ ফার্‌য নয়, এতে 'উমরাহ্ ওয়াজিব হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

٢٥٣٥ - [٣١] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

২৫৩৫-[৩১] আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি সুস্পষ্ট অভাব অথবা অত্যাচারী শাসকের বাধা, অথবা সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হওয়া ছাড়া হাজ্জ পালন না করে মৃত্যুপথে যাত্রা করেছে, সে যেন মৃত্যুবরণ করে ইয়াহূদী হয়ে অথবা নাসারা হয়ে। (দারিমী)[৫৭২]

ব্যাখ্যা : (حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ) "প্রকাশ্য প্রয়োজন"। অর্থাৎ- পাথেয় ও বাহন না থাকে। কেননা সক্ষমতা হাজ্জ ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত এতে কোন দ্বিমত নেই।

(أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ) "অথবা যালিম শাসক বাধা না দেয়"। এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাস্তা যদি নিরাপদ না থাকে বরং যালিম শাসক বাধা প্রদান করে তাহলে হাজ্জ ফার্‌য নয়। তবে কোন শাসক যদি কারো প্রতি মহব্বত বা ভালবাসার কারণে সাময়িকভাবে বাধা প্রদান করে তা হাজ্জ ফার্‌য হওয়ার পথে বাধা নয়।

---

[৫৭১] **সহীহ :** নাসায়ী ২৯০১, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১২৬৫৫, দারাকুত্বনী ২৭১৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৭৫৮, ইবনু মাজাহ ২৯০১, ইরওয়া ৯৮১।

[৫৭২] **য'ঈফ :** দারিমী ১৮২৬, য'ঈফ আত্ তারগীব ৭৫৪। কারণ এর সানাদে লায়স ইবনু আবী সুলায়ম একজন দুর্বল রাবী।

রাস্তায় হত্যা অথবা অন্যায়ভাবে সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার আশঙ্কাও হাজ্জ ফার্য না হওয়ার কারণ।

(مَرَضٌ حَابِسٌ) "সফরে বাধাপ্রদানকারী রোগ"। অর্থাৎ- অধিক অসুস্থতার কারণে সফর করার সামর্থ্য না থাকা। অতএব সকল প্রকার রোগ ও শারীরিক ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকা হাজ্জ ফার্য হওয়ার জন্য শর্ত।

٢٥٣٦ - [٣٢] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «اَلْحَاجُّ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوْهُ غفرَ لَهُمْ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

২৫৩৬-[৩২] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি (ﷺ) বলেছেন : হাজ্জ ও 'উমরাহ্কারী হলো আল্লাহর দা'ওয়াতী কাফেলা বা মেহমানী দল। অতএব তারা যদি আল্লাহর কাছে দু'আ করেন, তিনি তা কবূল করেন। আর যদি তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। (ইবনু মাজাহ)[৫৭৩]

ব্যাখ্যা : (اَلْحَاجُّ) "হাজ্জ সম্পাদনকারী"। ইমাম তূীবী বলেন : (الحاج) শব্দটি (الحجاج)-এর এক বচন। এখানে একবচন শব্দকে বহুবচনের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। (اَلْعُمَّارُ) শব্দটি (عامر)-এর বহুবচন 'উমরাহ্ পালনকারী। (وَفْدُ اللهِ) "আল্লাহর মেহমান"। এখানে (وَفْدُ) শব্দটিকে (اللهِ) শব্দের দিকে 'ইযাফাহ্ তথা সম্বন্ধ পদ। হাজ্জ ও 'উমরাহ্ সম্পাদনকারীদের সম্মানার্থে এ সম্বন্ধ পদ ব্যবহৃত হয়েছে।

(إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوْهُ غفرَ لَهُمْ) তারা যদি দু'আ করে তিনি তা কবূল করেন। তারা ক্ষমা চাইলে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেন। এ দু'আ কবূল ও ক্ষমা তাদের জন্য প্রযোজ্য যাদের হাজ্জ হাজ্জে মাবরূর বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে 'উমরাহ্-এর ক্ষেত্রেও একই বিষয় প্রযোজ্য।

٢٥٣٧ - [٣٣] وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «وَفْدُ اللهِ ثَلَاثَةٌ الْغَازِيْ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيمَانِ

২৫৩৭-[৩৩] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি (ﷺ) বলেছেন : আল্লাহর প্রতিনিধি বা মেহমান হলো তিন ব্যক্তি। গাযী (ইসলামের জন্যে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী), হাজী ও 'উমরাহ্ পালনকারী। (নাসায়ী ও বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান-এ রয়েছে)[৫৭৪]

ব্যাখ্যা : (وَفْدُ اللهِ ثَلَاثَةٌ) "আল্লাহর মেহমান তিনজন"। অর্থাৎ- তিন প্রকারের লোক আল্লাহর মেহমান যারা তার নিকট আগমন করে এবং তার রাস্তায় সফর করে।

অন্যান্য 'ইবাদাতকারীদের মধ্য থেকে এ তিন শ্রেণীর লোককে আল্লাহর মেহমান বলার কারণ এই যে, সাধারণত এ তিন প্রকার 'ইবাদাতের জন্য সফরের প্রয়োজন হয়। আর যারা সফর করে কারো নিকট গমন করে তারাই তার মেহমান বলে গণ্য। এরাও যেহেতু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সফর করে তাই এদেরকে আল্লাহর মেহমান বলা হয়েছে।

---

[৫৭৩] **য'ঈফ** : ইবনু মাজাহ ২৮৯২, মু'জামুল আওসাত লিত্ব ত্ববারানী ৬৩১১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০৩৮৮, শু'আবুল ঈমান ৩৮১১, য'ঈফ আত্ তারগীব ৬৯৩। কারণ এর সানাদে রাবী সলিহ ইবনু 'আবদুল্লাহ একজন মুনকারুল হাদীস।

[৫৭৪] **সহীহ** : নাসায়ী ২৬২৫, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৫১১, মুসতাদ্রাক লিল হাকিম ১৬১১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০৩৮৭, শু'আবুল ঈমান ৩৮০৮, সহীহ আল জামি' ৭১১২।

٢٥٣٨ ـ [٣٤] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا لَقِيتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَصَافِحْهُ وَمُرْهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

২৫৩৮-[৩৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তুমি কোন হাজীর সাক্ষাৎ পাবে তাকে সালাম দিবে, মুসাফাহা করবে আর তাকে অনুরোধ জানাবে, তিনি যেন তোমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান তার ঘরে প্রবেশের পূর্বেই। কারণ তিনি (হাজী) ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তি। (আহমাদ)[৫৭৫]

ব্যাখ্যা : (مُرْهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ) "তার স্বীয় আবাসে প্রবেশের পূর্বেই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন করো"। কেননা সে বাড়ীতে প্রবেশের পরে হয়ত বিভিন্ন বিষয়ে জড়িয়ে পড়বে। 'আল্লামাহ্ মানাবী বলেন : হাজীর সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে সালাম করা, তার সাথে মুসাফাহ করা এবং তার নিকট দু'আর আবেদন করা মুস্তাহাব। হাদীসের প্রকাশমান অর্থ এই যে, তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন তার স্বীয় আবাসে প্রবেশের পূর্বের সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। অতএব সে স্বীয় আবাসে প্রবেশ করার পর তা বাতিল হয়ে যাবে। তিনি এও বলেন যে, বাড়ীতে প্রবেশের পূর্বে দু'আর আবেদন করা উত্তম।

٢٥٣٩ ـ [٣٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ غَازِيًا ثُمَّ مَاتَ فِيْ طَرِيقِهِ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ الْغَازِيْ وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ

২৫৩৯-[৩৫] আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি হাজ্জ, 'উমরাহ্ অথবা আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশে বের হবে আর পথেই মৃত্যুবরণ করবে; আল্লাহ তা'আলা তার জন্য গাযী, হাজী বা 'উমরাহ্ পালনকারীর সাওয়াব ধার্য করবেন। (বায়হাক্বী "শু'আবুল ঈমান" গ্রন্থে অত্র হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)[৫৭৬]

ব্যাখ্যা : (ثُمَّ مَاتَ فِيْ طَرِيقِهِ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ الْغَازِيْ) যে ব্যক্তি হাজ্জ-'উমরাহ্ অথবা জিহাদের উদ্দেশে বাড়ী থেকে বের হয়ে রাস্তায় মারা যাবে আল্লাহ তার জন্য হাজ্জ, 'উমরাহ্ ও জিহাদের সাওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন : "যে ব্যক্তি হিজরতের উদ্দেশে স্বীয় বাড়ী থেকে বের হয়ে রাস্তায় মারা যাবে আল্লাহর নিকট তার সাওয়াব নির্ধারিত হয়ে যাবে"– (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১০০)। যদি বলা হয় যে, যার উপর হাজ্জ ওয়াজিব হওয়ার পর বিলম্বে হাজ্জের জন্য বের হয়ে মারা যায় সে তো গুনাহগার হবে যা এ আয়াতের বিরোধী।

'আল্লামাহ্ আল্‌ক্বারী বলেন : হাদীসের অর্থ এই যে, যিনি হাজ্জ ওয়াজিব হওয়ার অব্যবহিত পরেই হাজ্জের জন্য বের হয়ে যায় অথবা অসুস্থতা বা রাস্তার নিরাপত্তার অভাবের কারণে বিলম্বে বের হয়। অতঃপর তার মৃত্যু ঘটে তাহলে তিনি গুনাহগার হবেন না। তবে যদি বিনা উয্‌রে বিলম্ব করে তাহলে অবশ্যই গুনাহগার হবে। এ সত্ত্বেও বলব যে, তিনি হাজ্জের সাওয়াব অবশ্যই পাবেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা কারোরই ভাল 'আমাল বিনষ্ট করেন না।

[৫৭৫] মাওযূ' : আহমাদ ৫৩৭১, য'ঈফাহ্ ২৪১১, য'ঈফ আল জামি' ৬৮৯। কারণ এর সানাদে ইবনুল বায়লামানী মিথ্যার অপবাদপ্রাপ্ত একজন রাবী। আর মুহাম্মাদ ইবনু আল হারিস একজন দুর্বল রাবী।

[৫৭৬] সহীহ লিগয়রিহী : শু'আবুল ঈমান ৩৮০৬, সহীহ আত্ তারগীব ১১১৪।

(١) بَابُ الْإِحْرَامِ وَالتَّلْبِيَةِ

অধ্যায়-১ : ইহরাম ও তালবিয়াহ্

'আল্লামাহ্ আল্ক্বারী বলেন : ইহরামের প্রকৃত অর্থ হলো সম্মানিত স্থানে বা কাজে প্রবেশ করা। এর দ্বারা উদ্দেশ্য বিশেষ সম্মানিত কাজ। শারী'আতে হাজ্জের জন্য এ ধরনের ইহরাম শর্ত। তবে তা নিয়্যাত ও তালবিয়াহ্ ব্যতীত বাস্তবায়ন হয় না। অতএব ইহরামের উপর তালবিয়ার 'আত্ফটি 'আম-এর উপর খাসে 'আত্ফ।

গুনিয়্যাতুন্ নাসিক-এর লেখক বলেন : ইহরামের শাব্দিক অর্থ হলো– হুরসাত তথা সম্মানিত কাজে প্রবেশ করা।

শারী'আতের পরিভাষায় নির্দিষ্ট সম্মানিত কাজে প্রবেশ করা এবং তার ওপর অটল থাকাকে ইহরাম বলে। তবে এ অটল থাকা নিয়্যাত এবং নির্দিষ্ট যিক্র ব্যতীত বাস্তবায়িত হয় না। সুস্পষ্ট মুতাওয়াতির বর্ণনা দ্বারা সাব্যস্ত যে, নাবী ﷺ যুল্হুলায়ফাহ্ নামক স্থানে পৌঁছে ইহরাম বেঁধেছেন এবং ইহরামের সময় নির্দিষ্ট, ইফরাদ, ক্বিরান বা তামাত্তু' হাজ্জের উল্লেখ করেছেন।

এটাও সাব্যস্ত আছে যে, ইহরাম বাঁধার সময় প্রথম তালবিয়াহ্ হতেই তিনি তা নির্দিষ্ট করেছেন এবং এ সময় তিনি তালবিয়াহ্ পাঠ করেছেন। অতএব যিনি হাজ্জ অথবা 'উমরাহ্ এর উদ্দেশে মীকাতে পৌঁছাবেন, তিনি ইহরামের নিয়্যাতে বলবেন (যদি 'উমরার ইচ্ছা করেন) *"লাব্বায়কা 'উমরাতান"* অথবা *"আল্ল-হুম্মা লাব্বায়কা 'উমরাতান"*। হাজ্জের নিয়্যাত থাকলে বলবেন *"লাব্বায়কা হাজ্জান"* অথবা বলবেন *"আল্ল-হুম্মা লাব্বায়কা হাজ্জান"*। কেননা নাবী ﷺ তাই করেছেন।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٥٤٠ ـ[١] عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِإِحْرَامِهٖ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهٖ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلٰى وَبِيصِ الطِّيبِ فِيْ مَفَارِقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৪০-[১] 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ইহরামের জন্য ইহরাম বাঁধার পূর্বে এবং ইহরাম খোলার জন্যে (দশ তারিখে) বায়তুল্লাহর তৃওয়াফ করার পূর্বে সুগন্ধি লাগাতাম, এমন সুগন্ধি যাতে মিস্ক থাকতো। আমি যেন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সিঁথিতে এখনো সুগন্ধি দ্রব্যের উজ্জ্বলতা দেখতে পাচ্ছি অথচ তিনি (ﷺ) ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৭৭]

---

[৫৭৭] সহীহ : বুখারী ১৫৩৯, মুসলিম ১১৮৯-১১৯১, নাসায়ী ২৬৯৩, মুয়াত্ত্বা মালিক ১১৭৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৯৫২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৭৬৬, ইরওয়া ১০৪৭।

ব্যাখ্যা : (كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِإِحْرَامِهٖ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ) "ইহরাম বাঁধার পূর্বে ইহরামের উদ্দেশে আমি রসূল ﷺ-কে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম"। হাদীসের এ অংশ প্রমাণ করে যে, ইহরাম বাঁধার উদ্দেশে ইহরাম বাঁধার পূর্বে সুগন্ধি লাগানো মুস্তাহাব। ইহরাম বাঁধার পরও ঐ সুগন্ধি ক্ষতির কোন কারণ নয়। সুগন্ধির ঘ্রাণ ও তার রং শরীরে লেগে থাকাও কোন ক্ষতির কারণ নয়। তবে ইহরাম পরে নতুন করে সুগন্ধি লাগানো হারাম। এ মতের প্রবক্তা হলেন ইমাম শাফি'ঈ, আবূ হানীফাহ্, আবূ ইউসুফ, আহমাদ ইবনু হাম্বাল। সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস, ইবনুয্ যুবায়র, ইবনু 'আব্বাস, ইসহাক্ব ও আবূ সাওর থেকে ইবনুল মুনযির এ অভিমত বর্ণনা করেছেন। ইবনু 'আব্বাস আবূ সা'ঈদ খুদরী, 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফার, 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা, উম্মু হাবীবাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা, 'উরওয়াহ্ ইবনুয্ যুবায়র, ক্বাসিম ইবনু মুহাম্মাদ, শা'বী, নাসায়ী, খারিজাহ্ ইবনু যায়দ প্রমুখ মনিষীগণ হতেও এ অভিমত বর্ণনা করেছেন।

পক্ষান্তরে একদল 'উলামাহ্ বলেন : ইহরামের উদ্দেশে ইহরাম বাঁধার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করা বৈধ নয়। যদি কেউ তা লাগিয়ে থাকে অবশ্যই তা ধুয়ে ফেলতে হবে যাতে তার রং ও ঘ্রাণ কিছুই না থাকে। ইমাম মালিক-এর এটিই অভিমত। ইমাম যুহরী ও মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানও এ মতের প্রবক্তা।

যারা তা বৈধ মনে করেন 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত অত্র হাদীস তাদের দলীল।

পক্ষান্তরে যারা তা বৈধ নয় বলেন তাদের দলীল ইয়া'লা ইবনু 'উমাইয়্যাহ্ বর্ণিত হাদীস তাতে আছে যে, নাবী ﷺ প্রশ্নকারীকে সুগন্ধি ধুয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। এতে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যিনি ইহরামের পূর্বে সুগন্ধি লাগাবেন তা অব্যাহতভাবে রাখার সুযোগ নেই বরং ইহরাম বাঁধার পূর্বেই তা ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে। জমহূর ইয়া'লা বর্ণিত হাদীসের জওয়াবে বলেন :

(১) ইয়া'লা বর্ণিত ঘটনা ঘটেছিল অষ্টম হিজরীতে জি'রানাতে। আর 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীসের ঘটনা ১০ম হিজরীতে বিদায় হাজ্জের ঘটনা। আর সর্বশেষ বিষয়টি দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

(২) ইয়া'লা বর্ণিত হাদীসে নির্দিষ্ট সুগন্ধি ধোয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর তা হলো খালূক। যে কোন সুগন্ধি ধোয়ার নির্দেশ দেয়া হয়নি। সম্ভবতঃ খালূক জা'ফরান মিশ্রিত থাকার কারণে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যা সুগন্ধির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা পুরুষের জন্য কোন অবস্থাতেই জা'ফরান ব্যবহার করা বৈধ নয়।

'আল্লামাহ্ শান্ক্বীত্বী বলেন : আমার দৃষ্টিতে জমহূরের অভিমত তথা ইহরাম বাঁধার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার বৈধ অধিক স্পষ্ট বলে প্রতীয়মান হয়।

(وَلِحِلِّهٖ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ) অর্থাৎ- ত্বওয়াফে ইফাযার পূর্বে রামী জাম্‌রাহ্ এবং মাথা মুণ্ডানোর পরে তাকে সুগন্ধি লাগিয়েছি। হাদীসের এ অংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রমী জাম্‌রার পর ইহরাম অবস্থায় হারামকৃত সবকিছুই হালাল হয়ে যায়। শুধুমাত্র স্ত্রীর সাথে মিলন এবং এর সাথে সম্পৃক্ত কার্যাবলী ত্বওয়াফ ইফাযাহ্ পর্যন্ত হারাম থাকে।

এ হাদীসটি এও প্রমাণ করে যে, হাজীর জন্য দু'টি হালাল অবস্থা রয়েছে। একটি জামরাতে পাথর নিক্ষেপ ও মাথা মুণ্ডানোর পর। আরেকটি ত্বওয়াফে ইফাযার পর।

٢٥٤١ - [٢] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّدًا يَقُولُ: «لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ». لَا يَزِيدُ عَلٰى هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Contents

২৫৪১-[২] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মাথার চুল জড়ানো অবস্থায় তালবিয়াহ্ বলতে শুনেছি, *"লাব্বায়ক আল্ল-হুম্মা লাব্বায়ক, লাব্বায়কা লা- শারীকা লাক লাব্বায়ক, ইন্নাল হাম্‌দা ওয়ান্ নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্‌ক, লা- শারীকা লাকা"* অর্থাৎ- "হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে উপস্থিত হয়েছি! আমি তোমার খিদমাতে উপস্থিত হয়েছি। তোমার কোন শারীক নেই। আমি তোমার দরবারে উপস্থিত। সব প্রশংসা, অনুগ্রহের দান তোমারই এবং সমগ্র রাজত্বও তোমারই, তোমার কোন শারীক নেই।" এ কয়টি কথার বেশি কিছু তিনি বলেননি। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৭৮]

ব্যাখ্যা : (يُهِلُّ مُلَبِّدًا) তিনি তালবীদ অবস্থায় তালবিয়াহ্ পাঠ করতেন। 'উলামাহ্গণ বলেন আঠা বা খাত্‌মী জাতীয় বস্তু দ্বারা মাথার চুল লাগিয়ে রাখাকে তালবীদ বলা হয়। যাতে মাথার চুল পরস্পর মিলিত হয়ে থাকে তা এলোমেলো না হয়ে যায়।

এ থেকে বুঝা যায় যে, ইহরাম অবস্থায় তালবীদ করা মুস্তাহাব।

(لَا يَزِيدُ عَلٰى هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ) "নাবী (সাঃ) তালবিয়াতে হাদীসে বর্ণিত শব্দের চাইতে বেশী কিছু বলতেন না"। এ বর্ণনাটি নাসায়ীতে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তালবিয়াতে ছিল "লাব্বায়কা ইলাহাল হাক্কি"-এর বিরোধী নয়। কেননা এ সম্ভাবনা রয়েছে এটি আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) শুনেছেন কিন্তু ইবনু 'উমার (রাঃ) তা শুনেননি, তবে এটা প্রকাশমান যে, আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণিত বাক্যটি নাবী (সাঃ) খুব কমই বলেছেন। যেহেতু ইবনু 'উমারের বর্ণিত বাক্যটি অধিক বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ, মালিক ও মুসলিম নাফি' সূত্রে ইবনু 'উমার থেকে মারফূ' সূত্রে অত্র হাদীসে বর্ণিত তালবিয়ার শব্দ বর্ণনা করার পর অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, নাফি' বলেন : ইবনু 'উমার তার তালবিয়াতে এ দু'আর সাথে আরো বাড়িয়ে বলতেন, *"লাব্বায়কা, লাব্বায়কা, লাব্বায়কা, ওয়া সা'দায়কা, ওয়াল খাইরু বিইয়াদায়কা, লাব্বায়কা, ওয়ার রাগবাউ ইলায়কা ওয়াল 'আমাল"*।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, ইবনু 'উমার (রাঃ) তালবিয়াতে তা কিভাবে বাড়ালেন যা সেটার অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ তিনি নাবী (সাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণে খুবই কঠোর ছিলেন? এর জওয়াব এই যে, তিনি মনে করতেন যে, বর্ণিত শব্দমালার সাথে কিছু বাড়ানো হলে তা উক্ত শব্দমালাকে রহিত করে না। কোন বস্তুর একাকী থাকা যে পর্যায়ের, অন্যের সাথে সে একই পর্যায়ভুক্ত। অতএব নাবী (সাঃ)-এর পঠিত তালবিয়ার সাথে উক্ত শব্দমালাকে বাড়ালে তা নাবী (সাঃ)-এর তালবিয়াতে কোন ব্যাঘাত ঘটাবে না। অথবা তিনি বুঝেছেন যে, নাবী (সাঃ)-এর পঠিত শব্দমালার উপর সংক্ষিপ্ত রাখা জরুরী নয়। কেননা কাজ বেশীর মধ্যেই সাওয়াব বেশী। 'আল্লামাহ্ 'ইরাক্বী বলেন : যিক্‌রের ক্ষেত্রে নাবী (সাঃ) যা বলেছেন তার মধ্যে কোন পরিবর্তন না করে যদি অতিরিক্ত শব্দমালা যোগ করা হয় তবে তা দোষণীয় নয়।

জেনে রাখা ভাল যে, নাবী (সাঃ) তালবিয়াতে যে শব্দমালা পাঠ করেছেন তার চাইতে বাড়ানো যাবে কি-না– এ ব্যাপারে 'উলামাহ্গণের মাঝে দ্বিমত রয়েছে।

কেউ তা মাকরূহ বলেছেন। ইবনু 'আবদুল বার ইমাম মালিক থেকে তা বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাফি'ঈর একটি অভিমতও এ রকম।

---

[৫৭৮] সহীহ : বুখারী ৫৯১৫, মুসলিম ১১৮৪, আবূ দাঊদ ১৮১২, নাসায়ী ২৭৪৮, তিরমিযী ৮২৫, ইবনু মাজাহ ২৯১৮, মুয়াত্ত্বা মালিক ১১৯২, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১৩৪৬২, আহমাদ ৪৮২১, দারিমী ১৮৪৯, দারাকুত্বনী ২৪৪৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯০২৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৭৯৯।

পক্ষান্তরে সাওরী, আওযা'ঈ ও মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বলেন : তালবিয়াহ্ পাঠকারী তাতে তার পছন্দমত শব্দ বাড়াতে পার। আবূ হানীফাহ্, আহমাদ ও আবূ সাওর বলেন : বাড়ানোতে কোন দোষ নেই।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন : রসূল ﷺ-এর পঠিত শব্দমালার উপর 'আমাল করা উত্তম। তবে তাতে বাড়ালে কোন দোষ নেই। এটিই জমহূর 'উলামাহ্গণের অভিমত।

٢٥٤٢ -[٣] وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৪২-[৩] উক্ত রাবী ('আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ (বিদায় হাজ্জের সময়) যখন যুল্‌হুলায়ফাহ্ মাসজিদের নিকট নিজের পা রিকাবে রাখার পর উটনী তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন তিনি (ﷺ) তালবিয়াহ্ পাঠ করেছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৭৯]

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ কখন তালবিয়াহ্ পাঠ শুরু করেছেন এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়–

(১) নাবী ﷺ যুল্‌হুলায়ফার মাসজিদে সলাত আদায় করার পর তালবিয়াহ্ পাঠ করেছেন। যেমনটি আহমাদ, নাসায়ী, তিরমিযী ও বায়হাক্বী ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেছেন।

(২) যুল্‌হুলায়ফার মাসজিদের বাইরে বৃক্ষের নিকট যখন তার বাহন তাকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন তিনি তালবিয়াহ্ পাঠ করেছেন। বুখারী, মুসলিম ও আহমাদ ইবনু 'উমার رضي الله عنه থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

(৩) 'বায়দা' নামক স্থানে যখন তার বাহন তাকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন তিনি তালবিয়াহ্ পাঠ করেছেন। এ বর্ণনাগুলোর মধ্যে সমন্বয় এই যে, নাবী ﷺ বর্ণিত সকল স্থানেই তালবিয়াহ্ পাঠ করেছেন। যারা তাঁকে যেখানে তা পাঠ করেছেন তারা তাই বর্ণনা করতে দেখেছেন। অতএব অত্র বর্ণনাগুলোর মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই।

ইবনুল ক্বইয়্যিম বলেন : নাবী ﷺ যুল্‌হুলায়ফার মাসজিদে যুহরের দু' রাক্'আত সলাত আদায় করার পর মুসল্লাতেই হাজ্জ ও 'উমরাহ্-এর নিয়্যাত করে তালবিয়াহ্ পাঠ করেন। এরপর বাহনে আরোহণ করে আবার তালবিয়াহ্ পাঠ করেছেন। অতঃপর বায়দা নামক স্থানে যখন তার বাহন তাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে যায় তখনো তিনি তালবিয়াহ্ পাঠ করেছেন।

٢٥٤٣ -[٤] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৫৪৩-[৪] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে (হাজ্জের উদ্দেশে) বের হলাম এবং উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়াহ্ বলতে থাকলাম। (মুসলিম)[৫৮০]

ব্যাখ্যা : (نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا) আমরা হাজ্জের জন্য উচ্চঃশব্দে তালবিয়াহ্ পাঠ করতাম। ইমাম নাবাবী বলেন : অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, উচ্চঃশব্দে তালবিয়াহ্ পাঠ করা মুস্তাহাব।

---

[৫৭৯] **সহীহ :** বুখারী ২৮৫৬, মুসলিম ১১৮৭, আহমাদ ৪৮৪২।

[৫৮০] **সহীহ :** মুসলিম ১২৪৭, আহমাদ ১১০১৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৯৯৭।

তবে আওয়াজ মধ্যম ধরনের হতে হবে। আর মহিলাগণ শুধু নিজে শুনতে পায় এমনভাবে তালবিয়াহ্ পাঠ করবে তারা আওয়াজ উঁচু করবে না। কেননা উঁচু আওয়াজ তাদের জন্য ফিত্নার কারণ হতে পারে।

সকল 'উলামাহ্গণের মতে পুরুষদের উঁচু আওয়াজে তালবিয়াহ্ পাঠ করা মুস্তাহাব। আহ্লুয্ যাহিরদের মতে তা ওয়াজিব। এ হাদীস এও প্রমাণ করে যে, ইহরামের শুরুতে তালবিয়াহ্ পাঠ বা ইহরামের নিয়্যাতের প্রাক্কালে স্বশব্দে হাজ্জ বা 'উমরাহ্-এর নিয়্যাত করা মুস্তাহাব।

٢٥٤٤ -[٥] وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي طَلْحَةَ وَإِنَّهُمْ لَيَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا: اَلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৫৪৪-[৫] আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একই সওয়ারীতে আবূ ত্বলহাহ্র সাথে পিছনে বসেছিলাম, তখন সহাবীগণ সম্মিলিতভাবে হাজ্জ ও 'উমরার জন্যে উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়াহ্ পাঠ করছিলেন। (বুখারী)[৫৮১]

ব্যাখ্যা : (إِنَّهُمْ لَيَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا: اَلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সহাবীগণ সমস্বরে একত্রে হাজ্জ ও 'উমরাহ্-এর তালবিয়াহ্ পাঠ করতেন। অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্বিরান হাজ্জ করেছেন।

٢٥٤٥ -[٦] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتّٰى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৪৫-[৬] 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হাজ্জের বছর আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে (হাজ্জের উদ্দেশে) রওয়ানা হলাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ শুধু 'উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছিলেন, আবার কেউ কেউ হাজ্জ ও 'উমরাহ্ উভয়ের জন্যে ইহরাম বেঁধেছিলেন, আবার কেউ কেউ শুধু হাজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধেছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু হাজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধেছিলেন। অতঃপর যারা শুধু 'উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন তারা (ত্বওয়াফ ও সা'ঈর পর) হালাল হয়ে গেলেন (অর্থাৎ- ইহরাম খুলে ফেললেন)। আর যারা শুধু হাজ্জ অথবা হাজ্জ ও 'উমরাহ্ উভয়ের জন্য 'ইহরাম' বেঁধেছিলেন তারা কুরবানীর দিন আসা পর্যন্ত হালাল হননি। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৮২]

ব্যাখ্যা : (خَرَجْنَا) "আমরা বের হলাম"। অর্থাৎ- আমরা মাদীনাহ্ থেকে বের হলাম। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যারা বিদায় হাজ্জের বৎসর বের হয়েছিলেন তাদের সংখ্যা কত ছিল– এ নিয়ে 'আলিমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, তাদের সংখ্যা ছিল নব্বই হাজার।

আবার এটাও বলা হয় যে, তাদের সংখ্যা ছিল এক লাখ দশ হাজার। কেউ বলেন তাদের সংখ্যা আরো বেশী ছিল।

---

[৫৮১] সহীহ : বুখারী ২৯৮৬, আহমাদ ১২৬৭৮, মু'জামুল আওসাত লিত্ব ত্ববারানী ৮১৪।

[৫৮২] সহীহ : বুখারী ১৫৬২, মুসলিম ১২১১, আবূ দাউদ ১৭৭৯, মুয়াত্ত্বা মালিক ১২০৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৭৩৫, ইরওয়া ১০০৩।

তাবূকের যুদ্ধের সময় তাদের সংখ্যা ছিল এক লাখ। বিদায় হাজ্জ তারও এক বৎসর পরে অনুষ্ঠিত হয়। অতএব তাদের সংখ্যা এক লাখের বেশীই ছিল।

নাবী ﷺ মাদীনাহ্ থেকে কোন দিন বের হয়েছিলেন– এ নিয়ে ও মতভেদ রয়েছে। সঠিক কথা হলো তিনি যিলক্বদ মাসের চার দিন বাকী থাকতে শনিবার মাদীনাহ্ থেকে বের হয়ে যুল্‌হুলায়ফাতে যেয়ে যুহ্‌র অথবা 'আস্‌র-এর সলাত আদায় করেন।

(عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ) "বিদায় হাজ্জের বৎসর"। এ হাজ্জকে বিদায় হাজ্জ এজন্যই বলা হয় যে, নাবী ﷺ তাতে লোকজনদেরকে বিদায় জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন : সম্ভবত এরপর আমি আর হাজ্জ করব না। প্রকৃতপক্ষে ঘটেও ছিল তাই। তিনি পুনরায় আর হাজ্জ করার সুযোগ পাননি।

জেনে রাখা ভাল যে, হাজ্জ তিন প্রকার : ইফরাদ, তামাত্তু' ও ক্বিরান। 'উলামাহ্‌গণ সকলে একমত যে, তিন প্রকারের যে কোন এক প্রকার হাজ্জ করা বৈধ।

(১) ইফ্‌রাদ : হাজ্জের মাসে শুধুমাত্র হাজ্জের নিয়্যাতে ইহরাম বেঁধে হাজ্জের কার্য সম্পাদন করাকে ইফরাদ হাজ্জ বলে। হাজ্জের কাজ সম্পাদন করে কেউ ইচ্ছা করলে 'উমরাহ্ করতে পারে।

(২) তামাত্তু' : হাজ্জের মাসে মীকাত থেকে শুধুমাত্র 'উমরাহ্ এর নিয়্যাতে ইহরাম বেঁধে 'উমরাহ্ এর কাজ সম্পাদন করে হালাল হয়ে যাবে। এরপর ঐ বৎসরই পুনরায় ইহরাম বেঁধে হাজ্জের কার্যাবলী সম্পাদন করবে।

(৩) ক্বিরান : মীকাত থেকে একই সাথে হাজ্জ ও 'উমরাহ্-এর জন্য নিয়্যাত করে ইহরাম বেঁধে একই ইহরামে 'উমরাহ্ ও হাজ্জের কার্য সম্পাদন করাকে ক্বিরান হাজ্জ বলে।

এ তিন প্রকারের হাজ্জের মধ্যে কোন প্রকারের হাজ্জ উত্তম– এ বিষয়ে 'উলামাহ্‌গণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

[১] উত্তম হলো ইফ্‌রাদ হাজ্জ : ইমাম মালিক ও ইমাম শাফি'ঈর মত এটিই। এরপর তামাত্তু' এরপর ক্বিরান।

[২] উত্তম হলো তামাত্তু' হাজ্জ : ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বালের অভিমত এটিই। ইমাম শাফি'ঈর একটি মতও এরূপ পাওয়া যায়।

[৩] উত্তম হলো ক্বিরান হাজ্জ : এটি ইমাম আবূ হানীফার অভিমত। হানাফীদের প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী, অতঃপর তামাত্তু', অতঃপর ইফরাদ। ইমাম আবূ হানীফাহ্ থেকে একটি মত এরূপ পাওয়া যায় যে, তামাত্তু'-এর চাইতে ইফ্‌রাদ উত্তম।

[৪] কুরবানীর পশু সাথে নিলে কিরান উত্তম নচেৎ তামাত্তু' উত্তম। ইমাম আহমাদ থেকে এ মত বর্ণনা করেছেন 'আল্লামাহ্ মারূয।

[৫] ফাযীলাতের দিক থেকে তিন প্রকার হাজ্জই সমান। হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী ফাতহুল বারীতে দাবী করেছেন যে, এটি ইমাম ইবনু খুযায়মার অভিমত।

[৬] তামাত্তু' ও ক্বিরান ফাযীলাতের ক্ষেত্রে সমান। আর এ দু'টো ইফরাদের চাইতে উত্তম। আবূ ইউসুফ থেকে এ অভিমত বর্ণিত হয়েছে।

٢٥٤٦ ـ[٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ بَدَأَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৪৬-[৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হাজ্জের সাথে 'উমরারও উপকারিতা লাভ করেছিলেন। তিনি (ﷺ) এভাবে শুরু করেছিলেন যে, প্রথমে 'উমরার তালবিয়াহ্ পাঠ করেছিলেন, এরপর হাজ্জের তালবিয়াহ্। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৮৩]

ব্যাখ্যা : (تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ) "রসূলুল্লাহ ﷺ তামাত্তু' হাজ্জ করেছেন"। (بَدَأَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ) এ বাক্যটি (تمتع)-এর ব্যাখ্যা। অর্থাৎ- তিনি প্রথমে 'উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছেন, পরে 'উমরাহ্-এর সাথে হাজ্জের নিয়্যাত করেছেন। সিন্দী বলেন : এখানে (تمتع) "তামাত্তু" বলতে ক্বিরান বুঝানো হয়েছে। কেননা সহাবীগণ ক্বিরানকেও (تمتع) বলে থাকেন। আর অবধারিত যে, নাবী ﷺ-এর হাজ্জ ক্বিরান ছিল।

(بَدَأَ بِالْعُمْرَةِ) অর্থাৎ- তিনি ইহরাম বাঁধার সময়ে প্রথমে "উমরাহ্" শব্দ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন (لبيك عمرة) "লাব্বায়কা 'উমরাতান্"।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٥٤٧ ـ[٨] عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

২৫৪৭-[৮] যায়দ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ-কে ইহরাম বাঁধার উদ্দেশে কাপড় খুলতে ও গোসল করতে দেখেছেন। (তিরমিযী ও দারিমী)[৫৮৪]

ব্যাখ্যা : (تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ) "তিনি ইহরাম বাঁধার জন্য কাপড় খুললেন"। অর্থাৎ- ইহরাম বাঁধার উদ্দেশে সেলাই করা কাপড় খুলে চাদর পরিধান করলেন। (وَاغْتَسَلَ) "এবং গোসল করলেন"। অর্থাৎ- ইহরামের জন্য গোসল করলেন।

ইমাম শাওকানী বলেন : অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, ইহরাম বাঁধার জন্য গোসল করা মুস্তাহাব। অধিকাংশ 'উলামাহ্গণের অভিমত এটিই–

নাসির বলেন : ইহরামের জন্য গোসল করা ওয়াজিব। ইহরামের জন্য গোসল করার উদ্দেশ্য, শরীর পরিষ্কার করা এবং শরীর থেকে দুর্গন্ধ দূর করা যাতে মানুষ কষ্ট না পায়।

ইবনুল মুনযির বলেন : 'উলামাহ্গণ এ বিষয়ে একমত যে, ইহরামের উদ্দেশে গোসল করা বৈধ, তবে তা ওয়াজিব নয়। কিন্তু হাসান বাসরী বলেন : কেউ যদি গোসল করতে ভুলে যায় তাহলে যখন স্মরণ হবে তখন গোসল করে নিবে।

---

[৫৮৩] সহীহ : বুখারী ১৬৯১, মুসলিম ১২২৭, আবূ দাউদ ১৮০৫, নাসায়ী ২৭৩২, আহমাদ ৬২৪৭।

[৫৮৪] সহীহ : তিরমিযী ৮৩০, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৫৯৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৯৪৪, ইরওয়া ১৪৯।

٢٥٤٨ - [٩] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبَّدَ رَأْسَهُ بِالْغِسْلِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

২৫৪৮-[৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ আঠালো বস্তু দিয়ে মাথার চুল জড়ো করেছিলেন। (আবূ দাঊদ)[৫৮৫]

ব্যাখ্যা : (لَبَّدَ رَأْسَهُ بِالْغِسْلِ) গোসলের উপকরণ (খিত্মী বা অন্য কিছু) দিয়ে স্বীয় মাথাকে তালবীদ করেছেন।

পূর্বে বর্ণিত ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীসে (سمعت رسول الله ﷺ يهل ملبدًا) তালবীদ সম্পর্কে আলোচনা গত হয়েছে।

٢٥٤٩ - [١٠] وَعَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَتَانِيْ جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِيْ أَنْ آمُرَ أَصْحَابِيْ أَنْ يَرْفَعُوْا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ أَوِ التَّلْبِيَةِ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ.

২৫৪৯-[১০] খল্লাদ ইবনুস্ সায়িব তার পিতা (সায়িব) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জিবরীল 'আলায়হিস সালাম আমার কাছে এসে আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, আমি যেন আমার সহাবীগণকে উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়াহ্ পাঠ করতে আদেশ করি। (মালিক, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ ও দারিমী)[৫৮৬]

ব্যাখ্যা : (أَمَرَنِيْ أَنْ آمُرَ أَصْحَابِيْ) "তিনি আদেশ করেছেন"। অর্থাৎ- আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে অবহিত করেছেন) আমি যেন আমার সঙ্গীদের আদেশ করি। জমহূরের মতে এ আদেশ মুস্তাহাব। আহলুয্ যাহিরদের মতে তা ওয়াজিব।

(أَنْ يَرْفَعُوْا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ) তারা যেন ইহরাম বাঁধার সময় উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়াহ্ পাঠ করে। যাতে ইহরামের নিদর্শন প্রকাশ পায় এবং অজ্ঞরা তা শিখতে পারে।

٢٥٥٠ - [١١] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّيْ إِلَّا لَبّٰى مَنْ عَنْ يَمِينِهٖ وَشِمَالِهٖ: مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتّٰى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هٰهُنَا وَهٰهُنَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

২৫৫০-[১১] সাহ্ল ইবনু সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন মুসলিম যখন তালবিয়াহ্ পাঠ করে, তখন তার সাথে সাথে তার ডান বামে যা কিছু আছে– পাথর, গাছ-গাছড়া কিংবা মাটির ঢেলা তালবিয়াহ্ পাঠ করে থাকে। এমনকি এখান থেকে এদিক ও ওদিকে (পূর্ব ও পশ্চিমের) ভূখণ্ডের শেষ সীমা পর্যন্ত। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[৫৮৭]

---

[৫৮৫] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ১৭৪৮, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৬৫০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৯৭৬। কারণ এর সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব একজন মুদাল্লিস রাবী।

[৫৮৬] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ১৮১৪, তিরমিযী ৮২৯, নাসায়ী ২৭৫৩, ইবনু মাজাহ ২৯২২, মুয়াত্ত্বা মালিক ১১৯৯, সহীহ আল জামি' ৬২, সহীহ আত্ তারগীব ১১৩৫।

[৫৮৭] **সহীহ :** তিরমিযী ৮২৮, ইবনু মাজাহ ২৯২১, সহীহ আল জামি' ৫৭৭০, সহীহ আত্ তারগীব ১১৩৪।

ব্যাখ্যা : (حَتّٰى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هٰهُنَا وَهٰهُنَا) এমনকি তা পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছে যায়। পাথর, বৃক্ষ ও ইট এসবগুলোর তালবিয়াহ্ পাঠের দ্বারা মুসলিমদের বুঝানো হচ্ছে যে, এ যিক্‌রের মর্যাদা অনেক বেশী। আল্লাহর নিকট এর অনেক ফাযীলাত ও মর্যাদা রয়েছে। এটাও অসম্ভব নয় যে, তালবিয়াহ্ পাঠকারীর 'আমালনামায় তাদের তালবিয়াহ্ পাঠের সাওয়াবও লিখা হবে। কেননা তিনি অন্যদের তালবিয়াহ্ পাঠের কারণ।

٢٥٥١ -[١٢] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَيَقُولُ: «لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِيْ يَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهٗ لِمُسْلِمٍ.

২৫৫১-[১২] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) যুল্‌হুলায়ফায় ইহরাম বাঁধার সময় দুই রাক্'আত সলাত আদায় করেছেন। অতঃপর যুল্‌হুলায়ফার মাসজিদের কাছে তাঁর উষ্ট্রী তাঁকে নিয়ে দাঁড়ালে তিনি (ﷺ) এ সব শব্দের দ্বারা তালবিয়াহ্ পাঠ করলেন, "*লাব্বায়কা আল্ল-হুম্মা লাব্বায়কা লাব্বায়কা ওয়া সা'দায়কা, ওয়াল খয়রু ফী ইয়াদায়কা লাব্বায়কা, ওয়ার্ রগ্‌বা-উ ইলায়কা ওয়াল 'আমালু*" (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে উপস্থিত, আমি তোমার দরবারে উপস্থিত। আমি উপস্থিত আছি ও তোমার দরবারের সৌভাগ্য লাভ করেছি, সব কল্যাণ তোমার হাতে নিহীত। আমি উপস্থিত, সকল কামনা-বাসনা তোমারই হাতে, সকল 'আমাল তোমারই জন্যে।)। (বুখারী ও মুসলিম; তবে শব্দগুলো মুসলিমের)[৫৮৮]

ব্যাখ্যা : (يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ) "নাবী (ﷺ) যুল্‌হুলায়ফাতে (ইহরামের পূর্বে) দু' রাক্'আত সলাত আদায় করতেন।" 'আল্লামাহ্ যুরক্বানী বলেন : এ দু' রাক্'আত সলাত সুন্নাতুল ইহরাম তথা ইহরামের সুন্নাত। আর তা ছিল নাফ্‌ল সলাত। জমহূর 'উলামাহ্‌গণের অভিমত এটাই।

হাসান বাসরী ফারয সলাতের পর ইহরাম বাঁধা মুস্তাহাব মনে করতেন। 'আল্লামাহ্ ইবনু কুদামাহ্ বলেন : সলাতের পর ইহরাম বাঁধা মুস্তাহাব। ফারয সলাতের সময় হলে ফারয সলাতের পর ইহরাম বাঁধবে। তা না হলে দু' রাক্'আত নাফ্‌ল সলাত আদায় করে ইহরাম বাঁধবে। 'আত্বা, ত্বাউস, মালিক, শাফি'ঈ, সাওরী, আবূ হানীফাহ্, ইসহাক্ব, আবূ সাওর ও ইবনুল মুনযির তা মুস্তাহাব মনে করতেন। ইবনু 'উমার ও ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকেও এমনটি বর্ণিত হয়েছে। মোটকথা হলো সলাতের পর ইহরাম বাঁধা সুন্নাত। যদি ফারয সলাতের পর তা বাঁধা হয় তাহলে শুধুমাত্র সুন্নাতের উপর 'আমাল হলো। আর যদি নাফ্‌ল সলাতের পর বাঁধা হয় তাহলে সুন্নাত ও মুস্তাহাব দু'টিই পাওয়া গেল।

(أَهَلَّ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ) "তালবিয়ার শব্দগুলো উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করতেন"। হাদীসের এ অংশ প্রমাণ করে যে, উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়াহ্ পাঠ করা মুস্তাহাব।

٢٥٥٢ -[١٣] وَعَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهٗ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهٖ سَأَلَ اللّٰهَ رِضْوَانَهٗ وَالْجَنَّةَ وَاسْتَعْفَاهُ بِرَحْمَتِهٖ مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ

[৫৮৮] সহীহ : মুসলিম ১১৮৪, নাসায়ী ২৭৪৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯০২৮, বুখারী ১৫৫৩।

২৫৫২-[১৩] 'উমারাহ্ ইবনু খুযায়মাহ্ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা হতে এবং তিনি নাবী (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (সাঃ) যখন তালবিয়াহ্ শেষ করলেন, তখন আল্লাহর নিকট তাঁর সন্তুষ্টি ও জান্নাত কামনা করলেন এবং তিনি (সাঃ) তাঁর রহমাতের দ্বারা জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি চাইলেন। (শাফি'ঈ)[৫৮৯]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, মুহরিম ব্যক্তি যখনই তালবিয়াহ্ পাঠ করা শেষ করবে তখন অত্র দু'আটি পাঠ করবে :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مَغْفِرَتَكَ وَرِضَاكَ وَالْجَنَّةَ فِي الْاٰخِرَةِ. وَأَنْ تَعْفُوْ عَنِّيْ وَتُعِيذَنِيْ وَتُعْتِقَنِيْ بِرَحْمَتِكَ مِنَ النَّارِ.

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা ও আপনার সন্তুষ্টি প্রার্থনা করি এবং পরকালে জান্নাত কামনা করি। আপনি আমাকে মাফ করুন। স্বীয় দয়ায় জাহান্নামের আগুন থেকে আমাকে পরিত্রাণ ও আশ্রয় দান করুন।"

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٥٥٣ـ[١٤] عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمَّا أَرَادَ الْحَجَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فَاجْتَمَعُوا فَلَمَّا أَتَى الْبَيْدَاءَ أَحْرَمَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৫৫৩-[১৪] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন হাজ্জ পালনের ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন মানুষের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন। তাই লোকেরা দলে দলে সমবেত হলো। তিনি 'বায়দা' নামক জায়গায় পৌঁছলে (হাজ্জের জন্য) 'ইহরাম' বাঁধলেন। (বুখারী)[৫৯০]

ব্যাখ্যা : (أَذَّنَ فِي النَّاسِ) "তিনি লোকদের মাঝে ঘোষণা দিলেন।" ইবনু মালিক বলেন : তিনি এ ঘোষণা নিজেই দিয়েছিলেন এই বলে যে, "আমি হাজ্জ করতে ইচ্ছা করছি।" 'আল্লামাহ্ আল ক্বারী বলেন : প্রকাশমান অর্থ এই যে, তিনি কোন ঘোষককে এ মর্মে ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, নাবী (সাঃ) হাজ্জ করবেন।

(فَلَمَّا أَتَى الْبَيْدَاءَ أَحْرَمَ) "তিনি যখন বায়দাতে পৌঁছালেন ইহরাম বাঁধলেন"। অর্থাৎ- তিনি ইহরামের শব্দাবলী পুনরায় উচ্চারণ করলেন অথবা জনসম্মুখে তাঁর ইহরামের বিষয় প্রকাশ করলেন।

٢٥٥٤ـ[١٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَقُوْلُوْنَ: لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَيَقُولُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «وَيْلَكُمْ قَدْ قَدْ» إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ. يَقُوْلُوْنَ هٰذَا وَهُمْ يَطُوْفُوْنَ بِالْبَيْتِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[৫৮৯] য'ঈফ : মুসনাদ আশ্ শাফি'ঈ ৭৯৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯০৩৮, য'ঈফ আল জামি' ৪৪৩৫। কারণ এর সানাদে সলিহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু যায়িদাহ্ একজন দুর্বল রাবী।

[৫৯০] সহীহ : তিরমিযী ৮১৭।

২৫৫৪-[১৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকরা তালবিয়াহ্ পাঠে বলতো, *"লাব্বায়কা লা- শারীকা লাকা"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমরা উপস্থিত। তোমার কোন শারীক নেই।)। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতেন, "তোমাদের সর্বনাশ হোক, থামো থামো (আর অগ্রসর হয়ো না, কিন্তু তারা দ্রুত বেগে চলতো) অবশ্য যে শারীক তোমার আছে, যার মালিক তুমি এবং তারা যে জিনিসের মালিক তারও তুমি মালিক। তারা (মুশরিকরা) এ কথা বলতো আর বায়তুল্লাহ ত্বওয়াফ করতো। (মুসলিম)[৫৯১]

ব্যাখ্যা : (قَدْ قَدْ) "যথেষ্ট হয়েছে"। অর্থাৎ- তোমাদের বাক্য (لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ) এটুকু বলাই যথেষ্ট। অতএব তোমরা এখানেই থাম এর অধিক কিছু বলো না।

ইমাম ত্বীবী বলেন : মুশরিকগণ বলত– (لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك)।

তাদের ঐ বাক্যের যখন এ অংশটুকু বলা হত (لَا شَرِيْكَ لَكَ)। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতেন : (قَدْ قَدْ) অর্থাৎ- তোমরা এখানেই থামো, তোমরা তা অতিক্রম করে পরবর্তী অংশ বলো না।

(٢) بَابُ قِصَّةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ
অধ্যায়-২ : বিদায় হাজ্জের বৃত্তান্তের বিবরণ

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٥٥٥ -[١] عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَكَثَ بِالْمَدِيْنَةِ تِسْعَ سِنِيْنَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ فِي الْعَاشِرَةِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ بَشَرٌ كَثِيْرٌ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتّٰى إِذَا أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِيْ بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «اغْتَسِلِيْ وَاسْتَثْفِرِيْ بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِيْ» فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتّٰى إِذَا اسْتَوَتْ بِهٖ نَاقَتُهٗ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيْدِ «لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ». قَالَ جَابِرٌ: لَسْنَا نَنْوِيْ إِلَّا الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتّٰى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَطَافَ سَبْعًا فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشٰى أَرْبَعًا ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلٰى مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ فَقَرَأَ: ﴿وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى﴾

[৫৯১] সহীহ : মুসলিম ১১৮৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১২৮৮।

فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْبَيْتِ وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّهٗ قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ و ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ﴾

ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهٗ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ﴾

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهٖ فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتّٰى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهٗ وَقَالَ: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ أَنْجَزَ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهٗ». ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذٰلِكَ قَالَ مِثْلَ هٰذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ وَمَشٰى إِلَى الْمَرْوَةِ حَتّٰى انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِيْ بَطْنِ الْوَادِيْ ثُمَّ سَعٰى حَتّٰى إِذَا صَعِدْنَا مَشٰى حَتّٰى أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا حَتّٰى إِذَا كَانَ اٰخِرُ طَوَافٍ عَلَى الْمَرْوَةِ نَادٰى وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ وَالنَّاسُ تَحْتَهٗ فَقَالَ: «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهٗ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً». فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلِعَامِنَا هٰذَا أَمْ لِأَبَدٍ؟ فَشَبَّكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَصَابِعَهٗ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرٰى وَقَالَ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ لَا بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ». وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهٗ: «مَاذَا قُلْتَ حِيْنَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟» قَالَ: قُلْتُ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهٖ رَسُوْلُكَ قَالَ: «فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا تَحِلَّ». قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِيْ قَدِمَ بِهٖ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِيْ أَتٰى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِائَةً قَالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوْا إِلَّا النَّبِيَّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهٗ هَدْيٌ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوْا إِلٰى مِنًى فَأَهَلُّوْا بِالْحَجِّ وَرَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلّٰى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيْلًا حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهٗ بِنَمِرَةَ فَسَارَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهٗ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَجَازَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتّٰى أَتٰى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهٗ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتّٰى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهٗ فَأَتٰى بَطْنَ الْوَادِيْ فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوْعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَكَانَ

مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ مِنْ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذٰلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللهِ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟» قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: «اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ حَتّٰى اَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتّٰى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتّٰى غَابَ الْقُرْصُ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ وَدَفَعَ حَتّٰى اَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلّٰى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتّٰى اَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتّٰى اَسْفَرَ جِدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ حَتّٰى اَتٰى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرٰى حَتّٰى اَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ رَمٰى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهٖ ثُمَّ أَعْطٰى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهٖ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلّٰى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ فَأَتٰى عَلٰى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلٰى زَمْزَمَ فَقَالَ: «اِنْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلٰى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ». فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৫৫৫-[১]। জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মাদীনায় নয় বছর অবস্থানকালে হাজ্জ পালন করেননি। অতঃপর দশম বছরে মানুষের মধ্যে ঘোষণা করলেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ বছর হাজ্জে যাবেন। তাই মাদীনায় বহু লোক আগমন করলো। অতঃপর আমরা তাঁর (সাঃ) সাথে হাজ্জ করতে রওয়ানা হলাম এবং যখন যুল্‌হুলায়ফাহ্‌ নামক স্থানে পৌঁছলাম (আবূ বাক্‌র-এর স্ত্রী) আসমা বিনতু ‘উমায়স (রাঃ) মুহাম্মাদ ইবনু আবূ বাক্‌র-কে প্রসব করলেন। তাই আসমা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে

জিজ্ঞেস করে পাঠালেন, "আমি এখন কি করবো?" রসূলুল্লাহ ﷺ বলে পাঠালেন, "তুমি গোসল করবে এবং কাপড়ের টুকরা দিয়ে টাইট করে লেঙ্গুট (প্যান্ট) পরবে। এরপর ইহরাম বাঁধবে। তখন (বর্ণনাকারী জাবির) বলেন, এ সময় রসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে দু' রাক্'আত সলাত আদায় করলেন। এরপর ক্বাস্ওয়া নামক উটনীর উপর আরোহণ করলেন। অতঃপর যখন 'বায়দা' নামক স্থানে তাঁকে নিয়ে উটনী সোজা হয়ে দাঁড়াল তিনি আল্লাহর তাওহীদ সম্বলিত এ তালবিয়াহ্ পাঠ করলেন, *"লাব্বায়কা আল্ল-হুম্মা লাব্বায়কা, লাব্বায়কা লা- শারীকা লাকা লাব্বায়কা, ইন্নাল হাম্‌দা ওয়ান্‌নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্‌ক, লা শারীকা লাকা।"* জাবির (রাঃ) বলেন, আমরা হাজ্জ ব্যতীত আর অন্য কিছুর নিয়্যাত করিনি। আমরা 'উমরাহ্ বিষয়ে কিছু জানতাম না। অবশেষে আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বায়তুল্লাহ্য় আসলাম তখন তিনি 'হাজ্‌রে আসওয়াদ' (কালো পাথর)-এ হাত লাগিয়ে চুমু খেলেন এবং সাতবার কা'বার (বায়তুল্লাহ) তৃওয়াফ করলেন। তাতে তিনবার জোরে জোরে (রম্‌ল) ও চারবার স্বাভাবিকভাবে হেঁটে হেঁটে তৃওয়াফ করলেন। অতঃপর তিনি (ﷺ) মাকামে ইব্‌রাহীমের দিকে অগ্রসর হলেন এবং কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, ﴿وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى﴾ "এবং মাকামে ইব্‌রাহীমকে সলাতের স্থানে রূপান্তরিত করো"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১২৫) (অর্থাৎ- এর কাছে সলাত আদায় করো)। এ সময় তিনি (ﷺ) মাকামে ইব্‌রাহীমকে তার ও বায়তুল্লাহর মাঝখানে রেখে দু' রাক্'আত সলাত আদায় করলেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, এ দু' রাক্'আত সলাতে তিনি (ﷺ) *'কুল হুওয়াল্ল-হু আহাদ'* ও *'কুল ইয়া- আইয়্যুহাল কা-ফিরূন'* পড়েছিলেন। অতঃপর তিনি (ﷺ) হাজারে আস্‌ওয়াদের দিকে ফিরে গেলেন, একে স্পর্শ করে চুমু খেলেন। তারপর তিনি (ﷺ) দরজা দিয়ে সাফা পর্বতের দিকে বের হয়ে গেলেন। যখন তিনি (ﷺ) সাফার নিকটে পৌঁছলেন তখন কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ﴾ অর্থাৎ- "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়াহ্ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৫৮)। আর বললেন, আল্লাহ তা'আলা যেখান হতে শুরু করেছেন আমিও তা ধরে শুরু করবো। তাই তিনি (ﷺ) সাফা হতে শুরু করলেন এবং এর উপরে চড়লেন। এখান থেকে তিনি (ﷺ) আল্লাহর ঘর দেখতে পেলেন। অতঃপর তিনি (ﷺ) ক্বিবলাহ্মুখী হয়ে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দিলেন এবং তাঁর মহিমা বর্ণনা করলেন। আর তিনি (ﷺ) বললেন, "আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন ইলাহ নেই, তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শারীক নেই, তাঁরই সার্বভৌমত্ব ও তাঁরই সব প্রশংসা, তিনি সব কিছুতেই ক্ষমতাবান।' আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি অদ্বিতীয়, তিনি তাঁর ওয়া'দা পূর্ণ করেছেন, তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন, একাই তিনি সম্মিলিত কুফ্‌রী শক্তিকে পরাভূত করেছেন– এ কথা তিনি (ﷺ) তিনবার বললেন। এর মাঝে কিছু দু'আ করলেন। অতঃপর সাফা হতে নামলেন এবং মারওয়াহ্ অভিমুখে হেঁটে চললেন, যে পর্যন্ত তাঁর পবিত্র পা উপত্যকার মধ্যমর্তী সমতলে গিয়ে ঠেকলো। তারপর তিনি (ﷺ) দ্রুতবেগে হেঁটে চললেন, মারওয়ায় না পৌঁছা পর্যন্ত। এখানেও তিনি (ﷺ) সাফায় যা করেছেন, মারওয়ার শেষ চলা পর্যন্ত তাই করলেন। এমনকি যখন মারওয়াতে শেষ তৃওয়াফ শেষ হলো, তখন তিনি মারওয়ার উপর দাঁড়িয়ে লোকদেরকে সম্বোধন করলেন এবং লোকেরা তখন তাঁর নীচে (অপেক্ষমাণ) ছিল। তিনি (ﷺ) বললেন, যদি আমি আমার ব্যাপারে আগে জানতে পারতাম যা পরে আমি জেনেছি, তবে আমি কখনো কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে আনতাম না এবং একে 'উমরার রূপ দান করতাম। তাই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে আসেনি সে যেন 'ইহরাম' খুলে ফেলে। একে 'উমরার রূপ দান করে। এ সময় সুরাক্বাহ্ বিন মালিক ইবনু জু'শুম দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল! এটা কি আমাদের জন্য এ বছর, নাকি চিরকালের জন্য? তখন রসূলুল্লাহ ﷺ

নিজ হাতের আঙুলগুলো পরস্পরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে দু'বার বললেন, 'উমরাহ্ হাজ্জের মধ্যে প্রবেশ করলো না। বরং চিরকালের জন্যে।

এ সময় 'আলী رضي الله عنه ইয়ামান হতে নাবী ﷺ-এর কুরবানীর পশু নিয়ে আসলেন (তিনি সেখানে বিচারক পদে নিযুক্ত ছিলেন)। তিনি (ﷺ) তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি (ইহরাম বাঁধার সময় নিয়্যাতে) কি বলেছিলে? 'আলী رضي الله عنه বললেন, আমি বলেছি– হে আল্লাহ! আমি ইহরাম বাঁধছি যেভাবে তোমার রসূল ইহরাম বেঁধেছেন!" নাবী ﷺ বললেন, আমার সাথে কুরবানীর পশু রয়েছে, তাই তুমি ইহরাম খুলো না। রাবী জাবির رضي الله عنه বলেন, যেসব কুরবানীর পশুগুলো 'আলী ইয়ামান হতে নিয়ে এসেছিলেন এবং যেগুলো নাবী ﷺ নিজের সাথে নিয়ে এসেছিলেন তাতে মোট একশ' হয়ে গেলো। রাবী জাবির বলেন, নাবী ﷺ ও তাঁর সাথে যারা নাবীর মতো পশু নিয়ে এসেছিলেন, তারা ছাড়া সকলে ইহরাম খুলে হালাল হয়ে গেলেন এবং চুল কাটলেন। অতঃপর (৮ যিলহাজ্জ) তারবিয়ার দিন তাঁরা সকলেই নতুন করে ইহরাম বাঁধলেন এবং মিনা অভিমুখে রওয়ানা হলেন এবং নাবী ﷺ-ও সওয়ার হয়ে গেলেন এবং সেখানে যুহর, 'আস্‌র, মাগরিব, 'ইশা ও ফাজ্‌রের সলাত আদায় করলেন। অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত স্বল্প সময় অবস্থান করলেন।

এ সময় রসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করলেন যেন তাঁর জন্যে নামিরাহ্'য় একটি পশমের তাঁবু খাটানো হয়। এ কথা বলে তিনিও সেদিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তখন কুরায়শগণের এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল না যে, রসূলুল্লাহ ﷺ নিশ্চয়ই মাশ্'আরুল হারাম-এর নিকটে অবস্থান করবেন, যেভাবে তারা জাহিলিয়্যাতের যুগে করতো (নিজের মর্যাদাহানির আশঙ্কায় সাধারণের সাথে 'আরাফাতে সহবস্থান করবেন না)। কিন্তু রসূলুল্লাহ ﷺ 'আরাফাতে না পৌঁছা পর্যন্ত সামনে অগ্রসর হলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন, নামিরাহ্'য় তাঁর জন্য তাঁবু খাটানো হয়েছে। তাই তিনি (ﷺ) সেখানে নামলেন (অবস্থান নিলেন) সূর্য ঢলা পর্যন্ত। অতঃপর তিনি (ﷺ) তাঁর ক্বাস্‌ওয়া উষ্ট্রীর জন্য আদেশ করলেন। ক্বাস্‌ওয়া সাজানো হলে তিনি (ﷺ) 'বাত্বনি ওয়াদী' বা 'আরানা' উপত্যকায় পৌঁছলেন এবং লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন, তিনি (ﷺ) বললেন– "তোমাদের একজনের জীবন ও সম্পদ অপরের প্রতি (সকল দিন, কাল ও স্থানভেদে) হারাম যেভাবে এ দিনে, এ মাসে, এ শহরে হারাম। সাবধান! জাহিলিয়্যাতের যুগের সকল অপকর্ম আমার পদতলে প্রোথিত হলো, জাহিলিয়্যাত (মূর্খতার) যুগের রক্তের দাবীগুলো রহিত হলো। আর আমাদের রক্তের দাবীসমূহের যে দাবী আমি প্রথমে রহিত করলাম, তা হলো (আমার নিজ বংশের 'আয়াশ) ইবনু রবী'আহ্ ইবনু হারিস-এর রক্তের দাবী। যে বানী সা'দ গোত্রের দুধপানরত অবস্থায় ছিল তখন হুযায়ল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। এভাবে জাহিলিয়্যাত যুগের সূদ মাওকূফ (রহিত) হয়ে গেল। আর আমাদের (বংশের) যে সূদ আমি প্রথমে মাওকূফ করলাম তা (আমার চাচা) 'আব্বাস ইবনু 'আবদুল মুত্তালিব-এর (পাওনা) সূদ, তা সবই মাওকূফ করা হলো।"

"তোমরা তোমাদের নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে। কেননা তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছো আল্লাহর আমানাত হিসেবে এবং আল্লাহর নামে তাদের গুপ্তাঙ্গকে হালাল করেছো। তাদের ওপর তোমাদের হাক্ব হলো তারা যেন তোমাদের বিছানায় এমন কাউকেও আসতে না দেয়, যাকে তোমরা অপছন্দ কর। যদি তারা তা করে, তবে তাদেরকে মৃদু প্রহার করবে। আর তোমাদের ওপর তাদের হাক্ব হলো, তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের খাদ্য ও পোশাকের ব্যবস্থা করবে।"

"আমি তোমাদের মাঝে এমন একটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যদি তোমরা তা আঁকড়ে ধরো, তবে তোমরা আমার মৃত্যুর পর কখনো বিপথগামী হবে না– তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব।"

"হে লোক সকল! তোমরা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, তখন তোমরা কি বলবে? লোকেরা উত্তরে বললো, আমরা সাক্ষ্য দিবো যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর বাণী আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন। নিজের কর্তব্য সম্পূর্ণরূপে পালন করেছেন এবং আমাদের কল্যাণ কামনা করেছেন। তখন তিনি (ﷺ) নিজের শাহাদাত অঙ্গুলি আকাশের দিকে উঠিয়ে এবং মানুষের দিকে তা ইঙ্গিত করে তিনবার বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো।"

অতঃপর বিলাল আযান ও ইক্বামাত দিলেন। নাবী ﷺ যুহরের সলাত আদায় করলেন। বিলাল আবার ইক্বামাত দিলেন। নাবী ﷺ 'আস্‌রের সলাত আদায় করলেন। এর মাঝে কোন নাফ্‌ল সলাত আদায় করলেন না। এরপর তিনি (ﷺ) ক্বাস্‌ওয়া উষ্ট্রীতে আরোহণ করে ('আরাফাতে) নিজের অবস্থানস্থলে পৌঁছলেন। এখানে এর পিছন দিক (জাবালে রহমাতের নীচে) পাথরসমূহের দিকে এবং হাবলুল মুশাত-কে নিজের সম্মুখে করে ক্বিবলার দিকে ফিরলেন। সূর্য না ডুবা ও পিত রং কিছুটা না চলে যাওয়া পর্যন্ত এভাবে তিনি (ﷺ) এখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। এরপর সূর্যের গোলক পরিপূর্ণ নীচের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলো। এরপর তিনি (ﷺ) উসামাকে নিজের সওয়ারীর পেছনে বসালেন এবং মুয্‌দালিফায় পৌঁছা পর্যন্ত সওয়ারী চালাতে থাকলেন। এখানে তিনি (ﷺ) এক আযান ও দুই ইক্বামাতের সাথে মাগরিব ও 'ইশার সলাত আদায় করলেন। এর মধ্যে কোন নাফ্‌ল সলাত আদায় করলেন না। তারপর ভোর না হওয়া পর্যন্ত শুয়ে রইলেন। ভোর হয়ে গেলে তিনি (ﷺ) আযান ও ইক্বামাত দিয়ে ফাজ্‌রের সলাত আদায় করলেন। তারপর তিনি (ﷺ) ক্বাস্‌ওয়া নামক উষ্ট্রীতে আরোহণ করে চলতে লাগলেন যতক্ষণ না মাশ্‌'আরাল হারামে এসে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি (ﷺ) ক্বিবলাহ্‌মুখী হয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন। তাঁর মহিমা ঘোষণা করলেন, কালিমায়ে তাওহীদ (লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ) পড়লেন এবং তাঁর একত্ব ঘোষণা করলেন। এভাবে তিনি (ﷺ) সেখানে আকাশ পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর তিনি সূর্যোদয়ের পূর্বেই সওয়ারী চালিয়ে দিলেন এবং আপন (চাচাতো ভাই) ফায্‌ল ইবনু 'আব্বাস-কে সওয়ারীর পেছনে বসালেন। এভাবে তিনি (ﷺ) 'বাত্বনি মুহাস্‌সির' নামক স্থানে পৌঁছলেন এবং সওয়ারীকে কিছুটা দৌড়ালেন। তারপর তিনি (ﷺ) মধ্যম পথে চললেন যা বড় জাম্‌রার দিকে গিয়েছে। সুতরাং তিনি (ﷺ) ওই জাম্‌রায় পৌঁছলেন যা গাছের নিকট অবস্থিত (অর্থাৎ- বড় জাম্‌রাহ্‌) এবং বাত্বনি ওয়াদী (অর্থাৎ- নীচের খালি জায়গা) হতে এর উপর বুটের মতো সাতটি কংকর মারলেন। আর প্রত্যেক কংকর মারার সময় "*আল্ল-হু আকবার*" বললেন। এরপর তিনি (ﷺ) সেখান থেকে কুরবানীর জায়গায় ফিরে আসলেন এবং তেষট্টিটি উট নিজ হাতে কুরবানী করলেন। অতঃপর যা বাকী রইলো তা 'আলীকে বাকী পশুগুলো দিলেন, তিনি তা কুরবানী করলেন। তিনি (ﷺ) নিজের পশুতে 'আলীকেও শারীক করলেন। তখন তিনি (ﷺ) প্রত্যেক পশু হতে এক টুকরা নিয়ে একই হাড়িতে পাকানোর নির্দেশ দেন। সুতরাং নির্দেশ অনুযায়ী একটি ডেকচিতে তা পাকানো হয়। তারা উভয়ে এর গোশ্‌ত খেলেন ও ঝোল পান করলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (ﷺ) সওয়ারীতে আরোহণ করলেন এবং বায়তুল্লাহর দিকে রওয়ানা হলেন। মাক্কায় পৌঁছে তিনি (ﷺ) যুহরের সলাত আদায় করলেন। এরপর তিনি (ﷺ) (নিজ বংশ) বানী 'আবদুল মুত্ত্বালিব-এর নিকট পৌঁছলেন। তারা তখন যমযমের পাড়ে দাঁড়িয়ে লোকজনকে পানি পান করাচ্ছিলেন। তিনি (ﷺ) তাদেরকে বললেন, হে বানী আবদুল মুত্ত্বালিব! তোমরা টানো (দ্রুত কর), আমি যদি আশংকা না করতাম যে, পানি পান করানোর ব্যাপারে লোকেরা তোমাদের

উপরে জয়লাভ করবে, তবে আমিও তোমাদের সাথে পানি টানতাম। তখন তারা তাঁকে এক বালতি পানি এনে দিলেন, তা হতে তিনি (ﷺ) পানি পান করলেন। (মুসলিম)[৫৯২]

ব্যাখ্যা : (اغْتَسِلِىْ) "তুমি গোসল করো"। অত্র হাদীসের এ অংশটি প্রমাণ করে নিফাস অবস্থায় ইহরাম বাঁধার জন্য গোসল করা প্রয়োজন। যদিও সে তখনো নিফাস হতে পবিত্র হয়নি। ঋতুবতী মহিলার ক্ষেত্রেও এ বিধান প্রযোজ্য। আর এ গোসল পবিত্রতার গোসল নয় বরং তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও দুর্গন্ধ দূর করার নিমিত্তে। যাতে সমবেত লোকজন দুর্গন্ধজনিত কষ্ট হতে মুক্ত থাকতে পারে।

(اسْتَلَمَ الرُّكْنَ) "হাজারে আস্‌ওয়াদ স্পর্শ করলেন।" কোন প্রকার গুণ বর্ণনা করে শুধুমাত্র (الرُّكْنَ) শব্দটি উল্লেখ করলে তা দ্বারা হাজারে আস্‌ওয়াদই বুঝায়। অর্থাৎ- তিনি উক্ত পাথরটির উপর হাত রাখলেন এবং তাতে চুমু দিলেন। তিনি (ﷺ) রুকনে ইয়ামানীকেও স্পর্শ করেন তবে তাতে চুমু দেননি। সম্ভব হলে হাজারে আস্‌ওয়াদ স্পর্শ করে তাতে চুমু দেয়া সুন্নাত। যদি তা কষ্টকর হয় তবে শুধুমাত্র হাত দ্বারা স্পর্শ করে হাতে চুমু দিবে। তাও সম্ভব না হলে লাঠি দ্বারা পাথর স্পর্শ করে তাতে চুমু দিবে। তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে হাজারে আসওয়াদের দিকে কোন কিছু দিয়ে ইশারা করবে। তবে ইশারাকৃত বস্তুতে চুমু দিবে না। আর রুক্‌নে ইয়ামানীতে শুধুমাত্র স্পর্শ করাই সুন্নাত। তাতে চুমু দেয়া সুন্নাত নয়। আর তা স্পর্শ করতে না পারলে অন্য কিছু করবে না। ত্বওয়াফের প্রতি চক্করেই হাজারে আসওয়াদের এসে তার দিকে ইশারা করা এবং 'আল্ল-হু আকবার' বলা মুস্তাহাব।

(فَرَمَلَ) "অতঃপর তিনি রম্‌ল করলেন।" অর্থাৎ- কাঁধ দুলিয়ে ছোট পদক্ষেপে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হলেন। (ثَلَاثًا) "তিনবার" অর্থাৎ- সাত চক্করের তিন চক্করে তিনি রম্‌ল করে বাকী চার চক্কর স্বাভাবিক গতিতে হাঁটলেন। আর এ ত্বওয়াফের সকল চক্করেই তিনি ইয্‌তিবা' করেন। ডান কাঁধ খালি চাদরের দু'প্রান্ত বাম কাঁধের উপর তুলে দিয়ে গায়ে চাদর জড়ানোকে ইযতিবা' বলা হয়। ইমাম নাব্বী বলেন : মুহরিম যদি 'আরাফাতে অবস্থানের পূর্বে মাক্কাতে প্রবেশ করে তার জন্য ত্বওয়াফ কুদূম করা সুন্নাত। আর ত্বওয়াফে কুদূমের প্রথম তিন চক্করে রম্‌ল করাও সুন্নাত।

(فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ) "অতঃপর তিনি দু' রাক্'আত সলাত আদায় করলেন।" অত্র হাদীস প্রমাণ করে ত্বওয়াফ শেষে মাকামে ইব্‌রাহীমের পিছনে দু' রাক্'আত সলাত আদায় করা বিধিসম্মত। এ বিষয়ে সকলেই একমত। তবে এ সলাত সুন্নাত, না-কি ওয়াজিব এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

(ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهٗ) "এরপর তিনি হাজারে আস্‌ওয়াদের নিকটে ফিরে এসে তা স্পর্শ করলেন।" এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ত্বওয়াফ কুদূম সম্পাদনকারী ত্বওয়াফের পর সলাত শেষে পুনরায় হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করার পর সাফা পাহাড়ের দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। তবে সকলেই একমত যে, এ স্পর্শ করা সুন্নাত, তা ওয়াজিব নয়। আর তা পরিত্যাগকারীর জন্য কোন কাফ্‌ফারাহ্ দিতে হবে না।

(أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهٖ) "আমি সেখান থেকে (সা'ঈ) শুরু করব যা দিয়ে আল্লাহ আয়াত শুরু করেছেন"। অর্থাৎ- আমি সাফা পাহাড় থেকে সা'ঈর কাজ শুরু করব। কেননা আল্লাহ বলেছেন : ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ﴾।

'আল্লামাহ্ সিন্দী বলেন : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্য থেকে এ কথা বুঝায় যে, আল্লাহ তা'আলা যে বিষয় প্রথমে উল্লেখ করেছেন কর্মক্ষেত্রেও তা প্রথমে হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে এ শুরুটা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়।

[৫৯২] সহীহ : মুসলিম ১২১৮, আবূ দাউদ ১৯০৫, নাসায়ী ২৭৬১, ইবনু মাজাহ ৩০৭৪, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১৪৭০৫, দারিমী ১৮৯২।

(فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ) "তিনি সা'ঈ শুরু করার উদ্দেশে সাফা পাহাড়ে আরোহণ করলেন।"

(ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذٰلِكَ قَالَ مِثْلَ هٰذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) অতঃপর তিনি এর মাঝে দু'আ করলেন। আর উল্লিখিত যিক্‌র তিনবার পাঠ করলেন। 'আল্লামাহ্ সিন্দী বলেন : উল্লিখিত যিক্‌র তিনবার পাঠ করবে এবং প্রত্যেকবার অত্র যিক্‌র পাঠ শেষে দু'আ করবে।

ইমাম নাবাবী বলেন : নাবী ﷺ-এর বাণী- (أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ)। অত্র হাদীসে হাজ্জের বিভিন্ন বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

(১) সা'ঈর জন্য শর্ত হলো তা সাফা থেকে শুরু করতে হবে। এটা ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম মালিক ও জমহূর 'উলামাহ্গণের অভিমত। নাসায়ীতে বর্ণিত আছে, নাবী ﷺ বলেছেন : (أَبْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ) অর্থাৎ- "তোমরা সেখান থেকে শুরু করো যা দ্বারা আল্লাহ শুরু করেছেন।" এখানে (أَبْدَأُوا) শব্দটি বহুবচন এবং তা আদেশসূচক।

(২) সা'ঈর শুরুতে সাফা পাহাড়ে আরোহণ করা উচিত। তবে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। জমহূর 'উলামাহ্গণের মতে তা সুন্নাত, ওয়াজিব নয়। তা পরিত্যাগ করলে সা'ঈ বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু ফাযীলাত থেকে বঞ্চিত হবে। আমাদের সাথীরা বলেন, তা মুস্তাহাব।

(৩) সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে ক্বিবলামুখী হয়ে উল্লেখিত যিক্‌র পাঠ এবং দু'আ করা সুন্নাত। আর তা তিনবার পাঠ করবে।

(حَتّٰى انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِيْ بَطْنِ الْوَادِيْ ثُمَّ سَعٰى) "তার পদদ্বয় নিম্নভূমিতে অবতরণের পর তিনি দৌড়ালেন।" অর্থাৎ- ছোট পদক্ষেপে দ্রুত পদচারণা করলেন।

(حَتّٰى إِذَا صَعِدَتَا) "এমনভাবে তার পদদ্বয় নিম্নভূমি হতে উঁচু ভূমিতে আরোহণের পর তিনি হেঁটে চললেন।" ইমাম নাবাবী বলেন : এতে এ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সা'ঈ করাকালে নিম্নভূমিতে দ্রুত পদক্ষেপে দৌড়াতে হবে। অতঃপর উঁচু ভূমিতে আসার পর সাধারণ গতিতে মারওয়া পর্যন্ত হেঁটে চলবে। এ স্থানে সাত চক্করের প্রতি চক্করেই দ্রুত দৌড়িয়ে চলা মুস্তাহাব। আর নিম্নভূমির পূর্বে উঁচু ভূমিতে হেঁটে চলা মুস্তাহাব। যদি কোন ব্যক্তি সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সম্পূর্ণ স্থান হেঁটে চলে অথবা দৌড়িয়ে চলে তবে তার সা'ঈ বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু ফাযীলাত থেকে বঞ্চিত হবে।

(فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا) "মারওয়াতে তাই করলেন তিনি সাফাতে যা করেছিলেন। অর্থাৎ- মারওয়াতে আরোহণ করে ক্বিবলাহ্মুখী হয়ে পূর্বোল্লিখিত যিক্‌র পাঠ ও দু'আ করলেন। এটিও পূর্বের মতই সুন্নাত।

(حَتّٰى إِذَا كَانَ اٰخِرُ طَوَافٍ عَلَى الْمَرْوَةِ) "ত্বওয়াফের শেষ চক্করে যখন তিনি মারওয়াতে এলেন।" হাদীসের এ অংশ প্রমাণ করে যে, সাফা হতে মারওয়াতে যাওয়া এক চক্কর গণনা করা হবে। আবার মারওয়াহ্ থেকে সাফাতে যাওয়া আরেক চক্কর। এভাবে সাফা থেকে সা'ঈ শুরু করে মারওয়াতে যেয়ে সা'ঈর সপ্তম চক্কর শেষ হবে। এটাই ইমাম শাফি'ঈ ও জমহূর 'উলামাহ্গণের অভিমত। পক্ষান্তরে আবূ বাক্‌র সায়রাফী-এর মতে সাফা থেকে মারওয়াতে গিয়ে পুনরায় সাফাতে ফিরে আসলে এক চক্কর হবে। এ মতানুযায়ী সাফা হতে সা'ঈ শুরু হয়ে সাফাতেই তা শেষ হবে। কিন্তু এ সহীহ হাদীসটি তাদের এ অভিমত প্রত্যাখ্যান করে।

(لَوْ أَنِّيْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ) "যা আমি এখন বুঝতে পেরেছি তা যদি আমি আগে বুঝতে পারতাম।" অর্থাৎ- যখন আমি হাজ্জের কাজ শুরু করেছি তখন যদি বুঝতে পারতাম।

(لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ) "তাহলে আমি কুরবানীর পশু নিয়ে আসতাম না"। কেননা কোন ব্যক্তি যখন ইহরাম বাঁধার সময় থেকে কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে আসে তাহলে তা যাবাহ করার আগে তার জন্য হালাল হওয়া বৈধ নয়। আর ইয়াওমুন্ নাহ্‌রের পূর্বে অর্থাৎ- ১০ই যিলহাজ্জের পূর্বে কুরবানীর পশু যাবাহ করা বৈধ নয়। আর এমন ব্যক্তির জন্য হাজ্জের উদ্দেশে বাঁধা ইহরামকে 'উমরাতে রূপান্তর করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি কুরবানীর পশু না নিয়ে আসবে তার জন্য হাজ্জের ইহরামকে 'উমরার ইহরামে রূপান্তর করা বৈধ।

হাদীসের এ অংশ প্রমাণ করে যে, নাবী ﷺ তামাত্তু' হাজ্জ করেননি, বরং তাঁর হাজ্জ ছিল হাজ্জে ক্বিরান।

(وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً) "আমি তা 'উমরাতে রূপান্তর করতাম।" অর্থাৎ- আমি আমার হাজ্জের ইহরামকে 'উমরাতে রূপান্তর করে 'উমরার কাজ সমাপনান্তে হালাল হয়ে পুনরায় হাজ্জ সম্পাদন করে তামাত্তু' হাজ্জ সম্পাদন করতাম।

(أَلِعَامِنَا هٰذَا أَمْ لِأَبَدٍ؟) "এ বিধান কি শুধু এ বৎসরের জন্য না-কি চিরদিনের জন্য?" অর্থাৎ- হাজ্জের নিয়্যাত পরিবর্তন করে তা 'উমরাতে পরিণত করা কি শুধু এ বৎসরের জন্য? হাদীসের প্রকাশমান অর্থ এটিই, অথবা এর অর্থ হলো হাজ্জের মাসসমূহে 'উমরাহ্ পালন করা অথবা হাজ্জের সাথে 'উমরাহ্ পালন করার বিধান কি শুধু এ বৎসরের জন্য?

(دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ لَا بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ) "হাজ্জের সাথে 'উমরাহ্ পালনের বিধান চিরদিনের জন্য। তা কোন বৎসরের জন্য খাস নয়।" সুরাকার প্রশ্নের উদ্দেশ্য কি? তা নিয়ে 'উলামাহ্‌গণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

(১) এর উদ্দেশ্য হাজ্জের মাসসমূহে 'উমরাহ্ পালন করা।

(২) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হাজ্জে ক্বিরান করা।

(৩) হাজ্জের নিয়্যাত পরিবর্তন করে তা 'উমরাতে পরিণত করা।

১ম মতানুযায়ী– (دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ)-এর অর্থ হলো হাজ্জের মাসসমূহে 'উমরাহ্ করা বৈধ। এর দ্বারা জাহিলী যুগের এ ধারণাকে বাতিল ঘোষণা করা যে, হাজ্জের মাসসমূহে 'উমরাহ্ বৈধ নয়।

২য় মতানুযায়ী– এর অর্থ হলো যে ব্যক্তি একই সাথে হাজ্জ ও 'উমরার নিয়্যাত করেছে তার 'উমরাহ্ হাজ্জের সাথে মিশে গেছে এবং 'উমরার কাজসমূহ হাজ্জের কাজের মধ্যে প্রবেশ করেছে, ফলে উভয় কাজ হতে একবারে হালাল হবে।

৩য় মতানুযায়ী– এর অর্থ হলো হাজ্জের নিয়্যাতের মধ্যে 'উমরাহ্-এর নিয়্যাত প্রবেশ করেছে। অর্থাৎ- যে ব্যক্তি হাজ্জের নিয়্যাত করেছে তার পক্ষে 'উমরাহ্-এর কাজ সম্পাদন করে হালাল হওয়া বৈধ। হাজ্জের নিয়্যাত পরিবর্তন করে তা 'উমরাতে পরিণত করার অর্থ হলো যে ব্যক্তি হাজ্জে ইফরাদ বা হাজ্জে ক্বিরানের নিয়্যাত করেছে এবং সাথে কুরবানীর পশু নিয়ে যায়নি এবং সে 'আরাফাতে অবস্থান করার পূর্বে বায়তুল্লাহর ত্বওয়াফ করার পর সাফা মারওয়াতে সা'ঈ করেছে তার জন্য হাজ্জের নিয়্যাত পরিবর্তন করে উপর্যুক্ত কাজসমূহকে শুধুমাত্র 'উমরাতে পরিণত করার নিয়্যাত করা এবং উক্ত কাজসমূহ সমাপনান্তে মাথা মুণ্ডন করে ইহরাম থেকে হালাল হবে। পরবর্তীতে হাজ্জের নিয়্যাত করে পৃথকভাবে হাজ্জের কাজ সম্পাদন করে হাজ্জে তামাত্তু' সম্পাদনকারী হবে। আর পরিবর্তন করা কি শুধু সহাবীগণের পক্ষে ঐ বৎসরের জন্য খাস ছিল না-কি তা চিরদিনের জন্য বৈধ– এ বিষয়ে 'উলামাহ্‌গণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

(১) ইমাম আহমাদ, আহ্‌লুয্ যাহির ও আহ্‌লুল হাদীসদের মতে তা সহাবীগণের জন্য খাস নয় বরং এ বিধান ক্বিয়ামাত পর্যন্ত বহাল আছে। অতএব যে কোন ব্যক্তি যদি হাজ্জ ইফরাদ বা হাজ্জ ক্বিরানের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধে এবং সাথে কুরবানীর পশু না থাকে তাহলে তার ঐ ইহ্‌রামকে 'উমরাতে পরিণত করতে পারবে এবং 'উমরাহ্-এর কাজ সমাপনান্তে ইহ্‌রাম থেকে হালাল হয়ে যাবে।

(২) ইমাম মালিক, শাফি'ঈ, আবূ হানীফাহ্ ও জমহূর 'উলামাহ্‌গণের মতে এটা শুধু সহাবীগণের পক্ষে ঐ বৎসরের জন্য খাস। পরবর্তীতে কারো জন্য তা বৈধ নয়।

যারা বলেন তা সহাবীগণের জন্য খাস তাদের দলীল নিম্নরূপ :

(১) মুসলিমে আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন : হাজ্জের মুত্'আহ্, অর্থাৎ- হাজ্জকে 'উমরাতে রূপান্তর করা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহাবীগণের জন্য খাস।

(২) আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ্‌তে বিলাল ইবনুল হারিস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন : আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! হাজ্জকে 'উমরাতে রূপান্তর করা এটা কি আমাদের জন্য খাস, না-কি তা সবার জন্যই? নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : বরং তা তোমাদের জন্য খাস।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় যে, জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস ও আবূ যার এবং বিলাল ইবনুল হারিস রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে আসলে তা নয় বরং হাদীস দু'টোর মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব। তা এভাবে যে, বিলাল ইবনুল হারিস রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আবূ যার রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীস সহাবীগণের জন্য খাস এ অর্থে যে, এ সফরে যারা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হাজ্জের নিয়্যাত করেছিলেন। কিন্তু যাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল না রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের কারণে তাদের জন্য ওয়াজিব ছিল হাজ্জকে 'উমরাতে রূপান্তর করা। আর তা সহাবীগণের জন্যই খাস।

আর জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে তা চিরদিনের জন্য, অর্থাৎ- হাজ্জকে 'উমরাতে রূপান্তর করা চিরদিনের জন্য বৈধ। তবে তা ওয়াজিব নয়। হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী এবং 'আল্লামাহ্ শানক্বীত্বী উভয় প্রকারের হাদীসের মধ্যে এভাবে সমন্বয় করেছেন। আর এটাই সঠিক। আল্লাহই ভাল জানেন।

(اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهٖ رَسُوْلُكَ) "হে আল্লাহ! আমি সে ইহ্‌রাম বাঁধলাম যে ধরনের ইহ্‌রাম বেঁধেছে আপনার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।"

এতে এ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি বলে অমুক ব্যক্তি যে ধরনের ইহ্‌রাম বেঁধেছে আমিও সে ধরনের ইহ্‌রাম বাঁধলাম, তাহলে তা সহীহ ও সঠিক। এ ব্যক্তির ইহ্‌রাম ঐ ব্যক্তির ইহ্‌রামের মতই যার নাম তিনি উল্লেখ করেছেন। ইমাম শাফি'ঈ এবং তার অনুসারীদের অভিমত এটিই।

ইমাম আবূ হানীফার মতে তার ইহ্‌রাম সঠিক। কিন্তু যার নাম তিনি উল্লেখ করেছেন এর ইহ্‌রাম উল্লিখিত ব্যক্তির ইহ্‌রামের মতো হওয়া আবশ্যক নয়।

(فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ) "অতঃপর সবাই হালাল হয়ে গেল।" অর্থাৎ- অধিকাংশ লোকই 'উমরাহ্ সম্পাদন করে হালাল হয়ে গেল।

(وَقَصَّرُوْا) "এবং তারা তাদের মাথার চুল ছেঁটে খাটো করল।" 'আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেন : মাথা মুণ্ডানো উত্তম হওয়া সত্ত্বেও তারা এজন্য খাটো করেছিল যাতে মাথাতে কিছু চুল অবশিষ্ট থাকে এবং হাজ্জ সম্পাদনের পর মাথা মুণ্ডাতে পারে যাতে তারা চুল খাটো করা এবং মাথা মুণ্ডানোর উভয় প্রকারের সাওয়াবই অর্জনে সক্ষম হয়।

(يَوْمُ التَّرْوِيَةِ) "তারবিয়ার দিন"। এটি যিলহাজ্জ মাসের অষ্টম দিন। এ দিনকে (التَّرْوِيَةِ) এজন্য বলা হয় যে, হাজীগণ এ দিনে নিজেরা পানি পান করে যেমন তৃপ্ত হয় তেমনি তাদের বাহন উটকে পানি পান করিয়ে তৃপ্ত করায় এবং পরবর্তী দিনগুলোর জন্য পানির ব্যবস্থা করতো 'আরাফাতে অবস্থানের প্রস্তুতি স্বরূপ। কেননা তৎকালীন সময়ে বর্তমানের ন্যায় 'আরাফাতে পানির কোন ব্যবস্থা ছিল না।

এটাও বলা হয়ে থাকে যে, কুরায়শগণ হাজীদেরকে পান করানোর উদ্দেশে মাক্কাহ্ থেকে পানি নিয়ে যেত ফলে হাজীগণ তা পান করে তৃপ্ত হত। অথবা ইব্‌রাহীম আলায়হিস সালাম এ দিনে চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন যে, তার পুত্র ইসমা'ঈলকে কিভাবে কুরবানী করবেন। আর (التَّرْوِيَةِ) শব্দটি চিন্তা-ভাবনার অর্থেও ব্যবহার হয়, তাই এ দিনের নাম (يَوْمُ التَّرْوِيَةِ) "তারবিয়ার দিন" নামকরণ করা হয়েছে। আল্লাহ ভাল জানেন।

প্রকাশ থাকে যে, যিলহাজ্জ মাসের পরস্পর ছয়টি দিনের পৃথক পৃথক নাম রয়েছে।

(১) অষ্টম দিন– ইয়াওমুত্ তারবিয়াহ্, (২) নবম দিন– 'আরাফাহ্, (৩) দশম দিন– আন্ নাহ্‌র, (৪) একাদশ দিন– আল ক্বার। কেননা এ দিন তারা মিনাতে অবস্থান করে, (৫) দ্বাদশ দিন– আন্ নাফ্‌রুল আও্ওয়াল, (৬) ত্রয়োদশ দিন– আন্ নাফরুস্ সানী।

(فَأَهَلُّوْا بِالْحَجِّ) "তারা হাজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধল।"

আলমুহিব্বুত্ তাবারী বলেন : এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, মাক্কাহ্‌বাসীগণ এবং তামাত্ত হাজ্জ সম্পাদনকারীগণ এ দিনই হাজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধবেন। এতে এ ইঙ্গিতও পাওয়া যায় যে, মাক্কাতে যারা ইহ্‌রাম বাঁধবে এ দিন তারা ত্বওয়াফ ও সাঈ' করবে না।

(ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ) "তিনি সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন।" এতে প্রমাণিত হয় যে, সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে 'আরাফার উদ্দেশে রওয়ানা হওয়া সুন্নাত। নাবী ﷺ-এর মিনাতে অবস্থান এবং তথায় সলাত আদায়, রাত যাপন করা প্রমাণ করে যে, এসবগুলোই মুস্তাহাব। অষ্টম দিনের দিবাগত রাতে মিনাতে অবস্থান করা আর মিনার দিবসগুলোতে, অর্থাৎ- ইয়াওমুন্ নাহর থেকে পরবর্তী দিনগুলোতে মিনাতে রাত যাপনের বিধানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এতে সবাই একমত।

ইমাম নাবাবী বলেন : এ রাতে (অষ্টম দিন দিবাগত রাতে) মিনাতে যাতায়াত করা সুন্নাত। তা হাজ্জের রুক্‌নও নয় এবং তা ওয়াজিবও নয়। এ রাতে কেউ মিনাতে রাত যাপন না করলে তার জন্য দম ওয়াজিব নয় এতে ঐকমত্য রয়েছে।

(وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهٗ بِنَمِرَةَ) "নামিরাতে তার জন্য একটি তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন।" ইমাম ত্বীবী বলেন, নামিরাহ্ 'আরাফাহ্ পার্শ্বস্থ একটি জায়গার নাম, তা 'আরাফাহ্ নয়। ইমাম নাবাবী বলেন : এ হাদীস প্রমাণ করে ইহরামধারী ব্যক্তি তাঁবু বা অন্য কিছুর দ্বারা ছায়া গ্রহণ করতে পারে। অবস্থানকারীর পক্ষে ছায়া গ্রহণ করার বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। আরোহী ব্যক্তির পক্ষে তা বৈধ কি-না এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ 'আলিমদের মতে তা বৈধ। ইমাম মালিক ও আহমাদের মতে মাকরূহ। ইমাম নাবাবী আরো বলেন : এতে এ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মিনা থেকে রওয়ানা হয়ে গিয়ে নামিরাতে অবস্থান করা মুস্তাহাব। কেননা সুন্নাত হলো যুহর ও 'আসরের সলাত যুহরের ওয়াক্তে একত্রে আদায় করার পর 'আরাফাতে গিয়ে অবস্থান করা। অতএব সূর্য ঢলে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত নামিরাতে অবস্থান করা সুন্নাত। সূর্য ঢলার পর ইমাম মুসল্লীদের নিয়ে মাসজিদে ইব্‌রাহীমে (নামিরাতে অবস্থিত মাসজিদ) যেয়ে খুতবাহ্ দিবেন। অতঃপর তাদের নিয়ে যুহর ও 'আস্‌রের সলাত আদায়ান্তে 'আরাফাতে যেয়ে অবস্থান করবেন।

(حَتّٰى اَتٰى عَرَفَةَ) "তিনি 'আরাফাতে আগমন করলেন।" অর্থাৎ- 'আরাফার নিকটবর্তী হলেন। 'আরাফার নাম 'আরাফাহ্ হওয়ার কারণ এই যে, জিবরীল আলায়হিস্ সালাম এখানে ইব্‌রা-হীম আলায়হিস্ সালাম-কে হাজ্জের নিয়মাবলী শিখিয়েছিলেন অথবা আদাম আলায়হিস্ সালাম ও হাওয়া আলায়হিস্ সালাম দুনিয়াতে আগমনের পর এখানেই তাদের পুনর্মিলন ও পরিচয় ঘটে অথবা লোকজন পরস্পরের সাথে এখানে পরিচয় ঘটে, তাই এ স্থানের নাম 'আরাফাহ্।

(فَخَطَبَ النَّاسَ). "অতঃপর লোকদের উদ্দেশে খুতবাহ্ দিলেন।" যুরক্বানী বলেন : অত্র হাদীসে প্রমাণ মিলে যে, 'আরাফার দিনে অত্র স্থানে ইমামের জন্য খুতবাহ্ দেয়া মুস্তাহাব। জমহূর 'উলামাহ্গণের এটাই অভিমত। ইমাম শাফি'ঈ-এর মতে হাজ্জ মাওক্বফে চার স্থানে খুতবাহ্ দেয়া ইমামের জন্য সুন্নাত।

(১) যিলহাজ্জ মাসের সপ্তম দিনে মাক্কাতে যুহরের সলাতের পর।

(২) নামিরাতে 'আরাফার দিনে।

(৩) মিনাতে ইয়াও্মুন্ নাহ্‌রের দিন।

(৪) আইয়্যামে তাশরীক্বের দ্বিতীয় দিন, অর্থাৎ- ইয়াওমুন্ নাফ্‌রিল আওয়াল।

ইমাম আবূ হানীফার মতে হাজ্জে তিনটি খুতবাহ্ সুন্নাত।

প্রথম দু'টি ইমাম শাফি'ঈ-এর মতই।

তৃতীয়টি মিনাতে যিলহাজ্জের একাদশ দিনে। অর্থাৎ- ইয়াওমুল ক্বার।

(حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا) "তোমাদের পরস্পরের রক্ত প্রবাহিত করা হারাম। যেমন- আজকের দিনে তা হারাম।"

অর্থাৎ- যিলহাজ্জ মাসে 'আরাফার দিনে মাক্কাতে তা যে রকম হারাম তেমনি অন্যায়ভাবে তার রক্ত প্রবাহিত করা তথা হত্যা করা সম্পদ অন্যায়ভাবে জবর-দখল করা, তোমাদের কারো সম্মানহানি করা হারাম। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদের জান, মাল ও সম্মানের মর্যাদাকে, মাক্কাহ্, 'আরাফাহ্ ও যিলহাজ্জ মাসের মর্যাদার সাথে তুলনা করার কারণ এই যে, ঐ মাসে ঐ স্থানে এগুলো করা কারো নিকটই বৈধ নয়। তাই জান-মাল ও সম্মানের মর্যাদার গুরুত্ব বুঝানোর জন্য ঐ বস্তুগুলোর সাথে তুলনা করা হয়েছে।

(كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَىَّ مَوْضُوعٌ) "জাহিলী যুগের সকল রীতিনীতি আমার পদতলে রাখা হলো।" অর্থাৎ- প্রত্যাখ্যাত ও বাতিল।

(وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ) "জাহিলী যুগের রক্তের দাবী প্রত্যাখ্যাত"। অর্থাৎ- তার ক্বিসাস, দিয়াত ও কাফ্‌ফারাহ্ সব কিছুই বাতিল ও পরিত্যক্ত। কেউ তার দাবী করতে পারবে না। দাবী করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। ক্বিসাসের বিধান তো জাহিলী যুগের লোকেরা উদ্ভাবন করেনি। তা সত্ত্বেও নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাতিল করার মাধ্যমে জাহিলী যুগের ঝগড়ার ধারাবাহিকতাকে বন্ধ করার উদ্দেশে এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

(وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ) "আমাদের বংশের রক্তের দাবী যা আমি পরিত্যক্ত ঘোষণা করছি তা হলো রবী'আর ছেলের রক্তের দাবী"। ইমাম নাবাবী বলেন : যিনি মানুষকে ভাল কাজের আদেশ দান করেন এবং মন্দ কাজের নিষেধ করেন তার কর্তব্য হলো প্রথমে নিজের মধ্যে নিজ পরিবারের মধ্যে তা বাস্তবায়ন করা। তা করলেই বিষয়টি লোকজনের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা পাবে। এজন্যই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথমে নিজ বংশীয় রক্তের দাবী ছেড়ে দেন। উক্ত রবী'আহ্ ছিলেন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাতো ভাই। ঐ ভাইয়ের ছেলের নাম ছিল (إِيَاس) ইয়াস্।

(فَاتَّقُوا اللّٰهَ فِي النِّسَاءِ) "মহিলাদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।" যেহেতু জাহিলী যুগের সকল রীতিনীতি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে তন্মধ্যে মহিলাদের অধিকার না দেয়া এবং তাদের প্রতি সুবিচার না করা জাহিলী যুগের একটি রীতি। তাই নাবী ﷺ তাদের ব্যাপারে উম্মাতকে নির্দেশ দিয়েছেন ইসলামী শারী'আতের নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে এবং এ বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করতে।

অত্র হাদীসে নারীদের অধিকার রক্ষা করা এবং তাদের সাথে সদাচরণের আদেশ দিয়েছেন।

(فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللّٰهِ) "তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানাত হিসেবে গ্রহণ করেছো।" যুরক্বানী বলেন : আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের নিকট আমানাত রেখেছেন। অতএব সে আমানাত সংরক্ষণ করা এবং ইহকালীন ও পরকালীন সকল অধিকার ও তাদের কল্যাণের প্রতি খেয়াল রাখা তোমাদের একান্ত কর্তব্য।

(وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ) "তাদের ওপর তোমাদের অধিকার হলো তারা এমন কাউকে তোমার বিছানায় আসতে দিবে না যাদেরকে তোমরা অপছন্দ করো।"

ইমাম খাত্তাবী বলেন : এর অর্থ হলো তারা কোন পর-পুরুষকে তাদের নিকট প্রবেশের অনুমতি দিবে না তাদের সাথে গল্প করার জন্য। ইসলাম পূর্বযুগে 'আরব দেশে নারী-পুরুষদের মধ্যে পরস্পর গল্প করার প্রচলন ছিল। এটাকে তারা কোন প্রকার দোষণীয় মনে করত না। পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পর নারীদেরকে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হলো এবং পর-পুরুষের সাথে বসে গল্প করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হলো।

(فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ) "তাদেরকে কঠিন মার মারবে না।" অর্থাৎ- তারা যদি তোমাদের অনুমতি ব্যতীত কোন পুরুষকে বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে ফেলে তাহলে তোমরা তাদের হালকা প্রহার করতে পারো। কিন্তু এমন প্রহার করা যাবে না যাতে তা কষ্টদায়ক হয়। অত্র হাদীসে পুরুষদেরকে তার অধীনস্থ কোন নারী অপরাধে জড়িত হওয়ার কারণে তাদেরকে প্রহার করার অনুমতি দেয়া হয়েছে যাতে তারা সাবধান হয়ে যায়।

(وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) "তারা তোমাদের নিকট ন্যায়সঙ্গত ভরণ-পোষণ পাওয়ার অধিকারী।" অর্থাৎ- তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য-পানীয়, বাসস্থান এবং পরিধেয় পোষাকাদি যথারীতি পাবে। এ ক্ষেত্রে যেমন অপব্যয় করা যাবে না তেমনিভাবে কৃপণতাও করা যাবে না। ধনী ব্যক্তি তার অবস্থানুযায়ী তা প্রদান করবে। আর দরিদ্র ব্যক্তি তার অবস্থানুযায়ী। আর তা কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত।

(كِتَابَ اللّٰهِ) "আল্লাহর কিতাব"। অর্থাৎ- আমি তোমাদের নিকট কুরআন রেখে গেলাম তা আঁকড়িয়ে ধরে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। এখানে রসূলুল্লাহ ﷺ কুরআনের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হাদীসের কথা উল্লেখ করেননি। অথচ কিছু কিছু বিধান হাদীস থেকেই জানা যায়। এর কারণ এই যে, কুরআনের উপর 'আমাল হাদীসের উপর 'আমালও আবশ্যক করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : ﴿أَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ "তোমরা আল্লাহর ও রসূল-এর আনুগত্য করো"। অতএব কিতাব তথা কুরআনের উপর 'আমালই হাদীসের উপর 'আমাল করা অপরিহার্য করে। এতে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কুরআনই আসল।

(نَشْهَدُ أَنَّكَ) "হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো।" অর্থাৎ- তোমার বান্দাগণের স্বীকৃতি (اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ) "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি রিসালাতের দায়িত্ব উম্মাতের নিকট পৌঁছিয়েছেন।" (قَدْ بَلَّغْتَ) তাদের এ স্বীকৃতির প্রতি তুমি সাক্ষী থাকো।

(ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ) "অতঃপর বিলাল আযান দেয়ার পর ইক্বামাত দিলে তিনি (ﷺ) যুহরের সলাত আদায় করলেন, অতঃপর ইক্বামাত দিলে তিনি 'আস্‌রের সলাত আদায় করলেন।" অর্থাৎ- নাবী ﷺ যুহরের ওয়াক্তে এক আযানে ও দু' ইক্বামাতে যুহরের ও 'আস্‌রের সলাত জমা করে আদায় করলেন।

অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, 'আরাফাতে এক আযান ও দু' ইক্বামাতে যুহর ও 'আস্‌রের সলাত জমা করে আদায় করতে হয়।

এ বিষয়ে 'উলামাহ্‌গণের মাঝে তিনটি মত পরিলক্ষিত হয়।

(১) এক আয়ান ও দু' ইক্বামাতে তা আদায় করতে হবে। এ অভিমত পোষণ করেন ইমাম আবূ হানীফাহ্, সাওরী, শাফি'ঈ, আবূ সাওর, আহমাদ ও ইমাম মালিক থেকে এক বর্ণনা অনুযায়ী। মালিকী মাযহাবের ইবনুল ক্বাসিম, ইবনু মাজিশূন এবং ইবনু মাওয়াযির অভিমতও তাই।

(২) আযান ব্যতীত দু' ইক্বামাতে তা আদায় করতে হবে। ইবনু 'উমার رضي الله عنهما থেকে এমন একটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

(৩) দু' আযান ও দু'টি ইক্বামাত দিতে হবে। মালিকী মাযহাবের এটিই প্রসিদ্ধ মত। ইবনু কুদামাহ্ বলেন : হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে, তাই উত্তম।

জেনে রাখা ভাল যে, 'আরাফাতে যুহর ও 'আস্‌রের সলাত একত্রে আদায় করার জন্য ইমাম আবূ হানীফার মতানুযায়ী তা জামা'আত সহকারে বড় ইমাম তথা খলীফাহ্ অথবা তার প্রতিনিধির নেতৃত্বে আদায় করা শর্ত। মুযদালিফাতে মাগরিব ও 'ইশার সলাত একত্রে আদায় করার ক্ষেত্রে এ শর্ত প্রযোজ্য নয়। সাওরী ও ইব্‌রাহীম নাখ্'ঈর অভিমতও তাই।

ইমাম মালিক, শাফি'ঈ ও আহমাদের মতানুযায়ী তা শর্ত নয়। আর এ মতটি প্রবল।

(ثُمَّ رَكِبَ حَتّٰى أَتَى الْمَوْقِفَ) "অতঃপর বাহনে আরোহণ করে মাওক্বিফে আসলেন।" অর্থাৎ- 'আরাফার ময়দানে আসলেন। 'আরাফার ময়দান পুরোটাই অবস্থানস্থল। আর এখানে অবস্থানের সময়সীমা 'আরাফার দিনে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে ইয়াওমুন্ নাহ্‌রের ফাজ্‌র উদয় হওয়া পর্যন্ত। যে ব্যক্তি এ সময়ের মধ্যে এর কোন অংশে 'আরাফায় অবস্থান কর তার হাজ্জ বিশুদ্ধ। আর যে ব্যক্তি তা করতে ব্যর্থ তার হাজ্জ হবে না। এটাই ইমাম শাফি'ঈ ও জমহূর 'উলামাহ্‌গণের অভিমত। ইমাম মালিক-এর মতে শুধুমাত্র দিনের কোন এক ভাগে 'আরাফায় অবস্থান করলে হাজ্জ বিশুদ্ধ হবে না বরং দিনের সাথে রাতের কিছু অংশও 'আরাফায় অবস্থান করতে হবে।

(وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ) "তিনি ক্বিবলাহ্‌মুখী হলেন।" এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, 'আরাফায় অবস্থান ক্বিবলাহ্‌মুখী হওয়া মুস্তাহাব।

(حَتّٰى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلّٰى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ) "তিনি মুযদালিফাতে এসে এক আযান ও দু' ইক্বামাতে ('ইশার ওয়াক্তে) মাগরিব ও 'ইশার সলাত আদায় করলেন।" ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : এ হাদীসে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, 'আরাফাহ্ থেকে মুযদালিফাতে গমনকারী ব্যক্তির জন্য

মাগরিবের সলাত বিলম্ব করে 'ইশার সলাতের সাথে একত্রে আদায় করা সুন্নাত। তবে কেউ যদি মাগরিবের সময়ে 'আরাফাতে অথবা রাস্তায় অথবা অন্য কোন স্থানে এ দু' সলাত একত্রে আদায় করে অথবা পৃথক পৃথকভাবে নিজ নিজ ওয়াক্তে আদায় করে, তবে তা ইমাম শাফি'ঈ, আওযা'ঈ, আবূ ইউসুফ আশ্হাব এবং আহ্লুল হাদীসদের ফুক্বাহাদের মতে বৈধ। কিন্তু তা উত্তমের বিপরীত। ইমাম আবূ হানীফাহ্ এবং ফুকাবাসীদের মতে তা মুযদালিফাতেই আদায় করতে হবে। ইমাম মালিক-এর মতানুযায়ী মুযদালিফাতে আগমনের পূর্বে তা আদায় করা বৈধ নয় তবে উযর থাকলে ভিন্ন কথা।

(وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا) "এ দু' সলাতের মাঝে তিনি কোন নাফ্ল সলাত আদায় করেননি।" অর্থাৎ- মাগরিব ও 'ইশার সলাতের মাঝখানে কোন নাফ্ল সলাত আদায় করেননি।

(فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ) "ফাজ্র সলাতের ওয়াক্ত হলে তিনি ফাজ্রের সলাত আদায় করলেন।" ইমাম নাবাবী বলেন : মুযদালিফাতে ফাজ্র সলাতের ওয়াক্ত শুরু হওয়া মাত্রই তা আদায় করা সুন্নাত। কেননা এ দিনে অনেক কাজ রয়েছে। এজন্য এ দিন ওয়াক্ত হওয়া মাত্রই এ সলাত আদায় করা জরুরী যাতে অন্যান্য কাজের জন্য সময় পাওয়া যায়।

(ثُمَّ أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ) "অতঃপর তিনি মাশ্'আরে হারামে আসলেন।" মাশ্'আরে হারাম মুযদালিফার একটি নির্দিষ্ট স্থানের নাম। (الْمَشْعَرَ) নামকরণের কারণ এই যে, তা 'ইবাদাতের জন্য চিহ্নিত স্থান। হারাম এজন্য বলা হয় যে, তা হেরেম এলাকায় অবস্থিত অথবা এ স্থানের মর্যাদা অন্যান্য স্থানের তুলনায় বেশী। আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য মুযদালিফাতে অবস্থিত কুবাহ নামক পাহাড়। তবে জমহূর মুফাস্সিরীনদের মতে সমস্ত মুযদালিফাহ্ অঞ্চলই মাশ্'আরে হারাম। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ﷺ বলেছেন : আমি এখানে অবস্থান করলাম তবে সমগ্র মুযাদালিফাহ্ অবস্থান স্থল। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সমগ্র মুযদালিফাহ্ মাশ্'আরুল হারাম।

(فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ) "অতঃপর তিনি ক্বিবলাহ্মুখী হয়ে দু'আ করলেন।" মুহিব্বু ত্ববারী বলেন : হাজীদের জন্য মুস্তাহাব হলো তারা এখানে ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত দু'আ পাঠ করবে। তা নিম্নরূপ–

اللهم اعصمني بدينك وطاعتك وطواعية رسولك. اللهم جنبني حدودك. اللهم اجعلني ممن يحبك، ويحب ملائكتك، ويحب رسلك، ويحب عبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى، واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني أوف بعهدك الذي عاهدت عليه واجعلني من أئمة المتقين ومن ورثة جنة النعيم، واغفر لي خطيئتي يوم الدين.

(فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا) "তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকেন।" এ হাদীস প্রমাণ করে কুবাহ পাহাড়ে অবস্থান করা হাজ্জের কার্য্যাবলীর অন্তর্গত এ বিষয়ে বিরোধ নেই।

(حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا) "দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে খুব বেশী ফর্সা হয়ে গেল।" অর্থাৎ- ফাজ্রের পর ভোরের আলো পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পেল। ত্ববারী বলেন, মুযদালিফাতে রাত যাপনের পরিপূর্ণ সুন্নাত হলো ভোরের আলো পূর্ণভাবে প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত তথায় অবস্থান করা। ইমাম আবূ হানীফার মতে কেউ যদি মুযদালিফাতে ফাজ্রের পর অবস্থান না করে তার জন্য দম ওয়াজিব। তবে উয্র থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।

ইবনু আবিদীন বলেন : মাশ্‘আরে হারামে অবস্থান করা ওয়াজিব তা সুন্নাত নয়। আর মুযদালিফাতে ফাজ্‌র পর্যন্ত রাত যাপন করা সুন্নাত তা ওয়াজিব নয়।

(فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ) "সূর্যোদয় হওয়ার পূর্বেই তিনি মাশ্‘আরে হারাম ত্যাগ করেন।" এতে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নাবী ﷺ সূর্যোদয়ের পূর্বে মিনার দিকে রওয়ানা হয়েছেন। জমহূর ‘উলামাহ্‌গণের নিকট এটাই সুন্নাত। ইমাম মালিক-এর মতে পূর্বাকাশে লালিমা প্রকাশের আগেই মিনার দিকে রওয়ানা হবে।

(حَتّٰى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِيْ عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا) "অতঃপর তিনি বৃক্ষের নিকট জাম্‌রাতে এসে পাথর নিক্ষেপ করলেন।" এ হাদীসে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তৎকালীন সময়ে জাম্‌রায়ে ‘আক্বাবার নিকট বৃক্ষ ছিল। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী বলেন : জাম্‌রাতে পাথর নিক্ষেপের উদ্দেশ্য আল্লাহর যিক্‌র প্রতিষ্ঠা করা।

আল্লাহর যিক্‌র দু’ ধরনের :

(১) এক প্রকার যিক্‌র দ্বারা আল্লাহর দীনের প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা করা। এর জন্য লোকজনের সমাবেসস্থলকে বাছাই করা হয় (সেখানে আধিক্য উদ্দেশ্য নয়)। জাম্‌রাতে পাথর নিক্ষেপ তারই অন্তর্ভুক্ত।

(২) এ প্রকার যিক্‌র দ্বারা মহান আল্লাহর মর্যাদাকে অন্তরে প্রতিষ্ঠা করা আর এজন্য তাতে অধিক্য প্রয়োজন।

(يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا) "প্রতিটি পাথর নিক্ষেপকালে তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলতেন। ইমাম নাবাবী বলেন : এতে প্রমাণ পাওয়া যায়, প্রতিটি পাথর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলা সুন্নাত এবং প্রতিটি পাথর পৃথকভাবে নিক্ষেপ করতে হবে। যদি সাতটি পাথর একসাথে নিক্ষেপ করে তাহলে তা এক নিক্ষেপ বলে গণ্য করা হবে।

(فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّيْنَ بَدَنَةً بِيَدِهٖ) "অতঃপর তিনি স্বীয় হস্তে তেষট্টিটি উট যাবাহ করলেন।" এতে জানা যায় যে, কুরবানীর পশু স্বীয় হস্তে যাবাহ করা মুস্তাহাব।

(ثُمَّ أَعْطٰى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ) "অতঃপর বাকী পশু যাবাহ করার জন্য ‘আলী رضي الله عنه-কে দায়িত্ব দিলেন।" এতে জানা গেল যে, কুরবানীর পশু স্বয়ং যাবাহ না করে কাউকে যাবাহ করার দায়িত্ব দেয়া বৈধ। এতে এ প্রমাণও পাওয়া যায় যে, কুরবানীর পশুর সংখ্যা যদি বেশীও হয় তবুও তা ১০ই যিলহাজ্জ তারিখে যাবাহ করাই উত্তম বিলম্ব না করে। যদিও এর পরবর্তী তিনদিনও কুরবানী করা বৈধ।

(ثُمَّ رَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ) "অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ বাহনে আরোহণ করেন এবং দ্রুত বায়তুল্লাহ্‌র ত্বওয়াফ করতে যান।"

এ ত্বওয়াফকে ত্বওয়াফে ইফাযাহ্ ও ত্বওয়াফে যিয়ারহ্ বলা হয়। এটি হাজ্জের রুক্‌ন। আর এ ত্বওয়াফ ‘আরাফাতে অবস্থানের পর মিনাতে এসে অবস্থান করে মাক্কাতে গিয়ে ত্বওয়াফ করতে হয়। এ ত্বওয়াফের ওয়াক্ত শুরু হয় ইয়াওমুন্ নাহ্‌রের অর্ধরাত্রি অতিক্রান্ত হওয়ার পর। তবে উত্তম হলো ইয়াওমুন্ নাহ্‌রে অপরাহ্নে জাম্‌রায়ে ‘আক্বাবাতে পাথর নিক্ষেপের পর মিনাতে কুরবানীর পশু যাবাহ করে মাথা মুণ্ডানোর পরে ত্বওয়াফ করা। তবে ইয়াওমুন্ নাহ্‌রের যে কোন সময়ে এ ত্বওয়াফ করা সমানভাবে বৈধ। কোন উয্‌র ব্যতীত তা ইয়াওমুন্ নাহ্‌রের পরে পিছিয়ে নেয়া মাকরূহ। আর আইয়্যামে তাশরীক্বের পর পর্যন্ত বিলম্ব আরো অধিক

মাকরূহ। এ ত্বওয়াফ অবশ্যই 'আরাফাতে অবস্থানের পর করতে হবে। কেউ যদি ইয়াওমুন্ নাহ্‌রের অর্ধ রাত্রির পরে ত্বওয়াফ করার পর ঐ রাতেই ফাজ্‌রের পূর্বে 'আরাফায় গিয়ে অবস্থান করে তাহলে এ ত্বওয়াফ বিশুদ্ধ হবে না। এ ত্বওয়াফ বিলম্বে করলে দম ওয়াজিব হবে কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফি'ঈ ও আহ্‌মাদ-এর মতানুসারে তা আইয়্যামে তাশরীক্বের পর পর্যন্ত বিলম্ব করলে দম ওয়াজিব নয়। ইমাম মালিক-এর মতে খুব বেশী বিলম্ব করলে দম ওয়াজিব। ইমাম আবূ হানীফার মতে আইয়্যামে তাশরীক্বের তৃতীয় দিন পর্যন্ত বিলম্ব করলে দম ওয়াজিব হবে।

(فَصَلّٰى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ) "অতঃপর তিনি মাক্কাতে যুহরের সলাত আদায় করেন।" নাবী ﷺ ইয়াওমুন্ নাহ্‌রে যুহরের সলাত কোথায় আদায় করেছেন তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। জাবির (রাঃ)-এর অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, তিনি যুহরের সলাত মাক্কাতেই আদায় করেছেন।

অনুরূপ আবূ দাউদে বর্ণিত হয়েছে, 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন : নাবী ﷺ ইয়াওমুন নাহ্‌রে যুহরের সলাত আদায় করেন ও ত্বওয়াফ ইফাযাহ্ করেন। অতঃপর মিনাতে ফিরে এসে আইয়্যামে তাশরীক্বের রাতগুলোতে তিনি মিনাতেই অবস্থান করেন। তবে মুসলিমে ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ ত্বওয়াফে ইফাযাহ্ সমাপনান্তে মিনাতে ফিরে যুহরের সলাত আদায় করেন।

ইবনু হায্‌ম (রহঃ) 'আয়িশাহ্ (রাঃ) ও জাবির (রাঃ) বর্ণিত হাদীসকে প্রাধান্য দিয়ে বলেন : নাবী ﷺ এদিনে মাক্কাতেই যুহরের সলাত আদায় করেছেন।

ইমাম নাবাবী ইবনু 'উমারের এ হাদীস ও জাবির (রাঃ) এবং 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের মধ্যে এভাবে সমন্বয় করেছেন যে, নাবী ﷺ সূর্য ঢলার পূর্বেই ত্বওয়াফে ইফাযাহ্ সম্পাদন করার পর মাক্কাতে যুহরের সলাত আদায় করেন। অতঃপর মিনাতে এসে সহাবীগণের অনুরোধক্রমে তিনি তাদের নিয়ে পুনরায় যুহরের সলাত আদায় করেন যা ছিল নাবী ﷺ-এর জন্য নাফ্‌ল।

(فَنَاوَلُوْهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ) "তারা তাঁকে (যম্‌যমের) পানির বালতি দিলে তিনি তা থেকে পান করলেন।" এতে প্রমাণ মিলে যে, হাজ্জ সম্পাদনকারীর জন্য যম্‌যমের পানি পান করা মুস্তাহাব।

বলা হয়ে থাকে যে, যম্‌যমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা মুস্তাহাব। এর স্বপক্ষে বুখারীতে ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসটিকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করা হয় যাতে আছে– "আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে যম্‌যমের পানি পান করিয়েছি। তিনি তা দাঁড়িয়ে পান করেছেন।

'আসিম (রহঃ) বলেন : 'ইকরিমাহ্ (রাঃ) শপথ করে বলেছেন যে, নাবী ﷺ সে সময় উটের উপর ছিলেন। অতএব অত্র হাদীস দ্বারা যম্‌যমের পানি দাঁড়িয়ে পান করার দলীল গ্রহণ করা সমালোচনামুক্ত নয়। কেননা বিষয়টি এমনই যা 'ইকরিমাহ্ (রাঃ) শপথ করে বলেছেন তা হলো যে, তিনি (ﷺ) তখন বাহনের উপর ছিলেন। আর এ অবস্থাকে قائم তথা দাঁড়ানোই বলা হয়। ইবনু 'আব্বাস-এর বক্তব্য দ্বারা উদ্দেশ্য তাই। অতএব নাবী ﷺ-এর এ অবস্থা এবং দাঁড়িয়ে পান করা হাদীসের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। অথবা ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস থেকে তার প্রকাশমান অর্থ গ্রহণ করলেও এ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, দাঁড়িয়ে পান করা বৈধ। অর্থাৎ- নাবী ﷺ দাঁড়িয়ে পান করেছিলেন তা বৈধতা বুঝানোর জন্য। এটাও বলা হয়ে থাকে যে, তিনি (ﷺ) উয্‌র থাকার কারণে দাঁড়িয়ে পান করেছিলেন। অতএব বসে পান করা মুস্তাহাব, দাঁড়িয়ে পান করা মাকরূহ তবে প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পান করা বৈধ।

٢٥٥٦ -[٢] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيَحْلِلْ وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدٰى فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتّٰى يَحِلَّ مِنْهَا». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «فَلَا يَحِلُّ حَتّٰى يَحِلَّ بِنَحْرِ هَدْيِهٖ وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهٗ». قَالَتْ: فَحِضْتُ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتّٰى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَلَمْ أُهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطَ وَأُهِلَّ بِالْحَجِّ وَأَتْرُكَ الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ حَتّٰى قَضَيْتُ حَجِّيْ بَعَثَ مَعِيْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِيْ بَكْرٍ وَأَمَرَنِيْ أَنْ أَعْتَمِرَ مَكَانَ عُمْرَتِيْ مِنَ التَّنْعِيمِ قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوْا أَهَلُّوْا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوْا ثُمَّ طَافُوْا بَعْدَ أَنْ رَجَعُوْا مِنْ مِنًى وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৫৬-[২] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (ﷺ)-এর সাথে বিদায় হাজ্জে বের হলাম। আমাদের কেউ কেউ 'উমরার ইহরাম বেঁধেছিল আর কেউ কেউ হাজ্জের ইহরাম। আমরা যখন মাক্কায় পৌছলাম, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, যে ব্যক্তি 'উমরার ইহরাম বেঁধেছে এবং কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে আসেনি সে যেন 'উমরার কাজ শেষ করে (ইহরাম খুলে) হালাল হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি 'উমরার ইহরাম বেঁধেছে, সাথে করে কুরবানীর পশুও এনেছে, সে যেন হাজ্জের তালবিয়াহ্ পাঠ করে 'উমরার সাথে এবং ইহরাম না খুলে, যে পর্যন্ত হাজ্জ ও 'উমরাহ্ উভয় হতে অবসর গ্রহণ না করে। অপর এক বর্ণনায় আছে, সে যেন ইহরাম না খুলে যে পর্যন্ত পশু কুরবানী করে অবসর গ্রহণ না করে। আর যে শুধু হাজ্জের ইহরাম বেঁধেছে সে যেন হাজ্জের কাজ পূর্ণ করে। তিনি ('আয়িশাহ্ (রাঃ)) বলেন, আমি ঋতুমতী হয়ে গেলাম, ('উমরার জন্য) বায়তুল্লাহর ত্বওয়াফ করতে পারলাম না এবং সাফা-মারওয়ার সা'ঈও করতে পারলাম না। আমার অবস্থা 'আরাফার দিন উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত এরূপই থাকলো। অথচ আমি 'উমরাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর ইহরাম বাঁধিনি। তখন নাবী (ﷺ) আমাকে আদেশ করলেন, আমি যেন আমার মাথার চুল খুলে ফেলি ও চিরুনী করি। সুতরাং হাজ্জের ইহরাম বাঁধি, আর 'উমরাহ্ ত্যাগ করি। আমি তা-ই করলাম এবং আমার হাজ্জ আদায় করলাম। এরপর আমার ভাই 'আবদুর রহমান ইবনু আবূ বাক্‌র-কে আমার সাথে পাঠালেন এবং আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি যেন আমার সেই 'উমরার পরিবর্তে তান্‌'ঈম হতে 'উমরাহ্ করি। তিনি ('আয়িশাহ্ (রাঃ)) বলেন, যারা শুধু 'উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছিল, তারা বায়তুল্লাহর ত্বওয়াফ করলো এবং সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করলো। অতঃপর তারা হালাল হয়ে গেলো। তারপর যখন মিনা হতে (১০ তারিখে) ফিরে এসে তখন (হাজ্জের জন্যে) ত্বওয়াফ করল, আর যারা হাজ্জ ও 'উমরাহ্ একসাথে (ইহ্‌রাম বেঁধেছিল) করেছিল তারা শুধু (১০ তারিখে) একটি মাত্র ত্বওয়াফ করলো। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৯৩]

ব্যাখ্যা : (وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدٰى فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتّٰى يَحِلَّ مِنْهَا) অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি 'উমরার ইহরাম বেঁধেছে এবং সাথে কুরবানীর পশু নিয়ে এসেছে সে যেন 'উমরার সাথে হাজ্জের ইহরামও বেঁধে নেয়।" অতঃপর সে হাজ্জ ও 'উমরাহ্ সম্পন্ন করার পূর্বে হালাল হতে পারবে না। অর্থাৎ- সে

[৫৯৩] সহীহ : বুখারী ৩১৯, ১৫৫৬, মুসলিম ১২১১, আবূ দাউদ ১৭৭৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৮০১, ইরওয়া ১০০৩।

ইহরাম থেকে বের হতে পারবে না এবং ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কোন কাজ তার জন্য হালাল হবে না যতক্ষণ না সে 'উমরাহ্ ও হাজ্জ উভয়টির কাজ সম্পন্ন না করবে। উভয় কাজ সম্পন্ন করার পর সে ইহরাম থেকে হালাল হবে।

(فَحِضْتُ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) "অতঃপর আমি ঋতুবতী হয়ে গেলাম তাই বায়তুল্লাহতে ত্বওয়াফ করিনি এবং সাফা-মারওয়াতে সা'ঈ করিনি। 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها বায়তুল্লাহতে ত্বওয়াফ করেননি এজন্য যে, তিনি অপবিত্র হয়ে পড়েছিলেন। আর বায়তুল্লাহতে ত্বওয়াফ করার জন্য পবিত্রতা শর্ত। আর সা'ঈ এজন্য করেননি যে, সা'ঈ তো ত্বওয়াফের পর করতে হয় ত্বওয়াফ ব্যতীত সা'ঈ বিশুদ্ধ নয়। তবে ঋতুবতীর বিধান এর ব্যতিক্রম। ঋতুবতীর জন্য সা'ঈ করা বৈধ এজন্য পবিত্রতা শর্ত নয়। কেননা 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها ঋতুবতী হওয়ায় নাবী ﷺ তাঁকে বলেছিলেন : বায়তুল্লাহর ত্বওয়াফ ব্যতীত হাজ্জের সকল কাজ সম্পন্ন করো।

ইবনু কুদামাহ্ বলেন : সা'ঈ ত্বওয়াফের অনুগামী। ত্বওয়াফের পূর্বে সা'ঈ করা বৈধ নয়। অতএব ত্বওয়াফের পূর্বে কেউ সা'ঈ করলে তা যথেষ্ট হবে না। ইমাম মালিক, শাফি'ঈ এবং আহলুল বায়তগণের অভিমত এটিই। 'আত্বা বলেন : ত্বওয়াফের পূর্বে সা'ঈ করলেও যথেষ্ট হবে। কতক আহলুল হাদীসের অভিমতও তাই।

(وَأُهِلَّ بِالْحَجِّ وَأَتْرُكَ الْعُمْرَةَ) "(আমাকে নির্দেশ দিলেন) আমি যেন 'উমরাহ পরিত্যাগ করে হাজ্জের ইহরাম বাঁধি।" হানাফীদের নিকট এর অর্থ হলো, নাবী ﷺ আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, আমি যেন 'উমরাহ্-এর ইহরাম থেকে বেরিয়ে যাই এবং ইহরাম অবস্থায় যা হারাম ছিল তা পালন করি যেমন মাথার বেণী খুলে ফেলি, চুল আঁচড়াই ইত্যাদি। কেননা ঋতুর কারণে 'উমরাহ্-এর কার্যাবলী সম্পাদন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অতঃপর হাজ্জের ইহরাম বাঁধি। তাঁরা এ হাদীসটিকে তাদের দলীল হিসেবে পেশ করেন এবং বলেন, কোন মহিলা যদি তামাত্তু' হাজ্জের নিয়্যাতে ইহরাম বাঁধার পর কা'বাহ্ ঘরের ত্বওয়াফ করার আগেই ঋতুবতী হয়ে যায় এবং 'আরাফার দিন আসা পর্যন্ত তার ঋতু অব্যাহত থাকে তাহলে সে মহিলা 'উমরাহ্ পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র ইফরাদ হাজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধবে। হাজ্জের কাজ সম্পন্ন করার পর পুনরায় পরিত্যক্ত 'উমরার জন্য ক্বাযা 'উমরাহ্ করবে। আর ইতোপূর্বে 'উমরাহ্ পরিত্যাগ করার জন্য দম দিবে।

জমহূর 'উলামাহ্গণ বলেন : এ হাদীসের অর্থ হলো– নাবী ﷺ আমাকে নির্দেশ দিলেন আমি যেন 'উমরাহ্-এর যাবতীয় কাজ তথা কা'বাহ্ ঘরের ত্বওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সা'ঈ, মাথার চুল খাটো করা এসব কিছু বাদ রেখে 'উমরার ইহরামের সাথেই হাজ্জের ইহরাম বাঁধি। ফলে আমি হাজ্জে ক্বিরানকারী হয়ে যাই। এখানে 'উমরাহ্-এর কাজ পরিত্যাগ করার অর্থ 'উমরার ইহরাম বাতিল করা নয় বরং 'উমরার কাজ বাদ রেখে তার সাথে হাজ্জের কাজ সংযুক্ত করা। এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন ইমাম মালিক, আওযা'ঈ শাফি'ঈ এবং অনেক 'উলামাহ্বৃন্দ। তারা দলীল হিসেবে জাবির رضي الله عنه-এর হাদীস উল্লেখ করেন যাতে রয়েছে– "নাবী ﷺ 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-কে বললেন : তুমি গোসল করে হাজ্জের ইহরাম বাঁধো, অতঃপর তিনি তাই করলেন। অতঃপর তিনি হাজ্জের সকল কাজ সম্পাদন করার পর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এবার তুমি হাজ্জ ও 'উমরাহ্ থেকে হালাল হলে। 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها থেকে অন্য বর্ণনায় রয়েছে– নাবী ﷺ তাকে ইয়াওমুন্ নাফ্‌রে (ফিরার দিন) বললেন : তোমার এ ত্বওয়াফ তোমার হাজ্জ ও 'উমরাহ্-এর জন্য যথেষ্ট হবে" হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

(فَفَعَلْتُ) "আর আমি তাই করলাম।" রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে যে নির্দেশ দিলেন। অর্থাৎ- 'উমরার বাদ রেখে রেখে আমি হাজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধলাম।

(ثُمَّ حَلُّوْا) "এরপর তারা হালাল হয়ে গেল।" অর্থাৎ- 'উমরাহ্-এর কাজ সম্পাদন করে হাল্‌ক্ব অথবা তাক্বসীরের মাধ্যমে তারা হালাল হয়ে গেল। অতঃপর মাক্কাহ্ থেকে পুনরায় হাজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধল।

(ثُمَّ طَافُوْا بَعْدَ أَنْ رَجَعُوْا مِنْ مِنًى) "এরপর মিনা থেকে মাক্কায় ফিরে এসে তারা ত্বওয়াফ করল"। তার ওপর থেকে, অর্থাৎ- তামাত্তু' হাজ্জ সম্পাদনকারীর ওপর থেকে ত্বওয়াফে কুদূম রহিত হয়ে গেল। কেননা সে এখন মাক্কাহ্‌বাসীদের মতই। আর মাক্কাহ্‌বাসীদের জন্য ত্বওয়াফে কুদূম নেই।

(وَأَمَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوْا طَوَافًا وَاحِدًا) "যারা হাজ্জে ক্বিরান করল, তারা মাত্র একবার ত্বওয়াফ করল।" অর্থাৎ- হাজ্জে ক্বিরানকারী 'আরাফাতে অবস্থান করার পর কুরবানীর দিন মাক্কায় ফিরে এসে হাজ্জ ও 'উমরার জন্য একবার ত্বওয়াফ করল। ইমাম যুরক্বানী বলেন : কেননা ক্বিরান হাজ্জ সম্পাদনকারীর জন্য এক ত্বওয়াফ, একবার সা'ঈ করাই যথেষ্ট। কারণ 'উমরার কার্যাবলী হাজ্জের কাজের মধ্যেই প্রবেশ করেছে।

এ অভিমত ইমাম মালিক, শাফি'ঈ, আহমাদ ও জমহূর 'উলামাগণের। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফাহ্-এর মতে ক্বিরানকারীর জন্যও দু'টি ত্বওয়াফ ও দু'টি সা'ঈ আবশ্যক।

জেনে রাখা ভাল যে, কিরান সম্পাদনকারীর জন্য তিনটি ত্বওয়াফ রয়েছে- (১). ত্বওয়াফে কুদূম (আগমনী ত্বওয়াফ) ত্বওয়াফে ইফাযাহ্ বা যিয়ারহ্ (এটি হাজ্জের রুক্‌ন) ত্বওয়াফুল বিদা' (বিদায়ী ত্বওয়াফ) এটি ওয়াজিব। উয্‌র ব্যতীত তা পরিত্যাগ করলে দম দিতে হবে। তবে ঋতুবতীর জন্য তা ওয়াজিব নয়। তবে ইমাম আবূ হানীফার মতে ক্বিরান হাজ্জ সম্পাদনকারীর আরেকটি ত্বওয়াফ আবশ্যক যা 'উমরাহ্-এর ত্বওয়াফ।

٢٥٥٧ -[٣] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدٰى وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدٰى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدٰى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلٰى أَهْلِهِ» فَطَافَ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشٰى أَرْبَعًا فَرَكَعَ حِيْنَ قَضٰى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى قَضٰى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৫৭-[৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বিদায় হাজ্জে হাজ্জের সাথে 'উমরাহ্ মিলিয়ে হাজ্জে তামাত্তু' আদায় করেছেন। তিনি (ﷺ) 'যুল্হুলায়ফাহ্' হতে কুরবানীর পশু সাথে নিয়েছিলেন এবং কাজের শুরুতে 'উমরার তালবিয়াহ্ পাঠ করলেন, তারপর হাজ্জের তালবিয়াহ্ পাঠ করলেন। তাই লোকেরাও নাবী (ﷺ)-এর সাথে হাজ্জের সাথে 'উমরাহ্ মিলিয়ে হাজ্জে তামাত্তু' করলেন। তাদের কেউ কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে এসেছে, আর কেউ সাথে আনেনি। অতঃপর নাবী (ﷺ) মাক্কায় পৌছে লোকদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানীর পশু সাথে করে এনেছে সে যেন এমন কোন বিষয়কে হালাল মনে না করে যা ইহরামের কারণে তার ওপর হারাম হয়ে গিয়েছে যে পর্যন্ত সে নিজের হাজ্জ সম্পন্ন না করে। আর তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে আসেনি, সে যেন বায়তুল্লাহর তৃওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সা'ঈ করে এবং মাথার চুল ছেটে হালাল হয়ে যায়। এরপর হাজ্জের জন্যে পুনরায় ইহরাম বাঁধে ও কুরবানীর পশু নেয়। আর যে কুরবানীর পশু সাথে নিতে পারলো না, তাহলে সে যেন তিনদিন হাজ্জের সময়েই সওম পালন করে এবং বাড়ীতে ফিরে আসার পর সাতদিন সওম রাখে। অতঃপর তিনি (ﷺ) মাক্কায় পৌছে প্রথমে ('উমরার জন্য বায়তুল্লাহর) তৃওয়াফ করলেন ও হাজারে আসওয়াদে চুম্বন করলেন। তারপর তিনি (ﷺ) সজোরে তিনবার তৃওয়াফ করলেন আর চারবার স্বাভাবিক হাঁটলেন। বায়তুল্লাহর তৃওয়াফ শেষে মাকামে ইব্রাহীমের নিকট দাঁড়িয়ে দু' রাক্'আত সলাত আদায় করলেন, তারপর সালাম ফিরালেন। তারপর সেখান থেকে সাফা মারওয়ায় ফিরে গেলেন। তারপর সাফা ও মারওয়ায় গিয়ে সাতবার সা'ঈ করলেন। এরপরও তিনি (ﷺ) (ইহরামের কারণে) যা তার ওপর হারাম ছিল তা নিজের হাজ্জ সম্পন্ন না করা পর্যন্ত হালাল করলেন না। কুরবানীর তারিখে কুরবানীর পশু যাবাহ করলেন এবং (মিনা হতে) মাক্কায় গিয়ে বায়তুল্লাহর তৃওয়াফ করলেন। তারপর ইহরামের কারণে যা তার প্রতি হারাম ছিল তা হতে তিনি পূর্ণ হালাল হয়ে গেলেন। আর লোকেদের মধ্যে যারা কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে এসেছিল তারাও রসূলুল্লাহ (ﷺ) যেরূপ করেছিলেন সেরূপ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৯৪]

ব্যাখ্যা : (تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ) "রসূলুল্লাহ (ﷺ) বিদায় হাজ্জ 'উমরাহ্ ও হাজ্জে একত্রে সম্পাদন করে তামাত্তু' করেছেন।" এখানে তামাত্তু' শব্দটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ- তিনি হাজ্জে ক্বিরানের মধ্যে 'উমরাহ্-এর উপকারিতা অর্জন করেছেন। কেননা তিনি হাজ্জের কাজসমূহ একবার সম্পাদন করেই দু'টি 'ইবাদাতের তথা হাজ্জ ও 'উমরাহ্-এর সাওয়াব অর্জন করেছেন। আর নিঃসন্দেহে এ কাজ দ্বারা বড় ধরনের একটি উপকারিতা লাভ করেছেন।

(فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْىَ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ) "তিনি যুল্হুলায়ফাহ্ থেকে কুরবানীর পশু সঙ্গে নিয়েছেন।" এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মীকাত থেকে কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে যাওয়া মুস্তাহাব।

(مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدٰى فَإِنَّهٗ لَا يَحِلُّ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى يَقْضِىَ حَجَّهٗ) "যে ব্যক্তি কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে এসেছে সে হাজ্জ সম্পাদন না করা পর্যন্ত তার জন্য কোন কিছুই হালাল হবে না যা তার জন্য হারাম হয়েছে।" এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে আসাই হালাল না হওয়ার কারণ।

(وَلْيُهْدِ) "সে যেন কুরবানী করে।" অর্থাৎ- তামাত্তু' হাজ্জ সম্পাদনকারী কুরবানীর দিন জাম্রাতে 'আক্বাবাতে পাথর নিক্ষেপের পর কুরবানী করবে।

---

[৫৯৪] সহীহ : বুখারী ১৬৯২, মুসলিম ১২২৭, আবূ দাউদ ১৮০৫, নাসায়ী ২৭৩২, আহমাদ ৬২৪৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৮৮৮, ইরওয়া ১০৪৮।

(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةً) যে ব্যক্তি কুরবানী করতে সামর্থ্য না রাখে সে যেন হাজ্জের সময় তিনদিন সিয়াম পালন করে এবং বাড়ীতে ফিরে এসে আরো সাতটি সওম পালন করে। হাজ্জের দিনসমূহ বলতে হাজ্জের মাসে ইয়াওমুন্ নাহ্‌রের পূর্বে তিনটি সিয়াম পালন করবে ইহ্‌রাম অবস্থায়। তবে উত্তম হলো এর সর্বশেষ সিয়াম 'আরাফার দিনে সম্পাদন করা। আর সাতটি সওম আইয়্যামে তাশরীক্ব বাদে যে কোন সময় পালন করতে পারে। তবে উত্তম হলো নিজ পরিবারে ফিরে এসে তা পালন করা।

٢٥٥٨ ـ[٤] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «هٰذِهٖ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْيُ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهٗ فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৫৫৮-[৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : এটা 'উমরাহ্, যা দিয়ে আমরা তামাত্তু' করলাম। অতএব যার কাছে কুরবানীর পশু সাথে নেই, সে যেন ('উমরাহ্ শেষ করে) পূর্ণভাবে হালাল হয়ে যায়। তবে এটা মনে রাখবে যে, ক্বিয়ামাত পর্যন্ত 'উমরাহ্ হাজ্জের মাসে প্রবেশ করলো। (মুসলিম)[৫৯৫]

ব্যাখ্যা : (فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهٗ) "সে পূর্ণভাবে হালাল হয়ে যাবে।" অর্থাৎ- ইহ্‌রাম অবস্থায় তার জন্য যা হারাম ছিল তার কিছুই আর তার জন্য হারাম থাকবে না। সে ইহ্‌রামের পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে যাবে।

(إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) "ক্বিয়ামাত পর্যন্ত"। ইবনু মালিক বলেন : অর্থাৎ- হাজ্জের মাসে 'উমরাহ্ পালন করার বৈধতা এ বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট নয় বরং তা ক্বিয়ামাত পর্যন্ত বৈধ।

وَهٰذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الثَّانِيْ

(এ অধ্যায়ে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ নেই)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٥٥٩ ـ[٥] عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فِيْ نَاسٍ مَعِيَ قَالَ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهٗ قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَأَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ: «حِلُّوْا وَأَصِيْبُوا النِّسَاءَ». قَالَ عَطَاءٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلٰكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ فَقُلْنَا لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ أَمَرَنَا أَنْ نُفْضِيَ إِلٰى نِسَائِنَا فَنَأْتِيَ عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَا كِيْرُنَا

---

[৫৯৫] সহীহ : মুসলিম ১২৪১, ইরওয়া ৯৮২, সহীহ আল জামি' ৭০১৩, আবূ দাউদ ১৭৯০, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১৫৭৮৪, আহমাদ ২১১৫, দারিমী ১৮৯৮, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১১০৪৫।

الْمَنِيَّ. قَالَ: يَقُوْلُ جَابِرٌ بِيَدِهٖ، كَأَنِّيْ أَنْظُرَ إِلٰى قَوْلِهٖ بِيَدِهٖ يُحَرِّكُهَا. قَالَ: فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْنَا، فَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّيْ أَتْقَاكُمْ لِلّٰهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ وَلَوْلَا هَدْيِيْ لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّوْنَ وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِىْ مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْىَ فَحِلُّوْا» فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ سِعَايَتِهٖ فَقَالَ: بِمَ أَهْلَلْتَ؟ قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا» قَالَ: وَأَهْدٰى لَهٗ عَلِيٌّ هَدْيًا فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلِعَامِنَا هٰذَا أَمْ لِأَبَدٍ؟ قَالَ: «لِأَبَدٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৫৫৯-[৫] 'আত্বা ইবনু আবূ রবাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আমার সাথে কতিপয় লোকের মধ্যে জাবির (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, "আমরা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সহাবীগণ কেবলমাত্র হাজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলাম।" 'আত্বা বলেন, জাবির (রাঃ) বলেছেন : নাবী (ﷺ) যিলহাজ্জের চার তারিখ পার হবার পর সকালে মাক্কায় আসলেন এবং আমাদেরকে ইহরাম ছেড়ে হালাল হতে নির্দেশ দিলেন। 'আত্বা জাবিরের মাধ্যমে বলেন, তিনি (ﷺ) (এ কথাও) বলেছেন, "তোমরা হালাল হও এবং স্বীয় স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করো"। 'আত্বা আরো বলেন, এতে তিনি (ﷺ) তাদেরকে বাধ্য করলেন না; বরং স্ত্রীদেরকে তাদের জন্য হালাল করে দিলেন। (জাবির বলেন,) তখন আমরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলাম, আমাদের ও 'আরাফাতে উপস্থিত হবার মধ্যে যখন মাত্র পাঁচদিন বাকী, এমন সময় তিনি (ﷺ) আমাদেরকে স্ত্রীর সাথে মিলতে অনুমতি দিলেন, তবে কি আমরা 'আরাফাতে উপস্থিত হবো আর আমাদের লিঙ্গ থেকে শুক্র ঝরতে থাকবে? 'আত্বা বলেন, তখন জাবির (রাঃ) নিজের হাত নেড়ে ইশারা করলেন, আমি যেন তাঁর হাত নাড়ার ইঙ্গিত এখনো দেখছি। জাবির (রাঃ) বলেন, নাবী (ﷺ) তখন (ভাষণ দানের উদ্দেশে) আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "তোমরা জানো যে, আমি তোমাদের অপেক্ষা আল্লাহকে বেশি ভয় করি, তোমাদের অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী এবং তোমাদের অপেক্ষা অধিক পুণ্যবান। আমি যদি কুরবানীর পশু সাথে না আনতাম, আমিও তোমাদের ন্যায় ইহরাম ভেঙ্গে হালাল হয়ে যেতাম। আর আমি যদি আমার ব্যাপারে পূর্বে বুঝতে পারতাম, যা আমি পরে বুঝেছি, তাহলে আমি কক্ষনো কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে আসতাম না। সুতরাং তোমরা (ইহরাম ভেঙ্গে) হালাল হয়ে যাও।" তাই আমরা হালাল হয়ে গেলাম এবং তাঁর কথা শুনলাম ও তাঁর কথামতো কাজ করলাম। 'আত্বা (রহঃ) বলেন, জাবির (রাঃ) বলেছেন, এ সময় 'আলী তাঁর কর্মস্থল হতে আসলেন। তিনি (ﷺ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিসের ইহরাম বেঁধেছো। 'আলী বললেন, "আমি ইহরাম বেঁধেছি, যার জন্যে নাবী (ﷺ) ইহরাম বেঁধেছেন। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁকে বললেন, তবে তুমি কুরবানী কর এবং ইহরাম অবস্থায় থাক। জাবির (রাঃ) বলেন, 'আলী তার সাথে কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে এসেছিলেন। (জাবির (রাঃ) বলেন) এ সময় সুরাক্বাহ্ ইবনু মালিক ইবনু জু'শুম দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! (হাজ্জের সাথে 'উমরাহ্ করা কি) আমাদের শুধু এ বছরের জন্য, নাকি চিরকালের জন্যে? তিনি (ﷺ) বললেন, চিরকালের জন্য। (মুসলিম)[৫৯৬]

---

[৫৯৬] **সহীহ : মুসলিম ১২১৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৮৬৪।**

ব্যাখ্যা : (بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهٗ) "শুধুমাত্র হাজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধেছিলাম।" অর্থাৎ- সবাই শুধুমাত্র হাজ্জের ইহরামই বেঁধেছিলাম। এর সাথে 'উমরাহ্ ছিল না। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু)-এর এ বক্তব্য তার বুঝ অনুসারে দিয়েছেন। অর্থাৎ- তিনি যা বুঝেছেন তাই বলেছেন। কেননা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত হাদীস যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তাতে রয়েছে– "আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে বের হলাম, আমাদের মধ্যে কেউ শুধুমাত্র 'উমরার ইহরাম বেঁধে ছিল। আবার কেউ হাজ্জ ও 'উমরার ইহরাম একত্রে বেঁধে ছিল। আবার কেউ শুধুমাত্র হাজ্জের ইহরাম বেঁধেছিল। অথবা জাবির (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) 'আসহাব' শব্দ দ্বারা অধিকাংশ সহাবী বুঝিয়েছেন।

(فَأَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ) "তিনি আমাদেরকে হালাল হওয়ার নির্দেশ দিলেন।" অর্থাৎ- হাজ্জকে 'উমরাতে রূপান্তর করে 'উমরার কাজ সম্পাদন করে হালাল হতে বললেন।

(وَلٰكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ) "তবে তিনি তাদেরকে তাদের জন্য হালাল করে দিলেন।" অর্থাৎ- হাজ্জকে 'উমরাতে রূপান্তর করা যে রকম বাধ্যতামূলক করেছিলেন কিন্তু স্ত্রীদের সাথে মিলিত হওয়া তেমন বাধ্যতামূলক করেননি। বরং 'উমরাহ্ সম্পাদনের পর তাদের স্ত্রীগণের সাথে মিলিত হওয়া তাদের জন্য হালাল ছিল।

(تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيَّ) "আমাদের পুরুষাঙ্গ থেকে মনি নির্গত হতে থাকবে।" এর দ্বারা উদ্দেশ্য স্ত্রী সহবাসের অব্যাহতি পরেই আমরা হাজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধব। আর এ বিষয়টি জাহিলী যুগে দোষণীয় ছিল এবং তা হাজ্জের ত্রুটি হিসেবে গণ্য করা হত।

(وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ) "যদি আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকত তবে আমিও হালাল হয়ে যেতাম যেভাবে তোমরা হালাল হলে।" অর্থাৎ- আমি তোমাদেরকে যে কাজের নির্দেশ দিয়েছি আমিও তাই করতাম যদি আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকত। হাদীসটি প্রমাণ করে কুরবানীর পশু সাথে থাকাটাই হালাল হওয়ার জন্য বাধা। অতএব কুরবানীর পশু সাথে থাকলে সে হালাল হতে পারবে না তার ইহরাম যে ধরনেরই হোক না কেন।

٢٥٦٠ - [٦] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ خَمْسٍ فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ. قَالَ: «أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّيْ أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِيْ حَتّٰى أَشْتَرِيَهٗ ثُمَّ أُحِلُّ كَمَا حَلُّوْا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৫৬০-[৬] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যিলহাজ্জ মাসের চার বা পাঁচ তারিখে আমার কাছে রাগান্বিত অবস্থায় আসলেন। এ সময় আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লার রসূল! কে আপনাকে রাগান্বিত করলো? আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করুন। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি কি জান না, আমি (কিছু) লোকদেরকে একটা বিষয়ে আদেশ করেছি? আর তারা এ ব্যাপারে দ্বিধাবোধ করছে। যদি আমি আমার ব্যাপারে প্রথমে বুঝতে পারতাম যা পরে বুঝেছি, তাহলে কক্ষনো আমি কুরবানীর পশু সাথে করে নিয়ে আসতাম না; বরং পরে তা কিনে নিতাম। অতঃপর আমিও তাদের ন্যায় হালাল হয়ে যেতাম। (মুসলিম)[৫৯৭]

---

[৫৯৭] সহীহ : মুসলিম ১২১১, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৬০৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৮৬৫।

ব্যাখ্যা : (لأَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ) "যিলহাজ্জ মাসের চারদিন অথবা পাঁচদিন অতিবাহিত হওয়ার পর।" এ সন্দেহ হয়তো 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা নিজেরই। এজন্য যে তারিখ সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না। অথবা 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনাকারী সন্দেহে পতিত হয়েছেন তিনি কি বলেছিলেন? চার তারিখ না পাঁচ তারিখ?

(فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانُ) "তিনি রাগান্বিত অবস্থায় আমার নিকট আসলেন।" এ রাগের কারণ ছিল হাজ্জের ইহরামকে 'উমরাতে রূপান্তর করতে সহাবীগণের বিলম্বের কারণে এবং তার নির্দেশ পালনে সংশয়ের মধ্যে নিপতিত হওয়ার জন্যে।

(فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ) "আর তারা সংশয়ে নিপতিত হয়।" অর্থাৎ- আদেশ পালন করে আনুগত্য করতে তারা সংশয় করে অথবা তারা মনে করলো এমন করলে তা তাদের হাজ্জের জন্য ক্ষতিকর হবে।

(٣) بَابُ دُخُوْلِ مَكَّةَ وَالطَّوَافِ

অধ্যায়-৩ : মাক্কায় প্রবেশ করা ও ত্বওয়াফ প্রসঙ্গে

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٥٦١ - [١] عَنْ نَافِعٍ قَالَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِىْ طُوًى حَتّٰى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ وَيُصَلِّيَ فَيَدْخُلَ مَكَّةَ نَهَارًا وَإِذَا نَفَرَ مِنْهَا مَرَّ بِذِىْ طُوًى وَبَاتَ بِهَا حَتّٰى يُصْبِحَ وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৬১-[১] নাফি' (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু যখনই মাক্কায় আসতেন 'যী তুওয়া' নামক স্থানে সকাল না হওয়া পর্যন্ত রাত যাপন করতেন। এরপর তিনি গোসল করতেন এবং (নাফ্ল) সলাত আদায় করতেন। তারপর দিনের বেলায় মাক্কায় প্রবেশ করতেন যখন তিনি মাক্কাহ্ হতে প্রত্যাবর্তন করতেন আর তখন 'যী তুওয়া'র পথেই ফিরতেন এবং সেখানে রাত কাটাতেন যতক্ষণ না সকাল হতো এবং তিনি আরো বলেন, নাবী ﷺ এরূপই করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৯৮]

ব্যাখ্যা : (إِلَّا بَاتَ بِذِىْ طُوًى) "তিনি 'যী তুওয়া'-এ রাত যাপন করতেন।" অর্থাৎ- ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু যখনই মাক্কাতে আগমন করতেন তখন 'যী তুওয়া' নামক স্থানে অবতরণ করে সেখানে রাত যাপন করতেন।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : তা মাক্কার নিকটবর্তী অতি পরিচিত একটি স্থানের নাম। হাফিয ইবনু হাজার বলেন : বর্তমানে ঐ স্থানটি "বি'রি যা-হির" (বাহির কূপ) নামে পরিচিত।

[৫৯৮] সহীহ : বুখারী ১৭৬৯, মুসলিম ১২৫৯, আবূ দাউদ ১৮৬৫, আহমাদ ৪৬৫৬, দারিমী ১৯৬৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯১৯৯, ইরওয়া ১৫০।

(حَتَّىٰ يُصْبِحَ) "সকাল পর্যন্ত"। অর্থাৎ- তিনি 'যী তুওয়া' নামক স্থানে অবতরণ করে বিশ্রাম নেয়া এবং গোসল করে পরিষ্কার হওয়ার নিমিত্তে রাত যাপন করতেন। অতঃপর ভোর হলে গোসল করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতেন।

ইমাম নাবাবী বলেন : অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, মাক্কায় প্রবেশ করার জন্য গোসল করা বিধিসম্মত। আর 'যী তুওয়া' দিয়ে আগমনকারীর জন্য ঐ স্থানে গোসল করা মুস্তাহাব।

٢٥٦٢ - [٢] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا جَاءَ إِلٰى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৬২-[২] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) যখন মাক্কায় আসতেন, উঁচু দিক হতে প্রবেশ করতেন এবং নিচু দিক দিয়ে বের হতেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৫৯৯]

ব্যখ্যা : জমহূর 'উলামায়ে কিরামের নিকট মাক্কায় উঁচু পথ- সানিয়াতুল 'উল্‌ইয়াহ্ দিয়ে প্রবেশ করা এবং নিচু পথ সানিয়াতুস্ সুফলা দিয়ে বের হওয়া মুস্তাহাব।

মাক্কায় আগমনকারী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই কি সানিয়্যাতু কুযা দিয়ে প্রবেশ করা সুন্নাত? যদিও তার প্রবেশের পথ ভিন্ন হয়। এ ব্যাপারে 'উলামায়ে কিরামের মতানৈক্য রয়েছে।

আবূ বাক্‌র সায়দালানী ও শাফি'ঈ মাযহাবের কিছু 'উলামায়ে কিরামের অভিমত এবং সে অভিমতের উপর ইমাম রাফি'ঈও নির্ভর করেছেন। তারা বলেন, যে ব্যক্তির মাক্কায় প্রবেশ পথ সানিয়্যাতু কাদা এর দিক দিয়ে হবে তার জন্য সানিয়াতুল 'উল্‌ইয়াহ্ দিয়ে প্রবেশ করা মুস্তাহাব। কিন্তু যার রাস্তা এই দিক দিয়ে নয়, তার নিজের পথ পরিবর্তন করে সানিয়্যাতু কুযা দিয়ে প্রবেশ করা তার জন্য মুস্তাহাব নয়।

ইমাম নাবাবী (রহ.) বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই সানিয়াতুল 'উল্‌ইয়াহ্ দিয়ে মাক্কায় প্রবেশ করা সুন্নাত। চাই তার পথ এ দিক দিয়ে হোক অথবা না হোক। তিনি আরো বলেন, আমাদের মুহাক্কিক আসহাবদের মতে গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে, প্রত্যেক মুহরিমের জন্যই সানিয়াতুল 'উল্‌ইয়াহ্ দিয়ে মাক্কায় প্রবেশ করা মুস্তাহাব।

আবূ মুহাম্মাদ এর কারণ বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (ﷺ)-এর পথ সানিয়াতুল 'উল্‌ইয়াহ্ দিকে ছিল না। তার পরেও রসূল (ﷺ) ঘুরে এসে মাক্কায় সানিয়াতুল 'উল্‌ইয়াহ্ দিয়ে প্রবেশ করেছেন।

ইবনু জাসির (রহ.) বলেন, আমি আমাদের হাম্বালী মাযহাবের আসহাবদের আলোচনায় এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন মতামত পাইনি। কিন্তু তাদের বাহ্যিক কথা থেকে বুঝা যায় যে, মাক্কায় প্রবেশকারী ব্যক্তির জন্য সাধারণভাবে সানিয়্যাতুল 'উল্‌ইয়াহ্ দিয়েই প্রবেশ করা সুন্নাত। হ্যাঁ- যদি তার পথ সানিয়্যাতুল 'উল্‌ইয়াহ্ থেকে ভিন্ন হয় তখন সে পথ থেকে ফিরে এসে সানিয়্যাতুল 'উল্‌ইয়াহ্ দিয়ে প্রবেশ করাটা তার জন্য মুস্তাহাব নয়।

---

[৫৯৯] **সহীহ :** বুখারী ১৫৭৭, মুসলিম ১২৫৮, আবূ দাউদ ১৮৬৯, তিরমিযী ৮৫৩, আহমাদ ২৪১২১, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ৯৫৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯২০৩।

٢٥٦٣ -[٣] وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَتْنِيْ عَائِشَةُ أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهٖ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهٗ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ حَجَّ أَبُوْ بَكْرٍ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ مِثْلُ ذٰلِكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৬৩-[৩] 'উরওয়াহ্ ইবনুয্ যুবায়র হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী হাজ্জ করলেন, (আমার খালা) 'আয়িশাহ্ আমাকে বলেছেন যে, তিনি () মাক্কায় প্রবেশ করে প্রথমে উযূ করলেন। অতঃপর বায়তুল্লাহ ত্বওয়াফ করলেন। তবে তা 'উমরায় পরিণত করলেন না (অর্থাৎ- ইহরাম খুললেন না)। তারপর আবূ বাক্র হাজ্জ করেছেন, তিনিও প্রথমে যে কাজ করেছেন তা হলো বায়তুল্লাহর ত্বওয়াফ। তিনি এ ত্বওয়াফকে 'উমরায় পরিণত করেননি। অতঃপর 'উমার, তারপর 'উসমান এই একইভাবে হাজ্জ সম্পাদন করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৬০০]

ব্যাখ্যা : কোন ব্যক্তি যদি হাদী না চালিয়ে হাজ্জের ইহরাম বাঁধে সে কি বায়তুল্লাহ ত্বওয়াফ করলেই হালাল হতে পারবে? এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে।

ইবনু 'আব্বাস বলেন, হাদী চালিয়ে হাজ্জের ইহরাম ধারণকারী ব্যক্তি শুধু বায়তুল্লাহ ত্বওয়াফ করেই হালাল হয়ে যাবে। আর যদি সে হাজ্জের ইহরাম বাকী রাখতে চায় তাহলে তার উকুফে 'আরাফার পর এসে বায়তুল্লাহ ত্বওয়াফ করতে হবে। এর বিপরীতে জমহূর 'উলামায়ে কিরাম বলেন, না– বায়তুল্লাহ ত্বওয়াফ করলেই তার হালাল হতে হবে না। বরং হাজ্জের যাবতীয় কাজ শেষ করে তারপর হাদী না চালানো ব্যক্তি হালাল হবে। ইবনু 'আব্বাস -এর দলীল হলো, রসূল সহাবায়ে কিরামদের মাঝে যারা হাদী আনেননি তাদেরকে ত্বওয়াফ করে হালাল হয়ে যাওয়ার আদেশ করেছিলেন।

জমহূর 'উলামায়ে কিরাম তার জবাবে বলেন, এই হুকুম সহাবায়ে কিরামদের জন্য খাস ছিল। সকল 'উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, যে শুধু হাজ্জের ইহরাম বেঁধেছে সে বায়তুল্লাহ ত্বওয়াফ করতে পারে, কোন সমস্যা নেই। এ ব্যাপারে 'উরওয়াহ্ (রহ.) উল্লেখিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। তিনি বলেন, রসূল হাজ্জের ইহরাম বেঁধেছেন এবং বায়তুল্লাহ ত্বওয়াফ করেছেন। কিন্তু তিনি হাজ্জ থেকে হালাল হননি। আর সেটা 'উমরাও ছিল না।

ত্বওয়াফের পূর্বে উযূ করা :

সকল 'উলামায়ে কিরামের নিকট ত্বওয়াফের জন্য উযূ শর্ত। কতক কুফাবাসী 'উলামায়ে কিরামের নিকট ত্বওয়াফের জন্য উযূ শর্ত নয়। ইমাম আবূ হানীফাহ্-এর নিকট ত্বওয়াফের জন্য উযূ শর্ত নয়। তবে তাঁর সাথীবর্গ এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। কিন্তু বিশুদ্ধ মত তাঁর মতেও ত্বওয়াফের জন্য উযূ শর্ত। যেমন ইবনু হুমাম শারহে হিদায়ার মধ্যে বলেছেন, হায়িযা মহিলার জন্য ত্বওয়াফ হারাম হওয়ার দু'টি কারণ। (ক) তার মাসজিদে প্রবেশের কারণে। (খ) ওয়াজিব ছাড়ার কারণে আর সেটা হচ্ছে পবিত্রতা।

* বর্ণিত হাদীস ত্বওয়াফে কুদূম শারী'আতসিদ্ধ হওয়ার উপর দালালাত করে।

* হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় মাসজিদুল হারামে আগমনকারী ব্যক্তির জন্য ত্বওয়াফের মাধ্যমে কাজ শুরু করা মুস্তাহাব।

---

[৬০০] সহীহ : বুখারী ১৬৪২, মুসলিম ১২৩৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৩০০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৮০৮।

হাদীস থেকে শিক্ষণীয় বিষয় :

১. 'উরওয়াহ্ (রহঃ)-এর এই বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, সহাবায়ে কিরাম ও তাদের পরবর্তী তাবি'ঈনগণ রসূল ﷺ-এর হাদীসের সাথে সাথে খুলাফায়ে রাশিদীনদের 'আমালকেও শারী'আতের জন্য দলীল মনে করতেন। সুতরাং শুধু হাদীসের উপর সীমাবদ্ধ না থেকে হাদীসের ব্যাখ্যার জন্য সহাবায়ে কিরামের 'আমালকেও আমাদের সামনে রাখতে হবে।

২. এ হাদীস দ্বারা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত-এর মাযহাব অনুসারে খুলায়ায়ে রাশিদীনের মধ্যে মর্যাদার যে স্থান সাব্যস্ত করা হয় তা হলো সর্বশ্রেষ্ঠ আবূ বাক্‌র রাঃ, তারপর 'উমার রাঃ, তারপর 'উসমান রাঃ এবং তারপর 'আলী রাঃ এ বিষয়টিও প্রমাণিত হয়।

٢٥٦٤ -[٤] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ مَا يَقْدَمُ سَعٰى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشٰى أَرْبَعَةً ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوْفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৬৪-[৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ হাজ্জ বা 'উমরাহ্ করতে এসে প্রথমে যখন ত্বওয়াফ করতেন তিন পাক জোরে পদক্ষেপ করতেন, আর চার পাক স্বাভাবিকভাবে চলতেন। তারপর (মাকামে ইবরাহীমের কাছে) দু' রাক্'আত (ত্বওয়াফের) সলাত আদায় করতেন এবং সাফা মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৬০১]

ব্যাখ্যা : ১. বর্ণিত হাদীসটি ত্বওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রম্‌ল সুন্নাত হওয়ার দলীল। অধিকাংশ 'উলামায়ে কিরামের অভিমত এটিই।

২. শাফি'ঈ মাযহাবে কিছু 'উলামায়ে কিরাম বলেন, হাজ্জ এবং 'উমরার শুধু একটি ত্বওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রম্‌ল করা মুস্তাহাব, হাজ্জ 'উমরাহ্ ব্যতীত সাধারণ ত্বওয়াফে রম্‌ল নেই।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই যে, হাজ্জ এবং 'উমরার শুধু একটি ত্বওয়াফে রম্‌ল করা শারী'আত সম্মত। এ মাসআলায় ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর দু'টি অভিমত রয়েছে। প্রসিদ্ধ অভিমতটি হচ্ছে, যে ত্বওয়াফের পরে সা'ঈ রয়েছে সে ত্বওয়াফে রম্‌ল করবে। আর পরে সা'ঈ রয়েছে এমন ত্বওয়াফ হচ্ছে ত্বওয়াফে কুদূম ও ত্বওয়াফে ইফাদাহ্। বিদায়ী ত্বওয়াফের পরে সা'ঈ নেই, সুতরাং সে ত্বওয়াফে রম্‌লও হবেনা।

দ্বিতীয় অভিমত হচ্ছে, রম্‌ল শুধুমাত্র ত্বওয়াফে কুদূমেই শারী'আতসম্মত অন্য ত্বওয়াকে নয়। চাই ত্বওয়াফকারী ত্বওয়াফের পরে সা'ঈর ইচ্ছা করুক বা না করুক। আর 'উমরার ত্বওয়াফে রম্‌ল শারী'আতসিদ্ধ। কেননা 'উমরার মাঝে ত্বওয়াফ একটিই হয়ে থাকে।

৩. বর্ণিত হাদীস থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, রম্‌ল শুধু প্রথম তিন ত্বওয়াফে করবে বাকীগুলোতে করবে না। কেউ যদি প্রথম তিন ত্বওয়াফে রম্‌ল ছেড়ে দেয় তাহলে বাকী ত্বওয়াফগুলোতে ক্বাযা করাও লাগবে না এবং তাঁর উপর দমও (কুরবানী) আবশ্যক হবে না।

৪. ত্বওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রম্‌ল করার বিধান শুধু পুরুষদের জন্য। মহিলাগণ রম্‌ল করবে না।

---

[৬০১] সহীহ : বুখারী ১৬১৬, মুসলিম ১২৬১।

৫. বর্ণিত হাদীস দ্বারা ত্বওয়াফের পরে মাকামে ইব্‌রাহীমের নিকট দু' রাক্‘আত সলাতের বিধানটি প্রমাণিত হয়। হানাফীদের নিকট এই দু' রাক্‘আত সলাত আদায় করা ওয়াজিব তাদের দলীল হচ্ছে, (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى)।

শাফি‘ঈদের নিকট ত্বওয়াফের পর মাকামে ইব্‌রাহীমের নিকট দু' রাক্‘আত সলাত আদায় করা সুন্নাত।

৬. বর্ণিত হাদীস দ্বারা হাজ্জের কার্যক্রমের মাঝে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আবশ্যক হওয়ার বিষয়টিও প্রমাণিত হয়। ত্বওয়াফের পরে সা‘ঈ করতে হবে। কেউ যদি ত্বওয়াফের পূর্বে সা‘ঈ করে নেয় তাহলে তার সা‘ঈ শুদ্ধ হবে না।

ত্বওয়াফের প্রথম তিন চক্কর রসূল ﷺ রম্‌ল করেছিলেন মুশরিকদের সামনে মুসলিমদের বীরত্ব প্রকাশের জন্য। কেননা ‘উমরাতুল ক্বাযার সময় মুশরিকরা মুসলিমদের দেখে বলেছিল, ইয়াস্‌রিবের জ্বর মুসলিমদের কাবু করে ফেলেছে। তাদের এ কথার প্রতিবাদস্বরূপ রসূল ﷺ মুসলিমদের ত্বওয়াফের প্রথম তিনি চক্করে রম্‌লের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু বিজয়ের পর রম্‌লের এই কারণ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও রম্‌লের হুকুম রয়ে গিয়েছিল। রসূল ﷺ বিদায় হাজ্জের সময়ও রম্‌ল করেছিলেন। রম্‌লের হুকুমের কারণ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও পূর্বের মতো ঠিক থাকার কারণ বর্ণনায় ‘উলামায়ে কিরাম বলেছেন, রম্‌লের হুকুম পূর্বের অবস্থায় রাখা হযেছে যাতে করে মুসলিমগণ তাদের পূর্বের অবস্থা স্মরণ রাখতে পারে। তাদের উপর আল্লাহ রব্বুল ‘আলামীনের অনুগ্রহসমূহ স্মরণ রাখতে পারে যে, তারা এক সময় এমন দুর্বল ছিল মুশরিকরা তাদেরকে হাসি-ঠাট্টা করত। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন স্বল্পসংখ্যা বৃহৎ সংখ্যায় পরিণত করেছেন। এ সকল নি‘আমাত স্মরণ করানোর জন্যই রম্‌লের হুকুম এখনো বাকি রয়েছে।

٢٥٦٥ ـ[٥] وَعَنْهُ قَالَ: رَمَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الْحَجَرِ ثَلَاثًا وَمَشٰى أَرْبَعًا وَكَانَ يَسْعٰى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৫৬৫-[৫] উক্ত রাবী (‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ হাজারে আসওয়াদ থেকে শুরু করে আবার হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত তিন পাক রম্‌ল (দ্রুতবেগে) ত্বওয়াফ করেছেন এবং চার পাক স্বাভাবিকভাবে করেছেন। এভাবে তিনি (ﷺ) যখন সাফা মারওয়ার মাঝেও সা‘ঈ করতেন তখন বাত্বনিল মাসীলে মাঝখানে (নিচু জায়গায়) দ্রুতবেগে চলতেন। (মুসলিম)[৬০২]

ব্যাখ্যা : বর্ণিত হাদীসটি ত্বওয়াফের প্রথম তিন চক্করে হাজারে আসওয়াদ থেকে শুরু করে আবার ফিরে হাজারে আসওয়াদ আসা পর্যন্ত পরিপূর্ণ চক্করে রম্‌ল সুন্নাত হওয়ার দলীল। ‘আল্লামাহ্ ইবনু হায্‌ম ও কিছু সংখ্যক ‘উলামায়ে কিরাম বলেন, পূর্ণ চক্করে সুন্নাত নয় বরং শুধুমাত্র হাজারে আসওয়াদ থেকে রুকনে ইয়ামানী পর্যন্ত রম্‌ল করা ওয়াজিব।

বর্ণিত হাদীসটি সাফা এবং মারওয়ার মাঝে বাত্বনিল মাসীল তথা নিচু জায়গা, বর্তমানে সবুজ বাতি চিহ্নিত জায়গা দ্রুতবেগে চলা সুন্নাত হওয়ার উপর দলীল।

হাজীদের ওপর সাফা-মারওয়ার মাঝে সা‘ঈ করা আবশ্যক করার মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা ইসমা‘ঈল আলায়হিস সালাম-এর মাতা বিবি হাজিরা আলায়হিস সালাম-এর স্মৃতিকে ধরে রেখেছেন। ইব্‌রাহীম আলায়হিস সালাম যখন আল্লাহর নির্দেশে

[৬০২] সহীহ : মুসলিম ১২৬১, ১২৬২, আহমাদ ৫৭৩৭, দারিমী ১৮৮৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯২৮০।

শিশু পুত্র ইসমা'ঈল ও স্ত্রী হাজিরাকে মাক্কার বিরাণ মরুভূমিতে রেখে গেলেন। তার কিছু দিন পর খাদ্য পানীয় সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়ায় শিশু পুত্র ইসমা'ঈল পানির পিপাসায় কাতরাচ্ছিলেন। তখন মা হাজিরা পানির খোঁজে সাফা থেকে মারওয়া আবার মারওয়া থেকে সাফা পেরেশান হয়ে দৌড়াচ্ছিলেন। এভাবে এক দুই বার নয় সাত বার তিনি এ পাহাড় থেকে ও পাহাড় গিয়েছেন। সপ্তমবার পুত্র ইসমা'ঈল আলায়হিস সালাম-এর নিকট এসে দেখলেন, আল্লাহ তা'আলা ইসমা'ঈল আলায়হিস সালাম-এর পায়ের নিকট পানির ফোয়ারা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে এক অবলা নারীর এ মহান কুরবানী অনেক পছন্দনীয়। তাই আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনা থেকে উম্মাতকে শিক্ষা দেয়ার জন্য হাজীদের সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করাকে আবশ্যক করলেন। সাথে সাথে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মানুষের নিকট বিবি হাজিরা আলায়হিস সালাম-এর কুরবানীর এক দৃষ্টান্ত হিসেবে বাকী থাকল।

٢٥٦٦ _[٦] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَشٰى عَلٰى يَمِيْنِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشٰى أَرْبَعًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৫৬৬-[৬] জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মাক্কায় এলেন, হাজারে আসওয়াদের নিকট গেলেন এবং একে স্পর্শ করলেন। তারপর এর ডানদিকে ঘুরে তিন চক্কর রম্‌ল (কা'বাকে বামে রেখে) করলেন আর চার চক্কর স্বাভাবিকভাবে হেঁটে ত্বওয়াফ করলেন। (মুসলিম)[৬০৩]

ব্যাখ্যা : বর্ণিত হাদীসটি হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন করার পর ত্বওয়াফ শুরু করা মুস্তাহাব হওয়ার উপর দলীল। (الْحَجَرَ) 'আল বাহ্‌র' নামক কিতাবে শাফি'ঈ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, ত্বওয়াফ হাজারে আসওয়াদ থেকে শুরু করা ফারয।

আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ত্বওয়াফকারী হাজারে আসওয়াদ বাম পাশে রেখে ত্বওয়াফকারীর ডান দিকে বায়তুল্লাহর দরজার দিকে অগ্রসর হবে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় হাজারে আসওয়াদ থেকেই ত্বওয়াফ শুরু করতে হবে। সকল 'উলামায়ে কিরাম ত্বওয়াফের জন্য বর্ণিত অবস্থাকে শর্ত সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং বর্ণিত অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন ভাবে ত্বওয়াফ করলে তা শুদ্ধ হবে না।

হাজারে আসওয়াদ ছোট একটি পাথর। কোন এক দুর্ঘটনায় তা পাঁচ টুকরো হয়ে যায়। এ টুকরাগুলো পরে মূল্যবান ধাতুর সাহায্যে জোড়া দিয়ে একত্র করা হয়েছে। একটি রৌপ্যের পাত্রে বায়তুল্লাহর পূর্ব দক্ষিণ কোণে তা স্থাপন করা হয়েছে। এ টুকরাগুলোর কোন একটিতে চুমু দেয়া বা স্পর্শ করা সুন্নাত। টুকরাগুলো ব্যতীত উক্ত ধাতুতে বা রৌপ্য পাত্রে চুমু দিবে না এবং স্পর্শ করবে না।

٢٥٦٧ _[٧] وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৫৬৭-[৭] যুবায়র ইবনু 'আরাবী (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমারকে হাজারে আসওয়াদে 'চুমু দেয়া' প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলো। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বললেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে তা স্পর্শ করতে ও চুমু দিতে দেখেছি। (বুখারী)[৬০৪]

---

[৬০৩] সহীহ : মুসলিম ১২১৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৩২২, ইরওয়া ১১০৭।

ব্যাখ্যা : লোকটি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ)-কে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করা ও চুম্বন করা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে। তার মনে প্রশ্ন ছিল পাথরকে স্পর্শ করা ও চুম্বন করা কীভাবে সুন্নাত হতে পারে? উত্তরে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যার দ্বারা হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করা ও চুম্বন করার বিষয়টি সুন্নাত বলে প্রমাণিত হয়।

٢٥٦٨ ـ[٨] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمْ أَرَ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৬৮-[৮] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে বায়তুল্লাহর ইয়ামানী দিকের দুই কোণ ছাড়া অন্য কোন কোণকে স্পর্শ করতে দেখিনি। (বুখারী ও মুসলিম)[৬০৫]

ব্যাখ্যা : রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত নাবী ﷺ অন্য কোন অংশ স্পর্শ করতেন না। রুকনে ইয়ামানীকে এ নামে নামকরণ করার কারণ হলো– এটি ইয়ামানের দিকে অবস্থিত, যেভাবে শামের দিকে অবস্থিত কোণ্‌কে রুকনে শামী বলে, আবার ইরাক্বের দিকে অবস্থিত কোণ্‌কে ইরাক্বী বলা হয়ে থাকে।

রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করার কারণ হলো– এর মধ্যে হাজারে আসওয়াদ অবস্থিত রয়েছে। কতক উলামায়ে কিরামের বক্তব্য হলো, কেবলমাত্র রুকনে ইয়ামানী ছাড়া অন্য কোন রুকনে স্পর্শ করা সুন্নাত নয়। আর রুকন স্পর্শ দ্বারা হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করাকে বুঝানো হয়েছে।

٢٥٦٩ ـ[٩] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৬৯-[৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বিদায় হাজ্জে উটের উপর থেকে ত্বওয়াফ করেছেন, মাথা বাঁকা লাঠি দিয়ে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৬০৬]

ব্যাখ্যা : হাদীসে বলা হচ্ছে যে,নাবী ﷺ বিদায় হাজ্জে উটের পিঠে বসে ত্বওয়াফ করেছেন। মূলত এ ত্বওয়াফ ছিল কুরবানীর দিনের ত্বওয়াফে ইফাযাহ্ অথবা বিদায়ী ত্বওয়াফ। রসূলুল্লাহ ﷺ যে হেঁটে হেঁটে ত্বওয়াফ করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় জাবির (রাঃ) বর্ণিত হাদীস দ্বারা। শায়খ দেহলবী (রহঃ) বলেন, রসূল ﷺ কর্তৃক উটের পিঠে বসে ত্বওয়াফ করার অন্যতম কারণ ছিল যে, তখন প্রচণ্ড ভীড় ছিল। আরো একটি কারণ ছিল তা হলো– যাতে লোকেরা তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন বিধি-বিধান সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারে সেদিকে খেয়াল রেখে রসূল ﷺ উটের পিঠে ত্বওয়াফ করেছেন। এছাড়াও আরো একটি কারণ হলো যে, রসূল ﷺ-সহ অন্যরাও উটের পিঠে ত্বওয়াফ করতে পারবে তা বৈধ করণার্থে রসূল ﷺ উটের পিঠে বসে ত্বওয়াফ করেছেন।

---

[৬০৪] সহীহ : বুখারী ১৬১১, নাসায়ী ২৯৪৬, তিরমিযী ৮৬১, আহমাদ ৬৩৯৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯২২২।

[৬০৫] সহীহ : বুখারী ১৬০৯, মুসলিম ১১৮৭, আবূ দাউদ ১৮৭৪, নাসায়ী ২৯৪৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯২০৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৮২৭।

[৬০৬] সহীহ : বুখারী ১৬০৭, মুসলিম ১২৭৩, আবূ দাউদ ১৮৭৭, নাসায়ী ৭১৩, ইবনু মাজাহ ২৯৪৮, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৭৮০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৩৭২।

Contents

٢٥٧٠ - [١٠] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلٰى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِيْ يَدِهٖ وَكَبَّرَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৫৭০-[১০] উক্ত রাবী (ইবনু 'আব্বাস) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ উটের উপর সওয়ার অবস্থায় বায়তুল্লাহ ত্বওয়াফ করেছেন। হাজারে আসওয়াদের কাছে পৌঁছেই নিজের হাতের কোন জিনিস (লাঠি) দিয়ে ইশারা করতেন এবং (আল্ল-হু আকবার) তাকবীর দিয়েছেন। (বুখারী)[৬০৭]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটি আরোহী অবস্থায় ত্বওয়াফ জায়িয হওয়ার দলীল। ইমাম মালিক (রহঃ) প্রয়োজনের সময় যখন কোন ব্যক্তি বাহন ব্যতীত ত্বওয়াফ করতে না পারে তার জন্য আরোহী অবস্থায় ত্বওয়াফ করা বৈধ বলেছেন। ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) স্বাভাবিক অবস্থায় সওয়ার হয়ে ত্বওয়াফ করা মাকরূহ বলেছেন। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বিনা ওজরে ত্বওয়াফ ও সা'ঈ আরোহী অবস্থায় করা মাকরূহ বলেছেন।

বর্ণিত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, হাজারে আসওয়াদকে স্পর্শ করতে না পারলে ইশারা করবে। কিন্তু রুকনে ইয়ামানীর হুকুম এর বিপরীত। কেননা রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করতে না পারলে তার দিকে ইশারা করার ব্যাপারে কোন দলীল নেই। আর এটাই 'উলামায়ে কিরামদের সঠিক অভিমত।

রসূল আরোহী অবস্থায় ত্বওয়াফ করার বিভিন্ন কারণ ছিল :

১. রসূল -এর স্বাস্থ্য তখন খুব খারাপ ছিল। এক বর্ণনায় এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন, রসূল যখন মাক্কায় পৌঁছলেন তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। তাই তিনি () আপন বাহনে থেকেই ত্বওয়াফ করেছেন। (আবূ দাউদ)

২. অথবা কারণ এই ছিল যে, তখন ভিড় ছিল অত্যধিক অথচ সব লোকই রসূল -এর হাজ্জের কার্যাবলী দেখা ও শেখার জন্য আগ্রহী ছিল। এজন্য রসূল উটের উপর সওয়ার হয়ে ত্বওয়াফ করেছেন। যাতে সকল লোক অথবা বেশী সংখ্যক লোক স্বচক্ষে দেখে শিখতে পারে। এ ব্যাখ্যার সমর্থনে জাবির -এর বর্ণিত হাদীস রয়েছে। তিনি বলেন, রসূল লোকদেরকে হাজ্জের কার্যাবলী দেখানোর জন্য এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করার জন্য সওয়ার হয়ে ত্বওয়াফ করেছেন।

٢٥٧١ - [١١] وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهٗ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৫৭১-[১১] আবুত্ব তুফায়ল হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ -কে বায়তুল্লাহ ত্বওয়াফ করার সময় তাঁর হাতের বাঁকা লাঠি দিয়ে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করতে এবং বাঁকা লাঠিকে চুমু দিতে দেখেছি। (মুসলিম)[৬০৮]

ব্যাখ্যা : যদি কেউ হাজারে আসওয়াদে চুমু দিতে না পারে অপর কোন বস্তু দিয়ে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করে সে বস্তুতে চুম্বন করলে তার সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

---

[৬০৭] **সহীহ :** বুখারী ১৬৩২, দারিমী ১৮৮৭, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৭২২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৩৭৩।

[৬০৮] **সহীহ :** মুসলিম ১২৭৫, আবূ দাউদ ১৮৭৯, ইবনু মাজাহ ২৯৪৯, ইরওয়া ১১১৪।

হাজারে আসওয়াদের দিকে ইশারা করে হাতে চুম্বন করা যাবে না, বরং তাতে চুম্বন করতে হবে অথবা তাতে হাত অথবা কোন বস্তু স্পর্শ করিয়ে সে বস্তুতে চুম্বন করতে হবে। যদি সহজ ও শান্তভাবে অপরকে কষ্ট দেয়া ব্যতীত হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করে চুম্বন করা না যায়, তাহলে পাথরটিকে সামনে রেখে সেদিকে ফিরে দাঁড়াবে ও হাত পাথরের দিক করে বিস্‌মিল্লাহ, তাকবীর বলবে।

٢٥٧٢ - [١٢] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ طَمِثْتُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَبْكِيْ فَقَالَ: «لَعَلَّكِ نَفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «فَإِنَّ ذٰلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلٰى بَنَاتِ اٰدَمَ فَافْعَلِيْ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ حَتّٰى تَطْهُرِيْ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৭২-[১২] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী (ﷺ)-এর সাথে (হাজ্জের উদ্দেশে) রওনা হলাম। তখন আমরা হাজ্জ ছাড়া অন্য কিছুর ('উমরার) তালবিয়াহ্ পড়তাম না। আমরা 'সারিফ' নামক স্থানে পৌঁছলে আমার ঋতুস্রাব শুরু হয়ে গেলো। এমন সময় নাবী (ﷺ) আমার কাছে আসলেন। আমি হাজ্জ করতে পারবো না বিধায় কাঁদছিলাম। (কাঁদতে দেখে) তিনি (ﷺ) বললেন, মনে হয় তোমার ঋতুস্রাব শুরু হয়েছে। আমি বললাম, হ্যাঁ! তিনি (ﷺ) বললেন, এটা এমন বিষয় যা আল্লাহ তা'আলা আদাম-কন্যাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। তাই হাজীগণ যা করে তুমিও তা করতে থাকো, তবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তুমি বায়তুল্লাহর ত্বওয়াফ থেকে বিরত থাকো। (বুখারী ও মুসলিম)[৬০৯]

ব্যাখ্যা : সারিফ মাক্কাহ্ হতে দশ মাইল দূরে একটি প্রসিদ্ধ জায়গার নাম। ষষ্ঠ হিজরীর অনাদায়ী 'উমরাহ্ ক্বাযা করার উদ্দেশে সপ্তম হিজরীতে মাক্কাহ্ যাওয়ার পথে এ সারিফ নামক স্থানেই মায়মূনাহ্'র সাথে ইহরাম অবস্থায় রসূল (ﷺ)-এর বিবাহ হয় এবং ফিরার পথে এ স্থানেই হালাল অবস্থায় তার বাসর রাত্রি যাপন হয় এবং পরের দিন ওয়ালীমা অনুষ্ঠান হয়। হিজরী ৬১ মতান্তরে ৫১ সনে এ স্থানেই মায়মূনাহ্ (রাঃ) ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তিনি সমাধিত হন। বর্তমানে স্থানটি যিয়ারতগাহ হিসেবে প্রসিদ্ধ।

বর্ণিত হাদীসটি থেকে বুঝা যায় যে, হায়িয ও নিফাসগ্রস্ত মহিলা এবং জুনুবী ব্যক্তি হাজ্জের ত্বওয়াফ ব্যতীত যাবতীয় সব কাজ করতে পারবে। হ্যাঁ– ত্বওয়াফের অনুগামী হিসেবে ত্বওয়াফের দু' রাক্'আত সলাত ও সা'ঈও করতে পারবে না।

٢٥٧٣ - [١٣] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنِيْ أَبُوْ بَكْرٍ فِي الْحَجَّةِ الَّتِيْ أَمَّرَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِيْ رَهْطٍ أَمَرَهٗ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ: «أَلَا لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوْفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৭৩-[১৩] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হাজ্জের (এক বছর) আগে যে হাজ্জে নাবী (ﷺ) আবূ বাক্‌র (রাঃ)-কে হাজ্জের আমির বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন, সে হাজ্জে আবূ বাক্‌র (রাঃ) কুরবানীর দিনে আরো কিছু লোকসহ আমাকে লোকদের মাঝে ঘোষণা দিতে আদেশ করে পাঠালেন– সাবধান! এ বছরের পর আর কোন মুশরিক বায়তুল্লাহর হাজ্জ করতে পারবে না এবং কেউ কক্ষনো উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহর ত্বওয়াফ করতে পারবে না। (বুখারী ও মুসলিম)[৬১০]

---

[৬০৯] সহীহ : বুখারী ৩০৫, মুসলিম ১২১১, আহমাদ ২৬৩৪৪।

[৬১০] সহীহ : বুখারী ১৬২২, মুসলিম ১৩৪৭, আবূ দাউদ ১৯৪৬, নাসায়ী ২৯৫৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৩০৮, ইরওয়া ১১০১, সহীহ আল জামি' ৭৬৩২।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি আল্লাহর বাণী- ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا﴾। অর্থাৎ- "এ বছরের পর কোন কাফির মাসজিদে হারামের নিকটবর্তী হতে পারবে না"- (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ২৮)।

এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, কোন কাফির মাসজিদে হারামে প্রবেশ করতে পারবে না। যদিও তারা হাজ্জের নিয়্যাত করে। এখানে হারাম দ্বারা শুধু বায়তুল্লাহকে বুঝানো হয়নি বরং সমস্ত হারাম এলাকা উদ্দেশ্য। ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : যদি কোন কাফির গুরুত্বপূর্ণ কোন চিঠি বা কোন বিষয় নিয়ে আসে যা তার সাথে আছে তবুও সে হারাম এলাকায় প্রবেশ করতে পারবে না। বরং যার কাছে সে এসেছে সে হারাম এলাকা থেকে বের হয়ে তার কাছে তথা কাফিরের কাছে যাবে এবং প্রয়োজন মিটাবে। এমনভাবে কোন জিম্মিও হারামে অবস্থান করতে পারবে না। কেননা রসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন- তোমরা ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে 'আরব উপত্যকা থেকে বের করে দাও।

এ হাদীসের অপর একটি অংশে বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি এখন থেকে আর কক্ষনো উলঙ্গ হয়ে কা'বাহ্ ত্বওয়াফ করতে পারবে না। শুধু এ দিনটিতেই নয় বরং কোন দিনই কেউ উলঙ্গ হতে পারবে না। এ কথার সমর্থনে কুরআন মাজীদে এসেছে- "হে আদাম সন্তানেরা! তোমরা সলাতের সময় তোমাদের সাজ-সজ্জা গ্রহণ করো"- (সূরাহ্ আল আ'রাফ ৭ : ৩১)।

ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما বলেন : এ আয়াতটি জাহিলী যুগের উলঙ্গ হয়ে ত্বওয়াফ করার নিয়মকে প্রতিহত করতে নাযিল করা হয়েছে। কেননা জাহিলী যুগে তারা উলঙ্গ হয়ে কা'বাহ্ প্রদক্ষিণ করত।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٥٧٤ـ[١٤] عَنِ الْمُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ قَالَ: سُئِلَ جَابِرٌ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْبَيْتَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ نَكُنْ نَفْعَلُهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

২৫৭৪-[১৪] মুহাজির আল মাক্কী (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার জাবির رضي الله عنه-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহকে দেখে (দু'আ পাঠের সময়) নিজের দুই হাত উঠাবে। জবাবে জাবির رضي الله عنه বললেন, আমরা নাবী ﷺ-এর সাথে হাজ্জ করেছি, কিন্তু কক্ষনো আমরা এরূপ করিনি। (তিরমিযী ও আবূ দাঊদ)[৬১১]

ব্যাখ্যা : কা'বাহ্ দর্শনে হাত উত্তোলন করার হুকুম : বায়তুল্লাহ দেখার সাথে সাথে হাত উত্তোলন করে দু'আ করা জায়িয আছে কিনা- এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে, যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ইমাম আবূ হানীফাহ্, শাফি'ঈ, আহমাদ, সুফ্ইয়ান সাওরী (রহঃ) প্রমুখ ইমামদের নিকট বায়তুল্লাহ নজরে পরার সময় উভয় হাত উত্তোলন করে দু'আ পড়া সুন্নাত। তাদের দলীল হলো ইবনু জুরায়জ-এর একটি হাদীস এবং ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত এই হাদীসে রয়েছে যে, রসূল ﷺ সাত স্থানে হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন- সলাত আরম্ভকালে, বায়তুল্লাহর নিকট, বায়তুল্লাহ দর্শনে, সাফা-মারওয়ায়, 'আরাফাতে, মুয্দালিফায় এবং দু' জাম্‌রায়।

[৬১১] য'ঈফ : আবূ দাউদ ১৮৭০, নাসায়ী ২৮৯৫। কারণ এর সানাদে মুহাজির ইবনু মাক্কী একজন মাজহূল রাবী।

আর ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে বায়তুল্লাহ দর্শনকালে দু'আ পাঠের সময় হাত উত্তোলন করা বৈধ নয়। তিনি উপরোক্ত মুহাজিরে মাক্কী বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। বর্ণিত হাদীসটি ইমাম তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, বায়হাক্বী বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

٢٥٧٥ ـ [١٥] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: أَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَدَخَلَ مَكَّةَ فَأَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَعَلَاهُ حَتّٰى يَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللّٰهَ مَا شَاءَ وَيَدْعُوْ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

২৫৭৫-[১৫] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) মাদীনাহ্ হতে (হাজ্জ ও 'উমরাহ্ পালনের জন্য) মাক্কায় প্রবেশ করে হাজারে আসওয়াদের দিকে অগ্রসর হলেন, একে চুমু খেলেন। তারপর বায়তুল্লাহর ত্বওয়াফ করলেন, এরপর সাফা পাহাড়ের দিকে এলেন এবং এর উপর উঠলেন যাতে বায়তুল্লাহ দেখতে পান। তারপর দু' হাত উঠালেন এবং উদারমনে আল্লাহর যিক্‌র ও দু'আ করতে লাগলেন। (আবূ দাউদ)[৬১২]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রত্যেক মাক্কায় প্রবেশকারী ব্যক্তিই ত্বওয়াফ করবে। চাই সে মুহরিম হোক অথবা না হোক।

বর্ণিত হাদীসটি এর উপরও দলীল যে, বায়তুল্লাহ দেখার পর নির্ধারিত কোন দু'আ পাঠ করার বিধান নেই। বরং যে কোন দু'আই করতে পারে। তবে দু'আয়ে মাসূরাহ্ বা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত দু'আ পড়া উত্তম।

٢٥٧٦ ـ [١٦] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُوْنَ فِيْهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيْهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِخَيْرٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ جَمَاعَةً وَقَفُوْهُ عَلَى ابْنِ عباسٍ.

২৫৭৬-[১৬] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন : বায়তুল্লাহর চারদিকে ত্বওয়াফ করা সলাতেরই মতো, তবে এতে তোমরা কথা বলতে পারো। তাই ত্বওয়াফের সময় ভালো কথা ব্যতীত আর কিছু বলবে না। (তিরমিযী, নাসায়ী ও দারিমী)[৬১৩]

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একদল মুহাদ্দিসের নাম উল্লেখ করেছেন যারা এ হাদীসকে ইবনু 'আব্বাস-এর উক্তি (মাওকূফ) বলে উল্লেখ করেছেন।

ব্যাখ্যা : ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একদল মুহাদ্দিসের নাম উল্লেখ করেছেন, যারা এ হাদীসটিকে ইবনু 'আব্বাস-এর উক্তি (মাওকূফ) হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

'বায়তুল্লাহর চারদিকে ত্বওয়াফ করা সলাতের মতো' এর অর্থ এই নয় যে, সলাতে যেমন ক্বিরাআত, রুকূ', সাজদাহ্ ইত্যাদি আছে তেমনিভাবে ত্বওয়াফের মধ্যেও এগুলো আছে। তবে শরীর পাক, কাপড় পাক ও সতর ঢাকা যেমনিভাবে সলাতের জন্য অপরিহার্য, তেমনিভাবে ত্বওয়াফের জন্যও অপরিহার্য। এদিক দিয়ে

[৬১২] সহীহ : আবূ দাউদ ১৮৭২।

[৬১৩] সহীহ : তিরমিযী ৯৬০, সহীহ আত্ তারগীব ১১৪১, ইরওয়া ১২১, সহীহ আল জামি' ৩৯৫৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৩০৩।

ত্বওয়াফ সলাতের সাদৃশ্য। এ হাদীসের ভিত্তিতে ইমামগণ বলেছেন পবিত্রতা ত্বওয়াফের জন্য শর্ত। কিন্তু হানাফীদের নিকট শর্ত নয় বরং উত্তম।

আলোচ্য হাদীসে ত্বওয়াফের মধ্যে উত্তম কথা বলা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে দলীল। উত্তম কথা হলো যিক্‌র, তিলাওয়াত, দীনী 'ইল্‌ম শিক্ষা করা বা শিক্ষা দেয়া ইত্যাদি। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে তার এ সকল কাজে যেন অপরের কষ্ট না হয়। যদি কারো ত্বওয়াফ চলাকালীন সময় হাদাস (অপবিত্র) হয়ে যায়, তাহলে নতুন করে উযূ করে পুনরায় ত্বওয়াফ শুরু করতে হবে।

٢٥٧٧ - [١٧] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِيْ اٰدَمَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

২৫৭৭-[১৭] উক্ত রাবী (ইবনু 'আব্বাস রাঃ) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হাজারে আসাওয়াদ যখন জান্নাত হতে নাযিল হয়, তখন তা দুধের চেয়েও বেশি সাদা ছিল। অতঃপর আদাম সন্তানের গুনাহ একে কালো করে দেয়। [আহমাদ ও তিরমিযী; ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।][৬১৪]

ব্যাখ্যা : অনেক 'উলামায়ে কিরাম বলেছেন হাদীসটি তার প্রকাশ্য অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষেই তা জান্নাতী পাথর জান্নাত হতে তা অবতীর্ণ করা হয়েছে।

রসূল ﷺ বলেন : যখন হাজারে আসওয়াদ পৃথিবীতে আসে তখন সেটা দুধের চেয়ে সাদা ছিল। অতঃপর আদাম সন্তানদের পাপের দ্বারা সেটা কালো হয়ে গেল। অর্থাৎ- বানী আদামের যে সকল লোক হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করে তাদের গুনাহের দ্বারা এ পাথর সাদা থেকে কালো হয়েছে। এ কথাগুলো সুনানে আত্ তিরমিযী'র বর্ণনায় এসেছে। মুসনাদে আহমাদের বর্ণনা হলো- হাজারে আসওয়াদ জান্নাত থেকে এসেছে। আর সেটা ছিল বরফের চেয়েও সাদা। অতঃপর মুশরিকদের পাপের দরুন সেটা কালো রং ধারণ করেছে। ত্বাবারানী'র এক বর্ণনায় এসেছে- হাজারে আসওয়াদ জান্নাতের পাথরসমূহের মধ্যে একটি পাথর। এটা ছাড়া দুনিয়াতে জান্নাতের আর কিছুই নেই। আর এটা পানির মতো সাদা ছিল।

ক্বাযী বায়যাবী (রহঃ) বলেন- এ হাদীস দ্বারা হাজারে আসওয়াদের ফাযীলাতের কথা বুঝানো হয়েছে।

٢٥٧٨ - [١٨] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْحَجَرِ: «وَاللهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهٗ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهٖ يَشْهَدُ عَلٰى مَنِ اسْتَلَمَهٗ بِحَقٍّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ

২৫৭৮-[১৮] উক্ত রাবী (ইবনু 'আব্বাস রাঃ) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ হাজারে আসওয়াদ সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহর কসম! ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ এটিকে উঠাবেন, তখন এর দু'টি চোখ থাকবে যা দিয়ে সে দেখতে পাবে। তার একটি জিহ্বা থাকবে ও এই জিহ্বা দিয়ে সে কথা বলবে এবং যে তাকে ঈমানের সাথে চুমু দিয়েছে তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে । (তিরমিযী, ইনু মাজাহ ও দারিমী)[৬১৫]

---

[৬১৪] **সহীহ লিগয়রিহী :** তিরমিযী ৮৭৭, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৭৩৩, সহীহাহ্ ২৬১৮, সহীহ আল জামি' ৬৭৫৬, সহীহ আত্ তারগীব ১১৪৬।

[৬১৫] **সহীহ :** তিরমিযী ৯৬১, ইবনু মাজাহ ১৯৪৪, সহীহ আল জামি' ৭০৯৮, সহীহ আত্ তারগীব ১১৪৪, দারিমী ১৮৮১, সহীহ আল জামি' ২৭৩৫, সুনানুল কুবরা ৯২৩২।

ব্যাখ্যা : (وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ) তুরবিশতী (রহঃ) বলেন : মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান, যা মানুষের জন্য নির্দিষ্ট। এমনিভাবে পাথরকেও তিনি জীবন দিতে সক্ষম যাতে সে কথা বলতে পারে। আর তাকে বাকশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দিবেন যাতে সে পার্থক্য করতে পারে– কে প্রকৃত স্পর্শকারী আর কে নয়? আর এই দু'টি যন্ত্র হল- চক্ষু ও জিহবা।

(يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ) স্পর্শকারী শুধু স্পর্শ করবে তার নিজের জন্য এমনটি যেন না হয়, বরং আল্লাহর নির্দেশ ও সুন্নাতের অনুসরণ যেন 'আমাল করা উদ্দেশ্য হয়। ইমাম 'ইরাক্বী বলেন : এখানে عَلَى শব্দটি لام এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে স্পর্শ করার সাক্ষ্য হিসেবে, যাতে সংরক্ষণ করা বুঝায়।

(بِحَقٍّ) প্রকৃতপক্ষেই তা হবে ঈমান ও সাওয়াবের আশায়। এ হাদীসকে বাহ্যিক অর্থের উপরই বুঝানো হয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বস্তুর ক্ষেত্রে বাকশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে সক্ষম যেমনটি তিনি মানুষের ক্ষেত্রে করবেন। আর যাদের অন্তরে বক্রতা আছে তারা এর অপব্যাখ্যা করে। তারা বলে, مستلم (স্পর্শকারী) ব্যক্তির প্রতিদান দেয়ার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে।

٢٥٧٩ ـ [١٩] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ طَمَسَ اللهُ نُوْرَهُمَا وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُوْرَهُمَا لَأَضَاءَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২৫৭৯-[১৯] ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, হাজারে আসওয়াদ ও মাকামে ইব্‌রাহীম জান্নাতের ইয়াকূতসমূহের মধ্যে দু'টি ইয়াকূত। আল্লাহ এদের নূর (আলো) দূর করে দিয়েছেন। যদিও এ দু'টির নূর (আলো) আল্লাহ তা'আলা দূর করে না দিতেন। তবে এরা পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের মধ্যে যা আছে তাকে আলোকময় করে দিতো। (তিরমিযী)[৬১৬]

ব্যাখ্যা : মাকামে ইব্‌রাহীমকে সলাতের স্থান বানানোর জন্য কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ এসেছে, ﴿وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى﴾ সুতরাং ত্বওয়াফের পর মাকামে ইব্‌রাহীমের নিকট দু' রাক্'আত সলাত আদায় করবে। যদি ভীড়ের কারণে তৎক্ষণিকভাবে তার নিকট পড়তে না পারে তাহলে যেখানে সম্ভব সেখানে আদায় করবে।

٢٥٨٠ ـ [٢٠] وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنَيْنِ زِحَامًا مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يُزَاحِمُ عَلَيْهِ قَالَ: إِنْ أَفْعَلْ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا» وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: «مَنْ طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ أُسْبُوْعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ». وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: «لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرٰى إِلَّا حَطَّ اللهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২৫৮০-[২০] 'উবায়দ ইবনু উমায়র (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দু' রুকনের (হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর) কাছে যেভাবে ভীড় করতেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সহাবীদের আর কাউকে এমনভাবে (প্রতিযোগিতামূলকভাবে) ভীড় করতে দেখিনি। ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)

[৬১৬] সহীহ : তিরমিযী ৮৭৮, আহমাদ ৭০০০, সহীহ আল জামি' ১৬৩৩, সহীহ আত্ তারগীব ১১৪৭।

বলেন, আমি যদি এরূপ করি (তাতে দোষের কোন বিষয় নয়), কেননা আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই এদের স্পর্শ করা গুনাহের কাফফারাহ্। আমি তাঁকে (ﷺ-কে) আরো বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্‌র চারদিকে সাতবার ত্বওয়াফ করবে ও তা যথাযথভাবে সম্পন্ন করবে, তবে তা তার জন্য গোলাম মুক্ত করে দেবার সমতুল্য হবে। এটা ছাড়াও তাঁকে (ইবনু 'উমার رضي الله عنه-কে) বলতে শুনেছি, কোন লোক এতে এক পা ফেলে অপর পা উঠানোর আগেই বরং আল্লাহ তা'আলা তার একটি গুনাহ মাফ করে দেন ও তার জন্যে একটি সাওয়াব নির্ধারণ করেন। (তিরমিযী)[৬১৭]

ব্যাখ্যা : অন্যান্য সহাবায়ে কিরাম অধিক ভীড়ের সময় হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করা ছেড়ে দিতেন। কেননা তাতে নিজের এবং অপর লোকদের কষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার رضي الله عنه সহাবায়ে কিরামের মাঝে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি রসূল ﷺ-এর ছোট থেকে ছোট সকল কাজকেও পরিপূর্ণরূপে মুহাব্বাতের সাথে আদায় করতেন। বর্তমান যুগে ভীড় বেশি হওয়ার কারণে অন্যান্য সহাবায়ে কিরামের আমলের অনুসরণ করাই আমাদের জন্য উত্তম।

শায়খ 'আবদুল হাক্ব মুহাম্মাদ দেহলবী (রহঃ) লুম্'আত নামক কিতাবে বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার رضي الله عنه-এর কথা إِنْ أَفْعَلُ যদি আমি করি এর ব্যাখ্যা হলো যদি আমি হাজারে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করার জন্য ভীড় করি তোমরা আমাকে নিষেধ করো না। কেননা আমি এ দু'টি স্পর্শ করার ব্যাপারে যে ফাযীলাত শুনেছি তার উপর আমি নিজেকে স্থির রাখতে পারি না।

বায়তুল্লাহকে সাতবার ত্বওয়াফ করাকে গোলাম আজাদের সমতুল্য ধরা হয়েছে। এর ব্যাখ্যায় অধিকাংশ 'উলামায়ে কিরাম সাতবার প্রদক্ষিণ করার অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আর কিছু 'উলামায়ে কিরাম সাতদিন ত্বওয়াফ করার অর্থ নিয়েছেন। কিন্তু প্রথমটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। কেননা অন্যান্য হাদীস দ্বারা এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে বর্ণিত সাওয়াব সে পাবে যদি ত্বওয়াফের ওয়াজিব, সুন্নাত এবং শর্তসমূহ সবকিছু ঠিকভাবে আদায় করে।

٢٥٨١ -[٢١] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ: ﴿رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

২৫৮১-[২১] 'আবদুল্লাহ ইবনুস্ সায়িব رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে দু' রুকনের (হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী) মধ্যবর্তী স্থানে এ দু'আ পড়তে শুনেছি– "*রব্বানা- আ-তিনা ফিদ্‌দুন্‌ইয়া- হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আ-খিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াক্বিনা- 'আযা-বান্‌না-র*" (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা কর।)। (আবূ দাঊদ)[৬১৮]

ব্যাখ্যা : বর্ণিত হাদীসটি ত্বওয়াফের মাঝে এবং হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানের মাঝে দু'আ করা সুন্নাত হওয়ার উপর দলীল। হাদীসটি ইমাম আবূ দাঊদ, ইবনু হিব্বান, হাকিম এবং বায়হাক্বীও বর্ণনা করেছেন।

---

[৬১৭] সহীহ : তিরমিযী ৯৫৯, সহীহ আত্ তারগীব ১১৩৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৬৯৭।

[৬১৮] হাসান : আবূ দাঊদ ১৮৯২, আহমাদ ১৫৩৯৯।

٢٥٨٢ـ[٢٢] وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَخْبَرَتْنِيْ بِنْتُ أَبِيْ تُجْرَاةَ قَالَتْ: دَخَلْتُ مَعَ نِسْوَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ دَارَ اٰلِ أَبِيْ حُسَيْنٍ نَنْظُرُ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَسْعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَرَأَيْتُهٗ يَسْعٰى وَإِنَّ مِئْزَرَهٗ لَيَدُوْرُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ وَسَمِعْتُهٗ يَقُوْلُ: «اِسْعَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ». رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مَعَ اخْتِلَافٍ

২৫৮২-[২২] সফিয়্যাহ্ বিনতু শায়বাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ তুজরাহ্-এর মেয়ে আমাকে বলেছেন, আমি কুরায়শ গোত্রের কিছু মহিলার সাথে আবূ হুসায়ন পরিবারের একটি ঘরে প্রবেশ করলাম যাতে আমরা সাফা মারওয়ার সা'ঈর সময় রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দেখতে পাই। তখন আমি তাঁকে সা'ঈ করতে দেখলাম, জোরে জোরে পা ফেলার কারণে তাঁর চাঁদর এদিকে-সেদিকে দুলছিল। আর তখন আমি তাঁকে এ কথাও বলতে শুনেছি, "তোমরা সা'ঈ করো"। কেননা সা'ঈ করা আল্লাহ তোমাদের জন্য লিপিবদ্ধ (নির্ধারণ) করেছেন। (বাগাবীর শারহুস্ সুন্নাহ এবং আহমাদ কিছু ভিন্নতার সাথে)[৬১৯]

ব্যাখ্যা : বর্ণিত হাদীসটি দ্বারা বুঝা যায়, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাফা-মারওয়ার মাঝে পায়ে হেঁটে সা'ঈ করেছিলেন। অনেক 'আলিমগণ বলেছেন, এটা 'উমরার সা'ঈ ছিল। কেননা অন্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় বিদায় হাজ্জে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরোহী অবস্থায় সা'ঈ করেছেন।

সা'ঈর বিধান সম্পর্কে ইমামগণের মতবিরোধ :

হাজ্জ আদায়ের ক্ষেত্রে সা'ঈ করা কী? ইমাম শাফি'ঈ, মালিক ও আহমাদ (রহঃ) প্রমুখের মতে সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা রুকন তথা ফারয। তাদের নিকট সা'ঈ ব্যতীত হাজ্জ হবে না। তাদের কথার দলীল হলো আলোচ্য হাদীসের এই অংশ قال عليه السلام اِسْعَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ অর্থাৎ- রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তোমরা সা'ঈ করো। কেননা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর সা'ঈকে নির্ধারণ করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও সুফ্ইয়ান সাওরী (রহঃ) প্রমুখ 'উলামায়ে কিরাম বলেন, সা'ঈ ওয়াজিব। তাদের দলীল আল্লাহ তা'আলার মহান বাণী لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا উল্লেখিত আয়াতে لَا جُنَاحَ বৈধতার প্রতি ইঙ্গিত করেছে। তাছাড়া আরো দলীল রয়েছে,

٢٥٨٣ـ[٢٣] وَعَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلٰى بَعِيْرٍ لَا ضَرْبٌ وَلَا طَرْدٌ وَلَا إِلَيْكَ. رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ

২৫৮৩-[২৩] কুদামাহ্ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্মার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে উটের পিঠে চড়ে সাফা মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করতে দেখেছি। কিন্তু কাউকেও মারতে বা হাঁকাতে দেখিনি এবং এমনকি আশেপাশে 'সরো' 'সরো' বলতেও শুনিনি। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৬২০]

---

[৬১৯] য'ঈফ : আহমাদ ২৭৩৬৭, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ৫৭৩, শারহুস্ সুন্নাহ ১৯২১। তবে শব্দের কিছু ভিন্নতাসহ হাদীসটি ত্বাবারানী ও বায়হাক্বীতে হাসান সানাদে বর্ণিত হয়েছে।

[৬২০] সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৩৮৫, শারহুস্ সুন্নাহ ১৯২২, তিরমিযী ৯০৩।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের রাবী কুদামাহ্ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্মার, যিনি প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি মাক্কায় বসবাস করতেন।

এ প্রখ্যাত সহাবী রসূল ﷺ-এর সাথে বিদায় হাজ্জের সময় সাক্ষাত করেন। কুদামাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা খুবই সীমিত।

এ হাদীসের আলোকে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, সময় ক্ষেত্রে বাহনে করে ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা যাবে। অথবা সাধারণভাবে সাফা-মারওয়ার মাঝে বাহনে চড়ে সা'ঈ করার বৈধতা প্রদান করা হয়েছে আলোচ্য হাদীসের মাধ্যমে।

٢٥٨٤ - [٢٤] وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ أَخْضَرَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ

২৫৮৪-[২৪] ইয়া'লা ইবনু উমাইয়্যাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ একটি সবুজ চাদর ইয্‌ত্বিবা হিসেবে গায়ে দিয়ে বায়তুল্লাহর ত্বওয়াফ করেছেন। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ ও দারিমী)[৬২১]

ব্যাখ্যা : (اَلْاِضْطِبَاعُ) ইযত্বিবা' বলা হয় ডান কাঁধকে বিবস্ত্র রেখে সমস্ত চাদরকে বাম কাঁধের উপর রাখা। কেননা চাদরের মধ্যভাগকে বগলের দিকে রাখা হয় এবং ডান বাহু উন্মুক্ত থাকে।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, (اَلْاِضْطِبَاعُ) হলো ইযার বা লুঙ্গিকে ডান বগলের নিচে প্রবেশ করানো এবং তার অপর প্রান্তকে বাম কাঁধে রাখা আর ডান কাঁধ খোলা থাকবে।

ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন, (اَلْاِضْطِبَاعُ) ইয্‌ত্বিবা' হলো ইযার (লুঙ্গি) অথবা চাদর নিয়ে এটার মধ্যভাগকে ডান বগলের নিচে রাখা। আর অবশিষ্ট দুই পার্শ্বকে বাম কাঁধের উপর বক্ষ ও পিঠের দিক হতে রাখা।

কেউ কেউ বলেন, এটা (اَلْاِضْطِبَاعُ) করা হয় সাহসিকতা প্রকাশের জন্য। যেমন ত্বওয়াফের সময় দুই হাত ঝুকিয়ে হাঁটা। আর সর্বপ্রথম (اَلْاِضْطِبَاعُ) করা হয় 'উমরাতুল ক্বাযাতে। যেন এটা দুই হাত ঝুকিয়ে হাঁটার সময় সহায়ক হয়। আর মুশরিকরা যেন তাদের শক্তি লক্ষ্য করে। অতঃপর তা সুন্নাতে পরিণত হয়। সাত চক্করেই (اَلْاِضْطِبَاعُ) করতে হয়। ত্বওয়াফ শেষ হলে তখন কাপড় ঠিক করে নেয়। নাবী ﷺ ত্বওয়াফের দুই রাক্‌'আতের সময় (اَلْاِضْطِبَاعُ) করেননি। অতএব ত্বওয়াফ শেষ হলে দু' রাক্‌'আত সলাতে অথবা ত্বওয়াফ চলাকালীন সলাতে দাঁড়ালে অবশ্যই দু' কাঁধ ঢেকে নিবে।

٢٥٨٥ - [٢٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ ثُمَّ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ الْيُسْرٰى. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

২৫৮৫-[২৫] ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সহাবীগণ জি'রানাহ্ হতে 'উমরাহ্ করেছেন। তিনি (ﷺ) বায়তুল্লাহর ত্বওয়াফে তিনবার জোরে জোরে চলেছেন এবং তাঁদের চাদরসমূহ ডান বগলের নিচ দিয়ে বাম কাঁধের উপর রেখেছেন। (আবূ দাউদ)[৬২২]

---

[৬২১] হাসান : আবূ দাউদ ১৮৮৩, তিরমিযী ৮৫৯, ইবনু মাজাহ ২৯৫৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯২৫৩।

ব্যাখ্যা : সহাবীগণ চাদরকে তাদের ডান কাঁধের নীচ দিয়ে বাম কাঁধের উপর ফেলে দিতেন। এ হাদীস হতে প্রমাণিত হয় যে, ত্বওয়াফে রম্‌ল ও ইয্‌ত্বিবা' করতে হয়।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٥٨٦ ـ [٢٦] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا تَرَكْنَا اسْتِلَامَ هٰذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ: الْيَمَانِيْ وَالْحَجَرِ فِيْ شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৮৬-[২৬] ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এ দু'টি কোণ তথা রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদ কষ্টে ও আরামে কোন অবস্থাতেই স্পর্শ করতে ছাড়িনি যখন থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ দু' কোণ (রুকন) স্পর্শ করতে দেখেছি। (বুখারী ও মুসলিম)[৬২৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, বাহ্যিক কথা হচ্ছে, ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু ভীড়ের সময় চুম্বন করা ছেড়ে দেয়াকে ওযর হিসেবে গ্রহণ করতেন না।

٢٥٨٧ ـ [٢٧] وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا: قَالَ نَافِعٌ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهٖ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهٗ وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهٗ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُهٗ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৮৭-[২৭] বুখারী ও মুসলিমের অপর বর্ণনায় রয়েছে, নাফি' (রহঃ) বলেছেন : আমি ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে হাজারে আসওয়াদ নিজ হাতে স্পর্শ করে হাত চুমু খেতে দেখেছি। আর তাঁকে এটা বলতে শুনেছি, যখন থেকে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এটা করতে দেখেছি, তখন থেকে এটা কক্ষনো পরিত্যাগ করিনি। (বুখারী ও মুসলিম)[৬২৪]

ব্যাখ্যা : মুসলিমের শব্দে রয়েছে, (يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهٗ) অর্থাৎ- তিনি তার হাত দিয়ে পাথর স্পর্শ করলেন। অতঃপর হাত চুম্বন করলেন। সম্ভবত এটা (অর্থাৎ- হাত দিয়ে চুম্বন করা) ভীড়ের সময় করেছিলেন। যখন তিনি পাথর চুম্বন করতে সক্ষম হননি। কেননা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি মুখ দিয়ে পাথর চুম্বন করেছিলেন।

٢٥٨٨ ـ [٢٨] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنِّيْ أَشْتَكِيْ. فَقَالَ: «طُوْفِيْ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» فَطُفْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ إِلٰى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِـ(الطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَسْطُوْرٍ). (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

---

[৬২২] সহীহ : আবূ দাউদ ১৮৮৪, আহমাদ ৩৫১২, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১২৪৭৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯২৫৭, ইরওয়া ১০৯৪।

[৬২৩] সহীহ : বুখারী ১৬০৬, মুসলিম ১২৬৮, নাসায়ী ২৯৫২, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ৮৯০২, আহমাদ ৪৮৮৭, দারিমী ১৮৮০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯২৩৩।

[৬২৪] সহীহ : বুখারী ১৬০৯, মুসলিম ১২০৮, আহমাদ ৫৮৭৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৮২৪, ইরওয়া ১১১৩।

২৫৮৮-[২৮] উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে অভিযোগ করলাম যে, আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাহলে তুমি সওয়ার হয়ে মানুষের পেছনে পেছনে ত্বওয়াফ করো। তিনি (উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)) বলেন, আমি ত্বওয়াফ করলাম। তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বায়তুল্লাহ্‌র পাশে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করছিলেন এবং সলাতে সূরাহ্ "ওয়াত্ তূর ওয়া কিতা-বিম্ মাসতূর" পড়ছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৬২৫]

ব্যাখ্যা : উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামাহ্ যায়নাব বিনতু আবূ সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা)-এ মা, মাক্কাহ্ হতে মাদীনাহ্ যাওয়ার সময় রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট অসুস্থতার অভিযোগ করলেন যে, তিনি অসুস্থতাজনিত দুর্বলতার কারণে পায়ে হেঁটে ত্বওয়াফ করতে সক্ষম নন। তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে মানুষের পেছনে পেছনে ত্বওয়াফ করার আদেশ দেন, যেন তিনি পুরুষদের হতে আড়ালে থাকতে পারেন এবং তার বাহন ত্বওয়াফকারী মানুষদের কষ্ট না দেয়, তিনি তাকে তাদের কাতার হতে বিচ্ছিন্ন হতে নিষেধ করেন।

٢٥٨٩ -[٢٩] وَعَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُوْلُ: وَإِنِّيْ لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَوْلَا أَنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ مَا قَبَّلْتُكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৮৯-[২৯] 'আবিস ইবনু রবী'আহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আন্হু)-কে হাজারে আসওয়াদ চুমু দিতে দেখেছি এবং তাঁকে বলতে শুনেছি– আমি অবশ্যই জানি যে, তুমি একটি পাথর মাত্র, যা কারো উপকার বা ক্ষতি করতে পারো না। আমি যদি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তোমাকে চুমু দিতে না দেখতাম তবে আমি কক্ষনো তোমাকে চুমু দিতাম না। (বুখারী ও মুসলিম)[৬২৬]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আন্হু)-এর উক্তি, "আমি অধিক জানি যে, তুমি একটি পাথর। উপকার করতে পারো না এবং ক্ষতিও করতে পারো না। যদি আমি না দেখতাম যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চুম্বন করেছেন, তবে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।" এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

এ প্রসঙ্গে ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন : 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আন্হু) এজন্য বলেছেন যে, যেন ইসলামে নবদিক্ষিত কিছু মুসলিমরা বিভ্রান্ত না হয় যারা পাথর পূজা, তার সম্মান করা, তার পরকালের আশা করা এবং তার সম্মানের ত্রুটির কারণে ক্ষতি হয়– এ আশঙ্কার সাথে সুপরিচিত। তিনি আশংকা করলেন যে, তাদের কেউ তাকে চুম্বন করতে দেখে ফিতনায় পড়বে। ফলে তিনি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করলেন যে, এই পাথর কোন উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না। এটা কেবল বিধান পালন করে প্রতিদানের আশায় করা হয়।

এ হাদীসে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণ করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে পাথর চুম্বন করার মাধ্যমে। যদি অনুসরণ করা উদ্দেশ্য না হত, তবে চুম্বন করতেন না।

সারকথা হচ্ছে, আমরা যা করব, বলব এবং বিশ্বাস করব তা হবে সহীহ সুন্নাহভিত্তিক। আর আমরা বিদ্'আতী কাজ, 'আক্বীদাহ্ ও 'আমাল নষ্ট হয়ে যায় এমন শৈথিল্য করা হতে সতর্ক থাকব।

[৬২৫] **সহীহ :** বুখারী ৪৬৪, মুসলিম ১২৭৬, আবূ দাউদ ১৮৮২, নাসায়ী ২৯২৫, মুয়াত্ত্বা মালিক ১৩৭১, আহমাদ ২৬৪৮৫, নাসায়ী ২৯২৫, মুয়াত্ত্বা মালিক ১৩৭১, আহমাদ ২৬৪৮৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯২৪৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৮৩৩, সহীহ আল জামি' ৩৯৩২।

[৬২৬] **সহীহ :** বুখারী ১৬১০, মুসলিম ১২৭০।

Contents

٢٥٩٠ - [٣٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وُكِّلَ بِهِ سَبْعُونَ مَلَكًا» يَعْنِي الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ «فَمَنْ قَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ﴿رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ قَالُوْا: اٰمِيْنَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

২৫৯০-[৩০] আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : রুকনে ইয়ামানীর সাথে সত্তরজন মালাক (ফেরেশতা) নিয়োজিত রয়েছেন। যখন কোন ব্যক্তি বলে, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষমা ও কুশল প্রার্থনা করছি। হে রব! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দান কর, আখিরাতেও কল্যাণ দান করো এবং জাহান্নামের 'আযাব হতে রক্ষা করো। তখন সেসব মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) বলে ওঠেন, 'আমীন' (আল্লাহ কবূল কর)। (ইবনু মাজাহ্)[৬২৭]

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত হাদীসে রুকনে ইয়ামানীর ফাযীলাত বর্ণিত হয়েছে। যদি রুকনে ইয়ামানীর মর্যাদা এমন হয় তাহলে রুকনে আসওয়াদের মর্যাদা এর চেয়ে অধিক এবং উচ্চ। কিন্তু মর্যাদা এর জন্যই নির্দিষ্ট। আর হাজারে আসওয়াদের অনেক ফাযীলাত ও অন্যান্য পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

সুতরাং যে রুকনে ইয়ামানীতে পৌঁছে অতিক্রম করতে করতে উক্ত দু'আ তথা

اللهم انى اسئلك.........وقنا عذاب النار

এ দু'আটি পড়ে তার দু'আ কবূলের জন্য মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) 'আমীন' বলেন।

٢٥٩١ - [٣١] وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِـ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ مُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ. وَمَنْ طَافَ فَتَكَلَّمَ وَهُوَ فِي تِلْكَ الْحَالِ خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ بِرِجْلَيْهِ كَخَائِضِ الْمَاءِ بِرِجْلَيْهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

২৫৯১-[৩১] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ সাতবার ত্বওয়াফ করে এবং "*সুব্হা-নাল্ল-হি ওয়াল হামদুলিল্লা-হি ওয়ালা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াল্ল-হু আকবার, ওয়ালা- হাওলা ওয়ালা- ক্যুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ*" (অর্থাৎ- আল্লাহ পবিত্র, সকল প্রশংসা আল্লাহরই, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন উপাস্য নেই, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া কারো উপায় বা শক্তি নেই।) দু'আটি পড়া ব্যতীত আর কোন কথা না বলে তার দশটি গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়, তার ('আমালনামায়) দশটি নেকী লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তার দশটি মর্যাদাও বৃদ্ধি করা হয়। আর যে ব্যক্তি ত্বওয়াফ করা অবস্থায় কথাবার্তা বলবে সে আল্লাহ তা'আলার রহমাতে তার পা দিয়ে ঢেউ উঠিয়েছে যেমন কোন ব্যক্তি নিজের পা দিয়ে পানিতে ঢেউ উঠিয়ে থাকে। (ইবনু মাজাহ্)[৬২৮]

---

[৬২৭] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ ২৯৫৭, য'ঈফ আল জামি' ৫৬৮৩, য'ঈফ আত্ তারগীব ৭২১। কারণ এর সানাদে হুমায়দ ইবনু আবী সাবিয়্যাহ্ একজন দুর্বল রাবী।

[৬২৮] **য'ঈফ :** ইবনু মাজাহ ২৯৫৭, য'ঈফ আত্ তারগীব ৭২১।

ব্যাখ্যা : যদি কেউ তাসবীহ, তাহলীল, তাহমীদ এবং তাকবীর বলা ব্যতীত মানুষের সাথে কথা বলে তবুও সে সাওয়াব ও শরীরের নিম্নাংশ নিবিষ্টকারী। কেননা সে অশোভনীয় কাজ করেছে। আর সে অনেক রহমাত পাবে না আল্লাহর যিক্‌র না করার কারণে। আর যখন সে আল্লাহরই যিক্‌র করে অন্য কারো সাথে কথা বলে না তখন সে রহমাতের সাগরে ডুবে যায় পা থেকে মাথা এবং নিচ থেকে উঁচু পর্যন্ত।

(٤) بَابُ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ

অধ্যায়-৪ : 'আরাফায় অবস্থান প্রসঙ্গে

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٥٩٢ - [١] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِىْ بَكْرٍ الثَّقَفِيُّ أَنَّهٗ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلٰى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؟ فَقَالَ: كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ مِنَّا فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৫৯২-[১] মুহাম্মাদ ইবনু আবূ বাক্‌র আস্ সাক্বাফী (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি একবার আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তখন তারা উভয়ে মিনা হতে সকালে 'আরাফাতের দিকে যাচ্ছিলেন। আপনারা এ 'আরাফার দিনে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে কি করতেন? তখন তিনি বললেন, আমাদের মধ্যে যারা তালবিয়াহ্ পাঠ করার পাঠ করতো, এজন্যে তাদের তা হতে নিষেধ করা হতো না এবং যারা তাকবীর ধ্বনি দিতো এতেও নিষেধ করা হতো না। (বুখারী ও মুসলিম)[৬২৯]

ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটিতে মীনা হতে 'আরাফাহ্ গমনের পথে তালবিয়াহ্ ও তাকবীর পাঠ করা বৈধ হওয়ার দলীল। যদি কেউ 'আরাফাহ্ গমনের পথে তালবিয়াহ্ অথবা তাকবীর পাঠ করে তবে তার বৈধতা রয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগেও সহাবীগণ পাঠ করেছিলেন। তিনি অস্বীকৃতি জানাননি। তাঁর চুপ থাকা স্বীকৃতির পরিচায়ক। আর সহাবীগণও পরস্পর পরস্পরকে এ ব্যাপারে দোষারোপ করেননি। ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, মীনা হতে 'আরাফাহ্ গমনের পথে তালবিয়াহ্ এবং তাকবীর পাঠ করা মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে হাদীসটি দলীল।

ইমাম ত্বীবী (রহঃ) বলেন, অন্যান্য যিক্‌রের ন্যায় তাকবীর পড়ার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু 'আরাফার দিন তাকবীর পাঠ করা হাজীদের সুন্নাত নয়, বরং সুন্নাত হচ্ছে কুরবানীর দিন জাম্‌রাতুল 'আক্বাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ পর্যন্তও সময় তালবিয়াহ্ পাঠ করা।

---

[৬২৯] সহীহ : বুখারী ১৬৫৯, মুসলিম ১২৮৫, মুয়াত্ত্বা মালিক ১২১৪, আহমাদ ১৩৫২১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬২৭১, ইবনু হিব্বান ৩৮৪৭।

٢٥٩٣ ـ[٢] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «نَحَرْتُ هٰهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوْا فِيْ رِحَالِكُمْ. وَوَقَفْتُ هٰهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ. وَوَقَفْتُ هٰهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৫৯৩-[২] জাবির রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি এ স্থানে কুরবানী করেছি, মিনা সম্পূর্ণটাই কুরবানীর স্থান। তাই তোমরা তোমাদের বাসায় কুরবানী কর। আমি এ স্থানে (‘আরাফায়) অবস্থান করেছি, আর ‘আরাফাহ্ সম্পূর্ণটাই অবস্থানের স্থান এবং আমি এ জায়গায় অবস্থান করেছি, আর মুযদালিফাহ্ সম্পূর্ণটাই অবস্থানের স্থান। (মুসলিম)[৬৩০]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরবানী করার স্থানকে এবং ‘আরাফায় অবস্থান করার স্থানকে নির্দিষ্ট না করার দলীল। বরং মিনার সকল স্থানে কুরবানী করা বৈধ। কিন্তু উত্তম হলো রসূল ﷺ যেখানে কুরবানী করেছেন সেখানে কুরবানী করা ইমাম শাফি‘ঈ (রহঃ) বলেছেন। সারকথা হচ্ছে মিনার সকল স্থানে কুরবানী করা বৈধ। এজন্য রসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের বাড়ীতে কুরবানী করো। আর তোমরা কুরবানী আমার কুরবানী করার স্থানে কুরবানী করা ধার্য করে নিয়ো না, বরং মিনায় অবস্থিত তোমাদের বাড়িগুলোতেও কুরবানী করতে পার। আর ‘উরানাহ্ নামক স্থান ব্যতীত ‘আরাফার সকল স্থানেই অবস্থান করার জায়গা। সকল ‘উলামাহ্ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, ‘আরাফার যে কোন স্থানে অবস্থান করলে তা শুদ্ধ হবে। এর চারটি সীমারেখা আছে,

১. পূর্ব দিকের রাস্তার সীমানা।

২. পাহাড় সংলগ্ন সীমানা, যা তার পেছনে আছে।

৩. কাবার সামনের বাম পাশের দুই পাশ সংলগ্ন বাগানের সীমানা পর্যন্ত।

৪. ‘উরানাহ্ উপত্যকা।

‘উরানাহ্ উপত্যকা ও নামিরাহ্ ‘আরাফাহ্ ও হারামের অন্তর্ভুক্ত নয়।

٢٥٩٤ ـ[٣] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيْهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهٗ لَيَدْنُوْ ثُمَّ يُبَاهِيْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُوْلُ: مَا أَرَادَ هٰؤُلَاءِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৫৯৪-[৩] ‘আয়িশাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এমন কোন দিন নেই, যেদিন আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদেরকে ‘আরাফার দিনের চেয়ে জাহান্নাম থেকে বেশি মুক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি সেদিন বান্দাদের খুব নিকটবর্তী হন, তাদেরকে নিয়ে মালায়িকার (ফেরেশতাগণের) কাছে গর্ববোধ করে বলেন, এরা কি চায়? (অর্থাৎ- যা চায় আমি তাদেরকে তাই দেবো)। (মুসলিম)[৬৩১]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি ‘আরাফার দিন ফাযীলাতপূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে দলীল। যদি কেউ বলেন, আমার স্ত্রী সর্বোত্তম দিনে ত্বলাক্ব। এ উত্তম দিনটির ব্যাপারে দু’টি মত রয়েছে।

১. জুমু‘আর দিন উদ্দেশ্য রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ হাদীসের কারণে,

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

---

[৬৩০] সহীহ : মুসলিম ১৩৪৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ২০১৩৮।

[৬৩১] সহীহ : মুসলিম ১৩৪৮, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৭০৫, ইবনু মাজাহ ৩০১৪, সহীহাহ্ ২৫৫১, সহীহ আল জামি‘ ৫৭৯৬।

অর্থাৎ- এক সপ্তাহের বা সাত দিনের মধ্যে উত্তম দিন হচ্ছে জুমু'আর দিন। আর এভাবেই এ হাদীসের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২.. 'আরাফার দিন উদ্দেশ্য, সরাসরি হাদীসে বর্ণিত হওয়ার কারণে। 'আরাফার দিন ফাযীলাতপূর্ণ হওয়ার হাদীসটি বাহ্যিকভাবে ইঙ্গিত বহন করে যে, সালফে সলিহীনদের মতানুসারে তিনি সুব্‌হানাহূ তা'আলা মাখলূকের সাথে কোন প্রকার তা'বীল, তাক্‌'ঈফ ও তাসবীহ ব্যতীত 'আরাফার দিন দুপুরের পরে বান্দাদের নিকটবর্তী হন। অতঃপর বান্দাকে নিয়ে মালায়িকাহ্'র সাথে ফখর করেন।

মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন, তারা কি চায়? যার কারণে তারা পরিবার ও দেশ ত্যাগ করেছে, মাল ব্যয় করেছে। মূলত তারা ক্ষমা, সন্তুষ্টি, নৈকট্য ও সাক্ষাৎ লাভ করতে চায়।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٥٩٥ ـ[٤] عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ خَالٍ لَهٗ يُقَالُ لَهٗ يَزِيدُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ: كُنَّا فِىْ مَوْقِفٍ لَنَا بِعَرَفَةَ يُبَاعِدُهٗ عَمْرٌو مِنْ مَوْقِفِ الْإِمَامِ جِدًّا فَأَتَانَا ابْنُ مِرْبَعٍ الْأَنْصَارِىُّ فَقَالَ: إِنِّىْ رَسُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَيْكُمْ يَقُولُ لَكُمْ: «قِفُوْا عَلٰى مَشَاعِرِكُمْ فَإِنَّكُمْ عَلٰى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَهْ.

২৫৯৫-[৪] 'আম্‌র ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু সফ্‌ওয়ান (রহঃ) তাঁর এক মামা হতে বর্ণনা করেন, যাকে ইয়াযীদ ইবনু শায়বান (রাঃ) বলা হতো। ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, আমরা 'আরাফাতে আমাদের (পূর্ব পুরুষদের) নির্দিষ্ট স্থানে ছিলাম। 'আম্‌র বলেন, এ স্থানটি ছিল ইমামের (রসূলুল্লাহ ﷺ-এর) স্থান হতে অনেক দূরে। ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, এমন সময় আমাদের কাছে ইবনু মিরবা' আল আনসারী এসে বললেন, আমি তোমাদের কাছে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ হতে প্রেরিত প্রতিনিধি। তিনি (ﷺ) তোমাদেরকে তোমাদের অবস্থানেই ('ইবাদাতগাহেই) থাকার জন্য বলেছেন। কারণ তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের সুন্নাতের উপরেই রয়েছ। (তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ)[৬৩২]

ব্যাখ্যা : ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, জাহিলিয়্যাতের যুগে আমরা আমাদের বাপ-দাদা ও পূর্ববর্তীদের প্রথানুসারে ইমামের অবস্থান করার স্থান হতে অনেক দূরে থাকতাম। রসূলুল্লাহ ﷺ দূতের মাধ্যমে তাদেরকে তাদের মাশ্'আর তথা কুরবানী করার স্থানে অবস্থান করতে বললেন। কেননা তাদের অবস্থান ছিল ইব্‌রাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর অবস্থান করার জায়গায়। তারা রসূল ﷺ-এর সুন্নাত অনুযায়ী অবস্থান করেছিলেন। তারা রসূল ﷺ হতে দূরে অবস্থান করাকে হাজ্জের ত্রুটি মনে করতেন অথবা তারা ধারণা করতেন যে, তারা যেখানে অবস্থান করে সেটি অবস্থানের স্থান নয়। তাদের অন্তরের প্রশান্তির জন্য রসূল ﷺ দূত পাঠিয়ে সেখানেই অবস্থান করতে বলেন।

[৬৩২] সহীহ : আবূ দাউদ ১৯১৯, তিরমিযী ৮৮৩, নাসায়ী ৩০১৪, ইবনু মাজাহ ৩০১১, সহীহ আল জামি' ৪৩৯৪।

٢٥٩٦ ـ[٥] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيْقٌ وَمَنْحَرٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ

২৫৯৬-[৫] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : 'আরাফার সম্পূর্ণ স্থানই অবস্থানস্থল এবং মিনার সম্পূর্ণ স্থানই কুরবানীর স্থান, মুযদালিফার সম্পূর্ণটাই অবস্থানস্থল এবং মাক্কার সকল পথই রাস্তা ও কুরবানীর স্থান। (আবূ দাউদ ও দারিমী)[৬৩৩]

ব্যাখ্যা : বর্ণিত হাদীসটিতে হাজ্জের কয়েকটি কার্যাবলীতে বিশেষ প্রশস্ততা প্রদান করা হয়েছে তা হচ্ছে, বাত্বনি 'উরানাহ্ ব্যতীত 'আরাফার সকল স্থানই হাজ্জের জন্য অবস্থানের স্থান। মিনার সকল স্থানই কুরবানী করার এবং হাজ্জের জন্তু যবেহের স্থান। মিনা ও 'আরাফার মতো মুযদালিফার সকল স্থানই অবস্থানের স্থান। কিন্তু বাত্বনি মুহাস্সার ব্যতীত। আর মাক্কায় সকল রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করা জায়িয আছে, যদিও সানিয়্যাহ্ দিয়ে প্রবেশ করা উত্তম। যেখান দিয়ে নাবী (ﷺ) প্রবেশ করেছিলেন। অনুরূপ মাক্কার সকল স্থানে কুরবানী করা বৈধ। কেননা তা হারাম সীমানার অন্তর্ভুক্ত। মূলত এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশস্ততা দান ও সংকীর্ণতা দূর করা। এভাবেই ইমাম ত্বীবী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন।

٢٥٩٧ ـ[٦] وَعَنْ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلٰى بَعِيْرٍ قَائِمًا فِي الرِّكَابَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

২৫৯৭-[৬] খালিদ ইবনু হাওযাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে উটের উপর চড়ে 'আরাফার দিনে দু' পাদানীতে পা রেখে সওয়ার অবস্থায় ভাষণ দিতে দেখেছি। (আবূ দাউদ)[৬৩৪]

ব্যাখ্যা : আবূ 'আম্‌র ইবনু 'আলী হতে আল আস্‌মা'ঈ বর্ণনা করেন 'আদা তার ভাই হারমালাহ্ ও তাদের দু'জনের পিতা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তারা দু'জন তাদের সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। রসূল (ﷺ) খুযা'আহ্-এর নিকট দু'জনের ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ পাঠালেন। 'আরাফার দিন দ্বিপ্রহরের পরে উটে চড়ে থেকে তাদের হাজ্জের কার্যাবলী শিক্ষা দিতেন।

٢٥٩٨ ـ[٧] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهٖ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِيْ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২৫৯৮-[৭] 'আম্‌র ইবনু শু'আয়ব তাঁর পিতা শু'আয়ব হতে, তিনি তাঁর দাদা ('আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন : সকল দু'আর শ্রেষ্ঠ দু'আ হলো 'আরাফার দিনের দু'আ আর শ্রেষ্ঠ কালিমাহ্ (যিক্‌র) যা আমি পাঠ করেছি ও আমার পূর্ববর্তী নাবীগণ পাঠ করেছেন তা হলো, *"লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহদাহূ লা- শারীকা লাহূ লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুওয়া 'আলা- কুল্লি*

---

[৬৩৩] হাসান সহীহ : আবূ দাউদ ১৯৩৭, দারিমী ১৯২১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৬০৩, সহীহ আল জামি' ৪৫৩৬।
[৬৩৪] সহীহ : আবূ দাউদ ১৯১৭, আহমাদ ২০৩৩৫।

শাইয়িন ক্বদীর" (অর্থাৎ- আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শারীক নেই। তাঁরই রাজত্ব। তার জন্যই সকল প্রশংসা। তিনি সকল শক্তির আঁধার।)। (তিরমিযী)[৬৩৫]

ব্যাখ্যা : 'আরাফার দিনের দু'আ সর্বোত্তম দু'আ বলতে, অধিক সাওয়াব পাওয়ার এবং অধিক দু'আ গ্রহণ হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে এবং অন্যান্য দিনের চেয়ে 'আরাফার দিনের মর্যাদা প্রমাণিত হয় বর্ণিত হাদীস দ্বারা। এ দিনে উত্তম দু'আ হচ্ছে, হাদীসে বর্ণিত দু'আটি। এরপর তিনি اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا..... এ দু'আটি পড়তেন। রসূল ﷺ-এর কথা "আর সর্বোত্তম দু'আ হচ্ছে, যা আমি বলি" এর ব্যাখ্যায় শায়খ দেহলবী (রহঃ) বলেন, অর্থাৎ- আমি দু'আ করতাম, দু'আটি হচ্ছে, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ পূর্ণাঙ্গ দু'আটি। নাবী ﷺ এবং তাঁর পূর্ববর্তী নাবীগণও 'আরাফার দিন সন্ধ্যায় এ দু'আটি পড়তেন।

٢٥٩٩ -[٨] وَرَوٰى مَالِكٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ إِلٰى قَوْلِهٖ: «لَا شَرِيْكَ لَهٗ».

২৫৯৯-[৮] ইমাম মালিক এ হাদীসটি ত্বলহাহ্ ইবনু 'উবায়দুল্লাহ رضي الله عنه হতে *"লা- শারীকা লাহূ"* বাক্য পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।)[৬৩৬]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে পূর্বের হাদীসে বর্ণিত দু'আ সম্পর্কে বলা হয়েছে। পূর্বের হাদীসে বর্ণিত দু'আ- لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. -এর পরিবর্তে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ পর্যন্ত হবে বলে এ হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। এর সমর্থনে ইমাম বাইহাক্বী ও তার কিতাবে হাদীস সংকলন করেছেন। কিন্তু ইমাম 'আবদুল বার (রহঃ) বলেন : এ হাদীসের ব্যাপারে সকলে একমত যে, এটা মুরসাল হাদীস।

ইমাম বুখারী (রহঃ) এটাকে মুনকার হাদীস বলেছেন। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, 'আরাফার দিনের দু'আটি হবে- لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ., আর এটাই শুদ্ধ।

٢٦٠٠ -[٩] وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيْزٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا رُئِيَ الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُوَ فِيْهِ أَصْغَرُ وَلَا أَدْحَرُ وَلَا أَحْقَرُ وَلَا أَغْيَظُ مِنْهُ فِيْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمَا يَرٰى مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ وَتَجَاوُزِ اللهِ عَنِ الذُّنُوْبِ الْعِظَامِ إِلَّا مَا رُئِيَ يَوْمَ بَدْرٍ». فَقِيْلَ: مَا رُئِيَ يَوْمَ بَدْرٍ؟ قَالَ: «فَإِنَّهٗ قَدْ رَأٰى جِبْرِيْلَ يَزَعُ الْمَلَائِكَةَ». رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا وَفِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ بِلَفْظِ الْمَصَابِيْحِ.

২৬০০-[৯] ত্বলহাহ্ ইবনু উবায়দুল্লাহ ইবনু কারীয رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শায়ত্বনকে 'আরাফার দিন ব্যতীত অন্য কোন দিন এত অপমানিত, এত লাঞ্ছিত, এত বেশি ঘৃণিত ও এত বেশী রাগান্বিত হতে দেখা যায় না। কেননা শায়ত্বন এদিন দেখতে থাকে বান্দাদের প্রতি আল্লাহর রহমাত নাযিল হচ্ছে, তাদের বড় বড় গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হচ্ছে। তবে এটা বাদ্‌রের দিন দেখে গিয়েছিল। কেউ জিজ্ঞেস করলো, বাদ্‌রের দিন কি দেখা গিয়েছিল (হে আল্লাহ রসূল!)। উত্তরে তিনি (ﷺ)

[৬৩৫] **হাসান লিগয়রিহী :** তিরমিযী ৩৫৮৫, সহীহ আত্ তারগীব ১৫৩৬, সহীহ আল জামি' ৩২৭৪, সহীহাহ্ ১৫০৩।
[৬৩৬] **য'ঈফ :** মুয়াত্ত্বা মালিক। কারণ এর সানাদটি মুরসাল।

বললেন, সেদিন সে নিশ্চিতভাবে শায়ত্বন দেখেছিল, জিবরীল আলায়হিস সালাম মালায়িকাকে (ফেরেশতাগণকে) কাতারবন্দী করতে দেখেছিল। (মালিক মুরসাল হিসেবে; ইমাম বাগাবী শারহুস্ সুন্নাহ্য় তবে শব্দবিন্যাস মাসাবীহ-এর)[৬৩৭]

ব্যাখ্যা : বর্ণিত হাদীসটিতে 'আরাফার দিনে শায়ত্বনের তুচ্ছ, অপমানিত এবং খারাপ অবস্থানের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। শায়ত্বন 'আরাফার সারাদিন সেখান হতে দূরে থাকে। তার (শায়ত্বনের) অপমানিত, লাঞ্ছিত এবং খারাপ অবস্থায় থাকার ও 'আরাফার ময়দান হতে দূরে থাকার অন্যতম কারণ হচ্ছে, সে আল্লাহ তা'আলা 'আরাফায় অবস্থানকারী বান্দাদের কাবীরাহ্ গুনাহগুলো ক্ষমা করেন। আর রহমাতে মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) 'আরাফায় অবস্থানকারীদের নিকট অবতরণ করেন। তার আরেকটি কারণ হতে পারে যে, সে (শায়ত্বন) মালায়িকাহ্-কে হাজীদের দু'আর জন্য ডানা বিছাতে দেখেছে। আর এটাও সম্ভাবনা থাকতে পারে যে, সে অর্থাৎ- শায়ত্বন মালায়িকাহ্-কে বলতে শুনেছে যে, তাদের (হাজী তথা 'আরাফায় অবস্থানকারীদেরকে) আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ শায়ত্বনের এমন অনুভূতি শক্তি সৃষ্টি করেছেন, যার কারণে সে মালায়িকাহ্-কে আনিত খবরের সংবাদ শুনেছে যে, আল্লাহ 'আরাফায় অবস্থানকারীদের কাবীরাসহ সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

অনুরূপ খারাপ অবস্থায় শায়ত্বন ছিল দ্বিতীয় হিজরীতে অনুষ্ঠিত বাদ্‌র যুদ্ধে। যখন শায়ত্বন দেখেছিল মালায়িকাহ্ মুজাহিদদের যুদ্ধের জন্য সাজিয়ে দিচ্ছিলেন এবং তাদেরকে কাতার হতে বের হতে নিষেধ করেছিলেন। আর হাদীসটিতে হাজ্জের ফাযীলাত, 'আরাফায় উপস্থিত বাদ্‌রের দিনের এবং পাপীদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ করার ফাযীলাত বর্ণিত হয়েছে।

٢٦٠١ -[١٠] وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ إِنَّ اللهَ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِيْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُوْلُ: اُنْظُرُوْا إِلٰى عِبَادِيْ أَتَوْنِيْ شُعْثًا غُبْرًا ضَاجِّيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَيَقُوْلُ الْمَلَائِكَةُ: يَا رَبِّ فُلَانٌ كَانَ يُرَهَّقُ وَفُلَانٌ وَفُلَانَةُ قَالَ: يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ». قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «فَمَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ عَتِيْقًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ». رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ

২৬০১-[১০] জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'আরাফার দিন আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং হাজীদের ব্যাপারে মালায়িকাহ্'র (ফেরেশতাদের) সম্মুখে গর্ববোধ করেন এবং বলেন, তোমরা আমার বান্দাদের দিকে তাকাও, তারা আমার কাছে আসছে এলোমেলো চুলে, ধূলাবালি গায়ে, আহাজারী করতে করতে দূর-দূরান্ত হতে উপস্থিত হয়েছে। আমি তোমাদের সাক্ষী করে বলছি, আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম। তখন মালায়িকাহ্ বলেন, হে রব! অমুক বান্দাকে তো বড় গুনাহগার বলে অভিহিত করা হয় এবং অমুক পুরুষ ও নারীকেও। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আল্লাহ তখন বলেন,

[৬৩৭] য'ঈফ : মুয়াত্ত্বা মালিক ৯৬২, শু'আবুল ঈমান ৩৭৭৫, শারহুস্ সুন্নাহ ১৯৩০, য'ঈফ আত্ তারগীব ৭৩৯। কারণ এর সানাদটি মুরসাল।

আমি তাদেরকেও ক্ষমা করে দিলাম। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আরাফার দিনের চেয়ে এত বেশি জাহান্নাম হতে মুক্তি দেবার মতো আর কোন দিন নেই। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[৬৩৮]

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা 'আরাফার দিন, দুনিয়ার আসমানে নেমে এসে 'আরাফায় অবস্থানকারী বান্দাদের নিয়ে দুনিয়ার মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) অথবা নিকটবর্তী মালাক (ফেরেশতা) অথবা সকল মালায়িকাহ্'র সাথে ফখর করেন। অতঃপর আল্লাহ বলেন, মালায়িকাহ্'র তোমরা লক্ষ্য করো, তারা বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল ও দেশ হতে এসেছে এবং উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়াহ্ পাঠ করছে। তোমরা সাক্ষ্য থাক! আমি তাদের সকলকে ক্ষমা করে দিলাম। তখন মালায়িকাহ্ আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলেন, তাদের মধ্যে তো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এবং নাফরমানী ও ফাসিক্বী নারী-পুরুষ আছে। আল্লাহ বলেন, তবুও আমি ক্ষমা করে দিলাম। কেননা হাজ্জ তার পূর্ববর্তী পাপসমূহকে বিনষ্ট করে দেয়। আর সেদিন আল্লাহ অনেক সংখ্যক লোককে জাহান্নাম হতে মুক্তি দিবেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় পরিচ্ছেদ

٢٦٠٢ ـ [١١] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُوْنَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ فَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُوْنَ بِعَرَفَةَ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمَرَ اللهُ تَعَالٰى نَبِيَّهٗ ﷺ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَيَقِفُ بِهَا ثُمَّ يَفِيضُ مِنْهَا فَذٰلِكَ قَوْلُهٗ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ثُمَّ أَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬০২-[১১] 'আয়িশাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরায়শ গোত্র ও তাদের অনুসারীরা ('আরাফার দিন) মুযদালিফায় অবস্থান করতো এবং নিজেদেরকে তারা বাহাদুর ও অভিজাত বলে অভিহিত করতো। আর সমস্ত 'আরব গোত্র 'আরাফার ময়দানে অবস্থান গ্রহণ করতো। অতঃপর ইসলাম আসার পর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী ﷺ-কে আদেশ করলেন, 'আরাফার ময়দানে গিয়ে সাধারণ মানুষদের সাথে অবস্থান নিতে, তারপর সেখান থেকে ফিরে আসতে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে এ ব্যাপারটিকে এভাবেই বলেছেন, "*সুম্মা আফীযূ মিন হায়সু আফা-যান্না-সু*" (অর্থাৎ- অতঃপর তোমরা ফিরে আসো, যেখান থেকে সাধারণ মানুষ ফিরে আসে।")। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৩৯]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে হাজ্জের কার্যাবলী সম্পাদনের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেয়া হয়েছে। জাহেলী যুগে কুরায়শগণ মুযদালিফাহ্ থেকে সরাসরি ত্বওয়াফে চলে আসত। বাকী সব 'আরবগণ 'আরাফার ময়দানে অবস্থান করত। অতঃপর ইসলাম যখন আসলো তখন আল্লাহ তা'আলা এ নির্দেশ দিলেন যে, সকলকে 'আরাফায় অবস্থান করতে হবে। আর এ অবস্থান হাজ্জের অন্যতম ফারয কাজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন– "তোমরা সেখান থেকে ত্বওয়াফের জন্য ফিরে আসো যেখান থেকে লোকেরা আসে"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৯৯)। এ আয়াতে যে স্থানের কথা বলা হয়েছে তা হলো 'আরাফার ময়দান।

---

[৬৩৮] **য'ঈফ :** শারহুস্ সুন্নাহ ১৯৩১, শু'আবুল ঈমান ৪০৬৮, য'ঈফাহ্ ৬৭৯। কারণ এর সানাদে আবুয্ যুবায়র একজন মুদাল্লিস রাবী।

[৬৩৯] **সহীহ :** বুখারী ৪৫২০, মুসলিম ১২১৯, আবূ দাউদ ১৯১০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৪৫০।

ইমাম আত্ তিরমিযী (রহঃ) বলেন : মাক্কাহ্বাসী হাজ্জের সময় হারাম এলাকা থেকে বের হত না, আর 'আরাফাহ্ হারামের বাহিরে। তারা মুযদালিফায় অবস্থান করত, আর বলত যে, আমরা আল্লাহর ঘরের অধিবাসী। মাক্কাহ্বাসীদের 'আরাফায় অবস্থান না করার কারণে আল্লাহ নির্দেশ দিলেন যে, সকলকে 'আরাফায় অবস্থান করতে হবে।

ইমাম সিন্দী বলেন : এ হাদীস দ্বারা 'আরাফার ময়দানে অবস্থান করাকে আবশ্যক করে দিয়েছে।

হাফিয 'ইরাক্বী বলেন : এ হাদীসে বর্ণিত আয়াতে যে স্থানের কথা বলা হয়েছে তা হলো– 'আরাফার মাঠ। অর্থাৎ- যেখানে সকল হাজ্জকারীকে অবস্থান করতে হবে।

٢٦٠٣ -[١٢] وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَعَا لِأُمَّتِهٖ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالْمَغْفِرَةِ فَأُجِيْبَ: «إِنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ مَا خَلَا الْمَظَالِمَ فَإِنِّيْ اٰخُذُ لِلْمَظْلُوْمِ مِنْهُ». قَالَ: «أَيْ رَبِّ إِنْ شِئْتَ أَعْطَيْتَ الْمَظْلُوْمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَغَفَرْتَ لِلظَّالِمِ» فَلَمْ يُجَبْ عَشِيَّتَهٗ فَلَمَّا أَصْبَحَ بِالْمُزْدَلِفَةِ أَعَادَ الدُّعَاءَ فَأُجِيبَ إِلٰى مَا سَأَلَ. قَالَ: فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَوْ قَالَ تَبَسَّمَ فَقَالَ لَهٗ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ: بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ إِنَّ هٰذِهٖ لَسَاعَةٌ مَا كُنْتَ تَضْحَكُ فِيهَا فَمَا الَّذِيْ أَضْحَكَكَ أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ؟ قَالَ: «إِنَّ عَدُوَّ اللهِ إِبْلِيسَ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدِ اسْتَجَابَ دُعَائِيْ وَغَفَرَ لِأُمَّتِيْ أَخَذَ التُّرَابَ فَجَعَلَ يَحْثُوْهُ عَلٰى رَأْسِهٖ وَيَدْعُوْ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُوْرِ فَأَضْحَكَنِيْ مَا رَأَيْتُ مِنْ جَزَعِهٖ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِيْ كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ نَحْوَهٗ.

২৬০৩-[১২] 'আব্বাস ইবনু মিরদাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ 'আরাফার দিন বিকালে নিজের উম্মাতের (হাজীদের) জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলেন। উত্তর দেয়া হলো, অত্যাচারী ছাড়া সকলকে ক্ষমা করে দিলাম। কেননা আমি মাযলূমের পক্ষ হয়ে যালিমকে পাকড়াও করে হাক্ব আদায় করব। তিনি (ﷺ) বলেন, হে আমার রব! আপনি ইচ্ছা করলে মাযলূমকে জান্নাত দিতে পারেন এবং যালিমকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু সেদিন বিকালে তাঁর দু'আ কবূল হলো না। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি (ﷺ) যখন মুযদালিফায় ভোরে উঠলেন, তখন আবার সেই দু'আ করলেন। তখন তিনি (ﷺ) যা চেয়েছিলেন তা তাঁকে দেয়া হলো। রাবী 'আব্বাস বলেন, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ হেসে ফেললেন অথবা তিনি বলেছেন, তিনি (ﷺ) মুচকী হাসলেন। এ সময় আবূ বাক্‌র ও 'উমার (রাঃ) বললেন, আমাদের পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক! এটা তো এমন একটা সময় যে, আপনি কোন সময়ই হাসতেন না। কিসে আপনাকে হাসালো? আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আরও হাসিখুশি রাখুন। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, আল্লাহর শত্রু ইবলীস যখন জানতে পারলো যে, আল্লাহ আমার দু'আ কবূল করেছেন এবং উম্মাত (হাজীদেরকে) ক্ষমা করে দিয়েছেন তখন সে মাটি উঠিয়ে নিজের মাথায় ছিটাতে লাগলো আর বলতে লাগলো, হায় আমার কপাল! হায় আমার দুর্ভাগ্য! ইবলীসের এ অস্থিরতা দেখেই আমায় হাসি এসেছে। [ইবনু মাজাহ; বায়হাক্বী (রহঃ) তাঁর "কিতাবুল বা'সি ওয়ান্ নুশূর"-এ অনুরূপ বর্ণনা করেছেন][৬৪০]

[৬৪০] **য'ঈফ** : ইবনু মাজাহ ৩০১৩, য'ঈফ আত্ তারগীব ৭৪২। কারণ এর সানাদে 'আবদুল্লাহ ও তার পিতা কিনানাহ্ দু'জনই মাজহূল রাবী।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। হাদীসের প্রারম্ভে দেখা যাচ্ছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় উম্মাতের জন্য হাজ্জের সময় আল্লাহর কাছে দু'আ করেছেন যাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর উম্মাতকে মাফ করে দেয়। রসূল ﷺ দু'আর ব্যাখ্যায় মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় রসূল ﷺ তাদের জন্য করেছেন যারা তাঁর সাথে হাজ্জ করেছিলেন।

'আল্লামাহ্ সিনদী (রহঃ) বলেন : রসূলুল্লাহ ﷺ সকল উম্মাতের জন্য দু'আ করেছিলেন যারা তখন তার সাথে হাজ্জ করেছিলেন এবং যারা ক্বিয়ামাত পর্যন্ত হাজ্জ করবেন সকলের জন্য রসূল ﷺ দু'আ করেছেন। অথবা তিনি সকল উম্মাতের জন্য দু'আ করেছেন চাই সে হাজ্জ করুক বা না করুক।

(٥) بَابُ الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ

অধ্যায়-৫ : 'আরাফাহ্ ও মুযদালিফাহ্ হতে ফিরে আসা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٦٠٤ -[١] عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسِيْرُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ؟ قَالَ: كَانَ يَسِيْرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬০৪-[১] হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ্ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একবার উসামাহ্ ইবনু যায়দকে জিজ্ঞেস করা হলো, রসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হাজ্জে 'আরাফার ময়দান হতে ফিরে আসার সময় কিভাবে চলেছিলেন? জবাবে তিনি ('উরওয়াহ্) বললেন, তিনি (ﷺ) স্বাভাবিক গতিতে চলতেন এবং যখনই খোলা পথ পেতেন দ্রুতবেগে চলতেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৪১]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে বিশেষভাবে উসামাহ্ বিন যায়দকে জিজ্ঞেস করার কারণ হচ্ছে তিনি ছিলেন রসূল ﷺ-এর 'আরাফাহ্ হতে মুযদালিফাহ্ গমন পথের সহগামী। আর তিনি "গ্রীবা নাড়িয়ে চলতেন" বলতে বুঝানো হয়েছে, দ্রুতও না এবং ধীরেও না; বরং এর মাঝামাঝি চলতেন। মানুষের কোমলতা তথা কষ্ট না দেয়ার জন্য তিনি (ﷺ) এরূপ হাঁটতেন। অতঃপর যখন কোন ভীড় থাকত না তখন দ্রুত চলতেন। সালাফগণ রসূল ﷺ-এর পূর্ণ অনুসরণ করার জন্য তাঁর চলা ও অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন।

٢٦٠٥ -[٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا وَضَرْبًا لِلْإِبِلِ فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

[৬৪১] **সহীহ :** বুখারী ১৬৬৬, মুসলিম ১২৮৬, আবূ দাঊদ ১৯২৩, নাসায়ী ৩০২৩, ইবনু মাজাহ ৩০১৭, আহমাদ ২১৮৩৩, **সহীহ** ইবনু খুযায়মাহ্ ২৮৪৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৪৮৬।

২৬০৫-[২] ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস হতে বর্ণিত। তিনি একবার ‘আরাফার দিন নাবী -এর সাথে ‘আরাফার ময়দান হতে ফিরে এসেছেন। এমন সময় নাবী পেছন হতে জোরে জোরে উট তাড়ানোর হাঁক ও উটকে পিটানোর শব্দ শুনতে পেলেন। তখন তিনি () নিজের হাতের চাবুক দিয়ে পেছনে তাদের দিকে ইশারা করে বললেন, হে লোকেরা! তোমরা প্রশান্তির সাথে ধীরে সুস্থে চলো, কারণ উট হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়াই শুধু নেক কাজ নয়। (বুখারী)[৬৪২]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে (زَجْرًا) (ধমক দেয়া) বলতে উদ্দেশ্য উটকে দ্রুত চলার উৎসাহের জন্য চিৎকার করা। আর (عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ) অর্থাৎ- ‘তোমরা ধীরে চলো’ বলতে উদ্দেশ্য কোমল আচরণ এবং ভীড় না করা। “দ্রুত চলার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই” বলার উদ্দেশ্য মানুষ যখন রাস্তায় দীর্ঘক্ষণ থাকবে এবং দ্রুত চলায় তাদের কষ্ট হবে, তখন এই দ্রুত চলায় কোন কল্যাণ নেই। এ অবস্থায় আসতে চলা উত্তম। পূর্বের হাদীসে রসূল -এর দ্রুত চলা প্রমাণিত আছে, অথচ তিনি এ হাদীসে আসতে চলতে বলছেন, উভয় হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। এর সমাধান হচ্ছে ভীড়ের সময় আস্তে চলা এবং ফাঁকা পাওয়া অবস্থায় দ্রুত চলা।

٢٦٠٦ -[٣] وَعَنْهُ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلٰى مِنًى فَكِلَاهُمَا قَالَ: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُلَبِّيْ حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬০৬-[৩] উক্ত রাবী (ইবনু ‘আব্বাস) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, উসামাহ্ ইবনু যায়দ ‘আরাফার ময়দান হতে মুযদালিফাহ্ পর্যন্ত ফিরে আসার সময় নাবী -এর পেছনে বসেছিলেন। তারপর তিনি () মুযদালিফাহ্ হতে মিনায় আসা পর্যন্ত (আমার বড় ভাই) ফায্ল ইবনু ‘আব্বাসকেও তাঁর পেছনে বসিয়েছিলেন। তাঁরা উভয়ে বলেছেন, নাবী জাম্রাতুল ‘আক্বাবায় কংকর মারা পর্যন্ত তালবিয়াহ্ পাঠ করেছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৪৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে রসূল -এর তালবিয়াহ্ পাঠ কখন শেষ হয়েছে, এ নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে :

১. রসূল জাম্রাতুল ‘আক্বাবায় পাথর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়াহ্ পাঠ করেছেন। এখানে কেউ কেউ উদ্দেশ্য নিয়েছেন প্রথম পাথর নিক্ষেপ করার পর রসূল তালবিয়াহ্ পাঠ শেষ করেছেন। এর সমর্থনে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যা বায়হাক্বী বর্ণনা করেছেন, (لَمْ يَزَلْ حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِأَوَّلِ حُصَاةٍ)

অর্থাৎ- তিনি জাম্রাতুল ‘আক্বাবায় প্রথম পাথর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়াহ্ পাঠ করতেন।

২. আর কেউ কেউ উদ্দেশ্য নিয়েছেন শেষ পাথর নিক্ষেপ করার পর পর্যন্ত (অর্থাৎ- জাম্রাতুল ‘আক্বাবায়) তিনি () তালবিয়াহ্ পাঠ করা শেষ করেছেন। এর সমর্থনে ইবনু খুযায়মার রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, তিনি () জাম্রাতুল ‘আক্বাবায় পাথর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়াহ্ পাঠ করতেন এবং প্রত্যেক পাথর নিক্ষেপের সাথে তাকবীর পাঠ করতেন। অতঃপর শেষ পাথর নিক্ষেপের সাথে তালবিয়াহ্ পাঠ করা শেষ করতেন। দ্বিতীয় মতটিকে হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) ইবনু ‘আবদুল বার, ইমাম নাবাবী, ইমাম ‘আয়নী ও ইমাম আহমাদ (রহঃ) প্রাধান্য দিয়েছেন।

---

[৬৪২] সহীহ : বুখারী ১৬৭১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৪৮৩।

[৬৪৩] সহীহ : বুখারী ১৫৪৪, মুসলিম ১২৮১।

٢٦٠٧ -[٤] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلٰى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৬০৭-[৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ মাগরিব ও 'ইশার সলাত মুযদালিফায় একত্রে আদায় করেছেন। প্রত্যেক সলাতের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ইক্বামাত দিয়েছেন এবং এ দুই সলাতের মাঝে কোন নাফ্ল সলাত আদায় করেননি এবং পরেও আদায় করাননি। (বুখারী)[৬৪৪]

ব্যাখ্যা : হাদীসে বলা হচ্ছে যে, রসূল ﷺ মাগরিব ও 'ইশার সলাত এক সাথে আদায় করেছেন। রসূল ﷺ কোথায় মাগরিব ও 'ইশার সলাত আদায় করেছেন? এ প্রশ্নের উত্তরে এক বাক্যে বলা যায় যে, রসূল ﷺ মুযদালিফায় 'ইশার ওয়াক্তে মাগরিব ও 'ইশার সলাত আদায় করেছেন। রসূল ﷺ আলাদা আলাদা ইক্বামাতে এ সলাত আদায় করেছেন। আর এ দু' সলাতের মাঝে কোন তাসবীহ পাঠ করেননি। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, রসূল ﷺ স্থান পরিবর্তন না করে একই স্থানে বসে এ দু' সলাত আদায় করেছেন।

٢٦٠٨ -[٥] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلّٰى صَلَاةً إِلَّا لِمِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ: صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬০৮-[৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে কক্ষনো মুযদালিফায় মাগরিব ও 'ইশার সলাত একত্রে আদায় করা ছাড়া আর অন্য কোন সলাত একত্রে আদায় করতে দেখিনি। আর সেদিনই তিনি (ﷺ) ফাজ্রের সলাতও (কিছু) সময়ের আগে আদায় করেছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৪৫]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে এ বিধান সাব্যস্ত হয়েছে যে, হাজ্জের সময় এক ওয়াক্তের সলাত অন্য ওয়াক্তে এসে বা আগত ওয়াক্তের সলাত বর্তমান ওয়াক্তের সাথে আদায় বৈধ। যেমন- রসূল ﷺ মুযদালিফায় মাগরিব ও 'ইশার সলাত 'ইশার ওয়াক্তে আদায় করেছেন এবং যুহর ও 'আস্রের সলাত যুহরের ওয়াক্তে আদায় করেছেন। হাদীসে বলা হচ্ছে যে, রসূল ﷺ ফাজ্রের সলাত ওয়াক্তের পূর্বে আদায় করেছেন। আসলে ব্যাপারটা এ রকম নয় বরং সাধারণতঃ যে সময়ে ফাজ্রের সলাত আদায় করেন তার পূর্বে আদায় করেছেন। ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : ওয়াক্তের শুরুতে আদায় করেছে পূর্বে নয়।

٢٦٠٩ -[٦] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِيْ ضَعَفَةِ أَهْلِه. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬০৯-[৬] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ নিজের পরিবারের যেসব দুর্বল (শিশু ও মহিলা)-দেরকে মুযদালিফার রাতে সময়ের আগেই (মিনায়) পাঠিয়েছিলেন আমিও তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলাম। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৪৬]

---

[৬৪৪] সহীহ : বুখারী ১৬৭৩, নাসায়ী ৩০২৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯১৪।

[৬৪৫] সহীহ : বুখারী ১৬৮২, মুসলিম ১২৮৯, আহমাদ ৩৬৩৭, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৮২৪০।

[৬৪৬] সহীহ : বুখারী ১৬৭৮, মুসলিম ১২৯৩, আবূ দাউদ ১৯৩৯, নাসায়ী ৩০৩২, আহমাদ ১৯২০, ইবনু মাজাহ ৩০২৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৫০৮, ইরওয়া ১০৭১।

ব্যাখ্যা : এ হাদীস হতে প্রমাণিত হয় যে, মহিলা, শিশু এবং দুর্বল পুরুষরা মুযদালিফাহ্ হতে মিনায় ফাজ্র উদিত হওয়ার পূর্বে এবং মাশ্'আরে হারামে অবস্থান করার পূর্বে যেতে পারবে। এ হাদীসের সমর্থনে ইবনু 'আব্বাস-এর হাদীস বর্ণিত আছে যে, রসূল ﷺ মুযদালিফার রাতে 'আব্বাস رضي الله عنه-কে বললেন, তুমি আমাদের দুর্বল লোক এবং মহিলাদের নিয়ে যাও, যেন তারা মিনায় গিয়ে ফাজ্র সলাত আদায় করে এবং মানুষের পূর্বে জাম্রাতুল 'আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করে। সর্বসম্মতিক্রমে অর্ধরাত্রির পরে যেতে পারবে, রাতের প্রথম ভাগে নয়।

٢٦١٠ -[٧] وَعَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا: «عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ» وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ حَتّٰى دَخَلَ مُحَسِّرًا وَهُوَ مِنْ مِنًى قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمٰى بِهِ الْجَمْرَةَ». وَقَالَ: لَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُلَبِّيْ حَتّٰى رَمَى الْجَمْرَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৬১০-[৭] ফায্ল ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ-এর উটের পেছনে বসাছিলেন। তিনি (ﷺ) 'আরাফার সন্ধ্যায় ও মুযদালিফায় ভোরে লোকেদের উদ্দেশে বলেছেন, তোমরা (অবশ্যই) প্রশান্তির সাথে ধীরে সুস্থে চলবে। তিনি (ﷺ) নিজেও নিজের উষ্ট্রীকে মিনার অন্তর্গত মুহাস্সির নামক স্থানে না পৌছা পর্যন্ত সংযত রেখেছিলেন। এখানে তিনি (ﷺ) বললেন, 'তোমরা আঙ্গুল দিয়ে ধরা যায় এমন ছোট পাথর জাম্রাতে মারার জন্য মতো লও'। ফায্ল বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ জাম্রায় পাথর মারা পর্যন্ত সব সময় তালবিয়াহ্ পড়ছিলেন। (মুসলিম)[৬৪৭]

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি ওয়াদীয়ে মুহাস্সার-এ পৌছতে চায় তার জন্য মুস্তাহাব হলো যদি সে সওয়ারী হয় তাহলে সে আস্তে চলবে আর যদি পায়ে হেঁটে চলে তাহলে দ্রুত চলবে। 'আরাফাহ্, মুযদালিফাহ্ এমনকি ভীড়ের জায়গাগুলোতে আস্তে চলা এটা রাস্তার আদব। আর (وَهُوَ مِنًى) বলতে বুঝানো হয়েছে ওয়াদীয়ে মুহাস্সার মিনার অন্তর্ভুক্ত এবং কেউ মুযদালিফাহ্ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। মূলত মুযদালিফাহ্ এবং মিনার মধ্যবর্তী ওয়াদীয়ে মুহাস্সার নামক স্থানটি কবরের ন্যায়। এজন্য আস্তে চলতে বলা হয়েছে। (عَلَيْكُمْ بِحَصَي الْخَذَفِ) বলতে বৃদ্ধা ও তর্জনী আঙ্গুলদ্বয়ের দুই পাশ দিয়ে ছোট কঙ্কর নিক্ষেপ করা উদ্দেশ্য।

٢٦١١ -[٨] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَفَاضَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ جَمْعٍ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوْا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ وَقَالَ: «لَعَلِّيْ لَا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِيْ هٰذَا». لَمْ أَجِدْ هٰذَا الْحَدِيْثَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ إِلَّا فِيْ جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ مَعَ تَقْدِيْمٍ وَتَأْخِيْرٍ.

২৬১১-[৮] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ মুযদালিফাহ্ হতে প্রশান্তির সাথে ধীরস্থিরভাবে রওয়ানা হলেন, লোকজনকেও শান্তশিষ্টভাবে রওয়ানা হওয়ার জন্য আদেশ করলেন। তবে মুহাস্সির উপত্যকায় পৌছার পর উটকে কিছুটা দৌড়ালেন এবং তাদেরকে জাম্রায় আঙুল দিয়ে নিক্ষেপ করার মতো পাথর মারতে নির্দেশ দিলেন। এমন সময় তিনি (ﷺ) বললেন, সম্ভবত এ বছরের পর আমি

[৬৪৭] সহীহ : মুসলিম ১২৮২, আহমাদ ১৮২১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৫৩৩।

Contents

আর তোমাদেরকে দেখতে পাবো না। (গ্রন্থকার লিখেছেন, বুখারী ও মুসলিমে এ হাদীসটি পাইনি, তবে তিরমিযী কিছু আগ-পিছ করে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)[৬৪৮]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস হতে প্রমাণিত হয় ওয়াদীয়ে মুহাস্‌সার দ্রুত অতিক্রম করা বৈধ। সে স্থানটির সীমা ছিল ৫৪৫ গজ। দ্রুত অতিক্রম বৈধ হওয়ার কারণ হলো সেখানে 'আরববাসীরা অবস্থান করতো এবং তাদের গর্বকারী পূর্বপুরুষদের আলোচনা করতো।

(حَصَى الْخَذْفِ) কঙ্কর নিক্ষেপ বলতে ছোট কঙ্কর নিক্ষেপ উদ্দেশ্য। আর (لَعَلِّىْ لَا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِيْ هٰذَا) তথা সম্ভবত আমি এ বছর পর তোমাদের দেখতে পাব না। সম্ভবত তিনি (ﷺ) উদ্বেগ কণ্ঠে বলেছেন যেন তারা হাজ্জের কার্যাবলী শিখে নিয়ে মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দেন।

অন্য বর্ণনায় আছে– لِتَأْخُذُوْا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّيْ لَا أَدْرِىْ لَعَلِّيْ لَا أَحُجَّ بَعْدَ حَجَّتِيْ هٰذِهٖ তথা তোমরা হাজ্জের কার্যাবলী শিখে নাও। কেননা আমি জানি না হয়তবা এ হাজ্জের পর আর হাজ্জ করতে পারব না।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٦١٢ -[٩] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا يَدْفَعُوْنَ مِنْ عَرَفَةَ حِيْنَ تَكُوْنُ الشَّمْسُ كَأَنَّهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ فِيْ وُجُوهِهِمْ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ وَمِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بَعْدَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ حِيْنَ تَكُوْنُ كَأَنَّهَا عَمَائِمُ الرِّجَالِ فِيْ وُجُوهِهِمْ. وَإِنَّا لَا نَدْفَعُ مِنْ عَرَفَةَ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَنَدْفَعُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ هَدْيُنَا مُخَالِفٌ لِهَدْيِ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالشِّرْكِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَقَالَ فِيهِ: خَطَبَنَا وَسَاقَهٗ بِنَحْوِهٖ.

২৬১২-[৯] মুহাম্মাদ ইবনু ক্বায়স ইবনু মাখরামাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ভাষণ দানকালে বললেন, জাহিলী যুগের লোকেরা যখন সূর্যাস্তের পূর্বে মানুষের চেহারায় মানুষের পাগড়ীর মতো দেখা যেত তখন 'আরাফার ময়দান হতে রওয়ানা হতো। আর সূর্যোদয়ের পর মানুষের চেহারায় ওইভাবে মানুষের পাগড়ীর মতো যখন দেখাতো তখন মুযদালিফাহ্ হতে রওয়ানা হতো। আর আমরা সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত 'আরাফার ময়দান হতে রওয়ানা হবো না এবং সূর্যোদয়ের আগে মুযদালিফাহ্ হতে রওয়ানা হবো। আমাদের নিয়ম-নীতি মূর্তিপূজক ও শির্‌কপন্থীদের নিয়ম-নীতির বিপরীত। (বায়হাক্বী)[৬৪৯]

ব্যাখ্যা : কুরায়শগণ ব্যতীত জাহিলী যুগের লোকেরা 'আরাফাহ্ হতে সূর্য ডুবার পূর্বে আসতো এবং মুযদালিফাহ্ হতে সূর্যাস্তের পর আসতো। কিন্তু সঠিক নিয়ম হচ্ছে 'আরাফাহ্ হতে সূর্যাস্তের পর আসা এবং মুযদালিফাহ্ হতে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে আসা। সূর্যকে মানুষের পাগড়ীর সাথে সাদৃশ্য দেয়ার কারণ হচ্ছে দিনের দুই প্রান্তে সূর্য যখন আকাশের কিনারার নিকটবর্তী হয় তখন পাগড়ীর মতো দেখা যায় আর এটা মানুষের চেহারায় চকচক করে পাগড়ীর শুভ্রতার উজ্জ্বলতার কারণে হয়।

---

[৬৪৮] **সহীহ :** তিরমিযী ২৬১১, নাসায়ী ৩০২১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৫২৪।

[৬৪৯] **য'ঈফ :** সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫/১২৫, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ৩/৫২৩। কারণ সানাদটি মুরসাল।

٢٦١٣ - [١٠] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدَّمَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ أُغَيْلِمَةَ بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلٰى حُمُرَاتٍ فَجَعَلَ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُوْلُ: «أُبَيْنِيَّ لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.

২৬১৩-[১০] ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) মুযদালিফার রাতে আমাদেরকে ‘আবদুল মুত্ত্বালিব বংশীয় বালকদেরকে গাধার উপর চড়িয়ে দিয়ে তাঁর আগেই মিনার দিকে রওয়ানা দিলেন। তখন আমাদের উরু চাপড়িয়ে বললেন, আমার প্রিয় সন্তানেরা! তোমরা সূর্যোদয়ের পূর্বে জাম্‌রায় পাথর নিক্ষেপ করো না। (আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনু মাজাহ্)[৬৫০]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে জাম্‌রায় ‘আক্বাবায় পাথর নিক্ষেপের বিধান সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ হাদীস এ দিকে ইঙ্গিত করছে যে, কুরবানীর দিন জাম্‌রায় ‘আক্বাবায় পাথর নিক্ষেপের সময় হলো– সূর্য উদয়ের পর। অর্থাৎ- কুরবানীর দিন সূর্য উদয়ের পর পাথর মারতে হবে।

‘আল্লামাহ্ শাওকানী (রহঃ) বলেন : এ হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, পাথর সূর্যোদয়ের পর মারতে হবে। যাদের কোন সমস্যা নেই তাদের এ ব্যাপারে কোন সুযোগ নেই। আর নারী বা দুর্বল ব্যক্তিদের জন্য সুযোগ আছে। অর্থাৎ- তারা এর পূর্বেও পাথর মারতে পারবে। এ কথার সমর্থনে সহীহ সানাদে ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٢٦١٤ - [١١] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ وَكَانَ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْيَوْمَ الَّذِيْ يَكُوْنُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عِنْدَهَا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

২৬১৪-[১১] ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) কুরবানীর (আগের) রাতে উম্মু সালামাহ্ (রাঃ)-কে (মিনায়) পাঠালেন। তিনি (উম্মু সালামাহ্ (রাঃ)) ভোর হবার আগেই পাথর মারলেন। তারপর মাক্কায় পৌঁছে ত্বওয়াফে যিয়ারত (ত্বওয়াফে ইফাযাহ্) করলেন। আর সেদিনটি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর তাঁর ঘরে থাকারই দিন ছিল। (আবূ দাউদ)[৬৫১]

ব্যাখ্যা : বর্ণিত হাদীসটিতে মহিলাদের জন্য ফাজ্‌রের পূর্বে কঙ্কর নিক্ষেপ করা বৈধ প্রমাণিত হয়। কেননা, রসূলুল্লাহ (ﷺ) সেখানে প্রকাশ্য ছিলেন। আর তিনি স্বীকৃতিও দিয়েছেন। আল আমীর আল ইয়ামানী (রহঃ) বলেন : এ হাদীসটি ইবনু ‘আবাস (রাঃ)-এর পূর্বের হাদীসের সাথে বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়। আর তার সমাধান হলো : যে ব্যক্তির ওযর (কোন কারণ) থাকে তাহলে তার জন্য ফাজ্‌রের পূর্বে কঙ্কর নিক্ষেপ করা বৈধ। আর ছোট বাচ্চাদের কোন ওযর-আপত্তি ছিল না।

٢٦١٥ - [١٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: يُلَبِّي الْمُقِيْمُ أَوِ الْمُعْتَمِرُ حَتّٰى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ: وَرُوِيَ مَوْقُوْفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.

---

[৬৫০] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৯৪০, নাসায়ী ৩০৬৪, ইবনু মাজাহ ৩০২৫, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১৩৭৫৫, আহমাদ ০৮২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৮৬৯, ইরওয়া ১০৭৬।

[৬৫১] **য‘ঈফ :** আবূ দাউদ ১৯৪২, দারাকুত্বনী ২৬৮৯, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৭২৩, সুনানুল কুবরা লিল হাকিম ৯৫৭১, ইরওয়া ১০৭৭। কারণ এর সানাদে যহ্‌হাক ইবনু ‘উসমান একজন দুর্বল রাবী।

২৬১৫-[১২] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুক্বীম (মাক্কাবাসী) অথবা 'উমরাহ্‌কারী (মাক্কার বাইরে থেকে আগন্তুক) হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ না করা পর্যন্ত তালবিয়াহ্ (লাব্বায়কা) পাঠ করতে থাকবে। (আবূ দাঊদ)[৬৫২]

ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি 'উমরাহ্'র ইহরাম বেঁধেছে সে ইহরাম বাঁধা থেকে শুরু করে ত্বওয়াফ শুরু করা পর্যন্ত তালবিয়াহ্ পাঠ করবে। অতঃপর তালবিয়াহ্ পাঠ করা ছাড়বে। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তালবিয়াহ্ পাঠ বন্ধ করতেন যখন পাথর চুম্বন করতেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٦١٦ -[١٣] عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهٗ سَمِعَ الشَّرِيْدَ يَقُولُ: أَفَضْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَمَا مَسَّتْ قَدَمَاهُ الْأَرْضَ حَتّٰى أَتٰى جَمْعًا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

২৬১৬-[১৩] ইয়া'কূব ইবনু 'আসিম ইবনু 'উরওয়াহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি শারীদ (ইবনু সুওয়াইদ)-কে বলতে শুনেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে ('আরাফাহ্ হতে) রওয়ানা হয়েছি। মুযদালিফায় না পৌছা পর্যন্ত তাঁর (ﷺ-এর) পা কোথাও মাটি স্পর্শ করেনি। (আবূ দাঊদ)[৬৫৩]

ব্যাখ্যা : বর্ণিত হাদীসের সাথে বৈপরীত্য সৃষ্টি হয় যে হাদীসটি শায়খাইন, ইমাম আবূ দাঊদ ও ইমাম নাসায়ী (রহঃ) উসামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : 'রসূলুল্লাহ (ﷺ) 'আরাফাহ্ হতে ফিরে এসে শা'ব নামক স্থানে প্রসাব করলেন।

অন্য বর্ণনায় আছে যখন শা'ব নামক স্থানে আসলেন তখন সওয়ারীকে বসালেন। অতঃপর প্রসাব-পায়খানা করার পর উযূ করলেন কিন্তু পূর্ণাঙ্গ উযূ করলেন না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হালকাভাবে উযূ করলেন। আমি বললাম, সলাত? তিনি বললেন, সামনে। তারপর সওয়ার হলেন। যখন মুযদালিফায় আসলেন, নেমে উযূ করলেন এবং পরিপূর্ণ উযূ করলেন। অতঃপর সলাতের ইক্বামাত দেয়া হলো তারপর মাগরিবের সলাত আদায় করলেন।

সমাধান : শারীদ রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর 'আরাফাহ্ হতে মুযদালিফাহ্ পর্যন্ত ভ্রমণের বর্ণনা দিয়েছে যে, তিনি ঐ দূরত্ব পর্যন্ত সওয়ারী হয়েছেন কিন্তু দুই পা দিয়ে দ্রুত হাঁটেননি। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি উট থেকে নামেননি। সুতরাং কোন বৈপরীত্য নেই।

শারীদের ওপর উসামার হাদীস প্রাধান্য পাবে, কেননা উট থেকে নামার প্রমাণ রয়েছে। আর হ্যাঁ-বোধক, না-বোধকের উপর প্রাধান্য পায়। আর উসামাহ্ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে সওয়ারী হয়েছেন তিনি তাঁর সম্পর্কে বেশি ভাল জানেন কিন্তু শারীদ তাঁর উট থেকে নামা দেখেননি। এজন্য তিনি নাকচ করেছেন।

---

[৬৫২] **য'ঈফ :** আবূ দাঊদ ১৮১৭, ইরওয়া ১০৯৯। কারণ এর সানাদে ইবনু আবী লায়লা স্মৃতিশক্তিগত ত্রুটিজনিত কারণে একজন দুর্বল রাবী।

[৬৫৩] **সানাদ সহীহ :** আহমাদ ১৯৪৬৫।

Contents

٢٦١٧ ـ[١٤] وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ سَالِمٌ أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ: كَيْفَ نَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ سَالِمٌ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: صَدَقَ إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: أَفَعَلَ ذٰلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: وَهَلْ يَتَّبِعُونَ فِيْ ذٰلِكَ إِلَّا سُنَّتَهُ؟ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৬১৭-[১৪] ইবনু শিহাব (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে সালিম (রহঃ) (‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার-এর পুত্র) বলেছেন, যে বছর হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ ‘আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র-এর বিরুদ্ধে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে মাক্কায় পৌঁছেন, (আমার পিতা) ‘আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আরাফার দিনে ‘আরাফার ময়দানে আমরা হাজ্জের কাজ কিভাবে সম্পন্ন করবো? সালিমই (তাৎক্ষণিক) বলেন, আপনি যদি সুন্নাতের অনুসারী হয়ে করতে চান, তাহলে ‘আরাফার দিন সকালে শীঘ্র সলাত আদায় করবেন (যুহর ও ‘আস্‌র এক সাথে তথা যুহরের প্রথম সময়ে)। তখন (আমার পিতা) ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার বললেন, সে (সালিম) সঠিক বলেছে, কেননা সহাবীগণ সুন্নাত অনুসারে যুহর ও ‘আস্‌র একত্রে সলাত আদায় করতেন। রাবী ইবনু শিহাব বলেন, আমি সালিমকে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ ﷺ কি এটা করেছেন (অর্থাৎ- যুহর ও ‘আস্‌র একত্রে আদায় করেছেন)? তখন সালিম (রহঃ) বললেন, তাঁরা কি রসূলের সুন্নাত ব্যতীত অন্য কিছুর অনুসরণ করতেন? অর্থাৎ- করতেন না। (বুখারী)[৬৫৪]

ব্যাখ্যা : হাদীসটি ‘আরাফার ময়দানে অবস্থান করার সময় করণীয় ‘আমালের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে; যুহর ও ‘আস্‌রের সলাতকে একত্রিত করে যুহরের আও্ওয়াল (প্রথম) ওয়াক্তে পড়া। এভাবে সহাবীগণ রসূল ﷺ-এর সুন্নাহ অনুযায়ী যুহর ও ‘আস্‌রের সলাত একত্রিত করে আদায় করতেন।

খামবায় কংকর নিক্ষেপ করা : অর্থাৎ- খামবাতে কংকর নিক্ষেপ করার সময় অথবা তার হুকুম। খামবা তিনটি : প্রথম খামবা, দ্বিতীয় খামবা এবং শেষের খামবা। বলা হয়েছে যে, আদাম আলায়হিস সালাম ও ইব্‌রাহীম আলায়হিস সালাম যখন ইবলীসের সম্মুখীন হন তখন তাকে কংকর নিক্ষেপ করেন।

(٦) بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ

অধ্যায়-৬ : পাথর মারা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٦١٨ ـ[١] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْمِي عَلٰى رَاحِلَتِهٖ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّيْ لَا أَدْرِيْ لَعَلِّيْ لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِيْ هٰذِهٖ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[৬৫৪] সহীহ : বুখারী ১৬৬২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৪৫৬।

২৬১৮-[১] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাঃ)-কে কুরবানীর দিন নিজ সওয়ারীর উপর থেকে পাথর মারতে দেখেছি। তখন তিনি (সাঃ) বলেছেন, তোমরা আমার নিকট হতে হাজ্জের হুকুম-আহকাম শিখে নাও। কারণ এ হাজ্জের পর আর আমি হাজ্জ করতে পারব কিনা তা জানি না। (মুসলিম)[৬৫৫]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস প্রমাণ করে যে, বড় খামবায় কংকর নিক্ষেপ করা কুরবানীর দিন পায়ে হেঁটে কংকর নিক্ষেপ করা অপেক্ষা সওয়ারীতে বসে উত্তম। ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর নিকট মুস্তাহাব হলো সওয়ারীতে যে পৌছাবে তার সওয়ারীতে নিক্ষেপ করা আর পায়ে হেঁটে নিক্ষেপ করলেও জায়িয হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে পৌছবে সে দাঁড়িয়ে নিক্ষেপ করবে। আর এ হুকুম কুরবানীর দিবসের। পক্ষান্তরে আইয়্যামে তাশরীক্বের প্রথম দুই দিন সুন্নাত হলো তিন খামবাকে দাঁড়ানো অবস্থায় কংকর নিক্ষেপ করা। আর তৃতীয় দিন সওয়ারীতে আরোহিত অবস্থায় করে কংকর নিক্ষেপ করা।

শায়খ কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম-এর মতে উত্তম হলো পায়ে হেঁটে কংকর নিক্ষেপ করা বিনয়ের নিকটতম। বিশেষ করে বর্তমানে। কারণ সাধারণ লোক পায়ে হেঁটে কংকর নিক্ষেপ করে থাকে। তাই ভীড়ের কারণে সওয়ারীতে কংকর মারলে অন্যদের কষ্ট হবে। আর নাবী (সাঃ)-এর সওয়ারীতে বসে কংকর নিক্ষেপ করার লক্ষ্য হলো যে, লোকদেরকে দেখানো যাতে তারা তাকে একতেদা করে। বায়হাক্বীতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (সাঃ) আইয়্যামে তাশরীকে পায়ে হেঁটে কংকর নিক্ষেপ করেছেন। আর এটা বিশুদ্ধ হলে এটাই অনুসরণ করা উচিত। আর এটাকে ইমাম তিরমিযী ও অন্যান্যরা বিশুদ্ধ বলেছেন। ইবনু 'আব্দুল বার অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন যে, খলীফাদের এক জামা'আত তাঁর পরে এর উপর 'আমাল করেছেন।

উক্ত হাদীসের এ অংশ, অর্থাৎ- "তোমরা আমার থেকে হাজ্জের নিয়ম শিখে নাও" হাজ্জের বিষয়ে বড় একটা মূলনীতি। অনুরূপ রিওয়ায়াত মুসলিম ছাড়া অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যেমনিভাবে সলাতের ক্ষেত্রেও বর্ণিত হয়েছে, তোমরা সলাত আদায় কর যেমনি আমাকে সলাত আদায় করতে দেখ।

٢٦١٩ -[٢] وَعَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৬১৯-[২] উক্ত রাবী (জাবির (রাঃ)) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জাম্‌রায় খয্‌ফ-এর পাথরের মতো পাথর মারতে দেখেছি। (মুসলিম)[৬৫৬]

ব্যাখ্যা : খামবাতে যে কংকর নিক্ষেপ করতে হয় তার পরিমাপ হল : খেজুরের আঁটির মতো। অথবা পাথরের ঐ কুচি যা দুই আঙ্গুলের মধ্য করে দূরে নিক্ষেপ করা যায়।

٢٦٢٠ -[٣] وَعَنْهُ قَالَ: رَمٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَأَمَّا بَعْدَ ذٰلِكَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬২০-[৩] উক্ত রাবী (জাবির (রাঃ)) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কুরবানীর দিন সকাল বেলায় পাথর মেরেছেন, কিন্তু এর পরের দিনগুলোতে সূর্যাস্তের পর মেরেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৫৭]

[৬৫৫] সহীহ : মুসলিম ১২৯৭, আবূ দাউদ ১৯৭০, আহমাদ ১৪৪১৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৫৫২।

[৬৫৬] সহীহ : মুসলিম ১২৯৯, নাসায়ী ৩০৭৪, আহমাদ ১৪৩৬০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৫৩৬। (এ হাদীসটি **বুখারীতে** নেই)

Contents

ব্যাখ্যা : কংকর নিক্ষেপ করার সময় : কুরবানীর দিন বড় খামবায় সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবে। সময় হলো সূর্য উদয় হওয়ার পর থেকে সূর্য ঢলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত। কুরবানীর দিনের পর আইয়্যামে তাশরীকে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর তিনটি খামবায় সাতটি করে কংকর নিক্ষেপ করবে। এই মাসআলায় ইমামগণ ঐকমত্য পেশ করেছেন। ইবনু 'উমার থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন যে, আমরা সময়ের জন্য অপেক্ষা করতাম। অতঃপর যখন সূর্য ঢলে যেত তখন আমরা কংকর নিক্ষেপ করতাম।

হাফিয ইবনু হাজার আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন, এ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, সুন্নাত হলো কুরবানীর দিন ছাড়া সূর্য ঢলে যাওয়ার পর খামবাগুলোতে কংকর নিক্ষেপ করবে।

٢٦٢١ -[٤] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ انْتَهٰى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرٰى فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهٖ وَمِنًى عَنْ يَمِينِهٖ وَرَمٰى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا رَمَى الَّذِىْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬২১-[৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি জাম্‌রাতুল কুবরার (বড় জাম্‌রার) নিকট পৌঁছে বায়তুল্লাহকে বামে আর মিনাকে ডানে রেখে এর উপর সাতটি পাথর মারলেন, এতে প্রত্যেকবার '*আল্ল-হু আকবার*' বলেছেন। অতঃপর তিনি বললেন, যাঁর ওপর সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ নাযিল হয়েছে, তিনি (ﷺ)-ও এভাবে পাথর মেরেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৫৮]

ব্যাখ্যা : 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ (রাঃ)-এর উক্তি "যখন তিনি (ﷺ) বড় খামবার কাছে পৌঁছাতেন, তখন বায়তুল্লাহকে বামে ও মিনাকে ডানে করতেন।" হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, বড় খামবাতে চারটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে।

১. কুরবানীর দিন কেবলমাত্র বড় খামবাতে পাথর মারতে হয়।

২. তার নিকট বিলম্ব করা যায় না।

৩. চাশতের সময় কংকর নিক্ষেপ করা।

৪. তার নিচ থেকে কংকর নিক্ষেপ করা মুস্তাহাব?

জাম্‌রাতুল 'আকাবাহ্ বড় খামবাকে বলা হয়। আর মিনাতে নাবী (ﷺ) আনসারদের নিকট হতে হিজরতের উপর বায়'আত নিয়েছিলেন। মুস্তাহাব হলো, যে ব্যক্তি বড় খামবার নিকট দাঁড়াবে সে মাক্কাহ্‌কে বাম দিকে ও মিনাকে ডান দিকে করবে আর তার চেহারাকে খামবার দিকে করবে।

٢٦٢٢ -[٥] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «الِاسْتِجْمَارُ تَوٌّ وَرَمْيُ الْجِمَارِ تَوٌّ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوٌّ وَالطَّوَافُ تَوٌّ وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوٍّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৬২২-[৫] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইস্তিঞ্জার ঢেলা নিতে হয় বেজোড়, জাম্‌রায় পাথর মারা বেজোড়, সাফা মারওয়ায় সা'ঈ বেজোড় এবং ত্বওয়াফ করতে হয় বেজোড়। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি সুগন্ধি ধোঁয়া গ্রহণ করে সেও যেন বেজোড় লাগায়। (মুসলিম)[৬৫৯]

---

[৬৫৭] সহীহ : মুসলিম ১২৯৯, নাসায়ী ৩০৬৩, দারাকুত্বনী ২৬৮২।

[৬৫৮] সহীহ : বুখারী ১৭৪৮, মুসলিম ১২৯৬, আবূ দাউদ ১৯৭৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৫৪৮।

[৬৫৯] সহীহ : মুসলিম ১৩০০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৩২১, সহীহ আল জামি' ২৭৭২।

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস হতে প্রমাণিত হয় যে, ইস্তিঞ্জার মধ্যে ঢেলা বেজোড় নিবে। খামবাতে বেজোড় কংকর নিক্ষেপ করবে। সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে সাঈ বেজোড় করবে। ত্বওয়াফও বেজোড় করবে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٦٢٣ - [٦] عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْمِي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلٰى نَاقَةٍ صَهْبَاءَ لَيْسَ ضَرْبٌ وَلَا طَرْدٌ وَلَيْسَ قِيلُ: إِلَيْكَ إِلَيْكَ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ.

২৬২৩-[৬] কুদামাহ্ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্মার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে কুরবানীর দিন একটি লাল-সাদা মিশ্রিত রংয়ের উষ্ট্রীর উপর চড়ে জাম্‌রায় পাথর মারতে দেখেছি। সেখানে কাউকে আঘাত করা ব্যতীত, হাঁকানো ব্যতীত এবং 'সরে যাও সরে যাও' শব্দ ব্যতীত (পাথর মেরেছেন)। (শাফি'ঈ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ ও দারিমী)[৬৬০]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস প্রমাণ করে যে, সওয়ারীতে আরোহণ করে কংকর নিক্ষেপ করা জায়িয এবং কংকর নিক্ষেপের সময় কাউকে দূরে সরানো বা কষ্ট দেয়া জায়িয নয়। আর হাদীসটি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রত্যেক কাজে বিনয়ী হওয়া প্রমাণ করে। আরো প্রমাণ করে, কুরবানীর দিন সওয়ারীতে আরোহণ করে কংকর নিক্ষেপ করা জায়িয।

٢٦٢٤ - [٧] وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللّٰهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

২৬২৪-[৭] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ﷺ) বলেছেন : (জাম্‌রায়) পাথর মারা ও সাফা মারওয়ার মধ্যে সা'ঈ করা আল্লাহ যিক্‌র কায়িম করার জন্যই প্রবর্তিত হয়েছে। (তিরমিযী ও দারিমী; ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ)[৬৬১]

ব্যাখ্যা : কংকর নিক্ষেপ করা এবং সাফা ও মারওয়া সা'ঈ করা নির্ধারণ করা হয়েছে আল্লাহর যিক্‌র কায়িম করার জন্য। মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন : এ সকল বারাকাতময় স্থানে আল্লাহর স্মরণ করা আর গাফেল হওয়ার থেকে বেঁচে থাকার জন্য যিক্‌রকে খাস করা হয়েছে। কারণ সকল 'ইবাদাতের লক্ষ্য হলো, আল্লাহকে স্মরণ করা। খামবায় কংকর নিক্ষেপ করা আর সাফা মারওয়ার মধ্যে সা'ঈ করা সুন্নাত হয়েছে আল্লাহর স্মরণের জন্য, অর্থাৎ- 'আল্ল-হু আকবার' বলা প্রত্যেক উচ্চস্থানে আরোহণের জন্য। উল্লেখিত দু'আ সা'ঈর মধ্যে সুন্নাত। উক্ত হাদীস উৎসাহিত করছে হাজ্জের সুন্নাতসমূহ হিফাযাত করতে। যেমন : ত্বওয়াফে আল্লাহকে স্মরণ করা। আল্লাহ তা'আলা সূরাহ্ বাক্বারায় ২০৩ নং আয়াতে ইরশাদ করেন, "তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো নির্ধারিত দিনগুলোতে"।

[৬৬০] **হাসান :** নাসায়ী ৩০৬১, তিরমিযী ৯০৩, ইবনু মাজাহ ৩০৩৫, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১৩৭৪৫, আহমাদ ১৫৪১১, দারিমী ১৯৪২, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৮৭৮, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৭৭, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ৮৫৪৭, সহীহ আত্ তারগীব ১১২৫।

[৬৬১] **য'ঈফ :** তিরমিযী ৯০২, দারিমী ১৮৯৫, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৬৮৫।

٢٦٢٥ - [٨] وَعَنْهَا قَالَتْ: قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَا نَبْنِي لَكَ بِنَاءً يُظِلُّكَ بِمِنًى؟ قَالَ: «لَا مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ.

২৬২৫-[৮] উক্ত রাবী ('আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (সহাবীগণ) অনুনয় করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি আপনার জন্য মিনায় একটি বাড়ী তৈরি করে দেবো, যা সবসময় আপনাকে ছায়াদান করবে? জবাবে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, না। মিনায় সে ব্যক্তিই তাঁবু খাটাবে যে প্রথমে সেখানে আসবে। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও দারিমী)[৬৬২]

ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, মিনায় কোন খাস ঘর বানানো ঠিক নয়। সেটি একটা 'ইবাদাতের স্থান। কংকর নিক্ষেপ করার কুরবানী ও মাথা কামানোর স্থান। যদি সেখানে ঘর বানাতে অনুমতি দেয়া হত, তবে সেখানে জায়গা সংকীর্ণ হয়ে যেত।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٦٢٦ - [٩] عَنْ نَافِعٍ قَالَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وُقُوفًا طَوِيلًا يُكَبِّرُ اللهَ وَيُسَبِّحُهُ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُو اللهَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ. رَوَاهُ مَالِكٌ

২৬২৬-[৯] নাফি' (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা প্রথম দুই জামরায় দীর্ঘ সময় অবস্থান করতেন এবং *আল্ল-হু আকবার, সুব্হা-নাল্ল-হ* ও *আল হাম্দুলিল্লা-হ* (অর্থাৎ- আল্লাহর মহিমা, পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করতেন) বলতেন এবং দু'আ করতেন। কিন্তু জাম্রাতুল 'আক্বাবার নিকট অবস্থান করতেন না। (মালিক)[৬৬৩]

ব্যাখ্যা : ইবনু 'উমার কংকর নিক্ষেপ করে প্রথমে দু'টি খামবার নিকটে সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ পড়ার সমান লম্বা সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন। *আল্ল-হু আকবার* বলতেন, *সুব্হা-নাল্ল-হ* বলতেন, *আলহাম্দুলিল্লা-হ* বলতেন ও দু'আ করতেন।

আর কংকর নিক্ষেপ করে বড় খামবার কাছে দাঁড়াতেন না।

'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনার শেষ দিনে ত্বওয়াফে ইফাযাহ্ করেন, সেই সময় যখন যুহর সলাত আদায় করেন। অতঃপর আবার মিনায় ফিরে যান। ইবনু 'উমার ও ইবনু মাস্'উদ হতে জানা যায় যে, তারা কংকর নিক্ষেপ করার সময় এ দু'আ পড়তেন, হে আল্লাহ! তুমি এটা হাজ্জে মাবরূর বানাও এবং গোনাহ ক্ষমা করে দাও।

---

[৬৬২] **য'ঈফ :** তিরমিযী ৮৮১, ইবনু মাজাহ ৩০০৬, দারিমী ১৯৮০, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৮৯১, মুসতাদ্রাক লিল হাকিম ১৭১৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৬০৯। কারণ এর সানাদে মুসায়কাহ্ একজন মাজহূল রাবী।

[৬৬৩] **সানাদ সহীহ :** মালিক ১৫২৮।

(٧) بَابُ الْهَدْيِ

অধ্যায়-৭ : কুরবানীর পশুর বর্ণনা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٦٢٧ - [١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِيْ صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ وَسَلَّتِ الدَّمَ عَنْهَا وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهٗ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهٖ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৬২৭-[১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) যুলহুলায়ফার যুহরের সলাত আদায় করলেন। এরপর তাঁর কুরবানীর পশু আনালেন এবং এর কুঁজের ডান দিকে ফেঁড়ে দিলেন ও এর রক্ত মুছে ফেলে গলায় দু'টি জুতার মালা পরিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি (ﷺ) তাঁর সওয়ারীতে উঠে বসলেন। তারপর (সামনে গিয়ে) বায়দাতে বাহন সোজা হয়ে দাঁড়ালে তিনি (ﷺ) হাজ্জের তালবিয়াহ্ (লাব্বায়কা) পাঠ করলেন। (মুসলিম)[৬৬৪]

ব্যাখ্যা : বিদায় হাজ্জে রসূলুল্লাহ (ﷺ) যুহরের সলাত ২ রাক্'আত যুল হুলায়ফায় আদায় করেন। অতঃপর উটনীর চিহ্ন দিলেন যাতে মানুষেরা বুঝতে পারে যে, এটা কুবরানীর পশু। সূরাহ্ আল মায়িদাহ্'য় আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ﴾ অর্থাৎ- "আল্লাহর ঘরের দিকে পাঠানো পশুকে হালাল মনে করো না।" (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ২)

(إشعار) ইশ্'আর শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো অবহিত করা। আর শারী'আতের ভাষায় উটের কুঁজের এক পাশে ছুরি বা অস্ত্র দ্বারা আহত করে রক্ত প্রবাহিত করা। যাতে লোকেরা কুরবানীর উট ও অন্য উটের মাঝে পার্থক্য করতে পারে। যাতে অন্য উটের সাথে মিশে বা হারিয়ে না যায়। আর চোরেরা এর থেকে দূরে থাকে। আর গরীবরা খেতে পারে যখন রাস্তায় যাবাহ করা হয় মৃত্যুর ভয়ে। হাদীসও প্রমাণ করে যে, ইশ্'আর করা সুন্নাত। আর এটি অধিকাংশ 'আলিমদের মত। তাদের মধ্য হতে তিন ইমাম। আর ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত যে, ইশ্'আর বিদ্'আত ও মাকরূহ। আর মুসলা তথা পশুকে শাস্তি দেয়া হলে এটি হারাম। আর রসূলুল্লাহ (ﷺ) এটি করেছিলেন মুশরিকদের উট নিতে বিরত রাখার জন্য আর তারা বিরত থাকতো না ইশ্'আর করা ছাড়া। এখানে ইমাম আবূ হানীফার মতটি সহীহ হাদীসের বিরোধী।

٢٦٢٨ - [٢] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا فَقَلَّدَهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

[৬৬৪] সহীহ : মুসলিম ১২৮৩, নাসায়ী, আহমাদ ৩১৪৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৮১৫।

২৫২৮-[২] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নাবী (ﷺ) বায়তুল্লাহর কুরবানীর পশু হিসেবে একপাল ছাগল (ভেড়া) পাঠালেন এবং এগুলোর গলায় (জুতার) মালা পরিয়ে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৬৫]

ব্যাখ্যা : একদা নাবী (ﷺ) বায়তুল্লাহর দিকে কুরবানীর জন্য ছাগলের একটি পাল প্রেরণ করেন। আর এটি ছিল বিদায়ী হাজ্জের পূর্বে। তাদের সাথে যারা মাদীনাহ্ থেকে হাজ্জে গিয়েছিল। তিনি (ﷺ) হাজ্জে যাননি। এখানে হাদীসে "একবার ছাগল প্রেরণ করেছিলেন"– এ কথা প্রমাণ করে যে, তিনি (ﷺ) অন্য সময় উট প্রেরণ করতেন। কারণ এটিই উত্তম। আর ছাগল দেয়া জায়িয আছে। আর উক্ত ছাগলের গলায় হার লটকিয়ে দেন। এটিই অধিকাংশ 'উলামাহ্গণের মত। এ বিষয়ে বিরোধিতা করেন হানাফী ও মালিকী মাযহাবগণ তারা বলেন ছাগলের হার পরিধান করা ঠিক না। কিন্তু তাদের মত হাদীসের পরিপন্থী।

٢٦٢٩ -[٣] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: ذَبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৬২৯-[৩] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) কুরবানীর দিন (মিনায়) 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর পক্ষ হতে একটি গরু কুরবানী করেছিলেন। (মুসলিম)[৬৬৬]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (ﷺ) যাবাহ করেছেন। অন্য হাদীসে নাহ্র (উট নাহ্র করেছেন) আছে। আসলে নাহ্র বলে : গর্দান ও সিনায় ছুরি নিক্ষেপ করা। আর যাবাহ বলে : হলকে বা গলায় ছুরি নিক্ষেপ করা। সুতরাং যাবাহ হলো গর্দানের রগ কেটে ফেলা। তাকমিলাতুয্ যুহর-এ আছে : যাবাহ করতে গিয়ে সম্পূর্ণ গলা কেটে ফেললে কোন অসুবিধা নেই বা তার নিচে, তার মধ্যে ও উপরে হওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। এ হাদীসটি অধিকাংশ 'উলামাহ্গণের দলীল। অর্থাৎ- গরু নাহ্র বা কুরবানী করা জায়িয গরু যাবাহ করাটা উত্তম। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেন যে, "কাজেই তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশে সলাত আদায় কর এবং কুরবানী কর।" (সূরাহ্ আল কাওসার ১০৮ : ২)

আর হাসান বিন সালিহ ও মুজাহিদ নাহ্র মুস্তাহাব বলেছেন। ইমাম মালিক বলেন, জরুরী ছাড়া উট যাবাহ করা অথবা বিনা প্রয়োজনে ছাগল নাহ্র করা হলে তার গোশ্‌ত খাওয়া জায়িয হবে না।

٢٦٣٠ -[٤] وَعَنْهُ قَالَ: نَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً فِيْ حَجَّتِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৬৩০-[৪] জাবির (রাঃ) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) নিজ হাতে তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ হতে একটি গরু কুরবানী দিয়েছিলেন। (মুসলিম)[৬৬৭]

ব্যাখ্যা : বিদায়ী হাজ্জে নাবী (ﷺ) গরু নাহ্র বা কুরবানী করেন তার স্ত্রীদের পক্ষ হতে। অন্য বর্ণনায় আছে, একটি বকরী দিয়েছিলেন। আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, 'উমরাহ্ আদায়কারী স্ত্রীদের পক্ষ হতে নাবী (ﷺ) গরু কুরবানী করেন। জাবির, 'আয়িশাহ্ ও আবূ হুরায়রার হাদীসে প্রমাণিত কুরবানী যদি উট বা গরু হয় তবে তাতে শারীক হতে পারে। এ বিষয় 'উলামাহ্গণের ইখতেলাফ আছে। ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম আহমাদ এবং অধিকাংশ 'আলিমদের মত হলো কুরবানীর মধ্যে শারীক হওয়া জায়িয। চাই কুরবানী

[৬৬৫] সহীহ : মুসলিম ১৩২১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০১৮০।
[৬৬৬] সহীহ : মুসলিম ১৩১৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০২২২।
[৬৬৭] সহীহ : মুসলিম ১৩১৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৭৭৯।

ওয়াজিব হোক বা নাফ্‌ল হোক। আর দাউদ, যাহিরী ও কিছু মালিকীদের মতে নাফ্‌ল কুরবানীতে শারীক হওয়া জায়িয আছে, ওয়াজিব কুরবানীতে জায়িয নেই। এ মত ঠিক নয় কারণ জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ফায়েদা উঠাতাম ফলে আমরা গরু যাবাহ করতাম সাতজনের পক্ষ হতে। আমরা তাতে শারীক হতাম। আর ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে কোন অবস্থাতেই কুরবানীতে শারীক হওয়া জায়িয নয়। তবে তার এ মত এখানে আলোচিত অধ্যায়ের খিলাফ। তবে তার থেকে আহমাদ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এ মত হতে ফিরে এসেছেন। আর অধিকাংশদের সাথে মত ব্যক্ত করেছেন। আর সম্ভবত ইমাম মালিক-এর নিকট এ হাদীস পৌঁছায়নি। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মত হলো সব অবস্থায় শারীক কুরবানী জায়িয। চাই ওয়াজিব হোক আর নাফ্‌ল হোক।

٢٦٣١ - [٥] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ بِيَدَيَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلَّ لَهٗ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৩১-[৫] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার নিজ হাতে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর কুরবানীর পশু উটের মালা তৈরি করেছি। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তা পশুদের গলায় পরিয়েছেন এবং এগুলোর কুঁজ ফেঁড়ে দিয়েছেন। তারপর এগুলোকে কুরবানীর পশু হিসেবে (বায়তুল্লাহয়) পাঠিয়েছেন। এতে তাঁর উপরে কোন জিনিস হারাম হয়নি, যা তাঁর জন্যে আগে হালাল করা হয়েছিল। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৬৮]

ব্যাখ্যা : 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর এ হাদীস প্রমাণ করে যে, কুরবানীর পশুর গলায় হার লটকানো জায়িয এবং ইশ্'আর করা (কুঁজের উপর রক্ত বের করে দেয়া) জায়িয। আর কুরবানীর জানোয়ার তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) নবম হিজরীতে আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব-এর কাছে মাক্কায় প্রেরণ করেন। এতে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর কিছু হারাম প্রমাণিত হয়নি। আর এ হাদীস প্রমাণ করে যে, হারামে কুরবানীর জানোয়ার প্রেরণ করা জায়িয। যদিও সে নিজে সফর না করে বা নিজে ইহরাম না পরিধান করে। আর এ হাদীস এটাও প্রমাণ করে যে, একজনের পশু অন্যজন কুরবানী দিতে পারে। আর এ হাদীস হতে ইমাম মালিক দলীল গ্রহণ করেন যে, গরু কুরবানী করা উত্তম। তবে তার এ মাযহাব অন্যদের নিকট অগ্রহণীয়।

٢٦٣٢ - [٦] وَعَنْهَا قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَهَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِيْ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِيْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৩২-[৬] উক্ত রাবী ('আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে যে পশম ছিল তা দিয়ে আমি (রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর) কুরবানীর পশুর মালা তৈরি করেছি। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাকে আমার পিতার সাথে (মাক্কায়) পাঠিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৬৯]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এ উটের রশি আমি নিজেই পাকিয়েছিলাম যা কুসুম রংয়ের পশমের ছিল। কেউ বলেছেন, লাল ছিল। আর প্রেরণের সাল ছিল নবম হিজরী, সে সনে আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মানুষকে নিয়ে হাজ্জে যান। ইবনুত্ তীন বলেন, 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ইচ্ছা করেন এর থেকে পুরা ঘটনা অথবা তিনি অনুমান করছেন এটা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর শেষ কর্ম।

---

[৬৬৮] সহীহ : বুখারী ১৬৯৬, মুসলিম ১৩২১, নাসায়ী ২৭৮৩, আহমাদ ২৪৪৯২।
[৬৬৯] সহীহ : বুখারী ১৭০৫, মুসলিম ১৩২১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০১৮৩।

٢٦٣٣ - [٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بُدْنَةً فَقَالَ: «ارْكَبْهَا». فَقَالَ: إِنَّهَا بُدْنَةٌ. قَالَ: «ارْكَبْهَا». فَقَالَ: إِنَّهَا بُدْنَةٌ. قَالَ: «ارْكَبْهَا وَيْلَكَ» فِي الثَّانِيَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৩৩-[৭] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ (ﷺ) এক ব্যক্তিকে একটি কুরবানীর উট চালিয়ে নিয়ে যেতে দেখলেন। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, এর উপর উঠে যাও। তখন লোকটি বললো, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! এটা তো কুরবানীর উট। তিনি (ﷺ) বললেন, চড়ে যাও! সে পুনরায় বললো, এটা যে কুরবানীর উট! তিনি (ﷺ) দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারে বললেন, আরে হতভাগা এর উপর চড়ে যাও। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৭০]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের মধ্যে بُدْنَةٌ (বুদ্‌নাতুন) শব্দটি উট নর-নারী উভয়ের পর ব্যবহার হয়। পরবর্তীতে এর ব্যবহার هَدْيٌ (হাদয়ুন) শব্দে বেশি হয়ে থাকে।

'আল্লামাহ্ কুসতুলানী বলেন, بُدْنَةٌ (বুদ্‌নাতুন) শব্দটি উটের নর-নারী ও গাভীর নর ও নারীকে বুঝানো হয়েছে। এ হাদীস হতে প্রমাণ হল যে, কুরবানীর জানোয়ারের উপর সওয়ার হওয়া জায়িয। আর রসূলুল্লাহ (ﷺ) লোকটিকে আদব শিক্ষা দেয়ার জন্য বলেছিলেন, "তোমার ধ্বংস হোক"। আস্‌মা'ঈ বলেন, وَيْلٌ শব্দটি ধমক এবং রহমাতের জন্যও ব্যবহার হয়। সীবুওয়াইহ বলেন, وَيْحٌ শব্দটি 'আযাব ঐ ব্যক্তির জন্য জন্য যে ধ্বংসের কাছে উপনীত হয়েছে। হাদীসে আছে যে, وَيْلٌ এটি জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। এখানে এ শব্দ দ্বারা ধমক বুঝানো হয়েছে।

٢٦٣٤ - [٨] وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتّٰى تَجِدَ ظَهْرًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৬৩৪-[৮] আবুয্ যুবায়র (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে কুরবানীর উটের উপর বসে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। জবাবে তিনি বলেছেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, কষ্ট না দিয়ে সুন্দরভাবে এর উপর আরোহণ কর যখন তুমি এর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ো যতক্ষণ না অন্য একটি সওয়ারী পাও। (মুসলিম)[৬৭১]

ব্যাখ্যা : জাবির (রাঃ)-এর এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, কুরবানীর পশুর উপর প্রয়োজনের সময় সওয়ার হওয়া জায়িয। অর্থাৎ- পশুর যাতে কোন রকম সমস্যা না হয়। আর অন্য পশু পেলে কুরবানীর পশুর উপর সওয়ার হবে না।

٢٦٣٥ - [٩] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِتَّةَ عَشَرَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ وَأَمَّرَهُ فِيهَا. فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا أُبْدِعَ عَلَيَّ مِنْهَا؟ قَالَ: «انْحَرْهَا ثُمَّ اصْبُغْ نَعْلَيْهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اجْعَلْهَا عَلٰى صَفْحَتِهَا وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[৬৭০] সহীহ : বুখারী ১৬৮৯, মুসলিম ১৩২২, নাসায়ী ২৭৯৯, ইবনু মাজাহ ৩১০৩, মুয়াত্ত্বা মালিক ১৩৯, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১৪৯২২, আহমাদ ১০৩১৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০২০৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪০১৬।

[৬৭১] সহীহ : মুসলিম ১৩২৪, আবূ দাউদ ১৭৬১, নাসায়ী ২৮০২, আহমাদ ১৪৪১৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০২০৮, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৬৬৩।

২৬৩৫-[৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ একবার (মাক্কায়) এক ব্যক্তির সাথে কুরবানী করার জন্য ১৬টি উটনী পাঠালেন এবং তাকে কুরবানী করার জন্য দায়িত্ব বুঝে দিলেন। লোকটি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! যদি পথিমধ্যে উটগুলোর কোনটি অচল হয়ে পড়ে তখন আমার করণীয় কি? উত্তরে তিনি () বললেন, যাবাহ করে দেবে। অতঃপর এর মালার জুতা দু'টি এর রক্তে রঞ্জিত করে তার কুঁজের পাশে রাখবে। তবে তুমি ও তোমার সাথীদের কেউ তা (গোশ্‌ত) খাবে না। (মুসলিম)[৬৭২]

ব্যাখ্যা : ইবনু 'আব্বাস -এর হাদীসটি মিশকাতের সকল নুসখায় এবং সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ ১৬টি উট একটি লোকের মাধ্যমে প্রেরণ করেন। লোকটি বলল, আমি তার কোনটি দুর্বল বা অসুস্থ হলে কি করবো? হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, তুমি তা নাহ্‌র করো এবং তার জুতায় (মালাদ্বয়ে) রক্ত লাগাও। অতঃপর তা তার কাঁধে লাগিয়ে দাও। আর তুমি এবং তোমার সাথীগণ যেন তা হতে খাবে না। সুতরাং হাদীসটি প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি কুরবানীর জানোয়ার হারামে প্রেরণ করবে, অতঃপর রাস্তায় যদি অসুস্থ হয়ে যায়, হালাল হওয়ার স্থানে পৌছানোর আগেই তবে তা নাহ্‌র বা কুরবানী করে দিবে। অতঃপর তার দুই জুতায় রক্ত লাগাবে আর রক্ত মাখানো জুতা কুঁজে ঝুলিয়ে দিবে– এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত হলো যে, কুরবানীর পশুর মালিক এবং তার বন্ধু-বান্ধব খেতে পারবে না, কিন্তু ফকীর-মিসকীনদের খাওয়া জায়িয আছে।

٢٦٣٦ -[١٠] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৬৩৬-[১০] জাবির হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ -এর সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধির বছর সাতজনের পক্ষ হতে একটি উট এবং সাতজনের পক্ষ হতে একটি গরু কুরবানী করেছি। (মুসলিম)[৬৭৩]

ব্যাখ্যা : জাবির -এর এ হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, উটে ও গুরুতে কুরবানীতে সাতজন শারীক হতে পারে। আর এটা জমহূর (অধিকাংশ) এর মত। দাউদ যাহিরী ও কিছু মালিকীদের মতে নাফ্‌লের ক্ষেত্রে জায়িয, ওয়াজিবের ক্ষেত্রে নয়। আর ইমাম মালিক-এর মত কোন অবস্থায় জায়িয নয়। মালিকী মাযহাবের লোকেরা এ হাদীসকে অনেক রকমের তা'বীল করেন, যা অনর্থক ঠাণ্ডা তাবিল। যে ব্যক্তি চায় সে যেন মুয়াত্ত্বার শরাহ যুরক্বানীর অধ্যয়ন করে। জাবির থেকে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, হাজ্জে ও 'উমরার মধ্যে নাবী -এর সাথে উটে আমরা সাতজন শারীক হয়েছিলাম। এক ব্যক্তি বললো, গরু ও উটে একই রকম শারীক হবো? তিনি বললেন, গরু তো উটের দলভুক্ত। মুসলিমের মধ্যে তার থেকে বর্ণিত হয়েছে, আমরা রসূলুল্লাহ -এর সাথে হাজ্জ করতে বের হয়েছিলাম, ফলে তিনি আমাদেরকে উট ও গরুতে সাতজন শারীক হতে আদেশ করলেন।

---

[৬৭২] সহীহ : মুসলিম ১৩২৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০২৪৮, আবূ দাউদ ১৭৬৩, আহমাদ ১৮৬৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪০২৪।

[৬৭৩] সহীহ : মুসলিম ১৩১৮, আবূ দাউদ ২৮০৯, তিরমিযী ৯০৪, ইবনু মাজাহ ৩১৩২, দারিমী ১৯৫৬, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৯০১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪০০৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৭৯১।

Contents

এ সকল হাদীস প্রমাণ করে যে, কুরবানীতে শারীক হওয়া জায়িয আছে। অন্য হাদীসে এসেছে যে, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ফায়েদা উঠাতাম। আমরা গরু যাবাহ করতাম সাতজনের পক্ষ থেকে এবং আমরা তাতে শারীক হতাম। সুতরাং বহু সহীহ রিওয়ায়াত প্রমাণ করছে যে, উট ও গরুতে সাতজন শারীক হতে পারবে।

٢٦٣٧-[١١] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بُدْنَتَهُ يَنْحَرُهَا قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৩৭-[১১] ইবনু 'উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত। একবার তিনি এক ব্যক্তির কাছে আসলেন। দেখলেন যে, সে তার উটকে কুরবানী করার জন্য বসিয়েছে। (এ দৃশ্য দেখে) তখন তিনি তাকে বললেন, উটকে দাঁড় করাও এবং পা বেঁধে যাবাহ করো। এটাই মুহাম্মাদ ﷺ-এর সুন্নাত। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৭৪]

ব্যাখ্যা : ইবনু 'উমার رضي الله عنه মিনাতে এক লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। সে তার উটকে বসিয়ে কুরবানী করতে উদ্ধত হয়েছে। ইবনু 'উমার رضي الله عنه তাকে বললেন যে, তা ছেড়ে দাও দাঁড় করিয়ে নাহ্‌র বা কুরবানী কর। এটিই মুহাম্মাদ ﷺ-এর সুন্নাত। সুনানে আবূ দাউদে জাবির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ﷺ ও তার সহাবীগণ উট নাহ্‌র বা কুরবানী করতেন তিন পায়ে দাঁড়ানো অবস্থায় ও বাম পা বাঁধা অবস্থায়। আর এ বিষয়টি প্রমাণ করে হারবী-এর বর্ণনায়। সেখানে আছে যে, তিনি (ﷺ) বলেছিলেন, তা নাহ্‌র বা কুরবানী কর দাঁড়নো অবস্থায়, কেননা এটা সুন্নাত। মুহাম্মাদ ﷺ-এর এ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, উট দাঁড়ানো অবস্থায় নাহ্‌র বা কুরবানী করা সুন্নাত। ইমাম বাজী বলেন, এটাই হলো ইমাম মালিক ও জমহূর (অধিকংশের) মত, হাসান বাসরী ব্যতীত। এ বিষয়ে সহীহুল বুখারীতে আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত যে, নাবী ﷺ নিজ হস্তে দাঁড়িয়ে সাতটি উট নাহ্‌র করেছিলেন। ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ, ইসহাক্ব ও ইবনু মুনযীর এটাকে মুস্তাহাব বলেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম খাত্ত্বাবী এবং রায় পন্থীগণ উভয় পন্থাকে জায়িয বলেছেন।

٢٦٣٨-[١٢] وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقُوْمَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُوْدِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيْهِ مِنْ عِنْدِنَا». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৩৮-[১২] 'আলী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে (বিদায় হাজ্জে) কুরবানীর উটগুলো দেখাশুনা করতে, তার গোশ্‌ত, চামড়া ও ঝুল (গরীবদের মাঝে) বণ্টন করে দিতে এবং কসাইকে কিছু না দিতে আদেশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমরা আমাদের নিজের কাছ থেকে তার (কসাইয়ের) পারিশ্রমিক দিবো। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৭৫]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ 'আলী رضي الله عنه-কে আদেশ করেছেন যে, তার উট যা মাক্কায় প্রেরণ করেছিলেন, যার সংখ্যা ছিল একশতটি। সেগুলোকে দেখাশুনা করা ও কুরবানী করে গোশ্‌ত ও চামড়াগুলো সদাক্বাহ্ করতে। আর তিনি (ﷺ) উটের গোশ্‌ত কসাইকে দিতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ- কুরবানীর গোশ্‌ত কাজের বিনিময়ে কসাইদেরকে দিতে নিষেধ করেছেন।

[৬৭৪] সহীহ : বুখারী ১৭১৩, মুসলিম ১৩২০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৯০৩, ইরওয়া ১১৫০।

[৬৭৫] সহীহ : বুখারী ১৭১৭, মুসলিম ১৩১৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯২৩২।

٢٦٣٩ - [١٣] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثٍ فَرَخَّصَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: «كُلُوْا وَتَزَوَّدُوْا». فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৩৯-[১৩] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কুরবানীর উটের গোশ্‌ত তিন দিনের বেশি খেতাম না। তারপর রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের অনুমতি দিয়ে বললেন, তিন দিনের বেশি সময় ধরে খেতে এবং ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিতে পারো। তাই আমরা খেলাম ও (ভবিষ্যতের জন্য) রেখে দিলাম। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৭৬]

ব্যাখ্যা : জাবির (রাঃ)-এর হাদীসের ভাষ্য হলো, প্রথম পর্যায়ে তিন দিনের বেশি কুরবানীর গোশ্‌ত খাওয়া নিষেধ ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে রসূলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়ে ছাড় দিয়ে বলেন, তোমরা খাও এবং পরবর্তীর জন্য জমা করে রাখ। এ বিষয়ে জাবির (রাঃ) ছাড়াও আরো অন্য সহাবী থেকে হাদীস রয়েছে যা এ বিষয় প্রমাণ করে যে, তিন দিনের পরেও গোশ্‌ত গচ্ছিত রাখা যায়। ক্বাযী 'ইয়ায (রহঃ) বলেন, এ হাদীসগুলো গ্রহণের ব্যাপারে 'উলামাহ্‌গণের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়েছে। একদলের বক্তব্য হল : কুরবানীর গোশ্‌ত জমা করে রাখা বা তিন দিনের পরে খাওয়া হারাম। আর এ হারামের বিধান এখন পর্যন্ত অবশিষ্ট রয়েছে। যেমনটি 'আলী এবং ইবনু 'উমার (রাঃ) বলেছেন। জমহূরের মতে, তিন দিনের পরে খাওয়া এবং পরবর্তীর জন্য জমা করে রাখা বৈধ। আর এ বিষয়ে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞাটি জাবির, বুরায়দাহ্, ইবনু মাস্‘ঊদ, ক্বাতাদাহ্ বিন নু‘মানসহ আরো অন্যান্য সহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে মানসূখ হয়ে গেছে। (ক্বাযী বলেন) আর এটি হলো হাদীসের দ্বারা হাদীস মানসূখের পর্যায়ভুক্ত। আবার কারো কারো মতে এটি মূলত মানসূখ নয় বরং হারামটি ছিল একটি বিশেষ কারণে। তাই যখন সে কারণ দূরীভূত হয়ে গেছে তখন হারামের বিধানও উঠে গেছে। সে কারণটি হল, (মাদীনায়) ইসলামের প্রাথমিক সময়ে অভাব দেখা দেয়ায় এ বিষয়ে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। অতঃপর যখন সে অবস্থার অবসান ঘটল তখন তিনি (ﷺ) তাদের তিন দিনের পরেও তা খাওয়ার এবং পরবর্তীর জন্য জমা করে রাখার নির্দেশ দিলেন। যেমনটি এ বিষয়ে মুসলিমে বর্ণিত 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর হাদীসটি সুস্পষ্ট বর্ণনা। তবে সঠিক কথা হলো জমহূরের বক্তব্য, অর্থাৎ- নিষেধাজ্ঞাটি মুত্বলাক্বভাবে (সাধারণভাবে) মানসূখ। হারাম বা কারাহাত কোনটিই অবশিষ্ট আর নেই। ফলে তিন দিনের পরেও খাওয়া এবং জমা করে রাখা বৈধ।

ইবনু কুদামাহ্ (রহঃ) বলেন, প্রায় সকল আহলে 'ইল্‌মদের ভাষ্যমতে তিন দিনের অধিক জমা করে রাখা বৈধ। তবে 'আলী এবং ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর বৈধতা দেননি। যেহেতু নাবী ﷺ এর থেকে নিষেধ করেছেন। আর আমাদের পক্ষে দলীল মুসলিমে বর্ণিত নাবী ﷺ-এর উক্তি আমি তোমাদেরকে তিনদিনের অধিক কুরবানীর গোশ্‌ত জমা রাখতে নিষেধ করেছিলাম। তবে এখন তোমরা যতদিন খুশি জমা করে রাখতে পারো। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, এ বিষয়ে সহীহ সানাদে বর্ণিত অনেক হাদীস রয়েছে। আর 'আলী এবং ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর বিষয়টি হলো তাদের নিকট রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ছাড়ের বিষয়টি পৌঁছেনি। তারা নাবী ﷺ-কে নিষেধ করতে শুনেছিলেন ফলে তারা যা শ্রবণ করেছেন তাই বর্ণনা করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) ফাতহুল বারীতে বলেন, ইমাম শাফি‘ঈ (রহঃ) বলেছেন, সম্ভবত 'আলী (রাঃ)-

[৬৭৬] **সহীহ :** বুখারী ১৭১৯, মুসলিম ১৯৭২, আহমাদ ১৪৪১২, নাসায়ী ৪৪২৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯২০৮, ইরওয়া ১১৫৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৯২৫।

এর নিকট মানসূখের বিষয়টি পৌঁছেনি। আবার অন্যরা বলেছেন, এ সম্ভবনাও রয়েছে যে, 'আলী রাঃ যে সময়ে এ কথাটি বলেছেন সে সময়ে মানুষের প্রয়োজন ছিল যেমনটি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ঘটেছিল। ইমাম ইবনু হায্‌ম এ বিষয়টিকে অকাট্য বলে বর্ণনা করেছেন। এটি কোন বছরে নিষেধ করা হয়েছিল এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, পঞ্চম হিজরীতে। আবার কেউ বলেন, নবম হিজরীতে নিষেধ করা হয়েছিল আর দশম হিজরীতে রুখসাত (ছাড়) দেয়া হয়েছিল। তবে শেষের বক্তব্যটিই সঠিক যা বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٦٤٠ـ[١٤] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهْدٰى عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِىْ هَدَايَا رَسُولِ اللهِ ﷺ جَمَلًا كَانَ لِأَبِىْ جَهْلٍ فِىْ رَأْسِه بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَفِىْ رِوَايَةٍ مِنْ ذَهَبٍ يَغِيظُ بِذٰلِكَ الْمُشْرِكِيْنَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

২৬৪০-[১৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ হুদায়বিয়ার সন্ধির বছর নিজের কুরবানীর পশুগুলোর মধ্যে আবূ জাহ্‌ল-এর একটি উটকেও কুরবানীর পশু হিসেবে মাক্কায় পাঠিয়েছিলেন। এর নাকে ছিল একটি রূপার নথ বা বলয়। অপর বর্ণনায় আছে, সোনার বলয় ছিল। এটি দ্বারা রসূলুল্লাহ ﷺ মুশরিকদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। (আবূ দাউদ)[৬৭৭]

ব্যাখ্যা : ইবনু 'আব্বাস রাঃ-এর হাদীসের ভাষ্য হলো, নাবী ﷺ হুদায়বিয়ার বছরে যে সব জন্তু হাদী হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন তার অন্তর্ভুক্ত ছিল বাদ্‌র যুদ্ধে নিহত আবূ জাহলের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে প্রাপ্ত তার পুরুষ উটটি। তিনি (ﷺ) এ জন্তুটি এজন্য প্রেরণ করেছিলেন যাতে মুশরিকরা এটা দেখে ক্রোধান্বিত হয় বা রাগান্বিত হয়। এ হাদীস থেকে হাদীর ক্ষেত্রে পুরুষ উটও যে বৈধ এর দলীল পাওয়া যায় যার বৈধতার বিষয়ে অধিকাংশ আহলে 'ইল্‌মগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ভাষ্যকার 'আল্লামাহ্ উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ) বলেন, এ বিষয়ে ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) অধ্যায় বেঁধেছেন, (بَابُ جَوَازِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثٰى فِى الْهَدَايَا) অর্থাৎ- হাদীর ক্ষেত্রে পুরুষ এবং নারী উভয় প্রাণীই বৈধ। আর ইবনু মাজাহ (রহঃ) অধ্যায় বেঁধেছেন, (بَابُ الْهَدْيِ مِنَ الْإِنَاثِ وَالذُّكُوْرِ) অর্থাৎ- নর এবং মাদী প্রাণীর হাদীর অধ্যায়। ইবনু কুদামাহ্ (রহঃ) বলেছেন, হাদীর ক্ষেত্রে নর এবং মাদী প্রাণী উভয়টিই সমান। ইবনুল মুসাইয়্যিব, 'উমার বিন 'আবদুল আযীয, মালিক, 'আত্বা, এবং শামী প্রমুখ ব্যক্তিগণ নর উট হাদী প্রেরণের বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আর ইবনু 'উমার রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি কাউকে এরূপ করতে দেখিনি। আমার নিকট পছন্দনীয় হল মাদী উট নাহ্‌র করা। তবে প্রথম মতটিই ভালো/উত্তম। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, (بدن) বুদ্‌ন তথা হাদীর জন্তুসমূহকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শন বানিয়েছি। তিনি এখানে নর বা মাদীর উল্লেখ করেননি। আর নাবী ﷺ থেকেও প্রমাণিত যে, তিনি আবূ জাহ্‌ল-এর নর উটকে হাদী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। কেননা, এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হলো গোশ্‌ত। আর নর উটের গোশ্‌ত বেশি এবং মাদীর গোশ্‌ত তাজা। ফলে দু'টি সমান।

---

[৬৭৭] হাসান : فضة শব্দ দ্বারা। আবূ দাউদ ১৭৪৯।

٢٦٤١ -[١٥] وَعَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ؟ قَالَ: «انْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِيْ دَمِهَا ثُمَّ خَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا فَيَأْكُلُوْنَهَا». رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

২৬৪১-[১৫] নাজিয়াহ্ আল খুযা'ঈ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! যে কুরবানীর পশু পথে অচল ও অপারগ হয়ে পড়বে, তার ক্ষেত্রে আমি কি করবো? জবাবে তিনি (ﷺ) বললেন, একে কুরবানী করে ফেলবে। তবে তার মালার জুতা এর রক্তে ডুবিয়ে (কুঁজের পাশে রেখে) দিবে। অতঃপর এ কুরবানী করা পশুকে মানুষের মাঝে রেখে যাবে। (গরীবেরা) লোকেরা তা খাবে। (মালিক, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[৬৭৮]

٢٦٤٢ -[١٦] وَرَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ عَنْ نَاجِيَةَ الْأَسْلَمِيِّ.

২৬৪২-[১৬] আবূ দাঊদ ও দারিমী (রহঃ) নাজিয়াহ্ আল আস্‌লামী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।[৬৭৯]

ব্যাখ্যা : হাদীসের ভাষ্য হলো সহাবী রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে প্রশ্ন করলেন হাদীর যে প্রাণী ধ্বংসের উপক্রম হয়েছে সেটি আমি কি করব? তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি তাকে নাহ্‌র কর, অতঃপর তার গলায় ঝুলানো জুতাটা রক্তে ডুবিয়ে তা মানুষের মাঝে রেখে দাও, তারা তা খেয়ে ফেলুক। ভাষ্যকার 'উবায়দুল্লাহ (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীসের (الذين يتبعون القافلة) দ্বারা উদ্দেশ্য কি তা নিয়ে মতভেদ আছে। ইমাম মালিক-এর মতে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য বন্ধুশ্রেণী ও অন্যান্যদের মধ্য হতে যারা ধনী এবং গরীব। হানাফীদের মতে, এর দ্বারা শুধু দরিদ্ররা উদ্দেশ্য চাই তারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু হোক বা অন্যদের থেকে হোক। আর শাফি'ঈ ও হাম্বালীদের মতে, এর দ্বারা দরিদ্ররাই উদ্দেশ্য, তবে তারা হাদীর মালিকের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না আর এ মতটিই আমাদের নিকট প্রণিধানযোগ্য। যেহেতু ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসে এসেছে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : তার থেকে তুমি এবং তোমার বন্ধুরা খাবে না।

٢٦٤٣ -[١٧] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ». قَالَ ثَوْرٌ: وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِيْ. قَالَ: وَقُرِّبَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ بُدُنَاتٌ خَمْسٌ أَوْ سِتٌّ فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ قَالَ: فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا. قَالَ فَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ خَفِيَّةٍ لَمْ أَفْهَمْهَا فَقُلْتُ: مَا قَالَ؟ قَالَ: «مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَذَكَرَ حَدِيْثَا ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ فِيْ بَابِ الْأُضْحِيَّةِ.

২৬৪৩-[১৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু কুর্‌ত্ব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন। নাবী (ﷺ) বলেছেন : অবশ্যই কুরবানীর দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মহান দিন। অতঃপর 'ক্বার্'-এর দিন। সাওর বলেন, তা কুরবানীর দ্বিতীয় দিন। রাবী ('আবদুল্লাহ) বলেন, (ঐ দিনে) পাঁচ বা ছয়টি উট রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট পেশ করা হলো। আর উটগুলো নিজেদেরকে তাঁর নিকট এজন্য পেশ করতে লাগল যে, তিনি (ﷺ) আগে কোন্‌টি কুরবানী করবেন। রাবী ('আবদুল্লাহ) বলেন, উটগুলো যখন মাটিতে শুইয়ে গেলো,

[৬৭৮] **সহীহ :** তিরমিযী ৯১০, ইবনু মাজাহ ৩১০৬, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১৫৩৪২, আহমাদ ১৮৯৪৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪০২৩।
[৬৭৯] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ১৭৬২, দারিমী ১৯০৯, ১৯১০।

তখন তিনি (ﷺ) নিম্নস্বরে একটা কথা বললেন যা আমরা বুঝতে পারলাম না। আমি নিকটস্থ একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি (ﷺ) কি বললেন? সে ব্যক্তি বললো, তিনি (ﷺ) বলেছেন, যার ইচ্ছা হয় তা কেটে নিতে পারে। [আবূ দাউদ; এ ব্যাপারে ইবনু 'আব্বাস ও জাবির (রাঃ) বর্ণিত দু'টি হাদীস বাবুল উযহিয়্যাহ্ বা কুরবানীর অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে][৬৮০]

ব্যাখ্যা : হাদীসের ভাষ্য হলো, নাবী ﷺ বলছেন : আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে মহান দিন হল কুরবানীর দিন। তবে এ হাদীসটি অন্যান্য সহীহ হাদীসে বর্ণিত 'আরাফার দিনের শ্রেষ্ঠত্বের যে বিষয়টি এসেছে তার বিপরীত নয়, ফলে (إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ) দ্বারা উদ্দেশ্য হবে কুরবানী এবং তাশরীকের দিনসমূহ। কেননা দিনের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি আপেক্ষিক এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে হয়। তাছাড়া সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম দিন রমাযানের শেষ দশক। কুরবানীর প্রথম দিন শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ হলো সেটি সবচেয়ে বড় ঈদের দিন এবং এ দিনে হাজ্জের সবচেয়ে বড় কর্মগুলো সম্পাদিত হয়। এমনকি আল্লাহ তা'আলা এটি সবচেয়ে বড় হাজ্জের দিন বলে অবহিত করেছেন।

হাদীসের শেষাংশে উটগুলোর নাহ্‌র হওয়ার জন্য রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটবর্তী হওয়ার যে বর্ণনা এসেছে তা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুস্পষ্ট মু'জিযার অন্তর্ভুক্ত। খাত্ত্বাবী (রহঃ) বলেছেন, এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, জনসাধারণকে হিবা করা বৈধ।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٦٤٤-[١٨] عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مَنْ ضَحّٰى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِيْ بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ». فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِيْ؟ قَالَ: «كُلُوْا وَأَطْعِمُوْا وَادَّخِرُوْا فَإِنَّ ذٰلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِيْنُوْا فِيهِمْ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৪৪-[১৮] সালামাহ্ ইবনুল আক্ওয়া' (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি কুরবানী করে, তৃতীয় দিনের পর সকালেও যেন তার ঘরে কুরবানীর গোশ্‌তের কিয়দংশও অবশিষ্ট না থাকে। রাবী (সালামাহ্) বলেন, পরবর্তী বছর আসলে সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা গত বছর যা করেছি এ বছরও কি সেভাবে করবো? তিনি (ﷺ) বললেন, না; তোমরা খাও, অন্যদেরকেও খাওয়াও এবং (যদি ইচ্ছা কর তবে) জমা করে রেখো। কারণ গত বছর তো মানুষ অভাব-অনটনের মধ্যে ছিল। আর তাই আমি চেয়েছিলাম, তোমরা তাদের সাহায্য করো। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৮১]

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ মানুষদের তিন দিনের বেশি কুরবানীর গোশ্‌ত জমা করে রাখতে নিষেধ করেছেন, কারণ সে বছর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়ায় মাদীনার আশেপাশের গ্রাম্য লোকেরা মাদীনায় এসে আশ্রয় নিলে তিনি তাদেরকে সহযোগিতার উদ্দেশে এ আদেশ দিলেন। পরবর্তী বছর মানুষেরা এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলে

[৬৮০] সহীহ : আবূ দাউদ ১৭৬৫, আহমাদ ১৯০৭৫, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৯১৭, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ৭৫২২, ইরওয়া ১৯৫৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০২৩৯।

[৬৮১] সহীহ : বুখারী ৫৫৬৯, মুসলিম ১৯৪৭, ইরওয়া ১১৫৬।

Contents

তিনি (ﷺ) উত্তরে বললেন, সে হুকুম দুর্ভিক্ষের কারণে ছিল বরং তোমরা নিজেরা খাও, অপরকে খাওয়াও এবং পরবর্তীর জন্য জমা করে রাখ। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি (كُلُوْا) (তোমরা খাও) টি আম্‌রের (আদেশসূচক) বাক্য। হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) বলেন, যারা বলেন যে কুরবানীর গোশ্‌ত থেকে খাওয়া আবশ্যক তারা এটিকে নিজেদের দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছে। তবে এতে তাদের পক্ষের দলীল নেই। কারণ যখন আম্‌রের সীগাহ্ হায্‌র বা নিষেধসূচক বাক্যের পরে আসবে তখন তা মুবাহের অর্থ দিবে। ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, কুরবানীর গোশ্‌ত থেকে খাওয়া মুস্তাহাব। আর জমহূর 'আলিমগণ এ 'আমালটিকে মানদূব বা মুবাহের অর্থে গ্রহণ করেছেন।

খাত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন, মুত্বলাক্ব হাদীসসমূহ প্রমাণ করে যে, কুরবানীর গোশ্‌ত খাওয়ার পরিমাণের ক্ষেত্রে কোন সীমাবদ্ধতা নেই। আর কুরবানী দাতার জন্য কুরবানীর মাংসের কিছু অংশ খাওয়া আর বাকীটুকু সদাক্বাহ্ এবং হাদিয়্যাহ্ করা মুস্তাহাব।

ইমাম শাফি'ঈর বর্ণনা হলো কুরবানীর গোশ্‌তকে তিন ভাগে বিভক্ত করা মুস্তাহাব। যেহেতু রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা নিজেরা খাও, অপরকে খাওয়াও আর সদাক্বাহ্ কর। ইবনু 'আবদুল বার (রহঃ) বলেছেন, ইমাম শাফি'ঈ ছাড়া অন্যরা বলতেন অর্ধেক নিজে খাওয়া আর বাকী অর্ধেক অপরকে খাওয়ানো মুস্তাহাব। ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, জমহূরের মত হলো কুরবানীর গোশ্‌ত থেকে খাওয়া আবশ্যক নয়। এ ক্ষেত্রে আদেশটি অনুমতির জন্য। আর তার থেকে সদাক্বাহ্ করার বিষয়ে সঠিক বক্তব্য হলো যতটুকু করলে সদাক্বাহ্ বুঝাবে ততটুকু করা আবশ্যক। তবে বেশি অংশ সদাক্বাহ্ করাই উত্তম। ইবনু হায্‌ম (রহঃ) তার 'মুহাল্লা' নামক গ্রন্থে বলেন, প্রত্যেক কুরবানীদাতার ওপর আবশ্যক হলো, সে তার কুরবানীর গোশ্‌ত হতে এক লোকমা হলেও খাবে এবং কম হোক বা বেশি হোক সদাক্বাহ্ করবে। তবে তার থেকে ধনী, কাফিরদের খাওয়ানো এবং উপঢৌকন দেয়া মুবাহ।

ইবনু কুদামাহ্ (রহঃ) তাঁর "আল মুগনী" নামক গ্রন্থে বলেন, ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেছেন, আমরা 'আবদুল্লাহ বিন মাস্‌'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীসকে গ্রহণ করব। যেখানে বর্ণিত আছে কুরবানীদাতা এক তৃতীয়াংশ খাবে। এক তৃতীয়াংশ যাকে খুশি খাওয়াবে, আর এক তৃতীয়াংশ মিসকীনদের সদাক্বাহ্ করবে। 'আল্‌ক্বমাহ্ (রহঃ) বলেন, 'আবদুল্লাহ বিন মাস্‌'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু আমাকে একটি হাদীয়াহ দিয়ে প্রেরণ করে বললেন, যেন আমি এক তৃতীয়াংশ খাই, এক তৃতীয়াংশ তার ভাই 'উত্‌বাহ্'র পরিবারে প্রেরণ করি আর বাকী এক-তৃতীয়াংশ সদাক্বাহ্ করি। ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : কুরবানী এবং হাদীর গোশ্‌তের এক তৃতীয়াংশ তোমার, এক তৃতীয়াংশ তোমার পরিবারের আর এক তৃতীয়াংশ মিসকীনদের। আদ্ দুররুল মুখতারের লেখক বলেন, কুরবানীর গোশ্‌ত থেকে খাবে, ধনীদের খাওয়াবে এবং জমা করে রাখবে তবে সদাক্বাহ্ এক-তৃতীয়াংশের কম না হওয়ায় ভাল।

ভাষ্যকার 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ) বলেন, 'উলামাহ্গণ ﴿فَكُلُوْا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ﴾ (সূরাহ্ আল হাজ্জ ২২ : ২৮) আয়াতে খাওয়ার যে আদেশ দেয়া হয়েছে তার হুকুম নিয়ে মতবিরোধ করেছেন যে, তা ওয়াজিব না মুস্তাহাব। জমহূরের মতে, আয়াতদ্বয়ে 'আম্‌র বা খাওয়ার আদেশ দ্বারা উদ্দেশ্য মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। ইবনু কাসীর, ইবনু জারীর এবং কুরতুবী (রহঃ) সকলেই তাদের তাফসীরে আয়াতদ্বয়ের আম্‌রের দ্বারা মুস্তাহাব উদ্দেশ্য এই তাফসীর করেছেন। ইবনু কাসীর (রহঃ) বলেন, খাওয়া আবশ্যক এ বক্তব্যটি বিরল।

٢٦٤٥ -[١٩] وَعَنْ نُبَيْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَا عَنْ لُحُوْمِهَا أَنْ تَأْكُلُوْهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ لِكَيْ تَسَعَكُمْ. جَاءَ اللهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوْا وَادَّخِرُوْا وَاتَّجِرُوْا. أَلَا وَإِنَّ هٰذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

২৬৪৫-[১৯] নুবায়শাহ্ আল হুযালী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (বিগত বছর) আমি তোমাদেরকে তিন দিনের বেশি কুরবানীর গোশ্‌ত রেখে খেতে নিষেধ করেছিলাম যাতে তোমাদের সকলকে শামিল করে। এ বছর আল্লাহ তা'আলা স্বচ্ছলতা দান করেছেন। সুতরাং এ বছর তোমরা খাও ও জমা রাখো এবং (দান করে) সাওয়াব হাসিল করো। তবে জেনে রাখো, (ঈদের) এ দিনগুলো হলো খাবার দাবার ও আল্লাহর যিক্‌রের দিন। (আবূ দাউদ)[৬৮২]

ব্যাখ্যা : হাদীসের বক্তব্য হলো রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাদেরকে কুরবানী গোশ্‌ত তিন দিনের অধিক খেতে নিষেধ করা হয়েছিল যাতে যারা কুরবানী দিয়েছে আর যারা দিতে পারেনি সকলেই এর গোশ্‌ত পায়। আল্লাহ তা'আলা এখন প্রশস্ততা দিয়েছেন তাই তোমরা তা খাও, জমা করে রাখ এবং সদাক্বাহ্ করার মাধ্যমে সাওয়াব অন্বেষণ কর, অর্থাৎ- সদাক্বাহ্ কর। জেনে রাখ, তাশরীক্বের দিনসমূহ (যিলহাজ্জ মাসের ১১, ১২ ও ১৩) খাওয়া, পান করা এবং আল্লাহর স্মরণের দিন। তাই এ দিনসমূহে সিয়াম পালন করা বৈধ নয়। এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে 'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষেরা আল্লাহর সাক্ষাতের জন্য আগমন করে এবং তারা এ দিনসমূহে তার আতিথেয়তায় থাকে। আর কোন মেহমানের জন্য মেজবানের অনুমতি ব্যতীত সিয়াম পালন করা ঠিক নয়। ইমাম বায়হাক্বী আসারটি মাক্ববুল সানাদে বর্ণনা করেছেন। অন্য একদল লোকেরা বলেছেন, এর রহস্য হলো আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে তার গৃহ পরিদর্শনের আহ্বান জানালেন, তারা তার ডাকে সাড়া দিল এবং প্রত্যেকে তার সাধ্যানুপাতে হাদী নিয়ে এসে সেগুলো কুরবানী করলে তিনি তাদের সে কুরবানী কবূল করে তাদের জন্য তিন দিনের আতিথেয়তা বরাদ্দ করলেন যে দিনগুলোতে তারা খাবে এবং পান করবে। আর রাজা বাদশাদের নিয়ম হলো তারা যখন অতিথিয়তা করে তখন গৃহের অভ্যন্তরের লোকদের যেমন খাওয়ায় তেমনভাবে দ্বারে দণ্ডায়মান লোকদেরও ভক্ষণ করায়। কা'বাহ্ হল গৃহ আর সমগ্র বিশ্বের প্রান্তগুলো গৃহের দ্বার। ফলে আল্লাহ তা'আলা তার আতিথেয়তায় সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে এ দিনগুলোর সিয়াম পালনে বারণ করেছেন। 'আল্লামাহ্ যুরক্বানী বলেন, এখানে রসূলুল্লাহ ﷺ খাদ্য পানীয়ের পরে আল্লাহর যিক্‌রের বিষয়টি নিয়ে এসেছেন এজন্য যে, যাতে বান্দারা নিজেদের অংশ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আল্লাহর হাক্ব ভুলে না যায়।

ইমাম খাত্ত্বাবী (রহঃ) বলেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি (أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ) প্রমাণ করে যে, তাশরীকের দিনসমূহে সিয়াম পালন করা ঠিক নয়। কারণ তিনি এ দিনসমূহকে চিহ্নিত করেছেন খাওয়া এবং পান করার দ্বারা যেমনিভাবে ঈদের দিনকে সিয়াম ভঙ্গের দ্বারা চিহ্নিত করেছেন এবং সেদিন সিয়াম পালন বৈধতা দেননি। ঠিক অনুরূপ তাশরীকের দিনসমূহ সিয়াম পালন বৈধ নয়। চাই তা নাফ্‌ল সিয়াম হোক বা মানতের সিয়াম হোক বা তামাত্তু' হাজ্জকারীর সিয়াম হোক।

---

[৬৮২] সহীহ : আবূ দাউদ ২৮১৩, আহমাদ ২০৭২৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯২১৯, সহীহাহ্ ১৭১৩, সহীহ আল জামি' ২২৮৪।

(٨) بَابُ الْحَلْقِ

অধ্যায়-৮ : মাথার চুল মুণ্ডন করার প্রসঙ্গে

এ অধ্যায়ে ছয়টি বিষয়ের আলোচনা রয়েছে ইমাম বাজী মুয়াত্ত্বার ব্যাখ্যায় যার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

প্রথমত حَلْقٌ (হাল্ক্ব) বা মাথা মুণ্ডানোর হুকুম। দ্বিতীয়ত এর নিয়মাবলী। তৃতীয়ত এর স্থান। চতুর্থত এর সময়। পঞ্চমত এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী। ষষ্ঠত এটি কি নুসুক্ব (বিধানাবলী) না ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়া।

'আয়নী (রহঃ) বলেন, আমাদের শায়খ যায়নুদ্দীন আল 'ইরাক্বী তিরমিযীর ব্যাখ্যায় বলেছেন, হাল্ক্ব বা মাথা মুণ্ডানো হলো হাজ্জের একটি অন্যতম কাজ। ইমাম নাবাবী (রহঃ) এটিই বলেছেন। এটিই অধিকাংশ আহলে 'ইল্মের মত এবং ইমাম শাফি'ঈর সঠিক অভিমত। তবে এ বিষয়ে পাঁচ ধরনের বক্তব্য রয়েছে যার মধ্যে সবচেয়ে সঠিক বক্তব্য হলো এটি হাজ্জ এবং 'উমরার একটি রুকন যা ব্যতীত হাজ্জ এবং 'উমরাহ্ বিশুদ্ধ হবে না।

সহীহ মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, আমাদের প্রসিদ্ধ অভিমত হলো হাল্ক্ব (মাথা মুণ্ডানো) বা ক্বসর (চুল খাটো করা) হাজ্জের এবং 'উমরার কাজ এবং উভয়ের রুকনসমূহের মাঝে একটি অন্যতম রুকন যা ব্যতীত হাজ্জ এবং 'উমরাহ্ সম্পূর্ণ হবে না। সকল 'উলামাহ্ এ অভিমতই ব্যক্ত করেছেন।

ইমাম বুখারী (রহঃ) সহীহুল বুখারীতে অধ্যায় রচনা করেছেন, (بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيْرِ عِنْدَ الْإِحْلَالِ) (ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়ার সময় মাথা মুণ্ডানো এবং মাথার চুল খাটো করা) ইবনু মুনযীর তার হাশিয়াতে বলেছেন, ইমাম বুখারী এ অধ্যায় রচনার দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, মাথা মুণ্ডানো নুসুক্ব বা হাজ্জের এবং 'উমরার কাজ। যেমন ইমাম বুখারী (রহঃ) এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ মাথা মুণ্ডনকারীর জন্য যে দু'আ করেছেন তার দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। দু'আ তো সাওয়াবের ইঙ্গিতবাহী। আর 'ইবাদাতের জন্য সাওয়াব পাওয়া যায় মুবাহ কাজের জন্য নয়। অনুরূপ তার হাল্ক্বকে তাক্বসীরের উপর প্রাধান্য দানটি এ বিষয়ের ইঙ্গিতবাহী। কেননা মুবাহ কর্মের একটির উপর অপরটিকে প্রাধান্য দেয়া হয় না।

হাল্ক্ব তথা মাথা মুণ্ডানো যে নুসুক্ব তথা হাজ্জ এবং 'উমরার একটি অত্যাবশ্যকীয় কর্ম এটি জমহূরের বক্তব্য। এ বিষয়ে তারা কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে বেশ কিছু দলীল প্রদান করে এর প্রমাণ করেছেন যে, তা নুসুক্ব।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٦٤٦ - [١] عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَلَقَ رَأْسَهُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِه وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৪৬-[১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং তাঁর কিছু সহাবী বিদায় হাজ্জে মাথা মুণ্ডন করেছিলেন। আবার (সহাবীগণের) কেউ কেউ মাথার চুল ছেটে (ছোট করে) ছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৮৩]

ব্যাখ্যা : হাদীসের ভাষ্য হলো বিদায় হাজ্জে তার মাথা মুণ্ডিয়েছেন এবং তার কিছু সহাবীও প্রথমত তার অনুসরণ করণার্থে, দ্বিতীয়ত তিনি মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য দুইবার বা তিনবার যে দু'আ করেছেন সে দু'আর বারাকাত লাভের উদ্দেশে মাথা মুণ্ডন করেছেন। আর কতিপয় সহাবী তিনি মাথার চুল খাটো করার যে ছাড় দিয়েছেন তা গ্রহণার্থে মাথার চুল ছোট করেছেন। যেহেতু তিনি শেষের বার যারা মাথার চুল ছোট করে তাদের জন্যও দু'আ করেছেন। যে সহাবী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাথা মুণ্ডিয়ে দিয়েছিলেন সঠিক মতানুসারে তিনি হলেন মা'মার বিন 'আবদুল্লাহ বিন নায্লাহ্ (রাঃ)। আর যিনি হুদায়বিয়ার সময় তার মাথা মুণ্ডিয়ে ছিলেন তিনি হলেন খারাশ বিন উমাইয়্যাহ্ আল খুযা'ঈ (রাঃ)।

٢٦٤٧ - [٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ لِيْ مُعَاوِيَةُ: إِنِّيْ قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৪৭-[২] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আবিয়াহ্ (রাঃ) আমাকে বলেছেন, আমি মারওয়ার কাছে কাঁচি দিয়ে নাবী (সাঃ)-এর মাথার চুল ছেঁটেছি। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৮৪]

ব্যাখ্যা : হাদীসের ভাষ্য হলো মু'আবিয়াহ্ (রাঃ) ইবুন 'আব্বাস (রাঃ)-কে বললেন যে, তিনি মারওয়াতে কাঁচি দ্বারা নাবী (সাঃ)-এর চুল ছোট করে দিয়েছেন। এ হাদীস দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তিগণ দলীল পেশ করেছেন যারা মাথা মুণ্ডানোর ন্যায় মাথার কিছু চুল ছোট করাকে যথেষ্ট মনে করেন। কেননা, (قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسٍ) বাহ্যিকভাবে কিছু অর্থ বোঝাচ্ছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো চুল ছোট করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি না করা এমনভাবে যাতে চুলের গোড়া পর্যন্ত কেটে নেয়া হয়। এটি উদ্দেশ্য নয় যে, মাথার কিছু অংশ কেটে এবং কিছু অংশ ছেড়ে দিলেই যথেষ্ট হবে।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চুল শুধুমাত্র ছোট করাও বৈধ যদিও মাথা মুণ্ডানো উত্তম। আর এ ক্ষেত্রে হাজ্জ এবং 'উমরাহ্ পালনকারী উভয়েই সমান। তবে তামাত্তু' হাজ্জ পালনকারীর জন্য মুস্তাহাব হল 'উমরাতে মাথার চুল ছোট করা আর হাজ্জে মাথা মুণ্ডানো যাতে হাজ্জ মাথা মুণ্ডানোটা দু'টি 'ইবাদাতের মধ্যে যেটি পূর্ণাঙ্গ সেটির ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়। 'উমরাহ্ পালনকারী মারওয়াতে তার মাথার চুল ছোট করবে বা মাথা মুণ্ডাবে যেহেতু সেটি তার হালাল হওয়ার স্থান। আর হাজ্জ পালনকারী মিনা প্রান্তরে তার মাথা মুণ্ডাবে বা মাথার চুল ছোট করবে। যেহেতু সেটি তার হালাল হওয়ার স্থান। অতঃপর এ হাদীসে একটি জটিলতা রয়েছে যে, মু'আবিয়াহ্ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চুল ছোট করেছেন মর্মে যে সংবাদ দিয়েছেন তা হাজ্জে ছিল, না 'উমরায় ছিল। কারণ হাজ্জে মাথা মুণ্ডানো বা মাথার চুল ছোট করা হয়, মিনায় মারওয়ায় নয়। তাহলে তা ছিল 'উমরায়। তবে তা কোন্ 'উমরায় ছিল এ নিয়ে মুহাদ্দিসগণ মতবিরোধ করেছেন এবং প্রত্যেকে তার বক্তব্যের পিছনে দলীল দিয়েছেন। তবে সঠিক বক্তব্য হলো তা ছিল 'উমরাতুল জি'রানাহ্-তে যেমনটি ইমাম নাবাবী, ইমাম ত্বাবারী ও ইমাম ইবনুল ক্বইয়্যিম (রহঃ) বলেছেন।

---

[৬৮৩] সহীহ : বুখারী ৪৪১১, মুসলিম ১৩০১, তিরমিযী ৯১৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৫৭৭।

[৬৮৪] সহীহ : বুখারী ১৭৩০, মুসলিম ১২৪৬, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ৬৯৪।

Contents

٢٦٤٨ ـ [٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ». قَالُوْا: وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: «اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ». قَالُوْا: وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِيْنَ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৪৮-[৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিদায় হাজ্জে বলেছেন : হে আল্লাহ! যারা মাথার চুল মুণ্ডিয়েছে তাদের ওপর তুমি রহমাত করো। সহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল (সাঃ)! মাথা ছেঁটেছে যারা তাদের প্রতিও। তিনি (সাঃ) বলেন, হে আল্লাহ! যারা মাথার চুল মুণ্ডিয়েছে তাদের প্রতি তুমি রহমাত বর্ষণ করো। সহাবীগণ করলেন, হে আল্লাহর রসূল! যারা মাতা ছেঁটেছে তাদের প্রতিও। এবার তৃতীয়বার তিনি (সাঃ) বললেন, যারা মাথা ছেঁটেছে তাদের প্রতিও। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৮৫]

ব্যাখ্যা : হাদীসের ভাষ্য হলো রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিদায় হাজ্জে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি মাথা মুণ্ডনকারীদের প্রতি করুণা করুন। সহাবীদের আরযের প্রেক্ষিতে তিনি তৃতীয় বা চতুর্থবার বললেন, মাথার চুল ছোটকারীদের প্রতিও করুণা করুন। কোন সময় নাবী (সাঃ) দু'আ করেছেন বিদায় হাজ্জে নাকি হুদায়বিয়ায় এ নিয়ে 'উলামাগণ মতবিরোধ করেছেন। যেহেতু এ বিষয়ে বর্ণিত বর্ণনাগুলোর মাঝে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে। ইমাম ইবনু 'আবদুল বার (রহঃ) বলেছেন, এটি হুদায়বিয়ার সময় হয়েছে। ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেছেন, বিশুদ্ধ বহুল প্রচলিত বক্তব্য হলো এটি বিদায় হাজ্জে ছিল। ক্বাযী 'ইয়ায বলেন, এটি খুব দূরবর্তী বক্তব্য নয় যে, নাবী (সাঃ) এটি উভয় স্থানেই বলেছেন। এ মতভেদের কারণ হলো, এক্ষেত্রে যে বর্ণনাগুলো এসেছে তার কিছুতে বিদায় হাজ্জের কথা এসেছে আর কিছুতে হুদায়বিয়ার কথা এসেছে। ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) বলেন, উভয় স্থানে বলেছেন এ বক্তব্যটি সুনির্দিষ্ট। তবে উভয় স্থানে বলার কারণটি ভিন্ন। হুদায়বিয়ায় এ দু'আ করেছেন, কারণ কাফিররা রসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং সহাবীদের মাক্কায় প্রবেশে বাধা দিলে উভয় পক্ষের মাঝে এ মর্মে সন্ধি হয় যে, আগামী বছর তারা 'উমরাহ্ করবে। ফলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সহাবীদের ইহরাম মুক্ত হওয়ার আদেশ দিলে তারা মনের দুঃখে তা থেকে বিরত থাকে। তখন উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে তাদের পূর্বে নিজের মাথা মুণ্ডন করার পরামর্শ দিলে তিনি তাই করেন। অতঃপর তারা তার অনুসরণ করে ফলে কেউ মাথা মুণ্ডন করেন আবার কেউ মাথার চুল ছোট করেন। যেহেতু যারা মাথা মুণ্ডন করেছেন তারা তার আদেশ পালনে দ্রুত অগ্রসর হয়েছে, তাই তাদের জন্য বেশি দু'আ করেছেন আর যারা মাথার চুল ছোট করেছেন তারা একটু দ্বিধা করেছেন, তাই তাদের জন্য একবার হয়েছে।

আর বিদায় হাজ্জে মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য বারবার দু'আ করার কারণ সম্পর্কে ইবনুল আসীর "আন নিহায়াহ্" গ্রন্থে বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে হাজ্জকারী অধিকাংশ সহাবী সাথে হাদী বা কুরবানীর পশু আনেননি। অতঃপর যখন তিনি (সাঃ) তাদেরকে হাজ্জের নিয়্যাত বাতিল করে ইহরাম মুক্ত হয়ে মাথা মুণ্ডানোর আদেশ দিলেন তখন তা তাদের উপর কঠিন হয়ে গেল। আর আনুগত্য ভিন্ন অন্য কোন পথ না থাকায় মাথার চুল ছোট করাটাই তাদের মনে অধিক হালকা মনে হল মাথা মুণ্ডানোর চেয়ে, তাই অধিকাংশ সহাবী মাথার চুল ছোট করলেন। আর আদেশ পালনে পরিপূর্ণ হওয়ায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) মাথা মুণ্ডনকারীদের কাজকে প্রাধান্য দিলেন।

---

[৬৮৫] সহীহ : বুখারী ১৭২৭, মুসলিম ১৩০১, ইবনু মাজাহ ৩০৪৪, মুয়াত্ত্বা মালিক ১৮৪, আবূ দাউদ ১৯৭৯, আহমাদ ৫৫০৭, ইরওয়া ১০৮৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৮৮০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৩৯৬।

মাথার চুল মুণ্ডন বা ছোট করার পরিমাণ নিয়ে 'উলামাগণ মতবিরোধ করেছেন। এ মর্মে ইমামদের বক্তব্যগুলো উল্লেখ করে 'আল্লামাহ্ শানক্বীত্বী (রহঃ) বলেন, আমার নিকট সবচেয়ে শক্তিশালী বক্তব্য হলো মাথার চুল ছোট করার ক্ষেত্রে প্রতিটি চুল বেছে বেছে ছোট করা আবশ্যক নয়। কারণ এতে বড় ধরনের অসুবিধা রয়েছে। মাথার সকল প্রান্তের চুল ছোট করাই যথেষ্ট তবে মাথার একচতুর্থাংশ বা একতৃতীয়াংশ চুল ছোট করা যথেষ্ট নয় যেটি হানাফী ও শাফি'ঈদের বক্তব্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ﴿رؤوسكم﴾ তিনি বলেননি যে, তোমাদের মাথার কিছু দিকের চুল মুণ্ডন কর।

আয়াতের বাহ্যিক অর্থ সমস্তটুকু মুণ্ডানো বা সমস্তটাই ছোট করা। আর আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে দলীল ছাড়া অন্য অর্থ নেয়া বৈধ নয়। কেননা, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সন্দেহজনক বিষয় ছেড়ে সন্দেহহীন বিষয়ে ধাবিত হও। হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মাথা মুণ্ডন না করে চুল ছোট করাও যথেষ্ট বা বৈধ।

٢٦٤٩ - [٤] وَعَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً وَاحِدَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৬৪৯-[৪] ইয়াহ্ইয়া ইবনু হুসায়ন তাঁর দাদী হতে বর্ণনা করেছেন। তাঁর দাদী বলেছেন, আমি বিদায় হাজ্জে নাবী ﷺ-কে মাথার চুল মুণ্ডনকারীদের জন্য তিনবার এবং যারা ছেঁটেছেন তাদের জন্য একবার দু'আ করতে শুনেছি। (মুসলিম)[৬৮৬]

ব্যাখ্যা : (عَنْ جَدَّتِهِ) তিনি হলেন উম্মুল হুসায়ন বিনতু ইসহাক্ব মহিলা সহাবী। এখানে তার নাম উল্লেখ করা হয়নি। ইবনু 'আবদুল বার (রাহঃ) বলেন, উম্মুল হুসায়ন বিনতু ইসহাক্ব-এর নিকট থেকে তারই নাতি ইয়াহ্ইয়া বিন হুসায়ন ও আল 'আয়যার বিন হারিস رضي الله عنهما হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বিদায় হাজ্জে উপস্থিত ছিলেন। হাফিয ইবনু হাজার আস্ক্বালানী বলেন, ইবনু 'আবদুল বার এ মহিলা সহাবীর পিতার নাম উল্লেখ করেছেন "ইসহাক্ব"। আমিও তাই মনে করি। আর তার থেকে আল 'আয়যার বিন হারিস-এর বর্ণনা করার বিষয়টি ইবনু মানদূহ (রহঃ)-এর নিকট প্রমাণিত। এমনকি ইমাম আহমাদ-এর নিকটও প্রমাণিত। তবে সেখানে ত্বরিক বিন ইউনুস-এর মধ্যস্থতা বিদ্যমান। (আহমাদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০২)

এ পর্যায়ে আল 'আয়যার ইবনু হারিস رضي الله عنه-এর বর্ণনাটি নিম্নে উল্লেখ করছি : তিনি বলেন, আমি উম্মুল হুসায়ন বিনতু ইসহাক্বকে বলতে শুনেছি। তিনি (উম্মুল হুসায়ন) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে চাদর গায়ে দেখেছি।

(أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) হাদীসের এ অংশটুকু প্রমাণ করছে যে, উম্মুল হুসায়ন رضي الله عنها বিদায় হাজ্জে উপস্থিত ছিলেন। অপরদিকে মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য তিনবার আর চুল খাটোকারীদের জন্য একবার দু'আর সময়টি ছিল "হাজ্জাতুল ওয়াদা" তথা বিদায় হাজ্জের সময়।

٢٦٥٠ - [٥] وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى مِنًى فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ نُسُكَهُ ثُمَّ دَعَا بِالْحَلَّاقِ وَنَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ثُمَّ نَاوَلَ الشِّقَّ الْأَيْسَرَ فَقَالَ «احْلِقْ» فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ طَلْحَةَ فَقَالَ: «اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

[৬৮৬] সহীহ : মুসলিম ১৩০৩, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১৩৬২০, ইরওয়া ১০৮৪।

২৬৫০-[৫] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) মিনায় পৌঁছে প্রথমে জাম্‌রাতে গেলেন এবং কংকর মারলেন। অতঃপর তিনি (সাঃ) মিনায় উপস্থিত তাঁর তাবুতে এলেন এবং নিজের কুরবানীর পশুগুলো যাবাহ করলেন। তারপর তিনি (সাঃ) নাপিত ডেকে এনে তাঁর মাথার ডানদিক (তার দিকে) বাড়িয়ে দিলেন। নাপিত তা মুণ্ডন করলো। তারপর তিনি আবূ ত্বলহাহ্ আল আনসারীকে ডেকে এনে তা (চুলগুলো) দিলেন। এরপর (নাপিতের দিকে) মাথার বামদিক বাড়িয়ে দিলেন এবং বললেন, মুণ্ডন করো। সে তা মুণ্ডন করলো। এটাও তিনি (সাঃ) মুণ্ডিত চুল আবূ ত্বলহাহ্‌কে দিয়ে বললেন, যাও মানুষের মাঝে এগুলো বিলিয়ে দাও। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৮৭]

ব্যাখ্যা : (فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهٗ بِمِنًى) হাদীসের এ অংশটি দ্বারা বুঝা যায় যে, জাম্‌রায় 'আক্বাবাতে 'আস্‌র আদায়ের পর সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে পাথর নিক্ষেপ করা আর এটা হচ্ছে মুস্তাহাব। অতঃপর তিনি মিনাতে নামবেন।

(وَنَحَرَ نُسُكَهٗ) এবং তার কুরবানীর পশুটি কুরবানী দিবে। এখানে নুসুক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেই উট যে উটটি রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিয়ে এসেছিলেন কুরবানীর উদ্দেশে। অবশ্য রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজ হাতে ৬৩টি কুরবানী দিয়ে অবশিষ্টগুলো কুরবানী করার জন্য 'আলী (রাঃ)-কে আদেশ করেছেন সর্বমোট কুরবানীর সংখ্যা ছিল ১০০টি। হাদীসের এ অংশটি থেকে বুঝা যায়, মিনাতে কুরবানী দেয়া মুস্তাহাব (ভাল), তবে হারাম এলাকার যে কোন স্থানে কুরবানী দেয়া যায়। যেহেতু রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, (كل منى منحر وكل فجاج مكة منحر) মিনার প্রতিটি স্থানে ও মাক্কার প্রতিটি গলি কুরবানীর স্থান হিসেবে বিবেচিত।

(ثُمَّ دَعَا بِالْحَلَّاقِ) অতঃপর তিনি মুণ্ডনকারীদেরকে ডাকলেন আর তার নাম ছিল মা'মার বিন 'আবদুল্লাহ আল 'আদাবী। (وَنَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهٗ) এবং মাথা হাল্‌ক্বকারী তার পার্শ্ব নাগালে নিয়ে আসলো। (الْأَيْمَنَ) ডান পার্শ্ব দেশ। অর্থাৎ- মাথা মুণ্ডনকারী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাথা ডান পার্শ্বদেশ হাল্‌ক্ব করে দিয়েছিলেন।

(فَحَلَقَهٗ) হাদীসের এ অংশটি দ্বারা বুঝা যায় যে, মাথার ডান পাশ থেকে হাল্‌ক্ব করা মুস্তাহাব (ভাল) আর এটাই (জমহূর) অধিকাংশ 'আলিমের মত। তবে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বলেন, বাম পাশের কথা।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রগঃ) বলেন, এ হাদীসই প্রমাণ করছে যে, ডান দিক থেকে হাল্‌ক্ব করা মুস্তাহাব। তবে কোন কোন 'আলিম বলেন, বাম দিক থেকে হাল্‌ক্ব করাই মুস্তাহাব।

'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন, বাম দিক থেকে হাল্‌ক্ব করা উত্তম হওয়ার কারণ হলো যাতে করে হাল্‌ক্বকারী ডান দিক হয়। মূলত এ মতটি ইমাম আবূ হানীফার। 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ)-এর নয়। কারণ তিনি এ মত থেকে ফিরে এসেছেন। ঘটনাটি এমন যে, তিনি প্রথমে হাল্‌ক্বকারীর ডান দিকের কথা বিবেচনা করে বাম দিক থেকে মুণ্ডানো শুরু করার কথা বলেছেন, কিন্তু যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তার বুঝ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীসের সাথে বিপরীত হয়ে গেছে তখন হাদীস গ্রহণ করতঃ নিজের মত বর্জন করেছেন।

তবে মাথা মুণ্ডনের সময় মুণ্ডনকারী মুণ্ডনকৃত ব্যক্তির পিছনে দাঁড়াবে তাহলে দু' জনের মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব হয় এবং অত্র মাস্‌আলাতে দৃশ্যমান যে মতবিরোধ রয়েছে তা বিদূরিত হয়। আর যদি সমন্বয় অসম্ভব হয় তাহলে হাদীসে আনাস (রাঃ)-কে কিয়াসের উপর প্রাধান্য দেয়া আবশ্যক।

---

[৬৮৭] সহীহ : বুখারী ১৭১, মুসলিম ১৩০৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৪০০, ইরওয়া ১০৮৫।

ইবনু 'আবিদীন তাঁর 'রদ্দুল মুহতার' কিতাবের ২য় খণ্ডে ২৪৯ পৃষ্ঠায় বলেন, হানাফী 'আলিমরা মতামত দিয়েছেন যে, ডান বলতে এখানে মুণ্ডনকারীর ডানকে বুঝানো হয়েছে, যার মুণ্ডন করা হচ্ছে তার ডান এখানে উদ্দেশ্য নয়।

তবে সহীহায়নে বর্ণিত হাদীস এ মতের বিপরীত অর্থ বহন করছে। আর সে হাদীসটি হচ্ছে রসূলুল্লাহ ﷺ মুণ্ডকারীকে বললেন, তুমি শুরু কর ডান পাশ থেকে, অতঃপর বাম পাশে করবে। এ হাদীসের সমর্থন করে হানাফী 'আলিম ইবনুল হুমাম তার "আল ফাত্হ" কিতাবে বলেছেন, হ্যাঁ এটাই সঠিক যদিও তা আমাদের মাযহাবের খেলাফ।

(ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ) আবূ ত্বলহাহ্ আল আনসারী রাঃ তিনি হলেন, উম্মু সালামার স্বামী আনাস রাঃ-এর যিনি মাতা এবং আনাস রাঃ হলেন অত্র হাদীসটির বর্ণনাকারী। আবূ ত্বলহার নাম হচ্ছে যায়দ বিন সাহ্ল আন্ নাজারী।

'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, আবূ ত্বলহাহ্ রাঃ এবং তার পরিবার-পরিজনের সাথে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্পর্ক অন্যান্যদের তুলনায় একটু বেশি ছিল। এত গভীর মুহাব্বাত সম্পর্ক তাদের মাঝে গড়ে উঠেছিল যা অন্যান্য মুহাজির আনসারদের সাথে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হয়নি।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীসটিতে শিক্ষণীয় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়।

মুয্দালাফাহ্ থেকে মিনায় ফিরে এসে কুরবানীর দিনে হাজ্জের কার্যাবলী চারটি, যথা :

১. জাম্রায়ে 'আক্বাবাতে কংকর নিক্ষেপ করা।

২. কুরবানী করা।

৩. মাথা মুণ্ডানো অথবা চুল খাটো করা।

৪. মাক্কায় প্রবেশ করা এবং ত্বওয়াফে ওয়াদা' তথা বিদায়ী ত্বওয়াফ করা। এগুলোর প্রত্যেকটিই অত্র হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে ত্বওয়াফে ইফাযাহ্ ব্যতীত।

এগুলো কাজের ক্ষেত্রে নিয়ম হলো তা করতে হবে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে। তবে যদি ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে না পারে তাহলে কোন অসুবিধা নেই। যেহেতু নাবী ﷺ বলেছেন, (افعل ولا حرج) ধারাবাহিকতা বজায় না রেখেও করতে পার কোন সমস্যা নেই।

অত্র হাদীসের আরো কয়েকটি উপকারিতা নিম্নরূপ :

১. মানুষের চুল পাক আর এটাই জমহূর 'উলামায়ে কিরামের অভিমত।

২. নাবী ﷺ-এর চুলের মাধ্যমে বারাকাত নেয়া বৈধ এবং বারাকাতের উদ্দেশে তা সংগ্রহ করা বৈধ।

৩. ইমাম অথবা নেতৃজনের উচিত অধীনস্থদের প্রতি কোন কিছু বণ্টনের সময়ে পরস্পর সহমর্মিতা বজায় রাখা।

৪. হাফিয ইবনু হাজার আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন, (المواساة) তথা সহমর্মিতা المساواة-কে আবশ্যক করে না। অর্থাৎ- সহমর্মিতার অর্থ এটা নয় যে, উপঢৌকন বা হাদিয়্যাহ্ প্রাপ্তির দৃষ্টিকোণ থেকে সবাই সমান হাক্বদার হবে। এ ক্ষেত্রে কিছু বেশি কম হতে পারে।

৫. যারা দলের নেতৃত্ব দিবেন তাদেরকে একটু অতিরিক্ত কিছু দেয়া বৈধ।

৬. 'আল্লামাহ্ 'আয়নী (রহঃ) বলেন, নাবী ﷺ-এর অনুসরণ করে কেউ যদি মাথা মুণ্ডন করেন তাহলে তা সুন্নাত বা মুস্তাহাব বলে গণ্য হবে।

'আল্লামাহ্ যুরক্বানী (রহঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তার চুল সহাবায়ে কিরামের মাঝে এ জন্য বণ্টন করে দিয়েছিলেন যাতে করে তা তাদের জন্য বারাকাত বয়ে নিয়ে আসে এবং তারা নাবী ﷺ-কে স্মরণে রাখতে পারে। আর এটা যেন নাবী ﷺ-এর মৃত্যুর সময় সন্নিকটের কথার প্রতি ইঙ্গিত করছে। আর আবূ তৃলহাহ্ -কে বণ্টনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করার কারণ হলো আবূ তৃলহাহ্-ই রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্বর খনন করেছিলেন।

٢٦٥١ -[٦] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৫১-[৬] 'আয়িশাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইহ্রাম বাঁধার আগে এবং কুরবানীর দিন বায়তুল্লাহ তৃওয়াফের আগে এমন সুগন্ধি লাগিয়েছি যাতে মিশ্ক (কস্তুরী) ছিল। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৮৮]

ব্যাখ্যা : (كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ) হাদীসের এ অংশটি থেকে বুঝা যায় যে, ইহরামের পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার শুধু বৈধই নয় বরং মুস্তাহাব। ইহরামের পরে সুগন্ধির রং, আলামাত (চিহ্ন) অবশিষ্ট থাকুক বা না থাকুক। এ মতই পেশ করেছেন ইমাম শাফি'ঈ, আহমাদ, আবূ হানীফাহ্, সাওরী (রহঃ) আর এটাই জমহূর 'উলামায়ে কিরামের অভিমত। কিন্তু ইমাম মালিক (রহঃ) বলেছেন, ইহরামের সময় ইচ্ছা করলে সুগন্ধি ব্যবহার করা মাকরূহ যদি ইহরামের পরে তার চিহ্ন, দাগ ইত্যাদি বাকি থাকো। এ মতকে পছন্দ করেছেন মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ও ইমাম তৃহাবী (রহঃ)।

(وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ) এখানে তৃওয়াফ বলতে প্রথম হালাল যেটা মাথা হাল্ক্বের মাধ্যমে হতে হয় সেই তৃওয়াফে ইফাযাহ্ উদ্দেশ্য।

(مِسْكٌ) অত্র হাদীস থেকে বুঝা যায় তৃওয়াফে ইফাযাহ্-এর পূর্বে এবং কংকর নিক্ষেপ, মাথা মুণ্ডনের পরে সুগন্ধি ব্যবহার বৈধ। আর এ কথাই বলেছেন, ইমাম শাফি'ঈ, আহমাদ ও আবূ হানীফা (রহঃ)। তবে ইমা মালিক এটাকে মাকরূহ বলেছেন।

٢٦٥٢ -[٧] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৬৫২-[৭] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দিন মাক্কায় গিয়ে তৃওয়াফে ইফাযাহ্ (তৃওয়াফে যিয়ারত) করলেন। এরপর তিনি (ﷺ) মিনায় ফিরে যুহরের সলাত আদায় করলেন। (মুসলিম)[৬৮৯]

ব্যাখ্যা : (أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ) অর্থাৎ- নাবী ﷺ কংকর নিক্ষেপ ও মাথা মুণ্ডন করার পর ফার্য তৃওয়াফ তৃওয়াফে যিয়ারহ্ ও তৃওয়াফে ইফাযাহ্ করেছেন সকালে, অতঃপর তিনি মিনা থেকে মাক্কায় অবতরণ করেছেন।

[৬৮৮] সহীহ : বুখারী ১৫৩৯, মুসলিম ১১৯১, নাসায়ী ২৬৯২, তিরমিযী ৯১৭, আহমাদ ২৫৫২৩, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৫৮৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৫৯৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৭৭০।

[৬৮৯] সহীহ : মুসলিম ১৩০৮, আবূ দাউদ ১৯৯৮, আহমাদ ৪৮৯৮, ইবনু খুযায়মাহ্ ২৯৪১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৬৩৪।

(فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى) এখান থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ ﷺ ত্বওয়াফে ইফাযাহ্ করেছিলেন দুপুরে। আর মাক্কাহ্ থেকে ফিরে আসার পর মিনায় সলাতে যুহর আদায় করেছেন। এ মতের সমর্থনে অপর একটি দীর্ঘ হাদীসও আছে যা জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেছেন নাবী ﷺ-এর হাজ্জের বিষয় বর্ণনা প্রসঙ্গে। তবে সলাতের স্থান নিয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে এমনি একটি হাদীস রয়েছে যেমন বর্ণিত আছে, ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر অর্থাৎ- রসূলুল্লাহ ﷺ সওয়ারীতে আরোহণ করলেন, অতঃপর বায়তুল্লাহ গেলেন এবং মাক্কায় সলাতে যুহর আদায় করলেন।

এখানে স্পষ্ট হলো যে, আল্লাহর নাবী ﷺ যে দ্বিপ্রহরে মাক্কাহ্ অভিমুখী হয়েছিলেন তা হচ্ছে ইয়াওমুন্ নাহ্‌রের দ্বিপ্রহরে এবং ইয়াওমুন্ নাহ্‌রের যুহর সলাত তিনি মাক্কায় আদায় করেছেন। তদ্রূপ 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেছেন, নাবী ﷺ ইয়াওমুন্ নাহ্‌রে ত্বওয়াফ করেছেন এবং সলাতুয্ যুহর আদায় করেছেন মাক্কায়।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, হাদীস দু'টিতে ত্বওয়াফের সময় নিয়ে কোন মতপার্থক্য নেই, মতপার্থক্য আছে শুধু সলাতের স্থান নিয়ে।

সলাতের স্থান সংক্রান্ত মতবিরোধের সমাধান : নাবী ﷺ যুহরের সলাত মাক্কায় আদায় করেছেন যেমনটা বলেছেন জাবির (রাঃ) ও 'আয়িশাহ্ (রাঃ)। অতঃপর তিনি (ﷺ) মিনায় প্রত্যাবর্তন করে সহাবীদের নিয়ে পুনরায় সলাত আদায় করেছেন। যেমনি তিনি সহাবীগণের (রাঃ) নিয়ে সলাতুল খাওফ (শত্রুর ভয়ের মুহূর্তে যে সলাত আদায় করা হয়ে থাকে) আদায় করেছেন দু'বার।

প্রথমবার সহাবীগণের একদল নিয়ে দ্বিতীয়বার সহাবীগণের অপর দল নিয়ে বাতনে নাখলে। তাই, 'আয়িশাহ্ (রাঃ) ও জাবির (রাঃ) মাক্কাতে রসূলুল্লাহ ﷺ-কে সলাত আদায় করতে দেখে তাই বর্ণনা করেছেন যা দেখেছেন তাই তারা সত্য বলেছেন আবার অপরদিকে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) নাবী ﷺ-কে মিনায় সলাত আদায় করতে দেখেছেন, তাই বর্ণনা করেছেন তিনিও সত্য বলেছেন। ইমাম নাবাবী (রহঃ) সহ অনেকেই উক্ত বিষয়টির সমাধান এভাবে পেশ করেছেন। তবে অপরদিকে কিছু কিছু 'উলামায়ে কিরাম উপরোক্ত মত বিরোধপূর্ণ মাস্‌আলাটির সমাধানে অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তাই তাদের কতকে একটি বর্ণনাকে অপরটির উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

উপরোক্ত বর্ণনায় তো বুঝা গেল রসূলুল্লাহ ﷺ দুপুরে ত্বওয়াফ করেছেন কিন্তু অন্যান্য কিছু বর্ণনাতে আবার রাতের কথাও এসেছে। ইমাম বুখারী তাঁর সহীহাহ্-তে বলেন, আবুয্ যুবায়র 'আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে, 'আয়িশাহ্ (রাঃ) ইবনে 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, (أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل) অর্থাৎ- নাবী ﷺ ত্বওয়াফকে রাত পর্যন্ত বিলম্ব করলেন।

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, ইমাম বুখারীর তা'লীক্ব সবই সহীহ প্রমাণিত। এতদসত্ত্বেও অত্র বর্ণনাটিকে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, আবূ দাউদ, তিরমিযী সহ অন্যান্যরা সুফ্ইয়ান সাওরী আবুয্ যুবায়র-এর মাধ্যমে মুত্তাসিল সানাদে বর্ণনা করেছেন। আর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতে ত্বওয়াফ করার বর্ণনাটি 'আয়িশাহ্ (রাঃ), ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যা পূর্বোক্ত বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক, যে বর্ণনাটি জাবির ও ইবনু 'উমার রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন।

এ মতবিরোধের অনেকগুলো সমাধান রয়েছে যার কয়েকটি নিম্নরূপ :

নাবী ﷺ ত্বওয়াফে যিয়ারহ্ করেছেন ইয়াওমুন্ নাহ্‌রের দিনে যেমনটি পাওয়া যায় জাবির, 'আয়িশাহ্ ও ইবনু 'উমার রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বর্ণনায়। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ মাক্কায় রাতে ফিরে এসেছেন, অতঃপর

মিনায় ফিরে গিয়ে সেখানে রাতযাপন করেছেন। মিনার রাতগুলোতে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাক্কাহ্ আগমনটাই 'আয়িশাহ্ রাঃ ও ইবনু 'আব্বাস রাঃ-এর উদ্দেশ্য।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٦٥٣ -[٨] عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَا: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২৬৫৩-[৮] 'আলী রাঃ ও 'আয়িশাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ নারীদেরকে মাথার চুল মুড়াতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী)[৬৯০]

٢٦٥٤ -[٩] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيْرُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ

২৬৫৪-[৯] ইবনু 'আব্বাস (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নারীদের জন্যে মাথা মুড়ানো নেই, তবে নারীদের জন্য রয়েছে মাথা ছাঁটানো। (আবূ দাউদ ও দারিমী)[৬৯১]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেছেন, মহিলাদের সাধারণত এবং বিশেষ করে ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার পর বিশেষ কারণে মাথা মুণ্ডনে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা তার মাথা হাল্‌ক্ব মুসলার সদৃশ এবং তা পুরুষের দাড়ি মুণ্ডানো যেমন নাজায়িয অনুরূপ হুকুমের আওতাভুক্ত।

'আল্লামাহ্ 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী বলেন, হাদীসের বাহ্যিক দৃষ্টিতে বুঝা যায় মহিলাদেরকে সাধারণভাবেই যে কোন সময়ে মাথা হাল্‌ক্ব মুণ্ডাতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে জরুরী কোন প্রয়োজন থাকলে তা ভিন্ন ব্যাপার। যদি তার মাথা হাল্‌ক্ব করা বৈধ হত জরুরী প্রয়োজন ব্যতীত, তাহলে হাজ্জের ক্ষেত্রে অন্তত তা জায়িয থাকতো যেহেতু হাজ্জে গিয়ে মাথা হাল্‌ক্ব করাও একটি 'ইবাদাত যা পুরুষেরা করে থাকেন।

'আল্লামাহ্ হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) বলেছেন, কুরআনে কারীমে এবং হাদীসে রসূল বর্ণিত মাথার চুল খাটো করা বা মুণ্ডন করার ও খাটো করা মুণ্ডন অপেক্ষা উত্তমের বিষয়গুলো পুরুষের সাথে সম্পৃক্ত আর মহিলাদের ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে শারী'আতসিদ্ধ হলো খাটো করা যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

তিনি আরো বলেছেন, অধিকাংশ শাফি'ঈ মতালম্বী 'উলামার মত হলো মহিলারা যদি মাথার চুল হাল্‌ক্ব করে তাহলে তা বৈধ হবে তবে তা মাকরূহ হিসেবে পরিগণিত।

ক্বাযী আবূ ত্বইয়্যিব ও ক্বাযী হুসায়ন (রহঃ) বলেছেন, মহিলাদের মাথা মুণ্ডানো বৈধ নয়।

ইবনু কুদামাহ্ (রহঃ) বলেছেন, মহিলাদের ক্ষেত্রে শারী'আতসম্মত হলো মাথার চুল খাটো করা তারা মাথা হাল্‌ক্ব করতে পারবে না– এ বিষয়ে কোন মতবিরোধ নেই। ইবনুল মুনযীর (রহঃ) বলেন, ইবনু

---

[৬৯০] **য'ঈফ :** নাসায়ী ৫০৪৯, তিরমিযী ৯১৪, ৯১৫, রিয়াযুস্ সলিহীন ১৬৪৯, য'ঈফ আল জামি' ৫৯৯৮, য'ঈফাহ্ ৬৭৮।

[৬৯১] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৯৮৫, দারিমী ১৯৪৬, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১৩০১৮, দারাকুত্বনী ২৬৬৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৪০৪, সহীহ আল জামি' ৫৪০৩, সহীহাহ্ ৬০৫।

কুদামাহ্ (রহঃ)-এর যে মত আমারও তাই মত এবং সমস্ত আহলে 'ইল্‌মের মতও তাই। কারণ তাদের হাল্‌ক্ব করা মুসলার আওতাভুক্ত আর মুসলা অবৈধ। কেউ কেউ বলেছেন, মহিলারা এক আঙ্গুল পরিমাণ খাটো করবে।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আমি শুনেছি ইমাম আহমাদ (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, মহিলারা তাদের সমস্ত চুলই খাটো করবে? তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ তার চুলগুলোকে মাথার সম্মুখে নিয়ে আসবে তারপর চুলের অগ্রভাগকে এক আঙ্গুল পরিমাণ খাটো করবে।

'আল্লামাহ্ শানক্বীতী (রহঃ) বলেন, জেনে রাখ, মাথা হাল্‌ক্ব করা চুল খাটো করার চেয়ে অপেক্ষাকৃত উত্তম এটা বলা হয়েছে বিশেষ করে পুরুষের ক্ষেত্রে আর মহিলাদের ওপর হাল্‌ক্ব নয় তাদের ক্ষেত্রে মাথার চুল এক আঙ্গুল পরিমাণ খাটো করলেই যথেষ্ট। কেননা মাথার চুল হল তার সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত। আবার বেশি পরিমাণে খাটো করাও নিষেধ।

তিনি আরো বলেন, নিম্নোক্ত পাঁচটি কারণে মহিলাদের মাথার চুল হাল্‌ক্ব করা নিষেধ।

১. তাদের মাথা হাল্‌ক্ব না করার ব্যাপারে সকল 'আলিমদের ঐকমত্য পোষণ।

২. তাদের মাথা হাল্‌ক্বের নিষেধাজ্ঞামূলক বর্ণিত হাদীসগুলো।

৩. আর এটা আমাদের 'আমালের অন্তর্ভুক্ত না আর যারা আমাদের দীনের মধ্যে আমরা আদেশ দেইনি এমন কিছু করলো তারা আমাদের দলভুক্ত নয়।

৪. এটা পুরুষের সাথে সাদৃশ্য রাখার শামিল।

৫. এটা হচ্ছে অঙ্গ বিকৃতির অন্তর্গত আর অঙ্গ বিকৃতি সম্পূর্ণভাবে অবৈধ।

সুতরাং যদি প্রশ্ন করা হয় তাহলে বিভিন্ন হাদীস দ্বারা যে, নাবী ﷺ-এর স্ত্রীদের হাল্‌ক্বের প্রমাণ পাওয়া যায় তার হুকুম কি? এমনই একটি হাদীস এখন পেশ করছি যা মহিলাদের হাল্‌ক্বের প্রমাণ বহন করে।

যেমন ইবনু হিব্বান (রহঃ) তাঁর 'সহীহ ইবনু হিব্বান' গ্রন্থে ওয়াহ্‌ব বিন জারীর থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাদেরকে হাদীস শুনিয়েছেন, তিনি বলেছেন, আমি আবূ ফাযারাহকে বলতে শুনেছি তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন ইয়াযীদ বিন আসম থেকে, তিনি নাবী ﷺ-এর স্ত্রী মায়মূনাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেন, মায়মূনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন : (زوجها حلالا وبنى بها) রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে হালাল অবস্থায় বিবাহ করেছেন ......। আর মায়মূনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হাজ্জে গিয়ে মাথা হাল্‌ক্ব করতেন এবং তার মাথায় শিঙ্গা লাগানো ছিল। অত্র হাদীস প্রমাণ করছে যে, মায়মূনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মাথা হাল্‌ক্ব করতেন যদি অবৈধ হতো তাহলে তিনি করতেন না।

উত্তর : হাদীসে মায়মূনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর উত্তর হল, হাদীসের ভিতর একটি কথা রয়েছে যে, তার মাথায় শিঙ্গা লাগানো ছিল এটাই প্রমাণ করে যে, মায়মূনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মাথা চুল হাল্‌ক্ব করেছেন যাতে করে শিঙ্গা লাগানোর যন্ত্রণা একটু হলেও লাঘব হয়। সুতরাং তিনি প্রয়োজনে মাথা হাল্‌ক্ব করেছেন যেহেতু তিনি ছিলেন অসুস্থ। আর প্রয়োজনের কারণে এমন কাজ বৈধ হয়ে যায় যা অন্য সময় অবৈধ।

যেমন আল্লাহ বলেন, অর্থাৎ- "তোমাদের জন্য যে সমস্ত বিষয় আল্লাহ হারাম করেছেন তা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন, হ্যাঁ তবে যদি তোমরা বাধ্য হও।" (সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ১১৯)

وَهٰذَا الْبَابُ خَالٍ مِنَ الْفَصْلِ الثَّالِثِ

এ অধ্যায়ে তৃতীয় অনুচ্ছেদ নেই

(٩) بَابٌ فِي التَّحَلُّلِ وَنَقْلِهِمْ بَعْضَ الْأَعْمَالِ عَلٰى بَعْضٍ

অধ্যায়-৯ : হাজ্জের কার্যাবলীতে আগ-পিছ করা বৈধতা প্রসঙ্গে

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٦٥٥ -[١] عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَفَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُوْنَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. فَقَالَ: «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ» فَجَاءَ اٰخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. فَقَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ». فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ»

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» وأَتَاهُ اٰخَرُ فَقَالَ: أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৫৫-[১] ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আম্‌র ইবনুল ‘আস (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হাজ্জে মিনায় এসে জনসম্মুখে দাঁড়ালেন, যাতে লোকেরা তাঁর থেকে (হাজ্জের বিধি-বিধান সম্বলিত মাস্‌আলাহ্‌-মাসায়িল) জিজ্ঞেস করতে পারে। এ সময় জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলেন, অতঃপর বললেন, আমি না জেনে কুরবানীর আগে মাথা মুণ্ডন করে ফেলেছি। উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, এতে দোষণীয় নয়, এখন কুরবানী করো। আরেক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলো, আমি না জেনে পাথর মারার আগে কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি (ﷺ) বললেন, তাতে গুনাহের কিছু নেই, এখন কংকর মারো। অতঃপর আগে পিছে করার যে কোন ‘আমালের বিষয়ে নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলেই তিনি (ﷺ) বলতেন, তাতে কোন গুনাহ হবে না, এখন করো।

[বুখারী, মুসলিম; কিন্তু মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, জনৈক লোক তাঁর কাছে এসে বললো, আমি কংকর মারার পূর্বে মাথার চুল কেটে ফেলেছি। উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, এতে কোন গুনাহ হবে না, এখন কংকর মারো। এরপর আরেক লোক এসে বললো, আমি কংকর মারার পূর্বে তৃওয়াফে ইফাযাহ্‌ করেছি। তিনি (ﷺ) বললেন, তাতে কোন গুনাহ হবে না, এখন কংকর মারো।][৬৯২]

ব্যাখ্যা : (وَقَفَ) অর্থাৎ- তারা উটের উপর অবস্থান করলেন। যেমনটি বর্ণনা করেছেন সলিহ বিন কায়সান (আনহু)-এর সানাদে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম মা‘মার-এর সানাদে অনুরূপ ইবনুল জারূদ ও মা‘মার-এর সানাদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং ইউনুস-এর বর্ণনাটি ইমাম মুসলিমের এবং মা‘মার থেকে ইমাম নাসায়ী ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালও বর্ণনা করেছেন, সেখানে শব্দ ছিল (وقف النبي ﷺ)

[৬৯২] সহীহ : বুখারী ৮৩, মুসলিম ১৩০৬, তিরমিযী ৯১৬, মুয়াত্ত্বা মালিক ১৫৯৪, আহমাদ ৬৪৮৪, দারিমী ১৯৪৮, ইবনু খুযায়মাহ্‌ ২৯৪৯, দারাকুত্বনী ২৫৭০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৮৭৭।

Contents

(على راحلته) আর এরা সবাই বর্ণনা করেছেন ইবনু শিহাব যুহরী থেকে, তিনি 'ঈসা বিন ত্বলহাহ্ থেকে, তিনি 'আবদুল্লাহ বিন 'আম্র থেকে। অপরদিকে ইয়াহ্ইয়া আল কাত্ত্বান ইমাম মালিক থেকে, তিনি ইমাম যুহরী থেকে, ইমাম যুহরীর বর্ণনায় যে, (انه جلس فى حجة الوداع فقام رجل) রসূলুল্লাহ ﷺ হাজ্জাতুল ওয়াদা'তে বসলেন আর একজন লোক দাঁড়ালেন। এ বর্ণনাটি পূর্বের বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক, তাই এর সমাধানকল্পে দ্বিতীয় বর্ণনাটিকে এভাবে ধরতে হবে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ উটে আরোহণ করলেন এবং তার উপর বসলেন।

(بِمِنًى لِلنَّاسِ) অর্থাৎ- মানুষের জন্য। উল্লেখ্য যে, এখানে রসূলুল্লাহ ﷺ মিনার কোন্ স্থানে অবতীর্ণ করেছিলেন এবং কোন্ সময় অবতীর্ণ করেছিলেন তা কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। তবে অপর হাদীস দ্বারা এ বিষয়ে ঝুঝা যায়, যেমন ইমাম বুখারী তার সহীহাতে 'আবদুল 'আযীয বিন আবী সালামাহ্ থেকে, তিনি ইমাম যুহরী থেকে এ সূত্রে বর্ণনা করেন (عند الجمرة) তথা রসূলুল্লাহ ﷺ মিনার জাম্রায়ে 'আক্বাবায়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আর অপর বর্ণনায় রয়েছে যা ইবনু জুরায়য ইমাম যুহরী থেকে বুখারী, মুসলিম ও ইবনুল জারূদ-এর বর্ণনা মতে যেখানে উক্ত সময়ের কথা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে (يخطب يوم النحر) রসূলুল্লাহ ﷺ খুত্বাহ্ দিয়েছিলেন কুরবানীর দিন।

অপর বর্ণনা মুহাম্মাদ বিন আবী হাফস্ তিনি ইমাম যুহরী থেকে যা বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল সেটি হচ্ছে, اتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة। অর্থাৎ- তার নিকট একজন লোক আসলো কুরবানীর দিন এমতাবস্থায় তিনি জাম্রার নিকটে অবস্থান করছিলেন।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহঃ) বলেন, উক্ত রিওয়ায়াতগুলোর ভিন্নতার সমাধানকল্পে কতক 'আলিম বলেন, মূলত ঐগুলো সব একই স্থানের কথা বলছে। অর্থাৎ- নাবী ﷺ خطب অর্থ হলো তিনি মানুষদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন এখানে হাজ্জের জন্য যে খুত্বাহ্ দেয়া হয় তা উদ্দেশ্য নয়।

তিনি আরো বলেন, তবে উক্ত বর্ণনাটি দু'টি স্থানের সম্ভাবনা রাখে।

১. জাম্রায়ে 'আক্বাবাতে যখন রসূলুল্লাহ ﷺ তার উটের উপর ছিলেন এবং উল্লেখ্য যে, এ বর্ণনার মধ্যে (خطب) তিনি খুত্বাহ্ দিয়েছেন এমন শব্দের ব্যবহার করা হয়নি। বরং বলা হয়েছে, (وقف وسئل) তিনি অবস্থান করলেন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো।

২. কুরবানীর দিন সলাতুয্ যুহরের পর। আর মূলত এটা হচ্ছে সেই শারী'আতসম্মত খুত্বাহ্ যা হাজ্জের সময় ইমাম সাহেব প্রদান করেন তাতে তিনি মানবমণ্ডলীকে তাদের হাজ্জের কাজে কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকলে করণীয়সহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি বর্ণনা করেন।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) দ্বিতীয় কথাটিতে মতামত ব্যক্ত করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন, দ্বিতীয় মত আর প্রথম মতের মধ্যে কোন সাংঘর্ষিক অবস্থা সৃষ্টি হয়নি। কেননা হাদীস দু'টির তথা 'আবদুল্লাহ বিন 'আব্বাস رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত (যেটি সামনে আসবে) আর অপরটি 'আবদুল্লাহ বিন 'আম্র رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত-এর কোন একটিতেও এ কথাটি বলা হয়নি যে, রসূলুল্লাহ ﷺ দিনের কোন অংশে খুত্বাহ্ প্রদান করেছেন।

'আল্লামাহ্ 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ) বলেন, হ্যাঁ, এ বিষয়ে স্পষ্টত কোন বর্ণনা নেই ঠিক তবে একটি বর্ণনা আছে যা ইমাম বুখারী (রহঃ) ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, "কিছু প্রশ্নকারী রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললো, আমি তো বিকালের পর কংকর নিক্ষেপ করেছি। এ বর্ণনাটি প্রমাণ করে

যে, এ ঘটনাটি ঘটেছিল সূর্য ঢলে যাওয়ার পর কেননা বিকাল বলতে সূর্য ঢুবে যাওয়ার পরের সময়কেই বুঝানো হয়ে থাকে। আর প্রশ্নকারী এ কথা জানতেন যে হাজীদের জন্য সুন্নাত হচ্ছে কংকর নিক্ষেপ করবে সকালেই, তাই তিনি তা বিলম্ব করে ফেললেন, অতএব এর পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছেন।

(رجل) হাফিয ইবনু হাজার আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন, এ হাদীসের এবং পরবর্তী হাদীসের প্রশ্নকারীর নাম সম্পর্কে অবগত হতে পারিনি। বস্তুত এ ক্ষেত্রে প্রশ্নকারীর সংখ্যা অধিক হওয়ায় রাবী কারো নাম বলেননি। অন্যত্র ইবনু হাজার আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন, প্রচুর গবেষণা সত্ত্বেও এ ব্যক্তির নাম আমি জানতে পারিনি, এমনকি তার এবং এ ঘটনায় প্রশ্নকারী ছিলেন সহাবায়ে কিরামের একটি দল আমি তাদের কারো নামই অবগত হতে পারিনি। তবে ইমাম ত্বহাবী সহ অন্যান্যরা যে শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে (كان الاعراب لونه) একদল 'আরব বেদুঈন জিজ্ঞেস করলেন রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ বর্ণনাটিই মূলত তাদের নাম না জানার অন্যতম কারণ। আর তারা যে একাধিক ছিলেন তার প্রমাণ হলো আগে-পিছে করে তাদের প্রশ্নের ভিন্নতা।

(لم أشعر)-এর শব্দটি لم أشعر আইনে পেশ দিয়ে পড়তে হবে। শব্দটি نصر ينصر থেকে এসেছে। অর্থ হল لم افطن আমি বুঝতে পারিনি। তাইতো কেউ যখন বুঝতে পারে কোন বিষয় তখন বলা হয় أشعر بالسير شعورا। কেউ কেউ বলেছেন لم أشعر -এর মাধ্যমে বুঝানো হচ্ছে, আমি মনে করতে পারছি না।

বাজী (রহঃ) বলেন, لم أشعر এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আমি ভুলে গিয়েছি। আবার কেউ কেউ বলেন, الشعور অর্থ العلم অর্থাৎ- আমি পূর্বে থেকেই এ মাসআলাটি সম্পর্কে অবগত ছিলাম না। ইমাম মুসলিম ইউনুস থেকে যে বর্ণনা করেছেন তা এ অর্থকেই শক্তিশালী করছে যেখানে বলা হয়েছে, لم أشعر أن الرمى قبل النحر فنحرت قبل أن ارمى وقال أخر لم أشعر ان النحر অর্থাৎ- আমি বুঝতে পারিনি কুরবানী আগে না কংকর নিক্ষেপ আগে, তাই আমি কংকর নিক্ষেপের আগে কুরবানী করেছি। এ দু'টি অর্থের দিকে ইঙ্গিত করেই ইমাম বুখারী (রহঃ) অধ্যায় রচনা করেছেন, (باب اذا رمى بعد ما امسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا) অর্থাৎ- কোন ব্যক্তি বিকালে কংকর নিক্ষেপ করেছে অথবা ভুলে বা অজ্ঞতাবশতঃ কুরবানী করে ফেলেছে তার অধ্যায়।

'আল্লামাহ্ বাদরুদ্দীন 'আয়নী (রহঃ) বলেন, তবে যদি প্রশ্ন করা হয় হাদীসের মধ্যে ناسيا ও جاهلا শব্দ নেই তাহলে ইমাম বুখারী কিভাবে এ শব্দদ্বয়ের মাধ্যমে অধ্যায় রচনা করলেন। উত্তরে আমি ['উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ)] বলবো এ শব্দ দু'টি 'আবদুল্লাহ বিন 'উমার رضي الله عنه-এর বর্ণনায় এসেছে আর তা হচ্ছে (لم أشعر فحلقت قبل أن اذبح) এখানে لم أشعر "আমি বুঝতে পারিনি" বলা হয়েছে, এ কথাটি ব্যাপকতার দাবীদার যার মাধ্যমেই ناسيا ও جاهلا-এর অর্থ গৃহীত হয়েছে।

(ولا حرج) অর্থাৎ- কোন অসুবিধা নেই, অতঃপর যারা ফিদ্ইয়াহ্ না দেয়ার মতপোষণ করেন তারা মূলত نفى الحرج তথা অসুবিধা না থাকার অর্থটি نفى الاثم والفدية তথা পাপ হবে না ও ফিদ্ইয়াহ্ দেয়া লাগবে না এ অর্থের সাথে এক করে দিয়েছেন।

ক্বাযী 'ইয়ায (রহঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা "اذبح ولا حرج" যাবাহ কর কোন অসুবিধা নেই। এ কথাটি কুরবানী পুনরায় করার প্রতি আদেশসূচক নয় বরং এটা হচ্ছে তার পূর্বোক্ত কর্মের বৈধতা ঘোষণা করেছেন কেননা তিনি তো রসূলুল্লাহ ﷺ-কে কাজ সম্পাদনের পর প্রশ্ন করেছিলেন। সুতরাং

সবশেষে অর্থ হল (افعل ذلك متى شئت) যখন ইচ্ছা হয় তখন তা করতে পার এবং ইচ্ছা করে ও ভুলবশতঃ এ ধরনের কাজে যারা জড়িত হয় তাদের কোন ফিদ্ইয়াহ্ দেয়া জরুরী নয় আর বিশেষ করে যারা ভুলবশতঃ করেছে তাদের পাপ হবে না। অতঃপর ইচ্ছাকৃতভাবে যে করেছে তার ক্ষেত্রে কথা হলো :

الاصل ان تارك السنة عمدا لا يأثم الا ان يتهاون فيأثم للتهاون لا للترك

অর্থাৎ- মূলনীতি হচ্ছে ইচ্ছা করে যারা সুন্নাত বর্জন করবে তারা পাপী হবে না তবে যদি সুন্নাতকে অবজ্ঞা করে তাহলে তারা পাপী হবে, সুতরাং দেখা গেল সুন্নাত কাজ ছেড়ে দিলে নয় বরং অবজ্ঞা করলে পাপ হয়। তবে বিনা কারণে সুন্নাত ছেড়ে দেয়াও তা অবজ্ঞা করারই শামিল।

অপরদিকে যারা বলেছেন ফিদ্ইয়াহ্ দেয়া আবশ্যক তারা لا حرج-কে نفي الاثم তথা পাপ হবে না এ অর্থে গ্রহণ করেছেন। 'আল্লামাহ্ বাজী (রহঃ)-ও ঠিক একই কথা বলেছেন।

'আল্লামাহ্ সিনদী (রহঃ) বলেন, জমহূর 'উলামায়ে কিরামের নিকট لا حرج অর্থ لا اثم ولا فدية অর্থাৎ- কোন পাপও হবে না এবং কোন ফিদ্ইয়াও দিতে হবে না।

অপরদিকে যারা ফিদ্ইয়াহ্ দেয়াকে আবশ্যক বলেছেন তারা নাবী ﷺ-এর বাণী لا حرج তথা কোন অসুবিধা নেই- এ কথাটিকে دفع الاثم পাপ হবে না-এর অর্থে গ্রহণ করেছেন। যা দূরবর্তী অর্থ কারণ لا حرج কোনই অসুবিধা নেই। এ কথাটি "আম" তথা ব্যাপক অর্থবোধক যা দুনিয়া আখিরাত দু' ক্ষেত্রটিই অন্তর্ভুক্ত করে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যদি (دم) বা ফিদ্ইয়াহ্ দিতেই হতো তাহলে অবশ্যই নাবী ﷺ তা বর্ণনা করে দিতেন। তার বর্ণনা না করাই প্রমাণ করে এখানে ফিদ্ইয়াহ্ আবশ্যক নয়।

এ বিষয়ে বর্ণিত সবগুলো হাদীস লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, সহাবায়ে কিরাম সর্বমোট চারটি বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন।

১. কুরবানী করার পূর্বে মাথা হাল্ক্ব। ২. কংকর নিক্ষেপ করার পূর্বে মাথা হাল্ক্ব। ৩. কংকর নিক্ষেপ করার পূর্বে কুরবানী এবং ৪. কংকর নিক্ষেপ করার পূর্বে ত্বওয়াফে ইফাযাহ্।

٢٦٥٦ - [٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فَيَقُولُ: «لَا حَرَجَ» فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ. فَقَالَ: «لَا حَرَجَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৬৫৬-[২] ইবনু 'আব্বাস ؓ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ কুরবানীর দিন মিনায় কোন ব্যতিক্রম 'আমালের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি (ﷺ) বলতেন, এতে কোন গুনাহের কিছু হবে না। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলে তিনি (ﷺ) বললেন, এতে কোন গুনাহের কিছু হবে না। এ সময় আরেক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, আমি সন্ধ্যার পর পাথর মেরেছি। উত্তরে তিনি (ﷺ) বললেন, এতে কোন গুনাহের কিছু হবে না। (বুখারী)[৬৯৩]

ব্যাখ্যা : এ বিষয়ে আলোচনা 'আবদুল্লাহ বিন 'আম্র ইবনুল 'আস ؓ-এর হাদীসে পূর্বে হয়ে গেছে। তাই তো হাফিয ইবনু হাজার আস্ক্বালানী (রহঃ) 'আবদুল্লাহ বিন 'আব্বাস ؓ-এর বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন, এ রিওয়ায়াতটি প্রমাণ করে এ ঘটনা ঘটেছিল সূর্য ঢলে যাওয়ার পর, কেননা (مساء) দ্বারা তখনকার সময় বুঝা যায় যখন সূর্য ঢলে যায় এবং প্রশ্নকারী যেন জানতেন যে, মূলত হাজীদের

---

[৬৯৩] সহীহ : বুখারী ১৭৩৫, ইবনু খুযায়মাহ্ ২৯৫০, নাসায়ী ৩০৬৭, ইবনু মাজাহ ৩০৫০।

জন্য নিয়ম হলো সকালে কংকর নিক্ষেপ করা কিন্তু ভুলে বিকালে কংকর নিক্ষেপ করে ফেললেন তখনই বিষয়টি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন।

'আল্লামাহ্ শাওকানী (রহঃ) বলেন, প্রশ্নকারীর কথা, (رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ) এ কথাটি থেকে বুঝা যায় যে, যারা সূর্য ঢলে যাওয়ার পর কংকর নিক্ষেপ করবে তাদের কংকর নিক্ষেপ সহীহ হবে এবং এতে কোন পাপ হবে না।

আমি ['আল্লামাহ্ 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ)] বলব, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে আলোচনা অতিক্রম হয়েছে যে, বিষয়টি নিয়ে 'উলামায়ে কিরামের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ- যদি কোন ব্যক্তি কুরবানীর দিন পার হয়ে যাওয়ার পরও জাম্‌রায়ে 'আক্বাবায়ে কংকর নিক্ষেপ কে নি আর এমতাবস্থায় সূর্য ডুবে গেল তার এ মুহূর্তে করণীয় কি? কেউ বলেছেন, তিনি ঐ রাতে কংকর নিক্ষেপ করবেন আর এ মতের প্রবক্তা হলেন ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও ইমাম মালিক (রহঃ) এবং তাদের অনুসারীরা।

অপর দল বলেছেন, তিনি রাতে কংকর নিক্ষেপ করবেন না বরং পরের দিন সূর্য ঢলে গেলে কংকর নিক্ষেপ করবেন। আর এ মত পোষণ করেছেন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ)। যারা রাতে কংকর নিক্ষেপের কথা বলেছেন তাদের দলীল হলো 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস رضي الله عنه-এর হাদীস। কারণ তারা বলে থাকেন, (المساء) শব্দটি রাতের কিছু অংশের উপরন্ত বুঝায়। শুধু তাই নয় তাদের কেউ কেউ এ কথাও বলেছেন যে, (المساء) বলতে সূর্য ডুবার পরের সময়কে বুঝায়।

'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, প্রশ্নকারীর কথা (امسيت) সন্ধ্যা করেছি। যার অর্থ اصبحت সকালে করেছি- এর বিপরীত। সুতরাং এর বাহ্যিক দিক থেকেই বুঝা যায়-এর অর্থ হলো সূর্য ডুবার পরের সময়। অপরদিকে রাতে কংকর নিক্ষেপের বিপরীত মতাবলম্বীরা উত্তরে বলেছেন হাদীসের শব্দ (يوم النحر) প্রমাণ করে তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে দিনের বেলায় প্রশ্ন করেছিলেন আর সন্ধ্যায় কংকর নিক্ষেপও ঠিক দিনের অর্থ বুঝায় রাত নয়। কেননা (المساء) শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে যুহর থেকে রাত পর্যন্ত সময়। সুতরাং হাদীস স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, (امساء) দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে দিনের শেষাংশ সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে যা আরম্ভ হয়-এর দ্বারা কোনভাবেই রাত উদ্দেশ্য হতে পারে না। (আল্লাহ অধিক অবগত)

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٦٥٧ - [٣] عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ فَقَالَ: «احْلِقْ أَوْ قَصِّرْ وَلَا حَرَجَ». وَجَاءَ اٰخَرُ فَقَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

২৬৫৭-[৩] 'আলী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি মাথা মুণ্ডনের আগে ত্বওয়াফে ইফাযাহ্ করেছি। তিনি (ﷺ) বললেন, এতে কোন গুনাহ হবে না, এখন মাথার চুল কাটো বা ছাঁটো। তারপর আরেক ব্যক্তি এসে বললো, আমি পাথর মারার আগে কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি (ﷺ) বললেন, এতে কোন গুনাহ হবে না, এখন পাথর মারো। (বুখারী)[৬৯৪]

---

[৬৯৪] হাসান : তিরমিযী ৮৮৫, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৬১৪৪, আহমাদ ৫৬২।

ব্যাখ্যা : (أَتَاهُ) অর্থাৎ- নাবী ﷺ-এর নিকট আগমন করলো (إِنِّىْ أَفَضْتُ) অর্থাৎ- আমি তৃওয়াফে ইফাযাহ্ করেছি।

'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, ইফরাদ হাজ্জকারীর ওপর কোন পাপ নেই এবং তাকে কোন ফিদ্ইয়াহ্-ও দিতে হবে না। আর ক্বিরান ও তামাত্তু' হজ্জকারী তাদের যদি অনিচ্ছাকৃত ভুলটি হয়ে থাকে তাহলে তাদের কোন পাপ হবে না ঠিক তবে তাদের কাফফারা আবশ্যক হবে।

আমি 'আল্লামাহ্ 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ) বলি, 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী (রহঃ) উপরোক্ত ব্যাখ্যা করার হলো হানাফী মতানুসারে ইফরাদ হাজ্জকারীর জন্য কোন কুরবানী আবশ্যক নয় এমনকি হাজ্জের কর্মগুলো তারতীব (ধারাবাহিকতার) সাথে আদায় করাও তাদের নিকট আবশ্যক নয়। তবে শুধুমাত্র কংকর নিক্ষেপ ও মাথা মুণ্ডানো ব্যতিরেকে।

অপরদিকে ক্বিরান ও তামাত্তু' হাজ্জকারী তাদের ওপর কংকর নিক্ষেপ, কুরবানী করা ও মাথা হাল্ক্ব করা ইত্যাদি কাজগুলোতে ترتيب ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আবশ্যক।

ইমাম খিত্বাবী (রহঃ) বলেন, আসহাবে রায়ের যে সমস্ত ব্যক্তিরা হাজ্জের কর্মসমূহে কোন হাজী আগে-পিছে করে ফেলে তাহলে ফিদ্ইয়াহ্ দেয়া আবশ্যক এ মত পোষণ করে থাকেন তারা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা (ارْمِ وَلَا حَرَجَ) কংকর নিক্ষেপ কর কোন অসুবিধা নেই- এ কথার ব্যাখ্যায় বলেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তোমার কোন পাপ হবে না ঠিক তবে ফিদ্ইয়াহ্ দেয়া লাগবে।

তারা আরো বলেন, সম্ভবত ঐ প্রশ্নকারী ইফরাদ হাজ্জকারী ছিলেন। সুতরাং তার জন্য ফিদ্ইয়াহ্ কুরবানী দেয়া আবশ্যক নয়। আর অনাবশ্যক কুরবানী আগে-পিছে করার কারণে তার ওপর আর কিছুই আবশ্যক হবে না।

ইমাম খিত্বাবী (রহঃ) বলেন, আমি বলব, আসহাবে রায়ের এ মত ঠিক নয়, কারণ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা لَا حَرَجَ পাপ ও ফিদ্ইয়াহ্ দু'টিকেই অন্তর্ভুক্ত করে, কেননা এটি একটি 'আম্ তথা ব্যাপক কথা। আর সহাবায়ে কিরাম তামাত্তু' করেছিলেন অথবা কিরান হাজ্জ করেছিলেন যা এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়। আর "ক্বারিন" ও "মুতামাত্তী" উভয়ের ওপর কুরবানী করা আবশ্যক। পাশাপাশি এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, এখানে (এ বিষয়টি নিয়ে) যারা প্রশ্নকারী তারা ছিলেন একদল। তারা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেনি যেমনটি উসামাহ্ বিন শারীক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীসে রয়েছে। সুতরাং সবাইকে ইফরাদকারী ধরে সকলের ওপর এক হুকুম লাগানো, যেটা আসহাবে রায়ের লোকেরা করেছেন তা সঠিক হয়নি। আর এই আপত্তিটা ছিল অনাবশ্যকীয়।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٦٥٨ - [٤] عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَاجًّا فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ فَمِنْ قَائِلٍ: يَا رَسُوْلَ اللهِ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَوْ أَخَّرْتُ شَيْئًا أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا فَكَانَ يَقُولُ: «لَا حَرَجَ إِلَّا عَلٰى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضَ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ فَذٰلِكَ الَّذِىْ حَرَجَ وَهَلَكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

২৬৫৮-[৪] উসামাহ্ ইবনু শারীক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে হাজ্জের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। উপস্থিত লোকদের মধ্যে কেউ তাঁর নিকট এসে বলতো, হে আল্লাহর রসূল! আমি তৃওয়াফের আগে সা'ঈ করেছি বা অন্য কোন কাজ আগে বা দেরিতে করেছি। আর তিনি (সাঃ) বলেছেন : এতে গুনাহের কিছু নেই। তবে যে লোক অন্যায়ভাবে কোন মুসলিমের সম্মানহানি করবে, সে বড় গুনাহের কাজ করেছে এবং ধ্বংসের পথে এগিয়ে গেছে। (আবূ দাঊদ)[৬৯৫]

ব্যাখ্যা : (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ) তিনি সা'লাবী তথা বাণী সা'লাবাহ্ বিন সা'দ গোত্রের লোক। তবে কেউ বলেছেন তিনি ছিলেন সা'লাবাহ্ বিন ইয়ারবূ' গোত্রের আর কেউ বলেছেন তিনি সা'লাবাহ্ বিন বাক্র বিন ওয়ায়িল গোত্রের। তবে প্রথম মতটিই সহীহ। তিনি ছিলেন সহাবী আহলে কুফার অন্তর্গত। তার নিকট থেকে যিয়াদ বিন 'আলক্বামাহ্ ও 'আলী ইবনুল আক্বামার হাদীস বর্ণনা করেছেন। আযদী, সা'ঈদ বিন সাকান এবং হাকিম ও অন্যান্যরা বলেছেন, তার নিকট থেকে শুধু যিয়াদই বর্ণনা করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) তার কিতাব তাকরীবুত্ তাহযীবে বলেছেন, সহীহ মতানুসারে তার নিকট থেকে শুধুই যিয়াদ বিন 'আলক্বামাহ্ বর্ণনা করেছেন। খাযরাজী বলেছেন, তার বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৮টি।

(سَعَيْتُ) অর্থাৎ- ইহরাম বাঁধার পর মাক্কার বাইরে থেকে আগন্তুক হাজীগণ যারা এ সা'ঈ করে থাকেন যা মাক্কাবাসীর জন্য নাফ্‌ল আর এটা তৃওয়াফে কুদূম-এর পর করতে হয়।

'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেছেন, হাদীসের বাহ্যিক দিক থেকে বুঝায় যে, বিষয়টি মাক্কাহ্ এবং তার বাইরের দুই অধিবাসীদেরই অন্তর্ভুক্ত করবে যেটা আমাদের মাযহাব যদিও ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর বিপরীত কথা বলেছেন এবং তিনি বিষয়টিকে শুধু মাক্কার বাইরে থেকে যারা এসেছেন তাদেরকে শর্ত করেছেন।

(وكان يقول: لا حرج) মিশকাতুল মাসাবীহ-এর সব নুসখাতেই এ রকমই শব্দ পাওয়া যায় যেমনটা বলেছেন ইমাম জাযারী তার জামি'উল উসূল নামক কিতাবে। তবে সুনানে আবী দাউদে আছে لا حرج، لا حرج দু'বার। আর 'আল্লামাহ্ ক্বাযী-এর অর্থ করেছেন لا أثم অর্থাৎ- কোন হাজ্জের কাজগুলো একটু আগ-পিছ হয়ে গেলে কোন পাপ হবে না।

باب خطبة يوم النحر ورمي ايام التشريق والتوديع

(باب خطبة يوم النحر خطبة) শব্দটি «خ» তে পেশযোগে পড়তে হবে যা বাবে نصر ينصر-এর মাসদার-এর অর্থ হল وعظ তথা খুত্বাহ্ দিয়েছেন অর্থ হলো ওয়ায করেছেন আর এটি হল خطبة শব্দটির আভিধানিক অর্থ যা "আল কামূস" নামক অভিধানে উল্লেখিত আছে। অপরদিকে শারী'আতের পরিভাষায় খুতবার পরিচয় নিম্নরূপ,

عبارة عن كلام يشتمل على الذكر والتشهد والصلاة والوعظ

অর্থাৎ- ওয়ায নাসীহাত, নাবী (সাঃ)-এর ওপর দরূদ, لا إله إلا الله ও محمد رسول الله-এর সাক্ষ্য এবং যিক্‌র সম্বলিত কথাকে শারী'আতের পরিভাষায় খুত্বাহ্ বলা হয়।

(ورمي ايام التشريق) তথা গোশ্‌ত শুকানোর দিনগুলো আর তা হচ্ছে তিনদিন কুরবানীর পরের দিন প্রথমদিন হলো যুলহিজ্জাহ্ মাসের ১১ তারিখ এ দিনগুলোকে ايام التشريق বলার কারণ হলো, এ

---

[৬৯৫] সহীহ : আবূ দাঊদ ২০১৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ২৭৭৪, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৪৭২।

Contents

দিনগুলোতে বেশি বেশি গোশ্‌ত শুকাতে দেয়া হয়। আর কেউ কেউ বলেছেন, কুরবানীগুলো দেয়া হয় এ দিনগুলোতে এবং তা শুরু হয় কুরবানীর দিন ১০ তারিখ সূর্য উঠার পর থেকে, তাই এ দিনগুলোর নাম ايام التشريق যেমনটি বলেছেন আবূ 'উবায়দাহ্ আল ক্বাসিম বিন সালাম। আর এ তিনদিনের প্রথম দিনকে يوم القر বলা হয়, কেননা এ দিনে মানুষেরা মিনায় অবস্থান করেন। এটাকে يوم الرؤس-ও বলা হয়, কারণ এ দিন হাজী সাহেবানরা তাদের কুরবানীর পশুর মাথা খেয়ে থাকেন। আর দ্বিতীয় দিনের আরেক নাম يوم النفر الاول-এর আরেক নাম يوم الاكارع আর তৃতীয় দিনকে বলা হয় يوم النفر الأخر যেমনটি ইমাম ইবনু জারীর (রহঃ) বলেছেন।

(١٠) بَابُ خُطْبَةِ يَوْمِ النَّحْرِ وَرَمْيِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَالتَّوْدِيعِ

অধ্যায়-১০ : কুরবানীর দিনের ভাষণ, আইয়্যামে তাশরীক্বে পাথর মারা ও বিদায়ী ত্বওয়াফ করা

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٦٥٩ - [١] عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ: «إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ» وَقَالَ: «أَيُّ شَهْرٍ هٰذَا؟» قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ: «أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟» قُلْنَا: بَلٰى. قَالَ: «أَيُّ بَلَدٍ هٰذَا؟» قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ: «أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ؟» قُلْنَا: بَلٰى قَالَ «فَأَيُّ يَوْمٍ هٰذَا؟» قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قُلْنَا: بَلٰى. قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعٰى مِنْ سَامِعٍ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৫৯-[১] আবূ বাক্‌রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) কুরবানীর দিন (১০ যিলহাজ্জ) আমাদের উদ্দেশে এক বক্তৃতা দিলেন, তিনি (ﷺ) বলেন, বছর ঘুরে এসেছে সে তারিখের পুনরাবৃত্তি অনুযায়ী, যে তারিখে আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। বছর বারো মাসে, তন্মধ্যে চার মাস

হারাম বা সম্মানিত মাস। তিন মাস পরপর এক সাথেই তথা যিল্‌ক্ব'দাহ্, যিলহাজ্জ ও মুহার্‌রম। চতুর্থ মাস মুযার গোত্রের রজব মাস। যে মাস জমাদিউল উখরা ও শা'বানের মাঝখানে। তারপর তিনি (ﷺ) বলেছেন : এটা কোন্ মাস? আমরা উত্তর দিলাম- আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলই এ ব্যাপারে বেশি ভালো জানেন। এরপর তিনি (ﷺ) কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। আমরা ভাবলাম তিনি (ﷺ) হয়ত এ মাসের অন্য কোন নাম বলবেন। অতঃপর তিনি (ﷺ) বললেন, এ মাস কি যিলহাজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ, এ মাস যিলহাজ্জ মাস। এবার তিনি (ﷺ) বললেন, এটি কোন্ শহর? আমরা বললাম, আল্লাহর রসূলই ভালো জানেন। তিনি (ﷺ) কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। এতে আমরা ভাবলাম, তিনি (ﷺ) মনে হয় এ শহরের অন্য কোন নাম বলবেন। তিনি (ﷺ) বললেন, এটি কি (মাক্কাহ্) শহর নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ, এটি মাক্কাহ্ শহর, হে আল্লাহর রসূল! এরপর তিনি (ﷺ) বললেন, এটা কোন্ দিন? উত্তরে আমরা বললাম, আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলই তা ভালো জানেন। তিনি (ﷺ) কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। এতে আমরা ভাবলাম, তিনি (ﷺ) মনে হয় এর অন্য কোন নাম বলবেন। তারপর তিনি (ﷺ) বললেন, এটা কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ, কুরবানীর দিন। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, "তোমাদের জীবন, সম্পদ ও সম্মান তোমাদের জন্য পবিত্র; যেমন তোমাদের এ মাস, এ শহর, এ দিন পবিত্র। তোমরা খুব তাড়াতাড়ি আল্লাহর কাছে পৌঁছবে, আর তিনি তোমাদেরকে কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। সাবধান! আমার পর তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে এক অন্যের প্রাণনাশ করো না। তোমরা বলো, আমি কি তোমাদের নিকট (আল্লাহর নির্দেশ) পৌঁছিয়ে দেইনি? সহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তিনি (ﷺ) তখন বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো। (এরপর বললেন) প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে এ কথা পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যাকে পরে পৌঁছানো হয় কিন্তু সে আসল শ্রোতা হতেও বেশি উপলব্ধিকারী ও সংরক্ষণকারী হতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম)[৬৯৬]

ব্যাখ্যা : (عَنْ أَبِىْ بَكْرَةَ رضي الله عنه) এ সহাবীর নাম নুফাই বিন হারিস رضي الله عنه।

(خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ) হাদীসের এ অংশটির মাধ্যমে বুঝা যায় কুরবানীর দিন খুত্‌বাহ্ দেয়া শারী'আতসম্মত। ঠিক এ রকমই একটি হাদীস ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর বর্ণনায় 'আবদুল্লাহ বিন 'উমার رضي الله عنه থেকে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দিন বিদায় হাজ্জের সময় জাম্‌রায়ে 'আক্বাবার মাঝখানে অবস্থান করে বললেন, আজকে কোন্‌দিন?----- এভাবে হাদীসের শেষ পর্যন্ত।

অনুরূপভাবে বুখারী ও অন্যান্য ইমামগণ 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দিনে মানবতাকে লক্ষ্য করে ভাষণ প্রদান করলেন এবং তিনি বললেন, হে মানুষেরা! আজকে কোন্‌দিন? অনুরূপ ইমাম আহমাদ (রহঃ) জাবির رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলন, রসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দিন আমাদেরকে খুতবাহ প্রদান করলেন এবং তিনি বললেন, আজ কোনদিন সবচেয়ে বেশি সম্মানিত? আর হিরমাস বিন যিয়াদ আল বাহিলী رضي الله عنه-এর হাদীস, তিনি বলেন, আমি কুরবানীর দিন মিনাতে রসূলুল্লাহ ﷺ-কে খুত্‌বাহ্ দিতে দেখেছি।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮৫; ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭)

---

[৬৯৬] **সহীহ :** বুখারী ৪৪০৬, মুসলিম ১৬৭৯, আবূ দাউদ ১৯৪৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৭৭৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৯৭৪।

অনুরূপভাবে ইমাম আবূ দাউদ আবূ উমামাহ্ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ -কে মিনায় কুরবানীর দিন খুত্বাহ্ দিতে শুনেছি। এছাড়া আরো একটি হাদীস যা পরবর্তী দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আসবে যা রাফি' বিন 'আম্র আল মুযানী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি দেখেছি রসূলুল্লাহ বিদায় হাজ্জের দিন তার শাহবা নামক খচ্চরের উপর উঠে খুত্বাহ্ প্রদান করেছেন। 'আবদুল্লাহ বিন 'আম্র ইবনুল 'আস কর্তৃক বর্ণিত হাদীস তিনি অবলোকন করেছেন রসূলুল্লাহ -কে কুরবানীর দিন খুত্বাহ্ দিতে। আর সে সময় তার নিকট একজন প্রশ্ন করতে এসেছিলেন। যে হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম সহ অনেকে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং অত্র হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, কুরবানীর দিন খুত্বাহ্ দেয়া শারী'আতসম্মত এবং হাদীসগুলো তাদের মতকে খণ্ডন করে যারা বলেন কুরবানীর দিন হাজী সাহেবের উদ্দেশে কোন খুত্বাহ্ দেয়া শরীয়াতে নেই। আর এ হাদীসগুলোর খুত্বাহ্ দ্বারা الوصايا العامة তথা সাধারণ নাসীহাত উদ্দেশ্য। তাদের এ কথা মোটেই ঠিক নয় কারণ অত্র হাদীসগুলোর বর্ণনাকারী সকলেই এটাকে খুত্বাহ্ বলেই উল্লেখ করেছেন। যেমনভাবে 'আরাফার ময়দানের ক্ষেত্রে খুত্বাহ্ শব্দটি উল্লেখ করেছিলেন। আর 'আরাফাতে খুত্বাহ্ দেয়ার ক্ষেত্রে সকলের ঐকমত্য রয়েছে।

কুরবানীর দিন খুত্বাহ্ নেই বলে মত দিয়েছেন মালিকী ও হানাফীগণ। তারা বলেছেন হাজ্জের খুত্বাহ্ তিনটি যথা : ১. যুল্হিজ্জাহ্ মাসের সাত তারিখ। ২. 'আরাফার দিন। ৩. কুরবানীর দ্বিতীয় দিন। শাফি'ঈ মতাবলম্বীগণও একই কথা বলেছেন, তবে তারা কুরবানীর দ্বিতীয় দিনের স্থানে তৃতীয় দিনের কথা বলেছেন এবং চতুর্থ আরেকটি খুত্বার কথা বলেছেন তা হচ্ছে কুরবানীর দিন।

ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) বলেন, কুরবানীর দিন খুত্বাহ্ দেয়ার পর একটি প্রয়োজন রয়েছে যাতে করে মানুষেরা কংকর নিক্ষেপ, কুরবানী, মাথা হাল্ক্ব এবং ত্বওয়াফ সহ বিভিন্ন কাজগুলো শিখে নিতে পারেন।

তবে ইমাম ত্বহাবী (রহঃ) বলেছেন, ভিন্ন কথা তিনি বলেন, ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) কর্তৃক উল্লেখিত চতুর্থ খুত্বাটি আসলে হাজ্জের কৃতকলাপের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হয় না, কারণ সেখানে হাজ্জের কোন কাজ সম্পর্কেই আলোচনা হয় না, এটা শুধুমাত্র সাধারণ নাসীহাতকেই বুঝাবে। তিনি আরো বলেন, এ খুত্বাতে রসূলুল্লাহ বা কোন সহাবী হাজ্জের রীতিনীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

'আল্লামাহ্ ইবনুল ক্বিসার (রহঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ এটা করার কারণ হলো, সারা পৃথিবীর আনাচ-কানাচ থেকে মানবতা সেখানে জমা হয়েছেন তাই তাদেরকে তিনি কিছু নাসীহাত করেছেন। সুতরাং এটা কোন খুত্বাহ্ ছিল না। তবে যারা তাকে এ কাজ করতে দেখেছেন তারা ধারণা করেছেন যে, এটা খুত্বাহ্ ছিল।

'আল্লামাহ্ ইবনুল ক্বিসার আরো বলেন, ইমাম শাফি'ঈর কথা যেমন তিনি বলেছেন চতুর্থ খুতবাটির মাধ্যমে মানুষেরা কিছু হাজ্জের কাজকর্ম শিখতে পারেন এজন্য দেয়া প্রয়োজন "আমি এ কথার উত্তরে বলি এটা আবশ্যক নয় কারণ হাজ্জের কাজগুলো তো মানুষেরা 'আরাফার দিন ইমামের খুত্বাহ্ থেকে শিক্ষা করতে পারে।

'আল্লামাহ্ 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ) বলেন, ইবনুল কিসার সহ অন্যান্যদের উত্তরে বলা যায়। চতুর্থ খুতবাটির প্রয়োজন রয়েছে কারণ সেখানে রসূলুল্লাহ কুরবানীর দিন, যিলহাজ্জ মাস এবং মাক্কাহ্ মুকাররামার মর্যাদা সম্পর্কে উপস্থিত জনতাকে সতর্ক করেছেন। আর এটাকে সহাবায়ে কিরাম খুত্বাহ্ নামেই আখ্যা দিয়েছেন। তাই এটা খুত্বাই হবে অন্য কিছু নয়।

(يَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা আসমানসমূহ ও জমিনসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন-এর মধ্যে এমন এক শক্তি যার মাধ্যমে-এর দিন রাত, বছর ও মাসসমূহকে পার্থক্য করা যায়। 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা এ আসমান-জমিনকে সৃষ্টি করেছেন এবং এর মাঝে আসমান জমিনের উপর দিয়ে বহুকাল বহু বছর বহু মাস অতিবাহিত হওয়ার পর তা আবার সে স্থানে ফিরে যাবে তথা তার মূলে ফিরে যাবে যেখানে আল্লাহ চাইবেন ফিরে যেতে সেখানেই ফিরে যাবে।

আর কিছু হানাফী বিদ্বান এর ব্যাখ্যায় বলেন, আসমান ও জমিন সেখান দিয়ে প্রদক্ষিণ করছে বা করবে যেখান থেকে আল্লাহ চেয়েছেন। আর তা হল প্রতি ১২ মাসে এক বছর আর প্রতি মাসে ২৯/৩০ দিন হবে। তদানীন্তন 'আরবরা এ হিসাবকে পরিবর্তন করে কোন বছরকে তারা ১২ মাসে ধরতো আবার কোন বছরকে তারা ১৩ মাস ধরতো। আর তারা প্রতি দু'বছরে এ হাজ্জকে তার স্বীয় মাস থেকে পরবর্তী মাস পর্যন্ত বিলম্ব করতো আর যে মাসকে তারা বিলম্ব করতো তারা সেটাকে বাতিল বলতো। আর এমনিভাবে মাসের সংখ্যা বছরে ১৩ টি করতো ফলে বছরের মাস সংখ্যা পরিবর্তন হয়ে যেত আর এ সুযোগে তারা الاشتهر الحرم তথা সম্মানিত মাসসমূহ (যে মাসগুলো যুদ্ধবিগ্রহ হারাম)-কে উল্টা-পাল্টা করে ফেলতো অর্থাৎ- চারটি মাসকে হারাম মানতো ঠিকই কিন্তু আল্লাহর দেয়া মতে নয় নিজের মন মতো, তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের মতাদর্শকে বাতিল করে আয়াত নাযিল করলেন, ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ অর্থাৎ- "এ ধরনের কাজকর্ম সব কাফিরদের কাজ।" (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৩৭)

আর আল্লাহ তা'আলা তাদের এ কাজকে বাতিল করে মাস এবং বছরের হিসাব সেভাবেই প্রতিষ্ঠা করার ঘোষণা দেন যেভাবে আকাশ-জমিন সৃষ্টির শুরুতে ছিল। সুতরাং আল্লাহর নাবী ﷺ যে বছর বিদায় হাজ্জ করেন সে সময় যুল্‌হিজ্জাহ্ মাস তার স্বীয় স্থানে ফিরে এসেছিল। তাইতো নাবী ﷺ বললেন, (ان الزمان قد استدار كهيئته) অর্থাৎ- সময় তার স্বীয় অবস্থায় ফিরে এসেছে। আর যুলহিজ্জাহ্ মাস এখন এটাই আল্লাহ আদেশ করেছেন। সুতরাং তোমরা যুল্‌হিজ্জাহ্ মাসকে এখানেই রাখ তার সময়কে সংরক্ষণ কর জাহিলিয়্যাতের মতো পরিবর্তন করে ফেলো না।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, হাদীসের উক্ত অংশটির ব্যাখ্যা হল জাহিলী যুগে মাক্কার মুশরিকরা الاشهر الحرم তথা হারাম মাসসমূহের ক্ষেত্রে ইব্‌রাহীম আলায়হিস্ সালাম মিল্লাতের কড়া অনুসারী ছিলেন। তবে ধারাবাহিকভাবে তিনমাস (যুল্‌ক্ব'দাহ্, যুল্‌হিজ্জাহ্ ও মুহাররম) যুদ্ধ বিরতি দিয়ে থাকা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাই তারা যখন এসব মাসেও যুদ্ধের প্রয়োজনবোধ করতো তখন মুহার্‌রম মাসের হারামকে পরবর্তী সফর মাসের জন্য নির্ধারণ করতো আর মুহার্‌রম মাসে যুদ্ধ করতো। আর পরবর্তী বছরে আরো একমাস পিছিয়ে নিত। এভাবে তারা বছরের পর বছর এ রকম করতে থাকে। অবশেষে তাদের নিকট হারাম মাসের বিষয়টি সম্পূর্ণ গোলমাল হয়ে যায় এবং নাবী ﷺ তাদের এ ধরনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে আকস্মিক পরিবর্তন আনেন এবং আল্লাহর নির্দেশ যুল্‌হিজ্জাহ্ মাসকে তার স্বীয় স্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।

আবূ 'উবায়দ (রহঃ)-ও ঠিক একই রকম ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, তারা ينسون অর্থ يؤخرون তথা বিলম্ব করা যেমনটা আল্লাহ কুরআনে ইরশাদ করেছেন, ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৩৭) কখনো কখনো তারা মুহার্‌রম মাসে যুদ্ধের খুব প্রয়োজনবোধ করতো আর তাইতো মুহাররামের হারামকে বিলম্ব করে "সফর" মাসে নিয়ে যেত। তারপর পরবর্তী বছরে আবার সফর মাসকে পরবর্তী মাসে নিয়ে যেত।

Contents

ইমাম বায়যাবী (রহঃ) 'আরবের জাহিলী যুগের লোকেরা যখন যুদ্ধ করতো ঠিক সে মুহূর্তে কোন হারাম মাস আসলে (অর্থাৎ- যখন যুদ্ধ করা হারাম) তারা হারাম মাসটিকে পরিবর্তন করে পরবর্তী মাসের জন্য নির্ধারণ করতো। তাই তারা হারাম মাস হারাম করার উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে গিয়েছিল কিন্তু হারাম মাসের সংখ্যা চারটি তারা সংরক্ষণ করতো।

(السنة) এখানে বছর অর্থ 'আরাবী চন্দ্রের হিসাবের বছর। তা হবে ১২ মাস।

(منها اربعة حرم) এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ সুতরাং এ হারাম চারটি মাসে তোমরা তোমাদের নিজের ওপর অত্যাচার করিও না। (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৯ : ৩৬)

ইমাম বায়যাবী (রহঃ)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, (بهتك حرمتها وارتكاب حرامها) অর্থাৎ- তার সম্মান ভঙ্গ করে ও হারাম (নিষিদ্ধ) কাজে জড়িত হয়ে এর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে না।

'আল্লামাহ্ হাফিয ইবনু হাজার আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন, (فلا تظالموا فيهن انفسكم) অর্থাৎ- যুদ্ধ-বিগ্রহ করো না। আবার কেউ বলেছেন, অবৈধ কাজের সাথে জড়িত হয়ো না।

'আল্লামাহ্ হাফিয ইবনু হাজার আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন, (ذكرها من سنتين لمصلحة التوالى بين الثلاثة) অর্থাৎ- গণনাকে রসূলুল্লাহ ﷺ দু'বছর থেকে উল্লেখ করেছেন যাতে করে ধারাবাহিকতা রক্ষা পায়। অন্যথায় যদি তিনি মুহার্‌রম থেকে গণনা শুরু করতেন তাহলে ধারাবাহিকতা রক্ষা হতো না। আর এটা থেকে আরো বুঝা যায় যে, জাহিলী যুগে 'আরবরা যে কিছু কিছু মাসকে তাদের মনমতো বিলম্ব করে নিত তা বাতিল হিসেবে প্রমাণিত, কেননা তারা ঐ চারটি হারাম মাসের কখনো কখনো মুহার্‌রমকে সফর আবার সফরকে মুহার্‌রম করতো ধারাবাহিকতার ভঙ্গনের লক্ষ্যে, কারণ ধারাবাহিকতা তিন মাস যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে বিরত থাকা তাদের জন্য কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই নাবী ﷺ متواليات তথা ধারাবাহিক শব্দ উল্লেখ করে তাদের বিশ্বাস বাতিল করে দিলেন। আর এ মাসগুলোর হারামের বিষয়ে উলট পালট করার ক্ষেত্রে তারা কয়েক শ্রেণীর ছিল। যেমন : তাদের একদল মুহার্‌রম মাসকেই সফর নাম দেয় আর সেখানে তারা যুদ্ধ করে আর সফরকে মুহার্‌রম নাম দেয় সেখানে তারা যুদ্ধ করে না। অপর আরেকটি দল এক বছর এমন করে আবার পরের বছর অন্য রকম করে। আরেকদল এটিকে দু'বছর অন্তর অন্তর করে। আবার আরেকদল সফরকে বিলম্ব করতে করতে রবিউল আও্ওয়াল পর্যন্ত নিয়ে যায় আর রবিউল আও্ওয়ালকে নিয়ে যায় তার পরের মাসে আর এমনভাবে পিছাতে পিছাতে শাও্ওয়াল হয়ে যায় যুল্ক্ব'দাহ্ আর যুল্ক্ব'দাহ্ হয়ে যায় যুল্‌হিজ্জাহ্।

(ورجب مضر مضر) শব্দটি غير منصرف (ই'রাব অপরিবর্তনীয়) এটা 'আরবের একটি প্রসিদ্ধ গোত্রের নাম।

(رجب) 'রজব' মাসকে এ গোত্রের দিকে সম্পৃক্ত করার কারণ হলো, এ গোত্রটি 'আরবের সব গোত্রের চেয়ে বেশি সংরক্ষণকারী ছিল رجب মাসের সম্মানের ক্ষেত্রে।

رجب 'রজব' মাসের আরেকটি গুণ নাবী ﷺ বললেন, আর তা হলো রজব মাস জামাদিউস্ সানী ও শা'বানের মাঝে হবে। এ কথার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বিষয়টিকে আরো পরিষ্কার করা এবং জোড়ালোভাবে বলা। যেমন : নাবী ﷺ (اسنان الصدقة) বা সদাক্বার উটের বয়স সংক্রান্ত বিষয়ে বললেন, যদি ابنة مخاض না থাকে তাহলে একটি পুরুষ ابن لبون দিতে হবে অথচ আমরা জানি ابن لبون পুরুষ ছাড়া হয় না তারপরও নাবী ﷺ পুরুষ শব্দটি অতিরিক্ত বলে বিষয়টি আরো বেশি পরিষ্কার করেছেন। তবে এর আরো

একটি কারণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আর তা হলো, যাতে করে তদানীন্তন জাহিলী যুগের মানুষেরা তাদের মনমতো হিসাবে মাস গণনা করতো তা বন্ধ করা।

'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহঃ) বলেন, এ ব্যাপারে সকল 'আলিম ঐকমত্য যে, হারাম চারটি মাস সেই চারটিই যা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে চারটি মাস কিভাবে গণনা করা ভাল (مستحب) সে বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে। সুতরাং কূফার একদল 'আলিম বলেন, গণনাটি হবে এমন মুহার্‌রম, রজব, যুল্‌ক্ব'দাহ্ ও যুল্‌হিজ্জাহ্। অর্থাৎ- মুহার্‌রম দিয়ে শুরু আর যিল্‌হিজ্জাহ্ দিয়ে শেষ হবে যাতে করে চারটি মাস একই বছরে হয়। অপরদিকে মাদীনাহ্ বাসরার অধিকাংশ 'উলামায়ে কিরামের মত হচ্ছে, যুল্‌ক্ব'দাহ্, যুল্‌হিজ্জাহ্, মুহার্‌রম ও সর্বশেষ রজব, অর্থাৎ- তিনটি ধারাবাহিক আর একটি ধারাবাহিকতাবিহীন। আর এটাই সহীহ যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

'উলামায়ে কিরামের কেউ কেউ আবার এ 'আরাবী মাসগুলোর রহস্য উদ্‌ঘাটনেরও প্রচেষ্টা করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, মুহার্‌রম মাসকে বছরের প্রথমে নিয়ে আসার কারণ হলো, যাতে করে বছরের প্রথম মাসটিই যেন সম্মানসূচক হয় আর শেষটিও সম্মানসূচক হয় আর মাঝখানে রজব তাও সম্মানসূচক কেননা (انما الاعمال بالخواتيم) শেষের উপর 'আমাল নির্ভরশীল।

মোট কথা হলো, বারো মাসের ভিতর এ চারটি মাস হচ্ছে মর্যাদাশীল গুরুত্বপূর্ণ, তাই সঙ্গত কারণেই তাদের দ্বারা বছরের গণনা শুরু, মাঝখান এমনকি শেষ হতে পারে।

(وَقَالَ: «أَيُّ شَهْرٍ هٰذَا؟») এ প্রশ্নটির মাধ্যমে রসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ভাল করে ঐ মাসটি, শহরটি এবং দিনটি সম্পর্কে এবং তার মর্যাদা সম্পর্কে গুরুত্বারোপ করতে বলেছেন।

'আল্লামাহ্ কুরতুবী (রহঃ) বলেন, দিনটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে চুপ করে থাকার ভিতর হিকমাত হলো উপস্থিত জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ। যাতে করে এর পরের বাক্যটির দিকে তারা মনোযোগী হয়।

(قُلْنَا: اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَعْلَمُ) 'আল্লামাহ্ তুরবিশতী (রহঃ) বলেন, উত্তর দিতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তা আল্লাহ ও তার রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর ন্যস্ত করা, এটি একটি আদব তথা শিষ্টাচার। আর তারা ভেবেছেন যে, আমরা এমন উত্তর দিতে পারি যার চেয়ে বেশি আরো উত্তর থাকতে পারে। তাই প্রথমে তারা উত্তরের বিষয়টিকে علام الغيوب তথা মহান আল্লাহর দিকে ন্যস্ত করেছেন। পরক্ষণে আবার রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে ফিরিয়েছেন কারণ তিনি অবশ্যই তাদের চেয়ে ভাল জানেন।

(الْبَلْدَةَ) 'আল্লামাহ্ খিত্বাবী (রহঃ) বলেছেন, এখানে بلدة (শহর) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পবিত্র মাক্কাহ্ নগরী। যেমন : মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, অর্থাৎ- "নিশ্চয়ই আমি এ শহরের রবের 'ইবাদাত করতে আদিষ্ট হয়েছি।" (সূরাহ্ আন্ নাম্‌ল ২৭ : ৯১)

'আল্লামাহ্ ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেছেন, فلا ترجعوا بعدي كفارا অর্থাৎ- তোমরা আমার মৃত্যুর পর কাফির হয়ে যেয়ো না– এ কথাটির সাতটি ব্যাখ্যা হতে পারে।

১. ان ذلك كفر في حق المستحل بغير حق অর্থাৎ- অন্যায়ভাবে বস্তুতঃই কাফির বনে যাওয়া।

২. ان ذلك كفر النعمة وحق الاسلام অর্থাৎ- সেটা হচ্ছে আল্লাহর নি'আমাত ও ইসলামের হাক্বের কুফ্‌রী।

৩. انه يقرب من الكفر ويودى إليه অর্থাৎ- এটা কুফ্‌রের পর্যায়ভুক্ত।

৪. انه فعل كفعل الكفار অর্থাৎ- এটা কুফ্‌রী না তবে কুফ্‌রীর মতো।

৫. حقيقة الكفر অর্থাৎ- বস্তুতই কুফ্রী-এর অর্থ হলো তোমরা আমার পর কাফির হয়ে যেয়ো না, বরং মুসলিম থেকো।

৬. ইমাম খিত্বাবী (রহঃ) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, (المتكبرون بالسلام)

৭. তোমরা একে অপরকে কাফির বলিও না।

উল্লেখ্য যে, চতুর্থ মতটি এখানে প্রণিধানযোগ্য যেমনটা বলেছেন, ক্বাযী 'ইয়ায (রহঃ)।

(فَرُبَّ مُبَلَّغٍ) হাদীসের এ অংশটিতে 'ইল্ম প্রচারের বিষয়ে উৎসাহ দেয়া হয়েছে এবং এ হাদীস থেকে বুঝা যায় পূর্ণযোগ্যতা আসার আগেও 'ইল্ম অর্জন করা যায় এবং আরো বুঝা যায় 'ইল্মে প্রচার করাও فرض كفاية (ফার্যে কিফায়াহ্) তবে কিছু কিছু মানুষের জন্য তা فرض عين (ফার্যে 'আয়ন) হয়ে যায়।

٢٦٦٠ ـ[٢] وَعَنْ وَبَرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ؟ قَالَ: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهِ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ. فَقَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৬৬০-[২] ওয়াবারাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কোন্ দিন পাথর মারবো? তিনি বললেন, তোমার ইমাম যেদিন মারবে তুমিও সেদিন পাথর মারবে। আবার আমি তাঁকে এ মাসআলাটি জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, আমরা সময়ের অপেক্ষায় থাকতাম, যখন সূর্যাস্ত হলো তখন আমরা পাথর মারতাম। (বুখারী)[৬৯৭]

ব্যাখ্যা : (وَعَنْ وَبَرَةَ) তার প্রকৃত নাম হলো ওয়াবারাহ্ বিন 'আবদুর রহমান আল মাস্লামী তার কুন্ইয়্যাত হলো আবূ খুযায়মাহ্ অথবা আবুল 'আব্বাস আল কূফী তিনি সিক্বাহ রাবী। তিনি একজন তাবি'ঈ ১১৬ হিজরীতে খালিদ বিন 'আবদুল্লাহ আল কাসরীর শাসনামলে কূফায় মৃত্যুবরণ করেন।

'আল্লামাহ্ হাফিয ইবনু হাজার আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন, اذا رمى امامك فارمه হাদীসের এ অংশে বলা হয়েছে ইমাম কংকর নিক্ষেপ করলে কংকর নিক্ষেপ করার কথা, আর এখানে ইমাম দ্বারা হাজ্জের ইমাম উদ্দেশ্য। ইবনু 'উমার (রাঃ) যেন ভয় করছিলেন যে, প্রশ্নকারী হয়তো ইমামের বিপরীত কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে কোন ক্ষতির সম্মুখীন হবেন, তাই তাকে এ ধরনের নির্দেশ প্রদান করেছেন। কিন্তু প্রশ্নকারী যখন প্রশ্নটি পুনঃরায় করলেন তখন ইবনু 'উমার (রাঃ) আর 'ইল্ম গোপন রাখলেন না, বরং নাবী (সাঃ)-এর জামানায় তারা যেভাবে কংকর নিক্ষেপ করতেন তা ব্যাখ্যা করে বললেন।

এ সম্পর্কিত আরো একটি বর্ণনা রয়েছে সুফ্ইয়ান ইবনু 'উয়াইনাহ্ মিস্'আর থেকে আর মিস্'আর ওয়াবারার সূত্রে ওয়াবারাহ্ ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর সূত্রে সেখানে রয়েছে। প্রশ্নকারী লোকটি ইবনু 'উমার (রাঃ)-কে বললেন, আমার ইমাম যদি কংকর নিক্ষেপ করতে দেরী করেন তাহলে সে ক্ষেত্রে আপনার মতামত কি? পরবর্তীতে ইবনু 'উমার (রাঃ) তার উত্তরে বিস্তারিত বললেন। হাদীসটি ইবনু আবী 'উমার তার মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

(فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ) অর্থাৎ- এখানে প্রশ্নকারী কংকর নিক্ষেপ করার সময়টিকে নিশ্চিতভাবে জানতে চেয়েছিলেন।

[৬৯৭] সহীহ : বুখারী ১৭৪৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৬৬৪, আবূ দাঊদ ১৯৭২।

Contents

(كُنَّا نَتَحَيَّنُ) এ শব্দটি حين থেকে باب مفاعلة থেকে নির্গত আর حين অর্থ সময়। সুতরাং نتحين অর্থ হবে আমরা কংকর নিক্ষেপ করার জন্য সূর্য ঢলে যাওয়ার সময় পর্যবেক্ষণে রাখতাম। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন, আমরা কংকর নিক্ষেপ করার সময়ের অপেক্ষায় থাকতাম।

'আল্লামাহ্ তাবারী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হলো, كنا نطلب حينها والحين الوقت অর্থাৎ- আমরা কংকর নিক্ষেপ করার সময়ের অনুসন্ধান করতাম। এর থেকেই অন্য বর্ণনায় শব্দ এসেছে, كانوا يتحينون وقت الصلاة তারা (সহাবায়ে কিরাম) সলাতের প্রহর গুণতেন।

আর অত্র হাদীসটিই ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) (كنا نتحين زوال الشمس) শব্দে বর্ণনা করেছেন।

(فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا) আমরা যুহরের সলাতের পূর্বেই কংকর নিক্ষেপ করতাম। অবশ্যই ইমাম ইবনু মাজাহ হাকাম-এর সানাদে মিকসাম থেকে, তিনি 'আবদুল্লাহ বিন 'আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য ঢলে যাওয়ার পর জাম্‌রায়ে 'আক্বাবাতে কংকর নিক্ষেপ করতেন এবং কংকর নিক্ষেপ হলেই যুহরের সলাত আদায় করতেন।

'আল্লামাহ্ সিনদী (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীসটি প্রমাণ করছে যে, নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য ঢলে যাওয়ার পর প্রথমেই কংকর নিক্ষেপ করতেন, তারপর যুহরের সলাত আদায় করতেন।

অত্র হাদীস থেকে আরো বুঝা যায় ঈদুল আযহার ব্যতীত অন্যান্য দিনে কংকর নিক্ষেপ করার সময় হলো সূর্য ঢলার পর আর কেউ যদি সূর্য ঢলার পূর্বেই কংকর নিক্ষেপ করে তাহলে তা যথেষ্ট হবে না। আর এমনটাই অধিকাংশ 'আলিমের মতামত। তবে 'আত্বা, ত্বাউস (রহঃ) সহ অনেকেই এ মতের বিপরীত বলেছেন। কিন্তু এদের কথা ঠিক নয়, কারণ হাদীস তাদের বিপরীতে অবস্থান করছে।

٢٦٦١ -[٣] وَعَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَرْمِيْ جَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلٰى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتّٰى يُسْهِلَ فَيَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ طَوِيْلًا وَيَدْعُوْ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطٰى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمٰى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَأْخُذُ بِذَاتِ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ وَيَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَدْعُوْ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُوْمُ طَوِيْلًا ثُمَّ يَرْمِيْ جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِيْ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْلُ: هٰكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهٗ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৬৬১-[৩] সালিম (রহঃ) (তাঁর পিতা) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাঃ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তিনি ('আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার) প্রথম জাম্‌রায় (নিকটবর্তী জাম্‌রায়) সাতটি পাথর মারতেন এবং প্রত্যেক পাথরের মারার সময় *'আল্ল-হু আকবার'* বলতেন। তারপর তিনি কিছু দূর আগে বেড়ে নরম মাটিতে যেতেন এবং সেখানে ক্বিবলার দিকে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় হাত তুলে দু'আ করতেন। তারপর জাম্‌রায়ে উস্‌ত্বা'য় (মধ্যম জাম্‌রায়) এসে আবার সাতটি পাথর মারতেন। প্রত্যেক (ছোট) পাথর মারার সাথে *'আল্ল-হু আকবার'* বলতেন। তারপর বামদিকে কিছু দূর এগিয়ে নরম মাটিতে পৌঁছে ক্বিবলার দিকে দাঁড়িয়ে দু'আ করতেন। এরপর জাম্‌রাতুল 'আক্বাবায় গিয়ে বাত্বনি ওয়াদী (খোলা নিচু জায়গা) হতে সাতটি পাথর মারতেন। প্রত্যেক পাথর মারার সাথে *'আল্ল-হু আকবার'* বলতেন। কিন্তু এখানে দাঁড়াতেন না, বরং (গন্তব্য পথে) চলে যেতেন এবং বলতেন, আমি নাবী ﷺ-কে এভাবে পাথর (কঙ্কর) মারতে দেখেছি। (বুখারী)[৬৯৮]

---

[৬৯৮] **সহীহ :** বুখারী ১৭৫১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৬৬৩।

ব্যাখ্যা : (كَانَ يَرْمِيْ جَمْرَةَ الدُّنْيَا) এ রকম বর্ণনাই সবগুলো নুসখা (পাণ্ডুলিপি)-তে রয়েছে এমনকি মিশকাতুল মাসাবীহ-তেও অর্থাৎ- জাম্‌রা শব্দটিকে الدنيا শব্দের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তবে সহীহুল বুখারীতে রয়েছে ভিন্নরূপ সেখানে (الجمرة الدنيا) রয়েছে।

ইমাম তুরবিশতী (রহঃ) বলেন, الجمرة শব্দটি একবচনের শব্দ আর জাম্‌রাহ্ মূলত তিনটি তার অন্যতম হলো যাতুল 'আক্বাবাহ্ যা মাক্কাহ্ নগরীর নিকটে অবস্থিত। আর কুরবানীর দিন শুধু-ই এ যাতুল 'আক্বাবাতে কংকর নিক্ষেপ করতে হয়। আর কুরবানীর পরের দিন তিনটি কংকর নিক্ষেপ করতে হয় এ ক্ষেত্রে নিয়ম তাই যা অত্র হাদীসে উল্লেখ হয়েছে।

جمرة الدنيا একে جمرة الدنيا নামকরণের কারণ হলো মাসজিদুল খায়ফ-এ যারা সেখানে অবতীর্ণ হন সে অবতীর্ণ হওয়ার স্থানসমূহের নিকটবর্তী স্থানে এটি অবস্থিত আর دنيا শব্দের অর্থই হলো নিকটবর্তী। আর এ স্থানে রসূলুল্লাহ ﷺ তার উট বসাতেন। এ জাম্‌রাটিকে "দুনিয়া" শব্দের দিকে ইযাফাতের বিষয়টি اضافة الصفة إلى الموصوف-এর ন্যায়। যেমন : মাসজিদ শব্দটিকে الجامع-এর দিকে সম্পৃক্ত করে مسجد الجامع তথা জামি' মাসজিদ নামকরণ করা হয়।

(يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ) অর্থাৎ- اثر শব্দটি হামযাহতে যের ও "সা"-কে সাকিন দিয়ে اثر। অথবা হামযা ও "সা" উভয়টিকে যবর দিয়ে اثر-ও পড়া যায়। এর অর্থ হল প্রতিটি কংকর নিক্ষেপ করার পর الله أكبر বলতে হবে। আর হাদীসের বাহ্যিক থেকে বুঝা যায়, কংকর নিক্ষেপ করার পরই الله أكبر বলতে হবে। অপরদিকে ইমাম আহমাদ-এর এক বর্ণনায় (মুসনাদে আহমাদ ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ১৫২) আছে।

(كبر مع كل حصاة) তথা প্রতি কংকরের সাথে 'আল্ল-হু আকবার' বলার কথা। ঠিক এ রকমই বর্ণিত হয়েছে ইমাম মুসলিম কর্তৃক জাবির رضي الله عنه-এর বর্ণনা ও অন্যান্য বর্ণনায় এবং ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম কর্তৃক 'আবদুল্লাহ বিন মাস্‌'উদ رضي الله عنه-এর বর্ণনাও ঠিক এ রকম এবং আসছে যে হাদীসটি ইবনু 'উমার رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তাতে রয়েছে (يكبر عند كل حصاة)-এর কথা। 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) যাকে বেশি "আম্" ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক বলেছেন।

অপরদিকে যে হাদীসে مع তথা কংকর নিক্ষেপের সাথে সাথে 'আল্ল-হু আকবার' বলার কথা বর্ণিত হয়েছে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কংকরটি হাত থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই তাকবীর বলতে হবে এখানে সাথে অর্থ হলো যেহেতু কংকরটি তার নিকট থেকে বের হয়ে শেষ গন্তব্যে পৌঁছানো পর্যন্ত তা তার সাথেই রয়েছে। কেউ কেউ اثر كل حصاة-এর ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন এভাবে যে, এখানে উদ্দেশ্য হলো কংকর নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করার পর।

معية তথা একই সাথে হতে হবে বলে মত দিয়েছেন চার ইমামের অনুসারী তথা ছাত্ররা যেমন : এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, ইমাম বাজী, ইবনু কুদামাহ্ ও ইমাম নাবাবী (রহঃ)। ইমাম দাসূকী (রহঃ) বলেন, এ বিষয়ে "আল মুদাওয়ানাহ্" গ্রন্থে যা সন্নিবেশিত হয়েছে তার বাহ্যিক থেকে বুঝা যায় (إن التكبير مع كل حصاة سنة) তথা প্রত্যেক কংকরের সাথে 'আল্ল-হু আকবার' বলা সুন্নাহ। অপরদিকে "আল হিদায়া" নামক কিতাবেও (يكبر مع كل حصاة)-এর কথা এসেছে। আর এমন বর্ণনাই এসেছে 'আবদুল্লাহ বিন মাস্‌'উদ ও 'আবদুল্লাহ বিন 'উমার رضي الله عنهما-এর বর্ণনায়।

(ثُمَّ يَتَقَدَّمُ) অর্থাৎ- যে স্থানে ছিলেন সেখান থেকে একটু সরে গেলেন। অন্য বর্ণনায় এসছে, (ثم تقدم امامها) তথা একটু সামনে বাড়লেন।

(حَتّٰى يُسْهِلَ) 'আল্লামাহ্ হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) বলেন, এখানে উদ্দেশ্য হলো সমতল ভূমি যেখানে কোন প্রকার উঁচু নিচু নেই।

'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, المكان السهل বলতে নরম মাটি যা শক্ত নয় এমন মাটিকে বুঝানো হয়।

(ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطٰى) অন্য বর্ণনায় আছে, ثم يرمي الجمرة الوسطى التي الاولى والأخرى

'আল্লামাহ্ ইবনুল হুমাম (রহঃ) বলেন, জাম্‌রাতে কংকর নিক্ষেপ করার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করাটি আবশ্যক না উত্তম– এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে তবে আমার নিকট উত্তম, আবশ্যক নয়। (আল্লাহই ভালো জানেন)

'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, তারতীব তথা ধারাবাহিকতা রক্ষা করাই যুক্তিসঙ্গত কারণ তা ইমাম শাফি'ঈসহ অন্যান্যদের মতে ওয়াজিব এবং الموالاة তথা অবিচ্ছিন্নভাবে কংকর নিক্ষেপ করা سنة। যেমন : উযূর ক্ষেত্রে উযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ধোয়ার ক্ষেত্রে موالاة করা سنة মালিকী মাযহাব অনুপাতে।

'আল্লামাহ্ ইবনু কুদামাহ (রহঃ) বলেন, (মুগনী তৃতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা ৪৫২)

والترتيب في هذه الجمرات واجب على ما وقع في حديث ابن عمر وحديث عائشة عند أبي داود.................................

অর্থাৎ- এ জাম্‌রাগুলোতে কংকর নিক্ষেপ করার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব যা বুঝা যায় ইমাম আবূ দাউদ কর্তৃক বর্ণিত 'আবদুল্লাহ বিন 'উমার (রাঃ) ও 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা। তবে যদি কেউ উল্টিয়ে করতে চায় তাহলে প্রথমে শুরু করবে জাম্‌রায়ে 'আক্বাবাহ্ থেকে, তারপর দ্বিতীয়টি, অতঃপর প্রথমটি অথবা শুরু করবে দ্বিতীয়টি দ্বারা এবং তিনটি করে কংকর নিক্ষেপ করা যথেষ্ট হবে না যতক্ষণ না প্রথমটিতে মারবে এবং মাঝখানের ও প্রান্তেরটির নিক্ষেপ না করবে– এমনটাই বলেছিলেন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ)। আর যদি শেষ প্রান্তেরটি নিক্ষেপ করে অতঃপর প্রথমটি এবং তারপর মাঝখানেরটি তাহলে প্রান্তেরটি পুনঃরায় করবে– এমনই বলেছেন ইমাম মালিক ও ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)। হাসান বাসরী ও 'আত্বা বলেন, তারতীব তথা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব নয় এবং এটাই ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর কথা। কেননা তার যুক্তি হলো, যদি কেউ উল্টাভাবে কংকর নিক্ষেপ করে তাহলে তার উচিত হলো পুনরায় করা আর যদি পুনরায় না করে তাহলে কোন অসুবিধা নেই।

হানাফী বিদ্বানের কেউ কেউ দলীল হিসেবে নাবী (সাঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদীসটি পেশ করে থাকেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, (من قدم نسكا بين يدي نسك فلا حرج) অর্থাৎ- একটি 'ইবাদাত আগে আরেকটি করাতে কোন অসুবিধা নেই। এ হাদীসটিতে 'ইবাদাত বলতে জাম্‌রায় কংকর নিক্ষেপ উদ্দেশ্য। আর যেহেতু এ জাম্‌রায় কংকর নিক্ষেপ করার বিষয়টি একই সময় বিভিন্ন স্থানে হয়ে থাকে যার একটির সাথে আরেকটির কোনই সম্পর্ক নেই, তাই এক্ষেত্রে তীর নিক্ষেপ ও কুরবানীর মতো ধারাবাহিকতা রক্ষার শর্ত করা হয়নি। আর আমরা (জমহূর 'উলামাহ্গণ) বলি ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে কারণ নাবী (সাঃ) ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং বলেছেন, (خذاء عني مناسككم) অর্থাৎ- তোমরা আমার নিকট থেকে হাজ্জের বিধানগুলো আঁকড়ে ধর। হানাফী বিদ্বানগণ যে হাদীসটি দলীল হিসেবে পেশ করেছেন তা সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে যিনি একটি কুরবানীর পর আরেকটি কুরবানী করেন, কুরবানী আগে-পিছে করলে কোন অসুবিধা নেই– এ অর্থে

হাদীসটি গ্রহণ করা ঠিক হবে না। পক্ষান্তরে ত্বওয়াফ ও সা'ঈ করার ক্ষেত্রে তাদের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার কারণে তাদের বক্তব্য স্ববিরোধী হয়ে যায় এবং তাদের তথাকথিত অযৌক্তিক ক্বিয়াস বাতিল বলে পরিগণিত হয়।

'আল্লামাহ্ শানক্বীত্বী (রহঃ) বলেন,

اعلم انه يجب الترتيب فى رمى من الجمار ايام التشريق فيبدأ بالجمرة الاولى التى بلى مسجدا الخيف..................

অর্থাৎ- জেনে রেখ আইয়্যামে তাশরীক্ব যে জাম্‌রাগুলোতে কংকর নিক্ষেপ করা হয়, এক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আবশ্যক, সুতরাং (হাজী সাহব) প্রথমে (الجمرة الاولى) প্রথম জাম্‌রার মাধ্যমে যা মাসজিদুল খায়ফ-এর নিকট অবস্থিত সেখান থেকে শুরু করবেন আর সেখানে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবেন প্রত্যেকটির সাথে "আল্লাহু আকবার" বলবেন তারপর সেখান থেকে ফিরে الجمرة الوسطى তথা মধ্যবর্তী জাম্‌রার নিকটে আসবেন সেখানেও পূর্বের মতই নিক্ষেপ করবেন। আর শেষে জাম্‌রায় 'আক্বাবাতে এসেও তেমনি নিক্ষেপ করবে। আর এ তারতীব (ধারাবাহিকতা) যা আমরা উল্লেখ করলাম এটাই নাবী (ﷺ)-এর কাজ তিনি এভাবেই করেছেন আর আমাদের এভাবে করতে আদেশ করেছেন। সুতরাং আমাদের উচিত তার অনুসরণ করা। অতঃপর 'আল্লামাহ্ শানক্বীত্বী 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে যার ব্যাখ্যা আমরা এখন করছি তা দলীল হিসেবে উল্লেখ করেন।

অতঃপর বলেন, ইমাম বুখারী (রহঃ) এ হাদীস সম্পর্কে পরপর তিনটি করে (অধ্যায়) উল্লেখ করেছেন। যা ধারাবাহিকতা রক্ষার পক্ষে বিশুদ্ধ এবং স্পষ্ট প্রমাণ। অপরদিকে রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে তার এ রীতি অনুসরণ করতে বলেছেন, তিনি বলেছেন, (خذ عنى مناسككم) তোমরা আমার থেকে এর নিয়ম গ্রহণ কর। সুতরাং কেউ যদি ধারাবাহিকতা রক্ষা না করে আগ-পিছ করে জাম্‌রায় কংকর নিক্ষেপ করে থাকে তাহলে তা নাবী (ﷺ)-এর নির্দেশনার সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় বাতিল বলে গণ্য হবে। অন্য এক হাদীসে নাবী (ﷺ) বলেন, (من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد)

যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করলো যা আমাদের নির্দেশনার মধ্যে নেই তা পরিত্যাজ্য। আর জাম্‌রায় কংকর নিক্ষেপে ধারাবাহিকতা রক্ষা না করা এটি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশনার মধ্যে নেই তাই তাও পরিত্যাজ্য। এটাই ইমাম শাফি'ঈ, মালিক ও অধিকাংশ 'উলামায়ে কিরামের অভিমত।

অত্র হাদীসটি থেকে বুঝা যায় প্রত্যেক কংকরের সাথে তাকবীর দেয়া বিধি সুন্নাত। সকল 'আলিমের ঐকমত্য যদি কেউ তাকবীর না দেয় তাহলে তার কোনই কাফ্‌ফারাহ্ দেয়া লাগবে না তবে সুফ্ইয়ান সাওরী (রহঃ) বলেছেন ভিন্ন কথা, তিনি বলেছেন, সে খাদ্য খাওয়াবে তবে একটি কুরবানী দিয়ে ক্ষতি পূরণ আমার নিকট সর্বোত্তম।

'উলামাহ্গণ আরো একমত হয়েছেন যে, কংকর নিক্ষেপের সংখ্যা সাতটি হওয়ার ব্যাপারে এবং কংকর নিক্ষেপের মুহূর্তে ক্বিবলামুখী হওয়া ও প্রথম এবং দ্বিতীয় জাম্‌রার নিকটে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা ও বিনয়ী হওয়ার ব্যাপারে। এ হাদীস থেকে আরো বুঝা যায় কংকর নিক্ষেপের পর দু'আ করার সময় কংকর নিক্ষেপের স্থান থেকে সরে গিয়ে দু'আ করতে হবে যাতে করে অন্যের কংকর এসে নিজের শরীরে না লাগে।

এ হাদীস থেকে কংকর নিক্ষেপের সময় দু'আর ক্ষেত্রে রফ্'উল ইয়াদায়ন তথা দু'হাত উঁচু করার কথা বুঝা যায়। দু'আ না করার কথাও বুঝা যায় এবং বুঝা যায় জাম্‌রায় 'আক্বাবাতে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।

'আল্লামাহ্ ইবনু কুদামাহ্ (রহঃ) বলেন,

لا نعلم لما تضمنه حديث ابن عمر هذا مخالفا الا ما روى عن مالك أنه ترك رفع اليدين عند الدعاء بعد رمى الجمار.

অর্থাৎ- আমাদের জানা মতে এ দু'আর ক্ষেত্রে কংকর নিক্ষেপের পর দু'আর সময় দু'হাত উত্তোলন করতে হবে এতে কোন বিরোধ নেই। তবে ইমাম মালিক (রহঃ)-এর বিপরীত অবস্থান গ্রহই করেছেন।

'আল্লামাহ্ ইবনুল মুনযীর (রহঃ) বলেন, (لا أعلم أحدا انكر رفع اليدين فى الدعاء عند الجمرة الا ما حكاه ابن القاسم عن مالك) জাম্‌রার নিকটে দু'আর সময় রফ্'উল ইয়াদায়ন করতে হবে এতে কারো দ্বিমত নেই তবে ইবনুল ক্বাসিম ইমাম মালিক (রহঃ) থেকে যে বর্ণনা করেছেন তা ব্যতীত।

'আল্লামাহ্ হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) বলেন, ইবনুল মুনযীর রফ্'উল ইয়াদায়নের বিষয়টি এভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, যদি তা سنة ثابتة (প্রমাণিত সুন্নাত) হতো তাহলে তা মাদীনার 'আলিমরাই সর্বাগ্রে বর্ণনা করতেন। এ বিষয়ে তারা অমনোযোগী হতেন না। তবে 'আল্লামাহ্ কুসত্বালানী (রহঃ) মালিকী মাহযহাবের ইবনু ফারহুন থেকে হাজ্জের জাম্‌রায় 'আক্বাবাতে কংকর নিক্ষেপের পর দু'আর ক্ষেত্রে রফ্'উল ইয়াদায়ন করা বা না করা এ দু'ধরনের কথাই ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন।

অত্র হাদীসটিতে কংকর নিক্ষেপ কি হেঁটে চলে করতে হবে না সওয়ারী হয়ে সে বিষয়ে কোন নির্দেশনা নেই। তবে অন্যান্য হাদীসের বিবরণ রয়েছে। যেমন : ইবনু আবী শায়বাহ্ সহীহ সানাদে বর্ণনা করেন, ان ابن عمر كان عشى الى الجمار مقبلا ومدبرا অর্থাৎ- নিশ্চয়ই ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জাম্‌রার দিকে হেঁটে হেঁটে যেতেন এবং জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে আরো একটি বর্ণনা এসেছে, তিনি খুব প্রয়োজন না হলে সওয়ারী হতেন না।

ইমাম তিরমিযী ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন এবং বর্ণনাটিকে সহীহ বলেছেন এমনকি ইমাম বায়হাক্বীও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে,

(ان النبى ﷺ كان اذا رمى الجمار مشى اليها ذاهبا وراجعا) অর্থাৎ- নিশ্চয়ই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কংকর নিক্ষেপ করতে ইচ্ছা করতেন তখন জাম্‌রায় যাওয়া-আসা করতেন পায়ে হেঁটে।

অন্য শব্দে এসেছে, (كان يرمى الجمرة يوم النحر ركبا وسائر ذلك ماشيا) অর্থাৎ- নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুধু কুরবানীর দিন সওয়ারী হওয়া ছাড়া বাদ বাকী সব সময় পায়ে হেঁটেই জাম্‌রায় কংকর নিক্ষেপ করতেন। (মুসনাদে আহমাদ ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ১১৪, ১৩৭, ১৫৬, ১৫২, বুখারী, আবূ দাউদ, বায়হাক্বী ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ১৪৮)

٢٦٦٢ \-[٤] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهٖ فَأَذِنَ لَهٗ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৬২-[৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আব্বাস ইবনু 'আবদুল মুত্ত্বালিব লোকদেরকে পানি পান করানোর জন্য মিনার রাতগুলো মাক্কায় থাকার জন্য রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে অনুমতি চাইলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে অনুমতি দিলেন। (বুখারী, মুসলিম)[৬৯৯]

[৬৯৯] সহীহ : বুখারী ১৬৩৪, মুসলিম ১৩১৫, আবূ দাউদ ১৯৫৯, আহমাদ ৪৭৩১, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৯৫৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৬৯১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৮৮৯, ইরওয়া ১০৭৯।

ব্যাখ্যা : (اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) এর দ্বারা তথা অত্র হাদীসটি দ্বারা ১১, ১২ ও ১৩ তারিখের রাতগুলো উদ্দেশ্য।

(مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ) 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, পানি পান করানোর দায়িত্ব থাকার কারণে অর্থাৎ- মাসজিদুল হারামে যেখানে যমযম কূপের পানি দ্বারা ভরপুর আর হাজীদের জন্য সেখান থেকে পানি পান করা "মানদূব" এবং তা পান করতে হয় ত্বওয়াফে ইফাযাহ্-এর পরপরই। আর অন্যান্য ত্বওয়াফের পরও তা পান করা যায় এবং প্রচণ্ড ভীড় থাকার কারণে এ কূপ থেকে পানি পান করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং যমযম কূপের পানি বারাকাতপূর্ণ এবং এ কূপটি প্রাথমিককালে কুসাই-এর তত্ত্বাবধানে, অতঃপর তার মৃত্যুর পর তারই পুত্র 'আব্দ মানাফ-এর তত্ত্বাবধানে, অতঃপর তার মৃত্যুর পর তার পুত্র হাশিম-এর তত্ত্বাবধানে, তার মৃত্যুর পর তারই পুত্র 'আবদুল মুত্ত্বালিব-এর তত্ত্বাবধানে, অতঃপর তার মৃত্যুর পর তারই পুত্র 'আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকটে, অতঃপর তার মৃত্যুর পর তারই পুত্রের তত্ত্বাবধানে, এভাবে পর্যায়ক্রমে আজ পর্যন্ত এর ধারাবাহিকতা চলছে।

আল ফাকিহী (রহঃ) 'আত্বা (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, 'আত্বা (রহঃ)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে পানীয় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হাজীদের যমযম কূপের পানি পান করানো।

আয্রাক্বী (রহঃ) বলেন, 'আব্দ মানাফ মশকে করে যমযম কূপের পানি মাক্কায় নিয়ে যেতেন এবং তা চামড়ার পাত্রে পান করার জন্য কা'বার আঙ্গিনায় হাজীদের জন্য ঢেলে দিতেন। তারপর তার মৃত্যুর পর তার ছেলে হাশিম, তারপর 'আবদুল মুত্ত্বালিব এ দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর যমযম কূপ খনন করা হলে যাবীব (আঙ্গুর) কিনে তা যমযম কূপের পানিতে দিয়ে 'নাবীয' তৈরি করে তা মানুষের জন্য পরিবেশন করতেন।

ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক্ব বলেন, কুসাই বিন কিলাব কা'বাহ্ ঘরের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হলো তখন তারই দায়িত্ব ছিল কা'বার গিলাফ পরানোর দায়িত্ব থেকে শুরু করে হাজীদের পানি পান করানো, ঝাণ্ডা ধরা, দারুণ নাদওয়ার দায়িত্ব সবই তার দায়িত্বে ছিল তার মৃত্যুর পর তার ছেলেরা পরস্পর পরামর্শক্রমে পানি পান করানো ও কা'বার রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব 'আব্দ মানাফকে আর বাকী দায়িত্ব অন্যান্য ভাইদের ওপর ন্যস্ত ছিল। তারপরের বর্ণনাটি আগের মতই উল্লেখ করেছেন এবং একটু বর্ধিত করে বলেছেন,

ثم ولى السقاية من بعد عبد المطلب ولده العباس وهو يومئذ من أحدث اخدثه سنا فلم نـزل بيده حتى اقام الاسلام وهي بيده فاقرها رسول الله ﷺ معه فهي اليوم إلى بني العباس كذا في الفتح

অর্থাৎ- অতঃপর 'আবদুল মুত্ত্বালিব-এর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যিনি ছিলেন বয়সে নবীন তার হাতে এ মহান দায়িত্ব ন্যস্ত হয় এবং ইসলাম ক্বায়িম হওয়া অবধি তা তারই হাতে থাকে। রসূলুল্লাহ ﷺ এটাকে সমর্থন জানান আর এখন তা 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বংশধরের হাতে রয়েছে। এমনটাই হাফিয ইবনু হাজার আস্ক্বালানী (রহঃ)-এর ফাতহুল বারীতে আছে।

(فَأَذِنَ لَهُ) অত্র হাদীস থেকে বুঝা যায়, আইয়্যামে তাশরীক্বের রাতগুলোতে মিনায় কাটানো শারী'আতসম্মত। আর হাজীদের পানি পান করানোর উদ্দেশ্য যদি কেউ সেখানে রাত না কাটায় তাহলে তার কোন অসুবিধা নেই। এ ব্যাপারে সকল 'উলামায়ে কিরামের ঐকমত্য রয়েছে। তবে মিনায় রাত কাটানো কি ওয়াজিব না সুন্নাহ- এ ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে।

ইমাম মালিক ও তার ছাত্ররা বলেছেন ওয়াজিব। তিন রাতের এক রাত হলেও সেখানে কাটাতে হবে। আর সেখানে অবস্থান না করার প্রেক্ষিতে 'আবদুল্লাহ বিন 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কথানুপাতে কাফ্ফারাও দেয়া

প্রয়োজন। সে কথাটি হলো, (من نسى من نسكه شيئا اوتركه فليهرق دما أخرجه البيهقي) অর্থাৎ- হাজ্জের কোন কাজ কেউ ইচ্ছা করে ছেড়ে দিলে বা ভুলে গেলে তার অবশ্যই কাফফারাহ্ দিতে হবে। ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) কথাটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মালিক (রহঃ) এ ব্যাপারে তার মুয়াত্ত্বাতে নাফি' ইবনু 'উমার, 'উমার বিন খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, সেটি হলো 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, (لا يتبين احد من الحاج ليالى منى من وراء العقبة) অর্থাৎ- হাজীদের কেউ যেন অবস্থানকালীন রাতগুলোকে 'আক্বাবার পিছনে অবস্থান না করে।

এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মাযহাব হলো, মিনায় অবস্থানের রাতগুলো মিনা ব্যতীত অন্যত্র অবস্থান করা "মাকরূহ", কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনাতে অবস্থান করেছেন। তবে ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও তার ছাত্রদের নিকট যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করেই মিনার রাতগুলোতে মিনা ব্যতীত অন্য কোথাও রাত কাটায় তাহলে তার কোন কাফফারাহ্ দিতে হবে না। কেননা তারা মনে করেন, এ রাতগুলোতে মিনায় অবস্থান করার কথা এজন্য বলা হয়েছে যাতে করে ঐ দিনগুলোতে কংকর নিক্ষেপ করা সহজ হয়। তাই কেউ যদি ঐ রাতগুলোতে সেখানে অবস্থান না করেও কংকর নিক্ষেপ করতে পারে তাহলে তা তার জন্য বৈধ হবে।

এ মাসআলাটিকে কেন্দ্র করে ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর দু'ধরনের কথা রয়েছে সর্বাধিক সহীহ হচ্ছে ওয়াজিব। কেউ কেউ বলেন, সুন্নাহ। সুতরাং প্রথম কথা অনুযায়ী মিনায় অবস্থান করা যদি ওয়াজিবই হয় তাহলে তাঁরা তা না করলে তাদের ওপর এ ভুলের কাফফারাহ্ বর্তাবে ওয়াজিব হিসেবে আর দ্বিতীয় কথানুযায়ী কাফফারা দেয়া সুন্নাহ হবে।

শাফি'ঈ মাযহাব অবলম্বীদের নিকট কাফফারাহ্ দেয়া আবশ্যক হবে শুধু তার জন্য যিনি তিন রাতের কোন রাতেই মিনায় রাত যাপন করেনি। আর যদি কোন ব্যক্তি তিন রাতের কোন এক রাত মিনায় যাপন না করে তাহলে সে ব্যাপারে ঐ কথাগুলোই প্রণিধানযোগ্য যা বলা হয়েছে কংকর নিক্ষেপ করার বিষয়ে (যদি কেউ সাতটি কংকরের একটি না করে) ঐ কথাগুলোর সর্বাধিক সহীহ কথা হলো প্রথম রাত যাপন না করলে সে জন্য এক মুদ পরিমাণ সদাক্বাহ্ দিতে হবে। আর দ্বিতীয় রাত না করলে এক দিরহাম। আর তৃতীয় রাত যদি না করে তাহলে ثلث دم তথা তিন ভাগের একভাগ কাফফারাহ্ দিতে হবে। আর তাদের নিকট রাত যাপন অর্থ হলো রাতের বেশি সময় অবস্থান করা কারণ রাত যাপন কথাটি হাদীসের مطابق তথা সাধারণভাবে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং পূর্ণরাত মিনা থাকা আবশ্যক না।

فاقيم المعظم مقام الكل أي للأكثر حكم الكل

এ ক্ষেত্রে রাতের প্রথমাংশ বা শেষাংশের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

এ মাসআলাতে ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর মতামত হচ্ছে। মিনায় রাত্রিগুলোতে মিনায় অবস্থান করা واجب। সুতরাং যে কেউ তিন রাতের মধ্যে একটিও যদি সেখানে অবস্থান না করে তাহলে তার ওপর কাফফারাহ্ আবশ্যক। তার থেকে-এর বর্ণিত আছে সে কিছু সদাক্বাহ্ করে দিবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে সদাক্বাহ্ দেয়া লাগবে না। ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর সর্বাধিক স্পষ্ট দলীল হচ্ছে, মিনার দিনগুলোতে মিনায় রাত যাপন করা এটি হচ্ছে হাজ্জের কাজসমূহের একটি অন্যতম কাজ। আর ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

(من نسى من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما) অর্থাৎ- যে কেউ হাজ্জের কোন কাজ ভুলে গেলে একটি কুরবানী দিবে।

মিনায় রাত যাপনের মোটামুটি তিনটি দলীল হতে পারে,

১. নাবী ﷺ সেখানে রাত যাপন করেছেন আর তিনি বলেছেন, (خذوا عنى مناسككم) তোমরা আমার নিকট থেকে তোমাদের হাজ্জের কাজ শিখে 'আমাল কর। সুতরাং আমাদের নাবী ﷺ-কে অনুসরণ করে মিনাতে রাত যাপন করতে হবে।

২. অত্র হাদীসে 'আব্বাস (রাঃ)-কে সুযোগ দেয়ার কারণ প্রসঙ্গে হাফিয ইবনু হাজার আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন, এ হাদীসটিও মিনায় রাত্রি যাপনের ওয়াজিবের দলীল, কারণ 'আব্বাস (রাঃ)-কে সুযোগ দেয়ার একটি কারণ ছিল। আর যদি সে কারণ না থাকে তাহলে তো আর কেউ সুযোগ পাবে না। জমহূর 'উলামায়ে কিরামের মতে মিনায় রাত যাপন করা ওয়াজিব।

৩. 'উমার বিন খাত্ত্বাব (রাঃ) যিনি খুলাফায়ে রাশিদীনের অন্যতম যাদের অনুসরণ করতে আমরা আদিষ্ট তিনি মিনার দিনগুলোতে হাজীদেরকে মিনার বাইরে থাকতে নিষেধ করেছেন এবং যারা বাহিরে আছে তাদেরকে লোক পাঠিয়ে মিনার ভিতরে নিয়ে আসতে বলেছেন।

সুতরাং মোট কথা হলো, যদি কেউ উয্রের কারণে মিনায় রাত যাপন করতে না পারে তাহলে তার কোন কাফফারাহ্ আবশ্যক হবে না। অন্যথায় আবশ্যক হবে।

٢٦٦٣ - [٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقٰى. فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا فَضْلُ اذْهَبْ إِلٰى أُمِّكَ فَأْتِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا فَقَالَ: «اسْقِنِيْ» فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُمْ يَجْعَلُوْنَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ قَالَ: «اسْقِنِيْ». فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ أَتٰى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْقُوْنَ وَيَعْمَلُوْنَ فِيْهَا. فَقَالَ: «اعْمَلُوْا فَإِنَّكُمْ عَلٰى عَمَلٍ صَالِحٍ». ثُمَّ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوْا لَنَزَلْتُ حَتّٰى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلٰى هٰذِهٖ». وَأَشَارَ إِلٰى عَاتِقِهٖ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৬৬৩-[৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যেখানে 'পানি পান' করানো হয় সেখানে এসে পানি চাইলেন। তখন (আমার পিতা) 'আব্বাস (রাঃ) (আমার ভাইকে) বললেন, হে ফায্ল! তোমার মায়ের কাছে যাও। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য তার কাছ থেকে খাবার পানি নিয়ে আসো। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, আমাকে এখান থেকে পানি পান করাও। আমার পিতা তখন বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এতে লোকেরা হাত দেয়। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, আমাকে এখান থেকেই পানি পান করাও। এরপর তিনি (ﷺ) এখান থেকেই পানি পান করলেন। তারপর তিনি (ﷺ) যমযমের কূপের কাছে গেলেন। তখনও তারা পানি পান করছিলেন। (এ অবস্থা দেখে) তিনি (ﷺ) বললেন, কাজ করতে থাকো, কেননা তোমরা নেক কাজে ব্যস্ত আছ। তারপর তিনি (ﷺ) বললেন, যদি লোকেরা তোমাদেরকে পরাভূত করবে– এ আশংকা আমার না থাকতো তাহলে আমি সওয়ারী হতে নেমে এতে রশি নিতাম। (রাবী বলেন) এটা বলে তিনি (ﷺ) নিজের কাঁধের দিকেই ইশারা করলেন। (বুখারী)[৭০০]

ব্যাখ্যা : (أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ) মুজমাল গ্রন্থকার (রহঃ) বলেন, সিক্বায়াহ্ বলা হয় ঐ স্থানকে যেখান থেকে হাজ্জের মওসুমে পানীয় সরবরাহ করা হয়। সেকালে কিসমিস ক্রয় করে যমযম কূপের

[৭০০] সহীহ : বুখারী ১৬৩৫, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৯৪৬, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১১৯৬৩, মুসতাদ্রাক লিল হাকিম ১৭৪৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৬৫৩।

পানির মধ্যে সংমিশ্রণ করে মানুষদেরকে পান করার জন্য পরিবেশন করা হতো। আর জাহিলী যুগ ও ইসলাম উভয় যুগেই আল 'আব্বাস তার দায়িত্বে ছিলেন। নাবী ﷺ এটাকে সমর্থন দিয়েছিলেন। সুতরাং এ দায়িত্ব কারো ছিনিয়ে নেয়া ঠিক হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত 'আব্বাস-এর বংশধরদের কেউ জীবিত থাকবেন।

(فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا فَضْلُ اذْهَبْ إِلٰى أُمِّكَ) ফায্‌ল তিনি 'আব্বাস (রাঃ)-এর ছেলে, 'আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর ভাই আর তার মাতা হলেন উম্মু ফায্‌ল লুবাবাহ্ বিনতু হারিস আল হিলালিয়্যাহ্ (রাঃ) আর তিনিই 'আবদুল্লাহ (রাঃ)-এরও মাতা।

(يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ) তারা তাদের হাতগুলো পানীয়ের মধ্যে ডুবিয়ে দিচ্ছে আর অধিকাংশই তাদের হাত থাকতো অপরিষ্কার। হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ 'ইকরামার সূত্রে ত্বাবারানীতে এ ব্যাপারে একটি হাদীস আছে, 'আব্বাস (রাঃ) রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, ان هذا قد مرث অর্থাৎ- তাদের অপরিষ্কার হাত এখানে দেয়ার কারণে এ পানীয়ও অপরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

আমি কি আপনাকে আমাদের ঘর থেকে পরিষ্কার পানি এনে দিব? রসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বললেন, না বরং আমাকে সেখান থেকেই পানি দিন যেখান থেকে মানুষেরা পান করছে। ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে (১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৩২০, ৩৩৬) য'ঈফ সানাদে একটি হাদীস নিয়ে এসেছেন সেটা হল, নাবী ﷺ আল 'আব্বাস-এর (রাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, আমাকে পান করাও। তখন আল 'আব্বাস (রাঃ) বললেন, এই নাবীয মিশ্রিত পানি তো ময়লা হয়ে গেছে আমরা কি আপনাকে দুধ বা মধু পান করতে দিব? তখন রসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বললেন, না আমাকে সেখান থেকে পান করাও যেখান থেকে মানুষেরা পান করছে।

হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীসটিতে অনেকগুলো উপকারিতা রয়েছে। যেমন :

১. অন্যের নিকটে পানীয় অন্বেষণ করা দোষের নয়। ২. কেউ যদি সম্মানের সাথে কোন জিনিস দেয় তাহলে তা ফেরত দেয়া ঠিক নয় তবে যদি সেটা ফেরত দেয়ার মধ্যে ফেরত না দেয়ার চেয়ে বৃহৎ কোন কল্যাণ নিহিত থাকে তাহলে ফেরত দেয়া যাবে। কেননা এ হাদীসে নাবী ﷺ-এর জন্য আল 'আব্বাস যে পানীয় নিয়ে আসার কথা বলেছিলেন তা তিনি গ্রহণ করেননি বিনয়ীতার খাতিরে তাই তিনি বলেছেন আমাকে সেখান থেকেই পানি পান করাও যেখান থেকে মানুষেরা পান করছে। ৩. পানি পান করানোর প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে বিশেষ করে যমযম কূপের পানি। ৪. নাবী ﷺ-এর বিনয় এবং এ বিষয়ে সহাবী (রাঃ)-গণের অনুসরণ। ৫. যেখানে মানুষেরা হাত ডুবিয়ে দিয়েছিল তা অপবিত্র হয়নি কারণ অপবিত্র হলে নাবী ﷺ তা গ্রহণ করতেন না।

٢٦٦٤ - [٦] وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৬৬৪-[৬] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ মুহাস্‌সাব নামক স্থানে যুহর, 'আস্‌র, মাগরিব ও 'ইশার সলাত আদায় করে এখানেই কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলেন। অতঃপর সেখান থেকে বায়তুল্লাহর দিকে রওয়ানা হলেন এবং (বিদায়ী) ত্বওয়াফ সম্পন্ন করলেন। (বুখারী)[৭০১]

[৭০১] **সহীহ :** বুখারী ১৭৫৬, দারিমী ১৯১৫, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ৯৬২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৭৩৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৮৮৪। তবে দারিমীর সানাদটি দুর্বল।

ব্যাখ্যা : কুরবানীর চতুর্থদিনে মিনা থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে রসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের সলাত আদায় করলেন। এখান থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, সূর্য ঢলে যাওয়ার পরপরই যুহরের সলাত আদায়ের পূর্বেই কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। আর রসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের সলাত আদায়ের পূর্বেই মিনা থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। 'আল্লামাহ্ হাফিয ইবনু হাজার আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন, এ হাদীসের সাথে لم يرم الا بعد الزوال তথা রসূলুল্লাহ ﷺ কেবল সূর্য ঢলে যাওয়ার পরেই কংকর নিক্ষেপ করেছেন– এ হাদীসে কোন বিরোধ নেই। কেননা, রসূলুল্লাহ ﷺ মিনা থেকে ফিরে আল মুহাস্সাবে নেমেছেন, অতঃপর সেখানেই যুহরের সলাত আদায় করেছেন।

(ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً) হালকা ঘুম দিলেন। অপর এক বর্ণনায় ثم هجع هجعة-এর কথা এসেছে।

(الْمُحَصَّبِ) এটা হলো মিনা ও মাক্কাহ্ নগরীর মাঝে অবস্থিত এক খোলা প্রশস্ত স্থান। এটাকে এ নামে অভিহিত করার কারণ হলো এখানে সব কংকর একত্রিত হয় যেহেতু এটা একটা নিচু ভূমি। সাহেবে শারহুল লুবাব (রহঃ) বলেন, المحصب হল الأبطح-এর অপর নামগুলো হলো আল হাসবা, বাত্বহা, খায়ফ। কেউ কেউ বলেছেন, এটা মিনার খুব সন্নিকটে কিন্তু এ কথা ঠিক নয়।

٢٦٦٥ -[٧] وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ. قُلْتُ: أَخْبِرْنِيْ بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنًى. قُلْت: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالْأَبْطَحِ. ثُمَّ قَالَ افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৬৫-[৭] 'আবদুল 'আযীয ইবনু রুফাই' (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি আনাস ইবনু মালিক-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, এ ব্যাপারে আপনি রসূলুল্লাহ ﷺ হতে যা জেনেছেন তা আমাকে বলুন। (যেমন) তিনি (ﷺ) তালবিয়ার দিন (যিলহাজ্জ মাসের ৮ তারিখে) যুহরের সলাত কোথায় আদায় করেছেন? জবাবে আনাস বললেন, 'মিনায়'। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, নাফ্রের দিন (যিলহাজ্জ মাসের ১৩ তারিখে মাদীনায় রওনা হবার দিন) 'আস্রের সলাত কোথায় আদায় করেছেন? তিনি বললেন, আবত্বাহ-এ। অতঃপর আনাস বললেন, কিন্তু তোমরা তোমাদের আমীর বা নেতৃবৃন্দ যেভাবে করেন সেভাবে করবে। (বুখারী, মুসলিম)[৭০২]

ব্যাখ্যা : (عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ) 'আবদুল 'আযীয বিন রুফাই' তিনি ছিলেন একজন সুপ্রসিদ্ধ তাবি'ঈ। ইমাম বুখারী তার উস্তাদ 'আলী ইবনুল মাদিনী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন 'আবদুল আযীয বিন রুফাই' প্রায় ৬০টি হাদীস বর্ণনাকারী। তিনি ১৩০ হিজরীতে অথবা কেউ কেউ বলেছেন, তার পরে মৃত্যুবরণ করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বুখারী এবং মুসলিমে 'আবদুল 'আযীয বিন রুফাই'-এর আনাস رضي الله عنه থেকে এই একটি মাত্র হাদীসই উল্লেখিত হয়েছে।

(يَوْمَ التَّرْوِيَةِ) ইয়াওমুত্ তারবিয়াহ্ বলতে যুল্হিজ্জাহ্ মাসের অষ্টম দিনকে বুঝানো হয়েছে– এ দিনটি ইয়াওমুত তারবিয়াহ্ নামে অভিহিত হওয়ার কিছু কারণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

'আল্লামাহ্ হাফিয ইবনু হাজার আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন, لانهم كانوا يرمون فيها ابلهم ويتروون من الماء....الخ। কেননা এ দিনটিতে হাজী সাহেবরা তাদের উটগুলোকে পানি পান করাতেন দূর দূরান্ত

[৭০২] সহীহ : বুখারী ১৬৫৩, মুসলিম ১৩০৯, নাসায়ী ২৯৯৭, তিরমিযী ৯৬৪, আহমাদ ১১৯৭৫, দারিমী ১৯১৪, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৭৯৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৪৩৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৮৪৬।

থেকে পানি নিয়ে এসে, কারণ সে স্থানে তৎকালীন সময়ে কোন কূপ বা ঝর্ণা জাতীয় কিছু ছিল না। তবে এখন সেখানে পানি পান করার অনেক সুব্যবস্থা আছে তাইতো এখন সেখানে আর দূর থেকে পানি বহন করতে হয় না।

আল· ফাকিহী (রহঃ) তার "মাক্কাহ্" নামক কিতাবে মুজাহিদ (রহঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ বলেন, 'আবদুল্লাহ বিন 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, হে মুজাহিদ! যখন তুমি মাক্কার রাস্তায় বাধভাঙ্গা পানি দেখতে পাবে তখন তুমি সতর্কতা অবলম্বন কর। অন্য বর্ণনায় আছে, (فاعلم ان الأمر قد أظلك) এ ছাড়া এ দিনকে ইয়াওমুত্ তারবিয়াহ্ নামে অভিহিত করার আরো কারণ রয়েছে। যেমন :

১. এ দিনে আদাম 'আলায়হিস সালাম হাওয়া 'আলায়হিস সালাম-কে দেখেছেন এবং তার সাথে তার জমায়েত হয়।

২. ইব্‌রাহীম 'আলায়হিস সালাম কোন একরাত্রে দেখলেন তিনি স্বীয় পুত্রকে যাবাহ করছেন। অতঃপর ভয়ে তিনি চিন্তিত হলেন।

৩. এ দিনেই জিব্‌রীল 'আলায়হিস সালাম ইব্‌রাহীম 'আলায়হিস সালাম-কে مناسك الحج তথা হাজ্জের কার্যাবলী দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

৪. এ দিনেই ইমাম মানুষদেরকে مناسك الحج তথা হাজ্জের কার্যাবলী শিক্ষা দেন। এ কথাগুলো সবই যে বিরল এবং এক প্রকার ভিত্তিহীন কথা তার প্রমাণ হলো, যদি প্রথমটিই কারণ হয় তাহলে তার নাম (يوم التروية) তথা সাক্ষাতের দিন বা দেখার দিন নাম হতো। যদি দ্বিতীয়টিই কারণ হয় তাহলে তার নাম يوم التروية হতো। আর যদি কারণ তৃতীয়টি হয় তাহলে তার নাম يوم الرؤيا তথা স্বপ্নে দেখার দিন হতো। আর যদি কারণ চতুর্থটিই হতো তাহলে তার নাম يوم الرواية তথা বর্ণনা বা শিক্ষা দেয়ার দিন হতো। অথচ কোনটিই হয়নি বরং এর নাম হয়েছে يوم التروية তথা লালন-পালন পানি পান করানো ইত্যাদির দিন। তাই সঙ্গত কারণেই এখানে হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ)-এর কথা প্রণিধানযোগ্য।

(قَالَ: بِمِنًى) হাদীসের এ অংশটি থেকে বুঝা যায় ইয়াওমুত্ তারবিয়াতে হাজী সাহেব যুহরের সলাত মিনাতে আদায় করবেন। এ বিষয়ে জমহূরের মত এটাই। এ বিষয়ের সমর্থনে পূর্বে উল্লেখিত জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর লম্বা হাদীসটিও উল্লেখযোগ্য যে, فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. অর্থাৎ- যখন ইয়াওমুত্ তারবিয়ার দিন আসলো তখন তারা সবাই মিনা অভিমুখী হলেন এবং হাজ্জের তালবিয়াহ্ পাঠ করতে লাগলেন আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সওয়ারীতে আরোহণ করলেন এবং সেই মিনাতেই তিনি যুহর, 'আস্‌র, মাগরিব, 'ইশা এবং ফাজ্‌রের সলাত আদায় করলেন।

অনুরূপভাবে ইমাম আবূ দাঊদ, তিরমিযী, আহমাদ, হাকিম ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ রকম হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনু খুযায়মাহ্ ও হাকিম ক্বাসিম বিন মুহাম্মাদ থেকে, তিনি 'আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, 'আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

من سنة الحج ان يصلى الامام الظهر وما بعدها والفجر بمنى ثم يغدون إلى عرفة

হাজ্জের নিয়মাবলীর অন্তর্গত এটাও যে, ইমাম যুহর ও তৎপরবর্তী সলাত এমনকি ফাজ্‌রের **সলাতও** মিনায় আদায় করবেন, তারপর সকাল সকাল 'আরাফাহ্ অভিমুখী হবেন। তবে সুফ্‌ইয়ান সাওরী তার **জামি'** কিতাবে ভিন্ন কথা বর্ণনা করেছেন আর তা হলো 'আম্‌র ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন, আমি যুবায়র রাযিয়াল্লাহু আনহু-**কে** দেখলাম ইয়াওমুত্ তারবিয়াতে তিনি যুহরের সলাত আদায় করছেন মাক্কায়।

এ দু' বর্ণনার সংঘর্ষের চমৎকার সমাধান পেশ করেছেন, হাফিয ইবনু হাজার আস্ক্বালানী (রহঃ) তিনি বলেন, ইবনুয্ যুবায়র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর এমন করার কারণ মূলত দু'টি হতে পারে। ১. لضرورة কোন কারণবশত তিনি তা করেছেন। ২. অথবা لبيان الجواز তথা জায়িযী অবস্থা বর্ণনার উদ্দেশে।

٢٦٦٦ ـ[٨] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: نُزُوْلُ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ إِنَّمَا نَزَلَهٗ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِأَنَّهٗ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوْجِه إِذَا خَرَجَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৬৬-[৮] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আব্ত্বাহ'-এ নামা বা অবস্থান করা সুন্নাতসম্মত নয়। কেননা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্যে 'আব্ত্বাহ' হতে (মাদীনার দিকে) রওয়ানা হওয়াটা সহজ ছিল বিধায় এখানে নেমেছেন বা অবস্থান করেছেন। (বুখারী, মুসলিম)[৭০৩]

ব্যাখ্যা : বাতনুল মুহাস্সাবে অবতরণ করা لَيْسَ بِسُنَّةٍ তথা সুন্নাত নয়।

আবূ দাঊদ-এর রিওয়ায়াতে এসেছে فمن شاء نزل ومن شاء لم ينزل অর্থাৎ- যে চায় সেখানে বাত্বনি মুহাসসাবে অবতরণ করুক আর যে চায় সেখানে অবতরণ না করুক। 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) ليس بسنة-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, سنة قصدية তথা পালন করতেই হবে এমন সুন্নাত নয় অথবা ليس من سنن الحج অর্থাৎ- হাজ্জের সুন্নাতসমূহের অন্তর্গত নয়।

ইমাম বুখারী (রহঃ) ইমাম মুসলিম (রহঃ) 'আবদুল্লাহ বিন 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, ليس التحصيب بشيئ তথা মুহাস্সাবে অবস্থান করার কিছুই নেই। ইবনুল মুনযীর (রহঃ) বলেন, اى من أمر المناسك الذى يلزم فعله অর্থাৎ- এটা হাজ্জের আবশ্যক কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) ইবনু আবী মুলায়কার সূত্রে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেন, (ثم ارتحل حتى نزل الحصبة) অর্থাৎ- অতঃপর তিনি সফর করে শেষ পর্যন্ত "হাসবাহ্" নামক স্থানে অবতরণ করলেন এবং তিনি বলেন, তিনি এখানে নেমেছিলেন শুধু আমার কারণে। অন্যান্য আরো কিছু হাদীস রয়েছে যা মুহাস্সাবে অবতরণ করা এবং না করার প্রমাণ বহন করছে।

এর সমাধানকল্পে হাফিয ইবনু হাজার আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন, لكن لما نزله الشيئ كان النزول به مستحبا اتباعا له ولتقريره على ذلك وفعله الخلفاء অর্থাৎ- এ বিষয়ে বর্ণনা যাই থাকুক না কেন যেহেতু রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এখানে অবতরণ করেছেন তাই অবতরণ করা মুস্তাহাব এবং যেহেতু রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটাকে সমর্থন করেছেন সহাবায়ে কিরামের একদলসহ খুলাফায়ে রাশিদীনও এ কাজ করেছেন।

٢٦٦٧ ـ[٩] وَعَنْهَا قَالَتْ: أَحْرَمْتُ مِنَ التَّنْعِيمِ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْتُ فَقَضَيْتُ عُمْرَتِيْ وَانْتَظَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْأَبْطَحِ حَتّٰى فَرَغْتُ فَأَمَرَ النَّاسَ بِالرَّحِيلِ فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِه قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ. هٰذَا الْحَدِيثُ مَا وَجَدْتُهٗ بِرِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ بَلْ بِرِوَايَةِ أَبِيْ دَاوُدَ مَعَ اخْتِلَافٍ يَسِيْرٍ فِيْ اٰخِرِه.

[৭০৩] সহীহ : মুসলিম ১৩১১, ইবনু মাজাহ ৩০৬৭, আহমাদ ২৪১৪৩।

২৬৬৭-[৯] উক্ত রাবী (‘আয়িশাহ্ رضي الله عنها) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তান্‘ঈম হতে ‘উমরার ইহরাম বাঁধলাম এবং মাক্কায় পৌঁছে আমি আমার ক্বাযা ‘উমরাহ্ আদায় করলাম। রসূলুল্লাহ ﷺ আবত্বাহ-এ এসে আমার জন্যে অপেক্ষা করলেন যতক্ষণ পর্যন্ত আমি অবসর না হলাম (‘উমরাহ্ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত)। তারপর তিনি (ﷺ) লোকদেরকে (মাদীনার দিকে) রওয়ানা হতে আদেশ করলেন এবং নিজেও (মাক্কার দিকে) রওয়ানা হলেন। আর বায়তুল্লাহ পৌঁছে ফাজ্‌রের সলাতের আগেই (বিদায়ী) ত্বওয়াফ করলেন। অতঃপর মাদীনার দিকে রওয়ানা হলেন। (মিশকাত গ্রন্থকার বলেন, ইমাম বাগাবী এ হাদীসকে প্রথম অনুচ্ছেদে স্থান দিলেও আমি তা বুখারী, মুসলিমে পাইনি; তবে কিছু এর শেষে তারতম্যসহ আবূ দাউদে রয়েছে।)[৭০৪]

ব্যাখ্যা : (فَأَمَرَ النَّاسَ بِالرَّحِيلِ) তবে এ অংশটুকু বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু হাদীসের পূর্ণ বর্ণনা বুখারীতে মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার رحمه الله-এর সানাদে বর্ণিত হয়নি।

٢٦٦٨ -[١٠] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُوْنَ فِيْ كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ اٰخِرُ عَهْدِهٖ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهٗ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৬৮-[১০] ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (হাজ্জ সম্পন্ন করে শেষ ত্বওয়াফ না করেই) লোকজন চারদিক হতে দেশের দিকে ফিরতে শুরু করতো। তাই রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের কেউ যেন বায়তুল্লাহর সাথে (শেষ) সাক্ষাৎ না করে বাড়ীর দিকে রওয়ানা না হয়। তবে ঋতুমতী মহিলাদের (প্রতি শিথিলতা স্বরূপ) এর থেকে বিরত থাকার অনুমতি দেয়া হয়েছে। (বুখারী, মুসলিম)[৭০৫]

ব্যাখ্যা : মিনায় অবস্থান করার দিনগুলো শেষ হলে সবাই ফিরে যায়, কেউ ত্বওয়াফ করে আবার কেউ বা ত্বওয়াফ করে না। ‘আল্লামাহ্ মুল্লা ‘আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, এ অংশটুকুর অর্থ হলো, তাদের হাজ্জ শেষে তারা বিভিন্ন রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন কেউ বা ত্বওয়াফে ওয়াদা‘ তথা বিদায়ী ত্বওয়াফকারী হিসেবে আবার কেউ ত্বওয়াফে ওয়াদা‘ না করে।

(لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدُكُمْ) ‘তোমাদের কেউ যেন ফিরে না যায়’ এ ফিরে যাওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো النفر الأول প্রথমধাপে ফিরে যাওয়া যেটি তাড়াতাড়ি করে যারা তারা আইয়্যামে তাশরীক্বের দ্বিতীয় দিনে করে থাকে অথবা এর দ্বারা النفر الثاني তথা যারা দেরীতে করতে চায় তারা এটা আইয়্যামে তাশরীক্বের তৃতীয় দিনে করে থাকে এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে। অথবা এর দ্বারা এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, তোমাদের কেউ যেন মাক্কাহ্ থেকে বের না হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মাক্কার বাইরে থেকে যারা হাজ্জে এসেছে তারা মিশকাতের বর্ণনায় احدكم তথা ‘তোমাদের কেউ’ এ শব্দ এসেছে, তবে সহীহ মুসলিমে لاينفرن احد ‘কেউ যেন’ শব্দ এসেছে।

(حَتّٰى يَكُوْنَ اٰخِرُ عَهْدِهٖ بِالْبَيْتِ) অর্থাৎ- ‘বায়তুল্লাহর বিদায়ী ত্বওয়াফ না করে যেন ফিরে না যায়’ সেদিকে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যেমনটা বর্ণনা করেছেন ইমাম আবূ দাউদ। এটা মূলত সহীহ মুসলিমের বর্ণনা কিন্তু সহীহুল বুখারীতে আছে, (قال ابن عباس: أمر الناس ان تكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف

---

[৭০৪] সহীহ : আবূ দাউদ ২০০৫।

[৭০৫] সহীহ : বুখারী ১৭৫৫, মুসলিম ১৩২৭, ইবনু মাজাহ ৩০৭০, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১৩৫৯৭, আহমাদ ১৯৩৬, দারিমী ১৯৭৪, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ৩০০০, মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ১০৯৮৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৭৪৪।

(عن الحائض) অর্থাৎ- আদেশ দেয়া হয়েছে মানুষদের তারা যেন সবাই ত্বওয়াফে ওয়াদা' করে তবে হায়িযগ্রস্ত মহিলাদের ব্যাপারে একটু ছাড় দেয়া হয়েছে।

হাফিয ইবনু হাজার আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন, এভাবে صيغة مجهول দিয়ে সুফইয়ান 'আবদুল্লাহ বিন ত্বাউস তার পিতা থেকে এবং তিনি ইবনু 'আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলেন আদেশ প্রদানকারী নাবী ﷺ। অনুরূপ হালকা করা হয়েছে-এর ক্ষেত্রেও হালকাকারী নাবী ﷺ। অবশ্য সুফ্ইয়ান-এর অন্য রিওয়ায়াত সুলায়মান আল আও্ওয়াল তিনি তাউস থেকে যেটি বর্ণনা করেছেন সেখানে صيغة مجهول তথা সরাসরি নাবী ﷺ-কে কর্তা করে বর্ণনা করেছেন।

আর এর শব্দটি ইবনু 'আব্বাস রাঃ-এর তিনি বলেন, كان الناس ينهرفون فى كل وجه فقال رسول الله ﷺ : لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت.

হাদীসের এ ভাষ্য থেকে বুঝা যায় طواف الوداع তথা বিদায়ী ত্বওয়াফ ওয়াজিব যেহেতু কড়া আদেশ দেয়া হয়েছে।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীসে প্রমাণ রয়েছে তাদের জন্য যারা বলেন, طواف الوداع তথা বিদায়ী ত্বওয়াফ ওয়াজিব। আর যারা বিদায়ী ত্বওয়াফ না করবে তাদের কাফফারাহ্ স্বরূপ একটি কুরবানী দেয়া আবশ্যক হবে। এটাই অধিকাংশ 'উলামায়ে কিরামের মতামত; হাসান বাসরী, হাকাম, হাম্মাদ, সাওরী, আবূ হানীফাহ্, আহমাদ, ইসহাক্ব, আবূ সাওর তাদের অন্যতম।

حَائِضٍ "হায়িয" তথা 'ঋতুবতী মহিলার সাথে যে সব মহিলার নিফাস হয়েছে তারাও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবেন। আর হায়িয-নিফাসওয়ালী মহিলাদের طواف الوداع তথা বিদায়ী ত্বওয়াফ করা লাগবে না। এ ব্যাপারে সকল 'উলামায়ে কিরামের ঐকমত্য রয়েছে। ত্বওয়াফ করার জন্য যে পবিত্রতা শর্ত– এ হাদীস তার দলীল হিসেবে পেশ করা হয়ে থাকে।

٢٦٦٩ -[١١] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ فَقَالَتْ: مَا أُرَانِيْ إِلَّا حَابِسَتَكُمْ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَقْرٰى حَلْقٰى أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قِيْلَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَانْفِرِيْ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৬৯-[১১] 'আয়িশাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাদীনাহ্ হতে রওয়ানা হবার রাতেই বিবি সফিয়্যাহ্ ঋতুমতী হয়ে পড়লেন। তিনি (সফিয়্যাহ্) বললেন, আমার মনে হয় আমি আপনাদেরকে আটকে দিলাম। (এ কথা শুনে) নাবী ﷺ বললেন, ধ্বংস হোক, নিপাত যাক। সে কি কুরবানীর দিন ত্বওয়াফ (ইফাযাহ্) করেনি? বলা হলো, হ্যাঁ, করেছে। তিনি (ﷺ) বললেন, তবে রওয়ানা হও। (বুখারী, মুসলিম)[৭০৬]

ব্যাখ্যা : (صَفِيَّةُ) অর্থাৎ- তিনি হচ্ছেন উম্মুল মু'মিনীন সফিয়্যাহ্ বিনতু হুয়াই বিন আখতাব বিন সা'নাহ্ বিন সা'লাবাহ্ আল ইসরাঈলিয়্যাত বিন সাবত্বিল লাবী বিন ইয়া'কূব রাঃ-এর বংশধর অতঃপর মূসা আলায়হিস সালাম-এর সহোদর হারূন আলায়হিস সালাম-এর বংশধর। তিনি জাহিলী যুগে সাল্লাম বিন মাশকাম আল ইয়াহূদীর স্ত্রী ছিলেন। তারপর কিনানাহ্ বিন আবিল হাক্বীক্ব তাকে বিবাহ করে এ দু' স্বামীই ছিল কবি। পরে তার স্বামী কিনানাহ্ খায়বার যুদ্ধে নিহত হয়। সেটা ছিল ৭ম হিজরীতে সে সময় রসূলুল্লাহ ﷺ খায়বার বিজয় করেন। সফিয়্যাহ্ রাঃ ছিলেন বন্দীদের মধ্যে। রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নিজের জন্য পছন্দ করেন এবং তিনি ইসলাম

[৭০৬] সহীহ : বুখারী ১৭৭১, মুসলিম ১২১১।

গ্রহণ করলে রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে মুক্ত করে তাকে বিবাহ করেন। আর সেটা ছিল ৭ম হিজরীতে খায়বার যুদ্ধের পর। কেউ কেউ বলেছেন তার নাম ছিল যায়নাব আর ইসলাম গ্রহণ করে যখন পরিষ্কার হয়ে যান তখন তার নামকরণ করা হয় সফিয়্যাহ্। তিনি খুবই বুদ্ধিমতি সহনশীলা মহিলা ছিলেন। ৫০ অথবা ৫২ হিজরীতে খালিদ মু'আবিয়াহ্ -এর যুগে তিনি রমাযান মাসে মৃত্যুবরণ করেন। কেউ বলে থাকেন তিনি ৩৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন কিন্তু তা ভুল। 'আলী বিন হুসায়ন সফিয়্যাহ্ -এর নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন যা সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে আর তিনি যদি ৩৬ হিজরীতে মারা যেয়ে থাকেন তাহলে কিভাবে হয়? কারণ 'আলী বিন হুসায়ন তো তখন জন্মগ্রহণই করেননি। সফিয়্যাহ্ থেকে বুখারী ও মুসলিমে (سماعه) শ্রবণ সাব্যস্ত হয়েছে। ৬০ বছর বয়সে সফিয়্যাহ্ -কে বাক্বী' আল গরকাদে দাফন করা হয়েছে।

(حَاضَتْ) হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন : যিলহাজ্জ মাসের ১০ তারিখ কুরবানীর দিন ত্বওয়াফে ইফাযাহ্'র তিনি () ঋতুবতী হয়েছিলেন, যেমনটি বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে 'কুরবানীর দিন যিয়ারত' অধ্যায়ে।

(عَقْرَى) এর ব্যাখ্যায় কেউ বলেন, আল্লাহ সফিয়্যাহ্ -কে বন্ধ্যা বানিয়ে দিন। (حَلْقَى) এর ব্যাখ্যায় কেউ বলেন, আল্লাহ সফিয়্যাহ্ -কে মাথা মুণ্ডিয়ে দিন। এ উভয় গুণটি মহিলাদের সৌন্দর্যের প্রতীক।

(أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ) বুখারীর অন্য রিওয়ায়াতে রয়েছে, অতঃপর আল্লাহর নাবী ﷺ বলেন : كنت طفت يوم النحر؟ قالت: نعم (قال: فانفري)।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٦٧٠ -[١٢] عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «أَيُّ يَوْمٍ هٰذَا؟» قَالُوا: يَوْمُ النَّحْرِ الْأَكْبَرِ. قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا أَلَا لَا يَجْنِيْ جَانٍ عَلٰى نَفْسِهٖ وَلَا يَجْنِيْ جَانٍ عَلٰى وَلَدِهٖ وَلَا مَوْلُوْدٌ عَلٰى وَالِدِهٖ أَلَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا أَبَدًا وَلٰكِنْ سَتَكُوْنُ لَهٗ طَاعَةٌ فِيْمَا تَحْتَقِرُوْنَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضٰى بِهٖ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهٗ.

২৬৭০-[১২] 'আম্‌র ইবনুল আহ্‌ওয়াস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বলতে শুনেছি, বিদায় হাজ্জে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে লোকেরা! এটা কোন্ দিন? (সমস্বরে) লোকেরা বললো, এটা হাজ্জে আকবারের (বড় হাজ্জের) দিন। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, (মনে রাখবে) তোমাদের জীবন, সম্পদ, ইজ্জত পরস্পরের মধ্যে যেমন হারাম বা পবিত্র। তেমনি আজকের এ দিন এ শহরে হারাম বা পবিত্র। সাবধান! কোন অপরাধকারী যেন তার জীবনের ওপর যুল্‌ম না করে। সাবধান! কোন অপরাধী যেন নিজের সন্তানের ওপর যুল্‌ম না করে। কোন সন্তান যেন তার পিতার ওপর যুল্‌ম না করে। সাবধান! শায়ত্বন চিরদিনের জন্যে নিরাশ হয়ে গেছে এ শহরে তার কোন পূজা হবে (না এ প্রসঙ্গে)। কিন্তু তোমাদের যে সব কাজের মধ্য দিয়ে

তার অনুসারী হবে, অথচ সেসব কাজ তোমরা তুচ্ছ মনে করবে। আর এতেই সে খুশী হবে। (ইবনু মাজাহ, তিরমিযী; তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)[৭০৭]

ব্যাখ্যা : (عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ) তিনি হচ্ছেন 'আম্‌র ইবনুল আহ্‌ওয়াস আল জাশ্‌মী তিনি বানী জাশ্‌ম বিন সা'দ-এর বংশধর। হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) তাকে "আত্ তাকরীব" নামক কিতাবে সহাবী বলেছেন বিদায় হাজ্জ সম্পর্কে তার বর্ণিত হাদীস রয়েছে। 'আল্লামাহ্ ইবনু 'আবদুল বার (রহঃ) তার বংশ পরম্পরা বর্ণনা করেছেন এভাবে যে, তিনি হলেন, 'আম্‌র ইবনুল আহ্‌ওয়াস বিন জা'ফার বিন কিলাব আল জাশ্‌মী আল কিলাবী। তবে তার বংশ পরম্পর সম্পর্কে সামান্য মতপার্থক্য রয়েছে। তার কাছ থেকে তার ছেলে সুলায়মান হাদীস বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি স্ত্রী-মাতা সহকারে বিদায় হাজ্জ পালন করেছেন আর নাবী ﷺ-এর খুত্‌বাহ্ সম্পর্কে তার থেকে বর্ণিত হাদীস সহীহ।

হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) বলেন, তিনি ইয়ারমূকের যুদ্ধে শাহীদ হন। তখন 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফাতকাল চলছিল।

(يَقُوْلُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ) অর্থাৎ- يوم النحر তথা কুরবানীর দিন।

(أَيُّ يَوْمٍ هٰذَا؟» قَالُوْا: يَوْمُ النَّحْرِ الْأَكْبَرِ) অন্য এক বর্ণনা রয়েছে اى يوم احرم অর্থাৎ- কোন দিনটি সবচেয়ে বেশি সম্মানিত? উত্তরে সমবেত সকল মানুষ বললেন, يوم الحج الاكبر তথা বড় হাজ্জের দিন। যারা বড় হাজ্জ দ্বারা ইয়াওমুন্ নাহ্‌র তথা কুরবানীর দিন উদ্দেশ্য নেন এ হাদীস তাদের স্বপক্ষে দলীল। এ ব্যাপারে অনেকগুলো হাদীস বর্ণিত হয়েছে, ইমাম সুয়ূত্বী তার "আদ দুর্‌রুল মানসূর" এবং হাফিয ইবনু কাসীর তার তাফসীরে সেগুলো উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে একটি হাদীস যা ইমাম বুখারী (রহঃ) (باب الخطبة)-তে ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে তা'লীকান বর্ণনা করেছেন সেটা হল, নাবী ﷺ ইয়াওমুন্ নাহ্‌রে জাম্‌রায়ে 'আক্বাবার মাঝে অবস্থান করে বলেছিলেন (যে সময় তিনি হাজ্জ করছিলেন) এবং বলছিলেন এটাই হল বড় হাজ্জের দিন এবং নাবী ﷺ বলতে থাকলেন, (اللهم اشهد) হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। মানুষদেরকে তিনি বিদায় জানালেন এবং পরক্ষণে মানুষেরা বলতে থাকলো এটাই রসূলুল্লাহ ﷺ-এর حجة الوداع তথা বিদায় হাজ্জ। এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম ইবনু মাজাহ ও ইমাম ত্বাবারানী (রহঃ) মুত্তাসিল সানাদে বর্ণনা করেছেন। এটাকে বিদায় হাজ্জে নামকরণ করা হলো تمام الحج তথা হাজ্জের পূর্ণতা ও معظم افعاله হাজ্জের অধিকাংশ কার্যাবলী এখানে সম্পাদন করা হয়েছিল। হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) বলেন, (لان فيه تتكمل المناسك) কেননা এ দিনে হাজ্জের বাকী কর্মগুলোকে পূর্ণাঙ্গরূপ দেয়া হয়।

তবে 'উলামায়ে কিরামের অপর একদল বলেন, হাজ্জে আকবার তথা বড় হাজ্জ দ্বারা "ইয়াওমুন্ নাহ্‌র" তথা কুরবানীর দিন উদ্দেশ্য নয় বরং ইয়াওমু 'আরাফাহ্ তথা 'আরাফার দিন উদ্দেশ্য। কেননা নাবী ﷺ বলেন, الحج عرفة হাজ্জই 'আরাফাহ্। 'উমার ইবনু 'আব্বাস ও ত্বাউস রাযিয়াল্লাহু আনহুম তারা এ মতপোষণ করেছেন। এ বিষয়ে আরো অনেকগুলো কথা রয়েছে যা 'আল্লামাহ্ 'আয়নী ও হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) তাঁর ফাতহুল বারীতে সূরাহ্ বারাআতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন। তবে প্রথম কথাটি সর্বাধিক সহীহ।

(فان دماءكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا)

---

[৭০৭] সহীহ : তিরমিযী ২১৫৯, ইবনু মাজাহ ৩০৫৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৫৮৯৯, সহীহ আল জামি' ৭৮৮০।

এখানে بلد তথা শহর দ্বারা মাক্কাহ্ নগরী উদ্দেশ্য ইবনু মাজাহ ও ইমাম তিরমিযী (রহঃ) তার كتاب التفسير একটু বর্ধিত করে বলেছেন, (في شهركم هذا) তথা তোমাদের এ মাস। উপরোক্ত কথাটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আত্মহত্যা করা অথবা অপর কোন মুসলিমকে হত্যা করা হারাম। অপরদিকে সম্পদের ক্ষেত্রে অপরের সম্পদ ভক্ষণ করা হারাম এমনকি নিজের সম্পদও হারাম তবে যদি হালাল পথে হয় তাহলে কোন অসুবিধা নেই। 'আল্লামাহ্ সিন্দী (রহঃ) এ রকমই ব্যাখ্যা করেছেন।

(لَا يَجْنِيْ جَانٍ عَلٰى نَفْسِه) 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন, এ অংশটুকু খবর হিসেবে ধরা হবে যদি বাহ্যিক দৃষ্টিতে না-বোধকের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কথাটির অর্থ হল, কেউ যেন তার নিজের ওপর আক্রমণ না করে। অর্থাৎ- অপর কেউ হত্যা না করে কারণ অপর কাউকে হত্যা করলে তা ক্বিসাস তথা হত্যার বদলা হত্যা হিসেবে তাকেও হত্যার সম্মুখীন হতে হবে। বস্তুতঃ এখানে আত্মপক্ষের কথা বলে অপরের ক্ষেত্রে বিষয়টিকে আরো শক্তভাবে বলাই উদ্দেশ্য। কারণ সেখানে নিজেরই ক্ষতি করা নিষেধ সেখানে অপরের ক্ষতি করার তো কোন প্রশ্নই উঠে না।

(أَلَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ) এখানে শায়ত্বন দ্বারা শায়ত্বন প্রধান ইবলীস উদ্দেশ্য।

(أَنْ يُعْبَدَ) 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হলো শায়ত্বন নিরাশ হয়ে গেছে যে, তার অনুগত করতে গিয়ে মানুষ গায়রুল্লাহর 'ইবাদাত করবে। আর কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো শায়ত্বন নিরাশ হয়ে গেছে যে, কোন মু'মিনীন মূর্তিপূজার দিকে ফিরে আসবে। তাইতো দেখা গেছে মুসায়লামাহ্ কায্যাব ও তার সাথীরা এবং যাকাত অস্বীকারকারীরাসহ অন্যান্য যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল তারা আর যাই করুক কিন্তু তারা মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়নি। সুতরাং হাদীসটির অর্থ হলো দীন ইসলাম পরিবর্তন হয়ে আবার পূর্বে যেমন গোটা দুনিয়া শির্কের উপর চলছিল সেটা হওয়া থেকে শায়ত্বন নিরাশ হয়ে গেছে।

٢٦٧١ - [١٣] وَعَنْ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنًى حِيْنَ ارْتَفَعَ الضُّحٰى عَلٰى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ وَعَلِيٌّ يُعَبِّرُ عَنْهُ وَالنَّاسُ بَيْنَ قَائِمٍ وَقَاعِدٍ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

২৬৭১-[১৩] রাফি' ইবনু 'আম্‌র আল মুযানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে একটি সাদা-কালো মিশ্রিত খচ্চরের উপর থেকে মিনায় ভাষণ দিতে দেখেছি, তখন সূর্য উপরে উঠেছিল। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর বক্তব্যকে লোকদের কাছে পৌঁছাচ্ছিলেন (উচ্চৈঃস্বরে ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন)। আর তখন লোকজনের মধ্যে কেউ দাঁড়ানো, কেউ বসা ছিল। (আবূ দাউদ)[৭০৮]

ব্যাখ্যা : (وَعَنْ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيِّ) তাকে মুযানী বলা হয় মুযায়নাহ্ গোত্রের প্রতি সম্পৃক্ত করে। তার নাম হচ্ছে রাফি' ইবনু 'আম্‌র ইবনু হিলাল আল মুযানী তার ভাইয়ের 'আয়িদ বিন 'আম্‌র তারা দু'ভাই এবং তাদের পিতা সকলেই সহাবী। ইবনু 'আবদুল বার (রহঃ) বলেন, রাফি'-এর নিকট থেকে 'আম্‌র ইবনু সুলায়ম আল মুযানী ও হিলাল ইবনু 'আমির আল মুযানী হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) তার "তাহযীবুত্ তাহযীব" নামক কিতাবে বলেন, রাফি' রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) থেকে দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন তার একটি হল (العجوة من الجنة) অর্থাৎ- আজ্‌ওয়াহ্ খেজুর জান্নাতী ফলমূলের অন্তর্গত। এ হাদীসটিকে ইমাম ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন। দু'টি বিদায় হাজ্জে তার অংশগ্রহণের হাদীস যা ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম নাসায়ী বর্ণনা করেছেন।

[৭০৮] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৯৫৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৬১৮।

ইবনু 'আসাকির (রহঃ) বলেন, বিদায় হাজ্জের সময় রাফি' -এর বয়স পাঁচ অথবা ছয় বছর ছিল।

(يَخْطُبُ النَّاسَ) রসূলুল্লাহ এ খুত্‌বাটি মিনায় দিয়েছিলেন দিনের শুরুতে, এর প্রমাণ হলো হাদীসের পরবর্তী অংশ, (حين ارتفع الضحى على بغلة الشهباء) অর্থাৎ- যখন সকাল শুরু হল তখন শাহবা খচ্চরের পিঠের উপর বসে খুত্‌বাহ্ দিলেন।

'শাহবা' অর্থ হল সামান্য কালো মিশ্রিত সাদা। 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, এ হাদীসের সাথে কুদামাহ্ বর্ণিত হাদীস,

(رأيت النبي ﷺ يرمى الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء)

আমি নাবী -কে দেখেছি তিনি শাহবা উটের পিঠে উঠে খুত্‌বাহ্ দিয়েছেন। কারণ উপরের হাদীসে খচ্চর আর কুদামাহ্'র হাদীসে উটের কথা আছে তাহলে কি খুত্‌বাহ্ দু'টি ছিল না একটি? এর সমাধানে আমি বলবো, 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ) এ ব্যাপারে আরো একটি হাদীসে আছে যা ইমাম আহমাদ ও ইমাম আবূ দাউদ হিরমাস ইবনু যিয়াদ আল বাহিলী থেকে বর্ণনা করেছেন, হাদীসটি হলো,

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الاضحى.

আমি নাবী -কে দেখেছি ইয়াওমুল আযহা তথা কুরবানীর ঈদের দিন 'আয্‌বাহ্ উটের উপর বসে খুত্‌বাহ্ দিয়েছেন। এটা হচ্ছে তথা ৩য় নম্বরটি খুত্‌বাহ্‌টি হলো হাজ্জের খুত্‌বাহ্। আর উপরোক্ত গিয়েই হয়তো রসূলুল্লাহ শুরু করেছিলেন। উটের উপর তারপর পরিবর্তন করে খচ্চরের উপর আরোহণ করেছেন এবং একই সময়ে দু'টি খুত্‌বাহ্ হওয়াও সম্ভব। তার একটি খুত্‌বাহ্ ছিল শুধু মানুষকে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশে তা হাজ্জের খুতবার অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

٢٦٧٢ - [١٤] وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ.

২৬৭২-[১৪] 'আয়িশাহ্ ও ইবনু 'আব্বাস হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ত্বওয়াফে যিয়ারত কুরবানীর দিনে (১০ তারিখে) রাত পর্যন্ত দেরি করেছিলেন। (তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[৭০৯]

ব্যাখ্যা : (أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ) অর্থাৎ- রসূলুল্লাহ ত্বওয়াফে যিয়ারাহ্-কে ইয়াওমুন্ নাহ্‌রে বিলম্ব করতে করতে রাত পর্যন্ত বিলম্ব করলেন। এ হাদীসটি এ বিষয়ে বর্ণিত পূর্বেকার সব ক'টি বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক এ বৈপরীত্যের সমাধান বিভিন্ন জনে বিভিন্ন রকম দিয়ে থাকেন। যেমন : ইবনুল কাত্তান আল্‌ফাসী, ইবনুল ক্বইয়্যিম, ইবনু হায্‌ম সহ অনেকে 'আয়িশাহ্ থেকে বর্ণিত অত্র হাদীসকে য'ঈফ বলেছেন। শুধু য'ঈফই নয় বরং বাতিলও। আবার কোন কোন 'উলামায়ে কিরাম পূর্বেকার ইবনু 'উমার ও জাবির থেকে বর্ণিত হাদীসকে 'আয়িশাহ্ হাদীসের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) এ ধরনের সবগুলো রিওয়ায়াত যেমন ইবনু 'উমার ও জাবির অপরদিকে 'আয়িশাহ্ ও ইবনু 'আব্বাস -এর সকল বর্ণনাগুলো উল্লেখ করে বলেছেন,

اصح هذه الروايات حديث نافع عن ابن عمر وحديث جابر وحديث ابى سلمة عن عائشة حتى حديث البخارى نلفظ قالت : حججنا مع رسول الله ﷺ فاقصنا يوم النحر.

---

[৭০৯] সহীহ : আবূ দাউদ ২০০০, তিরমিযী ৯২০, ইবনু মাজাহ ৩০৫৯, আহমাদ ২৬১২।

অর্থাৎ- এ বিষয়ে বর্ণিত সর্বাধিক সহীহ বর্ণনা হলো ইবনু 'উমার ও জাবির ও 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুম) বর্ণনা যেটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

অপর একদল 'আলিম তারা এ রিওয়ায়াতগুলোর মধ্যে সমতা ফিরে আনার প্রয়াস পেয়েছেন। তার মধ্যে ইমাম বুখারী, ইবনু হিব্বান ও 'আল্লামাহ্ সিন্দী অন্যতম। 'আল্লামাহ্ সিন্দী সুনানে ইবনু মাজাহ্'র প্রান্তটীকায় বলেন, 'আয়িশাহ্ ও ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা)-এর কথা (اخر طواف الزيارة الليل) এটা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ফে'ল দ্বারা প্রমাণিত। আর এটা হচ্ছে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফার্‌য ত্বওয়াফ ত্বওয়াফে ইফাযাহ্ করেছেন রাতের পূর্বে। আর এ হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে যে, তিনি ত্বওয়াফে যিয়ারহ্-কে রাত পর্যন্ত বিলম্ব করার অবকাশ দিয়েছেন।

٢٦٧٣ - [١٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.

২৬৭৩-[১৫] ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ত্বওয়াফে ইফাযার (ত্বওয়াফে যিয়ারতের) সাত চক্কর রম্‌ল করেননি (জোর পায়ে চলেননি)। (আবূ দাঊদ ও ইবনু মাজাহ)[৭১০]

ব্যাখ্যা : (فِي السَّبْعِ الَّذِيْ أَفَاضَ فِيهِ) অর্থাৎ- ত্বওয়াফে ইফাযাতে কোন "রম্‌ল" নেই, যেমনিভাবে ত্বওয়াফুল ওয়াদা' তথা বিদায়ী ত্বওয়াফে "রম্‌ল" নেই। "রম্‌ল" শুধুমাত্র ত্বওয়াফুল কুদূমে আছে। এ হাদীসটি প্রমাণ করছে ত্বওয়াফে কুদূমের ক্ষেত্রে যেমন "রম্‌ল" করা বিধিসম্মত করা হয়েছে তেমনিভাবে ত্বওয়াফে যিয়ারাতে "রম্‌ল"-কে বিধিসম্মত করা হয়নি।

ইমাম ত্ববারী (রহঃ) বলেন, এ হাদীস প্রমাণ করছে যে, "রম্‌ল" ত্বওয়াফে কুদূমের সাথে নির্দিষ্ট অথবা "রম্‌ল" ঐ সমস্ত ত্বওয়াফের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যাতে সা'ঈ রয়েছে। এ দু'টি কথাই মূলত ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর, তবে "রম্‌ল" ত্বওয়াফে কুদূমের সাথে নির্দিষ্ট– এ কথাটি সর্বাধিক সহীহ।

٢٦٧٤ - [١٦] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَمٰى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهٗ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ». رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَقَالَ: إِسْنَادُهٗ ضَعِيْفٌ.

২৬৭৪-[১৬] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তোমাদের কেউ জাম্‌রাতুল 'আক্বাবায় (১০ তারিখে) পাথর মারার পর স্ত্রী সহবাস ছাড়া অন্য সকল কাজ তার জন্যে হালাল হয়ে যাবে। [শারহুস্ সুন্নাহ; ইমাম বাগাবী বলেছেন, এর সানাদ দুর্বল।[৭১১]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) হানাফী মাযহাবের উপর ভিত্তি করে বলেছেন মাথা হাল্‌ক্ব অথবা চুল খাটো করার পর।

(فَقَدْ حَلَّ لَهٗ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ) অর্থাৎ- জাম্‌রায়ে 'আক্বাবাতে কংকর নিক্ষেপ করতঃ মাথা হাল্‌ক্ব অথবা চুল খাটো করার পর স্ত্রী সহবাস, জড়িয়ে ধরা, চুম্বন করা, যৌন কামনার সাথে স্পর্শ করা, বিবাহের 'আক্‌দ ইত্যাদি ব্যতীত অন্য সবকিছু বৈধ তবে ত্বওয়াফে ইফাযার পর স্ত্রীর সাথে এ কাজগুলোও বৈধ হবে।

---

[৭১০] **সহীহ** : আবূ দাঊদ ২০০১, তিরমিযী ৩০৬০, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৯৪৩, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৭৪৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯২৮৪।

[৭১১] **সহীহ** : আবূ দাঊদ ১৯৭৮, দারাকুত্বনী ২৬৮৬, সহীহ আল জামি' ৫৭৮, সহীহাহ্ ২৩৯।

এ হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, স্ত্রী সঙ্গম ও এ জাতীয় কর্মগুলো ব্যতীত অন্যান্য হাজ্জের নিষিদ্ধ কাজগুলো মাথা মুণ্ডানোর আগে, কংকর নিক্ষেপও বৈধ হয় কিন্তু অপর এক হাদীস যা ইমাম আহ্মাদসহ অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন সেখানে বলা হয়েছে,

(اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيئ الا النساء) অর্থাৎ- যখন তোমরা কংকর নিক্ষেপ ও মাথা হাল্‌ক্ব করবে তখন তোমাদের জন্য স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য সব কাজ যেগুলো হাজ্জের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ ছিল তা বৈধ হয়ে যাবে।

তাহলে এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, কংকর নিক্ষেপ ও মাথা হাল্‌ক্ব দু'টিই হতে হবে। এ বিপরীত অর্থবোধক দু'টি হাদীসের সমাধান হলো, পরবর্তী হাদীস বা দ্বিতীয়টি য'ঈফ। কারণ তার সানাদে হাজ্জাজ বিন আরত্বাতা রয়েছে যিনি য'ঈফ ও মুদাল্লিস।

٢٦٧٥ -[١٧] وَفِيْ رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ».

২৬৭৫-[১৭] কিন্তু আহমাদ ও নাসায়ী ইবনু 'আব্বাস হতে হাদীসটি সহীহ সানাদে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : যখন কেউ জাম্‌রাতুল 'আক্বাবায়ে পাথর মারা শেষ করবে তার জন্য স্ত্রী সহবাস ছাড়া আর অন্য সব কাজ হালাল হয়ে যাবে।[৭১২]

ব্যাখ্যা : (وَفِيْ رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ) আর ইবনু মাজাহ, ত্বহাবী এবং বায়হাক্বীতেও (৫ম খণ্ড ১৩৬ পৃষ্ঠা) এ ধরনের বর্ণনা রয়েছে হাসান আল 'আরনী-এর সানাদে এবং এ হাদীসটি ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মারফূ' এবং মাওকূফ দু'ভাবেই বর্ণিত হয়েছে।

(قَالَ: «إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ) এখানে جمرة দ্বারা جمرة العقبة উদ্দেশ্য।

(فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ) অর্থাৎ- তার জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত সে ত্বওয়াফে ইফাযাহ্ না করবে এতক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীসঙ্গত ছাড়া সবকিছুই বৈধ। আর এ হাদীসটি প্রমাণ করছে যে, প্রথম হালালের কারণ হিসেবে কংকর নিক্ষেপকেই ধরা হয় যেমনটি মালিকী মাযহাবের ফাতাওয়া রয়েছে। আর হানাফী মাযহাব অনুসারীরা হালক্বের বিষয়টি উহ্য হিসেবে ধরে নেন এ বিষয়ে বর্ণিত দু'ধরনের বর্ণনার মাঝে সমাধানকল্পে। আর এ হাদীসটি (যার ব্যাখ্যায় আমরা রয়েছি) মুন্‌ক্বতি। কারণ হাসান আল 'আরনী ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে শুনেননি। যেমনটা বলেছেন ইমাম আহমাদসহ অনেক।

٢٦٧٦ -[١٨] وَعَنْهَا قَالَتْ: أَفَاضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اٰخِرِ يَوْمِه حِيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ إِلٰى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولٰى وَالثَّانِيَةِ فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ فَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

২৬৭৬-[১৮] উক্ত রাবী ('আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যুহরের সলাত আদায়ে পর দিনের শেষ বেলায় ত্বওয়াফে ইফাযাহ্ সম্পন্ন করেন। তারপর তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আবার মিনায় ফিরে এলেন এবং সেখানেই আইয়্যামে তাশরীক্বের দিনগুলো অবস্থান করলেন। এ

[৭১২] সহীহ : নাসায়ী ৩০৮৪, আহমাদ ২০৯০, ইবনু মাজাহ ৩০৪১।

দিনগুলোতে তিনি (ﷺ) সূর্যাস্তের পর জাম্‌রায় সাতটি করে পাথর মারতেন। প্রত্যেক পাথর মারার সাথে সাথে *'আল্ল-হু আকবার'* বলতেন। আর প্রথম ও দ্বিতীয় জাম্‌রার নিকট দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতেন ও আল্লাহর কাছে (অনুনয়-বিনয় করে) প্রার্থনা করতেন। কিন্তু তৃতীয় জাম্‌রায় (পূর্বের ন্যায় পাথর মারার পর) অপেক্ষা করতেন না। (আবূ দাঊদ)[৭১৩]

ব্যাখ্যা : (أَفَاضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ اٰخِرِ يَوْمِهٖ)-এর অর্থ হল রসূলুল্লাহ ﷺ ত্বওয়াফে ইফাযাহ্ করেছেন ইয়াওমুন্ নাহ্‌রের শেষাংশে।

(حِيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ) এর থেকে বুঝা যায় তিনি যুহরের সলাত আদায় করেছেন মাক্কায় যা পূর্বোক্ত জাবির (রাঃ) কর্তৃক লম্বা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আরো বুঝা যায় তিনি ত্বওয়াফ করেছিলেন সূর্য ঢলে যাওয়ার পর এমনকি সলাতুয্ যুহরের পর, কেননা হাদীসের শব্দ হলো (من اخر يومه) তথা কুরবানীর দিনের শেষ ভাগে যা এটাই প্রমাণ করে যদি এটা পূর্বে বর্ণিত ইবনু 'উমার (রাঃ) সহ অন্যান্যদের বর্ণিত হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক যেখানে বলা হয়েছে (انه طاف قبل الظهر) তথা রসূলুল্লাহ ﷺ ত্বওয়াফ করেছেন যুহরের সলাতের পূর্বে।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন,

افاض يوم النحر من منى الى مكة حين صلى الظهر. فيقيد انه صلى الظهر بمنى ثم افاض وهو خلاف ماثبت فى الأحاديث لا يفاقها على انه صلى الظهر بعد الطواف مع اختلافها انه صلاها بمكة او بمنى.

অর্থাৎ- রসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দিন মিনা থেকে যুহরের সলাত আদায় করে মাক্কাহ্ অভিমুখী হন।

এখান থেকে বুঝা যায়, রসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের সলাত মিনাতেই আদায় করেছেন, তারপর ইফাযাহ্ করেছেন আর এ বর্ণনাটি অনেক হাদীসের বিপরীত যেখানে এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের সলাত ত্বওয়াফের পরই আদায় করেছেন যদি এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, যুহরের সলাত তিনি মাক্কায় আদায় করেছেন না মিনাতে আদায় করেছেন।

٢٦٧٧ - [١٩] وَعَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: رَخَّصَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوْتَةِ: أَنْ يَرْمُوْا يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَجْمَعُوْا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فَيَرْمُوْهُ فِي أَحَدِهِمَا. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

২৬৭৭-[১৯] আবুল বাদ্দাহ ইবনু 'আসিম ইবনু 'আদী (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ উট চালকদেরকে মিনায় রাত যাপন না করার এবং কুরবানীর তারিখে (জাম্‌রাতুল 'আক্বাবায়) পাথর মারতে এবং তারপর কুরবানী দিনের পর দুই দিনের পাথর একদিনে মারতে অনুমতি দিয়েছিলেন। (মালিক, তিরমিযী, নাসায়ী; ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি সহীহ)[৭১৪]

---

[৭১৩] **সহীহ :** তবে (حين صلى الظهر) অংশটুকু ব্যতীত। আবূ দাঊদ ১৯৭৩, আহমাদ ২৪৯২, ইরওয়া ১০৮২।

[৭১৪] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ১৯৭৫, ৯৫৫, নাসায়ী ৩০৬৯, ইবনু মাজাহ ৩০৩৭, মুয়াত্ত্বা মালিক ১৫৩৮, আহমাদ ২৩৭৭৫, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৪৫৩, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৭৫৯, ইরওয়া ১০৮০।

ব্যাখ্যা : (وَعَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ) বর্ণনাকারীর নাম আবুল বাদ্দাহ বিন 'আসিম বিন 'আদী ইবনুল জাদ্দ ইবনুল 'আজলান বিন হারিসাহ্ বিন যবী'আহ্ আল কুযা'ঈ আল বালাবী, তারপর আল আনসারী তিনি বানী 'আম্‌র বিন 'আওফ গোত্রের নেতা ছিলেন, তিনি আনসারী সহাবী ছিলেন।

'আল্লামাহ্ ওয়াক্বিদী (রহঃ) "আবুল বাদ্দাহ" হলো তার উপাধী। এ উপাধীই বেশি প্রসিদ্ধ আর তার কুন্ইয়্যাতী তথা উপনাম হলো আবূ 'আম্‌র। ঠিক এমনইভাবে 'আলী বিন মাদিনী ও ইবনু হিব্বানও বলেছেন তার উপনাম হলো আবূ 'আম্‌র।

আবার কেউ কেউ বলেছেন তার উপনাম আবূ বাক্‌র, আবার কেউ কেউ বলেছেন তার উপনাম আবূ 'আম্‌র। বলা হয়ে থাকে তার নাম 'আদী, তিনি ১১৭ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। এটাই অধিকাংশের মতামত, আবার কেউ কেউ বলেছেন তার মৃত্যু ১১০ হিজরীতে হয়েছিল। ইবনু 'আবদুল বার তার "আল ইস্‌তি'আব" নামক কিতাবে বলেন, তিনি কি সহাবী ছিলেন না তাবি'ঈ ছিলেন– এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে তবে অধিকাংশেরা বলেছেন তিনি সহাবী ছিলেন।

রসূলুল্লাহ ﷺ রাখালদের জন্য আইয়্যামে তাশরীক্বে মিনায় রাত্রিযাপনের বিধানের ক্ষেত্রে ঢিল দিয়েছিলেন কারণ তারা তাদের উট রক্ষণাবেক্ষণের কর্মে লিপ্ত ছিল আর তারা যদি মিনায় রাত্রিযাপন করে তাহলে তাদের মালামাল নষ্ট যাওয়ার আশংকা ছিল। মিনায় রাত্রিযাপন ওয়াজিব নাকি সুন্নাত– এ ব্যাপারে মতভেদ ইমামদের উক্তিসহ পূর্বে আলোচিত হয়েছে। আহলে সিকায়াহ্ ও রাখালদের জন্য মিনায় রাত্রিযাপনের ক্ষেত্রে ছাড় আছে যে, এ ব্যাপারে সব 'আলিমের মতানৈক্য রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে যে, এ সুযোগ কি শুধুমাত্র রাখাল ও আহলে সিক্বায়ার জন্য নির্দিষ্ট নাকি এ জাতীয় যত ব্যক্তি আছে যেমন অসুস্থ অথবা অন্য কোন ব্যস্ততায় যিনি ব্যস্ত থাকবেন তাদের সকলের জন্য উন্মুক্ত?

(أَنْ يَرْمُوْا يَوْمَ النَّحْرِ) অর্থাৎ- জাম্‌রায়ে 'আক্বাবায়ে তারা অন্যান্য সকল হাজীদের মতো কংকর নিক্ষেপ করবেন।

'আল্লামাহ্ বাজী (রহঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এখানে জানিয়ে দিলেন যে যারা রাখালী ও পানি পান করানোর দায়িত্বে ব্যস্ত থাকবেন তারা কুরবানীর দিন কংকর নিক্ষেপ করবেন এক্ষেত্রে কোন শিথিলতা করা হবে না।

(ثُمَّ يَجْمَعُوْا رَمْيَ يَوْمَيْنِ) অর্থাৎ- এখানে ১১ ও ১২ তারিখের কথা বলা হয়েছে।

(فَيَرْمُوْهُ) এটাই মিশকাত ও মাসাবীহের বর্ণনা তবে তিরমিযীতে (فَيَرْمُوْهُ) রয়েছে এবং এটাই রয়েছে মুসনাদে আহমাদ ও ইবনু মাজাহতে।

وَهٰذَا الْبَابُ خَالٍ مِنَ الْفَصْلِ الثَّالِثِ

এ অধ্যায়ে তৃতীয় অনুচ্ছেদ নেই

(١١) بَابُ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ

অধ্যায়-১১ : ইহরাম অবস্থায় যা থেকে বেঁচে থাকতে হবে

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٦٧٨ - [١] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: مَا يَلْبِسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسُ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِيْ رِوَايَةٍ: «وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبِسُ الْقُفَّازَيْنِ».

২৬৭৮-[১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। জনৈক লোক রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এসে জিজ্ঞেস করলো, মুহরিম কোন্ ধরনের পোশাক পরবে? তিনি (সাঃ) বললেন, জামা, পাগড়ি, পাজামা, টুপী, মোজা পরবে না। তবে যে লোকের জুতা নেই সে মোজা পরতে পারবে কিন্তু পায়ের গোড়ালির নিচ হতে মোজাদ্বয়কে কেটে দিবে। এমন কোন কাপড়ও পরবে না যাতে জা'ফারানের ও ওয়ার্স-এর রং রয়েছে। (বুখারী, মুসলিম; বুখারীর এক বর্ণনায় আরো একটু বেশি আছে- মুহরিম নারী বোরকা পরবে না, হাত মোজাও পরবে না।)[৭১৫]

ব্যাখ্যা : (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا) হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) বলেন, কোন সানাদেই এ লোকটির নাম খুঁজে পাইনি।

(سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: مَا يَلْبِسُ) এখানে ما টি হরফে ইসতিফহাম তথা প্রশ্নবোধক অব্যয় অথবা মায়ে মাওসূলাহ্ অথবা سأل ক্রিয়ার দ্বিতীয় (مفعول) কর্ম– এই তিন পদ্ধতির প্রয়োগ হতে পারে। আর لبس এ শব্দটি যখন سَمِعَ يَسْمَعُ বাব থেকে ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ পরিধান করা আর যদি (ضَرَبَ يَضْرِبُ) থেকে আসে তাহলে সন্দেহ, সংমিশ্রণ ঘটা এ ধরনের অর্থ হয়।

(الْمُحْرِمُ) হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) বলেন, সমস্ত 'আলিম এ ব্যাপারে একমত যে, এখানে المحرم দ্বারা পুরুষই উদ্দেশ্য মহিলা এখানে অন্তর্ভুক্ত হবে না। 'আল্লামাহ্ ইবনুল মুনযির (রহঃ) বলেন, হাজ্জের ক্ষেত্রে পুরুষ মহিলার কাপড় একই হবে শুধুমাত্র জা'ফারান ও ওয়ারস্ মিশ্রিত কাপড়ের ক্ষেত্রে একটু পার্থক্য থাকে।

(مِنَ الثِّيَابِ) এখানে বলা হচ্ছে কোন্ প্রকার কাপড় পরবে? এ কথা আর মুসনাদে আহমাদ (২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৫৪) 'উবায়দুল্লাহর সানাদে এবং পৃষ্ঠা ৬৫ টি তে আইয়ূব থেকে, তবে দু'টি সানাদই মিলেছে নাফি'-এর নিকট গিয়ে। আর এ বর্ণনাটি থেকে বুঝা যায় এ প্রশ্ন তিনি ইহরাম বাঁধার পূর্বেই করেছিলেন। ইমাম

---

[৭১৫] সহীহ : বুখারী ৫৮০৩, মুসলিম ১১৭৭, নাসায়ী ২৬৬৯, মুয়াত্ত্বা মালিক ১১৬০, আহমাদ ৫১৬৬, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৫৯৯।

বায়হাক্বী (রহঃ)-এর বর্ণনায় 'আবদুল্লাহ বিন 'আওন তিনি নাফি' থেকে, তিনি ইবনু 'উমার থেকে এ সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আছে, ইবনু 'উমার রাঃ বলেন, "মাদীনার মাসজিদের কোন এক দরজায় দাঁড়িয়ে একটি লোক বললেন, হে রসূলুল্লাহ ﷺ! مايلبس المحرم؟ তথা মুহরিম কি কি কাপড় পরিধান করবেন? বায়হাক্বী (রহঃ)-এর অন্য বর্ণনায় আইয়ূব, তিনি নাফি' থেকে, তিনি ইবনু 'উমার রাঃ থেকে বর্ণিত হয়েছে نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم তথা রসূলুল্লাহ ﷺ খুত্বাহ্ দিচ্ছিলেন এই স্থানে তথা মাসজিদে নাবাবীর সম্মুখভাগে দাঁড়িয়ে। সুতরাং এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায় প্রশ্নটি তিনি করেছিলেন মাদীনায়।

আর রাবীর কথা (مايلبس المحرم من الثياب) এটাই এ ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ বর্ণনা যা বর্ণিত হয়েছে নাফি' ইবনু 'উমার রাঃ-এর সূত্রে এবং এটাকে আবূ 'আওয়ানাহ্ ইবনু জুরায়জ-এর সূত্রে নাফি' থেকে যে শব্দে বর্ণনা করেছেন তা হলো (مايترك المحرم) তথা মুহরিম কি কি কাপড় পরিধান থেকে বিরত থাকবেন। তবে ইমাম ইবনু হাজার আস্ক্বালানী (রহঃ) বর্ণনাটি শায বলেছেন।

এ ক্ষেত্রে মতবিরোধ মূলত ইবনু জুরায়জকে নিয়ে নাফি'-কে নিয়ে নয়।

(لَا تَلْبَسُوا) বুখারী (রহঃ)-এর অন্য বর্ণনায় لا يلبس শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ উত্তরটি এ বিষয়ে বর্ণিত দু'ধরনের প্রশ্নের একটির সাথে সামঞ্জস্য হয় সে প্রশ্নটি হলো, مايترك المحرم অথবা مايجتنبى المحرم؟ তবে অধিকাংশ এবং সর্বাধিক সহীহ বর্ণনায় যে প্রশ্নটি এসেছে তা হলো (مايلبس المحرم؟) তথা মুহরিম কি কি পরিধান করবে? আর এ প্রশ্নের উত্তর রসূলুল্লাহ ﷺ দিয়েছেন পরিধানে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ উল্লেখ করে, অর্থাৎ- এখানে প্রশ্ন হয়েছে কি কি পরিধান করবে উত্তরও সে অনুপাতে এটা পরবে ওটা পরবে এমন হওয়া দরকার ছিল কিন্তু তা না হয়ে হয়েছে এমন যে শুধু বলা হয়েছে সেগুলোর নাম যা পরিধান নিষেধ। এর রহস্য পরিধান বর্ণনা করতে গিয়ে 'উলামায়ে কিরাম বলেন, মুহরিমের জন্য নিষিদ্ধ বিষয়ের সংখ্যা কমগুলো উল্লেখ করে বেশিগুলোকে জায়িয বলা হয়েছে। কারণ, যেগুলো নিষিদ্ধ তা ব্যতীত অন্যান্যগুলো বৈধ।

আর যদি বৈধগুলোর নাম উল্লেখ করা হতো তখন কথা বেশি হতো। এখান থেকে আরো বুঝা যায় যে, প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন ঠিক মতো করতে পারেননি। কারণ তার উচিত ছিল নিষিদ্ধগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করা। অলংকার শাস্ত্রের কিছু বিদ্বান এ ধরনের প্রশ্নে এ ধরনের উত্তরকে اسلوب الحكيم বলে আখ্যা দিয়েছেন। এ জাতীয় ব্যবহার কুরআনে কারীমেও লক্ষ্য করা যায় যেমন : মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ﴾

অর্থাৎ- "তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে তারা কি খরচ করবে তুমি বলে দাও যা খরচ করবে তা পিতা-মাতার জন্য।" (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২১৫)

অত্র আয়াতে জিজ্ঞেস করা হয়েছে খরচের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আর উত্তর দেয়া হয়েছে খরচের স্থান সম্পর্কে। কেননা, এখানে প্রশ্নকর্তাকে বুঝানো হচ্ছে খরচের বিষয়বস্তুর চেয়ে খরচের স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা বেশি প্রয়োজন ছিল।

(الْقُمُصَ) এটা এক ধরনের কাপড় যা বর্ম হিসেবে পরিচিত। ইবনুল হুমাম তার ফাতহুল কাদীরের "খরচ" অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন "درع" তথা বর্ম ও قمص (জামা) প্রায় একই বিষয়, কেবল পার্থক্য হলো জামার ক্ষেত্রে কাঁধের নিকট আর বর্মের ক্ষেত্রে বক্ষের নিকট পকেট লাগানো থাকে। অত্র হাদীস قميص তথা জামা এবং পরবর্তী سراويلات তথা পায়জামার কথা উল্লেখ করে মূলত এ ধরনের সব পোশাক যা শরীরকে

বেষ্টন করে রাখে অথবা যা সেলাই করা যেমন : জুব্বা, জামা, আলখেল্লা, ট্রাউজার ও হাতমোজা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

'আল্লামাহ্ ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন,

قال العلماء : الحكمة في تحريم اللباس المذكور في الحديث على المحرم ولباسة الازار والرداء ان يبعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل.........الخ

অর্থাৎ- 'উলামায়ে কিরাম বলেন, হাদীসে উল্লেখিত পোশাকগুলো হারাম করে মুহরিমের জন্য শুধুমাত্র লুঙ্গী ও চাদর পরিধানের কথার রহস্য হলো যাতে করে মুহরিম আনন্দ থেকে নিজেকে গুটিয়ে রেখে ভয়ভীতি সহকারে আল্লাহকে স্মরণ করে বেশি বেশি যিক্‌রে লিপ্ত থাকতে পারে, মৃত্যুর কথা স্মরণ করতে পারে কাফনের কাপড়ের কথা এবং কাল ক্বিয়ামতের দিন খালি গাঁয়ে খালি পায়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হতে হবে– এ কথা স্মরণ করতে পারে। অপরদিকে সুগন্ধি ও স্ত্রী ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো, যাতে করে সে দুনিয়াবী চাকচিক্য পরিত্যাগ করতে পারে আর যেহেতু সুগন্ধি ব্যবহারে স্ত্রী সহবাসের চাহিদা জাগে যা হাজীদের জন্য নিষেধ। সুতরাং ঐ মুহূর্তটিতে কেবলই পরকালের চিন্তাই যেন করতে পারে, তাই উল্লেখিত বিষয়গুলো মুহরিমের জন্য হারাম করা হয়েছে।

٢٦٧٩ -[٢] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: «إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ وَإِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا لَبِسَ سَرَاوِيلَ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৭৯-[২] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে এক বক্তৃতায় বলতে শুনেছি, তিনি (ﷺ) বলেছেন : মুহরিম জুতা না পায় তবে মোজা পরতে পারবে এবং সেলাইবিহীন লুঙ্গি না পায় তবে পাজামা পরতে পারবে। (বুখারী, মুসলিম)[৭১৬]

ব্যাখ্যা : (إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ) অর্থাৎ- মুহরিম যদি দু' জুতা না পায় বা পরতে না পারে তাহলে অধিকাংশ 'উলামার মত হচ্ছে তিনি দু'টি মোজা পায়ের তলদেশ থেকে ছেড়ে তা ব্যবহার করবেন তবে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল বলেছেন ভিন্ন কথা।

(وَإِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا لَبِسَ سَرَاوِيلَ) অর্থাৎ- যখন লুঙ্গি পাবে না তখন পায়জামা পরবে। এখান থেকে বুঝা যায় লুঙ্গি না পাওয়া গেলে পায়জামা পরা বৈধ এবং সেক্ষেত্রে কোন ফিদ্‌ইয়াহ্ দেয়া আবশ্যক হবে না। এটাই মত দিয়েছেন ইমাম আহমাদ ও ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ), তবে ইমাম আবূ হানীফাহ্ বলেছেন পায়জামা সাধারণতই তথা সব সময়েই নিষেধ আর এ ধরনের বক্তব্য ইমাম মালিক (রহঃ)-এরও। তার এরূপ বক্তব্য দেয়ার কারণ সম্ভবত তার নিকট ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি পৌঁছায়নি। যেমন : তার প্রমাণ মুয়াত্ত্বায় পাওয়া যায়, ইমাম মালিক-কে জিজ্ঞেস করা হলো, "মুহরিম যখন লুঙ্গি না পাবে তখন পায়জামা পরবে" নাবী (ﷺ) বলেছিল এমনটা উল্লেখ করেছেন– এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? তখন তিনি বলেছিলেন,

لم اسمع بهذا ولا ارى ان يلبس المحرم سراويل لأن رسول الله ﷺ نهى

[৭১৬] সহীহ : বুখারী ১৮৪১, মুসলিম ১১৭৮, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১৫৭৭৯, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১২৮০৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯০৬৬।

অর্থাৎ- আমি এমন কথা শুনিনি আর আমি মনে করি না যে, মুহরিম পায়জামা পরতে পারেন কারণ এ ব্যাপারে নাবী ﷺ-এর নিষেধ আছে। যে হাদীসটি ইবনু 'উমার রাঃ থেকে বর্ণিত। সুতরাং যদি লুঙ্গি না পাওয়া গেলে পায়জামা পরার বিধান থাকতো তাহলে নাবী ﷺ তা জানিয়ে দিতেন।

ইমাম ইবনু 'আবদুল বার (রহঃ) বলেন, 'আত্বা বিন আবী রিবাহ, শাফি'ঈ ও তার ছাত্ররা, সাওরী, আহমাদ বিন হাম্বাল, ইসহাক্ব বিন রহ্ওয়াহি, আবূ সাওর ও দাউদ সবাই বলেছেন, اذا لم يجد المحرم ازارا لبس السراويل ولا شيئ عليه. অর্থাৎ- মুহরিম যদি লুঙ্গি না পায় তাহলে পায়জামা পরবে এতে তার কোন ফিদ্ইয়াহ্ দিতে হবে না। আর ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেছেন- এটাই জমহূর 'উলামায়ে কিরামের ফাতাওয়া।

٢٦٨٠-[٣] وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْجِعِرَّانَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّيْ أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَهٰذِهٖ عَلَيَّ. فَقَالَ: «أَمَّا الطِّيبُ الَّذِىْ بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِىْ عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِىْ حَجِّكَ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৮০-[৩] ইয়া'লা ইবনু উমাইয়্যাহ্ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জি'রানাহ্ নামক স্থানে নাবী ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তখন তাঁর নিকট একজন বেদুঈন আসলো। তার পরনে ছিল জুব্বা আর শরীরে ছিল সুগন্ধি ছিটানো। সে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি 'উমরাহ্ করার জন্য ইহরাম বেঁধেছি আর আমার গায়ে এসব আছে। তার কথা শুনে তিনি (ﷺ) বললেন, তোমার শরীরে যে সুগন্ধি রয়েছে তা তিনবার করে ধুয়ে ফেলো, আর জুব্বা খুলে ফেলো। অতঃপর হাজ্জে যা কর 'উমরাতেও তাই কর। (বুখারী, মুসলিম)[৭১৭]

ব্যাখ্যা : (يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ) তার পূর্ণ নাম ইয়া'লা বিন উমাইয়্যাহ্ বিন আবী 'উবায়দুল্লাহ বিন হাম্মাম আত্ তামীমী, তিনি ছিলেন কুরায়শ মিত্র ইয়া'লা বিন মু নাইয়্যাহ্ নামে। তিনি পরিচিত মুনাইয়্যাহ্ তার মাতা আবার কেউ কেউ বলেছেন তার পিতার মাতা দাদী। তার উপনাম আবূ খাল্ফ, আবার কেউ কেউ বলেছেন আবূ খালিদ, আবার কেউ বলেছেন আবূ সাফওয়ান। মাক্কাহ্ বিজয়কালে ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি একাধারে ত্বয়িফ হুনায়ন, তাবূক যুদ্ধে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ ও 'উমার রাঃ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন আবার তার নিকট থেকে তার ছেলেরা সফ্ওয়ান মুহাম্মাদ 'উসমান ও অন্যান্যরা হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ বাক্র রাঃ তাকে রিদ্দার সময় কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেন, অতঃপর 'উমার রাঃ-এর সময় তিনি ইয়ামানের কিছু অংশে নিয়োগ পান এবং নিজের জন্য একটি ভূখণ্ড দখল করে নিলে তাকে বরখাস্ত করা হয়। অতঃপর 'উসমান রাঃ-এর সময় ইয়ামানের সান্'আতে কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পান। 'উসমান রাঃ-এর শাহাদাতের বছর হাজ্জ করেন। উষ্ট্রের যুদ্ধে 'আয়িশাহ্ রাঃ-এর পক্ষে যুদ্ধ করেন, অতঃপর সিফ্ফীনের যুদ্ধে 'আলী রাঃ-এর পক্ষে যুদ্ধে অংশ নেন। তিনি ছিলেন দানশীল। তার বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৯টি, হিজরী ৪৩ সনে তিনি মারা যান।

(كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْجِعِرَّانَةِ) অর্থাৎ- 'উমরাহ্ করার মুহূর্তে ৮ম জিরীতে মাক্কাহ্ বিজয়ের পরে যুলক্বা'দাহ্ মাসে এ 'উমরার নাম হলো 'উমরাতুল জি'রানাহ্। আর জি'রানাহ্ ত্বায়িফ ও মাক্কার মাঝে অবস্থিত একটি স্থানের নাম, এটা মাক্কার বেশ নিকটে অবস্থিত। এ শব্দটি উচ্চারণের ক্ষেত্রে দু'টি প্রসিদ্ধ

[৭১৭] সহীহ : বুখারী ৪৩২৯, মুসলিম ১১৮০, আহমাদ ১৭৯৪৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৩১।

উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায় ১মটি 'আয়ন-কে সাকিন দিয়ে جعرانة আর দ্বিতীয়টি হলো "আয়ন"-কে যের এবং "রা"-কে তাশদীদ দিয়ে جعرانة পড়া। তবে প্রথম ক্বিরাআতটিই বেশি প্রচলিত এবং বেশি শুদ্ধ।

ইমাম শাফি'ঈসহ অধিকাংশ ভাষাবিদ দু'ভাবেই উচ্চারণ করেন। ইবনুল আসীর (রহঃ) বলেন, এ স্থানটি মাক্কার নিকটবর্তী এবং হিল্ল-এ অবস্থিত এবং ইহরামের মিকাতের স্থান। 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) 'উমরার ইহরাম বেঁধেছেন। ইহরাম বাঁধার স্থান হিসেবে "তান্'ঈম" নামক স্থানের চেয়ে এ স্থানটি বেশি ভাল– এ কথাই বলেছেন ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বলেছেন, "তান্'ঈম"ই ইহরাম বাঁধার জন্য উত্তম। কারণ তান্'ঈম থেকে ইহরাম বাঁধার বিষয় নাবী ﷺ-এর বক্তব্যমূলক হাদীস রয়েছে আর নিয়ম হলো নাবী ﷺ বক্তব্যমূলক হাদীস এবং কর্মমূলক হাদীস যখন বিরোধপূর্ণ হবে তখন বক্তব্যমূলক হাদীস প্রাধান্য পাবে। রসূলুল্লাহ ﷺ 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা তান্'ঈম থেকে ইহরাম বাঁধতে বলেছেন।

(إِذْ جَاءَ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ) শব্দটিকে اعراب-এর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এরা হলো যারা গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস করে। এদেরকে বেদুঈন বলা হয়। এদেরকে বেদুঈন বলা হয়।

হাফিয ইবনু হাজার আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন, আমি এ লোকটির নাম সম্পর্কে অবগত হতে পারিনি। তবে ফাতহুল বারীর মুক্বদ্দামাতে বলা হয়েছে বস্তুতঃ এ লোকটি স্বয়ং এ হাদীসের বর্ণনাকারী ইয়া'লা বিন উমাইয়্যাহ্ নিজেই। যেমনটি বর্ণনা করেছেন ইমাম তাহাবী শু'বাহ্ থেকে, শু'বাহ্ ক্বাতাদাহ্ থেকে, ক্বাতাদাহ্ 'আত্বা থেকে, বর্ণনাটি হলো- নিশ্চয়ই একজন লোক যার নাম ইয়া'লা বিন উমাইয়্যাহ্ ইহরাম বাঁধলেন জুব্বা গায়ে দিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জুব্বা খুলে ফেলতে বললেন। তবে তিনি যে কেন তার নাম অস্পষ্ট রেখেছেন সে ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন।

(كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ) 'আল্লামাহ্ বাজী (রহঃ) বলেন, নাবী ﷺ এ কথা প্রমাণ করে যে, তিনি জানতেন প্রশ্নকারী হাজ্জের কৃতকলাপ সম্পর্কে অবহিত। কেননা যদি তিনি না জেনে থাকেন তাহলে এ ধরনের কথা বলা সঠিক হতো না।

'আল্লামাহ্ বাজী (রহঃ) আরো বলেন, 'উলামাগণ নাবী ﷺ-এর এ কথা নিয়ে মতবিরোধ করেছেন, ইবনুল 'আরাবী (রহঃ) বলেন, জাহিলী যুগে তারা হাজ্জের ইহরামের সময় কাপড় খুলে রাখতো এবং সুগন্ধি বর্জন করতো ঠিক তবে হাজ্জের ক্ষেত্রে এ কাজে শিথিলতা প্রদর্শন করতো। তাই এ হাদীসের মাধ্যমে নাবী ﷺ বুঝিয়ে দিলেন হাজ্জ ও 'উমরার মধ্যে পার্থক্য করা ঠিক নয়।

٢٦٨١ـ[٤] وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৬৮১-[৪] 'উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করবে না, বিয়ে দেবে না এবং বিয়ের প্রস্তাবও দিবে না। (মুসলিম)[৭১৮]

ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসটি প্রমাণ করছে মুহরিমের জন্য বিবাহ করা বা অপর কাউকে বিবাহ দিয়ে দেয়া কোনটাই বৈধ নয়– এটাই অধিকাংশ 'আলিমের মতামত। ইমাম নাবাবী (রহঃ) তার শারহুল মুহায্যাবে

[৭১৮] **সহীহ :** মুসলিম ১৪০৯, আবূ দাউদ ১৮৪১, নাসায়ী ২৮৪২, মুয়াত্ত্বা মালিক ১২৬৮, আহমাদ ৪৯৬, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৬৪৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯১৫১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪১২৩, ইরওয়া ১০৩৭, সহীহ আল জামি' ৭৮০৯।

অধিকাংশ সহাবী, তাবি'ঈ ও তাবি তাবি'ঈ-এর মতামতও এটা বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন এ মতামত 'উমার বিন খাত্ত্বাব, 'উসমান, 'আলী, যায়দ বিন সাবিত, ইবনু 'উমার, সা'ঈদ বিন মুসাইয়্যিব, সুলায়মান বিন ইয়াসার, যুহরী, মালিক, আহমাদ, শাফি'ঈ, ইসহাক্ব, দাউদসহ আরো অনেকের।

মুসলিমের ব্যাখ্যায় ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেছেন : ইমাম মালিক, শাফি'ঈ ও ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেছেন, (لا يصح نكاح المحرم) অর্থাৎ- মুহরিমের বিবাহ বৈধ হবে না। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফাহ্, হাকাম বিন 'উতায়বাহ্, সুফ্ইয়ান সাওরী, ইব্‌রাহীম নাখ্'ঈ, 'আত্বা, হাম্মাদ বিন আবী সুলায়মান, 'ইকরামাহ্, মাসরুকসহ অনেকে বলেছেন মুহরিমের বিবাহ বৈধ। আর কেউ কেউ বলেছেন, এটা ইবনু 'আব্বাস, ইবনু মাস্'উদ, আনাস ও মু'আয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এরও উক্তি। আর এ দিকেই ঝুঁকে গিয়েছেন ইমাম বুখারী (রহঃ), কেননা তিনি "মানাসিক" অধ্যায়ে বাব রচনা করেছেন, (باب تزويج المحرم) এবং "নিকাহ" অধ্যায়ে (باب نكاح المحرم)-এর মাধ্যমে অধ্যায় রচনা করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন, ইমাম বুখারীর এই বাব তথা অধ্যায় রচনা দেখেই অনুমান করা যায় যে, তিনি মুহরিমের বিবাহ বৈধের মতাবলম্বী ছিলেন।

প্রথম মতের প্রবক্তাদের দলীল হলো, 'উসমান ও ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদীস, নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب عليه) অর্থাৎ- মুহরিম বিবাহ করতে পারবে না কাউকে বিবাহ দিতেও পারবে না। অনুরূপ বিবাহের পয়গাম পাঠাতেও পারবে না এবং তাকেও কেউ বিবাহের পয়গাম দিতে পারবে না।

দ্বিতীয় মতের প্রবক্তাদের দলীল দিয়েছে, ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে। কেননা সেখানে স্পষ্ট রয়েছে, (ان رسول الله ﷺ تزوج منمونة وهو محرم) অর্থাৎ- নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মায়মূনাহ্-কে বিবাহ করেছেন মুহরিম অবস্থায়। আর মহান আল্লাহ বলেছেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাঝে উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে।" (সূরাহ্ আল আহযাব ৩৩ : ২১)

জেনে রাখা প্রয়োজন যে, হাদীসে উল্লেখিত لا ينكح ولا ينكح এ দু'টি শব্দই হারামের জন্য এসেছে। সকলের ঐকমত্যে তবে لا يخطب বিবাহের পয়গামও পাঠানো যাবে না, এটিকে তাহরীমের ফায়দা দিবে নাকি নাহিয়ে তানযীহী তথা মাকরূহের ফায়দা দিবে– এ নিয়ে 'উলামায়ে কিরামের মাঝে মতবিরোধ আছে। তিন ইমামের নিকট তা মাকরূহে ফায়দা দিবে ইমাম আবূ হানীফার ও তাই মত। কিন্তু আমাদের কথা হলো উপরোক্ত সবগুলো সিগাহতে যে নাহীর শব্দ আছে তা তাহরীমের ফায়দা দিবে। সুতরাং মুহরিমের জন্য যেমন কোন মহিলাকে বিবাহের পয়গাম পাঠানো হারাম অনুরূপ মুহরিমা নারীর জন্য অপর কোন পুরুষকে বিবাহের পয়গাম পাঠানো হারাম। তাই বিবাহের হারাম আর বিবাহের পয়গাম পাঠানোর হারাম একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেহেতু সিগাহ একই। সুতরাং যদি কেউ একটিকে হারাম আর অপরটিকে মাকরূহ বলে তাহলে তার দলীল লাগবে, কিন্তু দলীল নেই। কোন কোন শাফি'ঈ মতাবলম্বী আবার কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে বিবাহের পয়গাম পাঠানোকে হারাম না বলে মাকরূহ বলতে চান আর তা হলো, মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾

অর্থাৎ- "গাছগুলো ফল দিলে তোমরা খাও এবং যাকাত দাও।" (সূরাহ্ আল আন্'আম ৬ : ১৪১)

তার অর্থ এখানে মা'তুফ আর মা'তুফ 'আলায়হির হুকুম ভিন্ন হচ্ছে, কারণ খাওয়া ওয়াজিব নয় কিন্তু যাকাত ওয়াজিব তাই এখানেও বিবাহ করা হারাম হতে পারে কিন্তু পয়গাম পাঠানো হারাম হবে না কারণ

মা'তুফ ও মা'তুফ আলায়হির হুকুম ভিন্ন ভিন্নও হতে পারে। শাফি'ঈ মতাবলম্বীদের এ গবেষণার কোন মূল্য নেই বরং আমরা সুন্নাহকেই আঁকড়ে ধরবো।

ইহরাম অবস্থায় বিবাহ বৈধ কিনা– এ বিষয়ে মতবিরোধ থাকলেও বিবাহ না করার মতই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। এদিকে যারা বিবাহ বৈধ বলেন তারা বিভিন্নভাবে উত্তর দেয়ার প্রয়াস পান। যেমন :

১. তারা বলেন, ইবনু 'আব্বাস-এর হাদীসটি বেশি সহীহ এবং শক্তিশালী কারণ সেটা বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা। অপরদিকে 'উসমান রাঃ-এর হাদীসটি ইমাম মুসলিমের একার বর্ণনা, তাই এখানে ইবনু 'আব্বাস-এর বর্ণিত হাদীসটি অগ্রাধিকার পাবে।

এদের উত্তরে আমরা বলি, ইবনু 'আব্বাস রাঃ-এর হাদীস হলো নাবী ﷺ-এর কর্মগত হাদীস আর উসমান রাঃ-এর হাদীস নাবী ﷺ-এর বক্তব্যমূলক হাদীস, আর আমরা জানি কর্মমূলক হাদীস আর বক্তব্যমূলক হাদীস বিরোধপূর্ণ হলে বক্তব্যমূলকটি প্রাধান্য পায়, তাই এখানে 'উসমান রাঃ-এর হাদীসটি প্রাধান্য পাবে। যদিও সানাদগত ইবনু 'আব্বাস রাঃ-এর হাদীস শক্তিশালী।

হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'উসমান রাঃ-এর হাদীসটি প্রাধান্য পাবে কারণ সেটা একটি মৌলিক নিয়মের কথা বলছে আর ইবনু 'আব্বাস রাঃ-এর হাদীস একটি নির্দিষ্ট ঘটনা যা অনেকগুলো বিষয়ের সম্ভাবনা রাখে।

২. তারা বলে থাকেন, 'উসমান রাঃ-এর হাদীসে নিকাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো وطأ الزوجة, তথা স্ত্রী সহবাস যা ইহরাম অবস্থায় সকলের ঐকমত্যে হারাম। এখানে নিকাহ দ্বারা 'আক্বদ উদ্দেশ্য নয়। এর উত্তরে আমরা বলবো, আপনাদের কথাটি ঠিক নয়। ঠিক না হওয়ার প্রথম কারণ হলো সরাসরি ঐ হাদীস দু'টি ইঙ্গিত যা প্রমাণ করছে এখানে নিকাহ দ্বারা عقد النكاح তথা বিবাহের বন্ধনই উদ্দেশ্য وطأ, তথা স্ত্রী সহবাস উদ্দেশ্য নয়।

১নং ইঙ্গিত : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা لا ينكح-ই দলীল যে এখানে নিকাহ দ্বারা বিবাহ উদ্দেশ্য وطأ তথা স্ত্রী সহবাস উদ্দেশ্য নয়, কারণ ওলী যখন বিবাহ করিয়ে দিবে তার পরে তা স্বামী স্ত্রী সহবাস চাইবে। কিন্তু এখানে তো ওলীর বিবাহ করিয়ে দেয়াকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

২য় ইঙ্গিত : لا يخطب বিবাহের পয়গাম দিবে না– এ শব্দটিই প্রমাণ করছে পূর্বোক্ত নিকাহ শব্দের অর্থ মূলত عقد النكاح তথা বিবাহের বন্ধন وطأ, তথা সহবাস নয়।

আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে আবান বিন 'উসমান তথা হাদীসের বর্ণনাকারীই তার অর্থ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত আর সেই আবান বিন 'উসমানই لا ينكح-এর অর্থ لا يزوج করেছেন এবং এটা অথবা আরো ভালোভাবে জানতে পারি এ হাদীসের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানি আর তা হলো 'উমার বিন 'উবায়দুল্লাহর ছেলে ত্বলহাহ্ বিন 'উমার যখন শায়বাহ্ বিন জুবায়র-এর মেয়েকে বিবাহ করলো ইহরাম অবস্থায় তখন এ বিবাহের ঘোরবিরোধিতা করা হলো এবং 'উসমান রাঃ থেকে বর্ণিত ইহরাম অবস্থায় বিবাহ নিষেধের হাদীসটি বর্ণনা করে শুনানো হলো এবং সবাই তখন এ হাদীস দ্বারা বিবাহের বন্ধনই বুঝেছিলেন وطأ, তথা স্ত্রী সহবাস বুঝেনি।

তৃতীয় কারণ হচ্ছে, ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইবনু 'উমার রাঃ থেকে বর্ণনা করেন, ইবনু 'উমার রাঃ-কে এ মর্মে প্রশ্ন করা হলো যে, কোন মহিলাকে যদি কোন পুরুষ 'উমরাহ্ অথবা হাজ্জের ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করতে চায় তাহলে তা বৈধ হবে কি না? উত্তরে তিনি বললেন, (لا تتزوج وانت محرم فان رسول

(نهى عنه ﷺ الله) অর্থাৎ- তুমি মুহরিম অবস্থায় বিবাহ করিও না, কারণ রসূলুল্লাহ ﷺ এটা করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং এ হাদীস থেকেও বুঝা গেল نكاح দ্বারা উদ্দেশ্য عقد النكاح তথা বিবাহের চুক্তি وطأ তথা সহবাস নয়।

٢٦٨٢-[٥] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৮২-[৫] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ মায়মূনাহ্ রাঃ-কে ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করেছিলেন। (বুখারী, মুসলিম)[৭১৯]

ব্যাখ্যা : (تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ) মায়মূনাহ্ রাঃ তিনি উম্মুল মু'মিনীন বিনতু হারিস আল হিলালিয়্যাহ্ রাঃ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সর্বশেষ স্ত্রী, যার সাথে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিলন ঘটেছে। তিনি তাকে সপ্তম হিজরীতে বিবাহ করেন। তিনি "সারিফ" নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। ৫১ বছর বয়স পর্যন্ত রসূলুল্লাহ ﷺ যেখানে অবস্থান করেন।

'আবদুল্লাহ বিন 'আব্বাস রাঃ থেকে গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারীদের সূত্রে বর্ণিত আছে, নিশ্চয়ই ইবনু 'আব্বাস বলেছেন, (تزوج رسول الله ﷺ ميمونة وهو محرم) অর্থাৎ- নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ ﷺ মায়মূনাহ্ রাঃ-কে বিবাহ করেছিলেন মুহরিম অবস্থায়। ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, এর দু'টি শক্তিশালী "শাহিদ" আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ ও 'আয়িশাহ্ রাঃ থেকে বর্ণিত আছে। তবে পরবর্তীতে বর্ণিত ইয়াযীদ বিন আসম মায়মূনাহ্ রাঃ থেকে যে হাদীসটি রয়েছে তা এ হাদীসের বিপরীত এবং তা আবূ রাফি' রাঃ থেকেও বর্ণিত হয়েছে, হাদীসটি হলো, (تزوج رسول الله ﷺ ميمونة وهو حلال)

অর্থাৎ- রসূলুল্লাহ ﷺ মায়মূনাহ রাঃ-কে বিবাহ করেন হালাল অবস্থায়। এ বর্ণনাটির স্বপক্ষে আরো একটি হাদীস রয়েছে ইবনু সা'দ মায়মূনাহ্ বিন মিহরান থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, সফিয়্যাহ্ বিনতু শায়বাহ্ যখন বৃদ্ধা তখন আমি তার নিকট গিয়ে প্রশ্ন করলাম যে, রসূলুল্লাহ ﷺ কি মায়মূনাহ্ রাঃ-কে মুহরিম অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন? তিনি উত্তরে বলেছিলেন না, আল্লাহর শপথ! তারা দু'জনে হালাল অবস্থায়ই বিবাহ করেছিলেন। (মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ খণ্ড ৪র্থ, পৃষ্ঠা ২৬৮)

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে বুঝা যায় মায়মূনাহ্ রাঃ-কে নাবী ﷺ-এর বিবাহ কি হালাল অবস্থায় ছিল না মুহরিম অবস্থায় ছিল? এ বিষয় নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে, 'আল্লামাহ্ ইবনুল ক্বইয়্যিম (রহঃ) বলেন, এ বিষয়ে তিন রকমের কথা পাওয়া যায় প্রথম কথাটি যা মায়মূনাহ্ রাঃ এবং হাদীস বর্ণনাকারী আবূ রাফি'-এর ভাষ্য থেকে পাওয়া, তথ্যানুযায়ী সেটি হচ্ছে রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বিবাহ করেছিলেন 'উমরাহ্ থেকে হালাল হওয়ার পর। এটাই অধিকাংশ বর্ণনাকারীর মত।

দ্বিতীয় কথা, যা আহলে কূফা, ইবনু 'আব্বাস রাঃ ও একদল 'আলিমের ভাষ্যমতে যে, নাবী ﷺ তাকে বিবাহ করেছিলেন ইহরাম বাঁধা অবস্থায়।

তৃতীয় কথা হলো নাবী ﷺ তাকে বিবাহ করেছিলেন ইহরাম বাঁধার পূর্বে।

ইতিপূর্বে আমাদের আলোচনা অতিবাহিত হয়ে গেছে যে, যে সমস্ত 'আলিম ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করা বৈধ বলে ফাতাওয়া দেন তাদের অন্যতম দলীল হলো ইবনু 'আব্বাস রাঃ-এর এ হাদীস। এ মতের

---

[৭১৯] সহীহ : বুখারী ১৮৩৭, মুসলিম ১৪১০, আবূ দাউদ ১৮৪৪, আহমাদ ৩০৫২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৪২১০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪১৩১।

বিপরীত অবস্থানকারীগণ বিভিন্ন উত্তর প্রদান করে থাকেন। যেমন : তারা বলে থাকেন যা বর্ণিত হয়েছে তিরমিযীতে যে, (تزوجها حلالا وظهر امر تزويجها وهو محرم وبنى بها وهو حلال بسرف فى طريق مكة) অর্থাৎ- বিবাহের 'আক্বদ হয়েছিল হালাল অবস্থায় তবে বিবাহের খবর চারদিকে যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন তিনি মুহরিম অবস্থায় ছিলেন বাসর করেছেন মাক্কার পথে সারিফ নামক স্থানে হালাল অবস্থায়।

দ্বিতীয় উত্তর হচ্ছে ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর কথা (تزوجها وهو محرم)-এর অর্থ হলো, তিনি তাকে হারাম মাসে বিবাহ করেছেন। মুহরিম অবস্থায় নয়। আর সেটা যিল্‌ক্ব'দাহ্ মাস 'উমরাতুল ক্বাযা-এর মাস এমনটাই বলেছেন ইমাম বুখারী (রহঃ) তার কিতাবুল মাগাযীতে 'উম্‌রাতুল ক্বাযা' অধ্যায়ে।

এ বিশাল মতবিরোধপূর্ণ মাস্‌আলাতে মায়মূনাহ্ ও আবূ রাফি'-এর বর্ণনাটিই অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত, কারণ তারা ঘটনার বাস্তবসাক্ষী আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ঐ সময় ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হাদীস বর্ণনা করার বয়সে উপনীত হননি, তাই তার হাদীসের উপর তাদের হাদীস বর্ণিত হাদীস স্বভাবতই প্রাধান্য পেতে পারে। (আল্লাহ অধিক অবগত আছেন)

٢٦٨٣ -[٦] وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ابْنِ أُخْتِ مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحْيِيُّ السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللهُ: وَالْأَكْثَرُوْنَ عَلٰى اَنَّهُ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا وَظَهَرَ أَمْرُ تَزْوِيْجِهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ ثُمَّ بَنٰى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ بِسَرِفَ فِيْ طَرِيْقِ مَكَّةَ.

২৬৮৩-[৬] উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনাহ্ (রাঃ)-এর ভাগিনা ইয়াযীদ ইবনু আসম (রহঃ) তাঁর খালা মায়মূনাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, নাবী (ﷺ) মায়মূনাহ্ (রাঃ)-কে হালাল অবস্থায় (ইহরাম অবস্থায় নয়) বিয়ে করেছিলেন। (মুসলিম)[৭২০]

ইমাম মুহ্‌য়্যিইউস্ সুন্নাহ বাগাবী (রহঃ) বলেন, অধিকাংশ 'আলিমদের মতে, তিনি (ﷺ) মায়মূনাহ্-কে হালাল অবস্থায়ই বিয়ে করেছেন, আর তা প্রকাশ পেয়েছে ইহরাম অবস্থায়। অতঃপর মাক্কাহ্ হতে মাদীনায় যাবার পথে সারিফ নামক স্থানে (হালাল অবস্থায়) মিলিত হয়েছেন।

ব্যাখ্যা : (يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ) তার পূর্ণনাম ইয়াযীদ বিন আল আসম বিন 'উবায়দ বিন মু'আবিয়াহ্ বিন 'উবাদাহ্ বিন আল বাক্কা আসম-এর নাম হলো 'আম্‌র এবং আবূ 'আওফ আল বাকাঈ আল কূফী। তাকে তার খালা উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনাহ্ (রাঃ) লালন-পালন করেন, তার মাতার নাম বারযাহ বিনতু হারিস মায়মূনাহ্ (রাঃ)-এর বোন। হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) বলেন, তিনি সিক্বাহ রাবী মধ্যস্তরের তাবি'ঈ ১০৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন 'আল্লামাহ্ আল ওয়াকীদী বলেন, তিনি ৭৩ বছরের জীবন পেয়েছিলেন।

(تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ) অর্থাৎ- মুহরিম অবস্থা ব্যতীত বিবাহ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন ইহরাম বাঁধার পূর্বে বিবাহ করেছেন এমনটাই বর্ণনা করেছেন ইমাম মালিক (রহঃ) রবী'আহ্ থেকে, রবী'আহ্ সুলায়মান বিন ইয়াসার থেকে তবে বর্ণনাটি "মুরসাল"। সে হাদীসে পাওয়া যায় বিবাহ হয়েছিল মাদীনায়,

---

[৭২০] **সহীহ** : মুসলিম ১৪১১, তিরমিযী ৮৪৫, ইবনু মাজাহ ১৯৬৪, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১২৯৭১, মু'জামুল কাবীর লিত্ব **ত্ববারানী** ৪৫, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ৬৭৯৮, সুনানুল কুবরা লিল হাকিম ৯১৫৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪১৩৬।

আবার কেউ বলেছেন বিবাহ হয়েছিল 'উমরাহ্ থেকে হালাল হওয়ার পর মাক্কায় অথবা সারিফ নামক স্থানে, যাই হোক না কেন হাদীসটি পূর্বে বর্ণিত ইবনু 'আব্বাস -এর হাদীসের বিপরীত।

যারা ইহরাম অবস্থায় বিবাহ বৈধ বলেন, তারা মূলত দু'ভাবে তা বলে থাকেন।

১। ইবনু 'আব্বাস -এর হাদীস থেকে ইয়াযীদ বিন আসম -এর হাদীসের উপর প্রাধান্য দেয়ার মাধ্যমে আর এ প্রাধান্যটি কয়েকটি কারণে হতে পারে।

(ক) ইবনু 'আব্বাস -এর বর্ণিত হাদীস যেহেতু ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ের বর্ণনা, তাই সেটা সানাদগত দিক থেকে বেশি শক্তিশালী। অপরদিকে ইয়াযীদ বিন আসম সহ অন্যান্যদের বর্ণিত হাদীস এমনটি নয়, কারণ সেটা ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনা করেননি। এর উত্তর পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে আর তা হলো যদিও ইবনু 'আব্বাস -এর হাদীস মুত্তাফাক্ব 'আলায়হি হওয়ার কারণে হাদীসটি বিশুদ্ধতার শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছেছে ঠিক কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, সেটা ইয়াযীদ বিন আসমসহ অন্যান্যদের বর্ণিত হাদীসের উপরে উঠে গেছে ও মায়মূনাহ্ যারা এ ঘটনার বাস্তবসাক্ষী তাদের কথাই এখানে প্রাধান্য পাবে।

(খ) ইয়াযীদ বিন আস্ম-এর তুলনায় ইবনু 'আব্বাস অনেক অনেক বেশি (সিক্বাহ্) নির্ভরযোগ্য, তাই ইবনু 'আব্বাস -এর হাদীসই প্রাধান্য পাবে।

(গ) ইবনু 'আব্বাস -এর বর্ণিত হাদীসটি অতিরিক্ত একটি বিষয়কে সাব্যস্ত করে। আর তা হলো ইহরাম অবস্থায়। ইবনু আসম -এর হাদীসটি ইহরাম অবস্থার বিপরীত। আরো প্রকাশ থাকে যে, ইতিবাচক হাদীসটি নেতিবাচক হাদীসটির উপর প্রাধান্য পাবে।

(ঘ) ইবনু 'আব্বাস -এর বর্ণিত হাদীসটি মুহকাম। এতে ন্যূনতম কোন ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে না। যেমনটি ইবনু আসম -এর হাদীসটি রাখে। ইবনু আসম -এর বর্ণিত হাদীসটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ, যাতে বিবাহের খুতবাহ্ ও বিবাহের বিষয়টি প্রকাশ পায় হালাল অবস্থায়। অর্থাৎ- মাক্কাহ্ থেকে মাদীনায় ফেরার পথে সারিফ নামক স্থানে।

(ঙ) বিবাহের বিষয়টির সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল ইবনু 'আব্বাস -এর ওপর। আর ইবনু 'আব্বাস ছিলেন এই বিবাহের ওয়াকীল বা অভিভাবক। আর ওয়াকীলই বেশী জানে মু'কাল থেকে। অর্থাৎ- 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস ছিলেন এই বিবাহের প্রত্যক্ষদর্শী যে, বিবাহ হালাল অবস্থায় হয়েছিল নাকি, হারাম অবস্থায় হয়েছিল।

(চ) ইবনু 'আব্বাস -এর হাদীসটি ক্বিয়াস সমর্থিত। কেননা নাবী -এর এই বিবাহের বন্ধনটি ছিল অন্যান্য সকল মানুষের বিবাহের বন্ধনের মতই।

২। যারা বলেছেন যে, ইহরাম অবস্থায় বিবাহ বৈধ এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস -এর হাদীসটিকে ইবনু আসম -এর হাদীসের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন তাদের দ্বিতীয় মত : ইবনু আসম -এর হাদীসের মধ্যে النكاح والتزويج "নিকাহ ও তায্বীজ" শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সহবাস বা মিলন বিবাহের বন্ধন উদ্দেশে নয়।

'আল্লামা মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন : "তাযবীজ" শব্দ দ্বারা সহবাস উদ্দেশ্য।

এজন্য দেখা যায় এ বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে 'আম্র বিন দীনার ইমাম যুহরী (রহঃ)-কে বলেছেন, ইয়াযীদ বিন আসম একজন গ্রাম্য মানুষ সে আর কিইবা বুঝবে? আপনি কি তাকে ইবনু 'আব্বাস -এর সমপর্যায়ভুক্ত করছেন? ইয়াযীদ বিন আসম কখনোই জ্ঞান-গরীমায় ও হিফ্যে ইবনু আব্বাস -এর সমপর্যায়ের হবেন না। তাই ইবনু 'আব্বাস -এর বর্ণিত হাদীস এখানে প্রাধান্য পাবে।

এর উত্তর দিয়েছেন ইমাম ইবনু হায্‌ম। তিনি বলেছেন, ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে ইয়াযীদ-এর ওপর অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে এটা ঠিক আছে। কিন্তু এখানে সমস্যা একটু রয়ে গেছে সেটা হলো ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু ইয়াযীদ বিন আসম-এর চেয়ে বেশি ভাল হলেও এখানে তার হাদীস প্রাধান্য পাবে না কারণ কম বয়সী ছোট ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে আমরা উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনাহ্ রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর চেয়ে উপযুক্ত বলতে পারছি না। এক্ষেত্রে ইয়াযীদ কর্তৃক মায়মূনাহ্ রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীসই সঠিক এবং ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর হাদীস সন্দেহযুক্ত, এর কারণ হলো মায়মূনাহ্ রাযিয়াল্লা-হু আনহা হলেন এর বাস্তবসাক্ষী আর ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু শুধুমাত্র বর্ণনাকারী। আবার মায়মূনাহ্ একজন পূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত মহিলা অপরদিকে ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর বয়স তখন মাত্র ১০ বছর।

[উভয় হাদীসের মধ্যে সমন্বয়ের কয়েকটি দিক :

১। এই ঘটনা যাকে কেন্দ্র করে তিনি হলেন উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনাহ্ রাযিয়াল্লা-হু আনহা। আর তিনি নিজেই বলেছেন : রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বিবাহ করেছেন এমতাবস্থায় যে, তখন তিনি ছিলেন হালাল।

২। এ বিবাহের ঘটক ছিলেন আবূ রাফি'ঈ; আর তিনি নিজেই বলছেন যে, আমি উভয়ের (মায়মূনাহ্ ও রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবাহের মাঝে সমন্বয়কারী) ঘটক হিসেবে ছিলাম। আর আল্লাহর নাবী বিবাহ করেছেন এমন অবস্থায় তিনি ছিলেন হালাল।

৩। ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর মতে মুহরিম বলা হয় এমন ব্যক্তিকে, যে মাক্কায় প্রবেশ করার পূর্বেই হাদী বা কুরবানীর জন্তুকে মাক্কায় পাঠিয়ে দেয়। আর রসূল ﷺ তো আগেই হাদী পাঠিয়ে ছিলেন।

৪। এখানে মুহরিম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– যে মাক্কায়, অর্থাৎ- হারাম এলাকায় প্রবেশ করল সেই মুহরিম। অর্থাৎ- রসূলুল্লাহ ﷺ মায়মূনাহ্ রাযিয়াল্লা-হু আনহা-কে বিবাহ করেছেন এমন অবস্থায় তিনি হেরেমের সীমানার মধ্যে প্রবেশকারী। অর্থাৎ- তিনি মুহরিম অবস্থায় ছিলেন না।] (সম্পাদক)

٢٦٨٤ ـ [٧] وَعَنْ أَبِىْ أَيُّوْبَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهٗ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৮৪-[৭] আবূ আইয়ূব আল আনসারী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ ইহরাম অবস্থায় নিজের মাথা ধুতেন। (বুখারী, মুসলিম)[৭২১]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, মুহরিমের জন্য গোসল করা বৈধ এবং মাথা ধোয়া চুল ভিজানো ইত্যাদিও জায়িয। এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করতে হয় এ হাদীস প্রসঙ্গে যা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন 'আবদুল্লাহ বিন হুনায়ন থেকে যে, একদা 'আবদুল্লাহ বিন 'আব্বাস ও মিসওয়ার বিন মাখরামাহ্ রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা মতবিরোধে লিপ্ত হলেন আব্ওয়া নামক স্থানে। আর তা হলো ইবনু 'আব্বাস বলেন, মুহরিমের জন্য মাথা গোসল করানো জায়িয আছে আর মিসওয়ার বলেন, জায়িয নেই। 'আবদুল্লাহ বিন হুনায়ন বলছেন ঘটনার এক পর্যায়ে 'আবদুল্লাহ বিন 'আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান জানার জন্য আমাকে আবূ আইয়ূব আল আনসারী রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর নিকট পাঠালেন, আমি সেখানে যেয়ে দেখলাম তিনি কাপড় দিয়ে চারপাশ ঘিরে রেখে গোসল করছেন আমি তাকে সালাম দিলাম, তিনি বললেন, কে? আমি বললাম 'আবদুল্লাহ বিন হুনায়ন, আমাকে 'আবদুল্লাহ বিন 'আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু পাঠিয়েছেন নাবী ﷺ মুহরিম অবস্থায় কিভাবে গোসল করতেন– এটা জিজ্ঞেস করার জন্য। অতঃপর আবূ আইয়ূব আল আনসারী রাযিয়াল্লা-হু আনহু তার হাত

[৭২১] **সহীহ :** বুখারী ১৮৪০, মুসলিম ১২০৫।

কাপড়ের উপর রাখলেন এবং মাথার কাপড় আস্তে আস্তে টানতে লাগলেন এবং এক পর্যায়ে তার মাথা দেখতে পেলাম, অতঃপর তিনি একজন লোককে বললেন তার মাথায় পানি ঢালতে এ অনুপাতে তার মাথায় পানি ঢালা হলো এবং তিনি তার দু'হাতে মাথা নাড়াতে শুরু করেন এবং হাত দিয়ে মাথার সামনে একবার এবং পিছনে একবার নিয়ে যান এবং বলেন, এভাবেই রসূলুল্লাহ ﷺ-কে করতে দেখেছি।

এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহঃ) যে অধ্যায়ে নিয়ে এসেছেন তার নাম দিয়েছেন (باب الاغسال للمحرم) তথা মুহরিমের জন্য গোসল অধ্যায়। হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) বলেন, এ গোসলটি মূলত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য এবং ফারয গোসল ও মুহরিমের জন্য অবধারিত।

٢٦٨٥ -[٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৮৫-[৮] ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ ইহরাম অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন। (বুখারী, মুসলিম)[৭২২]

ব্যাখ্যা : 'আল্লামাহ্ হাযিমী সহ অনেক 'আলিমের মতামত হলো এ শিঙ্গা লাগানোর সময়টি ছিল বিদায় হাজ্জের দিন।

(وَهُوَ مُحْرِمٌ) সহীহুল বুখারীতে অতিরিক্ত এসেছে, (فى راسه من وجع كان به تماء يقال له لحى جمل) অর্থাৎ- শিঙ্গাটা লাগিয়েছিলেন মাথায় আঘাতজনিত কারণে পানি দ্বারা যাকে "লুহা জামাল" বলা হয়। অন্য সানাদে ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما থেকে মু'আল্লাক সূত্রে বর্ণনা এসেছে,

(ان رسول الله ﷺ احتجم وهو محرم فى راسه من شقيقة كانت به).

অর্থাৎ- রসূলুল্লাহ ﷺ ইহরাম অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন মাথায় "শাক্বীক্বাহ্"-এর কারণে। শাক্বীক্বাহ্ অর্থ وجع يأخذ فى احد نبى الرأس او فى مقدمه অর্থাৎ- এমন ব্যথা যা মাথার এক পাশে অথবা মাথার সম্মুখভাগে। অপর একটি হাদীস যেটি ইবনু হায়নাহ্ বর্ণনা করেছেন তৃতীয় পরিচ্ছেদে হাদীসটি আসবে তাতে রয়েছে মাথার মধ্যভাগের কথা।

আর আনাস رضي الله عنه-এর রসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণিত হাদীস যা তৃতীয় পরিচ্ছেদে রয়েছে সেখানে রয়েছে পায়ের উপরিভাগে ব্যথা পাওয়ার কারণে সেখানে তিনি শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন এবং জাবির رضي الله عنه কর্তৃক হাদীস যেটি ইমাম আহমাদ ও ইমাম নাসায়ী বর্ণনা করেছেন সেখানে রয়েছে, তিনি পিঠে শিঙ্গা লাগিয়েছেন। যাই হোক উপরোক্ত মতবিরোধের সমাধাকল্পে 'উলামায়ে কিরাম বলেছেন, বস্তুত রসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিঙ্গা লাগানো একবার ছিল না তা ছিল কয়েকবার।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় মুহরিমের জন্য শিঙ্গা লাগানো বৈধ আছে– এর সমর্থনে ইমাম বুখারী (রহঃ) তারজামাতুল বাব তথা অধ্যায় রচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, (باب الحجامة للمحرم) হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ)-এর অর্থ করেছেন باب الحجامة للمحرم অর্থ হলো (هل يجوز الحجامة للمحرم) অর্থাৎ- মুহরিমের জন্য শিঙ্গা লাগানো কি বৈধ আছে নাকি নেই? এ বর্ণনাগুলোর প্রত্যেকটিতে উদ্দেশ্য মাহজূম তথা শিঙ্গা যাকে লাগানো হয়েছে الحاجم তথা শিঙ্গা যিনি লাগিয়ে দিয়েছেন তিনি উদ্দেশ্য নন।

[৭২২] সহীহ : বুখারী ১৮৩৫, মুসলিম ১২০২, নাসায়ী ২৮৪৭, আবূ দাউদ ১৮৩৫, তিরমিযী ৮৩৯, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১৪৫৯১, আহমাদ ১৯২৩, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১০৮৫৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯১৪৭।

'আল্লামাহ্ ইবনু কুদামাহ্ (রহঃ) তাঁর 'আল মুগনী' নামক কিতাবে (৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৩০৫) বলেন, অতঃপর শিঙ্গা যদি লাগানোর ফলে একটি চুলও না কাটে তাহলে তা বৈধ হবে কোন প্রকার ফিদ্‌ইয়াহ্ ব্যতীত আর এটাই জমহূর 'উলামায়ে কিরামের ফাতাওয়া। ইমাম মালিক (রহঃ) বলেছেন, বিশেষ কারণ ব্যতীত শিঙ্গা লাগাবে না। তবে হাসান বাসরী (রহঃ) মনে করেন শিঙ্গা লাগালে জরিমানা দিতে হবে।

'আল্লামাহ্ 'আয়নী (রহঃ) বলেন, যে কোন অবস্থাতেই শিঙ্গা লাগানো বৈধতার ফাতাওয়া দিয়েছেন 'আত্বা, মাসরূক, ইব্‌রাহীম নাখ্'ঈ, ত্বাউস, সাওরী, আবূ হানীফাহ্, শাফি'ঈ, আহমাদ, ইসহাক্ব। আর এক দল বলেছেন, বিশেষ কারণ ব্যতীত শিঙ্গা লাগানো নিষেধ, ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে কথার বর্ণনা পাওয়া যায়। আর এটাই ইমাম মালিক (রহঃ)-এর অভিমত।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেছেন, সকলের ঐকমত্যে মাথা বা শরীরের অন্য যে কোন অঙ্গে শিঙ্গা লাগানো বৈধ যদি কোন অসুবিধা থাকে। এ ক্ষেত্রে যদি চুলও কেটে যায় তাহলেও কোন অসুবিধা নেই। তবে চুল কাটানোর কারণে ফিদ্‌ইয়াহ্ দেয়া আবশ্যক হবে। মহান আল্লাহ বলেন, "অর্থাৎ- তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে অথবা তার মাথায় যখন হবে সে ফিদ্‌ইয়াহ্ দিবে।" (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৯৬)

আর অত্র হাদীস (যার ব্যাখ্যা আমরা করছি) সে হাদীসটির অর্থ এমন হবে যে, নাবী ﷺ তার মাথার মধ্যভাগে শিঙ্গা লাগিয়েছেন তার অসুবিধার কারণে এবং তিনি কোন চুল কাটেননি। কিন্তু প্রয়োজন ছাড়াই যদি মুহরিম মাথার বা অন্য কোথাও শিঙ্গা লাগায় আর তাতে যদি তার চুল কেটে যায় তাহলে শিঙ্গা লাগানো হারাম হবে যেহেতু মুহরিম অবস্থায় চুল কাটা নিষেধ। আর যদি চুল না কাটে যেমন সে এমন জায়গায় শিঙ্গা লাগালো যেখানে কোন চুল নেই তাহলে অধিকাংশ 'আলিমের মতে তাকে কোন ফিদ্‌ইয়াহ্ দিতে হবে না। আর ইবনু 'উমার (রাঃ) ও ইমাম মালিক (রহঃ)-এর নিকট এটা মাকরূহের অন্তর্ভুক্ত হবে। ইমাম হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, চুল না কাটলে, এখানে তাকে ফিদ্‌ইয়াহ্ দিতে হবে। আমাদের (জমহূর) এক্ষেত্রে দলীল হল সে ফিদ্‌ইয়াহ্ দিবে না এ কারণে যে, কোন হাদীস এমন নেই যে ইহ্‌রাম অবস্থায় রক্ত বের হলে ফিদ্‌ইয়াহ্ দিতে হবে। তবে দাউদ আয্ যাহিরীর মতানুসারীরা শুধু মাথার চুলকে নির্দিষ্ট করেছেন।

মোট কথা হচ্ছে এখানে জমহূরের মতই প্রাধান্য কারণ, এ সম্পর্কে যতগুলো রিওয়ায়াত এসেছে তার একটিতেও এ কথা বর্ণিত হয়নি যে, নাবী ﷺ শিঙ্গা লাগানোর ফলে চুল কেটে গেলে ফিদ্‌ইয়াহ্ দিয়েছেন।

আর যারা ফিদ্‌ইয়াহ্ আবশ্যকের মতাবলম্বী তাদের দলীল মহান আল্লাহর বাণী, অর্থাৎ- "কুরবানীর পশু তার স্বীয় স্থানে পৌঁছার পূর্বে তোমরা মাথা হাল্‌ক্ব করিও না।" (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৯৬)

এ আয়াতের ব্যাপকতার মাধ্যমে অর্থাৎ- এখানে যেহেতু মাথা হাল্‌ক্ব করা নিষেধ আছে তাই শিঙ্গা লাগাতে গিয়ে একটি চুলও যদি কাটা যায় তাহলে ফিদ্‌ইয়াহ্ দিতে হবে। তাদের এ ফাতাওয়া ঠিক নয়, কারণ আয়াতটি শুধু একটি চুল কাটলেই ফিদ্‌ইয়াহ্ দিতে হবে এমন কথা বলছে না বরং সমস্ত মাথা হাল্‌ক্ব করলে ফিদ্‌ইয়াহ্ দেয়ার কথা বলছে। সুতরাং কিংয়দংশ হাল্‌ক্বের সাথে ফিদইয়ার কোন সম্পর্ক নেই। তবে মাথার কতটুকু হাল্‌ক্ব করলে ফিদ্‌ইয়াহ্ দিতে হবে এ বিষয়টি নিয়ে 'আলিমদের মাঝে বিরোধ আছে। তাই ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) বলেছেন, তিনটি চুল বা ততোধিক চুল কাটলে ফিদ্‌ইয়াহ্ আবশ্যক হবে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর এক বর্ণনায়ও তাই আছে। তবে অন্য বর্ণনায় আছে চারটি চুলের কথা। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মত হলো যদি মাথার এক চতুর্থাংশ হাল্‌ক্ব করে তাহলে ফিদ্‌ইয়াহ্ দিবে। ইমাম মালিক (রহঃ) বলেছেন, ফিদ্‌ইয়াহ্ দিতে হবে যদি চাকচিক্যের উদ্দেশে বা اماطة الأذى তথা ময়লা দূর করার জন্য মাথা হাল্‌ক্ব করে থাকে এ ক্ষেত্রে চুলের সংখ্যা অনির্ধারিত। (আল্লাহ অধিক অবগত আছেন)

٢٦٨٦ـ[٩] وَعَنْ عُثْمَانَ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৬৮৬-[৯] 'উসমান (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় চোখে ব্যথা অনুভব করে সে মুসাব্বার দিয়ে পট্টি বাঁধবে। (মুসলিম)[৭২৩]

ব্যাখ্যা : (فِي الرَّجُلِ) এখানে পুরুষের সাথে মহিলাও অন্তর্ভুক্ত হবে।

(ضَمَّدَهُمَا) এ শব্দটি বাবে তাফ্'ঈল থেকে নির্গত এবং তা ماضى তথা অতীতকালীন অর্থবোধক শব্দ। 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, মিশকাতের মূল পাণ্ডুলিপিতে ضمد তথা 'আম্‌র অর্থাৎ- নির্দেশসূচক শব্দের ব্যবহার আছে এবং নির্দেশসূচক শব্দটি আবশ্যকের অর্থ না দিয়ে বৈধতার অর্থ বুঝাবে।

আমি বলব, ['উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ)] শব্দটি باب نصر অথবা ضرب থেকে ماضى তথা অতীতকালীন ক্রিয়া হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। বলা হয়ে থাকে, ضمد الجرح يضمد অর্থাৎ- ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেস লাগিয়েছে। এ হচ্ছে ضمد শব্দের আসল ব্যাখ্যা, অতঃপর সেটা ঔষধ তরল পদার্থের সাথে মিশানো তারপর ক্ষতস্থানে লাগানো ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(بِالصَّبْرِ) শব্দটি صبر অথবা صبر সাকিন দেয়া চলে এ দু'ভাবেই পড়া যায়। আল কামূস গ্রন্থকার বলেন, কবিতার পংক্তির মিল করার মতো জরুরী কারণ ব্যতীত باء এ সাকিন পড়া বৈধ নয়। এ শব্দটির অর্থ হচ্ছে عصارة شجر مر তথা তিক্ত গাছের রস।

বাহরুল জাওয়াহির গ্রন্থকার (রহঃ) বলেন, যেমন সু'সিন নামক এক প্রকার গাছ যা লাল ও হলুদের মাঝামাঝি রংয়ের।

উর্দূ ভাষায় একে ঈলূআ বলা হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, 'সাবির' নামক এ দ্রব্যটিকে পানির সাথে মিশিয়ে চোখে ড্রপ হিসেবে ব্যবহার করা অথবা এ দুয়ের মাধ্যমে সুরমা বানিয়ে তা চোখে লাগানো।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, চোখে সাবির বা এ জাতীয় জিনিসের মাধ্যমে ড্রপ ব্যবহার করা জায়িয আছে। ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, 'উলামায়ে কিরামের ঐকমত্যে সুগন্ধি ব্যতীত চোখে সাবির বা এ জাতীয় জিনিস ব্যবহার করা যায় এতো কোন ফিদ্ইয়াহ্ দিতে হবে না, তবে সুগন্ধি যদি প্রয়োজন মনে করে তাহলে তা করতে পারে, এর জন্য ফিদ্ইয়াহ্ আবশ্যক হবে।

আর এ বিষয়েও ঐকমত্য আছে যে, মুহরিমের জন্য সুরমা যা সুগন্ধিবিহীন তা ব্যবহার করা জায়িয এক্ষেত্রে কোন ফিদ্ইয়াহ্ দেয়া লাগবে না তবে যদি সৌন্দর্যের জন্য দেয় তাহলে ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) এটাকে মাকরূহ বলেছেন। অপর একদল 'আলিম যাদের অন্যতম হলেন, ইমাম আহমাদ ও ইসহাক্ব (রহঃ) এটাকে সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মতো এক্ষেত্রে শাফি'ঈ (রহঃ)-এর মত।

٢٦٨٧ـ[١٠] وَعَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَتْ: رَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالًا وَأَحَدُهُمَا اٰخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْاٰخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهٗ يَسْتُرُهٗ مِنَ الْحَرِّ حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[৭২৩] সহীহ : মুসলিম ১২০৪, দারিমী ১৯৭১, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৬৫৪, সহীহ আল জামি' ৩৪৫।

২৬৮৭-[১০] মহিলা সহাবী উম্মুল হুসায়ন رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসামাহ্ ও বিলাল رضي الله عنهما-কে দেখেছি তাদের একজন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উটনীর লাগাম ধরে রেখেছে আর অপরজন কাপড় উপরে উঠিয়ে রোদ্র হতে তাঁকে ছায়া দিচ্ছে জাম্‌রাতুল 'আক্বাবায় পাথর মারা পর্যন্ত। (মুসলিম)[৭২৪]

ব্যাখ্যা : (عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ) উম্মুল হুসায়ন رضي الله عنها হলেন ইসহাক্ব-এর কন্যা, মহিলা সহাবী কিন্তু তাঁর নাম জানা যায়নি।

(رَأَيْتُ أُسَامَةَ) উসামাহ্ হলেন যায়দ ইবনু হারিসাহ্-এর সন্তান এবং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুক্ত দাস। (وَبِلَالًا) বিলাল হলেন রিবাহ্-এর সন্তান এবং আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব رضي الله عنه-এর দাস। (وَأَحَدُهُمَا) মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন : প্রকাশ থাকে যে, তিনি হলেন বিলাল। (وَالْآخَرُ) অন্যজন হলেন উসামাহ্। (يَسْتُرُهُ) অর্থাৎ- রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথা থেকে উপরে কাপড় ঝুলিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ছায়া দিচ্ছিলেন।

(مِنَ الْحَرِّ) অন্য বর্ণনায় এসেছেন, (رافع ثوبه على رأس رسول الله ﷺ من الشمس) অর্থাৎ- তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে সূর্যের কিরণ থেকে রক্ষা করার জন্য তার কাপড় রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার উপর উঁচু করে ধরেছেন।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) আবূ উমামাহ্ رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেন, আবূ উমাম তার কাছ থেকে বর্ণনা করেন যিনি নাবী ﷺ-কে দেখছেন যে, (راح إلى منى يوم التروية وإلى جانبه بلال، بيده عود.......الخ)

নাবী ﷺ তারবিয়ার দিন মিনায় প্রস্থান করেন তার পাশে বিলাল رضي الله عنه ছিলেন তার হাতে একটি কাঠের লাঠি ছিল লাঠির উপর একট টুকরা কাপড় ছিল-এর মাধ্যমে তিনি নাবী ﷺ-কে ছায়া দিচ্ছিলেন।

সুতরাং এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, মুহরিমকে কাপড় বা এ জাতীয় জিনিসের মাধ্যমে ছায়া প্রদান করা বৈধ চাই সে সওয়ারী হোক বা হেঁটে যাক– এটাই ইমাম আবূ হানীফাহ্, শাফি'ঈসহ অধিকাংশ 'উলামায়ে কিরামের মতামতের মতের স্বপক্ষে, উপরোক্ত উম্মুল হুসায়ন ও আবূ উমামার বর্ণিত হাদীসকে তারা দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। তবে ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেছেন, শুধুমাত্র নিচ দিয়ে হেঁটে গেলে ছায়া প্রদান বৈধ আছে। সুতরাং সওয়ারী অবস্থায় ছায়া দিলে ফিদ্‌ইয়াহ্ দিতে হবে। তবে ইমাম আহমাদের অন্য বর্ণনায় রয়েছে, কোন ফিদ্‌ইয়াহ্ দিতে হবে না। তবে যদি কোন তাঁবুর নিচে বসে অথবা ছাদের নিচে বসে ছায়া গ্রহণ করে তাহলে তা জায়িয হবে– এ ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য রয়েছে।

ছায়া গ্রহণ নিষেধ প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ ও মালিক (রহঃ)-এর দলীল বায়হাক্বীতে ইবনু 'উমার رضي الله عنهما থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হাদীস, "নিশ্চয়ই ইবনু 'উমার رضي الله عنهما একজন লোককে দেখলেন ইহরাম অবস্থায় সওয়ারীর পিঠে উঠে কোন কিছুর মাধ্যমে ছায়া গ্রহণ করছে ফলে তিনি তাকে নিষেধ করলেন এবং বললেন, (اضح لمن احرمت له) অর্থাৎ- 'যার জন্য হারাম করা হয়েছিল তা বৈধ করলে'।"

'আল্লামাহ্ শানক্বীতী (রহঃ) বলেন : সামিয়ানা, তাঁবু গাছ, কাপড় ইত্যাদির মাধ্যমে ছায়া গ্রহণ বৈধ, এতে সবার ঐকমত্য রয়েছে ইমাম মালিক (রহঃ) থেকে গাছের উপর কাপড় লটকিয়ে ছায়া গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। 'আবদুল মালিক বিন মাজিশূন (রহঃ) সেটাকে গাছের উপর ক্বিয়াস করে বৈধ বলেছেন এবং এটাই বেশি গ্রহণযোগ্য।

---

[৭২৪] **সহীহ :** মুসলিম ১২৯৮, আবূ দাউদ ১৮৩১, আহমাদ ২৭২৫৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৫৫৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৯৪৯, ইরওয়া ১০১৮।

এ বিষয়ে সঠিক কথা হলো যে কোন অবস্থাতেই مطلقا তথা সাধারণভাবেই ছায়া গ্রহণ বৈধ উপরোক্ত হাদীসের মাধ্যমে এটা প্রমাণিত আর যেহেতু এ বিষয়ে সুন্নাতে রসূলুল্লাহ ﷺ স্পষ্ট। সুতরাং তা আঁকড়ে ধরাই উৎকৃষ্ট সমাধান। সেটা বাদ দিয়ে কোন মুজতাহিদের কথার দিকে যাওয়া জায়িয হবে না। তিনি যত বড়ই জ্ঞানী হোন না কেন?

অন্য রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, (رافع ثوبه على رأس رسول الله ﷺ من الشمس) অর্থাৎ- "সূর্যের তাপ থেকে রসূলুল্লাহ ﷺ-কে রক্ষা করার জন্য তিনি (রাঃ) স্বীয় কাপড় তাঁর মাথার উপর উঁচু করে ধরে ছিলেন।"

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবূ উমামাহ্ (রহঃ) থেকে বর্ণিত,

رأى النبي ﷺ (راح إلى منى يوم التروية وإلى جانبه بلال، بيده عود عليه ثوب يظلل به رسول الله ﷺ)

নাবী ﷺ তারবিয়ার দিন মিনার দিকে রওয়ানা হলেন। তাঁর পাশে ছিলেন বিলাল (রাঃ), তার হাতে একটি লাকড়ি ছিল যাতে একটি কাপড় ছিল, তা দিয়ে তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে ছায়া দিচ্ছিলেন।

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, মুহরিম ব্যক্তির মাথার উপরে কাপড় বা অন্য কোন জিনিসের মাধ্যমে ছায়ার ব্যবস্থা করা বৈধ আছে। এই মত পোষণ করেছেন ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ), আর অধিকাংশ 'আলিমগণও এই দুই হাদীসের মাধ্যমে দলীল গ্রহণ করেছেন (অর্থাৎ- উম্মুল হুসায়ন ও আবূ উমামাহ্ (রাঃ)-এর বর্ণিত)। আর আমি মালিক ও আহমাদ (রহঃ)-এর মত হল, শুধুমাত্র অবতরণের সময় ছাড়া অন্য কোন সময় মুহরিমের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করা বৈধ নয়। ইমাম আহমাদ (রহঃ) হতে অন্য রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি ছায়ার ব্যবস্থা করে তার জন্য কোন মুক্তিপণ দিতে হবে না। তবে যদি ছাদের নিচে অথবা তাঁবুর নিচে হয় তাহলে বৈধ রয়েছে।

ইমাম মালিক ও আহমাদ (রহঃ) দলীল গ্রহণ করেছেন, ছায়া নিষেধ হওয়ার ব্যাপারে ইমাম বায়হাক্বীর সহীহ সানাদে বর্ণিত হাদীস দ্বারা, যা বর্ণনা করেছেন ইবনু 'উমার (রাঃ) থেকে।

ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন : ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর কথার দ্বারা যে জওয়াব দেয়া হয়েছে তাতে কোন নিষেধের প্রমাণ নেই। আর জাবির-এর হাদীসটি যা বর্ণনা করেছেন ইমাম বায়হাক্বী, তা য'ঈফ হওয়া সত্ত্বেও এ প্রমাণ বহন করে না যে, ছায়ার ব্যবস্থা করা নিষেধ। আর তাতে যা রয়েছে তা হল উত্তম।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : জাবির-এর হাদীসটি য'ঈফ হওয়া সত্ত্বেও এতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। অনুরূপভাবে 'উমারের কাজ ও কথার মাঝে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। যদি থাকত তাহলে উম্মুল হুসায়ন বর্ণিত হাদীসটিই তার ওপর প্রাধান্য পেত।

'আল্লামাহ্ শানক্বীত্বী (রহঃ) বলেন : মালিকীদের নিকটে মুহরিম ব্যক্তির মাথার উপর ছায়ার ব্যবস্থা করা বৈধ নয়, যদি করে তাহলে ফিদ্ইয়াহ্ দিতে হবে। আর এ ব্যাপারে যারা বলেছেন ফিদ্ইয়াহ্ দেয়া আবশ্যক নয়, তাদের নিকটে এটাই সঠিক। আর উম্মুল হুসায়ন (রাঃ) বর্ণিত হাদীস যাতে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার উপর কাপড় দিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, এমতাবস্থায় তিনি পাথর নিক্ষেপ করছিলেন। অনুসরণের ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতই অধিক উত্তম। মালিকীদের নিকটে বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য মুহরিম ব্যক্তি মাথার উপর কাপড় ঝুলাতে পারে।

٢٦٨٨ - [١١] وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْقَمْلُ تَتَهَافَتُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَقَالَ: «أَتُؤْذِيْكَ هَوَامُّكَ؟». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَاحْلِقْ رَأْسَكَ وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ». وَالْفَرَقُ: ثَلَاثَةُ آصُعٍ: «أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ انْسُكْ نَسِيْكَةً». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৮৮-[১১] কা'ব ইবনু 'উজ্‌রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নাবী (সাঃ) মাক্কায় পৌঁছার আগে হুদায়বিয়ায় তাঁর (কা'ব-এর) নিকট দিয়ে গেলেন। তখন তিনি (কা'ব) ইহরাম অবস্থায় একটি হাঁড়ির তলায় আগুন ধরাচ্ছে, আর তার মুখমণ্ডল বেয়ে উকুন ঝরছিল। এটা দেখে তিনি (সাঃ) বললেন, তোমার (গায়ের) পোকা কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? তিনি (কা'ব) বললেন, জি, হ্যাঁ। তখন তিনি (সাঃ) বললেন, তাহলে তুমি তোমার মাথা মুণ্ডন করে ফেলো এবং ছয়জন মিসকীনকে এক 'ফারাক্ব' খাবার খাওয়াও কিংবা তিনদিন সিয়াম পালন কর অথবা একটি পশু কুরবানী কর। বর্ণনাকারী বলেন, এক 'ফারাক্ব' তিন সা'-এর সমতুল্য। (বুখারী, মুসলিম)[৭২৫]

ব্যাখ্যা : ইবনু 'আবদুল বার আহমাদ বিন সালিহ আল মিসরী থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, ফিদ্‌ইয়ার ক্ষেত্রে কা'ব বিন 'উজ্‌রার হাদীসটিই সুন্নাত এটাই 'আমালযোগ্য। সহাবীদের মধ্যে কেবল তিনিই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আর তার থেকে কেবল ইবনু আবী লায়লা ও ইবনু মা'ক্বিল– এ দু'জন বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেন, এটা সুন্নাত আহলে কূফা থেকে আহলে মাদিনী এ 'আমাল গ্রহণ করেছেন।

ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন, এ বিষয়টি সম্পর্কে আমি আমাদের 'উলামায়ে কিরামদের জিজ্ঞেস করেছিলাম এমনকি সা'ঈদ বিন মুসাইয়্যিবকেও কিন্তু ক'জন মিসকীনকে খাওয়াতে হবে ফিদ্‌ইয়ার জন্য তা কেউ বর্ণনা করেননি। হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) বলেন, ইবনু সালিহ যা বলেছেন তাতে সমস্যা আছে। কেননা এ রিওয়ায়াতটি কা'ব বিন 'উজরাহ্ ছাড়াও সহাবীদের একটি দল বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি তাদের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, উল্লেখিত ব্যক্তিরা ছাড়াও কা'ব থেকে এ রিওয়ায়াতটি আবূ ওয়ায়িল বর্ণনা করেছেন। যেটি ইমাম নাসায়ীর বর্ণনায় আছে আর ইমাম ইবনু মাজাহ মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল কুরাযীর সূত্রে, ইমাম আহমাদ ইয়াহ্‌ইয়া বিন জা'দাহ্-এর সূত্রে।

মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেছেন : (ان النبى ﷺ مر بـه) এখানে বর্ণনাটি অর্থগত হয়েছে। আমি ('উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী) বলব, অন্য বর্ণনায় আছে, (وقف على رسول الله ﷺ بالحديبية) অর্থাৎ- তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট এসেছিলেন হুদায়বিয়ার সময়।

অপর বর্ণনায় আছে, (اتى على رسول الله ﷺ زمن الحديبية) অর্থাৎ- কা'ব বিন 'উজরাহ্ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট আসলেন হুদায়বিয়ার সময়।

কোন রিওয়ায়াতে আছে, (أتيت رسول الله ﷺ فقال: ادنه، فدنوت، فقال: ادنه، فدنوت) অর্থাৎ- আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট আসলাম তিনি আমাকে বললেন, তুমি নিকটে আসো, সুতরাং আমি নিকটে আসলাম তিনি আমাকে আবার বললেন, আরো নিকটে আসো, ফলে আমি আরো নিকটে আসলাম।

[৭২৫] **সহীহ :** মুসলিম ১২০১, তিরমিযী ৯৫৩, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২৩৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৭৭১৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৯৭৯।

কোন রিওয়ায়াতে আছে, (حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتاثر على وجهى)

অর্থাৎ- আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলাম আর এমতাবস্থায় আমার চেহারায় উকুন হাঁটছিল তখন তিনি বললেন, তোমার অনেক কষ্ট হচ্ছে। অন্য রিওয়ায়াতে আছে, তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মুহরিম অবস্থায় সাক্ষাৎ করলেন, আর এমতাবস্থায় উকুন তার মাথা ও দাড়ি দিয়ে হাঁটছিল– এটা নাবী ﷺ জানতে পারলেন এবং নাপিত ডেকে তার মাথা হাল্ক্ব করে দিলেন।

(فَاحْلِقْ رَأْسَكَ) এখানে নির্দেশটি (إباحة) তথা বৈধতার অর্থ দিবে এমনই বলেছেন মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) অন্য বর্ণনায় আছে রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে আদেশ করলেন মাথা মুণ্ডন করতে।

'আল্লামাহ্ বাজী (রহঃ)-এর নির্দেশ ওয়াজিব ও মানদূবের দাবী করলেও, এখানে সম্ভবত নাবী ﷺ এ মাথা হাল্ক্বের কাজটিকে মানদূবই বলেছেন। আর মানদূব হওয়াই শ্রেয় মনে করেছেন। কেননা আমরা অপর বর্ণনায় পাই যে, তিনি (ﷺ) মানুষকে নিষেধ করেছেন নিজের ওপর অতিরিক্ত বোঝা নিতে, যা সে বহন করতে পারবে না। এজন্য আমরা দেখতে পাই হাওলাহ্ বিনতু তুয়াইত-এর জন্য রাতে না ঘুমিয়ে 'ইবাদাত করতে নিষেধ করেছেন। নাবী ﷺ বলেছেন, (اكلفوا من العمل ما تطيقون) অর্থাৎ- তোমাদের সাধ্যমতে তোমরা 'আমাল করি।

এখানে (فرق) "ফারাক্ব" অর্থ হলো مكيال معروف بالمدينة মাদীনায় পরিচিত এক প্রকার ওযন যা ১৬ রিত্ল সমপরিমাণ। হাফিয ইবনু হাজার আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন, যখন এটা জানতে পারা গেছে যে, এক "ফারাক্ব" সমপরিমাণ তিন সা', তাহলে বুঝা গেল যে, এক সা' সমান ৫ রিত্ল ও এক-তৃতীয়াংশ। তবে তার বিপরীত কেউ বলেছেন, এক সা' সমপরিমাণ ৮ রিত্ল।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন, সুতরাং প্রতিটি মিসকীন পাবে অর্ধ সা'– এক্ষেত্রে তাদেরকে প্রদত্ত পরিমাণসম হওয়া জরুরী।

'আল্লামাহ্ বাদ্রুদ্দীন 'আয়নী (রহঃ) বলেছেন, ৬ জন মিসকীনদের যে খাদ্য দিতে বলা হয়েছে তার কম দিলে বৈধ হবে না– এটাই অধিকাংশ 'আলিমের কথা, তবে ইমাম হানীফাহ্ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এসব খাদ্য একজন মিসকীনকে দিলেও তা যথেষ্ট হবে।

(أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ)-এর ব্যাখ্যা : এ কথাটি কুরআনে কারীমের (ففدية من صيام)-এর ব্যাখ্যা স্বরূপ।

ইবনুত্ তীন সহ অন্যান্যরা বলেছেন, এখানে শারী'আত প্রণেতা একটি সওমকে এক সা'-এর স্থলাভিষিক্ত করেছেন, অপরদিকে রমাযান মাসের একটি সওমকে এক মুদ সমপরিমাণ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে যিহার তথা স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে "মা"-এর পিঠের সাথে সাদৃশ্য দেয়া এবং রমাযান মাসে দিনে স্ত্রী সহবাসের ক্ষেত্রে এবং শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারার ক্ষেত্রে যে সওম রাখতে হয় তাকে তিন মুদ-এর এবং এক-তৃতীয়াংশের সমতুল্য বলা হয়েছে। সুতরাং এখান থেকে বুঝা গেল, শারী'আত কর্তৃক নির্ধারিত কোন বিষয়ে ক্বিয়াসের কোন দখল নেই যেখানে যা নির্ধারিত সেখানে তাই মানতে হবে। হাফিয ইবনু হাজার আস্ক্বালানী (রহঃ) তাঁর 'ফাতহুল বারী'-তে এমনটাই বলেছেন।

এ হাদীস থেকে আরো বুঝা গেল যে, মাথার চুল হাল্ক্ব করার জন্য যে ফিদ্ইয়াহ্ আবশ্যক হয়েছে তা যদি কেউ সওমের মাধ্যমে আদায় করেন তাহলে তাকে তিনটি সওম রাখতে হবে। অবশ্য ইতিপূর্বে হাসান বাসরী (রহঃ) থেকে বর্ণনা গেছে সেখানে রয়েছে, দশদিন সওম পালনের কথা।

'আল্লামাহ্ ইবনু কাসীর (রহঃ) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, হাসান (রহঃ)-এর হাদীসটি একটি বিরল কথা এতে সমস্যা রয়েছে কেননা কা'ব বিন 'উজ্‌রাহ্ -এর হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, তিনদিন সওম পালনের কথা দশদিন নয়।

ইবনু 'আবদুল বার (রহঃ) বলেছেন, তার "আল ইসতিয্‌কার" নামক কিতাবে হাসান বাসরী (রহঃ) 'ইকরামাহ্ এবং নাফি' থেকে দশদিন সাওম পালনের যে কথা এসেছে তা কেউ সমর্থন করেননি।

এ ক্ষেত্রে আরেক মাসআলাহ্ হলো, এ সওম রাখার বিষয়ে অর্থাৎ- তা মাক্কাতে অবস্থানকালেই রাখতে হবে না বাড়িতে এসে রাখতে হবে– এ ব্যাপারে চার ইমামসহ অন্যান্যদের ঐকমত্যে যেখানে খুশি সেখানেই রাখা যাবে, তবে খাদ্য খাওয়ানোর বিষয়ে মতপার্থক্য আছে। ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আহমাদ বলেছেন, হারামের অবস্থানের সময়েই খাওয়াতে হবে। তবে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) ও ইমাম মালিক (রহঃ) বলেছেন, যেখানে খুশি সেখানেই খাওয়াতে পারবে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٦٨٩ -[١٢] عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَى النِّسَاءَ فِىْ إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذٰلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرٍ أَوْ خَزٍّ أَوْ حُلِيٍّ أَوْ سَرَاوِيْلَ أَوْ قَمِيْصٍ أَوْ خُفٍّ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

২৬৮৯-[১২] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ নারীদেরকে তাদের ইহরামে হাত মোজা ও বোরকা এবং ওয়ারস্ (জা'ফরানে রঞ্জিত কাপড়) পরতে নিষেধ করতে শুনেছেন। তারপর (ইহরামের পর) তারা যে কোন কাপড় পছন্দ করে পরতে পারবে– তা কুসুমী বা রেশমী হোক অথবা যে কোন ধরনের অলংকার অথবা পাজামা বা পিরান বা মোজা পরতে পারে। (আবূ দাউদ)[৭২৬]

ব্যাখ্যা : (النِّقَابِ) "নিক্বাব" এখান থেকে বুঝা যায় মুহরিমার জন্য জায়িয নেই মোজা ও বোরকা পরা, আর এটাই সহীহ এবং সঠিক।

(مُعَصْفَرٍ) আমি ['উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ)] বলব, (مُعَصْفَرٍ) শব্দটি মিশকাত ও মাসাবীহের সব পাণ্ডুলিপিতে এ শব্দই রয়েছে। আবূ দাউদে রয়েছে (مُعَصْفَرٍ) এমনটাই বলেছেন আল মুনতাকা কিতাবের লেখক এবং শারহুল মুহাযযাব-এর লেখকের 'আল্লামাহ্ ইমাম নাবাবী, হাফিয ইবনু হাজার আস্‌ক্বালানী (রহঃ) তাঁর 'তালখীস'-এ, ইমাম বায়হাক্বী তাঁর 'সুনান'-এ, ইমাম যায়লা'ঈ তাঁর 'নাসবুর রায়াহ্'-এ। ইমাম হাকিম তাঁর 'মুসতাদ্‌রাক' কিতাবে বলেছেন, (من معصفر) অর্থাৎ- من অতিরিক্ত করে। ইবনু 'আবদুল বার-এর "জামি'উল উসূল"-এও এমনটিই আছে।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, মুহরিমার জন্য 'উসফুর (হলুদ) রঙের কাপড় পরিধান জায়িয আছে– এমনটাই মতামত ব্যক্ত করেছেন ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আহমাদ। ইমাম মালিক (রহঃ) এটাকে মাকরূহ

---

[৭২৬] **হাসান সহীহ :** আবূ দাউদ ১৮২৭, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১৪২৩৬, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৭৮৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯০৪৫।

বলেছেন এবং ইমাম সাওরী ও ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) এটা নিষেধ করেছেন। খারক্বী (রহঃ) বলেন, উসফুর রং মিশ্রিত কাপড় পরতে কোন অসুবিধা নেই।

'আল্লামাহ্ ইবনু কুদামাহ্ বলেছেন : উসফুর যেহেতু কোন সুগন্ধি না তাই সেটা ব্যবহারে এবং তার ঘ্রাণ নিতে কোন অসুবিধা নেই– এটাই জাবির ইবনু 'উমার, 'আবদুল্লাহ বিন জা'ফার, 'আক্বীল বিন আবী ত্বলিব বলেছেন; এটা ইমাম শাফি'ঈ-এরও মত। 'আল্লামাহ্ শানক্বীতী (রহঃ) বলেছেন, সঠিক কথা হলো উসফুর কোন সুগন্ধি নয়, ঠিক তবে তা পরিধান করা জায়িয নেই।

٢٦٩٠ - [١٣] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّوْنَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا جَاوَزُوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلٰى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُوْنَا كَشَفْنَاهُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَلِابْنِ مَاجَهْ مَعْنَاهُ.

২৬৯০-[১৩] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম, তখন আরোহী দল আমাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করতো। তারা আমাদের কাছাকাছি আসলে আমাদের সকলেই নিজ নিজ মাথার চাদর চেহারার উপর ঢেকে দিতাম। আর তারা চলে যেত আমরা তখন তা (খুলতাম) সরিয়ে নিতাম। (আবূ দাঊদ, আর ইবনু মাজাহ এর মর্মার্থ)[৭২৭]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি থেকে বুঝা যায়, প্রয়োজনসাপেক্ষে মুহরিমাহ্ মহিলা তার চেহারার উপর পর্দা দিতে পারে যেমনটি 'আমাল করেছেন উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ও তার সাথের অন্যান্য মহিলা সহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহুন্না), অথচ তারা ছিলেন মুহরিমাহ্ ঠিক এ মুহূর্তে তারা পুরুষদের পাশ অতিক্রমকালে মুখে পর্দা ফেলেছিলেন যদিও মুহরিমাহ্ অবস্থায় মুখে পর্দা ফেলানো বা মুখ ঢেকে রাখা ঠিক নয়।

'আল্লামাহ্ খাত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন, মুহরিমাহ্ মুখে নিক্বাব দিবে না– এ মর্মে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা রয়েছে কিন্তু মাথা থেকে কাপড় একটু ঝুলিয়ে দেবার ব্যাপারে একাধিক ফকীহ মতামত দিয়েছেন। তবে নিষেধ করেছেন ওড়না, কাপড়– এগুলো মুখে শক্ত করে বাঁধতে এবং বোরকা পরতে। প্রথম কথার কথক হলেন 'আত্বা, মালিক, সুফ্ইয়ান, সাওরী, আহমাদ বিন হাম্বাল, ইসহাক্ব, মুহাম্মাদ ইবনু হাসান, ইমাম শাফি'ঈ এটাকে সহীহ বলেছেন এবং এ কথাই বলেছেন 'আল্লামাহ্ শাওকানী (রহঃ) এবং ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর ছাত্রবৃন্দ।

'আল্লামাহ্ ইবনু কুদামাহ্ (রহঃ) তাঁর মুগনী কিতাবে (৩য় খণ্ড ৩২৬ পৃষ্ঠায়) বলেন, পুরুষদের নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে মুহরিমাহ্ যদি প্রয়োজনবোধ করেন তার মুখ ঢেকে রাখতে, তাহলে মাথার উপরের কাপড়টি তার মুখে ঝুলিয়ে দিতে পারেন।

٢٦٩١ - [١٤] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرَ الْمُقَتَّتِ يَعْنِيْ غَيْرَ الْمُطَيَّبِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

---

[৭২৭] য'ঈফ : আবূ দাঊদ ১৮৩৩, আহমাদ ২৪০২১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯০৫১, ইবনু মাজাহ ২৯৩৫, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৬৯১। কারণ এর সানাদে ইয়াযীদ ইবনু যিয়াদ একজন দুর্বল রাবী।

২৬৯১-[১৪] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধিহীন তেল ব্যবহার করতেন। (তিরমিযী)[৭২৮]

ব্যাখ্যা : এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, তেল যদি সুগন্ধি মিশ্রিত না থাকে তাহলে তা দ্বারা তেল মালিশ করা জায়িয। কিন্তু অত্র হাদীসটি একটি য'ঈফ হাদীস। আরো বুঝা গেল যদি তেলে সুগন্ধি মিশ্রিত থাকে তাহলে মালিশ বৈধ হবে না মুহরিমের জন্য। 'আল্লামাহ্ ইবনুল মুনযীর (রহঃ) বলেন, মুহরিমের জন্য যায়তুন, চর্বি, ঘি এবং তিলের তৈল খাওয়া এবং তা মাথা ও দাড়ি ব্যতীত মাখানো জায়িয। তিনি আরো বলেছেন, 'উলামায়ে কিরামের ঐকমত্যে মুহরিমের শরীরে সুগন্ধি ব্যবহার নিষেধ তবে যায়তুন মাখতে পারে।

আমি ['উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ)] বলব, তেল সারা শরীরে মাথা ও দাড়ি ব্যতীত ব্যবহার জায়িয– এটা সকলের ঐকমত্যের কথা যারা বলেছেন তাদের কথার ভিতর ইজমা নিয়ে একটু সংশয় রয়েছে।

কেননা হানাফী ও মালিকী বিদ্বানদের কথা থেকে বুঝা যায় যে, তারা তেল মালিশ করার বিপক্ষে। যেমন প্রসিদ্ধ ফিকাহ্‌র কিতাব হিদায়াতে রয়েছে, "মুহরিম কোন প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার করবে না। যেহেতু নাবী (সাঃ) বলেছেন, الحاج الشعث التفل হাজী নিজেকে আল্লাহমুখী করতে গিয়ে এলোমেলো করে রাখবে।

'আল্লামাহ্ ইবনুল হুমাম (রহঃ) বলেন, والشعث انتشار الشعر وتغييره لعد تعهده, অর্থাৎ- شعث অর্থ হলো চুল বিক্ষিপ্ত ও পরিবর্তন করে রাখা নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার মাধ্যমে। সুতরাং এ হাদীসই প্রমাণ করে মুহরিম তেল মাখবে না, কারণ তেল মাখালে তো আর চুল এলোমেলো থাকে না।

'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) তাঁর "শারহুল মানাসিক" নামক কিতাবে বলেন, "যদি মুহরিম সুগন্ধি মিশ্রিত ছাড়া তেল যেমন : খাঁটি তেল অথবা তেলের অধিকাংশটা যায়তুন ব্যবহার করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বলেছেন, তার ফিদ্ইয়াহ্ দেয়া লাগবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেছেন, সদাক্বাহ্ দিতে হবে। তবে আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) থেকে সদাক্বাহ্ দেয়ার মতও পাওয়া যায়। অপরদিকে যদি পুরোটাই যায়তুন হয়, তাহলে সকলের ঐকমত্যে সদাক্বাহ্ দিতে হবে। যদি সে সুগন্ধি তেল মাখে তাহলে এ ফাতাওয়া, তবে যদি ঔষধ হিসেবে তেল মাখে অথবা খায় তাহলে সকলের ঐকমত্যে তাকে কোন কিছুই দেয়া লাগবে না। যদি ঘি, চর্বি, তেল হিসেবে ব্যবহার করে অথবা তা যদি ভক্ষণ করে তাহলে কোন অসুবিধা নেই। এ ক্ষেত্রে চুল আর শরীরের মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না।

আল বাযায়ী কিতাবে আছে, যদি মুহরিম এমন কোন প্রকার তেল মাখে যা সুগন্ধিযুক্ত এবং তা যদি শরীরের পুরো অঙ্গে হয় তাহলে তার ওপর ফিদ্ইয়াহ্ দেয়া আবশ্যক। আর যদি সুগন্ধি মিশ্রিত না হয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বলেন, তারও ফিদ্ইয়াহ্ দেয়া লাগবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেছেন, সদাক্বাহ্ দিতে হবে। আমাদের সাথীরা বলেছেন, "শরীরে যেসব জিনিস ব্যবহার করা হয় তা মোটামুটি তিন প্রকার।

এক প্রকার হল যা শুধুই সুগন্ধি, যেমন : মিস্‌কে আম্বার কোন মুহরিম যদি এ প্রকারের সুগন্ধি ব্যবহার করেন যেভাবেই করুন না কেন তার কাফফারাহ্ আবশ্যক হবে। এমনকি যদি এর মাধ্যমে তার চোখের উপর লাগিয়ে থাকেন তাহলেও একই হুকুম।

[৭২৮] **সানাদ দুর্বল :** তিরমিযী ৯৬২, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১৪৮২০, আহমাদ ৫২৪২। **কারণ এর সানাদে** [illegible] একজন দুর্বল রাবী।

দ্বিতীয় প্রকার হলো যেটা বস্তুত কোন সুগন্ধি নয় যেমন : চর্বি, সুতরাং মুহরিম যদি এটার মাধ্যম তেল মালিশ করে বা খেয়ে ফেলেন তাতে কোন সুগন্ধি নয় তবে মাঝে মধ্যে তা সুগন্ধি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যেমন : তেল, তিলের তেল ইত্যাদি। সুতরাং যদি কোন মুহরিম এটাকে সুগন্ধি হিসেবে ব্যবহার করে তাহলে তার ওপর কাফ্ফারাহ্ ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে যদি খাওয়ার কাজে বা ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করে তাহলে কাফ্ফারাহ্ আবশ্যক হবে না।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٦٩٢ ـ[١٥] عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ الْقُرَّ فَقَالَ: أَلْقِ عَلَيَّ ثَوْبًا يَا نَافِعُ فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنُسًا فَقَالَ: تُلْقِيْ عَلَيَّ هٰذَا وَقَدْ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ؟. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

২৬৯২-[১৫] নাফি' (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু শীত অনুভব করে বললেন, নাফি'! আমার গায়ে একটি কাপড় জড়িয়ে দাও। (নাফি' বলেন) আমি তাঁর গায়ের উপর একটি ওভারকোট জড়িয়ে দিলাম। তখন তিনি (ইবনু 'উমার) বললেন, আমার গায়ে ওভারকোট জড়িয়ে দিলে অথচ রসূলুল্লাহ ﷺ মুহ্রিমের জন্য তা নিষেধ করেছেন। (আবূ দাঊদ)[৭২৯]

ব্যাখ্যা : (قَدْ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ؟) "রসূলুল্লাহ ﷺ মুহরিম ব্যক্তিকে তা পড়তে নিষেধ করেছেন"। 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন : নাফি' (রহঃ) ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শরীরের উপর ঢিলেঢালা লম্বা পোশাক ঝুলিয়ে দিলেন। আমাদের মত হলো, মুহরিম ব্যক্তির জন্য সেলাই করা পোশাক পড়া অথবা তা দ্বারা শরীরের কোন অঙ্গ ঢেকে ফেলা বৈধ নয়। শুধুমাত্র অপারগ অবস্থা ছাড়া। তিনি আরো বলেন, ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু সাবধানতা অবলম্বনের জন্য সেলাই করা কাপড়কে মুহরিম ব্যক্তির জন্য অপছন্দ করতেন।

٢٦٩٣ ـ[١٦] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ بن بُحَيْنَةَ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلُحَى جَمَلٍ مِنْ طَرِيْقِ مَكَّةَ فِيْ وَسَطِ رَأْسِه. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৯৩-[১৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু মালিক ইবনু বুহায়নাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইহরাম বাঁধা অবস্থায় মাক্কার পথে 'লুহা- জামাল' নামক জায়গায় নিজের মাথার মাঝখানে শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন। (বুখারী, মুসলিম)[৭৩০]

ব্যাখ্যা : কোন কোন বর্ণনায় لحيي جمل আছে, 'জামাল' মাক্কাহ্ নগরীর একটি রাস্তার নাম। হাফিয ইবনু হাজার আস্ক্বালানী (রহঃ) বলেন, বাক্রী তাঁর "মু'জামাহ্"য় বলেছেন 'জামাল' হলো একটি কূপ যার আলোচনা তায়াম্মুম অধ্যায়ের মধ্যে আবূ জাহ্ম-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ইবনু ওয়াযযাহ্ বলেন, 'জামাল' হলো জুহফার গিরিপথ মাক্কায় হাজীদের পানি পান করানোর স্থান থেকে সাত মাইল দূরে। আল ক্বামূস প্রণেতা বলেন, لحي جمل হলো হারামায়নের মাঝে অবস্থিত একটি স্থান এবং তা মাদীনার নিকটবর্তী।

---

[৭২৯] সহীহ : আবূ দাউদ ১৮২৮, আহমাদ ৪৮৫৬, ইরওয়া ১০১২।

[৭৩০] সহীহ : বুখারী ৫৬৯৮, মুসলিম ২২০৩, আহমাদ ২২৯২৪, নাসায়ী ২৮৫০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৯৫৩।

٢٦٩٤ـ[١٧] وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلٰى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهٖ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

২৬৯৪-[১৭] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইহরাম অবস্থায় ব্যথার কারণে তাঁর পায়ের পাতার উপর শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন। (আবূ দাউদ ও নাসায়ী)[৭৩১]

ব্যাখ্যা : নাসায়ীর বর্ণনায় রয়েছে, (وثئ) "ওয়াস্‌য়ুন" হচ্ছে এমন আঘাত বা ব্যথা যা গোশ্‌তে হয় হাড্ডি পর্যন্ত পৌছে না, অথবা ব্যথাটি হাড় পর্যন্ত পৌছায় কিন্তু হাড় ভাঙ্গে না। 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেছেন, পায়ের উপরিভাগে শিঙ্গা লাগানো কোন চুল বা পশম কাটা ছাড়াই সম্ভব। সুতরাং চুল কাটা ছাড়া শিঙ্গা লাগালে তাতে কোন অসুবিধা নেই, পাশাপাশি শিঙ্গা তো লাগানো হয়েছে অসুস্থতার কারণে, তাই এখানে অতিরিক্ত আরো সুযোগ প্রদত্ত হল। আমি ['উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ)] বলবো, এ হাদীসে আছে পায়ের উপরিভাগে শিঙ্গা লাগানোর কথা, কিন্তু ইবনু 'আব্বাস ও ইবনু বুহায়নাহ্'র হাদীসে আছে, মাথা ব্যথার কারণে মাথায় শিঙ্গা লাগানোর কথা, আবার জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে পিঠের অথবা গুপ্তাঙ্গে। এগুলো ভিন্ন হওয়ার কারণ কয়েকটি :

১. দু' ধরনের যন্ত্রণার জন্য নাবী (সাঃ) দু' জায়গায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন।

২. একবার ছিল 'উমরার ক্ষেত্রে আর অন্যবার ছিল বিদায় হাজ্জের সময়। কেউ কেউ এর বলেছেন বিদায় হাজ্জে নাবী (সাঃ) শিঙ্গা লাগিয়েছেন একাধিকবার।

٢٦٩٥ـ[١٨] وَعَنْ أَبِيْ رَافِعٍ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ وَبَنٰى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُوْلَ بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

২৬৯৫-[১৮] আবূ রাফি' (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিবি মায়মূনাহ্-কে হালাল অবস্থায় বিয়ে করেছিলেন এবং হালাল অবস্থায়ই তার সাথে মেলামেশা করেছিলেন। আর আমিই ছিলাম তাদের মধ্যে বার্তাবাহক। (আহমাদ, তিরমিযী; ইমাম তিরমিযী হাদীসটি হাসান বলেছেন)[৭৩২]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটি প্রথম পরিচ্ছেদের ইয়াযীদ বিন আসম-এর, যা পূর্বে চলে গেছে তারই মত যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মায়মূনাহ্ (রাঃ)-কে বিবাহ করেছেন হালাল অবস্থায় যদিও এ বর্ণনাটি ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার বিপরীত। ইমাম হাযিমী তাঁর কিতাব 'বায়ানুন্ নাসিখ ওয়াল মানসূখ' (পৃঃ ১১) বলেন, আবূ রাফি'-এর হাদীসই বেশি 'আমালের উপযুক্ত, কারণ তিনি হচ্ছেন ঘটনার বাস্তবসাক্ষী আর ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হলেন বর্ণনাকারী। সুতরাং বাস্তব সাক্ষী যিনি তার বর্ণনার সাথে অন্য কোন সাধারণ বর্ণনাকারীর বর্ণনা যদি সাংঘর্ষিক হয় তাহলে বাস্তবসাক্ষী যিনি তার বর্ণনাটা অগ্রাধিকার পাওয়াই স্বাভাবিক। এমনটাই ঘটেছিল যখন 'আয়িশাহ্ (রাঃ) মোজার উপর মাসেহ করার মাসআলাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন তখন তিনি মাসআলাটি প্রশ্নকারীকে 'আলী (রাঃ)-এর নিকট থেকে জেনে নিতে বলেন এবং বলেন, কারণ 'আলী (রাঃ)

---

[৭৩১] **সহীহ** : আবূ দাউদ ১৮৩৭, আহমাদ ১২৬৮২, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৬৫৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৯৫২।

[৭৩২] **য'ঈফ** : তবে প্রথমাংশটুকু সহীহ। তিরমিযী ৮৪১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪১৩৫, ইরওয়া ১৪৬০/২। কারণ এর সানাদে মাতর আল ওয়াররাক অধিক ভুলকারী রাবী। তাই ইমাম মালিক, সুলায়মান ইবনু বিলাল-এর মতো রাবীদের ওপর তার অতিরিত অংশে গ্রহণযোগ্য হবে না।

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সফর করতেন। সুতরাং সফরে মোজার উপর মাসেহ কেমন হবে তা আমার চেয়ে তিনিই ভালো জানেন। এ মতই ইমাম যায়লা'ঈ সমর্থন করেছেন। (নাস্‌বুর রায়াহ ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৭৪)

(١٢) بَابُ الْمُحْرِمِ يَجْتَنِبُ الصَّيْدَ

অধ্যায়-১২ : মুহরিম ব্যক্তির শিকার করা হতে বিরত থাকবে

المحرم – يجتنب الصيد – মুহরিম ব্যক্তি শিকার করা হতে বিরত থাকবে। তথা তা হত্যা ও শিকার করা হতে বিরত থাকবে যদিও সে তা ভক্ষণ না করে এবং তা ভক্ষণ করে যদি অন্য মুহরিম ব্যক্তি তা যাবাহ করবে না।

মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন : শিকার দ্বারা উদ্দেশ্য সে সব বন্যজন্তু, সৃষ্টির মূলনীতিতে পৃথিবীতে যার জন্ম ও বংশ বিস্তার রয়েছে।

আর সমুদ্রের শিকার মুহরিম ও অমুহরিম সবার জন্য বৈধ। খাদ্য হিসেবে হোক বা না হোক, যেমন- আল্লাহ তা'আলার বাণী–

﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ﴾

"তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও সমুদ্রের খাদ্য হালাল করা হয়েছে তোমাদের উপকারার্থে।" (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৯৬)

'আল্লামাহ্ শানক্বীত্বী বলেন : "তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে"। আল্লাহ তা'আলার এ বাণী সুস্পষ্ট 'আম্ প্রমাণ করে সমুদ্রের শিকার হাজ্জ ও 'উমরাহ্কারী মুহরিম ব্যক্তির জন্য বৈধ, অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা খাসভাবে বর্ণনা করেছেন যে, মুহরিম ব্যক্তির ওপর স্থল শিকার হারাম।

﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾

"তোমাদের ইহরামকারীদের জন্যে হারাম করা হয়েছে স্থল শিকার যতক্ষণ ইহরাম অবস্থায় থাকো।" (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৯৬)

এটা হতে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, মুহরিম ব্যক্তির জন্য সমুদ্রের শিকার হারাম নয়।

ইবনু কুদামাহ্ বলেন : মুহরিম ব্যক্তির জন্য সমুদ্রের শিকার বৈধ। আল্লাহ তা'আলার এ বাণী দ্বারা–

﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾

"তোমাদের জন্যে সমুদ্রের শিকার ও সমুদ্রের খাদ্য হালাল করা হয়েছে।" (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৯৬)

বিজ্ঞ 'উলামাহ্গণ ঐকমত্য পোষণ করেন যে, সমুদ্রের শিকার মুহরিম ব্যক্তির জন্য শিকার করা, খাওয়া এবং ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ। আর সমুদ্রের শিকার বলতে এমন প্রাণীকে বুঝায় যা সমুদ্রে জীবন-যাপন করে সেখানেই ডিম পাড়ে এবং বাচ্চা ফুটায়, যেমন- মাছ, কচ্ছপ, কাকড়া ইত্যাদি অনুরূপ।

আর স্থল শিকার হাজ্জ ও 'উমরাহ্কারী মুহরিম ব্যক্তির জন্যে সকল 'উলামাহ্গণের মতে হারাম আর ঐকমত্য এমন বন্যজন্তুর ক্ষেত্রে যার গোশ্ত খাওয়া হালাল, যেমন হরিণ ও হরিণের বাচ্চারা অনুরূপ জন্তু, আর শিকারী জন্তুর প্রতি ইঙ্গিত করাও হারাম। আর শিকারীর ব্যাপারে কোন প্রকার সাহায্য করাও হারাম।

ইমাম শাফি'ঈ-এর নিকট শিকার বলতে যার গোশ্‌ত খাওয়া হালাল এমন পশু শিকার করা। আর যার গোশ্‌ত খাওয়া হালাল নয় এমন পশু শিকারে কোন বাধা নেই। তবে সদ্য ভূমিষ্ট শিশু জন্তু চাই তার গোশ্‌ত খাওয়া হালাল হোক বা না হোক তা শিকার করা বৈধ নয়। যেমন- নেকড়ে শাবক যার জন্ম হায়েনা ও বাঘের সংমিশ্রণে। তিনি আরো বলেন : শকুন, সিংহ অনুরূপ শিকার ও যার গোশ্‌ত খাওয়া হারাম এমন পশু শিকারে বাধা নেই। কেননা তা শিকারের অন্তর্ভুক্ত নয়, মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী–

﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾

"আর তোমাদের ইহরামধারীদের জন্য হারাম করা হয়েছে স্থল শিকার যতক্ষণ ইহরাম অবস্থায় থাকো"– (সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৯৬)। আর এটা ইমাম আহমাদ-এর মাযহাব।

ইবনু কুদামাহ্ বলেন : শিকার তথা যা হত্যাতে জরিমানা ওয়াজিব হয় তা এমন জন্তু যা তিনটি বিষয়কে একত্রিত করে। যার গোশ্‌ত খাওয়া বৈধ কিন্তু তার কোন মালিক নেই তা শিকার করা সম্পূর্ণ নিষেধ। সুতরাং প্রথম বৈশিষ্ট্য হতে বের হয়, যার গোশ্‌ত হালাল নয় এবং হত্যাতে কোন জরিমানা নেই। যেমন- হিংস্র প্রাণী এবং কষ্টদায়ক কীটপতঙ্গ, পাখি।

ইমাম আহমাদ বলেন : জরিমানা নির্ধারণ করা হয়েছে হালাল জন্তু শিকারে– এটা অধিকাংশ 'উলামাহ্গণের বক্তব্য; তবে শিশু জন্তুর ক্ষেত্রে চাই তার গোশ্‌ত হালাল হোক বা না হোক, যেমন নেকড়ে শাবক যা হত্যাতে জরিমানা রয়েছে অধিকাংশদের নিকট তা হত্যা করা হারাম।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বন্যজন্তু। অতএব বন্যজন্তু নয় এমন জন্তু মুহরিম ব্যক্তির জন্য যাবাহ করা এবং খাওয়া হারাম নয় যেমন সকল চতুষ্পদ প্রাণী এবং ঘোড়া ও মুরগী এবং অনুরূপ প্রাণীর ব্যাপারে 'উলামাহ্গণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন : সকলে ঐকমত্য হয়েছেন শিকার দ্বারা উদ্দেশ্য এমন বন্যপশু যার গোশ্‌ত খাওয়া হালাল।

ইবনু কুদামাহ্ বলেন : চতুষ্পদ গৃহপালিত জন্তুর ব্যাপারে ইহ্‌রামধারীর জন্য এবং হারামের মধ্যে অবস্থান হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রভাব পড়বে না। কেননা তা শিকারের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর আল্লাহ তা'আলা শিকার করাকে হারাম করেছেন। আর রসূলুল্লাহ ﷺ ইহরাম অবস্থায় হারামে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য উট কুরবানী করেছেন এবং তিনি (ﷺ) বলেছেন– أفضل الحج العج والثج। সর্বোত্তম হাজ্জ হলো চিৎকার করে তালবিয়াহ্ পাঠ করা, যাবাহ ও নাহ্‌র-এর মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত করা। আর এ ব্যাপারে কোন মতানৈক্য নেই। আর ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে বলেন : ইবনু 'আব্বাস ও আনাস মুহরিম ব্যক্তির যাবাহতে কোন দোষ মনে করতেন না।

মুল্লা 'আলী ক্বারী বলেন : স্থলে যেসব জন্তুর গোশ্‌ত খাওয়া হালাল তা সকলের ঐকমত্যে শিকার করা হারাম, আর সেসব জন্তুর গোশ্‌ত খাওয়া হারাম তাদের ব্যাপারে বক্তব্য হলো– যদি তা কষ্ট দেয় এবং আক্রমণ করে এমন জন্তুকে হত্যা করা মুহরিম ব্যক্তির জন্য বৈধ এবং তাতে কোন জরিমানা নেই। যেমন- বাঘ, চিতা বাঘ, সিংহ ইত্যাদি।

আর যে প্রাণী অধিকাংশ সময়ে শুরুতেই কষ্ট দেয় না, যেমন- শিয়াল ইত্যাদি প্রাণী যদি তা আক্রমণ করে তাহলে হত্যা করা বৈধ, এতে কোন জরিমানা নেই।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٦٩٦ - [١] عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ أَنَّهٗ أَهْدٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَاٰى مَا فِىْ وَجْهِهٖ قَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهٗ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ»

২৬৯৬-[১] সা'ব ইবনু জাসামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি আব্ওয়া বা ওয়াদ্দান নামক স্থানে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে একটি বন্যগাধা (শিকার করে এনে) হাদিয়্যাহ্ (উপহার) দিলেন। কিন্তু তিনি (ﷺ) গাধাটি ফেরত দিলেন। এতে তার মুখমণ্ডলে বিমর্ষভাব (মনোকষ্ট হওয়ার নিদর্শন) লক্ষ্য করে তিনি (ﷺ) বললেন, আমরা মুহরিম হওয়ার কারণে তা তোমাকে ফেরত দিলাম। (বুখারী, মুসলিম)[৭৩৩]

ব্যাখ্যা : (أَهْدٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ) "রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে উপঢৌকন দিয়েছিল বিদায় হাজ্জে।"

(حِمَارًا وَحْشِيًّا) – জংলী গাধা অনুরূপ বর্ণনা মালিক যুহরী হতে, তিনি 'উবায়দুল্লাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উত্বাহ্ হতে, তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস হতে, তিনি সা'ব ইবনু জাসামাহ্ হতে।

মালিক হতে বর্ণনাটি সকল রাবীদের ঐকমত্য এবং তার অনুসরণ করেছে যুহরীর নয়জন মেধাবী ছাত্র।

আর তাদের বিরোধিতা করেছে সুফ্ইয়ান ইবনু 'উয়াইনাহ্ যুহরী হতে, তিনি বলেছেন– أُهدیت له من لحم حمار وحش. رواه مسلم "তাকে হাদিয়্যাহ্ দেয়া হয়েছে জংলী গাধার গোশ্ত।" (সহীহ মুসলিম)

সা'ঈদ ইবনু জুবায়র ইবনু 'আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন (رجل حمار وحش) জংলী গাধার পা। অন্য রিওয়ায়াতে (عجز حمار وحش) জংলী গাধার পাছা, তাতে রক্ত ঝড়ছিল। আবার অন্য বর্ণনায় (شق حمار وحش) জংলী গাধার কিছু অংশ, আর এ বর্ণনাগুলো প্রমাণ করে গাধার কিছু অংশ হাদিয়্যাহ্ দেয়া হয়েছিল পূর্ণ গাধা নয়। এ দু' বর্ণনার মাঝে বৈপরীত্য রয়েছে।

কেউ কেউ দু' হাদীসের সমন্বয়কে প্রাধান্য দিয়েছে, আবার কেউ ইমাম মালিক-এর বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছে। যেমন- ইমাম শাফি'ঈ বলেন। মালিক-এর হাদীস যে, সা'ব গাধা হাদিয়্যাহ্ দিয়েছেন– এ হাদীসটি "গাধার গোশ্ত"-এর হাদীসের চেয়ে বেশী শক্তিশালী।

এজন্য ইমাম বুখারী অধ্যায় বেঁধেছেন– (باب إذا أُهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل)

অর্থাৎ- যখন মুহরিম ব্যক্তিকে জীবিত জংলী গাধা উপহার দেয়া হবে তা গ্রহণ করা হবে না। অতঃপর মালিক-এর বর্ণনাকৃত হাদীসটি নিয়ে আসেন।

আবার 'উলামাহ্গণের মধ্যে কেউ গোশ্তের হাদীসকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন- ইবনু কুইয়্যিম (রহঃ) বলেন, গোশ্তের বর্ণনাকৃত হাদীসটি প্রাধান্য পাবে তিনটি কারণে।

০১. এ হাদীসের বর্ণনাকারী হাদীস মুখস্থ করেছে এবং যথাযথভাবে ঘটনা সংরক্ষণ করেছেন। এমনকি বলেছেন– (أنه يقطر دمًا) 'যে রক্ত ঝড়ঝড় করে পড়ছে'। এটা প্রমাণ করে ঘটনাকে দৃঢ়ভাবে সংরক্ষণের যা অস্বীকার করা যাবে না।

---

[৭৩৩] সহীহ : বুখারী ১৮২৫, মুসলিম ১১৯৩, নাসায়ী ২৮১৯, মুয়াত্ত্বা মালিক ১২৮৯/৩৭১, আহমাদ ১৬৪২৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৯৬৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৯২৬।

০২. গাধা এবং গোশ্‌ত দু'টি শব্দে কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা গোশ্‌ত বলতে জীবন্ত প্রাণীও বুঝায় যা বাকরীতি কক্ষনো প্রত্যাখ্যান করে না।

০৩. সকল বর্ণনা একমত হয়েছে এ বিষয়ে তা গাধার কিছু অংশ তবে মতভেদ করেছে ঐ অংশটি কি তা নিয়ে, তা পা অথবা পাছা, অথবা কোন অংশ অথবা তা হতে কিছু গোশ্‌ত। আর এ সমস্ত রিওয়ায়াতে কোন বৈপরীত্য নেই। সম্ভবত কিছু অংশ বলতে পাছা হতে পারে আবার পা দিয়ে এটা দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর ইবনু 'উয়াইনাহ্ তার এ বক্তব্য حمارًا "গাধা" হতে মত পরিবর্তন করে (لحم حمار حتى مات) গাধার গোশ্‌ত এমনকি মারা গেছে বলে প্রমাণ করেছেন।

আর এটা প্রমাণ করে গোশ্‌ত হাদিয়্যাহ্ দেয়া হয়েছে জীবন্ত গাধা নয়।

আবার কেউ গাধার উপঢৌকন দেয়ার হাদীসকে এভাবে সমন্বয় করেছেন যে, কুল তথা পূর্ণ দ্বারা কিছু অংশ উদ্দেশ্য, যেমন যুরক্বানী শারহে মুয়াত্ত্বায় ও ইবনু হুমাম ফাতহুল ক্বদীরে বর্ণনা করেছেন।

আবার কেউ এভাবে সমন্বয় করেছেন যে, সা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে যাবাহকৃত গাধা নিয়ে এসেছেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনেই কিছু অংশ কেটে তার সামনেই উপস্থাপন করেছেন।

(أَبْوَاءِ) "আব্ওয়া" পাহাড় যা মাক্কার নিকটবর্তী আর সেখানে শহর রয়েছে তার দিকে সম্বোধন করা হয়। কারো মতে সেখানে মহামারী হওয়ার কারণে ঐ স্থানকে আব্ওয়া বলা হয়।

'আয়নী বলেন : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মা এখানে মারা গেছেন।

(أَوْ بِوَدَّانَ) অথবা "ওয়াদ্দান" রাবী সন্দেহের কারণে এমনটি বলেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন : সেটা আবওয়া হতে জুহফার নিকটবর্তী। আর মাদীনাহ্ হতে আসার পথে আব্ওয়া হতে জুহফার দূরত্ব তের মাইল আর ওয়াদ্দান হতে জুহফাহ্ আট মাইল।

(إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ) "আমরা ইহরাম অবস্থায় আছি, তাই আমরা তোমার হাদিয়্যাহ্ ফেরত দিয়েছি।" অর্থাৎ- আমরা তা অন্য কান কারণে ফেরত দেইনি। বরং ইহরাম অবস্থায় আছি, এজন্য তা ফেরত দিয়েছি। এ হাদীসটি তাদের দলীল যারা বলেন : মুহরিম ব্যক্তির জন্য শিকারকৃত পশুর গোশ্‌ত খাওয়া বৈধ নয়।

এ হাদীসের শিক্ষা :

১। উপঢৌকন গ্রহণে কোন বাধা থাকলে তা ফেরত দেয়া বৈধ।

২। বিনা কারণে উপঢৌকন ফেরত দেয়া মাকরূহ।

৩। উপঢৌকনদাতার মনোতুষ্টির জন্য উপঢৌকন ফেরত দেয়ার কারণ বর্ণনা করা জরুরী।

৪। দানকৃত বস্তু গ্রহণ না করা পর্যন্ত দাতাই তার মালিক।

٢٦٩٧ -[٢] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَخَلَّفَ مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَوْا حِمَارًا وَحْشِيًّا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ فَلَمَّا رَأَوْهُ تَرَكُوْهُ حَتّٰى رَاٰهُ أَبُو قَتَادَةَ فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ فَسَأَلَهُمْ أَنْ يُنَاوِلُوْهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا فَتَنَاوَلَهُ فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَعَقَرَهُ ثُمَّ أَكَلَ فَأَكَلُوْا فَنَدِمُوْا فَلَمَّا أَدْرَكُوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ سَأَلُوْهُ. قَالَ: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟» قَالُوْا: مَعَنَا رِجْلُهُ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَكَلَهَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَلَمَّا أَتَوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا؟ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟» قَالُوْا: لَا قَالَ: «فَكُلُوْا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا».

২৬৯৭-[২] আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে ('উমরাহ্ করতে) বের হয়েছেন এবং পথিমধ্যে তিনি তাঁর কিছু সহযাত্রীসহ পিছনে পড়ে গেলেন। সাথীদের সকলেই মুহরিম ছিলেন, কিন্তু আবূ ক্বাতাদাহ্ তখনও ইহরাম বাঁধেননি। আবূ ক্বাতাদাহ্'র দেখার পূর্বে তার সাথীরা একটি বন্যগাধা দেখলেন। তারা বন্যগাধাটি দেখার পর তাকে (আবূ ক্বাতাদাহ্-কে) এভাবেই থাকতে দিলেন। অবশেষে আবূ ক্বাতাদাহ্ও ওটাকে দেখে ফেললেন। এরপর তিনি (আবূ ক্বাতাদাহ্) তার ঘোড়ায় চড়ে সাথীদেরকে তার চাবুকটা দিতে বললেন। কিন্তু সাথীরা তা তাকে দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। অতঃপর তিনি নিজেই চাবুক উঠিয়ে নিলেন। তারপর বন্যগাধাটির ওপর আক্রমণ করে আহত (দুর্বল) করলেন। অবশেষে (তা যাবাহ করার পর) আবূ ক্বাতাদাহ্ তা খেলেন এবং তারাও (সাথীরাও) খেলেন কিন্তু এতে তারা অনুতপ্ত হলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট পৌঁছে তাকে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তোমাদের সাথে বন্যগাধার কিছু আছে কি? তারা উত্তরে বললেন, আমাদের সাথে (রন্ধনকৃত) এর একটি পা আছে। তখন নাবী (ﷺ) তা গ্রহণ করলেন ও খেলেন। (বুখারী, মুসলিম)

বুখারী মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আছে- তারা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে আসলেন। তিনি (ﷺ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ কি আবূ ক্বাতাদাহ্-কে বন্যগাধাকে আক্রমণ করার জন্য বলেছিলে? তারা বললেন, জ্বি না। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, তবে তোমরা এর অবশিষ্ট গোশ্ত খেতে পারো।[৭৩৪]

ব্যাখ্যা : (أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ) "তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে বের হলেন"। অর্থাৎ- হুদায়বিয়ার বৎসর। জেনে রাখা ভাল যে, আবূ ক্বাতাদাহ্ কর্তৃক বন্যগাধা শিকার করার বর্ণনার মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন : মোটকথা এই যে, নাবী (ﷺ) ৬ষ্ঠ হিজরী সালে 'উমরাহ্ করার উদ্দেশে মাদীনাহ্ থেকে রওয়ানা হলেন। তিনি (ﷺ) যুল্‌হুলায়ফাহ্ হতে ৩৪ মাইল দূরে রওহা নামক স্থানে পৌঁছলে খবর পান যে, মুশরিক শত্রুরা গয়ক্বাহ্ নামক উপত্যকাতে অবস্থান করছে।

আশঙ্কা করা হয় যে, তারা নাবী (ﷺ)-এর অসতর্কতার সুযোগে তাঁর ওপর তারা আক্রমণ করতে পারে। তাই নাবী (ﷺ) ঐ শত্রুদলের অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা লাভের উদ্দেশে একদল লোক সেদিকে প্রেরণ করেন। তাদের মাঝে আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাঃ) ছিলেন। অতঃপর যখন তারা নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হন তখন তারা নাবী (ﷺ)-এর সাথে এসে মিলিত হন। আবূ ক্বাতাদাহ্ ব্যতীত অন্য সবাই 'উমরাহ্ করার নিমিত্তে ইহরাম বাঁধে। আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাঃ) ইহরামবিহীন অবস্থায় তার ভ্রমণ অব্যাহত রাখেন এজন্য যে, হয়তঃ তিনি তখনো তার মীকাতে পৌঁছেনি অথবা তার 'উমরাহ্ করার ইচ্ছা ছিল না। মোটকথা, তিনি এ অবস্থায় "সুক্বইয়্যাহ্" নামক স্থানে এসে নাবী (ﷺ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। নাবী (ﷺ)-এর সাথে সাক্ষাৎ লাভের পূর্বে রওহা নামক স্থানে শিকারের ঘটনা ঘটে।

---

[৭৩৪] সহীহ : বুখারী ২৭৫৪, ১৮২৪, মুসলিম ১১৯৬।

(حَتّٰى رَاٰهُ اَبُوْ قَتَادَةَ فَرَكِبَ فَرَسَالَهٗ) "আবূ ক্বাতাদাহ্ শিকারী পশু দেখতে পেয়ে তিনি তার বাহনে আরোহণ করেন।"

(فَسَأَلَهُمْ أَنْ يُنَاوِلُوْهُ سَوْطَهٗ فَأَبَوْا) "তিনি তার সঙ্গীদেরকে চাবুক তুলে দিতে বললে তারা তা তুলে দিতে অস্বীকার করে।" কেননা ইহরাম অবস্থায় যেরূপ কোন কিছু শিকার করা হারাম অনুরূপ শিকারীর সহযোগিতা করাও হারাম। তাই তারা আবূ ক্বাতাদার হাতে চাবুক তুলে দিয়ে পশু শিকার কাজে তাকে সহায়তা করতে অস্বীকার করেন।

(ثُمَّ أَكَلَ فَأَكَلُوْا فَنَدِمُوْا) "এরপর আবূ ক্বাতাদাহ্ শিকারী পশু রান্না করে তার গোশ্‌ত খেলেন এবং তাঁর সঙ্গীরাও তা খাবার পর আফসোস করতে থাকল।" কেননা তারা ধারণা করেছিল যে, কোন অবস্থাতেই মুহরিম ব্যক্তির জন্য শিকারী পশুর গোশ্‌ত খাওয়া বৈধ নয়।

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে যে, (فأكل بعض أصحاب رسول الله ﷺ وأبي بعضهم) "রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিছু সহাবা তা খেলেন আর কিছু সহাবা তা খেতে অস্বীকার করেন।" হাফিয ইবনু হাজার বলেন : অনেক বর্ণনা দ্বারা সাব্যস্ত যে, তারা ঐ পশুর গোশ্‌ত খেয়েছিল। পরবর্তীতে তাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল যে, ইহরাম অবস্থায় আমরা কি শিকারী পশুর গোশ্‌ত খেতে পারি?

(فَلَمَّا أَدْرَكُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَأَلُوْهُ) "তারা যখন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন তখন তারা তার নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। অর্থাৎ- ইহরাম অবস্থায় শিকারকৃত পশুর গোশ্‌ত খাওয়া বৈধ কি-না।

(فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَكَلَهَا) "নাবী ﷺ তা নিয়ে খেলেন।" এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কাজের মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর দেয়া কথার মাধ্যমে উত্তর দেয়ার চেয়ে বেশী মজবুত।

ক্বাযী 'আয়ায বলেন : নাবী ﷺ ক্বাতাদার নিকট হতে উক্ত শিকারী পশু চেয়ে নিয়ে খেলেন যাতে তাদের অন্তরে প্রশান্তি আসে যারা তা হতে খেয়েছিলেন। কেননা তাদের মধ্যে যে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল তা দূর করতে তিনি (ﷺ) কথা ও কাজের মাধ্যমে তা বৈধ হওয়ার প্রমাণ দিলেন।

অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, বন্য গাধা খাওয়া হালাল এবং তা এক প্রকার শিকারী পশু।

এতে এ প্রমাণও পাওয়া যায় যে, মুহরিম ব্যক্তির পক্ষে শিকারকৃত পশুর গোশ্‌ত খাওয়া বৈধ যদি উক্ত পশু মুহরিমের খাবার উদ্দেশে শিকার করা না হয়।

মুসনাদ আহমাদ (৫ম খণ্ড, ৩০৪ পৃঃ) ইবনু মাজাহ্, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক (৪র্থ খণ্ড, ৪৩০ পৃঃ) দারাকুত্বনী, ইসহাক্ব ইবনু রহওয়াইহ্, ইবনু খুযায়মাহ্ ও বায়হাক্বী (৫ম খণ্ড, ১৯০ পৃঃ) মা'মার (রহঃ)-এর বরাতে ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর থেকে 'আবদুল্লাহ ইবনু আবী ক্বাতাদাহ্ সূত্রে তার পিতা আবূ ক্বাতাদাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন : হুদায়বিয়ার সময়ে আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সফরসঙ্গী ছিলাম। আমার সঙ্গীগণ ইহরাম বেঁধেছিলেন কিন্তু আমি ইহরাম বাঁধিনি। আমি একটি বন্যগাধা দেখতে পেয়ে তা আক্রমণ করে শিকার করি। বিষয়টি আমি রসূল ﷺ-এর নিকট উল্লেখপূর্বক বললাম : এটা কিন্তু আপনার জন্যই শিকার করেছি। নাবী ﷺ তাঁর সঙ্গীদেরকে তা খেতে বললেন কিন্তু আমি তাঁর জন্য শিকার করেছি এ কথা বলাতে তিনি তা আর খেলেন না।

ইবনু খুযায়মাহ্ বলেন : এ হাদীসের এ অতিরিক্ত অংশটুকু যদি সহীহ বলে গণ্য হয় তাহলে এর মর্ম হলো যে, আবূ ক্বাতাদাহ্ তাঁর উদ্দেশে পশুটি শিকার করেছেন এ কথা বলার আগে তিনি তা থেকে

খেয়েছিলেন। অতঃপর তিনি যখন তাঁকে অবহিত করলেন যে, এটি তাঁর উদ্দেশেই শিকার করেছেন তখন তা খাওয়া থেকে বিরত থাকলেন।

(فَكُلُوْا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا) "এর অবশিষ্ট গোশ্ত তোমরা খাও"। এ আদেশসূচক শব্দ বৈধতা বুঝানোর জন্য, আবশ্যক বুঝানোর জন্য নয়। কেননা এ আদেশটি ছিল তাদের প্রশ্নের জবাব স্বরূপ। আর প্রশ্ন ছিল খাওয়া বৈধ কি-না, এ সম্পর্কে?

এ হাদীসের শিক্ষা : মুহরিম ব্যক্তির জন্য শিকার করা বৈধ নয় এবং এ সংক্রান্ত সাহায্য-সহযোগিতাও বৈধ নয়।

হালাল ব্যক্তি যে পশু শিকার করে তা থেকে মুহরিম ব্যক্তির খাওয়া বৈধ যদি না তার উদ্দেশে শিকার করা হয়। এ বিষয়ে সকলেই একমত। তবে যদি পশুটি মুহরিম ব্যক্তির উদ্দেশে শিকার করা হয় তাহলে জমহূর 'উলামাহ্গণের মতে তা মুহরিম ব্যক্তির পক্ষে খাওয়া বৈধ নয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ)-এর মতে তা খাওয়া বৈধ যদিও তা মুহরিম ব্যক্তির জন্য শিকার করা হয়। আবূ ক্বাতাদাহ্ বর্ণিত এ হাদীসটিই তাদের সপক্ষে দলীল।

জমহূর 'উলামাগণ এ হাদীসের জবাবে বলেন যে, মা'মার (রহঃ)-এর বরাতে বর্ণিত হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, আবূ ক্বাতাদাহ্ যখন নাবী ﷺ-কে অবহিত করলেন যে, পশুটি তিনি নাবী ﷺ-এর উদ্দেশেই শিকার করেছেন তখন তিনি তা থেকে খেতে বিরত থাকলেন।

٢٦٩٨ - [٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلٰى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ: الْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৯৮-[৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি হারামে কিংবা ইহরাম অবস্থায় পাঁচটি প্রাণী তথা ইঁদুর, কাক, চিল, বিচ্ছু ও হিংস্র কুকুর হত্যা করেছে, তার কোন গুনাহ হবে না। (বুখারী, মুসলিম)[৭৩৫]

ব্যাখ্যা : (فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ) "হারাম এলাকায় ও ইহরাম অবস্থায়।" অর্থাৎ- মাক্কার হারাম এলাকায় মুহরিম ব্যক্তির জন্য হাদীসে উল্লিখিত পাঁচ প্রকার প্রাণী হত্যা করা বৈধ।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন : এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, হারাম এলাকার বাইরে ইহরামবিহীন ব্যক্তির পক্ষে তা হত্যা করা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বৈধ। কেননা ইহরাম অবস্থায় কোন কিছু হত্যা করা অবৈধ হওয়া সত্ত্বেও যখন তার জন্য এ প্রাণীগুলো হত্যা করা বৈধ তখন যার মধ্যে এ অবৈধতা নেই তার জন্য নিশ্চিতভাবে তা বৈধ।

ইবনু 'উমার (রাঃ) বর্ণিত অত্র হাদীসে এগুলো হত্যা করার মধ্যে ক্ষতি নেই বলা হয়েছে যা দ্বারা এগুলো হত্যা করা বৈধতা বুঝায়। আর আয়িশাহ্ (রাঃ) কর্তৃক মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে এগুলো হত্যা করার নির্দেশ রয়েছে যা দ্বারা বুঝা যায় যে, এগুলো হত্যা করা মুস্তাহাব; শাফি'ঈ, হাম্বালী ও আহলুয্ যাহিরদের মতানুযায়ী তা হত্যা করা মুস্তাহাব।

[৭৩৫] সহীহ : বুখারী ১৮২৮, মুসলিম ১১৯৯, নাসায়ী ২৮৩৩, আবূ দাউদ ১৮৪৬, ইবনু মাজাহ ৩০৮৮, মুয়াত্ত্বা মালিক ১৩০২, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১৪৮২১, আহমাদ ৫১০৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৩৬২।

অত্র হাদীসে পাঁচ প্রকার প্রাণী হত্যা করার বৈধতা বর্ণিত হয়েছে। যদিও পাঁচ সংখ্যাটি খাস, অর্থাৎ- নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝায় কিন্তু অধিকাংশ 'আলিমদের মতে নির্দিষ্ট সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়। বরং সকল প্রকার কষ্টদায়ক প্রাণীই হত্যা করা বৈধ।

(الْفَأْرَةُ) ইঁদুর। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জমহূর 'উলামাহ্‌গণের মতে মুহরিমের জন্য ইঁদুর হত্যা করা বৈধ। একমাত্র ইব্‌রাহীম নাখ্‌'ঈ তা হারাম বলেছেন। 'আল্লামাহ্ ইবনুল মুনযীর বলেন : এ অভিমত হাদীস ও 'উলামাহ্‌গণের মতের বিরোধী। 'আল্লামাহ্ খাত্ত্বাবী বলেন, এ অভিমত সুস্পষ্ট দলীল ও 'আলিমদের মতের বিরোধী।

(الْغُرَابُ) "কাক"। অর্থাৎ- সাদা-কালো ডোরাকাটা কাক। যে কাকের পিঠে ও পেটে সাদা বর্ণের পালক রয়েছে তাকেই الْغُرَابُ الْأَبْقَعُ বলা হয় আর তা হত্যা করা বৈধ।

সকল 'আলিমগণ একমত যে, যে সমস্ত ছোট কাক শুধু শস্যদানা ভক্ষণ করে সে কাক হত্যা করা বৈধ নয়। আর তা খাওয়াও বৈধ।

(وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ) "হিংস্র কুকুর। এ দ্বারা কি উদ্দেশ্য এ নিয়ে 'আলিমদের মতপার্থক্য রয়েছে।

(১) ইমাম যুফার বলেন : এখানে الْعَقُوْرُ শব্দ দ্বারা নেকড়ে বাঘ উদ্দেশ্য।

(২) ইমাম মালিক বলেন : প্রত্যেক ঐ হিংস্রপ্রাণী উদ্দেশ্য যা মানুষের ওপর আক্রমণ চালায় যেমন- চিতা বাঘ, সিংহ, নেকড়ে বাঘ ইত্যাদি। জমহূর 'আলিমদের অভিমতও তাই।

(৩) ইমাম আবূ হানীফাহ্ বলেন : (الْكَلْبُ الْعَقُوْرُ) দ্বারা কুকুরই উদ্দেশ্য তবে পাগলা বা ক্ষ্যাপা কুকুর।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : সকল 'আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, কুকুর ইহ্‌রামধারী, ইহরামবিহীন, হারাম এলাকা বা হারামের বাইরে সর্বত্র হত্যা করা বৈধ।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন : হাদীসে উল্লিখিত পাঁচ প্রকার প্রাণী ছাড়াও কষ্টদায়ক অন্যান্য প্রাণীও হত্যা করা বৈধ। কিন্তু এ বৈধতার কারণ সম্পর্কে তারা মতভেদ করেছেন।

(১) ইমাম মালিক-এর মতে তা কষ্টদায়ক প্রাণী, তাই হত্যা করা বৈধ।

(২) ইমাম শাফি'ঈ-এর মতে তা খাওয়া অবৈধ, তাই তা হত্যা করা বৈধ।

(৩) হানাফীদের মতে হাদীসে বর্ণিত শুধু পাঁচ প্রকার প্রাণীই হত্যা করা বৈধ। তবে সাপ হত্যা করা অন্য দলীলের ভিত্তিতে এবং নেকড়ে বাঘ কুকুরের সাথে সাদৃশ্য থাকার কারণে তা হত্যা করা বৈধ।

٢٦٩٩ - [٤] وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ وَالْحُدَيَّا». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৬৯৯-[৪] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : পাঁচটি ক্ষতিকর প্রাণী হিল্ ও হারাম (সর্বস্থানে) যে কোন স্থানেই হত্যা করা যেতে পারে। সেগুলো হলো সাপ, (সাদা কালো) কাক, ইঁদুর, হিংস্র কুকুর ও চিল। (বুখারী, মুসলিম)[৭৩৬]

---

[৭৩৬] **সহীহ** : বুখারী ৩৩১৪, মুসলিম ১১৯৮, নাসায়ী ২৮৮২, ইবনু মাজাহ ৩০৮৭, আহমাদ ২৪৬৬১, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৬৬৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৩৬৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৬৩৩, ইরওয়া ১০৩৬।

ব্যাখ্যা : حِلٌّ (হিল্) : এর অর্থ কয়েকটি– হালাল, মাক্কার আশেপাশের সম্মানিত স্থান ব্যতীত অন্য জায়গাকে বলা হয়, ইহরাম থেকে বের হওয়ার সময়, কোন স্থানে অবতরণকারীকেও হিল্ করা হয়।

(حَرَمٍ) হারাম : এর অর্থ প্রত্যেক ঐ বস্তু যার সংরক্ষণ করা হয়। নিষিদ্ধ, পবিত্র, পবিত্র স্থান, হেরেম, ক্যাম্পাস, যার দিক থেকে প্রতিরোধ করা হয়।

ব্যাখ্যা : (خَمْسٌ فَوَاسِقُ) "পাঁচ প্রকার ক্ষতিকর প্রাণী।" পাঁচ প্রকার প্রাণীকে ফাসিক্ব বলার কারণ এই যে, অন্যান্য প্রাণীর হুকুম থেকে এ প্রাণীগুলোর হুকুম পৃথক। অর্থাৎ- অন্যান্য প্রাণী হত্যা করা হারাম, আর এগুলো হত্যা করা বৈধ অথবা এগুলো খাওয়া হারাম, অথবা এগুলো অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় ক্ষতিকারক, এর মধ্যে কোন উপকার নেই। পক্ষান্তরে অন্যান্য প্রাণী উপকারী।

'আল্লামাহ্ তুরবিশতী বলেন : প্রাণীকুলের মধ্য থেকে এ পাঁচ প্রকার ক্ষতিকর প্রাণীকে অন্যান্য প্রাণী হতে পৃথক হুকুম দেয়ার কারণ এই যে, এর অপকারিতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অবহিত অথবা এগুলো অন্যান্য প্রাণীর তুলনার মানুষের জন্য অধিক ও দ্রুত ক্ষতিকর। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা হয় যে, কোন হত্যাকারী হত্যা করার পর হেরেমে আশ্রয় গ্রহণ করলে তাকে হত্যা করা বৈধ। কেননা এ প্রাণী হত্যা করা বৈধ হওয়ার কারণ হলো এগুলো ফাসিক। আর হত্যাকারীও ফাসিক্ব, তাই ঐ প্রাণীগুলোর মতো হত্যাকারীকেও হেরেমে হত্যা করা বৈধ।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٧٠٠-[٥] عَنْ جَابِرٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَحْمُ الصَّيْدِ لَكُمْ فِي الْإِحْرَامِ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيْدُوْهُ أَوْ يُصَادُ لَكُمْ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

২৭০০-[৫] জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : শিকারের গোশ্‌ত ইহরাম অবস্থায়ও তোমাদের জন্য হালাল। যদি না তোমরা নিজেরা তা শিকার করো অথবা তোমাদের জন্য শিকার করা হয়ে থাকে। (আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী)[৭৩৭]

ব্যাখ্যা : (لَحْمُ الصَّيْدِ لَكُمْ فِي الْإِحْرَامِ حَلَالٌ) "শিকারী প্রাণীর গোশ্‌ত তোমাদের জন্য ইহরাম অবস্থায়ও হালাল।" অর্থাৎ- শিকারী প্রাণী মুহরিম ব্যক্তির কোন নির্দেশ ইশারা-ইঙ্গিত ও সহযোগিতা ব্যতীত ইহরামবিহীন ব্যক্তি যাবাহ করলে বা শিকার করলে তা মুহরিম ব্যক্তির জন্য খাওয়া বৈধ।

(أَوْ يُصَادُ لَكُمْ) "অথবা তোমাদের জন্য শিকার না করা হয়।" অর্থাৎ- শিকারী প্রাণী যদি মুহরিম ব্যক্তির জন্য শিকার না করা হয় তাহলে তা মুহরিম ব্যক্তির জন্য খাওয়া বৈধ।

এ হাদীসটি তাদের পক্ষে দলীল যারা বলেন, শিকারী প্রাণী যদি মুহরিমের উদ্দেশে শিকার না করা হয় তাহলে তা মুহরিমের জন্য খাওয়া বৈধ। পক্ষান্তরে তা যদি মুহরিমের উদ্দেশে শিকার করা হয় তাহলে তা মুহরিমের জন্য খাওয়া বৈধ নয়। ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ ও জমহূর 'আলিমদের অভিমত এটিই।

---

[৭৩৭] য'ঈফ : আবূ দাউদ ১৮৫১, নাসায়ী ২৮২৭, তিরমিযী ৮৪৬, আহমাদ ১৪৮৯৪, দারাকুত্বনী ২৭৪৪, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৬৫৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৯২১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৯৭১, য'ঈফ আল জামি' ৩৫২৪। কারণ জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মুত্তালিব-এর শ্রবণটি প্রমাণিত নয়।

Contents

'আল্লামাহ্ শানক্বীত্বী বলেন : দলীল অনুযায়ী এ অভিমতটিই উত্তম। আর তা দু'টি কারণে।

(ক) ভিন্নমুখী দলীলের মধ্যে যথাসম্ভব সমন্বয় করা ওয়াজিব। কেননা কোন দলীল পরিত্যাগ করার চাইতে দু' বিপরীতমুখী দলীলের মধ্যে সমন্বয় করা উত্তম। উপরে বর্ণিত অভিমত ব্যতীত সমন্বয় সম্ভব নয়। অতএব এ অভিমতটিই উত্তম।

(খ) জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত অত্র হাদীস। ইমাম শাওকানী বলেন : হাদীস সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য করেছে যে, যা মুহরিম স্বয়ং শিকার করে অথবা তার জন্য শিকার করা হয় আর যা মুহরিম স্বয়ং শিকার করেনি অথবা তার জন্য শিকার করা হয়নি– এ দু' প্রকার প্রাণীর হুকুম ভিন্ন। অতএব যা মুহরিম স্বয়ং শিকার করেনি অথবা তার জন্য শিকার করা হয়নি ঐ শিকারী প্রাণীর গোশ্‌ত মুহরিমের জন্য হালাল। আর মুহরিম যা স্বয়ং শিকার করেছে অথবা অন্য কেউ মুহরিমের উদ্দেশে শিকার করেছে, তা মুহরিমের জন্য হালাল নয়।

٢٧٠١ ـ [٦] وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اَلْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

২৭০১-[৬] আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : টিড্ডি (ফড়িং) সমুদ্রের শিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)[৭৩৮]

ব্যাখ্যা : (اَلْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ) "ফড়িং সামুদ্রিক শিকারী প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত।"

বলা হয়ে থাকে যে, ফড়িং-এর জন্ম মাছ থেকে। যেমন- মাছের পোকার জন্ম হয় তেমনি ফড়িং-ও মাছ থেকেই জন্মে। অতঃপর পানি থেকে সমুদ্র উপকূলে এসে তা ডাঙ্গায় ছড়িয়ে যায়। এতে ফড়িং-এর প্রথম সৃষ্টির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 'আল্লামাহ্ আল্ বাজী কা'বা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : ফড়িং-এর উৎপত্তি মাছের নাসিকা থেকে।

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, ফড়িং সামুদ্রিক প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত। অতএব সামুদ্রিক প্রাণী শিকার করলে যেমন মুহরিম ব্যক্তির কোন কাফ্‌ফারাহ্ দিতে হয় না, অনুরূপ ফড়িং হত্যা করলেও মুহরিম ব্যক্তিকে কোন কাফ্‌ফারাহ্ দিতে হবে না।

এ বিষয়ে 'আলিমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফাহ্, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফি'ঈ প্রমুখদের মতানুযায়ী ফড়িং সামুদ্রিক প্রাণী নয় বরং তা স্থলপ্রাণী এবং তা শিকার করলে মুহরিম ব্যক্তিকে কাফ্‌ফারাহ্ দিতে হবে। 'উমার, 'উসমান ও ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুম এবং 'আত্বা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতেও এ অভিমত বর্ণিত হয়েছে। আর অধিকাংশ 'উলামাহ্গণেরও অভিমত এটিই।

আবূ সা'ঈদ আল খুদরী বলেন : তা শিকার করলে মুহরিম ব্যক্তিকে কোন কাফ্‌ফারাহ্ দিতে হবে না। কা'ব আহবার এবং 'উরওয়াহ্ ইবনুয্ যুবায়র রাযিয়াল্লাহু আনহু হতেও এ অভিমত পাওয়া যায়– আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহঃ) হতেও একটি বর্ণনা এরূপ বর্ণিত হয়েছে।

হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন : অত্র হাদীসের সানাদ য'ঈফ। যদি হাদীসটি সহীহ হত তাহলে তা দলীলযোগ্য হত।

---

[৭৩৮] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ১৮৫৩, তিরমিযী ৮৫০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০০১৫, য'ঈফ আল জামি' ২৬৪৭। কারণ এর সানাদে মায়মূন ইবনু জাবান একজন মাজহূল রাবী।

অতএব বিশুদ্ধ মত হলো ফড়িং স্থলপ্রাণী এবং কোন মুহরিম তা শিকার করলে তাকে কাফ্ফারাহ্ দিতে হবে। এ হাদীস এটিও প্রমাণ করে যে, ফড়িং খাওয়া বৈধ। একাধিক বিজ্ঞ 'আলিম বর্ণনা করেছেন যে, এ বিষয়ে সকল 'আলিম ঐকমত্য পোষণ করেন যে, ফড়িং খাওয়া বৈধ।

٢٧٠٢ -[٧] وَعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ السَّبُعَ الْعَادِىَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.

২৭০২-[৭] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি (ﷺ) বলেছেন : মুহরিম ব্যক্তি হিংস্র প্রাণী হত্যা করতে পারে। (তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ)[৭৩৯]

ব্যাখ্যা : (السَّبُعَ الْعَادِىَ) "অত্যাচারী হিংস্র প্রাণী"। অর্থাৎ- যে প্রাণী মানুষকে আক্রমণ করে ক্ষত-বিক্ষত করে। অতএব যে সকল হিংস্র প্রাণীর মধ্যে এ গুণ পাওয়া যাবে তা মুহরিমের জন্য হত্যা করা বৈধ। এজন্য মুহরিমকে কোন ফিদ্ইয়াহ্ দিতে হবে না।

ইমাম তিরমিযী বলেন : 'আলিমগণ এ হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী 'আমাল করে থাকেন। সুফ্ইয়ান সাওরী এবং ইমাম শাফি'ঈ-এর অভিমতও এটিই। ইমাম শাফি'ঈ বলেন : যে সকল হিংস্র প্রাণী মানুষের ওপর অথবা তাদের গৃহপালিত পশুর ওপর আক্রমণই করে সে সকল প্রাণী মুহরিমের জন্য হত্যা করা বৈধ। ইমাম মালিক, আহমাদ এবং জমহূর 'উলামাহ্গণের অভিমতও এরূপ।

٢٧٠٣ -[٨] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الضَّبُعِ أَصَيْدٌ هِيَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ فَقُلْتُ: أَيُؤْكَلُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

২৭০৩-[৮] 'আবদুর রহমান ইবনু আবূ 'আম্মার (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ আল আনসারী (রাঃ)-কে যবু' (অর্থাৎ- ধারালো নখ ও হিংস্র দাঁতবিশিষ্ট হায়েনা, বেজি, কাঠবিড়ালী এবং মরু অঞ্চলের হিংস্র প্রাণী) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, এটা শিকারী প্রাণী কিনা? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তবে যবু' কি খাওয়া যায়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এটা রসূলুল্লাহ ﷺ হতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। (তিরমিযী, নাসায়ী ও শাফি'ঈ; ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ)[৭৪০]

ব্যাখ্যা : (الضَّبُعُ) "হায়েনা (গোরখোদা)" (أَصَيْدٌ هِيَ) "তা কি শিকারী পশু"। অর্থাৎ- মুহরিম তা হত্যা করলে কি ফিদ্ইয়াহ্ দিতে হবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তা হত্যা করলে ফিদ্ইয়াহ্ দিতে হবে।

আবূ দাউদ-এর বর্ণনায় আছে- (وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ) "মুহরিম তা শিকার করলে তাকে ফিদ্ইয়াহ্ হিসেবে একটি মেষ দিতে হবে।

---

[৭৩৯] য'ঈফ : আবূ দাউদ ১৮৪৮, তিরমিযী ৮৩৮, ইবনু মাজাহ ৩০৮৯। কারণ এর সানাদে ইয়াযীদ ইবনু আবী যিয়াদ স্মৃতিশক্তিগত ত্রুটিজনিত কারণে এ কাজ দুর্বল রাবী।

[৭৪০] সহীহ : আবূ দাউদ ৩৮০১, নাসায়ী ২৮৩৬, তিরমিযী ৮৫১, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৮৬৮২, আহমাদ ১৪৪২৫, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৬৪৫, দারাকুত্বনী ২৫৪৪, মুসতাদ্রাক লিল হাকিম ১৬৬২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৮৭২।

হাদীসটি সুস্পষ্ট দলীল যে, হায়েনা হত্যাকারী মুহরিমকে ফিদ্‌ইয়াহ্ দিতে হবে। এ বিষয়ে চার ইমামের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে। তবে ইমাম মালিক, শাফি'ঈ ও আহমাদ-এর মতে তাকে একটি মেষ অথবা ছাগল দিতে হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফার মতে তার মূল্য দেয়া ওয়াজিব। হিদায়াতে উল্লেখ আছে যে, ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও আবূ ইউসুফ-এর মতে যে অঞ্চলে শিকারী প্রাণী হত্যা করা হয় সে এলাকায় সেটার মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

অতএব দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সেটার মূল্য নির্ধারণ করবে। অতঃপর ইচ্ছা করলে সে ঐ মূল্য দ্বারা কোন পশু ক্রয় করবে যদি তা দ্বারা পশু ক্রয় করা যায় অথবা খাদ্য-দ্রব্য ক্রয় করে তা সদাক্বাহ্ করবে অথবা তিনদিন সওম পালন করবে।

(أَيُؤْكَلُ) "তা কি খাওয়া যাবে?" তিরমিযী'র বর্ণনায় আছে– (قلت: آكلها؟) "আমি জিজ্ঞেস করলাম আমি কি তা খাবো?" (قال: نعم) "তিনি বললেন : হ্যাঁ"।

অত্র হাদীসে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হায়েনা খাওয়া হালাল। ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আহমাদ-এর অভিমত এটাই। ইমাম শাফি'ঈ বলেন : লোকেরা তা খেতো এবং কোন প্রকার বাধা ব্যতীত সাফা-মারওয়ার মাঝে তা বেচাকেনা করত 'আরবদের নিকট তা পছন্দনীয়।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও ইমাম মালিক-এর মতে তা হারাম। তাদের দলীল সে হাদীস যাতে আছে যে, প্রত্যেক কর্তন দাঁতওয়ালা হিংস্র প্রাণী হারাম এবং খুযায়মাহ্ ইবনু জায বর্ণিত (২৭৩০ নং) হাদীস। ইমাম শাওকানী প্রতিপক্ষের দ্বিতীয় মতের প্রথম হাদীসের জওয়াবে বলেন যে, জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসটি খাস এবং তাদের উত্থাপিত (كل ذي ناب) হাদীসটি 'আম্।

অতএব খাস হাদীসটি 'আম্ হাদীসের উপর প্রাধান্য পাবে। তাদের দ্বিতীয় দলীল খুযায়মাহ্ ইবনু জায বর্ণিত হাদীসটি য'ঈফ। কেননা তার একজন রাবী 'আবদুল কারীম ইবনু আবিল মুখারিক্ব। যিনি সর্বসম্মতিক্রমে য'ঈফ। অতএব উক্ত হাদীসটি দলীলযোগ্য নয়।

٢٧٠٤ -[٩] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّبُعِ؟ قَالَ: «هُوَ صَيْدٌ وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشًا إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ.

২৭০৪-[৯] জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যবু' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম (তা শিকারের অন্তর্গত প্রাণী কিনা)। তিনি বললেন, তা শিকার (জাতীয় প্রাণী)। তাই মুহরিম যবু' শিকার করলে ক্ষতিপূরণে (কাফ্‌ফারাহ্ হিসেবে) একটি দুম্বা দিতে হবে। (আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ ও দারিমী)[৭৪১]

ব্যাখ্যা : (وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشًا) "তাতে একটি মেষ (দুম্বা) দিতে হবে"। (إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ) "যদি মুহরিম ব্যক্তি তা শিকার করে।"

হাদীসের এ অংশ প্রমাণ করে যে, মুহরিম ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা সে শিকারী প্রাণী হত্যা করতে নিষেধ করেছেন যে শিকারী প্রাণী খাওয়া হালাল। আর মুহরিম তো শুধুমাত্র খাওয়ার উদ্দেশেই তা হত্যা করতে পারে অযথা হত্যা করতে যাবে না।

[৭৪১] **সহীহ :** আবূ দাঊদ ৩৮০১, দারিমী ১৯৮৪, ইরওয়া ১০৫০।

Contents

٢٧٠٥ -[١٠] وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الضَّبُعِ. قَالَ: أَوَ يَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ؟. وَسَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الذِّئْبِ. قَالَ: «أَوَ يَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ؟». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ

২৭০৫-[১০] খুযায়মাহ্ ইবনু জাযী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে যবু' (খাওয়ার ব্যাপারে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি (ﷺ) বললেন, যবু' কি কেউ খায়? তারপর আমি নেকড়ে বাঘ খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি (ﷺ) বললেন, যার মধ্যে কল্যাণ আছে এমন কেউ কি নেকড়ে খায়? (তিরমিযী; তিনি বলেন, হাদীসটির সানাদ দুর্বল)[৭৪২]

ব্যাখ্যা : (أَوَ يَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ؟) "কেউ কি হায়েনা খায়?" এখানে প্রশ্নবোধক অব্যয়টি অস্বীকার করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইবনু মাজাহ্-এর বর্ণনায় আছে, (ومن يأكل الضبع؟) এমন কোন ব্যক্তি আছে, যে হায়েনা খায়? 'আল্লামাহ্ সিন্দী বলেন : নাবী (ﷺ)-এর বক্তব্য এ কথা ইঙ্গিত করে যে, মানুষ স্বভাবগতভাবেই তা অপছন্দ করে থাকে।

(أَوَ يَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ؟) "যার মধ্যে কল্যাণ আছে এমন কেউ কি নেকড়ে খায়?" এখানে خَيْرٌ শব্দটি أَحَدٌ-এর গুণ বুঝানো হয়েছে, যার অর্থ তাক্বওয়া অর্থাৎ- আল্লাহ ভীতি। যারা হায়েনা খাওয়া হারাম বলে থাকেন তারা এ হাদীসটিকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করে থাকেন। কিন্তু হাদীসটি য'ঈফ হওয়ার কারণে তা দলীলযোগ্য নয়।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٧٠٦ -[١١] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَافَقَ مَنْ أَكَلَهُ قَالَ: فَأَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৭০৬-[১১] 'আবদুর রহমান ইবনু 'উসমান আত্ তায়মী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা (আমার চাচা) ত্বলহাহ্ ইবনু 'উবায়দুল্লাহ-এর সাথে ছিলাম। আমরা সকলেই ইহরাম অবস্থায় ছিলাম। এ সময় তাঁকে পাখী হাদিয়্যাহ্ দেয়া হল। তখন তিনি (ত্বলহাহ্) ঘুমে ছিলেন। আমাদের কেউ কেউ তার গোশ্ত খেলেন, আবার কেউ কেউ খাওয়া থেকে বিরত থাকলেন। ত্বলহাহ্ ঘুম থেকে যখন জেগে উঠলেন তখন যারা গোশ্ত খেলেন তাদের সমর্থন দিলেন এবং বললেন, আমরা এটা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে খেয়েছি। (মুসলিম)[৭৪৩]

[৭৪২] য'ঈফ : তিরমিযী ১৭৯২, ইবনু মাজাহ ৩২৩৫, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৩৭৯৬। কারণ এর সানাদে ইসমা'ঈল ইবনু মুসলিম একজন সমালোচিত রাবী যেমনটি ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেছেন। 'আবদুল কারীম ইবনু আবিল মাখারিক্বও একজন দুর্বল রাবী।

[৭৪৩] সহীহ : মুসলিম ১১৯৭, নাসায়ী ২৮১৭, আহমাদ ১৩৯২, দারিমী ১৮৭১।

ব্যাখ্যা : (وَافَقَ مَنْ أَكَلَهُ) "যারা তা খেয়েছিল তিনি (ত্বলহাহ্) তাদের সমর্থন করলেন"। অর্থাৎ- যে মুহরিম ব্যক্তি ঐ শিকারকৃত পাখীর গোশ্‌ত খেয়েছিল। তিনি কথা অথবা কাজের মাধ্যমে তাদের উক্ত কাজকে সমর্থন করলেন।

(فَأَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ) "আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তা খেয়েছি।" অর্থাৎ- নাবী ﷺ-এর সাথে আমরা এরূপ পাখীর গোশ্‌ত হাদিয়্যাহ্ দেয়া হলে তা আমরা খেয়েছি।

যারা বলেন শিকারী ব্যক্তি মুহরিমের জন্য শিকার করুক বা নিজের জন্যই শিকার করুক মুহরিমকে তা থেকে হাদিয়্যাহ্ দিলে তিনি তা খেতে পারবেন– এ হাদীসটি তাদের দলীল। তবে তিন ইমামের (মালিক, শাফি'ঈ ও আহমাদ) মতে যে ব্যক্তি নিজের জন্য পাখী শিকার করার পর তা থেকে মুহরিমকে হাদিয়্যাহ্ স্বরূপ দান করলে তা মুহরিমের জন্য খাওয়া বৈধ।

ইমাম শাওকানী বলেন, অবশ্যই এ হাদীসের অর্থ হবে যাকে হাদিয়্যাহ্ দেয়া হলো শিকারী ব্যক্তি সেটা তার জন্য শিকার করেননি বরং নিজের জন্য শিকার করার পর তা থেকে মুহরিমকে হাদিয়্যাহ্ দিয়েছিল। যাতে দু' ধরনের হাদীসের সমন্বয় ঘটে।

(١٣) بَابُ الْإِحْصَارِ وَفَوْتِ الْحَجِّ

অধ্যায়-১৩ : বাধাগ্রস্ত হওয়া এবং হাজ্জ ছুটে যাওয়া

(الْإِحْصَارِ) "ইহ্সা-র" শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো আবদ্ধ রাখা ও বাধা দেয়া। ইসলামী শারী'আতের পরিভাষায় কা'বাহ্ ঘরের ত্বওয়াফ ও 'আরাফাতে অবস্থান করতে বাধা প্রদানকে (إِحْصَارِ) বলে। যদি কোন ব্যক্তি ত্বওয়াফ এবং 'আরাফাতে অবস্থান এ দু'টি কাজের কোন একটি কাজ করতে সমর্থ হয় তবে তিনি মুহসার তথা বাধাপ্রাপ্ত নন।

(فوت الحج) হাজ্জ ছুটে যাওয়া।

কোন ধরনের বাধাকে (إِحْصَارِ) বলা হবে– এ সম্পর্কে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়।

(১) 'ইহ্সা-র' দ্বারা উদ্দেশ্য শত্রু দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়া। এ মতের প্রবক্তা ইবনু 'আব্বাস, ইবনু 'উমার, আনাস, ইবনুয্ যুবায়র رضي الله عنهم সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, সা'ঈদ ইবনু জুবায়র (রহঃ) প্রমুখ এ অভিমত গ্রহণ করেছেন মারওয়ান, ইসহাক্ব প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী আহমাদ ইবনু হাম্বাল। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফি'ঈর মাযহাব এটাই। এ অভিমত অনুযায়ী কোন ব্যক্তি ইহরাম বাধার পর অসুস্থ হয়ে পড়লে তার জন্য হালাল হওয়া বৈধ নয়। এ মতের পক্ষে দলীল :

(ক) আল্লাহ তা'আলার বাণী- ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ "কিন্তু যদি তোমরা বাধাগ্রস্ত হও, তবে যা সম্ভব কুরবানী দিবে"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৯৬)। এ আয়াতটি তখন নাযিল হয়েছে যখন নাবী ﷺ ও তার সহচরবৃন্দ হুদায়বিয়াতে মুশরিকদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। আর উসূলবিদগণের নিকট এটি সর্বসম্মতিক্রমে সাব্যস্ত যে, যে কারণে আয়াত নাযিল হয়েছে ঐ বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে হুকুমের অন্তর্ভুক্ত, কোন বিশেষ কারণ দ্বারা ঐ বিষয়টি ঐ হুকুম থেকে বের করা যায় না।

(খ) বিভিন্ন আসার দ্বারা সাব্যস্ত আছে যে, অসুস্থতার কারণে ত্বওয়াফ ও সা'ঈ ব্যতীত হালাল হওয়া যায় না। অতএব বুঝা গেল যে, ইহসার দ্বারা শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়াই উদ্দেশ্য।

(২) ইহসা-র দ্বারা উদ্দেশ্য যে কোন ধরনের বাধা, তা শত্রু কর্তৃক বাধাই হোক অথবা অসুস্থতার কারণে বা অনুরূপ কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত হোক। এ অভিমতের প্রবক্তা হলেন ইবনু মাস্'ঊদ, মুজাহিদ, 'আত্বা, ক্বাতাদাহ্ 'উরওয়া ইবনুয্ যুবায়র ইব্রাহীম নাখ্'ঈ, আল্ক্বমাহ্, সাওরী, হাসান বাসরী, আবূ সাওর ও দাঊদ (রহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ 'উলামাগণ। ইমাম আবূ হানীফার অভিমত এটিই।

এ অভিমতের দলীল :

(ক) পূর্বে বর্ণিত আয়াত যা দ্বারা শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত আছে।

(খ) অসুস্থতা একটি বাধা, তার দলীল– আহমাদ, সুনান আর্বা'আহ্, ইবনু খুযায়মাহ্, হাকিম, বায়হাক্বী প্রভৃতি গ্রন্থে হাজ্জাজ ইবনু 'আম্র আল আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন : আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যার হাড় ভেঙ্গে যায় অথবা লেংড়া হয়ে যায় সে হালাল হয়ে যাবে এবং তাকে আবার পুনরায় হাজ্জ করতে হবে। 'ইকরিমাহ্ (রহঃ) বলেন : বিষয়টি আমি ইবনু 'আব্বাস ও আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর নিকট উপস্থাপন করলে তারা উভয়ে বলেন : তিনি সত্য বলেছেন।

প্রথমপক্ষ হাজ্জাজ ইবনু 'আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসের দু'টি জবাব দিয়েছেন :

(ক) অত্র হাদীসে হালাল হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য অসুস্থতা ব্যতীত অন্য কোন কারণে হাজ্জ ছুটে গেলে যেভাবে হালাল হতে হয় এখানেও সেভাবেই হালাল হতে হবে।

(খ) কেউ যদি ইহরামের সময় শর্ত করে যে, যেখানেই সে বাধাপ্রাপ্ত সেখানেই সে হালাল হবে, অনুরূপ অত্র হাদীসে হালাল দ্বারা উদ্দেশ্য শর্তযুক্ত ইহরাম থেকে হালাল হওয়া।

(৩) তৃতীয় অভিমত : ইহসার দ্বারা উদ্দেশ্য শুধুমাত্র অসুস্থ হওয়ার কারণে বাধা প্রাপ্ত হওয়া, অন্য কোন ওযর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত উদ্দেশ্য নয়। অধিকাংশ ভাষাবিদগণের অভিমত এটাই।

এদের মতে শত্রু দ্বারা বাধাপ্রাপ্তের হুকুম অসুস্থতার দ্বারা বাধাপ্রাপ্তের হুকুমের সাথে সংযুক্ত।

'আল্লামাহ্ শানক্বীত্বী বলেন : আমাদের মতে দলীলের ভিত্তিতে ইমাম মালিক, শাফি'ঈ ও আহমাদ ইবনু হাম্বাল-এর প্রসিদ্ধ বর্ণনাটিই সঠিক।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٧٠٧ -[١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدْ أُحْصِرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَحَلَقَ رَأْسَهٗ وَجَامَعَ نِسَاءَهٗ وَنَحَرَ هَدْيَهٗ حَتّٰى اِعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৭০৭-[১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (৬ষ্ঠ হিজরীতে কুরায়শদের দ্বারা 'উমরাহ্ করতে গিয়ে) বাধাপ্রাপ্ত হলেন। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাথা মুণ্ডন করলেন, স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করলেন এবং কুরবানীর পশু যাবাহ করলেন। অতঃপর পরবর্তী বছর (ক্বাযা হিসেবে) 'উমরাহ্ আদায় করলেন। (বুখারী)[৭৪৪]

---

[৭৪৪] সহীহ : বুখারী ১৮০৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০০৮৩।

ব্যাখ্যা : (جَامَعَ نِسَاءَهُ) "তিনি (ﷺ) তার স্ত্রীদের সাথে সহবাস করলেন"। অর্থাৎ- কুরবানীর পশু যাবাহ করা ও মাথা মুণ্ডনের মাধ্যমে পূর্ণ হালাল হওয়ার পর তিনি (ﷺ) তার স্ত্রীদের সাথে সহবাস করেছেন।

নাবী ﷺ হুদায়বিয়ার বৎসর 'উমরাহ্ পালনে বাধাগ্রস্ত হয়ে তাঁর কুরবানীর পশু হেরেমের মধ্যে যাবাহ করেছিলেন না-কি হেরেমের বাইরে যাবাহ করেছিলেন– এ নিয়ে 'উলামাহ্গণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার বাণী : "কুরবানীর পশু যাবাহ করার নির্দিষ্ট স্থানে পৌছতে অপেক্ষমাণ"– এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি হেরেমের বাইরে কুরবানীর পশু যাবাহ করেছিলেন। বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির কুরবানীর পশু যাবাহ করার স্থান কোন্‌টি এ ব্যাপারে অনেক বক্তব্য রয়েছে।

(১) বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেখানে হালাল হবে সেখানেই কুরবানীর পশু যাবাহ করবে। জমহূর 'উলামাহ্গণের অভিমত এটি।।

(২) হেরেমের বাইরে কুরবানীর পশু যাবাহ করা যাবে না। হানাফীদের অভিমত এটাই।

(৩) কুরবানীর পশু যদি হেরেমে পৌছানো সম্ভব হয় তাহলে তা সেখানে পৌছানো ওয়াজিব এবং তা নির্দিষ্ট স্থানে পৌছাবার পূর্বে হালাল হওয়া বৈধ নয়। আর তা সম্ভব না হলে যেখানে বাধাপ্রাপ্ত হবে সেখানেই যাবাহ করে হালাল হয়ে যাবে।

(حَتّٰى اِعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا) "পরবর্তী বৎসর তিনি (ﷺ) 'উমরাহ্ করলেন।" অর্থাৎ- কুরায়শদের সাথে সন্ধি চুক্তি অনুযায়ী তিনি (ﷺ) পরবর্তী বৎসর 'উমরাহ্ করলেন।

এ হাদীস দ্বারা দলীল প্রদান করা হয় যে, বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ক্বাযা 'উমরাহ্ করতে হবে। কিন্তু এ হাদীসে ক্বাযা 'উমরাহ্ করার দলীল নেই। কেননা অত্র হাদীসে সংঘটিত ঘটনার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কেননা পরবর্তী বৎসর নাবী ﷺ যখন 'উমরাহ্ করেন তখন হুদায়বিয়ার বৎসর যে সকল সহাবী নাবী ﷺ-এর সাথে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে হালাল হয়েছিলেন তাদের অনেকেই এ 'উমরাতে অংশগ্রহণ করেননি। তাদের কোন ওযরও ছিল না। ক্বাযা 'উমরাহ্ করা যদি ওয়াজিব হত তাহলে অবশ্যই নাবী ﷺ তাদেরকে তা পালন করতে আদেশ করতেন। অথচ তিনি তা করেননি। তবে যদি কোন ব্যক্তি ওয়াজিব হাজ্জ ও 'উমরাহ্ পালন করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হন তাহলে তাকে অবশ্যই তা ক্বাযা করতে হবে। এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই।

অতএব 'উমরাহ্ পালনকারী ব্যক্তি বাধাপ্রাপ্ত হলে তিনি হালাল হয়ে যাবে। আর বাধাপ্রাপ্ত হয়ে হালাল হওয়া শুধুমাত্র হাজ্জের জন্য খাস নয়। যেমনটি ইমাম মালিক মনে করে থাকেন।

٢٧٠٨ - [٢] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ هَدَايَاهُ وَحَلَقَ وَقَصَّرَ أَصْحَابُهٗ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৭০৮-[২] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ('উমরাহ্ করতে) বের হলাম। কুরায়শ কাফিররা আমাদের ও বায়তুল্লাহর মধ্যে (হুদায়বিয়ায়) প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো। তাই নাবী ﷺ সেখানে নিজের কুরবানীর পশুগুলো যাবাহ করলেন, মাথা মুণ্ডন করলেন এবং তাঁর সাথীগণ মাথার চুল ছাটলেন। (বুখারী)[৭৪৫]

---

[৭৪৫] **সহীহ :** বুখারী ১৮১২, নাসায়ী ২৮৫৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী।

ব্যাখ্যা : (فَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ هَدَايَاهُ وَحَلَقَ) "নাবী ﷺ তার কুরবানীর পশুসমূহ যাবাহ করলেন এবং স্বীয় মাথা মুণ্ডালেন।" অর্থাৎ- নাবী ﷺ হুদায়বিয়াতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার পর তিনি সেখানেই কুরবানীর পশু যাবাহ করার পর স্বীয় মাথা মুণ্ডন করে ইহরাম থেকে হালাল হয়ে গেলেন।

মুহসার তথা হাজ্জ অথবা 'উমরার ইহরাম বাঁধার পর বাধাপ্রাপ্ত হলে কুরবানীর পশু যাবাহ করার পর মাথা মুণ্ডানো অথবা চুল ছেঁটে ফেলা ওয়াজিব কি-না এ বিষয়ে 'আলিমদের মাঝে ভিন্ন মত রয়েছে।

(ক) শাফি'ঈ-এর মতে মাথা নেড়ে করা অথবা চুল ছেঁটে ফেলা ওয়াজিব। কেননা মাথা নেড়ে করা অথবা চুল ছেঁটে ফেলাও 'ইবাদাত। ইমাম আবূ ইউসুফ এবং আহমাদ ইবনু হাম্বাল থেকেও একটি বর্ণনা এরূপ পরিলক্ষিত হয়।

(খ) ইমাম আহমাদ-এর প্রসিদ্ধ মত হলো তা ওয়াজিব নয়। ইমাম আবূ হানীফাহ্ এবং মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান– এ মতের প্রবক্তা, মালিকীদের অভিমত এটাই।

ইমাম নাবাবী তাঁর মানাসিক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তিনটি কাজের মাধ্যমে ইহরাম থেকে হালাল হওয়া অর্জিত হয়।

(ক) পশু যাবাহ করা, (খ) হালাল হওয়ার নিয়্যাত করা, (গ) মাথা নেড়ে করা অথবা চুল ছেঁটে ফেলা।

٢٧٠٩ -[٣] وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَأَمَرَ أَصْحَابَه بِذٰلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৭০৯-[৩] মিস্ওয়ার ইবনু মাখরামাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মাথা মুণ্ডনের আগে পশু যাবাহ করেছেন এবং এভাবে করার জন্য সহাবীগণকে আদেশ করেছেন। (বুখারী)[৭৪৬]

ব্যাখ্যা : (إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ) অর্থাৎ- রসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে কুরবানীর পশু যাবাহ করেছেন, এরপর মাথা নেড়ে করেছেন এবং তার সঙ্গীদেরকেও এ আদেশ দিয়েছেন। হাদীসের এ অংশ প্রমাণ করে যে, প্রথমে কুরবানীর পশু যাবাহ করবে, এরপর মাথা নেড়ে করবে। পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, প্রথমে মাথা নেড়ে করবে এরপর কুরবানী করবে।

অতএব অত্র হাদীসের জবাবে বলা হয়েছে যে, মিস্ওয়ার رضي الله عنه বর্ণিত এ হাদীসটিতে হুদায়বিয়ার বৎসরে রসূল ﷺ-এর কর্মের বিবরণ বর্ণিত হয়েছে যখন তিনি (ﷺ) বাধাপ্রাপ্ত হয়ে কুরবানীর পশু যাবাহ করার পর মাথা নেড়ে করেছিলেন। অতএব এ বিধান বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য।

ইমাম শাওকানী বলেন : এ হাদীসে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রথমে কুরবানীর পশু যাবাহ করবে এরপর মাথা নেড়ে করবে। অতএব বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি কুরবানীর পশু যাবাহ করার পূর্বে মাথা নেড়ে করে তাহলে তাকে দম দিতে হবে। অর্থাৎ- কাফ্ফারাহ্ স্বরূপ একটি পশু যাবাহ করতে হবে। ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে প্রকাশমান দলীল হলো তা ওয়াজিব হবে না, বরং তা সুন্নাত।

ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ওপর কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। তবে অত্র হাদীস তার বিপক্ষে দলীল।

---

[৭৪৬] সহীহ : বুখারী ১৮১১, ইরওয়া ১১২১, আহমাদ ১৮৯২০।

٢٧١٠ - [٤] وَعَنِ ابْنِ عمَرَ أَنَّهُ قَالَ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا فَيَهْدِي أَوْ يَصُومَ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৭১০-[8] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নাত কি যথেষ্ট নয়? তিনি (সাঃ) বলেছেন, যদি তোমাদের কাউকে ('আরাফার অবস্থান হতে) হাজ্জে আটকে রাখা হয় তবে সে বায়তুল্লাহর তৃওয়াফ ও সাফা মারওয়ায় সা'ঈ করবে। অতঃপর আগামী বছরে হাজ্জ করা পর্যন্ত সব জিনিস হতে হালাল হয়ে যাবে। (সা'ঈর পর) সে কুরবানীর পশু যাবাহ করবে অথবা যদি কুরবানীর পশু না পায় তবে সিয়াম পালন করবে। (বুখারী)[৭৪৭]

ব্যাখ্যা : (أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟) "তোমাদের জন্য কি রসূল (সাঃ)-এর সুন্নাতই যথেষ্ট নয়।" এর দ্বারা ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর উদ্দেশ্য হলো বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার জন্য ইহরাম বাঁধার সময় শর্ত করা জরুরী নয়। কেননা নাবী (সাঃ) হুদায়বিয়াতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ইহরাম থেকে হালাল হয়েছিলেন অথচ তিনি ইহরাম বাঁধার সময় এ শর্ত করেননি যে, আমি যদি বাধাপ্রাপ্ত হই তাহলে সেখানেই হালাল হব।

ইমাম বায়হাক্বী বলেন : ইবনু 'উমার যদি যুবা'আহ্ বর্ণিত হাদীস জানতে পারতেন তাহলে ইহরাম বাধার সময় শর্তারোপ করার বিষয় অস্বীকার করতেন না।

(ثـم حـل) أي بـالحلق والـذبح (مـن كل شيء) অতঃপর সবকিছু থেকেই হালাল হয়ে যাবে। মাথা মুড়িয়ে ও কুরবানীর পশু যাবাহ করে ইহরাম অবস্থায় হারামকৃত সকল বিষয় থেকে হালাল হয়ে যাবে।

(فَيَهْدِي) "অতঃপর একটি ছাগল যাবাহ করবে।" কেননা হালাল হওয়ার নিয়্যাত এবং কুরবানীর পশু যাবাহ করা ও মাথা মুড়ানো ছাড়া হালাল হওয়া যায় না।

(أَوْ يَصُومَ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا) "পশু যাবাহ করতে সামর্থ্য না হলে সিয়াম পালন করবে।" এ সিয়াম সফররত অবস্থায় করা যাবে। সফর থেকে ফিরে বাড়ীতে এসেও করা যাবে।

(حَتّٰى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا) "পরবর্তী বৎসর পুনরায় হাজ্জ করবে।" হাদীসের এ অংশ দ্বারা প্রমাণ পেশ করা হয় যে, বাধাপ্রাপ্ত হয়ে হালাল হলে তার জন্য পুনরায় হাজ্জ করা ওয়াজিব। এ বিষয়ে 'আলিমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। হানাফীদের মতে ক্বাযা করা ওয়াজিব। অত্র হাদীস তাদের দলীল।

শাফি'ঈ ও মালিকীদের মতে তা ওয়াজিব নয়। তবে এ হাজ্জ যদি ফার্‌য হাজ্জ হয়ে থাকে তাহলে তার ওপর ফার্‌য হাজ্জ পূর্বের অবস্থায়ই থাকবে। অর্থাৎ- তাকে অবশ্যই ফার্‌য হাজ্জ পুনরায় সম্পাদন করতে হবে। আর এটিই সঠিক।

٢٧١١ - [٥] وَعَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلٰى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا: «لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ؟» قَالَتْ: وَاللهِ مَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً. فَقَالَ لَهَا: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي: اَللّٰهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

[৭৪৭] সহীহ : বুখারী ১৮১০, নাসায়ী ২৭৬৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০১২৩।

২৭১১-[৫] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (আপন চাচাতো বোন) যুবা'আহ্ বিনতুয্ যুবায়র-এর নিকট এসে বললেন, মনে হয় তুমি হাজ্জ পালনের ইচ্ছা পোষণ করো। তিনি (যুবা'আহ্) বললেন, আল্লাহর কসম! (হ্যাঁ, কিন্তু) আমি তো অধিকাংশ সময় অসুস্থ হয়ে পড়ি। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন, হাজ্জের নিয়্যাত করে ফেলো এবং শর্ত করে বলো, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে (অসুখের কারণে) যেখানেই আটকে ফেলবে সেখানেই আমি হালাল হয়ে যাবো। (বুখারী ও মুসলিম)[৭৪৮]

ব্যাখ্যা : (حُجِّيْ وَاشْتَرِطِيْ وَقُوْلِيْ: اَللّٰهُمَّ مَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ) "তুমি হাজ্জের ইহরাম বাঁধো এবং শর্তারোপ করো আর বলো যে, আমি সেখানেই হালাল হব যেখানে আমাকে অসুস্থতা বাধা প্রদান করে।" 'আল্লামাহ্ 'আয়নী বলেন : এর অর্থ হলো তুমি যেখানেই হাজ্জের কার্যাবলী সম্পাদন করতে অপারগ হবে এবং তা করতে বাধাপ্রাপ্ত হবে অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার কারণে সেখানেই তুমি হালাল হয়ে যাবে।

যারা মনে করেন অসুস্থতা দ্বারা (মুহসার হয় না) হাজ্জ সম্পাদনের ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয় না তারা এ হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করে বলেন যে, অসুস্থতা যদি বাধা হত তাহলে শর্ত করার কোন প্রয়োজন ছিল না এবং নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে শর্তারোপ করতে বলতেন না। ইমাম শাফি'ঈ ও তার সমর্থকদের বক্তব্য এটাই। আর যারা মনে করেন অসুস্থতাও হাজ্জ পালনে বাধা, অর্থাৎ- এর দ্বারা মুহসার হয় যেমনটি হানাফীদের অভিমত তারা হাজ্জাজ ইবনু 'আম্‌র-এর হাদীস যাতে আছে– "যার হাড় ভেঙ্গে গেল অথবা লেংড়া হয়ে গেল সে হালাল হয়ে গেল" এটি দলীল হিসেবে পেশ করে থাকেন।

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত এ হাদীসটি ঐ ব্যক্তির জন্য শর্তারোপ করার বৈধতা প্রমাণ করে যিনি আশংকা করেন যে, আগত কোন বিপদ বা অসুস্থতা তাকে হাজ্জে বাধা প্রদান করতে পারে। যে ব্যক্তি ইহরামের সময় এরূপ শর্তারোপ করে অতঃপর অসুস্থতা বা অনুরূপ কোন বাধার সম্মুখীন হয় তার জন্য হালাল হওয়া বৈধ। আর যে ব্যক্তি এরূপ শর্তারোপ করেনি তার জন্য অসুস্থতার কারণে হালাল হওয়া বৈধ নয়।

আর এরূপ শর্তারোপ করা মুবাহ, না-কি মুস্তাহাব, না-কি তা ওয়াজিব– এ বিষয়ে 'আলিমদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে।

(১) এরূপ শর্ত করা বৈধ– এটি শাফি'ঈদের প্রসিদ্ধ মত।

(২) এরূপ শর্ত করা মুস্তাহাব– ইমাম আহমাদের অভিমত এটিই।

(৩) এরূপ শর্ত করা ওয়াজিব– ইবনু হায্‌ম আল যাহিরী এ মতের প্রবক্তা।

(৪) এরূপ শর্ত করা বৈধ নয়– হানাফী এবং মালিকী মাযহাবের অভিমত এটিই।

শর্ত করা বৈধ নয় এর অর্থ হলো এরূপ শর্ত করার কোন লাভ নেই, অর্থাৎ- এর ফলে তার জন্য হালাল হওয়া বৈধ হবে না। কেননা অসুস্থতা হানাফীদের মতানুসারে হাজ্জ পালনে এমনিতেই বাধা। অতএব শর্তারোপ ছাড়াই অসুস্থ ব্যক্তি মুহসার তথা বাধাপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবে। তাই এ শর্ত নিষ্প্রয়োজন। তবে আবূ হানীফার মতে এ শর্তের একটি উপকারিতা এই যে, শর্তকারী ব্যক্তি হালাল হলে তাকে দম (কাফ্‌ফারাহ্) দিতে হবে না।

হাদীসের প্রকাশমান অর্থ এই যে, হাজ্জের ইহরামে শর্তারোপকারী হাজ্জ সম্পাদনের পূর্বেই বাধাপ্রাপ্ত হয়ে হালাল হলে তাকে কাফ্‌ফারাহ্ (দম) দিতে হবে না হাম্বালী এবং শাফি'ঈদের মত এটিই।

---

[৭৪৮] সহীহ : বুখারী ৫০৮৯, মুসলিম ১২০৭, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৮৩৫, ইরওয়া ১০০৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৯৭৩, নাসায়ী ২৭৬৮, আহমাদ ২৫৬৫৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০১০৪।

জমহূর 'আলিমগণ এ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন যে, শর্তারোপ ব্যতীত অসুস্থ ব্যক্তির জন্য হালাল হওয়া বৈধ নয়। কেননা তা যদি বৈধ হত তাহলে শর্তারোপের প্রয়োজন হত না। অত্র হাদীস এও প্রমাণ করে যে, শর্তারোপ করার পর অসুস্থতার কারণে হালাল হয়ে গেলে তাকে তা ক্বাযা করতে হবে না।

(مَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ) "বাধাপ্রাপ্ত স্থানই আমার হালালস্থল।" হাদীসের এ অংশ প্রমাণ করে যে, বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেখানে বাধাপ্রাপ্ত হবে সেখানেই হালাল হবে এবং সেখানেই কুরবানীর পশু যাবাহ করবে যদিও তা হেরেম এলাকার বাইরে হয়। ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম আহমাদ-এর অভিমত এটিই।

ইমাম আবূ হানীফাহ্ বলেন : হেরেম এলাকা ব্যতীত কুরবানীর পশু যাবাহ করা যাবে না।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٧١٢ - [٦] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أَصْحَابَهٗ أَنْ يُبَدِّلُوا الْهَدْىَ الَّذِىْ نَحَرُوْا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِىْ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَفِىْ سَنَدِهٖ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ.

২৭১২-[৬] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর সহাবীগণকে হুদায়বিয়ার বছরে তারা যে পশু কুরবানী করেছিলেন (পরের বছর) ক্বাযা 'উমরার সময় তার বদলে অন্য পশু কুরবানীর হুকুম দিয়েছিলেন। (আবূ দাউদ)[৭৪৯]

ব্যাখ্যা : (أَمَرَ أَصْحَابَهٗ أَنْ يُبَدِّلُوا الْهَدْىَ الَّذِىْ نَحَرُوْا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ) "নাবী (সাঃ) সহাবীদের আদেশ করলেন যে, হুদায়বিয়াতে তারা যে পশু যাবাহ করেছে তার পরিবর্তে তারা যেন পুনরায় যাবাহ করে।"

(فِىْ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ) "ক্বাযা 'উমরাতে" অর্থাৎ- পরবর্তী বৎসর সহাবীরা যখন 'উমরাহ্ করলেন তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের আদেশ দিলেন তারা হুদায়বিয়াতে যে কুরবানীর পশু যাবাহ করেছে এর পরিবর্তে ক্বাযা 'উমরার সময় পুনরায় যেন কুরবানী করে। যারা মনে করেন যে, 'উমরাহ্ করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে হালাল হলে তাদেরকে ক্বাযা 'উমরাহ্ করতে হবে তারা হাদীসের (فِىْ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ) এ অংশটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছে।

আর যারা মনে করে যে, বাধাপ্রাপ্ত হয়ে হালাল হলে সেজন্য ক্বাযা করতে হবে না তারা বলেন এখানে الْقَضَاءِ শব্দটি المقاضاة থেকে নেয়া হয়েছে। কেননা মাক্কাবাসীগণ হুদায়বিয়াতে এ বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল তথা ফায়সালা করেছিল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তার সঙ্গীগণ এবার 'উমরাহ্ না করেই ফিরে যাবে এক বৎসর পর এ সময়ে তারা 'উমরাহ্ করতে পারবে এবং এজন্য তারা তিনদিন সময় পাবে এজন্য এ 'উমরার নাম হয়েছে (عُمْرَةُ الْقَضَاءِ)। আর এ শব্দটি قضى يقضي قضاء শব্দ থেকে নির্গত নয় যার অর্থ ক্বাযা করা।

---

[৭৪৯] **য'ঈফ** : আবূ দাউদ ১৮৬৪, মুসতাদ্রাক লিল হাকিম ১৭৮৬। কারণ এর সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব একজন মুদাল্লিস রাবী।

যারা মনে করেন বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হেরেম ব্যতীত তার কুরবানীর পশু যাবাহ করতে পারবে না তারা এ হাদীসটিকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করে থাকেন। কেননা হুদাযবিয়ার বৎসর সহাবীগণ হেরেমের বাইরে কুরবানীর পশু যাবাহ করেছিলেন। তাই নাবী ﷺ তার পরিবর্তে পুনরায় কুরবানী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যারা বলেন, বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেখানে বাধাপ্রাপ্ত হবে সেখানেই কুরবানীর পশু যাবাহ করবে তারা বলেন এখানে পুনরায় যাবাহ করার নির্দেশ এজন্য দেননি যে, তা হেরেমে যাবাহ করা হয়নি। কেননা হুদায়বিয়ার অধিকাংশ এলাকাই হেরেমের অন্তর্ভুক্ত। বরং এ নির্দেশ ছিল পুনরায় ফাযীলাত অর্জনের জন্য এবং এ আদেশ মুস্তাহাবের জন্য ওয়াজিবের জন্য নয়।

٢٧١٣ -[٧] وَعَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ وَزَادَ أَبُوْ دَاوُدَ فِيْ رِوَايَةٍ أُخْرٰى: «أَوْ مَرِضَ». وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَفِي الْمَصَابِيْحِ: ضَعِيْفٌ.

২৭১৩-[৭] হাজ্জাজ ইবনু 'আম্‌র আল আনসারী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যার হাড় ভেঙ্গে গেছে অথবা খোঁড়া হয়ে গেছে সে হালাল হয়ে গেছে। তবে পরের বছর তার ওপর হাজ্জ করা অত্যাবশ্যক। [তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ ও দারিমী; কিন্তু আবূ দাউদ আরেক বর্ণনায় আরো বেশি বলেছেন, তিনি (ﷺ) বলেছেন : "অথবা রোগাক্রান্ত হয়েছে"। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান। ইমাম বাগাবী মাসাবীহ গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি দুর্বল।][৭৫০]

ব্যাখ্যা : (مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ) "যে ব্যক্তির পা ভেঙ্গে যাবে অথবা লেংড়া হয়ে যাবে সে হালাল হয়ে যাবে।" অর্থাৎ- এমন ব্যক্তির জন্য ইহরাম পরিত্যাগ করে স্বদেশে ফিরে যাওয়া বৈধ।

'আল্লামাহ্ সিন্দী (রহঃ) বলেন : ইহরাম বাঁধার পর যে ব্যক্তি শত্রু দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত ব্যতীত যে কোন কারণে যদি সফর অব্যাহত রাখতে অপারগ হয়ে যায়। যেমন- কারো পা ভেঙ্গে গেল অথবা এমনিতেই লেংড়া হয়ে গেল তার জন্য ইহরাম ছেড়ে দিয়ে হালাল হওয়া বৈধ যদিও ইহরাম বাঁধার সময় কোন শর্ত না করে থাকেন। তবে শাফি'ঈ ও হাম্বালীদের মতে শর্তারোপ করলে তার জন্য হালাল হওয়া বৈধ নচেৎ নয়। আর হানাফীগণ এটা কেউ ইহসার মনে করে যেমন- শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়াটাকে ইহসার বলা হয়।

এদের মতে এখানে حل শব্দের অর্থ হলো সে হালাল হওয়ার নিকটবর্তী হয়েছে। অর্থাৎ- সে কারো মাধ্যমে কুরবানীর পশু মাক্কায় পাঠিয়ে দিবে এবং তা যাবাহ করার নির্দিষ্ট দিন ও সময় ধার্য করে দিবে। অতঃপর নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ইহরাম পরিত্যাগ করে হালাল হয়ে যাবে।

(عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ) "সে পরবর্তী বৎসর হাজ্জ করবে।" অর্থাৎ- যিনি ফার্‌য হাজ্জ সম্পাদন করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে হালাল হবে তাকে পরবর্তী বৎসর পুনরায় হাজ্জ করতে হবে। আর নাফ্‌ল হাজ্জ সম্পাদনকারীর জন্য হালাল হওয়ার নিমিত্তে কুরবানী করা ব্যতীত তাকে আর কিছুই করতে হবে না। এ অভিমত ইমাম মালিক ও ইমাম শাফি'ঈর। আর আবূ হানীফার মতে তার হাজ্জ ও 'উমরাহ্ করা ওয়াজিব। ইব্‌রাহীম নাখ্‌'ঈর অভিমতও এরূপ।

[৭৫০] সহীহ : আবূ দাউদ ১৮৬২, ১৮৬৩, তিরমিযী ৮৯০, নাসায়ী ২৮৬১, ইবনু মাজাহ ৩০৭৭, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ১৭২৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০০৯৯, আহমাদ ১৫৭৩১, দারিমী ১৯৩৬, সহীহ আল জামি' ৬৫২১।

'আল্লামাহ্ ইবনুল কুইয়্যিম বলেন : সহাবা এবং পরবর্তী 'আলিমগণ এ বিষয়ে মতভেদে লিপ্ত হয়েছেন যে, শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়া ব্যতীত অন্য কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত হলে তার জন্য বায়তুল্লাহ-তে পৌঁছার আগেই হালাল হওয়া বৈধ কি-না?

ইবনু 'আব্বাস, ইবনু 'উমার ও মারওয়ান-এর মতে বায়তুল্লাহর ত্বওয়াফ ব্যতীত তার জন্য হালাল হওয়া বৈধ নয়। ইমাম মালিক, শাফি'ঈ, ইসহাক্ব ও আহমাদ প্রমুখ 'আলিমগণের অভিমতও এটাই।

ইবনু মাস্'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মতে সে ব্যক্তি শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মতই। 'আত্বা, সাওরী ও আবূ হানীফার মত এটাই।

٢٧١٤ ـ[٨] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمُرَ الدَّيْلِيْ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «اَلْحَجُّ عَرَفَةُ مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

২৭১৪-[৮] 'আবদুর রহমান ইবনু ইয়া'মুর আদ্ দায়লী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি 'আরাফাই হচ্ছে হাজ্জ। যে ব্যক্তি 'আরাফায় মুযদালিফার রাতে (৯ যিলহাজ্জ শেষ রাতে) ভোর হবার আগে 'আরাফাতে পৌঁছতে পেরেছে সে হাজ্জ পেয়ে গেছে। মিনায় অবস্থানের সময় হলো তিনদিন। যে দুই দিনে তাড়াতাড়ি মিনা হতে ফিরে আসলো তার গুনাহ হলো না। আর যে (তিনদিন পূর্ণ করে) দেরী করবে তারও গুনাহ হলো না। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ ও দারিমী; তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ)[৭৫১]

ব্যাখ্যা : (اَلْحَجُّ عَرَفَةُ) "আরাফাই হাজ্জ"। অর্থাৎ- যিলহাজ্জ মাসের নবম তারিখে 'আরাফাতে অবস্থান করা হাজ্জের মূল বিষয়। কেননা যে ব্যক্তি 'আরাফাতে অবস্থান করতে ব্যর্থ হলো তার হাজ্জ ছুটে গেল। 'আল্লামাহ্ শাওকানী বলেন, যিনি 'আরাফার দিনে 'আরাফাতে অবস্থান করতে সমর্থ হয়েছে তার হাজ্জই সঠিক হাজ্জ। এ হাদীসের একটি ঘটনা আছে তা এই যে, নাজ্‌দ এলাকার কিছু লোক নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আগমন করলেন তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'আরাফাতে অবস্থানরত ছিলেন। তারা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট হাজ্জ সম্পর্কে জানতে চাইলে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘোষককে ঘোষণা দিতে বললে তিনি ঘোষণা দিলেন 'আরাফাই হাজ্জ।

(مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ) যে ব্যক্তি মুযদালিফাতে রাত যাপনের রাতে ফাজ্‌র উদয় হওয়ার পূর্বেই 'আরাফাতে অবস্থান করতে সমর্থ হলো (فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ) সে হাজ্জ পেল। অর্থাৎ- তার হাজ্জ সঠিক হয়েছে। তার হাজ্জ ছুটে যায়নি। এতে তাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যারা বলেন, 'আরাফার দিনে সূর্য ডুবে যাওয়ার পর 'আরাফাতে অবস্থানের সময় শেষ হয়ে গেছে।

অথবা যারা বলেন মুযদালিফাতে রাত যাপনের রাতে ফাজ্‌রের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত 'আরাফাতে অবস্থানের সুযোগ রয়েছে।

[৭৫১] **সহীহ :** আবূ দাউদ ১৯৪৭, নাসায়ী ৩০৪৪, ৩০১৬, তিরমিযী ৮৮৯, ইবনু মাজাহ ৩০১৫, আহমাদ ১৮৭৭৪, দারিমী ১৯২৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৪৬৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৮৯২।

(أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ) মিনাতে অবস্থানের দিন তিনটি। অর্থাৎ- আইয়্যামে তাশরীক। আর এ তিনদিন ইয়াওমুন্ নাহ্‌র তথা ঈদের পরের তিনদিন। ঈদের দিন এ তিন দিনের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এতে সবাই একমত তথা ইজমা প্রতিষ্ঠিত যে ঈদের পরের দিনই হাজ্জের কাজ শেষ করে বাড়ীতে ফিরে যাওয়া বৈধ নয়। বরং ঈদের দিন বাদে ২য় দিনে ফিরে যাওয়া বৈধ। আর তৃতীয় দিনে ফিরে যাওয়া ইত্তম।

হাদীসের শিক্ষা :

১. 'আরাফাতে অবস্থান করা হাজ্জের প্রাধান্যতম রুকন। 'আরাফাতে অবস্থান ব্যতীত হাজ্জ বিশুদ্ধ হয় না।

২. 'আরাফাতে অবস্থানের সময় মুযদালিফাতে অবস্থানের রাতে ফাজ্‌র উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত।

৩. 'আরাফাতে অবস্থানকারীর জন্য সূর্য ডুবে যাওয়ার পরও অপেক্ষা করা ওয়াজিব।

৪. যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বেই 'আরাফাহ্ ত্যাগ করবে অধিকাংশ 'আলিমদের মতে তার ওপর দম ওয়াজিব। তাদের মাঝে 'আত্বা, সাওরী, শাফি'ঈ, আবূ সাওর এবং আহ্‌লুর রায়।

তবে ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম মালিক-এর মতে, সে যদি সূর্যাস্তের পূর্বেই ফিরে এসে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করে তাহলে তাকে দম দিতে হবে না।

ইমাম আবূ হানীফার মতে সে ফিরে আসুক বা না আসুক তাকে অবশ্যই দম দিতে হবে।

'আরাফাতে অবস্থানের সময়ের শুরু ও শেষ নিয়ে মতভেদ রয়েছে তবে তার নির্যাস নিম্নরূপ।

সকলের ঐকমত্যে 'আরাফাতে অবস্থান একটি অন্যতম রুকন। 'আরাফার দিন সূর্য ঢলে যাবার পর থেকে রাতের কিছু অংশ পর্যন্ত যিনি 'আরাফাতে অবস্থান করবেন তার এ অবস্থান পূর্ণ এ বিষয়ে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন।

* যিনি দিনে অবস্থান না করে শুধু রাতে অবস্থান করবেন জমহূরের মতে তার অবস্থান পূর্ণাঙ্গ। তাকে কোন দম দিতে হবে না। তবে মালিকীদের মতে তাকে দম দিতে হবে।

* যিনি শুধুমাত্র দিনে অবস্থান করবেন রাতে অবস্থান করবেন না মালিকীদের মতে তার অবস্থান বিশুদ্ধ নয়। অর্থাৎ- তাকে পুনরায় হাজ্জ করতে হবে। আর জমহূর 'আলিমদের মতে তার হাজ্জ বিশুদ্ধ, ইমাম আবূ হানীফাহ্, শাফি'ঈ, 'আত্বা, সাওরী, আবূ সাওর প্রমুখদের অভিমত এটাই। ইমাম আহমাদ-এর বিশুদ্ধ মতও এটিই। তবে তার ওপর দম ওয়াজিব কিনা, এ নিয়ে তাদের মধ্যে ভিন্ন মত রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফাহ্ ও আহমাদ-এর মতানুযায়ী তার ওপর দম ওয়াজিব।

ইমাম শাফি'ঈর সঠিক মতানুযায়ী তার ওপর দম ওয়াজিব নয়। অন্য মতে দম ওয়াজিব।

জমহূর 'আলিমদের মতে 'আরাফার দিনে সূর্য ঢলে যাবার পূর্বে অবস্থানের সময় নয়। তবে ইমাম আহমাদ-এর মতে তা অবস্থানের সময়।

هٰذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الثَّالِثِ

এ অধ্যায়ে তৃতীয় অনুচ্ছেদ নেই

(١٤) بَابُ حَرَمِ مَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ تَعَالٰى

অধ্যায়-১৪ : মাক্কার হারামকে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সংরক্ষণ প্রসঙ্গে

মাক্কার এ পবিত্র ও বারাকাতময় ভূমির প্রসিদ্ধ নাম (مَكَّةَ) মাক্কাহ্। তবে আল্লাহ তা'আলা এ ভূমিকে পাঁচটি নামে অভিহিত করেছেন। ১. মাক্কাহ্ ২. বাক্কাহ্ ৩. আল বালাদ ৪. আল ক্বরি'আহ্ ৫. উম্মুল কুরা।

হারামের মাক্কী সীমানা : মাক্কাহ্ থেকে মাদীনার পথে : মাক্কাহ্ থেকে তিন অথবা চার মাইল দূরবর্তী তান্'ঈম। মাক্কাহ্ থেকে ইয়ামানের পথে : মাক্কাহ্ থেকে ছয় মাইল অথবা সাত মাইল দূরে আযাহ এর প্রান্ত পর্যন্ত। মাক্কাহ্ জি'রানাহ্ এর পথে বারো মাইল পর্যন্ত। ত্বয়িফের দিকে 'আরাফার ময়দানের পাশে অবস্থিত নামিরাহ্ পর্যন্ত। আর জিদ্দার দিকে দশ মাইল।

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ
প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٧١٥ -[١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا». وَقَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «إِنَّ هٰذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهٗ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيْهِ لِأَحَدٍ قَبْلِيْ وَلَمْ يَحِلَّ لِيْ إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهٗ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهٗ وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهٗ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا وَلَا يُخْتَلٰى خَلَاهَا». فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهٗ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوْتِهِمْ؟ فَقَالَ: «إِلَّا الْإِذْخِرَ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৭১৫-[১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) মাক্কাহ্ বিজয়ের দিন বলেছেন : আর হিজরত নেই, তবে অবশিষ্ট আছে জিহাদ ও নিয়্যাত। তাই যখন তোমাদেরকে জিহাদের জন্য বের হতে বলা হবে, বের হয়ে পড়বে। সেদিন তিনি (ﷺ) আবার বললেন, এ শহরকে সেদিন হতে আল্লাহ তা'আলা সম্মানিত করেছেন যেদিন তিনি আকাশ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন; আর এটা ক্বিয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহর সম্মানেই সম্মানিত (হারাম বা পবিত্র) থাকবে। এ শহরে আমার আগে কারো জন্য যুদ্ধ করা হালাল ছিল না আর আমার জন্যও একদিনের অল্প সময়ের জন্য মাত্র হালাল করা হয়েছিল। অতঃপর তা ক্বিয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহর সম্মানেই সম্মানিত। এ শহরের কাঁটাযুক্ত গাছ পর্যন্ত কাটা যাবে না, এখানে শিকার হাঁকানো যাবে না, এর রাস্তায় পড়ে থাকা কোন জিনিস ঘোষণাকারী ছাড়া কেউ উঠাতে পারবে না। আর এর ঘাসও কাটতে পারবে না। বর্ণনাকারী ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, এ সময় 'আব্বাস (রাঃ) বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রসূল! ইযখার ঘাস ছাড়া? এ ঘাসতো কর্মকরদের জন্যে ও লোকদের ঘরের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। তখন তিনি (ﷺ) বললেন, ঠিক আছে ইযখার ঘাস ছাড়া। (বুখারী, মুসলিম)[৭৫২]

---

[৭৫২] **সহীহ :** বুখারী ১৮৩৪, আবূ দাঊদ ২৪৮০, মুসলিম ১৩৫৩, নাসায়ী ৪১৭০, তিরমিযী ১৫৯০, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক্ব ৯৭১৩, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৬৯৩০, আহমাদ ২৮৯৬, দারিমী ২৫৫৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৯৪৪, ইরওয়া ১১৮৭, সহীহ আল জামি' ৭৫৬৩।

ব্যাখ্যা : (لَا هِجْرَةَ) হিজরত নেই। অর্থাৎ- মাক্কাহ্ বিজয়ের পর এখন আর মাক্কাহ্ থেকে হিজরত করার সুযোগ নেই। এতে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কোন অঞ্চলে মুসলিমগণ বিজয় লাভ করলে সে অঞ্চল থেকে কোন মুসলিমের হিজরত করার আর সুযোগ থাকে না যেমনটি বিজয়ের পূর্বে এ সুযোগ থাকে। কোন অঞ্চল মুসলিমগণ বিজয় করার পূর্বে সে অঞ্চলের মুসলিমদের তিনটি অবস্থা,

১. মুসলিম ব্যক্তি– ঐ অঞ্চলে তার ইসলাম প্রকাশ করতে পারে না এবং তার ওপর ওয়াজিব কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারে না। আর সে ব্যক্তি ঐ অঞ্চল থেকে হিজরত করতেও সক্ষম। এমতাবস্থায় তার জন্য হিজরত করা ওয়াজিব।

২. মুসলিম ব্যক্তি– ঐ অঞ্চলে তার ইসলামকে প্রকাশ করতে পারে এবং তার ওপর ওয়াজিব কার্যাবলীও সম্পাদন করতে পারে। সেই সাথে উক্ত অঞ্চল হতে হিজরত করতেও সক্ষম। এমতাবস্থায় তার জন্য হিজরত মুস্তাহাব যাতে সে মুসলিমদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের সহযোগিতা করতে পারে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারে। সেই সাথে কাফিরদের গাদ্দারী থেকে নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। অন্যায় কাজ দর্শনের কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে পারে।

৩. অসুস্থতা অথবা আবদ্ধ থাকার কারণে অথবা অন্য কোন উযরের কারণে হিজরত করতে অক্ষম, এমতাবস্থায় তার জন্য উক্ত অঞ্চলে অবস্থান করা বৈধ। তবে কোন উপায়ে কষ্ট স্বীকার করে যদি সে অঞ্চল হতে হিজরত করতে পারে তাহলে সাওয়াবের অধিকারী হবে।

(وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا) "যখন তোমাদেরকে জিহাদে যাওয়ার জন্য ডাকা হয় তখন তোমরা জিহাদের জন্য বের হও।" অর্থাৎ- মুসলিম শাসক যখন তোমাদেরকে যুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশ দেন তখন তোমরা যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পরবে।

হাদীসের শিক্ষা :

১. মাক্কাহ্ নগরী স্থায়ীভাবে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকার সুসংবাদ। যেহেতু সেখান থেকে আর হিজরত প্রয়োজন হবে না। অতএব এটা সুনিশ্চিত যে, মাক্কাহ্ আর কখনো কাফিরদের হস্তগত হবে না।

২. ইমাম তথা মুসলিম শাসক যাকে যুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশ দিবে তার জন্য জিহাদে অংশগ্রহণ করা ফার্‌যে 'আইন।

৩. নিয়্যাতের উপর 'আমালের পুরস্কার তথা প্রতিদান নির্ভরশীল।

(فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) "মাক্কাহ্ নগরীকে আল্লাহ তা'আলা হারাম (সম্মানিত) ঘোষণা করার ফলে তা ক্বিয়ামাত পর্যন্ত হারাম তথা সম্মানিত থাকবে।" অর্থাৎ- মাক্কাহ্ নগরীর এ মর্যাদা কখনো রহিত হবে না, রবং তা ক্বিয়ামাত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী বলেন, অত্র হাদীসটি মাক্কাহ্ নগরীতে হত্যা করা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ করা হারাম হওয়ার দলীল। তবে কোন ব্যক্তি যদি মাক্কাহ্ নগরীতে হত্যাকাণ্ড ঘটায় ক্বিসাস স্বরূপ ঐ হত্যাকারীকে হত্যা করা বৈধ। এ বিষয়ে 'আলিমদের ঐকমত্য রয়েছে।

কোন ব্যক্তি যদি মাক্কার বাইরে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে মাক্কাহ্ নগরীতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে তাহলে ক্বিসাস স্বরূপ তাকে মাক্কাহ্ নগরীতে হত্যা করা বৈধ হবে কিনা– এ বিষয়ে 'আলিমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

* ইমাম আবূ ইউসুফ বলেন, তাকে বলপূর্বক হারাম থেকে বের করে ক্বিসাস করতে হবে।

* ইমাম মালিক ও শাফি'ঈর মতে মাক্কাহ্ নগরীতেই তার ওপর শাস্তি কার্যকর করা যাবে। কেননা অপরাধী স্বয়ং তার মর্যাদা বিনষ্ট করে আল্লাহর দেয়া নিরাপত্তা সে বাতিল করে ফেলেছে।

(لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهٗ) শিকারী জানোয়ারকে তা থেকে বিতাড়িত করা যাবে না। কোন ব্যক্তি যদি হারাম অঞ্চল থেকে শিকারী পশু তাড়িয়ে দেয় তারপরও ঐ পশু নিরাপদ থাকে তাহলে বিতাড়নকারীর ওপর কোন প্রকার কাফ্‌ফারাহ্ বর্তাবে না। কিন্তু যদি বিতাড়ন করার মাধ্যমে ঐ পশুকে স্বয়ং ধ্বংস করে অথবা তার বিতাড়নের কারণে ঐ পশু ধ্বংসে পতিত হয় তাহলে বিতাড়নকারীকে কাফফারাহ্ দিতে হবে। অর্থাৎ- যে ধরনের পশু সে ধ্বংস করলো ঐ ধরনের পশু ক্রয় করে অথবা তার মূল্য দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করতে হবে।

(إِلَّا الْإِذْخِرَ) "তবে ইযখির কাটা যাবে।" ইযখির এক প্রকার ঘাস যা মাক্কাবাসীগণ তাদের ঘরের ছাদ নির্মাণে এবং কর্মকারগণ জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। তাই 'আব্বাস রাঃ এ ঘাস কাটার অনুমতি চাইলে নাবী ﷺ তা কাটার অনুমতি দিলেন। কিন্তু এ অনুমতি কি নাবী ﷺ নিজ থেকেই দিলেন নাকি আল্লাহর নির্দেশে এ অনুমতি দিলেন?

সঠিক কথা হল নাবী ﷺ-এর এ অনুমতি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর হুকুম তাঁর বান্দাদের প্রতি নাবী ﷺ জানিয়ে দিয়েছেন। এ নির্দেশ তিনি (ﷺ) ইলহামের মাধ্যমেও পেতে পারেন অথবা ওয়াহীর মাধ্যমে।

٢٧١٦-[٢] وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَبِيْ هُرَيْرَةَ: «لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৭১৬-[২] আবূ হুরায়রাহ্ রাঃ-এর বর্ণনায় রয়েছে, এর গাছ-পালা কাটা যাবে না এবং এর পথে-ঘাটে পড়ে থাকা জিনিস ঘোষণাকারী ছাড়া উঠাতে পারবে না। (বুখারী, মুসলিম)[৭৫৩]

ব্যাখ্যা : (لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا) "তার গাছ কাটা যাবে না।" জেনে রাখা দরকার যে, হারাম এলাকার উদ্ভিদ ও তৃণ চার প্রকারের।

১. যে সকল উদ্ভিদ প্রকৃতপক্ষেই মানুষ উৎপাদন করেছে আর তা সাধারণত মানুষ উৎপাদন করে এমন জাতের উদ্ভিদ, যেমন : শস্য।

২. যা মানুষ উৎপাদন করেছে কিন্তু সাধারণত মানুষ উৎপাদন করে এমন জাতের উদ্ভিদ নয়, যেমন : 'আরাক্ব গাছ যা দ্বারা মিসওয়াক করা হয়।

৩. যা এমনিতেই গজিয়েছে কিন্তু তা এমন জাতের উদ্ভিদ যা সাধারণত মানুষ উৎপাদন করে থাকে

হারাম এলাকার এ তিন প্রকারের উদ্ভিদ কেটে ফেলা অথবা তা উপড়িয়ে ফেলা বৈধ এবং তা ব্যবহার করাও জায়িয। এজন্য কোন কাফ্‌ফারাহ্ দিতে হবে না।

৪. যে সকল উদ্ভিদ নিজে নিজেই গজিয়েছে আর তা এমন জাতের যা সাধারণত মানুষ উৎপাদন করে না– এ ধরনের উদ্ভিদ কাটা বা তুলে ফেলা হারাম। চাই তা কোন মানুষের নিজস্ব ভূমিতে হোক বা অন্য কোন জায়গায় হোক। তবে তন্মধ্য হতে যা মরে শুকিয়ে গেছে তা কাটা বা তুলে ফেলা বৈধ। কেননা তা এখন জ্বালানী কাঠে পরিণত হয়েছে। তবে ইযখির ঘাস তা তাজাই হোক বা শুকনা হোক উভয়টিই কাটা বৈধ।

---

[৭৫৩] **সহীহ :** বুখারী ৬৮৮০, মুসলিম ১৩৫৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৬০৩৯।

হারাম এলাকায় স্বয়ং উৎপাদিত আরাক গাছ, অনুরূপভাবে সকল প্রকার গাছ যা স্বয়ং উৎপাদিত হয় তা যতক্ষণ তাজা থাকে তা দ্বারা মিসওয়াক বানানো বৈধ নয়। তবে কোন গাছের পাতা ছিঁড়লে তা যদি গাছের জন্য ক্ষতিকর না হয় তাহলে তা ছেঁড়া বৈধ।

(وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ) "প্রচারকারী ব্যতীত অন্য কেউ তাতে পরে থাকা দ্রব্য উঠাবে না।"

জমহূর 'আলিমদের মতে হারাম মাক্কী অঞ্চলে রাস্তায় পরে থাকা মালের মালিক হওয়ার উদ্দেশে তুলে নেয়া বৈধ নয়। শুধুমাত্র প্রচার করার উদ্দেশে তুলে নেয়া বৈধ। যদিও হারামের বাহির অঞ্চলে পরে থাকা মাল মালিকানা লাভের উদ্দেশে তুলে নেয়া বৈধ।

হানাফী ও মালিকীদের মতে হারাম ও তার বাহির অঞ্চল উভয় এলাকার মালের হুকুম একই। অর্থাৎ- মালিকানা লাভের উদ্দেশে তা কুড়িয়ে নেয়া বৈধ।

শিক্ষা : 'আল্লামাহ্ মুল্লা আলী ক্বারী হানাফী বলেন, শাফি'ঈদের মতে হারাম এলাকার মাটি ও তার পাথর অন্য এলাকায় নিয়ে যাওয়া হারাম। আর অধিকাংশ 'আলিমের মতে তা মাকরূহ।

ইবনু 'উমার ও ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়েই হারাম এলাকার মাটি ও পাথর হারামের বাহিরে নিয়ে যাওয়াকে অপছন্দ করতেন। আবূ হানীফার মতে এ কাজে কোন ক্ষতি নেই।

٢٧١٧ - [٣] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৭১৭-[৩] জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, মাক্কায় অস্ত্র বহন করা কারো জন্য হালাল নয়। (মুসলিম)[৭৫৪]

ব্যাখ্যা : (لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ) "তোমাদের কারো জন্যই মাক্কাতে অস্ত্র বহন করে নিয়ে যাওয়া বৈধ নয়।"

জমহূরের মতে প্রয়োজন ব্যতীত মাক্কাতে অস্ত্র বহন করা বৈধ নয়। হাসান বাসরীর মতে কোনভাবেই তাতে অস্ত্র বহন করা বৈধ নয়। জমহূরের দলীল : বারা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীস যাতে আছে- "নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যিলক্বদ মাসে 'উমরাহ্ করতে রওয়ানা হলে মাক্কাবাসী তাকে বাধা প্রদান করে। অতঃপর তারা এ মর্মে চুক্তিতে উপনীত হন যে, মুসলিমগণ কোষবদ্ধ তরবারি নিয়ে মাক্কাতে প্রবেশ করতে পারবে।

ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীস "রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'উমরাহ্ করার উদ্দেশে বের হলে মাক্কার কুরায়শগণ তাকে বাধা প্রদান করে। অতঃপর তারা এ মর্মে চুক্তিতে উপনীত হন যে, পরবর্তী বৎসর তারা শুধুমাত্র তরবারি নিয়ে মাক্কাতে প্রবেশ করতে পারবে।" এ হাদীস দু'টি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন। 'আল্লামাহ্ শাওকানী (রহঃ) বলেন : উপরে বর্ণিত হাদীসদ্বয় প্রমাণ করে যে, প্রয়োজনে মাক্কাতে অস্ত্র বহন করা বৈধ।

٢٧١٨ - [٤] وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلٰى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ وَقَالَ: إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ: «اُقْتُلْهُ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

---

[৭৫৪] সহীহ : মুসলিম ১৩৫৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৬৯৯, সহীহ আল জামি' ৭৬৪৫।

২৭১৮-[৪] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) মাক্কাহ্ বিজয়ের দিন মাক্কায় প্রবেশ করার সময় তাঁর মাথায় ছিল লোহার শিরস্ত্রাণ। যখন তিনি (সাঃ) শিরস্ত্রাণটি খুললেন জনৈক ব্যক্তি এসে বললো, ইবনু খাত্বাল কা'বার গেলাফের সাথে ঝুলে (আশ্রয় নিয়েছে) রয়েছে। তিনি (সাঃ) বললেন, তাকে হত্যা করো। (বুখারী, মুসলিম্)[৭৫৫]

ব্যাখ্যা : (وَعَلٰى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ) "তাঁর মাথায় ছিল লোহার টুপি (হেলমেট)।" জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, "তাঁর মাথায় ছিল কালো রং-এর পাগড়ী"– এ হাদীসদ্বয়ের মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, নাবী (সাঃ) পাগড়ীর উপর লোহার টুপি পরেছিলেন। অথবা টুপির উপর পাগড়ী পেঁচানো ছিল। অথবা নাবী (সাঃ) যখন মাক্কায় প্রবেশ করেন তখন তাঁর মাথায় লোহার টুপি ছিল। যুদ্ধ শেষে তিনি (সাঃ) লোহার টুপি ফেলে দিয়ে পাগড়ী পরেছিলেন।

সহীহ মুসলিমে 'আম্র ইবনু হুরায়স থেকে বর্ণিত আছে যে, সেদিন নাবী ভাষণ দিয়েছিলেন সে সময় তাঁর মাথায় কালো রং-এর পাগড়ী ছিল। কেননা এ ভাষণ ছিল বিজয় সম্পন্ন হওয়ার পরে কা'বাহ্ ঘরের দরজার নিকটে।

إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ: «اُقْتُلْهُ».

"ইবনু খাত্বাল কা'বাহ্ ঘরের চাদর ধরে লটকে আছে।" নাবী (সাঃ) বললেন : তাকে হত্যা করো।"

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইবনু খাত্বাল-এর নাম ছিল 'আবদুল 'উয্‌যা। ইসলামে প্রবেশ করার পর নাবী (সাঃ) তার নাম রাখেন 'আবদুল্লাহ। ইবনু ইসহাক্ব মাগাযীতে উল্লেখ করেছেন যে, নাবী (সাঃ) ইবনু খাত্বালকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়ার কারণ এই যে, তিনি মুসলিম ছিলেন। নাবী (সাঃ) তাকে যাকাত আদায় করার জন্য প্রেরণ করেন। তার সাথে একজন আনসারী ব্যক্তি এবং একজন মুক্ত দাস প্রেরণ করেন। এ দাস তার সেবায় নিয়োজিত ছিল। এ খাদিমও মুসলিম ছিল। তিনি রাস্তায় একস্থানে বিশ্রামের জন্য অবতরণ করেন এবং খাদিমকে একটি পাঠা যাবাহ করে খাদ্য প্রস্তুত করার নির্দেশ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম জেগে দেখতে পান যে, খাদিম তার জন্য কিছুই করেননি। ফলে তার উপর চড়াও হয়ে তাকে হত্যা করে এবং পুনরায় মুশরিক হয়ে মাক্কাতে চলে যায়। তার দু'জন গায়িকা ছিল যারা নাবী (সাঃ)-এর নামে কুৎসা গাইত। তাই নাবী (সাঃ) তাকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ওয়াক্বিদী উল্লেখ করেন যে, ইবনু খাত্বাল-এর কা'বাহ্ ঘরের চাদর ধরে লটকে থাকার কারণ এই ছিল যে, সে রসূল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একটি ঘোড়া ও তীর ধনুক নিয়ে জানদামাহ্ নামক স্থানে গমন করে। যখন সে আল্লাহর রাহে যুদ্ধরত মুসলিম বাহিনী দেখতে পায় তখন তার মাঝে ভয় প্রবেশ করে এমনকি ভয়ে কম্পনের কারণে ঘোড়ার উপর স্থির থাকতেও অক্ষম হয়ে পড়ে। তাই সে ঘোড়া থেকে নেমে অস্ত্র ফেলে দিয়ে নিরাপত্তার জন্য কা'বাহ্ ঘরের চাদর ধরে বাঁচার চেষ্টা করে। মুসলিম বাহিনীর এক ব্যক্তি তার ঘোড়া ও অস্ত্র স্বীয় অধিকারে নিয়ে ঘোড়ায় আরোহণ করে নাবী (সাঃ)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে বিষয়টি অবহিত করেন। তখন নাবী (সাঃ) তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। অতঃপর তাকে হত্যা করা হয়। তাকে কে হত্যা করেছিল তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ওয়াক্বিদীর মতে তার হত্যাকারী ছিল আবূ বারযাহ্ আল্ আসলামী।

---

[৭৫৫] **সহীহ :** বুখারী ১৮৪৬, মুসলিম ১৩৫৭, আবূ দাউদ ২৬৮৫, নাসায়ী ২৮৬৮, তিরমিযী ১৬৯৩, ইবনু মাজাহ ২৮০৫, মুয়াত্ত্বা মালিক ১৫৯৯, আহমাদ ১২৯৩২, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ৩০৬৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৮৪০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৭১৯।

ইবনু খাত্বাল কা'বাহ্ ঘরের চাদর ধরে আশ্রয় গ্রহণ করার পরও তাকে হত্যার বিষয়টিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা হয় যে, যাকে হত্যা করা ওয়াজিব এমন অপরাধী কা'বাহ্ ঘরে তথা হারামে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেও তাকে আশ্রয় দেয়া হবে না। বরং এমন অপরাধীকে হারামেও হত্যা করা জায়িয। যারা বলেন, তা বৈধ নয় তারা বলেন তা ছিল ঐ সময় যখন হারামে হত্যা করা নাবী ﷺ-এর জন্য বৈধ করা হয়েছিল। আর তা ছিল সাময়িক। এরপর হত্যা করা পূর্বের মতই হারাম

'আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেন : অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, হাজ্জ বা 'উমরাহ্ করতে ইচ্ছুক নয় এমন ব্যক্তির জন্য ইহরাম ব্যতীতই মাক্কাতে প্রবেশ করা বৈধ।

٢٧١٩ ـ[٥] وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৭১৯-[৫] জাবির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মাক্কাহ্ বিজয়ের দিন ইহরাম বাঁধা ছাড়াই মাক্কায় প্রবেশ করেছিলেন তখন তাঁর মাথায় একটি কালো পাগড়ী ছিল। (মুসলিম)[৭৫৬]

ব্যাখ্যা : (وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ) "তার মাথায় ছিল কালো রং-এর পাগড়ী।"

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, কালো রং-এর পোষাক পরিধান করা বৈধ। অন্য বর্ণনায় আছে– তাঁর মাথায় কালো পাগড়ী ছিল এমতাবস্থায় ভাষণ দিয়েছেন। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কালো রং-এর পাগড়ী পরিধান করে খুৎবাহ্ তথা ভাষণ দেয়া বৈধ। যদিও সাদা পাগড়ী পরিধান করা উত্তম।

(بِغَيْرِ إِحْرَامٍ) "ইহরামবিহীন অবস্থায় (তিনি মাক্কাহ্ প্রবেশ করেন)" হাদীসের এ অংশটুকু ইবনু দাক্বীক্ব আল 'ঈদ-এর ঐ মত প্রত্যাখ্যান করে যে, তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু ওযরের কারণে মাথায় শিরস্ত্রাণ (লোহার টুপি) পড়েছিলেন।

٢٧٢٠ ـ[٦] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ». قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: «يُخْسَفُ وَاٰخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُوْنَ عَلٰى نِيَّاتِهِمْ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৭২০-[৬] 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (শেষ জামানায়) কা'বাহ্ ঘর ধ্বংস করার জন্য এক বিশাল বাহিনী রওয়ানা হবে। কিন্তু যখন তারা এক সমতল ময়দানে এসে পৌঁছবে, তাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলকেই জমিনে ধসিয়ে দেয়া হবে। 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! কি করে তাদের প্রথম থেকে শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত ধসিয়ে দেয়া হবে, তাদের মধ্যে বাজার থাকবে এবং এমন লোকও থাকবে যারা এদের দলভুক্ত নয়। তিনি (ﷺ) বললেন, নিশ্চয়ই তাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলকে ধসিয়ে দেয়া হবে। তবে তাদেরকে (ক্বিয়ামাতের দিন) প্রত্যেকের নিয়্যাত অনুসারেই উঠানো হবে। (বুখারী, মুসলিম)[৭৫৭]

---

[৭৫৬] সহীহ : মুসলিম ১৩৫৮, আবূ দাঊদ ৪০৭৬, নাসায়ী ২৮৬৯, তিরমিযী ১৭৩৫, ইবনু মাজাহ ৩৫৮৫, আহমাদ ১৪৯০৪, দারিমী ১৯৮২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৫৯৭৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৪২৫, শামায়িল ৯২।

[৭৫৭] সহীহ : বুখারী ২১১৮, মুসলিম ২৮৮৪, সহীহ আত্ তারগীব ১১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭৫৫, সহীহ আল জামি' ৮১১৪।

ব্যাখ্যা : (فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ) "যখন তারা বায়দা-তে পৌঁছবে।" মূলত বায়দা বলা হয় এমন স্থানকে যেখানে কোন কিছুই নেই। 'আল্লামাহ্ 'আয়নী বলেন : অত্র হাদীসে বায়দা বলতে মাক্কাহ্ ও মাদীনার মাঝে নির্দিষ্ট একটি স্থানকে বুঝানো হয়েছে।

(يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ) "তাদের সবাইকে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে", অর্থাৎ- ঐ বাহিনীর সবাই জমিনের মধ্যে দেবে যাবে।

(وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ) "তাদের মাঝে বাজার থাকবে", অর্থাৎ- বাজারের লোকজন যারা বেচা-কেনাতে মশগুল।

وفي رواية مسلم ((فقلنا: إن الطريق قد يجمع الناس، قال: نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل)).

মুসলিমের বর্ণনায় আছে, আমরা বললাম : রাস্তা বিভিন্ন ধরনের লোক একত্রিত করে। তিনি বললেন : হ্যাঁ। তাদের মধ্যে স্বজ্ঞানে অংশগ্রহণকারী লোক রয়েছে যারা জেনে-বুঝে ঐ বাহিনীতে যোগদান করেছে। আবার কিছু লোক রয়েছে যারা মজবুর, অর্থাৎ- তারা স্বেচ্ছায় যোগদান করেনি। তাদেরকে যোগদান করতে বাধ্য করা হয়েছে। আর কিছু আছে পথিক, অর্থাৎ- তারা ঐ রাস্তায় চলার কারণে তাদের সাথে মিলিত হয়েছিল কিন্তু তাদের লোক নয়।

(ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ) অর্থাৎ- "অতঃপর তাদেরকে তাদের নিয়্যাত অনুযায়ী উঠানো হবে।" 'আল্লামাহ্ 'আয়নী বলেন : খারাপ লোকদের সঙ্গী হওয়ার কারণে সকলকেই ধ্বংস করা হবে। অতঃপর হাশ্‌রের ময়দানে তাদের কর্মের নিয়্যাত অনুযায়ী পুনরুত্থান করা হবে। যাদের নিয়্যাত ভাল ছিল তাদেরকে ভালো লোকদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আর যাদের নিয়্যাত খারাপ ছিল তাদেরকে খারাপ লোকদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং সে অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া হবে।

٢٧٢١ -[٧] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৭২১-[৭] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (শেষ জামানায়) কা'বাহ্ ঘর ধ্বংস করবে আবিসিনিয়ার এক ছোট নলাবিশিষ্ট (আল্লাহদ্রোহী) ব্যক্তি। (বুখারী, মুসলিম)[৭৫৮]

ব্যাখ্যা : (يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ) "হাবশার একজন ছোট পা বিশিষ্ট লোক কা'বাহ্ ঘর ধ্বংস করবে" অর্থাৎ- হাবশার একজন দুর্বল লোক কা'বাহ্ ঘরের মর্যাদা বিনষ্ট করবে। অথবা ঐ লোকটির নামই হবে যুল্ সুওয়াই কৃতায়ন।

'আল্লামাহ্ কুরতুবী বলেন : এটি সংঘটিত হবে ক্বিয়ামাত হওয়ার নিকটবর্তী সময়ে যখন মানুষের হৃদয় থেকে কুরআন উঠিয়ে নেয়া হবে এবং মুসহাফেও তা আর অবশিষ্ট থাকবে না। আর তা হবে 'ঈসা আলায়হিস-সালাম-এর দুনিয়াতে পুনরায় আগমনের পর তাঁর মৃত্যু পরবর্তী সময়ে।

[৭৫৮] সহীহ : বুখারী ১৫৯১, মুসলিম ২৯০৯, নাসায়ী ২৯০৪, ইবনু আবী শায়বাহ্ ১৪০৯৮, আহমাদ ৯৪০৫, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ৮৩৯৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৬৯৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭৫১, সহীহ আল জামি' ৮০৬৪'।

٢٧٢٢ - [٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كَأَنِّي بِهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৭২২-[৮] ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) নাবী (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি (সাঃ) বলেছেন : আমি যেন কা'বাহ্ ঘর ধ্বংসকারী সেই ব্যক্তিটিকে দেখছি। সে কালো এবং কোল ভেঙ্গুর কা'বার এক একটি পাথর খসিয়ে ফেলছে। (বুখারী)[৭৫৯]

ব্যাখ্যা : (كَأَنِّي بِهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ) "আমি যেন দেখতে পাচ্ছি লোকটি কালো বর্ণের তার পাদ্বয় ছড়ানো।" أَفْحَجَ (আফ্হাজা) এমন ব্যক্তিকে বলা হয় যার পাদ্বয়ের অগ্রভাগ কাছাকাছি এবং গোড়ালিদ্বয় দূরবর্তী থাকে অথবা দু'পা কিছুটা ছড়ানো থাকে।

(يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا) "তা থেকে একটি একটি পাথর খুলছে"। অর্থাৎ- ঐ কালো বর্ণের পাদ্বয় ছড়ানো লোকটি কা'বাহ্ ঘরের দেয়াল থেকে একটি একটি করে পাথর খুলে ফেলছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٧٢٣ - [٩] عَن يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اِحْتِكَارُ الطَّعَامِ فِي الْحَرَمِ إِلْحَادٌ فِيهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

২৭২৩-[৯] ইয়া'লা ইবনু উমাইয়্যাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : মূল্য বাড়ার উদ্দেশে হারামে খাদ্যশস্য জমা করে রাখা হলো ইলহাদ (সত্য হতে সরে যাওয়া, ধর্মবিমুখতা করা, হারামে অপবিত্র বা নিষিদ্ধ কাজ করা)। (আবূ দাঊদ)[৭৬০]

ব্যাখ্যা : (اِحْتِكَارُ الطَّعَامِ) "দাম বৃদ্ধির উদ্দেশে খাদ্য-দ্রব্য আটকিয়ে রাখা।"

'আল্লামাহ্ মানাবী বলেন : সাধারণভাবে সকল খাদ্য উদ্দেশ্য নয়। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য প্রধান প্রধান খাদ্য-দ্রব্য ক্রয় করে বাজারে সংকট সৃষ্টি করে বেশী মূল্যে বিক্রি করার উদ্দেশে আটকিয়ে রাখা। ইমাম শাফি'ঈর মতে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য বাজারে যখন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় তখন খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে আটকিয়ে রাখা নিষিদ্ধ।

(فِي الْحَرَمِ) হারাম এলাকায়। অর্থাৎ- মাক্কার হারাম এলাকার জন্য এ নিষেধাজ্ঞা। আলক্বামী বলেন : ইলহাদের মূল অর্থ কোন দিকে ঝুঁকে পড়া। সকল প্রকার যুলুম ও ছোট-বড় সকল পাপ এ ইলহাদের অন্তর্ভুক্ত। অন্যায় সর্বস্থানে নিষিদ্ধ ও অপরাধ হওয়া সত্ত্বেও মাক্কার হারাম এলাকাতে তা হারাম বলার উদ্দেশ্য হলো তাতে পাপের কাজ করা অন্যান্য এলাকার চাইতে হারাম এলাকায় পাপের কাজ করার গুনাহ অধিক।

---

[৭৫৯] সহীহ : বুখারী ১৫৯৫, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ১১২৩৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৭০১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৭৫২।

[৭৬০] য'ঈফ : আবূ দাউদ ২০২০, মু'জামুল আওসাত লিত্ব ত্ববারানী ১৪৮৫, য'ঈফ আল জামি' ১৮৪। কারণ এর সানাদে মূসা ইবনু বাযান একজন মাজহূল রাবী।

যেমন- হারামের বাইরে কোন অপরাধ করার ইচ্ছা করলেই তার জন্য কোন জবাবদিহি করতে হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন না করে। কিন্তু হারাম এলাকায় অপরাধ করার ইচ্ছা করলেই তার জন্য জবাবদিহি করতে যদিও তা বাস্তবায়ন না করা হয়। কারো নিকট নিজস্ব উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির সময় পর্যন্ত আটকিয়ে রাখা এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়।

٢٧٢٤-[١٠] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمَكَّةَ: «مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِيْ أَخْرَجُوْنِيْ مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ إِسْنَادًا

২৭২৪-[১০] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ (ﷺ) মাক্কাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কি উত্তম শহর তুমি! তুমি আমার কত পছন্দনীয়! যদি আমার জাতি আমাকে তোমার থেকে বিতাড়িত না করতো, তবে আমি কক্ষনো তোমাকে ছেড়ে অন্য কোথাও বাস করতাম না। (তিরমিযী; তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। তবে সানাদ হিসেবে গরীব।)[৭৬১]

ব্যাখ্যা : (لَوْلَا أَنَّ قَوْمِيْ أَخْرَجُوْنِيْ مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ) "আমার জাতি যদি আমাকে তোমা থেকে বের করে না দিত তাহলে আমি তোমাকে ছেড়ে অন্য কোথাও বাস করতাম না।" অর্থাৎ- আমার জাতি যদি আমাকে বের করে দেয়ার কারণ না হয়ে দাঁড়াতো তাহলে আমি মাক্কাতেই বাস করতাম।

এ হাদীসটি জমহূরের মতের পক্ষে দলীল যে, মাদীনার চাইতে মাক্কার মর্যাদা বেশী। তবে ইমাম মালিক-এর মতে মাদীনার মর্যাদা বেশী।

٢٧٢٥-[١١] وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ حَمْرَاءَ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاقِفًا عَلَى الْحَزْوَرَةِ فَقَالَ: «وَاللّٰهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللّٰهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللّٰهِ إِلَى اللّٰهِ وَلَوْلَا أَنِّيْ أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ». رَوَاهُ الترمذيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

২৭২৫-[১১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আদী ইবনু হামরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে হায্‌ওয়ারাহ্‌'য় দাঁড়ানো অবস্থায় দেখেছি, তখন তিনি (ﷺ) বলছেন : (হে মাক্কাহ্!) আল্লাহর কসম! তুমি হলো আল্লাহর সর্বোত্তম জমিন ও আল্লাহর নিকট আল্লাহর জমিনের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় জমিন। যদি আমি তোমার কাছ থেকে বিতাড়িত না হতাম, তাহলে (তোমাকে ছেড়ে) কক্ষনো অন্যত্র বের হতাম না। (তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)[৭৬২]

ব্যাখ্যা : (رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاقِفًا عَلَى الْحَزْوَرَةِ) "আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে হায্‌ওয়ারাহ্‌-তে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখেছি।" হায্‌ওয়ারাহ্ মাক্কার একটি স্থানের নাম। হায্‌ওয়াহ্‌'র আসল অর্থ ছোট টিলা। এ স্থানে টিলা ছিল বলে ঐ স্থানের এ নামকরণ করা হয়েছে।

---

[৭৬১] **সহীহ :** তিরমিযী ৩৯২৬, সহীহ আল জামি' ৫৫৩৬।

[৭৬২] **সহীহ :** তিরমিযী ৩৯২৫, ইবনু মাজাহ ৩১০৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৭০৮, দারিমী ২৫৫২, সহীহ আল জামি' ৭০৮৯, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ৪২৭০।

(وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ...) "আল্লাহর কসম! অবশ্যই তুমি আল্লাহর জমিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মাক্কার মর্যাদা মাদীনার চেয়ে বেশী।

ইমাম শাওকানী বলেন : অত্র হাদীসে এ দলীল পাওয়া যায় যে, মাক্কাহ্ সাধারণভাবেই সকল জায়গার চাইতে মর্যাদাবান এবং আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট তা অধিক প্রিয়। এটা তাদেরও দলীল যারা বলেন মাদীনার চাইতে মাক্কাহ্ বেশী মর্যাদাবান। 'আল্লামাহ্ দিম্ইয়ারী বলেন : হাদীস হিসেবে যা বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "হে আল্লাহ! তুমি জান যে, তারা আমাকে আমার প্রিয় স্থান থেকে বের করে দিয়েছে তাই তুমি আমাকে তোমার প্রিয় স্থানে আবাসন বানিয়ে দাও।"

এ সম্পর্কে ইবনু 'আবদুল বার বলেছেন : হাদীসটি মুনকার তথা বানোয়াট এতে কোন দ্বিমত নেই। ইবনু দাহ্ইয়াহ্ তাঁর "তানবীর" নামক গ্রন্থে বলেন : সকলের ঐকমত্য অনুযায়ী এ হাদীসটি বাতিল। তবে হ্যাঁ, বাসস্থান হিসেবে মাদীনাহ্ উত্তম।

ইবনু 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : মাদীনার কালের গ্রাস ও কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করে যে অবস্থান করবে ক্বিয়ামাত দিবসে আমি তার জন্য সাক্ষী ও সুপারিশকারী হব। কিন্তু মাক্কাতে বসবাস করা সম্পর্কে এ ধরনের কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি। নাবী ﷺ এও বলেছেন যে, যার পক্ষে মাদীনাতে মৃত্যুবরণ করা সম্ভব হয় সে যেন তাতে মৃত্যুবরণ করে। যে ব্যক্তি তাতে মৃত্যুবরণ করবে আমি তার জন্য সুপারিশ করব। তবে মাদীনার মর্যাদা তার নিজস্ব কোন মর্যাদা নয়। বরং নাবী ﷺ-এর বিদ্যমানতার জন্য তার মর্যাদা। পক্ষান্তরে মাক্কার মর্যাদা তার নিজস্ব মর্যাদা। এমনিভাবে বায়তুল্লাহ্তে সলাত আদায়ের সাওয়াব অন্য জায়গায় সলাত আদায়ের তুলনায় এক লক্ষ গুণ বেশী মর্যাদাসম্পন্ন। আর মাদীনার মাসজিদে নাবাবীতে সলাতের সাওয়াব মাত্র এক হাজার গুণ বেশী।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٧٢٦ - [١٢] عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلٰى مَكَّةَ: اِئْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ: حَمِدَ اللهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أُذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ». فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ: مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو؟ قَالَ: قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِذٰلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ أَنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي الْبُخَارِيِّ: اَلْخَرْبَةُ: اَلْجِنَايَةُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৭২৬-[১২] আবূ শুরাইহ আল 'আদাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি 'আম্‌র ইবনু সা'ঈদ-কে বললেন, যখন আমীর মাক্কায় সেনাবাহিনী পাঠাচ্ছিলেন ('আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র-এর বিরুদ্ধে এমন সময় বললেন), হে আমীর! আমাকে অনুমতি দিন, আমি আপনাকে একটি কথা বলব যা মাক্কাহ্ বিজয়ের দিন সকালে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভাষণ দানকালে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন– এমন কথা যা আমার এই দুই কান শুনেছে, অন্তর মনে রেখেছে এবং দুই চোখ দেখেছে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন ভাষণ দান শুরু করলেন, তখন প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা স্বরূপ শুকরিয়া আদায় করলেন, এরপর বললেন, আল্লাহ মাক্কাকে হারাম করেছেন। কোন মানুষ তা হারাম করেনি। তাই আল্লাহ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন লোকের পক্ষে মাক্কায় রক্তপাত ঘটানো এবং এর গাছ কাটা হালাল হবে না। যদি কেউ মাক্কায় রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুদ্ধের অজুহাত দেখিয়ে অনুমতি আছে মনে করে, তবে তাকে বলবে– আল্লাহ তাঁর রসূলকে অনুমতি দিয়েছেন, তোমাকে অনুমতি দেননি। আল্লাহ তা'আলা আমাকে (রসূলকে) দিনের খুব অল্প সময়ের জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। অতঃপর তার পবিত্রতা পুনরায় ফিরে এসেছে, যেমন গতকাল ছিল। প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তিই আমার এ কথা যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে পৌঁছিয়ে দেয়। তারপর আবূ শুরাইহ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, এ কথা শুনে 'আম্‌র আপনাকে কি উত্তর দিয়েছিলেন? তিনি (আবূ শুরাইহ্) বললেন, জবাবে তখন তিনি বললেন, এ কথা আমি আপনার চেয়েও বেশি জানি। (মাক্কার) হারাম কোন অপরাধীকে আশ্রয় দেয় না এবং রক্তপাত করে এমন পলাতককেও আশ্রয় দেয় না। অথবা আশ্রয় দেয় না তাকে যে অপরাধ করে মাক্কায় পালিয়েছে (এমন ব্যক্তিকে)। (বুখারী, মুসলিম)[৭৬৩]

ব্যাখ্যা : (وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوْثَ إِلٰى مَكَّةَ) "তিনি ('আম্‌র ইবনু সা'ঈদ) মাক্কাতে সৈন্যদল প্রেরণ করছিলেন।" যে কারণে সৈন্যদল প্রেরণ করছিলেন তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এরূপ, মু'আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর অন্তর্ধানের পর স্বীয় পুত্র ইয়াযীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে খলীফাহ্ মনোনীত করেন। হুসায়ন ইবনু 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং 'আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র ব্যতীত মাদীনার সকলেই তার নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। হুসায়ন ইবনু 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কূফার লোকেদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি সেখানে গমন করেন এবং এটি তাঁর মৃত্যুর কারণ ঘটে। 'আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র মাক্কায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং মাক্কার নেতৃত্ব তাঁর হাতে চলে আসে।

ফলে ইয়াযীদ ইবনু মু'আবিয়াহ্ মাদীনার গভর্নর 'আম্‌র ইবনু সা'ঈদকে 'আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করার নির্দেশ দেন। 'আম্‌র ইবনু সা'ঈদ 'আম্‌র ইবনুয্ যুবায়রকে তার নিযুক্ত সৈন্য বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করেন। অতঃপর তাকে তাঁর ভাই 'আবদুল্লাহ ইবনুয্ যুবায়র-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করেন, কেননা তার ভাই 'আবদুল্লাহর সাথে 'আম্‌র-এর শত্রুতা ছিল। ইত্যবসরে আবূ শুরাইহ্ এসে 'আম্‌র ইবনু সা'ঈদের সাথে তার অনুমতিক্রমে এ বিষয়ে আলোচনা করেন যা অত্র হাদীসে বিবৃত্ত হয়েছে।

(إِنَّمَا أُذِنَ لِيْ فِيهَا سَاعَةً مِّنْ نَهَارٍ) "আমাকে শুধুমাত্র কিছু সময়ের জন্য সেখানে লড়াই করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল।" ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ সময়ের পরিমাণ ঐ দিনের সূর্যোদয়ের পর থেকে 'আস্‌রের সময় হওয়া পর্যন্ত।

[৭৬৩] সহীহ : বুখারী ১০৪, মুসলিম ১৩৫৪, নাসায়ী ২৮৭৬, তিরমিযী ৮০৯, আহমাদ ১৬৩৭৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৩৩৭৪, সহীহাহ্ ৩৫৮৩, সহীহ আল জামি' ২১৯৭।

(وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ) "পূর্বের মতই আজকে তার নিষিদ্ধতা পুনরায় ফিরে এসেছে।" অর্থাৎ- মাক্কাহ্ বিজয়ের পূর্বের দিন সেখানে যেরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম ছিল এখন থেকে সে নিষিদ্ধতা পুনর্বহাল হয়েছে।

অত্র হাদীসের শিক্ষা :

(১) আমীরের সাথে কথা বলার পূর্বে অনুমতি নেয়া

(২) আমীরের সাথে উত্তম পন্থায় কথা বলার চেষ্টা করা

(৩) মাক্কায় রক্ত প্রবাহিত করা হারাম, অর্থাৎ- অন্যায়ভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা হারাম।

(৪) মাক্কার গাছ কাটা নিষেধ।

(৫) নিষ্ঠাবান কোন এক ব্যক্তির সংবাদ গ্রহণ করা বৈধ।

(أَنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا) "হারাম এলাকা কোন অপরাধীকে আশ্রয় দেয় না।" 'আম্‌র ইবনু সা'ঈদ মনে করতেন যেহেতু মু'আবিয়াহ্ (রাঃ) স্বীয় পুত্রকে খলীফাহ্ মনোনীত করেছেন। আর ইয়াযীদ (রাঃ) ইবনুয্ যুবায়র (রাঃ)-কে তার নিকট এসে আনুগত্যের শপথ গ্রহণের আদেশ দিয়েছিলেন, তাই ইবনুয্ যুবায়র-এর কর্তব্য হলো ইয়াযীদের নির্দেশ পালন করা। কিন্তু তিনি তার নির্দেশ পালন না করে অবাধ্য হয়েছিলেন, তাই তিনি তাকে অপরাধী মনে করতেন। এজন্য তিনি আবূ শু'বাহ্-এর জওয়াবে এ কথা বলেছিলেন।

٢٧٢٧ -[١٣] وَعَنْ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَزَالُ هٰذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا عَظَّمُوا هٰذِهِ الْحُرْمَةَ حَقَّ تَعْظِيمِهَا فَإِذَا ضَيَّعُوا ذٰلِكَ هَلَكُوا». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

২৭২৭-[১৩] 'আইয়্যাশ ইবনু আবূ রবী'আহ্ আল মাখযূমী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : এ উম্মাত সবসময় কল্যাণের মধ্যেই থাকবে, যতদিন পর্যন্ত তারা (মাক্কার) হারামের এ মর্যাদা পরিপূর্ণরূপে রক্ষা করবে। আর যখন তারা মাক্কার এ মর্যাদা বিনষ্ট করে ফেলবে (ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে) তখন ধ্বংস হয়ে যাবে। (ইবনু মাজাহ)[৭৬৪]

ব্যাখ্যা : (مَا عَظَّمُوا هٰذِهِ الْحُرْمَةَ حَقَّ تَعْظِيمِهَا) "যতক্ষণ তারা এর মর্যাদা যথাযথ রক্ষা করবে। অর্থাৎ- যতক্ষণ উম্মাত মাক্কার হারাম এলাকার মর্যাদা যথাযথভাবে রক্ষা করবে, ততদিন পর্যন্ত এ উম্মাত কল্যাণের মধ্যেই থাকবে।

(فَإِذَا ضَيَّعُوا ذٰلِكَ هَلَكُوا) "যখন তা বিনষ্ট করবে তখন তারা ধ্বংস হবে।" অর্থাৎ- যখন তারা মাক্কার যথাযথ মর্যাদা না দিয়ে তার মর্যাদা বিনষ্ট করবে তখন তারা শাস্তি স্বরূপ অপদস্থ হবে ও ধ্বংস হবে।

---

[৭৬৪] য'ঈফ : ইবনু মাজাহ ৩১১০, আহমাদ ১৯০৪৯, য'ঈফ আল জামি' ৬২১৩। কারণ এর সানাদে ইয়াযীদ ইবনু আবী যিয়াদ একজন দুর্বল রাবী।

(١٥) بَابُ حَرَمِ الْمَدِيْنَةِ حَرَسَهَا اللّٰهُ تَعَالٰى

অধ্যায়-১৫ : মাদীনার হারামকে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সংরক্ষণ প্রসঙ্গে

ইমাম যুরক্বানী (রহঃ) বলেন, মাদীনাহ্ বলা হয় বড় শহরকে। অতঃপর শব্দটি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দারুল হিজরতকেই মাদীনাহ্ নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে।

ইবনু হাজার 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে বলেন, মাদীনাহ্ একটি সুপরিচিত শহরের নাম যেখানে রসূলুল্লাহ ﷺ হিজরত করেছেন, (এবং মৃত্যুর পর) সেখানেই তাকে সমাহিত করা হয়েছে। এর প্রাচীন নাম ছিল ইয়াস্‌রিব। বর্তমান এ মাদীনাহ্ শহরটির নাম "মাদীনাহ্" এবং "ইয়াস্‌রিব" উভয়টি পবিত্র কুরআনুল কারীমে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- মহান আল্লাহর বাণী :

(ক) ﴿يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ﴾

"তারা বলে- আমরা যদি মাদীনায় প্রত্যাবর্তন করি, তাহলে সম্মানীরা অবশ্য অবশ্যই হীনদেরকে সেখানে থেকে বহিষ্কার করবে।" (সূরাহ্ আল মুনা-ফিকূন ৬৩ : ৮)

(খ) ﴿وَإِذْ قَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ﴾

"স্মরণ কর, যখন তাদের একদল বলেছিল- হে ইয়াস্‌রিববাসী! তোমরা (শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে) দাঁড়াতে পারবে না, কাজেই তোমরা ফিরে যাও।" (সূরাহ্ আল আহ্যা-ব ৩৩ : ১৩)

ইয়াস্‌রিব (বর্তমানের মাদীনাহ্ শহরের) একটি স্থানের নাম। অতঃপর পুরো শহরটিকেই ইয়াস্‌রিব নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, নূহ আলায়হিস সালাম-এর পুত্র শাম, তদীয় পুত্র ইরাম, তদীয় পুত্র ক্বনিয়াহ্, তদীয় পুত্র ইয়াস্‌রিব-এর নামানুসারে এ শহরের নাম রাখা হয় ইয়াস্‌রিব।

অতঃপর নাবী ﷺ-এর নাম রাখেন ত্বাবাহ্ ও ত্বইয়্যিবাহ্। এখানে 'আমালীক্ব'গণ বসবাস করত। অতঃপর বানী ইসরাঈলের একটি সম্প্রদায় এখানে উপনীত হন ও বসবাস শুরু করেন।

যুবায়র ইবনু বাক্‌র "আখবারে মাদীনাহ্" নামক গ্রন্থে একটি দুর্বল সানাদে উল্লেখ করেছেন, এদের (ইসরাঈলদের) মূসা আলায়হিস সালাম এখানে প্রেরণ করেছিলেন। এরপর আওস এবং খাযরাজ গোত্র এখানে আসেন এবং বসতি স্থাপন করেন।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) মাদীনাহ্ শহরের পাঁচটি নামের উল্লেখ করেছেন। যথা- মাদীনাহ্, ত্বাবাহ্, ত্বইয়্যিবাহ্, আদ্দার ও ইয়াস্‌রিব।

সহীহ মুসলিমে জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফূ' হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলাই মাদীনার নাম রেখেছেন "ত্বাবাহ্" বা পবিত্র। ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, ত্বাবাহ্ এবং ত্বইয়্যিবাহ্ নাম রাখা হয়েছে এজন্য যে, এ শহর শির্ক থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

গবেষকগণ মাদীনাহ্ শহরের অনেকগুলো নাম বর্ণনা করেছেন, বিস্তারিত দেখতে চাইলে "ওয়াফাউল ওয়াফা" এবং "উম্‌দাতুল আখবার" নামক গ্রন্থ দেখুন।

জানা আবশ্যক যে, হানাফীদের নিকট মাদীনার একটি মর্যাদা রয়েছে, তবে তা মাক্কার মতো নয়। পক্ষান্তরে আয়িম্মায়ে সালাসা তথা তিন ইমাম এর বিরোধী তারা মনে করেন মাদীনার হুরমত মাক্কার মতই। এখানকার শিকার ধরা হারাম, বৃক্ষ কর্তন হারাম ইত্যাদি। (সামনে এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে)

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

প্রথম অনুচ্ছেদ

٢٧٢٨ - [١] عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا الْقُرْآنَ وَمَا فِي هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلٰى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعٰى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ وَمَنْ وَالٰى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: «مَنِ ادَّعٰى إِلٰى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلّٰى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ».

২৭২৮-[১] 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআন ও এ সহীফায় (পুস্তকে) যা আছে তা ছাড়া অন্য কোন কিছু রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে আমরা লিখে রাখিনি। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মাদীনাহ্ হারাম (অর্থাৎ- সম্মানিত বা পবিত্র) 'আয়র হতে সওর পর্যন্ত। যে ব্যক্তি এতে কোন বিদ্'আত (অসৎ প্রথা) চালু করবে অথবা বিদ্'আত চালুকারীকে আশ্রয় দেবে তার ওপর আল্লাহ্ ও মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) এবং সকল মানুষেরই অভিসম্পাত। তার ফার্‌য বা নাফ্‌ল কিছুই কবূল (গ্রহণযোগ্য) হবে না। সকল মুসলিমের প্রতিশ্রুতি বা দায়িত্ব এক; তাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিও তার চেষ্টা করতে পারে। যে কোন মুসলিমের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তার ওপর আল্লাহ ও মালায়িকাহ্ এবং সকল মানুষেরই অভিসম্পাত। তার ফার্‌য ও নাফ্‌ল কোনটিই গৃহীত হবে না। আর যে নিজের মালিকের অনুমতি ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব (সম্পর্ক) স্থাপন করে তার ওপর আল্লাহর ও মালায়িকাহ্'র এবং সকল মানুষেরই অভিসম্পাত। তার ফার্‌য বা নাফ্‌ল কোনটিই গৃহীত হবে না। (বুখারী, মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি নিজের পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে স্বীকার করেছে অথবা যে ক্রীতদাস নিজের মালিক ছাড়া অন্যকে মালিক বলে গ্রহণ করেছে তার ওপর আল্লাহর, মালায়িকাহ্'র এবং সকল মানুষেরই অভিসম্পাত। তার কোন ফার্‌য বা নাফ্‌ল কোনটাই গৃহীত হবে না।[৭৬৫]

ব্যাখ্যা : 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর উক্তি– "আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কুরআন ছাড়া কিছুই লিখি না, আর যা এ সহীফায় রয়েছে।" উল্লেখিত বাক্যে হাদীসটি ইমাম বুখারীর সহীহ গ্রন্থে সুফ্ইয়ান-এর সূত্রে তিনি আ'মাশ হতে, তিনি ইব্রাহীম আত্ তায়মী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

[৭৬৫] সহীহ : বুখারী ৩১৭২, মুসলিম ১৩৭০, তিরমিযী ২১২৭, আহমাদ ৬১৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৯৫১, সহীহ আল জামি' ৬৬৮৩, সহীহ আত্ তারগীব ১৯৮৬।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম আবূ মু'আবিয়াহ্-এর সূত্রে তিনি আ'মাশ থেকে, তিনি ইব্‌রাহীম থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি অর্থাৎ- ইয়াযীদ ইবনু শারীক আত্ তায়মী (ইব্‌রাহীম-এর পিতা) বলেছেন, 'আলী ইবনু আবূ ত্বলিব আমাদের মাঝে খুৎবাহ্ দিতে গিয়ে বললেন, "যে ধারণা করে যে কুরআন ছাড়া এবং এ সহীফাহ্ ছাড়া আমাদের নিকট আরো কিছু আছে যা আমরা পাঠ করে থাকি সে মিথ্যা বলল।"

ইমাম বুখারী আবূ জুহাফাহ্'র সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি 'আলী -কে জিজ্ঞেস করলাম আপনাদের নিকট কি কোন কিতাব আছে? তিনি বললেন, না, তবে আল্লাহর কিতাব (আল কুরআন) এবং ঐ বুঝ বা জ্ঞান যা একজন মুসলিম মুসলিমকে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) দেয়া হয়েছে আর এ সহীফায় যা রয়েছে।

হাফিয ইবনু হাজার আল আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, প্রশ্নকারী 'আলী -কে বহুবচনে সম্বোধন করে প্রশ্ন করেছেন; এর দ্বারা হয়তো পুরো আহ্‌লে বায়ত উদ্দেশ্য অথবা তার সম্মান উদ্দেশ্য।

আবূ জুহায়ফাহ্ 'আলী -কে এ প্রশ্নের করার কারণ হলো শী'আদের ধারণা– আহ্‌লে বাইত তথা নাবী পরিবার, বিশেষ করে 'আলী -এর নিকট ওয়াহীর এমন কতিপয় বিষয় ছিল যা নাবী তাকে খাসভাবে দান করেছিলেন, যে সম্পর্কে অন্যদের কোন অবহিত ছিল না।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন : শী'আ এবং রাফিযীরা বলে থাকে, 'আলী -এর প্রতি নাবী অনেকগুলো ওয়াসিয়্যাত করে গেছেন এবং শারী'আতের গুপ্ত ভাণ্ডার, দীনের কাওয়ায়িদ এবং আস্‌রারুল 'ইল্‌ম বা 'ইল্‌মের গুপ্ত রহস্য বা তত্ত্বজ্ঞান তাকে দিয়ে গেছেন। তিনি আহ্‌লে বাইতদের এমন কিছু দিয়ে গেছেন যার সম্পর্কে অন্যদের কোন জ্ঞান-ই নেই। তাদের এ দাবী সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, মিথ্যা এবং বাতিল। 'আলী -এর নিজের কথাই তার ব্যাখ্যা প্রদান করেছে, যা অন্য বর্ণনায় এসেছে। আবূ জুহায়ফাহ্ 'আলী -কে জিজ্ঞেস করেছিলেন– "আপনার এ সহীফায় কি আছে?" উত্তরে তিনি বলেছেন, বন্দীপণ, অর্থাৎ- বন্দীর মুক্তিপণ।

হাফিয ইবনু হাজার আল আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, বুখারী এবং মুসলিমে ইয়াযীদ আত্ তায়মীর সূত্রে 'আলী থেকে এভাবে বর্ণনা এসেছে, তিনি বলেছেন,

ما عندنا شيء نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. فإذا فيها الجراحات وأسنان الإبل والمدينة حرم.

আমাদের নিকট রক্ষিত আল্লাহর কিতাব ছাড়া আর কিছুই পাঠ করি না, আর এ সহীফায় যা রয়েছে। এতে রয়েছে, যখমের বিধান, উটের দাঁতের বিধান এবং মাদীনার সম্মানের বিধান।

সহীহ মুসলিমে আবূ তুফায়ল-এর সূত্রে রয়েছে– 'আলী বলেছেন, রসূলুল্লাহ সর্বসাধারণের নিকট থেকে আমাদের কোন কিছুতেই বিশেষ কোন কিছু দ্বারা খাস করেননি। তবে এ তরবারির খাপে যা সংরক্ষিত। এরপর তিনি সেটা হতে লিখিত সংকলন বের করে দেখেন সেখানে লেখা আছে– لعن الله من ذبح لغير الله... الحديث। আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন ঐ ব্যক্তির ওপর যে আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নামে পশু যাবাহ করে......। মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় এসেছে– সেটাতে ফারায়িযুস্ সদাক্বাহ্ লিখা ছিল। এ সকল বিভিন্ন রকম অর্থ সম্বলিত বর্ণনা সত্ত্বেও এ সহীফাহ্ ছিল একটি মাত্র এবং সকল বর্ণনার কথাগুলোই সেটাতে লিখা ছিল। যে যে বাক্য স্মরণ রেখেছেন সে সেটুকুই বর্ণনা করেছেন।

সহীহুল বুখারীতে রসূলুল্লাহ -এর বর্ণনা "মাদীনাহ্ সম্মানিত"-এর মূলে 'আরাবী حرام শব্দ ব্যবহার হয়েছে যার অর্থ নিষিদ্ধ।

আহমাদ, আবূ দাঊদ প্রভৃতি গ্রন্থেও অনুরূপ 'আলিফ'সহ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু মুসলিমের বর্ণনায় المدينة حرم 'আলিফ' ছাড়া বর্ণিত হয়েছে। এমনকি বুখারী, আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী প্রভৃতি গ্রন্থেও।

الحرام শব্দটি 'আলিফ' ছাড়া حَرَمٌ-এর অর্থ প্রদান করেছে। কেননা বিভিন্ন রকমের বর্ণনার একটি আরেকটির তাফসীর করে থাকে।

মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, حرام-এর অর্থ محترم ممنوع مما يقتضي إهانة الموضع المكرم অর্থ "সম্মানিত", যে সম্মানিত স্থানের অবমাননা নিষিদ্ধ। ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) الحرام-এর অর্থ গ্রহণ করেছে الحرم নিষিদ্ধ ও সম্মানিত।

মাদীনার এ নিষিদ্ধ এরিয়া হলো 'আয়র এবং সাওর-এর মধ্যবর্তী স্থান। 'আয়র হলো মাদীনাহ্ থেকে ক্বিবলার দিকে যুল্ হুলায়ফার (যা মাদীনাবাসীদের মীকাত) সন্নিকটে প্রসিদ্ধ একটি পাহাড়। আর সাওর হলো উহুদ পাহাড়ের পিছনে ছোট্ট একটি পাহাড়, তাই বলে এটা মাক্কার সে সাওর পাহাড় নয়।

(ثور) 'সাওর' শব্দটি ইমাম মুসলিমের একক বর্ণনা, বুখারীতে (إلى كذا) শব্দে বর্ণিত হয়েছে, যাতে ইব্হাম বা অস্পষ্টতা রয়েছে।

আবূ 'উবায়দ আল ক্বাসিম ইবনুস্ সালাম বলেন, (مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ) এ শব্দ সম্বলিত বাক্যটি ইরাক্ববাসীদের বর্ণনা, মাদীনাবাসীরা 'সাওর' নামক কোন পর্বত আছে বলে তারা জানে না। 'সাওর' হলো মাক্কার পাহাড়ের নাম। আমরা মনে করি হাদীসের আসল কথা হলো : (مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ)

হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, এটা ত্বাবারানী এবং আহমাদ-এর বর্ণনা যা 'আবদুল্লাহ ইবনুস্ সালাম রিওয়ায়াত করেছেন, উভয় বর্ণনায় উহুদ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। মাদীনার সম্মানিত বা নিষিদ্ধ এরিয়া হলো পূর্বে কঙ্করময় টিলা এবং পশ্চিমেও কঙ্করময় টিলা আর উত্তর দক্ষিণে সাওর এবং 'আয়র।

ইমাম শাফি'ঈ, মালিক, আহমাদ তথা জমহূর আহলে 'ইল্ম মনে করেন মাক্কার মতই মাদীনারও একটি নিষিদ্ধতা রয়েছে, এখানকার শিকার হত্যা করা যাবে না, বৃক্ষ কর্তন করা যাবে না। তবে ইমাম শাফি'ঈ এবং মালিক (রহঃ)-এর একটি মত কেউ যদি কোন শিকার হত্যা করেই ফেলে অথবা কোন বৃক্ষ কর্তন করেই ফেলে তবে তার ওপর কোন জরিমানা ধার্য হবে না। কিন্তু ইবনু আবিয্ যি'ব এবং আবূ লায়লা প্রমুখ মনীষী বলেন, মাক্কার মতই এদের ওপর শাস্তির বিধান বর্তাবে। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) বলেন, মাদীনার নিষিদ্ধতা মূলত মাক্কার নিষিদ্ধতার মত নয়। মাদীনার শিকার হত্যা, বৃক্ষ কর্তনের নিষিদ্ধতা মুস্তাহাব অর্থে, হারাম অর্থে নয় এবং এটা মাদীনার বিশেষ সম্মানার্থে বলা হয়েছে।

[এ মতামতগুলো বিভিন্ন ইমাম ও মুহাদ্দিসদের ব্যক্তিগত চিন্তার কথা অন্যথায় হাদীসে সেটাকে মুত্বলাক্বভাবেই হারাম বলা হয়েছে] –অনুবাদক

"যে মাদীনায় ইহ্দাস করল", এর অর্থ হলো যে মাদীনাহ্ শহরে কোন মুনকার কাজ, বিদ্'আত কাজ অর্থাৎ- যা কিতাব ও সুন্নাহ পরিপন্থী কাজ সম্পাদন করবে অথবা এ জাতীয় কার্য সম্পাদনকারীকে আশ্রয়দান করবে তার প্রতি আল্লাহর লা'নাত, তার মালায়িকাহ্'রও লা'নাত এবং সমগ্র মানবমণ্ডলীর লা'নাত বর্ষিত হবে। আল্লাহর লা'নাত অর্থ আল্লাহর রহমাত থেকে দূরে থাকা এবং বঞ্চিত থাকা। আর মালায়িকাহ্'র লা'নাত মানে তার জন্য আল্লাহর রহমাত থেকে দূরে থাকার (বদ্দু'আ) করা।

হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, এ বাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে, কোন গুনাহগারের প্রতি লা'নাত করা বৈধ। এতে আরো প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বিদ্'আতকারী এবং বিদ্'আতীকে আশ্রয়দানকারী উভয়েই সমান গুনাহগার।

ক্বাযী ‘ইয়ায (রহঃ) বলেন, এ হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় যে, মাদীনাহ্ শহরে কোন বিদ্‘আত কার্য বা কুরআন সুন্নাহ পরিপন্থী কার্য সম্পাদন করা কাবীরাহ্ গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা কাবীরাহ্ গুনাহ ছাড়া লা‘নাত করা প্রযোজ্য নয়। মালায়িকাহ্’র লা‘নাত এবং সমগ্র মানবমণ্ডলীর লা‘নাত দ্বারা আল্লাহর রহমাত থেকে দূরে বা বঞ্চিত থাকার কথা মুবালাগাতান বলা হয়েছে (অর্থাৎ- অতিরিক্ততা বা জোর দেয়া)। কেননা লা‘নাত শব্দের আভিধানিক অর্থ (اَلطَّرْدُ وَالإِبْعَادُ) বিতারিত করা, দূরে রাখা।

কেউ বলেছেন, লা‘নাত দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হলো ঐ শাস্তি, যে শাস্তি তার গুনাহের কারণে প্রথমে ভোগ করে নিবে (পরে সে জান্নাতে যাবে)। কাফিরদের ঐ লা‘নাত উদ্দেশ্য নয় যা আল্লাহর রহমাত থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে ও বঞ্চিত করে রাখবে।

তাদের নিকট থেকে কোন বিনিময় অথবা দান গ্রহণ করা হবে না, এখানে عَدْلٌ এবং صَرْفٌ শব্দ দু’টি নিয়ে মনীষীগণ ইখতিলাফ করেছেন। জমহূরের মতে صَرْفٌ হলো ফার্য দান এবং عَدْلٌ হলো নাফ্‌ল দান। ইমাম ইবনু খুযায়মাহ্ হাসান বাসরী (রহঃ)-এর সূত্রে ঠিক এর বিপরীত বর্ণনা করেছেন। ইমাম আসমা‘ঈ বলেন, الصرف অর্থ হলো التوبة, আর العدل হলো الفدية। এছাড়া আরো অনেকে অনেক কথা বলেছেন।

সমগ্র মু’মিন যেমন একটি দেহের ন্যায়, দেহের একটি অঙ্গ আক্রান্ত হলে সমস্ত দেহই তার ব্যথা অনুভব করে, ঠিক অনুরূপ সমগ্র মুসলিমের যিম্মাহ ও প্রতিশ্রুতি যা কেউই তা ভঙ্গ করতে পারবে না। হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, একজন মুসলিমও যদি কোন কাফিরকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয় তবে অন্য কোন মুসলিম তা ভঙ্গ করতে পারবে না।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, যে আপন পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যকে পিতৃ-পরিচয় দিবে এবং যে কৃতদাস নিজ মনিবের পরিবর্তে অন্যকে মনিব পরিচয় দিবে তার প্রতিও লা‘নাত। অপরকে পিতৃ পরিচয় দেয়া বহু কারণেই হতে পারে তন্মধ্যে দু’টি কারণ প্রধান। যথা- (১) মীরাসী সম্পদ গ্রহণের জন্য এবং (২) বংশীয় মর্যাদা লাভের জন্য। যে কারণেই হোক এ কাজ সম্পূর্ণরূপে হারাম ও নিষিদ্ধ।

٢٧٢٩ - [٢] وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنِّيْ أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِيْنَةِ: أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا» وَقَالَ: «الْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ لَا يَدَعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَ اللّٰهُ فِيْهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلٰى لَأْوَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهٗ شَفِيْعًا أَوْ شَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৭২৯-[২] সা‘দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আমি মাদীনার দু’ সীমানার মধ্যবর্তী জায়গাকে হারাম ঘোষণা করছি– এর বৃক্ষলতা কাটা যাবে না এবং এর শিকার করা যাবে না। তিনি (ﷺ) আরো বলেন, মাদীনাহ্ ঐসব লোকের জন্য কল্যাণকর, যদি তারা বুঝতে পারে। যে ব্যক্তি অনাগ্রহী হয়ে মাদীনাহ্ ত্যাগ করবে, তার বদলে আল্লাহ তা‘আলা তার চেয়েও উত্তম ব্যক্তিকে সেখানে স্থান দেবেন। যে ব্যক্তি মাদীনার অভাব-অনটন ও বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে অটুট থাকবে, ক্বিয়ামাতের দিন আমি তার জন্য সাক্ষী ও সুপারিশকারী হবো। (মুসলিম)[৭৬৬]

[৭৬৬] **সহীহ** : মুসলিম ১৩৬৩, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৬২২০, আহমাদ ১৫৭৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৯৬১, সহীহ আল জামি‘ ২৪৪৮, সহীহ আত্ তারগীব ১১৮৮।

ব্যাখ্যা : মাদীনার মর্যাদা ও সম্মানের কিছু কথা পূর্বের হাদীসে অতিবাহিত হয়েছে। এখানকার বৃক্ষাদি কর্তন করা যাবে না এবং কোন শিকার হত্যা করা যাবে না। এ নিষিদ্ধ এলাকার সীমাও বর্ণিত হয়েছে। অত্র হাদীসে ঐগুলো ছাড়া আরো বর্ণিত হয়েছে– "মাদীনাহ্ তাদের জন্য কল্যাণ যদি তারা জানত"।

মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, এ ঘোষণা মাদীনার মুসলিম অধিবাসীদের জন্য। আর এ কল্যাণ দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় জগতের জন্যই। অথবা খায়রিয়্যাত বা কল্যাণ দ্বারা উদ্দেশ্য দুনিয়ার জীবন-জিন্দেগীতে অধিক বারাকাত লাভ করা।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় (মুসলিমের হাশিয়ায়) 'আল্লামাহ্ সিনদী বলেন, এ হাদীস ঐ ব্যক্তিদের জন্য যারা মাদীনাহ্ ত্যাগ করে সুখের আশায় অন্য শহরে চলে যায় তাদের জন্য সতর্কবাণী।

কেউ কেউ বলেছেন, মাদীনার এ ফাযীলাতের ঘোষণা 'আলিম ব্যক্তিদের জন্য। যেহেতু এটি একটি মর্যাদাসম্পন্ন শহর সুতরাং সেটার মর্যাদা কেবল মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরাই অনুভব করতে পারে। আর তার চাহিদা অনুপাতে নিজ নিজ 'ইল্‌মের দ্বারা সেটার দাবী মোতাবেক 'আমাল করতে পারে। পক্ষান্তরে যাদের 'ইল্‌ম নেই তারা ঐ শহরের যথাযথ মর্যাদাও দিতে পারে না এবং সেটার ফাযীলাত ও কল্যাণও লাভ করতে পারে না। এ শহরের প্রতি আগ্রহহীন হয়ে (এ শহরে) বসবাস ত্যাগ করলে আল্লাহ তা'আলা তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তিকে সেখানে আবাসন দান করবেন। তবে যদি কেউ এ শহরের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে নয় বরং অনিবার্য কারণে বা কোন ফিত্‌নাহ্ থেকে বাঁচার জন্য তা ত্যাগ করে সে এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আল্লামা বাজী (রহঃ) বলেন, আমি মনে করি যারা মাদীনার আদীবাসী বা স্থায়ী বাসিন্দা তাদের জন্য এ হুকুম। কিন্তু যারা অন্য স্থানের বাসিন্দা পরবর্তীতে তারা মাদীনায় 'ইল্‌ম শিক্ষার জন্য অথবা মাদীনার ফাযীলাত লাভের জন্য এসে বসবাস করছেন অথবা অত্যাবশ্যক প্রয়োজনেই এ শহর ত্যাগ করছেন তাদের জন্য এ হুকুম নয়।

এরপর প্রশ্ন হলো– ফাযীলাতের এ বিধান কতদিন পর্যন্ত? ইবনু 'আবদিল বার এবং 'আল্লামাহ্ যুরক্বানী সহ বহু মনীষী বলেন, এ ফাযীলাত রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশাকাল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর হাজার হাজার সহাবী মাদীনাহ্ শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন এবং অন্যত্র বসতি স্থাপন করেছেন। যেমন- আবূ মূসা আল আশ্'আরী, ইবনু মাস্'উদ, মু'আয, আবূ 'উবায়দাহ্, 'আলী, ত্বলহাহ্, যুবায়র, 'আম্মার, হুযায়ফাহ্, 'উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত, বিলাল, আবুদ্ দারদা, আবূ যার প্রমুখ সহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম স্ববিশেষ উল্লেখযোগ্য এ সকল মহান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম মাদীনাহ্ ছেড়ে অন্যত্র বসবাস করেছেন এবং সেখানেই তারা ইন্তিকাল করেছেন।

সুতরাং বুঝা যায় মাদীনার এ ফাযীলাত তার জীবিত থাকাকাল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।

অন্য আরেকদলের মতে মাদীনার ঐ ফাযীলাত সর্বকাল ব্যপ্ত। এখনও সেটাতে বসবাসে ঐ ফাযীলাত মিলবে। উপরে বর্ণিত সহাবীগণ যারা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর মাদীনাহ্ ত্যাগ করে অন্য শহরে গিয়ে বসবাস করেছেন, তারা মাদীনায় আর ফিরে আসেন নেই, বরং সেখানেই ইন্তিকাল করেছেন। তারা কেউ মাদীনার প্রতি অনাসক্ত বা বিতশ্রদ্ধ হয়ে মাদীনাহ্ ত্যাগ করেননি, বরং তারা দীনের যে কোন কল্যাণে যেমন- 'ইল্‌ম কিংবা জিহাদের জন্য অথবা অন্য কোন অতীব প্রয়োজনীয় উম্মাতে মুসলিমার বৃহত্তর কল্যাণে মাদীনাহ্ ত্যাগ করেছেন।

মাদীনার অভাব-অনটন এবং দুঃখ-কষ্টে যে ধৈর্য ধারণ করে থাকবে নাবী ﷺ ক্বিয়ামাতের দিন তার জন্য সাক্ষ্যদানকারী শাফা'আতকারী হবেন। এ দুঃখ-কষ্ট হলো– অভাব-অনটন বা ক্ষুধা, মাদীনার প্রচণ্ড ক্ষরা, এখানে বিদ্'আতী অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আগত অত্যাচার বা দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি।

'আল্লামাহ্ জাওহারী দুঃখ-কষ্টের মূলে اللاواء শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ الشدة কষ্ট-কাঠিন্যতা, কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হলো জীবন-জিন্দেগীর সংকীর্ণতা এবং দুর্ভিক্ষ।

মানুষের অবস্থাভেদে কারো জন্য নাবী ﷺ সাক্ষী হবেন কারো জন্য সুপারিশকারী হবেন।

অত্র হাদীসে এদিকে ইশারা রয়েছে যে, জীবনের অবসান যেন সুন্দরভাবে হয়, অর্থাৎ- ঈমানের উপর হয়। আর মু'মিনের উচিত ধৈর্য ধারণ করা, বরং মাদীনায় অবস্থানের সুযোগ পেয়ে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া। অন্য শহরের চাকচিক্যময় সুখ-সামগ্রীর প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করা উচিত নয়। কেননা আখিরাতের নি'আমাতই হলো প্রকৃত নি'আমাত বা সুখ-সামগ্রী।

٢٧٣٠ -[٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَصْبِرُ عَلٰى لَأْوَاءِ الْمَدِيْنَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِيْ إِلَّا كُنْتُ لَهٗ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৭৩০-[৩] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি মাদীনায় অভাব-অনটন ও বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করবে আমি অবশ্যই ক্বিয়ামাতের দিন তার জন্য সুপারিশকারী হবো। (মুসলিম)[৭৬৭]

ব্যাখ্যা : (لَا يَصْبِرُ عَلٰى لَأْوَاءِ الْمَدِيْنَةِ) অর্থাৎ- মাদীনার প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষতা। (وَشِدَّتِهَا) এর দ্বারাও মাদীনার অসহ্য পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে।

আবূ 'উমার বলেন : মাদীনাহ্ ও তার অবর্ণনীয় পরিস্থিতির কথা বলা হয়ছে। যেমন- দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, উপার্জনহীনতা ইত্যাদি।

ইমাম বাজী (রহঃ) বলেন : لَأْوَاءِ "লাওয়া" শব্দের অর্থ হলো দুর্ভিক্ষ, প্রচণ্ড ক্ষুধা ও উপার্জনহীনতা। شِدَّتِهَا শব্দের উদ্দেশ্য "লাওয়া"-ও হতে পারে এবং মাদীনার সকল অধিবাসীর অবর্ণনীয় পরিস্থিতি হতে পারে।

ইমাম মাযিরী (রহঃ) বলেন : لَأْوَاءِ বলা হয় উপার্জনহীনতা। আর «شِدَّتِهَا هَا» 'যমির'টি মাদীনাহ্ ও لَأْوَاءِ "লাওয়া" উভয় শব্দের দিকে ফিরার সম্ভাবনা রাখে।

٢٧٣١ -[٤] وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرَةِ جَاءُوْا بِهٖ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا أَخَذَهٗ قَالَ: «اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّنَا اَللّٰهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ عَبْدُكَ وَخَلِيْلُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنِّيْ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنَّهٗ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَأَنَا أَدْعُوْكَ لِلْمَدِيْنَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِثْلِهٖ مَعَهٗ». ثُمَّ قَالَ: يَدْعُوْ أَصْغَرَ وَلِيْدٍ لَهٗ فَيُعْطِيْهِ ذٰلِكَ الثَّمَرَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

[৭৬৭] সহীহ : মুসলিম ১৩৭৮, আহমাদ ৯১৬১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৭৩৯, সহীহ আত্ তারগীব ১১৮৬।

২৭৩১-[৪] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা যখন গাছের প্রথম ফল দেখতো তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে হাযির করতো। যখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ ফল গ্রহণ করতেন, তখন বলতেন, আল্লাহ! আমাদের ফলে (শস্য-ফসলে) বারাকাত দান কর এবং আমাদের এ শহরে বারাকাত দান কর। আমাদের সা'-তে বারাকাত দান কর, আমাদের মুদ-এ (মাপার যন্ত্র বা পাত্রে) বারাকাত দান কর। হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই ইব্‌রাহীম আলায়হিস্ সালাম তোমার বান্দা, তোমার বন্ধু ও তোমার নাবী। আর আমিও তোমার বান্দা ও নাবী। তিনি মাক্কার জন্য তোমার কাছে দু'আ করেছেন, আর আমিও মাদীনার জন্য তোমার কাছে দু'আ করছি, যেভাবে তিনি মাক্কার জন্য তোমার কাছে দু'আ করেছেন। বর্ণনাকারী (আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সবচেয়ে ছোট শিশু সন্তানকে ডাকতেন এবং তাকে ঐ ফল (খেতে) দিতেন। (মুসলিম)[৭৬৮]

ব্যাখ্যা : যে সমস্ত লোকেরা তাদের গাছের নতুন ফল নিয়ে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসতেন তারা হলেন সহাবায়ে কিরাম। তারা তাদের নতুন ফল বা প্রথম ফল নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে হাদিয়্যাহ্ বা উপঢৌকন পেশ করতেন। 'উলামায়ে কিরাম বলেছেন, তারা এ কাজ এজন্য করেছেন যেন আল্লাহর নাবীর দু'আ লাভ করতে পারেন। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কোন ফল হাদিয়্যাহ্ পেশ করলেই তিনি ফলের জন্য দু'আ করতেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদীনাহ্ শহরের জন্য দু'আ করতেন, মাদীনার সা' এবং মুদ-এর জন্য দু'আ করতেন।

[এ দু'আর ফলে দু' একজনের গাছে বছরে দু'বারও খেজুর ধরতে দেখা গেছে। –অনুবাদক]

কেউ কেউ বলেছেন, নিজেদের ওপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রাধান্য দেয়ার এবং তার প্রতি মুহাব্বাতের খাতিরেই তারা এ কাজ করেছেন।

'আল্লামাহ্ যুরক্বানী (রহঃ) বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহান স্বকীয় সত্তার মর্যাদা ও মহাব্বাতের কারণেও এ হাদিয়্যাহ্ হতে পারে, আবার তার দু'আ থেকে বারাকাত লাভের জন্যও হতে পারে।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কোন ফল হাদিয়্যাহ্ পেশ করলেই দু'আ করতেন : "হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ফলে বারাকাত দান করো।" অর্থাৎ- এতে ফলন ও প্রবৃদ্ধি দান করো, এর স্থায়িত্ব দান করো। ক্বাযী 'ইয়াযও এমনটিই ব্যাখ্যা করেছেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ মুহূর্তে মাদীনাহ্ শহরের জন্য দু'আ করতেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের মাদীনাহ্ শহরকে বারাকাতমণ্ডিত করো। মাদীনাহ্ শহরের বারাকাত হলো তার স্থানের, আবহাওয়ার এবং তার অধিবাসীদের সঠিক প্রশস্ততা। আল্লাহ তা'আলা এ শহরের বাহ্যিক এবং আত্মিক উভয় বারাকাত দ্বারা সমৃদ্ধ করে রেখেছেন।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদীনার পরিমাপের পাত্র বা মাধ্যম সা' এবং মুদ-এর জন্য দু'আ করেছেন। 'আল্লামাহ্ ইবনু 'আবদিল বার (রহঃ) বলেন, এটা তার অলঙ্কারপূর্ণ বিজ্ঞচিত বাক্যবিশেষ, মূলত দু'আ ছিল খাদ্যে বারাকাতের জন্য এবং পরিমাপ যন্ত্রে বা মাধ্যমে যা ধারণ করা হয় তার জন্যে, পরিমাপ যন্ত্রের জন্য দু'আ নয়। তবে উভয়ের জন্যও হতে পারে যেমন- 'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহঃ) বলেছেন, ইব্‌রাহীম আলায়হিস্ সালাম মাক্কার জন্য দু'আ করেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবূল করেছেন ফলে মাক্কার মানুষ বিশ্বের নানা ফলমূল দ্বারা রিয্‌ক্বপ্রাপ্ত হতে আছে। আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা উল্লেখ করে মাদীনার জন্য দু'আ করেছেন, ফলে আল্লাহ তা'আলা মাদীনাহ্ শহরকেও অনুরূপ বারাকাতপূর্ণ করেছেন। দূর-দূরান্ত থেকে এখানেও এসে মানুষ আল্লাহ তা'আলার নি'আমাত ও মাসজিদে নাবাবীর ফাযীলাত হাসিলে ধৈন্য হয়। বরং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাক্কার

[৭৬৮] সহীহ : মুসলিম ১৩৭৩, মুয়াত্ত্বা মালিক ৩৩০৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৭৪৭, সহীহ আত্ তারগীব ১১৯৯।

চেয়ে দ্বিগুণ বারাকাত চেয়ে মাদীনার জন্য দু'আ করেছেন। এতদসংক্রান্ত বর্ণনা তৃতীয় পরিচ্ছেদে আসছে। উক্ত হাদীস দ্বারা কেউ কেউ মাক্কার উপর মাদীনার ফাযীলাত বর্ণনা করতে প্রয়াস পেয়েছেন।

'আল্লামাহ্ বাজী (রহঃ) বলেন, ইব্‌রাহীম আলায়হিস্ সালাম মাক্কাবাসীদের জন্য দু'আ করেছিলেন যা তা ছিল নিছক দুনিয়ার ফলমূল দ্বারা রিয্‌ক্ব দানের বিষয়ে, কিন্তু নাবী ﷺ মাদীনাবাসীদের জন্য যে দু'আ করেছিলেন তা দুনিয়া বিষয়ক এবং তার সাথে অনুরূপ আরো। সম্ভবত সেটি ছিল আখিরাতের বিষয় যেমন- মাক্কায় পুণ্যার্জন বহুগুণে লাভ করা যায় অনুরূপ মাদীনার পুণ্যও যেন বহুগুণে পাওয়া যায়।

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগত নতুন ফল ছোট বাচ্চাদের ডেকে দিয়ে দিতেন। এটা ছিল তার শিশুদের প্রতি ভালবাসার সর্বোচ্চ নমুনা। শিশুদের আনন্দদান বড়দের আনন্দদানের চেয়ে অনেক বেশী ভাল। আবূ 'উমার (রহঃ) বলেন, এটা উত্তম শিষ্টাচারের এবং সর্বোত্তম চরিত্রের নমুনা ঐ শিশু নিজ পরিবারের হোক অথবা পাড়া-প্রতিবেশীর হোক তাতে কোন ভেদাভেদ ছিল না।

٢٧٣٢ - [٥] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَامًا وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا أَنْ لَا يُهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ وَلَا يُحْمَلَ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ وَلَا تُخْبَطُ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلَفٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৭৩২-[৫] আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন : ইব্‌রাহীম আলায়হিস্ সালাম মাক্কাকে সম্মানিত করেছেন এবং একে হারাম (পবিত্রতা) ঘোষণা করেছেন, আর আমি মাদীনাকে এর দু' সীমার মধ্যবর্তী স্থানকে যথাযথভাবে সম্মানে সম্মানিত করলাম। এতে রক্তপাত করা যাবে না, যুদ্ধের জন্য অস্ত্র গ্রহণ করা যাবে না, পশুর খাবার ছাড়া এতে কোন গাছপালার পাতা ঝরানো যাবে না। (মুসলিম)[৭৬৯]

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ-এর বাণী : "ইব্‌রাহীম মাক্কাকে হারাম করেছেন"-এর অর্থ হলো তিনি এর হারাম হওয়ার বিষয়টি জনগণের নিকট প্রকাশ করে তা ঘোষণা করেছেন। সুতরাং পূর্বে বর্ণিত যে হাদীসে এ কথা এসেছে যে, "নিশ্চয় মাক্কাকে আল্লাহ তা'আলাই হারাম করেছেন, কোন মানুষ একে হারাম করেনি", এর সাথে কোন বিরোধ নেই। মূলত এটা আল্লাহ তা'আলাই হারাম করেছেন, নাবী ইব্‌রাহীম তা ঘোষণা করেছেন মাত্র। তার দিকে হারামের নিসবাত বা সম্পর্ক ইস্তিআরাহ্ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা "মাক্কার সম্মান" পর্বে ইবনু 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীসে অতিবাহিত হয়েছে। 'আরাবীতে শব্দ مَأْزِمَيْهَا -এর অর্থ দুই পাহাড়, উদ্দেশ্য দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানকে হারাম ঘোষণা করলাম। এখানে কোন মুসলিমের রক্ত প্রবাহ করবে না, এটা জঘন্য কাজ।

মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, "এখানে রক্ত প্রবাহ নিষেধ"-এর দ্বারা উদ্দেশ্য যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষেধ, যার দ্বারা রক্ত প্রবাহ হয়ে থাকে। যাদের রক্ত প্রবাহ এমনি সাধারণভাবে হারাম মাক্কাহ্ মাদীনার হারাম এরিয়ায় তাদের রক্ত প্রবাহ আরো কঠিনতরভাবে হারাম।

এখানে কোন প্রকার অস্ত্র বহনও হারাম, প্রয়োজন ব্যতিরেকে বৃক্ষ কর্তন, অর্থাৎ- পশুর খাদ্য সংগ্রহ ইত্যাদি ব্যতীত গাছের পাতা ছেড়া ও কর্তন করাও নিষেধ।

---

[৭৬৯] সহীহ : মুসলিম ১৩৭৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৯৮২, সহীহ আল জামি' ১২৭১।

٢٧٣٣ - [٦] وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إِلٰى قَصْرِه بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهٗ فَسَلَبَهٗ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهٗ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلٰى غُلَامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ فَقَالَ: مَعَاذَ اللهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبٰى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৭৩৩-[৬] 'আমির ইবনু সা'দ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমার পিতা) সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস রাঃ সওয়ারীতে চড়ে তাঁর আক্বীক্বস্থ গৃহস্থলের দিকে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি দেখলেন একটি ক্রীতদাস (মাদীনায়) একটি গাছ অথবা পাতা কাটছে বা ঝড়াচ্ছে। এতে তিনি কৃতদাসটির জামা-কাপড় ও অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিলেন। অতঃপর সা'দ মাদীনায় ফিরে আসলে ক্রীতদাসের মালিকগণ তার নিকট এসে তাদের দাসের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া সমস্ত জিনিস ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ করলেন। তখন তিনি (সা'দ) বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে যা দান করেছেন তা আমি ফিরিয়ে দেয়া হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আর তিনি তা ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করলেন। (মুসলিম)[৭৭০]

ব্যাখ্যা : এ সা'দ রাঃ ছিলেন আশারায়ে মুবাশ্শারাহ্-এর অন্যতম ব্যক্তিত্ব। মাদীনার অনতিদূরে 'আক্বীক্ব নামক স্থানে তার একটি ভবন ছিল। হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন : 'আক্বীক্ব হলো যুল্ হুলায়ফার সন্নিকটে একটি স্থান। সেখানে একটি কৃতদাসকে দেখেন মাদীনার নিষিদ্ধ স্থানে বৃক্ষ কর্তন করছে এবং তার পাতা ছিঁড়ছে। তাই তিনি তার অস্ত্র-শস্ত্র কেড়ে নিয়ে মাদীনায় ফিরে আসলেন। অতঃপর কৃতদাসের মালিক যখন তার কাছে এসে কেড়ে আনা সামগ্রী ফেরত চাইলেন তখন তিনি আল্লাহর আশ্রয় চেয়ে বললেন : রসূলুল্লাহ ﷺ এটা আমার জন্য নাফ্ল নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ- যে মাদীনার এ নিষিদ্ধ স্থানে শিকার ধরবে, বৃক্ষ কর্তন করবে তার মালামাল ক্রোক করে নিতে হবে। সুতরাং তার এ মালামাল ফেরত দেয়া হবে না।

'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহঃ) বলেন : এ হাদীস মাদীনার নিষিদ্ধ স্থানে শিকার ধরা, বৃক্ষ কর্তন করা ইত্যাদি নিষেধ হওয়ার পক্ষে ইমাম শাফি'ঈ, মালিক, আহমাদ এবং জমহূর ইমাম ও মুজতাহিদের পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ-দলীল। ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) তার বিপক্ষে মত পোষণ করেন, ইতিপূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা হয়ে গেছে। ইমাম মুসলিম মাদীনার ঐ নিষিদ্ধতার পোষকতায় 'আলী, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস, আনাস ইবনু মালিক, জাবির ইবনু 'আবদিল্লাহ, আবূ সা'ঈদ (খুদরী), আবূ হুরায়রাহ্, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উবায়দ, রাফি' ইবনু খাদীজ, সাহ্ল ইবনু হুনায়ফ প্রমুখ সহাবা রাঃ থেকে নাবী ﷺ-এর মারফূ' হাদীস উল্লেখ করেছেন। অন্যেরাও আরো অন্যান্য সহাবা থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং এ সকল সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে প্রচলিত বা জারীকৃত 'আমালের বিরোধীদের দিকে ভ্রুক্ষেপের কোনই প্রয়োজন নেই। মাদীনার হারাম স্থানের মধ্য থেকে বৃক্ষ কর্তন বা শিকার ধরার কারণে তার সবকিছু ছিনিয়ে নেয়ার এ হাদীস হানাফীগণ মানসূখ বা রহিত অথবা বিশেষ ব্যাখ্যার দাবী করে থাকেন।

٢٧٣٤ - [٧] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهٗ فَقَالَ: «اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

---

[৭৭০] সহীহ : মুসলিম ১৩৬৪, সুনানুল সুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৯৭২।

২৭৩৪-[৭] 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) মাদীনায় আসার পর আমার পিতা আবূ বাক্‌র (রাঃ) ও (মুয়ায্‌যিন) বিলাল (রাঃ) ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হলেন। আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে তাদের অসুস্থতার খবর জানালে তিনি (ﷺ) বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য মাদীনাকে প্রিয় কর যেভাবে মাক্কাহ্ আমাদের নিকট প্রিয় অথবা তার চেয়েও বেশি। হে আল্লাহ! তুমি মাদীনাকে আমাদের জন্য স্বাস্থ্যকর কর, আমাদের জন্য এর সা' এবং মুদ-এ (পরিমাপ যন্ত্রে) বারাকাত দাও, এর জ্বরকে "জুহফাহ্"য় (হাওযের কিনারাসমূহে) স্থানান্তরিত করে দাও। (বুখারী, মুসলিম)[৭৭১]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাদীনায় আগমনের এ সময়টি নিয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। 'আল্লামাহ্ যুরক্বানী (রহঃ) বলেন : এটি ছিল হিজরতের সময়কার ঘটনা, রবিউল আও্ওয়ালের ১২ দিন অবশিষ্ট থাকতে। বুখারীর বর্ণনা মতে বিদায় হাজ্জের সফর থেকে ফিরে আসার সময়ের ঘটনা। এ সময় মাদীনাহ্ ছিল মহামারী কবলিত এলাকা। এ মহামারী বিভিন্ন রোগের মাধ্যমেই হতে পারে, তবে জ্বরের ও প্লেগের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ পাওয়া যায়।

রসূলুল্লাহ (ﷺ) মাদীনায় পৌঁছলে আবূ বাক্‌র ও বিলাল (রাঃ) জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এ খবর দেয়া হলে তিনি মাদীনার জন্য এবং তার আবহাওয়ার জন্য দু'আ করলেন। এছাড়াও তিনি মাদীনার সা' এবং মুদ্-এ বারাকাতের জন্য দু'আ করলেন। তিনি মাদীনার জ্বরকে জুহ্ফায় স্থানান্তরের জন্যও দু'আ করলেন।

ইমাম যুরক্বানী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা নাবী (ﷺ)-এর এ দু'আ কবূল করেন, ফলে মাদীনাকে তার জন্য প্রিয় করে দেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এ দু'আ ইতিপূর্বে মাক্কাকে প্রিয় ভূমি হিসেবে বলার পরিপন্থী নয়। যেমন- মাক্কাহ্ থেকে মাদীনায় হিজরতের মুহূর্তে তিনি বলেছিলেন :

إنك أحب البلاد إليّ وإنك أحب أرض الله إلى الله.

অন্য বর্ণনায় : (لقد عرفت أنك أحب البلاد إلى الله)

অর্থাৎ- (হে মাক্কাহ্!) নিশ্চয় তুমি আমার প্রিয় ভূমি, তুমি আল্লাহর জমিনের মধ্য হতে আল্লাহর নিকটও প্রিয় জমিন।

ব্যাখ্যাকার 'আল্লামাহ্ 'উবায়দুল্লাহ মুবারাকপূরী (রহঃ) বলেন, এ মুহাব্বাতের কথা মুবালাগাহ্ হিসেবে বলা হয়েছে। অথবা আল্লাহ তা'আলা যখন মুহাজিরগণকে মাক্কার নিজ মাতৃভূমি, বসতবাড়ী ত্যাগ করে মাদীনায় হিজরত করা আবশ্যক করেছিলেন তখন নাবী (ﷺ) আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করলেন তিনি যেন তাদের অন্তরে মাদীনার মুহাব্বাত বাড়িয়ে দেন।

রসূলুল্লাহ (ﷺ) মাদীনার জ্বরকে জুহ্ফায় স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য দু'আ করেছেন। জুহফার বিবরণ ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

'আল্লামাহ্ খাত্ত্বাবী বলেন, ঐ সময় জুহফায় ইসলাম ও মুসলিমদের চিরশত্রু ইয়াহূদীরা বসবাস করত। এ হাদীস থেকে অমুসলিমদের ওপর রোগ-ব্যাধি আপতিত হওয়ার এবং তাদের ধ্বংসের দু'আ বৈধতা প্রমাণিত হয়। সাথে সাথে মুসলিমদের সুস্থতা কামনা তাদের শহরের জন্য বারাকাত কামনা এবং তাদের নিকট থেকে কষ্ট ও ক্ষতি দূরীভূত হওয়ার জন্য দু'আ করা আবশ্যক প্রমাণিত হয়।

---

[৭৭১] **সহীহ :** বুখারী ৩৯২৬, মুসলিম ১৩৭৬, আহমাদ ২৪২৮৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৫৭৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৭২৪, সহীহাহ্ ২৫৮৪, সহীহ আত্ তারগীব ১২০০।

٢٧٣٥ -[٨] وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِيْ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَدِينَةِ: «رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتّٰى نَزَلَتْ مَهْيَعَةَ فَتَأَوَّلْتُهَا: أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلٰى مَهْيَعَةَ وَهِيَ الْجُحْفَةُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৭৩৫-[৮] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি মাদীনাহ্ সম্পর্কে নাবী (সাঃ)-এর স্বপ্নের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তিনি (সাঃ) বলেছেন : আমি দেখলাম একটি এলোমেলো চুলবিশিষ্টা কালো মহিলা মাদীনাহ্ হতে বের হয়ে মাহ্ইয়া'আহ্ (নামক স্থানে) গিয়ে পৌঁছলো। তখন আমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলাম যে, মাদীনার মহামারী মাহ্ইয়া'আহ্ স্থানান্তরিত হয়ে গেলো। বর্ণনাকারী বলেন, (মাহ্ইয়া'আহ্) হলো 'জুহ্ফাহ্'। (বুখারী)[৭৭২]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দু'আর কারণে মাদীনার "ওয়াবা" অর্থাৎ- মহামারী জ্বর মাহ্ইয়া'আহ্ বা জুহ্ফায় স্থানান্তরিত হয়ে যায়। এ সময় সেটা এলোকেশী কালো মহিলার রূপ ধরে চলে যায়। ইমাম যুরক্বানী বলেন, প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করে কোন রোগের এ রকম রূপ অবয়ব ধারণ করা অসম্ভব কিছু নয়। এর পরিপূরকতায় একটি বর্ণনা রয়েছে- এক ব্যক্তি মাক্কার পথ বেয়ে আসলেন, নাবী (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, পথে কি তোমার সাথে কারো সাক্ষাৎ হয়েছিল? লোকটি বলল না, তবে একটি কালো উলঙ্গ মহিলার সাক্ষাত হয়েছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, ওটাই মাদীনার জ্বর, আজকের পর সে আর কখনো মাদীনায় ফিরে আসবে না। অন্য বর্ণনায় আছে- রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, মাদীনায় বর্তমান যে জ্বর আছে সেটি মহামারীময় বরং আমার রবের পক্ষ থেকে রহমাত।

٢٧٣٦ -[٩] وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِيْ زُهَيْرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِيْ قَوْمٌ يَبُسُّوْنَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُوْنَ وَيُفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِيْ قَوْمٌ يَبُسُّوْنَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُوْنَ وَيُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِيْ قَوْمٌ يَبُسُّوْنَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৭৩৬-[৯] সুফ্ইয়ান ইবনু আবূ যুহায়র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ইয়ামান বিজিত হবে, সেখানে (মাদীনার) কিছু লোক (স্থায়ীভাবে) চলে যাবে এবং তাদের সাথে তাদের পরিবার-পরিজন ও অনুসারীদেরও নিয়ে যাবে। অথচ মাদীনাই তাদের জন্য উত্তম, যদি তারা বুঝতে পারতো। ঠিক এভাবেই শাম (সিরিয়া) দেশ বিজিত হবে, সেখানে কিছু লোক চলে যাবে তাদের পরিবার-পরিজন ও অনুসারীদেরকেও সাথে নিয়ে যাবে। অথচ মাদীনাহ্ হচ্ছে তাদের জন্য উত্তম, যদি তারা বুঝতে পারতো। অনুরূপভাবে 'ইরাক্ব বিজিত হবে, সেখানে কিছু লোক চলে যাবে তাদের সাথে তাদের পরিবার-পরিজন ও অনুসারীদেরকেও নিয়ে যাবে। অথচ মাদীনাই হচ্ছে তাদের জন্য উত্তম, যদি তারা বুঝতে পারতো। (বুখারী, মুসলিম)[৭৭৩]

---

[৭৭২] সহীহ : বুখারী ৭০৩৯, তিরমিযী ২২৯০, ইবনু মাজাহ ৩৯২৪, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩০৪৮৩, আহমাদ ৫৮৪৯।

[৭৭৩] সহীহ : বুখারী ১৮৭৫, মুসলিম ১৩৮৮, আহমাদ ২১৯১, মুয়াত্ত্বা মালিক ৩৩০৯/৬৬৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৬৭৩, সহীহ আল জামি' ২৯৭২, সহীহ আত্ তারগীব ১১৯০।

ব্যাখ্যা : ইয়ামানকে ইয়ামান এজন্য বলা হয় যে, এটা ক্বিবলার ডানদিকে অবস্থিত। ইয়ামান শব্দের অর্থ ডানদিকে, অথবা সূর্যের ডানদিকে হওয়ার কারণে একে ইয়ামান বলা হয়। অথবা ইয়ামান ইবনু ক্বহ্‌ত্বান-এর নামানুসারে ওর নাম রাখা হয় ইয়ামান।

অত্র হাদীসে ইয়ামান বিজয়ের কথা বলা হয়েছে- এরপর শাম বা সিরিয়ার নাম, এরপর ইরাক্বের নাম উল্লেখ হয়েছে, কিন্তু সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় আগে সিরিয়ার নাম দিয়ে শুরু করা হয়েছে, এরপর ইয়ামান, অতঃপর 'ইরাক্ব। 'আল্লামাহ্ যুরক্বানী (রহঃ) বিভিন্ন দেশ বিজয়ের এ ভবিষ্যদ্বাণীকে নবুওয়াতের চিহ্ন বলে অভিহিত করেছেন। ইবনু 'আবদুল বার (রহঃ) বলেছেন : ইয়ামান রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবূওয়াতকালেই বিজিত হয়। অতঃপর আবূ বাক্‌র-এর খিলাফাতকালে শাম বা সিরিয়া, এরপর ইরাক্ব।

এ হাদীসে উল্লেখিত শহরের ওপর মাদীনার শ্রেষ্ঠত্ব ও ফাযীলাত সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত হয়েছে। (কিন্তু মাক্কাহ্-মাদীনার উত্তমতা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে)। তথাপি লোকেরা মাদীনাহ্ শহর ত্যাগ করে উক্ত শহরগুলোতে সুখের ও আরামের অন্বেষায় পরিবার-পরিজন নিয়ে ছুটে চলবে। তারা যদি মাদীনার সত্যিকার মর্যাদা বুঝত তাহলে কস্মিনকালেও তা ত্যাগ করত না।

٢٧٣٧-[١٠] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرٰى. يَقُوْلُوْنَ: يَثْرِبَ وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৭৩৭-[১০] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি এমন এক জনপদে হিজরতের জন্য আদিষ্ট হলাম যে জনপদ অন্য জনপদসমূহকে গ্রাস করবে। লোকেরা একে ইয়াস্‌রিব বলে, আর এটাই হলো মাদীনাহ্। মাদীনাহ্ মানুষকে খাঁটি করে। যেভাবে হাঁপর খাদ ঝেড়ে লোহাকে খাঁটি করে। (বুখারী , মুসলিম)[৭৭৪]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের ব্যাখ্যায় 'আল্লামাহ্ ইবনু হাজার আল আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, নাবী ﷺ-এর বাণী : "আমার প্রভু আমাকে (একটি গ্রামের দিকে) হিজরতের নির্দেশ করেছেন এবং সেখানে বসবাসেরও নির্দেশ করেছেন।" এ গ্রামটি হলো মাদীনাহ্। কেউ কেউ এটাকে মাক্কার কথাও বলেছেন, তবে মাদীনার অর্থ নেয়া অধিক সামঞ্জস্যশীল।

এ গ্রামটি, অর্থাৎ- মাদীনাহ্ শহর অন্যান্য গ্রামগুলোকে খেয়ে ফেলবে; এর ব্যাখ্যায় 'আল্লামাহ্ তুরবিশ্‌তী (রহঃ) বলেন, এখানে খাওয়ার অর্থ হলো অন্যান্য শহরগুলো বিজিত হওয়া এবং তথাকার সম্পদ অর্জন করা বা নিয়ে নেয়া।

ইবনুল বাত্ত্বাল (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হলো মাদীনার লোকেরা অন্যান্য শহরগুলো বিজয় করবে এবং তাদের সম্পদ ভক্ষণ করবে। এটা 'আরবদের একটি ফাসাহাত পূর্ণবাক্যের দৃষ্টান্ত। 'আরবেরা যখন কোন রাজ্য জয় করে তখন বলে থাকে أكلنا بلد كذا। আমরা অমুক দেশ খেয়েছি।

লোকেরা এ স্থানকে ইয়াস্‌রিব বলে থাকে। এ নামকরণের কারণ ইতিপূর্বে কিঞ্চিৎ বলা হয়েছে। বর্তমানে সেটার নাম মাদীনাহ্। কতিপয় 'আলিম মাদীনাকে ইয়াস্‌রিব নামে ডাকা মাকরূহ মনে করেন, কারণ ইমাম আহমাদ বারা ইবনু 'আযিব থেকে মারফূ' হাদীস বর্ণনা করেছেন, (নাবী ﷺ বলেছেন :) যে ব্যক্তি

---

[৭৭৪] সহীহ : বুখারী ১৮৭১, মুসলিম ১৩৮২, মুয়াত্ত্বা মালিক ৩৩০৭, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্‌যাক্ব ১৭১৬৫, আহমাদ ৭২৩২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৭২৩, সহীহাহ্ ২৭৪, সহীহ আল জামি' ১৩৭৮।

মাদীনাকে ইয়াস্‌রিব বলবে সে যেন ইস্তিগফার করে, অর্থাৎ- আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে নেয়, ওটা হলো ত্ব-বাহ্, ওটা ত্ব-বাহ্। অনুরূপ আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নিশ্চয় নাবী ﷺ মাদীনাকে ইয়াস্‌রিব বলতে নিষেধ করেছেন। নাবী ﷺ ইয়াস্‌রিব শব্দ উচ্চারণ করেছেন তা জনগণকে অধিক পরিচিত নাম দিয়ে বুঝানোর জন্য অথবা এটা ছিল নিষেধাজ্ঞা জারী হওয়ার আগের ঘটনা।

'আল্লামাহ্ ইবনু হাজার আল আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, এ ঘটনাটি ছিল রসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বপ্নের ঘটনা এবং মাদীনায় হিজরতের পূর্বের ঘটনা। সুতরাং তখন মাদীনার ঐ নামই ছিল, নাবী ﷺ সেখানে গিয়ে তার খারাপ নাম পরিবর্তন করে মাদীনাহ্ নির্ধারণ করেন।

মাদীনাকে কামারের হাফরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ক্বামারের হাফর যেমন লৌহ বা অন্যান্য স্বর্ণ-চাঁদির ন্যায় ধাতব পদার্থের ময়লা দূরীভূত করে দিয়ে খাঁটি স্বর্ণ রৌপ্যে পরিণত করে দেয় ঠিক তেমনিভাবে মাদীনাহ্ শহর তার অধিবাসীর অন্তর থেকে হিংসা-বিদ্বেষ, ক্লেশ ইত্যাদি সহ জ্বর, প্লেগ ও অন্যান্য মহামারী থেকে পবিত্র ও মুক্ত রাখে এবং খারাপ লোককে মাদীনাহ্ থেকে বের করে দেয়। ক্বাযী 'ইয়ায বলেন, মাদীনার এ ফাযীলাত নাবী ﷺ-এর জীবদ্দশাকাল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। কিন্তু ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, এ ফাযীলাত ক্বিয়ামাত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। সহীহ মুসলিমে এর প্রমাণে হাদীস রয়েছে।

٢٧٣٨-[١١] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ سَمَّى الْمَدِيْنَةَ طَابَةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৭৩৮-[১১] জাবির ইবনু সামুরাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি (ﷺ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা মাদীনার নাম রেখেছেন 'ত্ব-বাহ্' (পবিত্র)। (মুসলিম)[৭৭৫]

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা নিজেই মাদীনার নাম দিয়েছেন 'ত্ব-বাহ্'। এ নাম তিনি লাওহে মাহফূযে লিখে রেখেছিলেন, অথবা তাওরাতে এ নাম উল্লেখ করেছিলেন। আর তিনি তার নাবীকে মুনাফিক্বদের দেয়া ইয়াস্‌রিব নাম পরিবর্তন করে ঐ নাম রাখতে নির্দেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমের কয়েক জায়গায় সেটাকে মাদীনাহ্ নামে উল্লেখ করেছেন। সহীহ মুসলিমে যায়দ ইবনুস্ সাবিত-এর হাদীসে নাবী ﷺ সেটাকে ত্বইয়্যিবাহ্ বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও মাদীনার আরো বেশ কয়েকটি নাম রয়েছে, যায়দ ইবনু আসলাম-এর বর্ণনায় এসেছে, নাবী ﷺ বলেছেন : "মাদীনার দশটি নাম রয়েছে..... ।" আর তা হলো : আল মাদীনাহ্, ত্ব-বাহ্, ত্বইয়্যিবাহ্, আল মুত্বাইয়্যিবাহ্ ইত্যাদি। মাদীনাহ্ ছাড়া এ তিনটি, শব্দ ও অর্থগতভাবে একই অর্থ প্রদান করে। আর গঠনগতভাবে ভিন্নতা রয়েছে।

ইমাম সামহূদী (রহঃ) বলেন : এই নামে নামকরণ করা হয়েছে কয়েকটি কারণে-

১। মাদীনার পবিত্রতার দিকে লক্ষ্য রেখে। মাদীনাহ্ হলো পবিত্র শহর, যে সকল শির্কের অমানিষা থেকে পবিত্র করে। অথবা আল্লাহ তা'আলার কথার সাথে সম্পর্কের কারণে; যেমন- আল্লাহ তা'আলার বাণী : ﴿بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ﴾ অথবা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবতরণের স্থান বা যাত্রা বিরতির স্থান হওয়ার কারণে। অথবা মাদীনাহ্ হল হাফরের ন্যায় যা ইসলামের সকল কলূষতা বা অন্যায়কে দূর করে। আর তাকে খাঁটি সুগন্ধিময় করে তুলে।

[৭৭৫] সহীহ : মুসলিম ১৩৮৫, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩২৪২২, আহমাদ ২০৯১৬, সহীহ আল জামি' ১৭৭৫।

২। মাদীনার নাম রাখার অন্য কারণ হলো যে, মাদীনার সকল বিষয় ভালো অথবা মাদীনাহ্ থেকে খাঁটি সুঘ্রাণ পাওয়া যায় এজন্য নামকরণ করা হয়েছে (طَابَةٌ) ত্ব-বাহ্ নামে।

ইবনু বাত্ত্বাল বলেন : যে এখানে বাস করে সে মাদীনার মাটি ও পরিবেশ থেকে ভালো সুঘ্রাণ পায়।

ইমাম আসবিলী (রহঃ) বলেন : মাদীনার মাটি উর্বর হওয়ার কারণে।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন : শব্দ ভিন্ন হলেও অর্থ একই ভালো জিনিস থেকে উদ্গাত হয়েছে।

কেউ বলেন : মাটি ভালো বা সুগন্ধিময় হওয়ার হওয়ার কারণে। আবার কেউ বলেন : বাতাস ভালোবা সুগন্ধি হওয়ার করণে। কিছু 'আলিম বলেন : মাদীনার বাতাস ও মাটি প্রমাণ করে এর নাম 'ত্ব-বাহ্' রাখা সঠিক হয়েছে। কেননা যে ব্যক্তি এখানে বসবাস করে সে এখানকার মাটি ও বাতাসা থেকে সুঘ্রাণ পায় যা অন্য কোন জায়গা থেকে পাওয়া যায় না।

٢٧٣٩ -[١٢] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعْكٌ بِالْمَدِينَةِ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَقِلْنِيْ بَيْعَتِيْ فَأَبَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِيْ بَيْعَتِيْ فَأَبَى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِيْ بَيْعَتِيْ فَأَبَى فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِيْ خَبَثَهَا وَتُنَصِّعُ طِيْبَهَا». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৭৩৯-[১২] জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন এসে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাতে বায়'আত করলো। অতঃপর মাদীনায় সে (বেদুঈন) জ্বরে পতিত হল। সে নাবী (সাঃ)-এর নিকট এসে বললো, হে মুহাম্মাদ! আমার বায়'আত বাতিল করে দিন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) অস্বীকার করলেন। আবারও সে এসে বললো, হে মুহাম্মাদ! আমার বায়'আত বাতিল করে দিন। এবারও রসূলুল্লাহ (সাঃ) তা করতে অস্বীকৃতি জানালেন। আবারও সে এসে বললো, আমার বায়'আত বাতিল করে দিন। এবারও তিনি ((সাঃ)) তা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন জানালেন। এরপর বেদুঈন মাদীনাহ্ ছেড়ে চলে গেলো। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : মাদীনাহ্ হচ্ছে হাঁপরের মতো। যে এর খাদকে দূর করে দেয়, আর এর উত্তমটাকে খাঁটি করে। (বুখারী, মুসলিম)[৭৭৬]

ব্যাখ্যা : যে গ্রাম্য লোকটি নাবী (সাঃ)-এর নিকটে এসে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন তার নাম উল্লেখ হয়নি। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, আমি তার নামের ব্যাপারে কোন কিছু অবগত হতে পারিনি। 'আল্লামাহ্ যামাখশারী বলেন, তার নাম হলো ক্বায়স ইবনু আবী হাযিম। তিনি একজন প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ ছিলেন, নাবী (সাঃ)-এর সাক্ষাতে রওয়ানা হয়েছিলেন, কিন্তু এসে শুনেন নাবী (সাঃ) ইন্তিকাল করেছেন। কিন্তু অন্যদের বর্ণনায় তিনি ক্বায়স ইবনু আবী হাযিম সহাবী ছিলেন। 'আল্লামাহ্ মুবারাকপূরী (রহঃ) এ বর্ণনাটি সঠিক বলে মন্তব্য করেছেন।

তিনি নাবী (সাঃ)-এর নিকট ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। মাদীনার প্রচণ্ড তাপদাহে লোকটি জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ল। ফলে সে মাদীনাহ্ থেকে নিজ এলাকায় ফিরে যাওয়ার জন্য রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট এসে তার বায়'আত প্রত্যাহার করে নেয়ার অনুরোধ জানালেন। নাবী (সাঃ)

---

[৭৭৬] সহীহ : বুখারী ৭২০৯, মুসলিম ১৩৮৩, নাসায়ী ৪১৮৫, তিরমিযী ৩৯২০, মুয়াত্ত্বা মালিক ৩৩০৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৭৩২।

তার এ আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন, এমনকি লোকটি বারবার (তিনবার) একই আবেদন জানালেন, নাবী ﷺ প্রত্যেকবারই তার আবেদন পূরণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। নাবী ﷺ-এর অস্বীকৃতির কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে 'আল্লামাহ্ নাবাবী 'উলামায়ে কিরামের মতামত উল্লেখ করে বলেন, লোকটির বায়'আত ছিল ইসলামের উপর, আর ইসলামের উপর থাকার বায়'আত প্রত্যাহার করা বৈধ নয়। অনুরূপ যে ব্যক্তি হিজরত করে নাবী ﷺ-এর নিকট চলে এসেছেন সে হিজরত প্রত্যাহার বা ভঙ্গ করে স্বীয় কাফির এলাকায় বা দারুল কুফ্‌রে ফিরে যাওয়া বৈধ নয়।

প্রকাশ্য হাদীস থেকে জানা যায় যে, মাদীনাহ্ শহর থেকে বের হওয়া নিন্দনীয় কাজ, কিন্তু সহাবী এবং পরবর্তী অনেক নেক্‌কার ব্যক্তিদের মাদীনাহ্ ত্যাগ করে অন্যত্র বসবাস ছিল ইসলামের কল্যাণে। 'ইল্‌ম বিস্তার, রাজ্যর বিস্তার, বিজিত রাজ্যে প্রশাসন পরিচালনা ইত্যাদি কার্যে তারা অন্যত্র বসবাস করেছেন কিন্তু মাদীনার ফাযীলাত এবং মুহাব্বাত তাদের অন্তরে পুরোদমে বিদ্যমান ছিল। সুতরাং এটা মোটেও হাদীসে বর্ণিত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়।

٢٧٤٠ ـ [١٣] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَنْفِي الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৭৪০-[১৩] আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাত অনুষ্ঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মাদীনাহ্ এর মন্দ লোকদেরকে দূর না করবে, যেমনিভাবে হাঁপর লোহার খাদকে দূর করে দেয়। (মুসলিম)[৭৭৭]

ব্যাখ্যা : মাদীনাহ্ তার অভ্যন্তরের খারাপ মানুষগুলো বের করে না দেয়া পর্যন্ত ক্বিয়ামাত অনুষ্ঠিত হবে না। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন, এটা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানাতেই সম্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ- রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবূওয়াতকালে মাদীনার খারাপ লোকগুলোকে মাদীনাহ্ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, ফলে ঐ সময় মাদীনাহ্ নিখাদ ও পবিত্র হয়ে গিয়েছিল। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমন হলো ক্বিয়ামাতের আলামাতসমূহের একটি আলামাত। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা হয়ে গেছে।

٢٧٤١ ـ [١٤] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «عَلٰى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُوْنُ وَلَا الدَّجَّالُ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৭৪১-[১৪] উক্ত রাবী (আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মাদীনার দরজাসমূহে মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) পাহারায় রয়েছেন। তাই এতে (মাদীনায়) মহামারী ও দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না। (বুখারী, মুসলিম)[৭৭৮]

ব্যাখ্যা : মাদীনার প্রত্যেক প্রবেশদ্বারে প্রতিরক্ষী মালায়িক্বাহ্ পাহারায় নিযুক্ত রয়েছেন। এ শহরে প্লেগ-মহামারী প্রবেশ করতে পারে না। নিহায়াহ্ গ্রন্থকার বলেন, "ত্বা'উন" প্লেগ এমন একটি ব্যাপক রোগ যার দ্বারা বাতাশও দূষিত হয়ে যায়।

---

[৭৭৭] সহীহ : মুসলিম ১৩৮১, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩৭৩৪।

[৭৭৮] সহীহ : বুখারী ১৮৮০, মুসলিম ১৩৭৯, মুয়াত্ত্বা মালিক ৩৩২০, আহমাদ ৭২৩৪, সহীহ আল জামি' ৪০২৯।

ইবনুল 'আরাবী বলেন, ত্বা'ঊন বা প্লেগ এমন একটি মারাত্মক রোগ যা মানুষের মধ্যে প্রবেশ করলে তার আত্মাকে ধ্বংস করবেই।

ইমাম নারাবী (রহঃ) সহ কেউ কেউ বলেন, ত্বা'উন হলো গ্রন্থি কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়া রোগ। ইমাম নাবাবী অন্যত্র বলেন, ত্বা'উন হলো বাউশী বা টিউমার জাতীয় অত্যন্ত বেদনাদায়ক ফোঁড়া বিশেষ যা কখনো লাল, কখনো সবুজ কখনো কালো রূপ ধারণ করে এবং সেটা থেকে কখনো রক্ত প্রবাহিত হয়; আর এর আশপাশ সেটার কারণেই আক্রান্ত হয়ে যায়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের অমর সম্রাট হাফিয আবূ 'আলী ইবনু সীনা বলেন, ত্বা'উন হলো– মৌলিক নামের ধ্বংসাত্মক রোগবিশেষ।

শরীরের যে কোন স্পর্শকাতর বা নরম অঙ্গ ফুলে সেটার আত্মপ্রকাশ ঘটে। অধিকাংশ সময় তা বগলে অথবা কানের পিছনে কিংবা নাসিকারন্ধে হয়ে থাকে। এ রোগের মূল কারণ হলো রক্ত দূষিত হওয়া। এ দূষিত রক্ত আশেপাশের জীবকোষকে সংক্রামিত করে, অবশেষে তার হৃদপিণ্ডও আক্রান্ত হয়ে পড়ে। অথবা এটা জিন্নের খোঁচা বা স্পর্শ থেকে উৎপন্ন হয়। "ওয়াবা" বা মহামারী প্লেগ ছাড়া অন্য রোগও হতে পারে যেমন- কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি। কেউ কেউ বলেছেন প্লেগ মহামারী নয়। যারা প্রত্যেক মহামারীকেই ত্বা'উন বা প্লেগ বলে অভিহিত করেছেন তা মাযায বা রূপক হিসেবে বলেছেন।

ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, মাক্কাহ্-মাদীনায় প্লেগ রোগ প্রবেশ করতে পারবে না। কিন্তু একদল গবেষক বলেছেন, ৭৪৫ হিঃ সনে মাক্কায় প্লেগ রোগ দেখা দিয়েছিল, কিন্তু মাদীনায় কখনো দেখা যায়নি। মাদীনায় যে প্লেগ রোগ প্রবেশ করতে পারবে না তার প্রমাণে বহু হাদীস রয়েছে।

٢٧٤٢ ـ[١٥] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ لَيْسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابِهَا إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَا فَيَنْزِلُ السَّبِخَةَ فَتَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৭৪২-[১৫] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : মাক্কাহ্ মাদীনাহ্ ছাড়া এমন কোন শহর নেই, যেখানে দাজ্জালের পদচারণা (বিপর্যয়) হবে না। মাক্কাহ্ মাদীনায় এমন কোন দরজা নেই যেখানে মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) সারিবদ্ধ হয়ে পাহারা দিচ্ছে না। সুতরাং দাজ্জাল সাবিখাহ্'য় পৌঁছবে। তখন মাদীনাহ্ ভূমিকম্পের মাধ্যমে তিনবার এর অধিবাসীদেরকে কাঁপিয়ে দিবে। আর এতে সকল কাফির মুনাফিক্ব মাদীনাহ্ ছেড়ে দাজ্জালের দিকে রওনা হয়ে যাবে। (বুখারী, মুসলিম)[৭৭৯]

ব্যাখ্যা : দাজ্জালের সকল শহরে গমন ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয় স্বয়ং নিজের দ্বারা হবে আর না হয় তার অনুসারীদের দ্বারা হবে। জমহূরের মতে কথাটি 'আম্ বা সাধারণভাবে বলা হয়েছে এর দ্বারা স্বয়ং দাজ্জালের নিজের উপস্থিতিই উদ্দেশ্য। ইবনু হায্‌ম (রহঃ) এককভাবে ভিন্ন মত পোষণ করে বলেন, দাজ্জাল স্বয়ং নিজে সকল শহরে প্রবেশ করবে না। বরং সে তার বাহিনীকে প্রেরণ করবে। কেননা দাজ্জালের এ অল্প সময়কালের ভিতর সমস্ত পৃথিবীর শহরগুলোতে প্রবেশ অসম্ভব কথা।

[৭৭৯] সহীহ : বুখারী ১৮৮১, মুসলিম ২৯৪৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৮০৩, সহীহ আল জামি' ৫৪৩০।

'আল্লামাহ্ মুবারকপূরী (রহঃ) এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, হাদীসে বর্ণিত অল্প সময়ের মধ্যে দাজ্জালের সমস্ত পৃথিবী পরিক্রম করা মোটেও অসম্ভব নয়, কেননা আমাদের বর্তমান যুগেই যে সকল দ্রুত গতিসম্পন্ন বিদ্যুৎ চালিত যান্ত্রিক বাহন বা আধুনিক প্রযুক্তি আবিষ্কার হয়েছে যার ফলে জলে, স্থলে এবং আকাশ পথে নিমিষেই দীর্ঘ পথ পরিক্রমা অতিক্রম করা সম্ভব হচ্ছে যা ইতিপূর্বেকার মানুষ কল্পনাও করতে পারেনি।

ইমাম হাকিম আবূ তুফায়ল-এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন : "দাজ্জাল যখন প্রকাশ পাবে তখন পৃথিবী সংকুচিত বা সংকীর্ণ হয়ে যাবে.....।" কিন্তু দাজ্জাল ও তার বাহিনী মাক্কাহ্-মাদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। ইমাম যুরক্বানী (রহঃ) ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর সূত্রে "বায়তুল মুক্বাদ্দাস"-এর কথাও উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ- দাজ্জাল বায়তুল মুক্বাদ্দাসেও প্রবেশ করতে পারবে না। ত্বহাবীর এক বর্ণনায় মাসজিদে তূর-এর কথাও এসেছে। এ শহরগুলোর প্রতিটি প্রবেশদ্বারে মালায়িকাহ্ (ফেরেশ্তাগণ) সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তারা দাজ্জালকে দেখা মাত্র তাড়িয়ে দিবে। ব্যর্থ হয়ে দাজ্জাল মাদীনার অনতিদূরে সাব্খাহ্ নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করবে। এ সময় পর পর তিনটি ভূমিকম্প হবে ফলে মাদীনার খারাপ লোকগুলো, অর্থাৎ- কাফির ও মুনাফিক্ব মাদীনাহ্ ছেড়ে দাজ্জালের নিকট চলে যাবে।

হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, তিনটি কম্পনে মাদীনার মুখলিস ঈমানদার ব্যতীত সকলেই বের হয়ে যাবে। মাদীনায় শুধু খালেস ঈমানদারগণই অবশিষ্ট থাকবে, আর এদের ওপরে দাজ্জাল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেন, সম্ভবত নাবী (সাঃ)-এর বাণী : (تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا) বাক্যের «ب» হরফটি «سبب» বা কারণ অর্থে ব্যবহার হয়েছে তখন ঐ বাক্যের অর্থ দাঁড়ায় : মাদীনাহ্ প্রকম্পিত হবে তার অধিবাসীর (মুনাফিক্ব ও কাফিরদের) কারণে এবং তাদেরকে দাজ্জালের দিকে বের করে দেয়ার জন্য।

উপরে উল্লেখিত বর্ণনাটি আবূ বাক্রাহ্ বর্ণিত সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থী নয়, সে হাদীসে এসেছে- (لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال) অর্থাৎ- মাসীহে দাজ্জালের ভীতি মাদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। কেননা এ ভূমিকম্প শুধু মুনাফিক্ব ও কাফিরদের জন্যই ভীতিকর হবে মু'মিনদের জন্য নয়। অথবা এটা ঐ যামানার সাথে খাস, অর্থাৎ- সে নির্দিষ্ট যামানা বা কালে দাজ্জালের ভীতি মাদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না।

٢٧٤٣ - [١٦] وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا يَكِيْدُ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ أَحَدٌ إِلَّا انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৭৪৩-[১৬] সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে কেউই মাদীনাবাসীদের সাথে প্রতারণা করবে সে গলে যাবে, যেভাবে লবণ পানিতে গলে যায়। (বুখারী, মুসলিম)[৭৮০]

ব্যাখ্যা : মাদীনাবাসীর সাথে প্রতারণা করা মানে তাদের বিরুদ্ধে কৌশল করা, ষড়যন্ত্র করা, নাহক খারাপ বা ক্ষতির চিন্তা করা ইত্যাদি।

মাদীনাবাসীর প্রতি খারাপ আচরণকারী আল্লাহর ক্রোধে এভাবে নিঃশেষ হয়ে যাবে যেভাবে লবণ পানিতে গলে নিঃশেষ হয়ে যায়। সহীহ মুসলিমে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা তাকে গলিয়ে ফেলবেন.....।

---

[৭৮০] **সহীহ :** বুখারী ১৮৭৭, মুসলিম ১৩৮৭, সহীহ আল জামি' ৭৭৭৬, সহীহ আত্ তারগীব ১২১২।

"গলিয়ে ফেলবেন" এ বাক্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'আল্লামাহ্ মুবারাকপূরী (রহঃ) সহীহ মুসলিমে বর্ণিত 'আমির ইবনু সা'দ তার পিতা প্রমুখাৎ বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন, যে কেউই মাদীনাবাসীর সাথে খারাপ আচরণের ইচ্ছা পোষণ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামের আগুনে পুড়ে সীসার ন্যায় গলিয়ে ফেলবেন অথবা পানিতে লবণ গলানোর ন্যায় গলিয়ে ফেলবেন। ক্বাযী 'ইয়ায বলেন, এ ব্যাখ্যা (হাদীস) সকল প্রশ্ন নিঃশেষ করে দেয়। আরো প্রকাশ যে, এটা আখিরাতের শাস্তির ঘটনা।

কেউ কেউ বলেছেন, এও সম্ভব যে, যারা মাদীনাবাসীর সাথে দুনিয়ায় আচরণের ইচ্ছা করবে আল্লাহ তা'আলা তাদের কোন অবকাশ দিবেন না এবং তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিবেন না বরং অনতিবিলম্বে তাদের কর্তৃত্ব হরণ করে নিবেন। যেমন- বানী 'উমাইয়্যার খিলাফাতকালে যারা মাদীনাবাসীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল, আল্লাহ তা'আলা তাদের ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, অনুরূপ ইয়াযীদ ইবনু মু'আবিয়াহ্-ও। এমনিভাবে যুগে যুগে কালে কালে যারাই মাদীনার ওপর অন্যায়ভাবে চড়াও হয়েছে তারাই ধ্বংস হয়েছে।

٢٧٤٤ ـ[١٧] وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلٰى جُدُرَاتِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ رَاحِلَتَهٗ وَإِنْ كَانَ عَلٰى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৭৪৪-[১৭] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ যখন কোন সফর হতে আসার সময় মাদীনার দেয়াল দেখতে পেতেন তখন নিজের আরোহীকে তাড়া করতেন। আর যদি তিনি ঘোড়া বা খচ্চরের পিঠে থাকতেন, তবে মাদীনার ভালবাসার উচ্ছাসে ওকে নাড়া দিতেন। (বুখারী)[৭৮১]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ ﷺ কোন সফর শেষে মাদীনায় ফেরার সময় মাদীনার কোন দেয়াল দর্শনেই তার মুহাব্বাতে এত উদ্বেলিত হয়ে পড়তেন যে, কখন তিনি তাতে প্রবেশ করবেন? উটে থাকলে তাকে জোরে চালাতেন, ঘোড়া-গাধা-খচ্চর ইত্যাদিতে থাকলে তাকে দু' পা দিয়ে নাড়া দিতেন।

'আল্লামাহ্ কুস্তুলানী (রহঃ) বলেন, এটা নাবী ﷺ-এর ঐ দু'আ কবূলের প্রমাণ; তিনি (ﷺ) দু'আ করেছিলেন : «اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ» অর্থাৎ- "হে আল্লাহ! তুমি আমাদের প্রতি মাক্কার মতই মাদীনার মুহাব্বাত বৃদ্ধি করে দাও অথবা তার চেয়েও বেশী।" রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ ভালবাসা এবং ভালবাসার জন্য দু'আ মাদীনার মর্যাদারই প্রামাণ্য দলীল।

٢٧٤٥ ـ[١٨] وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَلَعَ لَهٗ أُحُدٌ فَقَالَ: «هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهٗ اَللّٰهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّىْ أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৭৪৫-[১৮] উক্ত রাবী (আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নাবী ﷺ-এর উহুদ পাহাড় দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি (ﷺ) তা দেখে বললেন, এ পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে, আর আমরাও এ পাহাড়কে ভালবাসি। হে আল্লাহ! ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম মাক্কাকে সম্মানিত করেছেন, আর আমি মাদীনার দু' সীমানার মধ্যবর্তী স্থানকে সম্মানিত করলাম। (বুখারী, মুসলিম)[৭৮২]

---

[৭৮১] সহীহ : বুখারী ১৮৮৬, আহমাদ ১২৬১৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ২৭১০।

[৭৮২] সহীহ : বুখারী ২৮৮৯, মুসলিম ১৩৬৫, তিরমিযী ৩৯২২ মুয়াত্ত্বা মালিক ৩৩১৩, আহমাদ ১২৫১০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৯৫৭।

ব্যাখ্যা : উহুদ পাহাড়ের নামকরণের কারণ বলতে গিয়ে 'আল্লামাহ্ সুহায়লী (রহঃ) বলেন, (أُحُدٌ) "উহুদ" শব্দটি (أَحَدٌ) "আহাদুন" থেকে, অর্থ একক, একাকী; এটা অন্যান্য পাহাড় থেকে একাকি বা এককভাবে দাঁড়িয়ে আছে, এজন্য তার নাম উহুদ রাখা হয়েছে।

অথবা তার উপরের আরোহীগণই কিংবা আহলে উহুদগণই তাওহীদের সাহায্য করেছে এবং তার জন্য যুদ্ধ করেছে, এ কারণে এর নাম রাখা হয়েছে উহুদ।

নাবী ﷺ হাজ্জের সফর থেকে ফেরার সময় উহুদ পাহাড় দর্শন করে সেটার দিকে ইশারা করে বলেছিলেন, এ পাহাড়কে আমরা ভালবাসী সেও আমাদের ভালবাসে। সহীহুল বুখারীতে কিতাবুল জিহাদে আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত এক হাদীসের মাধ্যমে জানাযায় যে, এটা খায়বার যুদ্ধ থেকে ফেরার সময়ের ঘটনা। সহীহুল বুখারীতে আবূ হুমায়দ-এর অন্য এক বর্ণনায় তাবূক যুদ্ধ থেকে ফেরার সময়ের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

এ সকল বিভিন্ন সময়ের ঘটনার ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে ইবনু হাজার আল আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, মূলত উপরে বর্ণিত প্রত্যেক সফর থেকে ফেরার সময়ই নাবী ﷺ কথাটি পুনরাবৃত্তি করেছিলেন।

উক্ত বাক্যটি নিয়ে 'উলামাহ্গণের মাঝে আরেক বক্তব্য রয়েছে, তা হলো একদলের মতে পাহাড়কে লক্ষ্য করে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী : "আমরা সেটাকে ভালোবাসী" এর মনে হলো আহলে উহুদকে ভালোবাসী, আর আহলে উহুদ হলো আনসারগণ, এরা ছিলেন উহুদের প্রতিবেশী। দ্বিতীয় আরেকদল 'আলিম বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আনন্দের আতিশয্যে কথার কথায় বলে ফেলেছেন। ভালোবাসার ক্ষেত্রটা এরূপ হয়ে থাকে। তৃতীয় আরেকদলের মতে উহুদ পাহাড় যেহেতু জান্নাতের একটি পাহাড়, যেমন- হাদীসে এসেছে, সুতরাং তার প্রতি ভালোবাসার অভিব্যক্তি ব্যক্ত করা হয়েছে মানে জান্নাতের প্রতি ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

পাহাড় একটি জড়বস্তু সে কিভাবে মানুষকে ভালোবাসতে পারে? এ ব্যাপারেও নানা জন নানা কথা বলেছেন। সবগুলো বক্তব্য তুলে ধরে 'আল্লামাহ্ নাবাবী (রহঃ) বলেন, সবচেয়ে বিশুদ্ধ এবং পছন্দনীয় কথা হলো "উহুদ আমাদের ভালোবাসে" রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ কথার অর্থ প্রকৃত অর্থেই ভালোবাসা (কোন রূপক অর্থে নয়)। আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে ভাল-মন্দ তামীয করার মতো একটি শক্তি ও যোগ্যতা দান করেছেন যার মাধ্যমে সে ভালোবাসে। যেমন- আল্লাহ তা'আলার বাণী : "অনেক পাথরই আল্লাহর ভয়ে (পাহাড় থেকে) পড়ে যায়"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ৭৪)। অনুরূপ শুকনো কাঠ (আল্লাহর নাবীর সামনে) ক্রন্দন করেছিল, কংকর তাসবীহ পাঠ করেছিল, অনুরূপ পাথর মূসা عليه السلام-এর কাপড় নিয়ে দৌড়িয়ে পালাচ্ছিল ইত্যাদি, এগুলো প্রকৃতির ব্যতিক্রম কিছু ঘটনার দৃষ্টান্ত যা আল্লাহ তা'আলা ঐ বস্তুগুলোর দ্বারা সংঘটিত করিয়েছেন। ইব্রাহীম عليه السلام-এর মাক্কাকে হারাম ঘোষণার ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে হয়েছে।

٢٧٤٦ ـ[١٩] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهٗ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৭৪৬-[১৯] সাহ্ল ইবনু সা'দ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : উহুদ এমন একটি পাহাড়, যে পাহাড় আমাদেরকে ভালোবাসে আর আমরাও একে ভালোবাসি। (মুসলিম)[৭৮৩]

---

[৭৮৩] সহীহ : বুখারী ৪৪২২, মুসলিম ১৩৯২, সহীহ আল জামি' ১৯১।

ব্যাখ্যা : উহুদ একটি জড় পদার্থ সে কিভাবে মানুষকে ভালোবাসতে পারে তার কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো বহু পাহাড় থাকা সত্ত্বেও উহুদকে ভালোবাসার কথা বিশেষভাবে বলা হলো কেন? 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) তার উত্তরে বলেন, যেহেতু সে রসূলুল্লাহ ﷺ এবং তার তিনজন সহাবীকে (আবূ বক্‌র, 'উমার এবং 'উসমান رضي الله عنه-কে) পেয়ে খুশীতে বা আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছিল, তাই তার কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٢٧٤٧ - [٢٠] عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ: رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِيْ وَقَّاصٍ أَخَذَ رَجُلًا يُصِيْدُ فِيْ حَرَمِ الْمَدِيْنَةِ الَّذِيْ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَبَهٗ ثِيَابَهٗ فَجَاءَهٗ مَوَالِيْهِ فَكَلَّمُوْهُ فِيْهِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَرَّمَ هٰذَا الْحَرَمَ وَقَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يُصِيْدُ فِيْهِ فَلْيَسْلُبْهُ». فَلَا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلٰكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهٗ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ

২৭৪৭-[২০] সুলায়মান ইবনু আবূ 'আবদুল্লাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস رضي الله عنه-কে দেখলাম, তিনি জনৈক ব্যক্তির জামা-কাপড় কেড়ে নিয়েছেন, (কারণ) সে মাদীনার হারামে শিকার করছিল, যা রসূলুল্লাহ ﷺ হারাম (শিকার নিষিদ্ধ) করে দিয়েছিলেন। অতঃপর লোকটির অভিভাবকগণ এসে তার সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করলে তিনি উত্তরে বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এ হারামকে হারাম (সম্মানিত) ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, যে ব্যক্তি এতে কাউকে শিকার করতে দেখে সে যেন তার জামা-কাপড় ও অস্ত্র কেড়ে নেয়। তাই আমি তোমাদেরকে এমন খাবার ফিরিয়ে দিতে পারি না, যা রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে খেতে দিয়েছেন। তবে হ্যাঁ, তোমরা যদি চাও তাহলে আমি তোমাদেরকে এর মূল্য দিতে পারি। (আবূ দাউদ)[৭৮৪]

ব্যাখ্যা : সা'দ رضي الله عنه-সহ কতিপয় সহাবীর এ বিশ্বাস বা ই'তিক্বাদ ছিল যে, মাদীনার নিষিদ্ধতা মাক্কার নিষিদ্ধতার মতই, কিন্তু অন্যান্য সহাবীগণ তা মনে করতেন না। মাদীনার নিষিদ্ধ এলাকায় কেউ শিকার করলে তার পোষাক-পরিচ্ছদ ছিনিয়ে নিতে হবে।

হাদীসের প্রকাশ্য অর্থে দেখা যায় সকল কাপড়ই নিয়ে নিতে হবে। কিন্তু 'আল্লামাহ্ মাওয়ার্দী (রহঃ) বলেন, তার ছতরে মহিলাদের জন্য প্রয়োজনীয় কাপড় রেখে দিতে হবে, ইমাম নাবাবী (রহঃ) এটাকে সহীহ বলেছেন এবং শাফি'ঈদের এক জামা'আত এটা পছন্দ করেছেন।

'আল্লামাহ্ শাওকানী (রহঃ) বলেন, সা'দ رضي الله عنه-এর কিস্সা শুনে ইমাম শাফি'ঈর মাদীনাহ্ এলাকায় শিকার ও বৃক্ষ কর্তনকারীর সবকিছু ফেড়ে নেয়ার মতটি পুরাতন মত।

[৭৮৪] সহীহ : তবে يصيد শব্দে মুনকার। মাহফূয হলো يقطعون শব্দে। আবূ দাউদ ২০৩৭, আহমাদ ১৪৬০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৯৭৬।

٢٧٤٨ - [٢١] وَعَنْ صَالِحٍ مَوْلًى لِسَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا وَجَدَ عَبِيدًا مِنْ عَبِيدِ الْمَدِينَةِ يَقْطَعُونَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ فَأَخَذَ مَتَاعَهُمْ وَقَالَ يَعْنِي لِمَوَالِيهِمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهٰى أَنْ يُقْطَعَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ شَيْءٌ وَقَالَ: «مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَبُهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

২৭৪৮-[২১] সালিহ (রহঃ) [তাওয়ামার মুক্তদাস] সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর একটি মুক্ত দাস হতে বর্ণনা করেন, একদিন সা'দ মাদীনার কিছু দাসকে মাদীনার কোন গাছ কাটতে দেখে তাদের আসবাবপত্র কেড়ে নিলেন। আর (তাদের অভিভাবকগণ ফেরত চাইলে) তিনি তাদেরকে বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাদীনার কোন গাছ-পালা কাটার নিষিদ্ধতার কথা শুনেছি। তিনি (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি মাদীনার কোন গাছ কাটবে, তাকে যে ধরতে পারবে, সে তার জামা-কাপড় কেড়ে নেবে। (আবূ দাউদ)[৭৮৫]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসের ব্যাখ্যা পূর্বের হাদীসের মতই।

٢٧٤٩ - [٢٢] وَعَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِضَاهَهُ حِرْمٌ مُحَرَّمٌ لِلّٰهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ مُحْيِي السُّنَّةِ: «وَجٌّ» ذَكَرُوا أَنَّهَا مِنْ نَاحِيَةِ الطَّائِفِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: «إِنَّهُ» بَدَلَ «إِنَّهَا».

২৭৪৯-[২২] যুবায়র ইবনুল 'আওওয়াম (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : ওয়াজ্জ-এর শিকার করা ও এর কাঁটাযুক্ত গাছ কেটে ফেলা আল্লাহর পক্ষ থেকে হারাম করা হারাম। [আবূ দাউদ; মুহয়্যিইউস্ সুন্নাহ্ বলেন, وَجّ (ওয়াজ্জ) হলো ত্বয়িফের একটি অঞ্চল। ইমাম খাত্ত্বাবী (রহঃ) أَنَّهَا এর স্থলে إِنَّهُ বলেছেন।][৭৮৬]

ব্যাখ্যা : (وَجّ) "ওয়াজ্জ" হলো ত্বয়িফ কিংবা ত্বয়িফের একটি এলাকা, কেউ বলেছেন ত্বয়িফের একটি দুর্গের নাম "ওয়াজ্জ"। ইমাম শাফি'ঈর একদল অনুসারী এখানকার শিকার ধরা ও বৃক্ষ কর্তন মাকরূহ মনে করেন। এদেরই আরেকদল মাকরূহ তো মনে করেনই সেটা মাকরূহে তাহরীমী। তারা বলেন, ইমাম শাফি'ঈ এটাকে যে মাকরূহ মনে করতেন সেটা মাকরূহে তাহরীমীই।

ত্বয়িফের এ "ওয়াজ্জ" নামক স্থানের শিকার ও বৃক্ষ কর্তনের নিষিদ্ধতা কি স্থায়ী, না সাময়িক? এ প্রশ্নের উত্তরে 'উলামাগণ বলেছেন, এ নিষিদ্ধতা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছিল। অতঃপর নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। জানা যায় একবার রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সেনাগণ ত্বয়িফ অবরোধ করেছিল এ সময় অন্য সর্বসাধারণের জন্য শিকার ইত্যাদি নিষেধ করা হয়েছিল, যাতে সেনাদের শিকার ধরা সহজসাধ্য হয়।

٢٧٥٠ - [٢٣] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ لَهَا فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ إِسْنَادًا.

২৭৫০-[২৩] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যে লোক মাদীনায় মৃত্যুবরণ করতে (সমর্থ হয়) পারে, সে যেন সেখানেই মৃত্যুবরণ করে; কেননা যে লোক

---

[৭৮৫] **সহীহ :** আবূ দাউদ ২০৩৮।

[৭৮৬] **য'ঈফ :** আবূ দাউদ ২০৩২, আহমাদ ১৪১৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৯৯৭৭, য'ঈফ আল জামি' ১৮৭৫। কারণ এর সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু ইনসান একজন দুর্বল রাবী।

মাদীনায় মৃত্যুবরণ করবে আমি তার জন্যে (পরিপূর্ণরূপে) সুপারিশ করবো। (আহমাদ, তিরমিযী; তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ, তবে সানাদ হিসেবে গরীব)[৭৮৭]

ব্যাখ্যা : মাদীনায় দীর্ঘদিন অবস্থান করা বা স্থায়ীভাবে বসবাস করা যাতে সেখানেই মৃত্যু হয়। এটা মাদীনার ওপর ভালবাসার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী : "আমি তার সুপারিশকারী হব"। ইবনু মাজাহ্'র এক বর্ণনায় "আমি তার জন্য সাক্ষ্য হব", শব্দ এসেছে, এটা ঐ ব্যক্তির জন্য যে মাদীনায় ইন্তিকাল করবেন।

'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহঃ) বলেন : (রসূলুল্লাহ ﷺ) এখানে মৃত্যুর জন্য হুকুম বা নির্দেশ করেছেন, অথচ সেটা কারো ক্ষমতা বা আয়ত্বের মধ্যে নয় বরং তা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর আয়ত্বে ও ক্ষমতায়। এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় হুকুম দ্বারা এখানে মৃত্যু গ্রহণ নয় বরং মাদীনাকে আমৃত্যু গ্রহণ ও বরণ করে নিয়ে সেখানে বসবাস করা এবং কখনো মাদীনাহ্ ত্যাগ না করা যাতে মাদীনায়ই তার নিশ্চিত মৃত্যু হয়।

এটা আল্লাহ তা'আলার ঐ কথার ন্যায় যাতে তিনি বলেছেন : "তোমরা মুসলিম না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করো না।" (সূরাহ্ আ-লি 'ইমরান ৩ : ৯৭)

এ হাদীসের দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় যে, মাদীনায় বসবাস মাক্কায় বসবাসের চেয়ে উত্তম। এজন্য আল্লাহর নাবী মাক্কাহ্ বিজয়ের পরও জীবনের বাকী অংশটুকু মাদীনায় কাটিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহর নাবী অপেক্ষাকৃত উত্তম বস্তুটিই গ্রহণ করেছেন। 'আল্লামাহ্ মুল্লা 'আলী আল ক্বারী (রহঃ) বলেন, মাদীনাহ্ মাক্কার চেয়ে উত্তম মুত্বলাক্বভাবে, এ হাদীস তার সরীহ বা স্পষ্ট দলীল নয়। কেননা কখনো অপেক্ষাকৃত অনুত্তমের মধ্যেও এমন বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য থাকে যার কারণে সে উত্তমের উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে।

٢٧٥١ - [٢٤] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اٰخِرُ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْإِسْلَامِ خَرَابًا الْمَدِينَةُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

২৭৫১-[২৪] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (ক্বিয়ামাতের সন্নিকটবর্তী সময়ে) ইসলামী জনপদসমূহের মধ্যে সর্বশেষে ধ্বংস হবে মাদীনাহ্। (তিরমিযী; তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব)[৭৮৮]

ব্যাখ্যা : মাদীনাহ্ শব্দটি সাধারণভাবে শহর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এতে সকল শহরকেই মাদীনাহ্ বলা যায়। তবে শব্দটি 'আলিফ লাম' যুক্ত করে, অর্থাৎ- اَلْمَدِينَةُ ব্যবহার হলে সেটি সাধারণ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাদীনাকেই বুঝানো হয় না। এজন্য এ শহরের অধিবাসীকে মাদানী বলা হয় অন্য শহরের অধিবাসীকে মাদীনী বলা হয়। ক্বিয়ামাতের আগে সকল ইসলামী শহরের নির্মাণশৈলী, দালান-কোঠা সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। সর্বশেষে ধ্বংস হবে মাদীনার দালান-কোঠা ও নির্মিত অট্টালিকাসমূহ। এটা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর তথায় অবস্থানের কারণে হবে।

٢٧٥٢ - [٢٥] وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ أَوْحٰى إِلَيَّ: أَيَّ هٰؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ نَزَلْتَ فَهِيَ دَارُ هِجْرَتِكَ الْمَدِينَةِ أَوِ الْبَحْرَيْنِ أَوْ قِنَّسْرِينَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

---

[৭৮৭] সহীহ : তিরমিযী ৩৯১৭, আহমাদ ৫৮১৮, সহীহাহ্ ৩০৭৩, সহীহ আল জামি' ৬০১৫, সহীহ আত্ তারগীব ১১৯৩।

[৭৮৮] য'ঈফ : তিরমিযী ৩৯১৯, য'ঈফাহ্ ১৩০০, য'ঈফ আল জামি' ৪। কারণ এর সানাদে জুনাদাহ্ ইবনু সুলাই একজন দুর্বল রাবী।

২৭৫২-[২৫] জারীর ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। **তিনি নাবী (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা আমার কাছে ওয়াহী নাযিল করেছিলেন যে, এ তিনটি জায়গায় যে কোনটিতে আপনি অবতরণ করবেন সেটিই হবে আপনার হিজরতের স্থল**– মাদীনাহ্, বাহরায়ন ও ক্বিন্নাস্‌রীন (দেশের নাম)। **(তিরমিযী)**[৭৮৯]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে তিনটি শহরের যে কোন একটি শহরে হিজরত করা এবং সেখানে বসবাসের অধিকার দেয়া হয়েছিল। এর একটি হলো বাহরায়ন, আরেকটি মাদীনাহ্ এবং অপরটি হলো কিন্নাস্‌রীন। বাহরায়ন হলো বুসরাহ্ এবং 'আম্মান-এর মধ্যবর্তী একটি স্থান, কেউ কেউ ইয়ামানের একটি প্রসিদ্ধ শহরকে বাহরায়ন বলে মতামত করেছেন। 'আল্লামাহ্ ত্বীবী বলেন : ওমান সাগরের একটি উপদ্বীপকে বাহরায়ন বলা হয়। কিন্নাস্‌রীন হলো সিরিয়ার একটি শহর।

মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, এটি একটি মুশকিল বিষয়, কেননা এর চেয়ে অধিক সহীহ হাদীসে আছে– নাবী (সাঃ)-কে তার হিজরতের যে স্থান দেখানো হয়েছে অথবা তাকে নির্দেশ করা হয়েছিল সেটি ছিল মাদীনাহ্। এ সমস্যার সমাধানে মুহাদ্দিসগণ বলেন, প্রথমে তাকে তিনটি শহরের যে কোন একটি শহরকে গ্রহণের ইখতিয়ার দেয়া হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে মাদীনাকেই নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় যা হলো শ্রেষ্ঠ স্থান।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ
তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٢٧٥٣ _[٢٦] عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلٰى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২৭৫৩-[২৬] আবূ বাক্‌রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি (সাঃ) বলেছেন : মাদীনায় কক্ষনো মাসীহ দাজ্জালের আতঙ্ক বা ভীতি প্রবেশ করতে পারবে না। তখন মাদীনায় সাতটি গেট থাকবে এবং প্রতিটি গেটেই দু'জন করে মালাক (ফেরেশতা) নিযুক্ত থাকবেন। (বুখারী)[৭৯০]

ব্যাখ্যা : দাজ্জালের ভীতি এবং আতংক মাদীনায় প্রবেশ করবে না, অর্থাৎ- মাসীহে দাজ্জাল পৃথিবীর সকল স্থানে প্রবেশ করলেও মাক্কাহ্ এবং মাদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। দাজ্জালকে মাসীহ বলা হয় এজন্য যে, মাসীহ শব্দের অর্থ স্পর্শকারী যেহেতু সে সমগ্র জমিন স্পর্শ করবে, অর্থাৎ- ভ্রমণ ও করতলগত করবে। অথবা সে হবে কানা, অর্থাৎ- একটি চোখ কারো দ্বারা মাসেহ (স্পর্শ) বা আক্রান্ত হয়েছে। দাজ্জালের নামের সাথে মাসীহ শব্দটি যুক্ত করা হয়ে থাকে, এটা 'ঈসা যে মাসীহ আলায়হিস সালাম তা থেকে পৃথক করার জন্য। মাসীহে দাজ্জাল পৃথিবীতে প্রকাশ পেলে সে সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করবে কিন্তু মাক্কাহ্-মাদীনায় প্রবেশ ও অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না। ঐ সময় মাদীনার সাতটি প্রবেশ পথ থাকবে, প্রত্যেক প্রবেশ পথে দু'জন করে মালাক দণ্ডায়মান থাকবে, তারা তাকে প্রবেশে বাধা দিবে।

---

[৭৮৯] মাওযূ' : তিরমিযী ৩৯২৩, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ২৪১৭, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ৪২৬৮, য'ঈফ আল জামি' ১৫৭৩। কারণ এর সানাদে গয়লান একজন দুর্বল রাবী।

[৭৯০] সহীহ : বুখারী ১৮৭৯, ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৪৭৮৩, আহমাদ ২০৪৪১, মুসতাদ্‌রাক লিল হাকিম ৮৬২৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৮০৫, সহীহ আল জামি' ৭৬৭৮।

٢٧٥٤ـ[٢٧] وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

২৭৫৪-[২৭] আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি (ﷺ) এই দু'আ করেছেন, *"আল্ল-হুম্মাজ্'আল বিল মাদীনাতি যি'ফাই মা- জা'আলতা বিমাক্কাতা মিনাল বারাকাহ্"* (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি মাক্কায় যে বারাকাত দান করেছো মাদীনায় তার দ্বিগুণ বারাকাত দান কর।)। (বুখারী, মুসলিম)[৭৯১]

ব্যাখ্যা : রসূলুল্লাহ (ﷺ) মাদীনার জন্য মাক্কার বারাকাতে দ্বিগুণ বারাকাত চেয়ে দু'আ করেছেন। 'আরাবীতে ضِعْفٍ-এর অর্থ এর সমপরিমাণ; হাদীসে এরই দ্বিবচন ব্যবহার করা হয়েছে, সুতরাং তার অর্থ দাঁড়ায় দু' গুণ। মাদীনার এ বারাকাত দুনিয়ার ক্ষেত্রে, সাওয়াব বা আখিরাতের পুণ্যের ক্ষেত্রে নয়। যেমন- তিনি মাদীনার "সা" এবং "মুদ্" এর মধ্যে বারাকাতে প্রার্থনা করেছেন। সাওয়াবের ক্ষেত্রে এমনটি নয়, সুতরাং বলা যাবে না যে, মাদীনার সলাত মাক্কার সলাতের দ্বিগুণ হবে। অথবা বলা যায় এ বারাকাত 'আম্ সকল বিষয়েই প্রযোজ্য সলাত ছাড়া, কারণ এ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র হাদীস রয়েছে। আল্লাহর নাবী অনুরূপভাবে সিরিয়া ও ইয়ামানের বারাকাতের জন্যও দু'আ করেছেন, এটা তাকীদের জন্য এর দ্বারা এ দেশ বা শহরগুলো মাক্কার ওপর প্রাধান্য পাবে না।

'আল্লামাহ্ মুবারাকপূরী তাঁর পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তিনি বলেছেন : মাক্কার দ্বিগুণ চেয়ে দু'আর অর্থ হলো মাক্কার বাইরে যে বস্তু দ্বারা একজন পরিতৃপ্ত হবে মাক্কায় তা দিয়ে দু'জন পরিতৃপ্ত হবে, আর মাদীনায় তা তিনজনের পরিতৃপ্তিদায়ক হবে। প্রকাশ যে হাদীসের এ বারাকাত নির্দিষ্ট সময়কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ। ইমাম নাবাবী বলেন, এটা "মুদ্" এবং "সা"-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ অন্য বস্তুতে নয়। কেউ কেউ বলেছেন : বারাকাত সকল যুগেই বিদ্যমান থাকবে।

٢٧٥٥ـ[٢٨] وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ اٰلِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ زَارَنِيْ مُتَعَمِّدًا كَانَ فِيْ جِوَارِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَكَنَ الْمَدِينَةَ وَصَبَرَ عَلٰى بَلَائِهَا كُنْتُ لَهٗ شَهِيدًا وَشَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَاتَ فِيْ اَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بَعَثَهُ اللّٰهُ مِنَ الْاٰمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

২৭৫৫-[২৮] 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর পরিবারের এক ব্যক্তি (সহাবী) নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি কেবল আমার উদ্দেশেই এসে আমার ক্বর যিয়ারত করবে, ক্বিয়ামাতের দিন সে আমার পাশে থাকবে। আর যে ব্যক্তি মাদীনাতে বসবাস করবে এবং মুসীবাতে ধৈর্য ধারণ করবে, ক্বিয়ামাতের দিন আমি তার জন্য সাক্ষী ও সুপারিশকারী হবো। আর যে ব্যক্তি দু' হারামের কোন একটিতে মৃত্যুবরণ করবে, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে বিপদমুক্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে উঠাবেন।[৭৯২]

---

[৭৯১] সহীহ : বুখারী ১৮৮৫, মুসলিম ১৩৬৯, আহমাদ ১২৪৫২, সহীহাহ্ ৩৯৯৭, সহীহ আল জামি' ১২৫৬, সহীহ আত্ তারগীব ১২০৩।

[৭৯২] সানাদ য'ঈফ : শু'আবুল ঈমান ৩৮৫৬। কারণ এর সানাদে খাত্ত্বাব বংশের জনৈক ব্যক্তি একজন অপরিচিত রাবী।

ব্যাখ্যা : খাত্ত্বাবের বংশের একজন লোক দ্বারা হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, মীরাক-এর লিখনীতে হাতিব-এর বংশের একজন লোকের কথা উল্লেখ হয়েছে।

বায়হাক্বীর এক সানাদে 'উমার-এর বংশের একজন লোকের কথা উল্লেখ হয়েছে। এভাবে আরো কিছু বৈসাদৃশ্যমূলক শব্দে হাদীসটি বর্ণিত হওয়ায় মুল্লা 'আলী আল ক্বারী এটিকে হাদীসে মুযত্বরাব বলে উল্লেখ করেছেন। নাবী ﷺ-এর বাণী : "যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার যিয়ারত করবে.....।" এ যিয়ারত দ্বারা বৈধ যিয়ারত উদ্দেশ্য। ইচ্ছা করে এর মূলে 'আরাবীতে مُتَعَمِّدًا -এর দ্বারা উদ্দেশ্য শুধুমাত্র যিয়ারতের জন্য গমন করা, কোন ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নয়, অথবা লোক দেখানো কিংবা অন্য কোন বাতিল উদ্দেশেও নয়, বরং ইখলাসের সাথে সাওয়াবের উদ্দেশেই যিয়ারত করা। আর যে মাদীনায় বাস করবে এবং সেখানকার দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ করবে। এখানে দুঃখ-কষ্ট বলতে সেটার ক্ষরা, অর্থ সংকট ও দৈন্যতা, বিভিন্ন আহ্‌লে বিদ্‌'আতীদের দ্বারা অত্যাচার ইত্যাদি। আমি তার সাক্ষ্য দানকারী এবং সুপারিশকারী হব, এর অর্থ হলো তার গুনাহের জন্য সুপারিশকারী এবং নেক কাজের সাক্ষ্য দানকারী হব।

মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, واو (ওয়াও) অক্ষরটি এবং অর্থের পরিবর্তে أو (আও) অর্থেও হতে পারে; তখন এর অর্থ হবে আমি তার সুপারিশকারী অথবা সাক্ষ্য দানকারী হব।

নাবী ﷺ-এর বাণী : "যে ব্যক্তি দু' হারামের কোন একটিতে মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামাতের দিবসে নিরাপদে উঠাবেন।" এখানে নিরাপদ বলতে ক্বিয়ামাতের ভয়াবহ ভীতিপ্রদ অবস্থাদির থেকে নিখাদ। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্বর যিয়ারতের উদ্দেশে সফর করার বিষয়ে সামনে বিস্তারিত বিবরণ আসছে।

٢٧٥٦ - [٢٩] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: «مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِىْ بَعْدَ مَوْتِىْ كَانَ كَمَنْ زَارَنِىْ فِىْ حَيَاتِىْ». رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ.

২৭৫৬-[২৯] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার رضي الله عنهما হতে বর্ণিত। তিনি মারফূ' হিসেবে নাবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি (ﷺ) বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর হাজ্জ সম্পন্ন করে আমার (ক্ববর) যিয়ারত করবে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আমার জীবিতাবস্থায় আমার সাথেই যিয়ারত করেছে। (অত্র হাদীস দু'টি ইমাম বায়হাক্বী "শু'আবুল ঈমান"-এ বর্ণনা করেছেন)[৭৯৩]

ব্যাখ্যা : নাবী ﷺ-এর বাণী : "যে ব্যক্তি হাজ্জ করল। অতঃপর আমার মৃত্যুর পর আমার ক্ববর যিয়ারত করল, সে আমার জীবদ্দশাকালে আমার সাথে সাক্ষাতকারীর ন্যায়।" মুল্লা 'আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, فَزَارَ শব্দের মধ্যে «ف» অক্ষরটি তা'ক্বীবিয়াহ্ বা অনুবর্তী অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যার ফলে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ববর যিয়ারতটি হাজ্জের পরেই হবে আগে নয়। স্বাভাবিক কায়দার চাহিদাও ফার্‌যের পরই সুন্নাতের স্থান। এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রহঃ) থেকে একটি সুন্দর ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছে ইমাম হাসান (রহঃ)। তিনি বলেছেন : যদি হাজ্জটি ফার্‌য হাজ্জ হয়ে থাকে তাহলে হাজীর জন্য সর্বোত্তম হলো আগে হাজ্জ সম্পন্ন করে নিবে, এরপর নাবী ﷺ ক্ববর যিয়ারতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে। আর যদি হাজ্জ নাফ্‌ল হয়ে থাকে তবে তার ইচ্ছা যে কোনটি আগে করতে পারে।

---

[৭৯৩] মাওযূ' : মু'জামুল আওসাত লিত্ব ত্ববারানী ৩৩৭৬, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১০২৭৪, শু'আবুল ঈমান ৩৮৫৭, য'ঈফাহ্ ৪৭। কারণ এর সানাদে লায়স ইবনু আবী সুলায়ম একজন দুর্বল রাবী।

প্রকাশ যে, হাদীসের প্রকাশ্য দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রথমে হাজ্জ করাই উত্তম, কেননা আল্লাহর হাক্ব সর্বদাই অগ্রণীয়। যেমন- মাসজিদে নাবাবীতে ঢুকে ক্ববর যিয়ারতের আগে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ পড়ে নিতে হয়। আল্লামা 'উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ) বলেন : সালফে সলিহীন সহাবী এবং তাবি'ঈ যারা মাদীনায় রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ববর যিয়ারতের মাধ্যমে শুরু করেছেন বলে উল্লেখ রয়েছে, সেটা ইহরাম বাঁধা উত্তম। আর তিনি মাদীনার যুল্ হুলায়ফাহ্ থেকে ইহরাম বেঁধেছেন। এ অবস্থায় মাদীনায় ইহরামের পূর্বে ক্ববর যিয়ারত করে নিবে। এ উত্তম কেবল ঐ ব্যক্তিদের জন্য যাদের মীকাত যুল্ হুলায়ফাহ্, আর মাদীনাহ্ হয়েই তো সেখানে যেতে হয়।

এ হাদীস দ্বারা সর্বসম্মতভাবে ক্ববর যিয়ারতের ফাযীলাত স্বীকৃত হয়। কিন্তু নিস্‌ক ক্ববর যিয়ারতের উদ্দেশে সফর করা বৈধ কি-না তা নিয়ে 'উলামাহ্‌গণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম সুবকী নিস্‌ক ক্ববর যিয়ারতের উদ্দেশে সফর করাকে বৈধ বলে মনে করেন।

পক্ষান্তরে আরেক শ্রেণী তথা জমহূর সহাবী, তাবি'ঈ এবং আয়িম্মায়ে কিরামের মতে নিসক (রসূলুল্লাহ ﷺ-এর) ক্ববর যিয়ারতের উদ্দেশে সফর করা বৈধ নয়। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সর্বজনবিদিত হাদীস : لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلخ. তিনটি মাসজিদ ছাড়া কোথাও সফরের জন্য বাহন বাঁধবে না.....। নাবী ﷺ-এর কর্ম দ্বারাও কোন ক্ববর যিয়ারতের উদ্দেশে সফর প্রমাণিত হয়নি, সুতরাং নাবী ﷺ-এর ক্ববরের জন্যও সফর বৈধ নয়।

٢٧٥٧ -[٣٠] وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ جَالِسًا وَقَبْرٌ يُحْفَرُ بِالْمَدِينَةِ فَاطَّلَعَ رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ فَقَالَ: بِئْسَ مَضْجَعُ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «بِئْسَ مَا قُلْتَ» قَالَ الرَّجُلُ إِنِّيْ لَمْ أُرِدْ هٰذَا إِنَّمَا أَرَدْتُ الْقَتْلَ فِيْ سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا مِثْلَ الْقَتْلِ فِيْ سَبِيلِ اللهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ بُقْعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ قَبْرِيْ بِهَا مِنْهَا» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا.

২৭৫৭-[৩০] ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু সা'ঈদ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ ﷺ বসেছিলেন, এমন সময় মাদীনায় একটি ক্ববর খোঁড়া হচ্ছিল। তখন জনৈক ব্যক্তি ক্ববরে উঁকি মেরে বললো, মু'মিনের জন্য কি এটা মন্দ স্থান? এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কি খারাপ কথাই না বললে! লোকটি তখন বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি কথাটি এ উদ্দেশে বলিনি, বরং আমার কথা বলার অর্থ হলো, সে আল্লাহর পথে বিদেশে এসে কেন শাহীদ হলো না (অর্থাৎ- মাদীনায় মৃত্যুবরণ করল এবং এখানে ক্ববরস্থ হতে চলল)? তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর পথে শাহীদ হবার মতো সমতুল্য আর অন্য কিছুই সম্ভব নয়। তবে মনে রাখবে, আল্লাহর জমিনে এমন কোন জায়গা নেই, যেখানে আমার ক্ববর হওয়া মাদীনার চেয়ে আমার কাছে প্রিয়তম হতে পারে। এ কথাটি তিনি (ﷺ) তিনবার বললেন। [ইমাম মালিক (রহঃ) হাদীসটি মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন][৭৯৪]

ব্যাখ্যা : মু'মিনের ক্ববরের উপর লোকটির মন্তব্য ছিল খারাপ, যদিও তার নিয়্যাত তথাকথিত খারাপ উদ্দেশে ছিল না। কেননা মু'মিন ব্যক্তির ক্ববর হবে জান্নাতের বাগান সদৃশ, তাকে খারাপ বলা মোটেও সঠিক হয়নি। এজন্য নাবী ﷺ তার ঐ কথাটিকেই খারাপ বলে প্রতিবাদ করেছেন। সাথে সাথে মাদীনায় তার

[৭৯৪] মুয়াত্ত্বা মালিক ১৬৭৮। কারণ সানাদটি মুরসাল।

অন্তিম শয়ন কক্ষ, অর্থাৎ- কৃবর হওয়ার আশাব্যক্ত করেছেন। লোকটির উদ্দেশ্য ছিল মাদীনাহ্ ত্যাগ করে দূর দেশে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে যুদ্ধ শাহীদ হয়ে সেখানে সমাহিত হওয়াই অধিক ফাযীলাতের বিষয়। তার উদ্দেশ্য সঠিক হলেও কথাটি সঠিক হয়নি, তাই রসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রতিবাদ করেছেন।

٢٧٥٨ -[٣١] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ بِوَادِى الْعَقِيْقِ يَقُوْلُ: أَتَانِى اللَّيْلَةَ اٰتٍ مِنْ رَبِّىْ فَقَالَ: صَلِّ فِىْ هٰذَا الْوَادِى الْمُبَارَكِ وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِىْ حَجَّةٍ». وَفِىْ رِوَايَةٍ: «قُلْ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

২৭৫৮-[৩১] 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব رضي الله عنه বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে (হাজ্জের সফরে) 'আক্বীক্ব উপত্যকায় বলতে শুনেছি, তখন তিনি (ﷺ) বলেছেন, এ রাতে আমার রবের পক্ষ হতে আমার কাছে এক আগন্তুক এসে বললো, আপনি এ বারাকাতময় উপত্যকায় (দু' রাক্'আত নাফ্ল) সলাত আদায় করুন এবং বলুন, 'উমরাহ্ হাজ্জের মধ্যে গণ্য। অন্য এক বর্ণনায় আছে, একে 'উমরাহ্ ও হাজ্জ বলুন। (বুখারী)[৭৯৫]

ব্যাখ্যা : (عَقِيْق) 'আক্বীক্ব মাদীনার যুল্‌হুলায়ফার সন্নিকটের একটি জায়গা। মাদীনাহ্ থেকে সেটার দূরত্ব চার মাইল। মুসনাদে আহমাদ-এর শারাহ গ্রন্থে শায়খ আহমাদ শাকির বলেছেন, এখানে 'উমার رضي الله عنه-এর হাদীসে 'আক্বীক্ব বলতে যুল্‌হুলায়ফার বাত্বনি ওয়াদীর সন্নিকটে অবস্থিত একটি স্থান। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে (আল্লাহর নিকট থেকে) আগন্তুক ছিলেন জিব্‌রীল আলায়হিস সালাম, তিনি তাকে সেখানে যে সলাতের নির্দেশ করেছিলেন সেটি ছিল ইহরামের জন্য সলাত আদায় করা।

কেউ কেউ বলেছেন, এটা ছিল ফাজ্‌রের সলাত। জিব্‌রীল আলায়হিস সালাম 'আক্বীক্ব উপত্যকাকে বলেছেন, এটা বারাকাতপূর্ণ উপত্যকা অবশ্য 'আক্বীক্ব উপত্যকা এই বারাকাত ঐ সময়ের জন্যই ছিল পরবর্তী সময়ের তা মাদীনার বারাকাতপূর্ণ বা ফাযীলাতপূর্ণ কোন স্থান হিসেবে খ্যাতি লাভ করতে পারেনি।

মালাক (ফেরেশতা) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্যই সফরের 'উমরাকে বন্ধুর সাথে সংযুক্ত করার কথা বলেছেন। সুতরাং এই ভিত্তিতে বলা যায় তিনি ক্বিরান হাজ্জকারী ছিলেন। এর অন্যান্য ব্যাখ্যা করেছেন উদ্দেশের অতীব দূর অর্থ, যেমন- কেউ কেউ বলেছেন, তিনি হাজ্জের কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর ঐ বছরেই বাড়ী ফেরার আগে 'উমরাহ্ করেছেন। 'আল্লামাহ্ ত্বাবারী বলেন, আল্লাহর নাবীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যেন তার সহাবীগণকে বলে দিতে পারেন যে ক্বিরান হাজ্জ করা বৈধ।

[৭৯৫] **সহীহ :** বুখারী ১৫৩৪, আবূ দাউদ ১৮০০, ইবনু মাজাহ ২৯৭৬, আহমাদ ১৬২, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ২৬১৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৮৮৪৯, সহীহ আল জামি' ৫৮, সহীহ আত্ তারগীব ১২১১।

Contents

تحقيق
مشكاة المصابيح

(المجلد ٣)

[العربي و بنغالي]

تأليف:

ولى الدين أبو عبد اللّٰه محمد بن عبد اللّٰه الخطيب العمري التبريزي (رح)

شرح:

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

الحسن عبيد اللّٰه بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان اللّٰه بن حسام الدين الرحمانى المباركفوري

(المتوفى: ١٤١٤هـ)

تحقيق:

علامة محمد ناصر الدين الألبانى (رح)

الترجمة والـمراجعة من الجنة العلمية

حديث أكاديمي

(مؤسسة التعليم والبحوث والنشر)